নাচঘর

Reg. No. C. 1304.

[বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

সম্পাদক :
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 3808
Date 21/8/
CALCUTTA

নাট্য-জগৎ

—:০:—

মিনার্ভায় "যাজ্ঞসেনী" দেখেছি,—গেল শনিবারে। "যাজ্ঞসেনী" সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মতামত প'ড়ে বিশেষ আগ্রহ হই নি। এখন স্বচক্ষে "যাজ্ঞসেনী"র অভিনয় দেখে একটা প্রশ্নই বারংবার মনের কোণে জেগে উঠছে যে, সংবাদপত্রে এমন সব মতামত প্রকাশিত হ'ল কেন?

•

'কেন'র জবাব কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের সকলের মত যে সবসময় মিলে যাবে, তা আশা রাখি না। মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, মতভেদের জন্যে আকাশের নীলিমাকে কি পৃথিবীর মাটি ব'লে ভ্রম হয়?

•

"যাজ্ঞসেনী" এখনো পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয় নি। সুতরাং এখন নাটক সম্বন্ধে শেষ-কথা বলা অধিকারের নামান্তর। তবু অভিনয়ের ভিতর দিয়ে নাটকের যেটুকু রূপ ধরতে পেরেছি, তার সম্বন্ধেই সংক্ষেপে দু-চার কথা বলব।

•



নাট্যাচার্য্য—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু

আগে দুটো অপ্রিয় কথা ব'লে নি। "যাজ্ঞসেনী"র প্রথম দোষ—অনুপ্রাস-বাহুল্য। নাট্যকার কোথাও অনুপ্রাসের এতটুকু সুযোগ ত্যাগ করেন নি। দাশু রায়ের যুগে এটা সকলে উপভোগ করত, কিন্তু দাশু রায়ের যুগ চ'লে গেছে। অনুপ্রাস-বাহুল্যে অনেক স্থলে "যাজ্ঞসেনী"র অর্থ বোঝা সহজ হয় না। অলঙ্কার সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্যে বটে, কিন্তু বাহুল্য ঐশ্বর্য্যকে প্রকাশ করলেও সৌন্দর্য্যকে প্রচ্ছন্ন করে। গুণগ্রাহী লেখক অমৃতলাল তা জানেন না ব'লে বিশ্বাস করি না।

•

"যাজ্ঞসেনী"র দ্বিতীয় দোষ, কয়েক স্থানে কথোপকথনের বাহুল্য। এ দোষ এখনো সংশোধনের অতীত নয়। অনাবশ্যক বাক্যাংশগুলি পরিত্যাগ করলেই নাটকখানি—অন্ততঃ নাটকের অভিনয়—অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে। কোথায় কোথায় পরিবর্জ্জন দরকার, সে কথা না বললেও চলবে। কারণ বহুদর্শী অমৃতলাল একবার অভিনয় দেখলে সেটা নিজেই বুঝতে পারবেন।

•

"যাজ্ঞসেনী"র সর্ব্বপ্রধান গুণ, তার খাঁটি নাটকত্ব—এ কেলে নাটকের হাটে যা দুর্লভের চেয়েও দুর্লভ। একদিন যে-মস্তিষ্ক "তরু-বালা", "বিজয়-বসন্ত", "হরিশ্চন্দ্র" ও "নবযৌবনা" প্রভৃতি নাটক প্রসব করেছে, বহু-অভিজ্ঞতায় আজ তা সম্পূর্ণতার আধার হয়ে উঠেছে। সুতরাং সে মস্তিষ্ক যেই প্রকৃত নাটকই প্রসব করবে, এটা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার এই, "যাজ্ঞসেনী"র নাটকত্ব নিয়েও সন্দেহজনক কথা উঠেছে।

•

জনসাধারণ স্বইচ্ছায় গভীর ভাবে কিছু বুঝতে চেষ্টা করে না। সেইজন্যেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে সমালোচকের আবির্ভাব। সাধারণের চোখে যা অস্পষ্ট তিনি তাকে স্পষ্ট করেন, যা গুপ্ত তিনি তাকে ব্যক্ত করেন। কিন্তু "যাজ্ঞসেনী"র নাটকত্ব অস্পষ্ট বা গুপ্ত নয়, তবু সমালোচকের দরকার হয় কেন, এইটুকুই আশ্চর্য্য!

•

একালের বাঙালী নাট্যকাররা 'ড্রামা' লিখতে ব'সে প্রায়ই 'মেলো-ড্রামা' লিখে ফেলেন। তাই অভিনয়কালে দর্শকের মন যাতে সহজে অভিভূত বা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, নাটকের মধ্যে তাঁরা এমন-সব রোমোদ্গমকারী ঘটনা এবং অতিরিক্ত রং চড়ানো ভাব সন্নিবিষ্ট করেন।

*

কিন্তু "যাজ্ঞসেনী"র কোথাও অতি-বাস্তব ঘটনা বা তথাকথিত 'থিয়েটারী' ভাবের উত্তেজনা নেই—পৌরাণিক নাটকের মধ্যে এমন স্বাভাবিকতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের প্রধান পাত্রদের নিয়ে অমৃতলাল নাটক রচনা করেছেন, কিন্তু কারুর হাতে একখানা ছোট ছুরি পর্যন্ত দেখতে পেলুন না। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্যভেদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা আছে, কিন্তু নাট্যকার সে দৃশ্যকে অন্তরালে রেখেছেন। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে রোমাঞ্চিত-দেহ প্রাকৃতজনের হৃদয় উৎকট উল্লাসে নৃত্য ক'রে ওঠে, নাট্যকার কিন্তু নাটক-জমানো অমন প্রলোভনেও আত্মবিস্মৃত হন নি। নাটকীয় ভাব ও থিয়েটারী ভাবের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, অমৃতলাল তা জানেন। এবং তিনি জানবেন না তো এ-কথা আর জানবে কে?

*

নাটকের এই উত্তেজনাহীনতা নাট্যকারের আধুনিক মনকেই প্রকাশ করে। গত-যুগের এবং বর্তমান-যুগের অধিকাংশ বাংলা নাটক সম্বন্ধে আর্থার সিমন্সের এই কথা খাটে—(তাদের মধ্যে) "Character does not exist, only impulse and event।" "যাজ্ঞসেনী"তে উত্তেজনার অত্যাচার ও ঘটনার ঘটা নেই। চরিত্রের নিখুঁত চিত্র ও 'আইডিয়া'র সমাবেশ আছে। এই তো চাই।

*

নাট্যকার আজীজ তাঁর "theatre panpsyche" সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে লিখেছেন, নিজনাম মুখ আগেকার তুলনায় অতটা ঘটনাহীন। এখন "mental life"ই নাটকের আলোচ্য হওয়া উচিত—যাতে বিশেষ ক'রে থাকবে—"the struggle of man's thoughts with man।" কারণ? "Life has become more psychological।" "যাজ্ঞসেনী"তে এই মানসিক ক্রিয়ার অভাব নেই।

*

অতি-বাস্তবতাকে পরিহার করার দরুণ "যাজ্ঞসেনী"র পৌরাণিক মানুষগুলিও (যাঁদের চিরকালই আমরা কল্পনার রঙিন পরকোলার ভিতর দিয়ে দেখে এসেছি) আধুনিক কালের উপযোগী হ'য়ে উঠেছে। অমৃতলালের অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতন কর্তব্যপরায়ণ ও স্নেহদুর্বল পিতা; দুর্যোধনের মতন অবাধ্য, একগুঁয়ে পুত্র (পিতার দুর্বলতার সুযোগে যে কার্যসিদ্ধি করে); শ্রীকৃষ্ণের মতন বন্ধুবৎসল মহামানব; যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের মতন বিচিত্র-চরিত্র ভ্রাতা আজকের দিনেও দুর্লভ নয়। এরা সকলেই রক্ত-মাংসে-গড়া জ্যান্ত মানুষ। তাই তাদের হাসি-কান্না ও সুখ-দুঃখ সহজেই আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। দ্বাপরের অন্তর্দৃষ্টি গভীর রহস্যের অন্তরাল থেকে তাঁরা এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে বিংশ শতাব্দীর প্রখর সূর্যকরের ভিতরে—আমাদের নিত্যকার সংসারে, সুখ রচিত স্বরোয়া মানুষের মত।

*

আগেই বলেছি, "যাজ্ঞসেনী"তে ভাবের খেলা, "আইডিয়া"র লীলা আছে অসাধারণ। চরিত্র-চিত্রেও ঐশ্রজালিকের তুলিকা-স্পর্শ আছে। অতি-পুরাতন চরিত্রগুলিও মামুলি ধরণে আঁকা নয়। কিন্তু নাটক না বেরুলে সে-সমস্ত বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো অসম্ভব। নাটকের "যাজ্ঞসেনী" নামও সার্থক হয়েছে। কারণ দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে নাটকের আরম্ভ এবং কৌরব-সভায় তাঁর অপমানে নাটকের সমাপ্তি। এবং দ্রৌপদীর আবেদনেই পাণ্ডবরা আবার নিজেদের স্বাধীনতা ও হৃত রাজ্য ফিরিয়ে পান। সুতরাং "যাজ্ঞসেনী"ই ঠিক নাম।

*

যাঁরা নাটকের মধ্যে নাটকত্ব খোঁজেন, যাঁরা "প্লে" ও "ড্রামা"র তফাৎ বোঝেন এবং যাঁরা সূক্ষ্ম ভাবের বিকাশ, বাহিরের ঘটনা ছেড়ে হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত ও উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব দেখতে চান, "যাজ্ঞসেনী" তাঁদের অভিভূত করবেই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, "যাজ্ঞসেনী" একখানি উৎকৃষ্ট নাটক, সাহিত্যে স্থায়ী স্থান পাবার যোগ্য। এর চেয়ে ভালো নাটক অমৃতলাল আর লেখেন নি। এবং এর চেয়ে ভালো পৌরাণিক নাটক বর্তমান যুগে আর লেখা হয় নি।

*

বিলাতী নাট্য-সমালোচকদের সম্বন্ধে জর্জ বার্নার্ড শ বলেছেন: "The average London critic, for want of practical experience has no real confidence in himself: he is always searching for an immaginary "right" opinion, with which he never dares to identify his own," বাঙালী সমালোচকদেরও এই দোষ আছে। আমরা ও-দলের লোক নই। গালাগালিই দাও আর সুখ্যাতিই কর, নিজেদের সত্য মত আমরা অসঙ্কোচে প্রকাশ করতে পারি। কারুর নিজেদের উপরে আমরা বিশ্বাস হারাই নি। আশা করি, কখনো হারাবও না।

*

তারপর "যাজ্ঞসেনী"র অভিনয়ের কথা—স্থানাভাবের জন্যে তাও সংক্ষেপে সারব। ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়েছেন দানীবাবু। আমরা বরাবরই ব'লে এসেছি, দানীবাবুর এখন নিজের বয়সের যোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত। ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা তাঁরই গ্রহণীয় ভূমিকা। সুতরাং তাঁর অভিনয় ও ভাবের অভিব্যক্তিও হয়েছে সুন্দর ও স্বাভাবিক। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে কোন খুঁৎ নেই বললেও চলে। কেবল শেষ-দৃশ্যে অত উচ্চস্বরে তিনি যদি চীৎকার না করেন, তাহ'লেও কোন ক্ষতি হবে না। ক্রোধপ্রকাশের একমাত্র উপায় চীৎকার নয়।

*

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "অর্জুন"—চমৎকার। চেহারাতেও তাঁকে মানিয়েছে, প্রবৃত্তি-ভঙ্গিও তাঁর সুষ্ঠু। এই এক ভূমিকাতে নেমেই তিনি স্থায়ী যশ অর্জন করতে এবং নিজের পথ কেটে নিতে পারবেন। আর এক নূতন অভিনেতা—শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ—নিয়েছেন "শকুনি"র ভূমি এঁরও অভিনয় উপভোগ্য এবং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বিশেষ ক'রে স্বচ্ছন্দ স্বাধীন ভাবভঙ্গি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রভাতবা কণ্ঠস্বর এখনো দুর্বল, তবে নিয়মিত অভ্যাসে এ দুর্বলতা দূর হব সম্ভাবনা। "কর্ণে"র ভূমিকা নিয়েছেন যে তরুণ অভিনেতাটি তাঁর ন আমরা জানি না। এখনো বোধ হয় এঁর মঞ্চভীতি যায়নি এবং ব্যক্তিত্বের অভাব আছে। তাহ'লেও এঁর অভিনয় মন্দ নয়। প্রথম আবির্ভাবে নিখুঁৎ হওয়া শক্তিবান নটের পক্ষেও সম্ভব নয়।

*

শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীমের ভূমিকায় অবতরণ করেছেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র দে। চেহারা ভালো হলেও চির-কিশোর শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় হাঁদুবাবুকে ঠিক মানায় নি। এবং এ ভূমিকায় অভিনয়ও উচ্চতর হবার অবকাশ আছে। কিন্তু হাঁদুবাবু যেটুকু রস সৃষ্টি করেছেন, তাও আমাদের ভালো লেগেছে। তা নিন্দাযোগ্য নয়। কুঞ্জবাবুর অভিনয়ও ভূমিকার উপযোগী। কার্তিকবাবুর কণ্ঠ কবিতা-আবৃত্তির অনুরূপ নয় এবং সে দোষও তাঁর নয়। তবু ভূমিকার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি চে ার ত্রুটি করেন নি। অনেক স্থ কৃতকার্যও হয়েছেন। ভীম, বিদুর ও কীচক প্রভৃতির ভূমিকাও চলনসৈ অভিনয়ও হয়েছে চলনসৈ।

*

শ্রীমতী শশীমুখী নিয়েছেন যাজ্ঞসেনীর ভূমিকা। আগে আর কোন ভূমিকা শ্রীমতী শশীমুখীর এর চেয়ে ভালো অভিনয় আমরা দেখি নি। রাগ, দুঃখ, সুখ, অভিমান ও প্রেম প্রভৃতি ভাবের বিচিত্রতা তাঁর দেহ ও মুখের ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে—ছবির মত। তাঁর কণ্ঠস্বরে একটা স্বাভাবিক সুর আছে এবং সে-বিষয়ে এবারে তিনি বোধ করি সচেতন হয়েছেন। কারুর নিজের

কণ্ঠস্বরের কৃত্রিমতা এবারে তিনি সাধ্যমত স্বাভাবিক ক'রে আনতে পেরেছেন। এবং কোথাও তা রসবিরোধী হয়ে ওঠে নি। ঈশ্বরদত্ত অপূর্ণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও অভিনয় ক'রে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা সামান্য নয়। আমরা বিস্মিত হয়েছি। যাজ্ঞসেনীর প্রথম গানটি বাদ দেওয়া দরকার।

•

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালার অপূর্ব্ব অভিনয়গুণে বৃদ্ধা ও গান্ধারীর ক্ষুদ্র ভূমিকা-দুটিও হয়েছে পরম উপভোগ্য। শ্রীমতী সুবাসিনী দেখা দিয়েছেন সুভদ্রার রূপে। যেমন মধুর তাঁর অভিনয়, তেমনি মধুর তাঁর গান!—বেশী বলা বাহুল্য। অন্য অন্য ক্ষুদ্র নারী-ভূমিকার অভিনয় চলনসৈ। সখীদের নাচ-গান উল্লেখযোগ্য এবং বিশেষ ক'রে প্রশংসনীয় এইজন্যে যে, নাটকের গতিকে তা অগ্রসর ক'রে দিয়েছে, কিন্তু আহত করে নি।

•

দৃশ্যপটের সুখ্যাতি গেল বারেই করেছি। অধিকাংশ দৃশ্যপটই মিনার্ভার শিল্পী পরেশবাবুর রূপদক্ষতা ও সৌন্দর্য্যবোধের অপূর্ব্ব পরিচয় দেয়। প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ শিল্পস্থানগুলি থেকে আদর্শ সংগ্রহ ক'রে যে-ভাবে রঙ্গমঞ্চের উপরে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে পরেশবাবুর নিপুণতা সার্ব্বজনীন প্রশংসা লাভ করবে। সাজপোষাকও নয়ন-মনকে মোহিত করে।

•

অরোরা সিনেমার "আলিবাবা" প্রমাণিত করেছে যে, এদেশেও কত ভালো ছবি তৈরি হ'তে পারে! এর আলোক-চিত্র, এর সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্য, এর অভিনয়ের কৃতিত্ব বাঙালীর যে-কোন চলচ্চিত্রের তুলনায় অসম্ভব-রূপে ধারণাতীত হয়েছে। যাঁরা কেবল বাংলা রঙ্গালয়ের "আলিবাবা" দেখেছেন, এই চলচ্চিত্রের "আলিবাবা"র গল্পটিও তাঁদের নূতনত্বের চমকে বিস্মিত ক'রে তুলবে! বোম্বাইয়ে যে এখন এমন ভালো ছবি প্রস্তুত হয়, "অরোরা"র সত্বাধিকারী অনাদিবাবুর দৌলতেই আমরা তা প্রথম জানতে পারলুম। শুনে সুখী হলুম, "আলাদীন" চিত্রনাট্যও শীঘ্রই তিনি কলকাতায় নিয়ে আসবেন। তাঁর কর্ম্মোৎসাহ অনুকরণীয়।

•

'ফ্রেণ্ডস ইনষ্টিটিউটে'র সভ্যবৃন্দ লিখেছেন :—

"কলিকাতার অবৈতনিক নাট্যাকাশের ধ্রুবতারা তারাকুমার মুখোপাধ্যায় (ভূতনাথ বাবু) অকস্মাৎ গত ১৩ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার বৈশাখী উষায় পরলোকে গমন করেছেন। তিনি ফ্রেণ্ডস ইনষ্টিটিউটের মেরুদণ্ড ছিলেন। অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনেতাদিগের মধ্যে নারী-ভূমিকায় তারাকুমারের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীবর্গের অভিনয়-কলাকুশলতাও তাঁহার নিকট সময়ে সময়ে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত। 'বলিদানে' 'সরস্বতী', 'শাস্তি কি শান্তিতে' 'ভুবন', 'বিষবৃক্ষে' 'কুন্দ'' 'প্রফুল্লে' 'উমাসুন্দরী' ও 'জ্ঞানদা', 'গৃহলক্ষ্মীতে' 'বিরজা', 'চরিত্রহীনে' 'কিরণময়ী', 'দেবদাসে' 'চন্দ্রমুখী' ও 'শ্রীবৎসচিন্তায়' 'চিন্তা' প্রভৃতি ভূমিকায় তাঁর অভিনয় আদর্শ অভিনয়। ভগবান তাঁহার আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।"

•

আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি লিখেছেন :—

"এই আর্টের যুগের ছেলেরা সেই সেকেলে যাত্রা নিয়ে মেতে উঠ্‌ল কেন এবং এই মাতাটা সার্থক হ'ল কিনা দেখ্‌বার জন্যে গেল রবিবার দিন কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের হলে বহু বিশিষ্ট মাতব্বর সাহিত্যিক ও হোমরাচোমরা ভদ্রমহোদয় ভীড় জমিয়ে দিয়েছিলেন; ব্যাপারটা ছিল বারবেলা সাহিত্য বৈঠকের অনুষ্ঠানে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক "ভীষ্মের" অভিনয়।

•

"অভিনয়ের কথা বল্‌তে গেলে সর্ব্বপ্রথম সেই 'কুরুবৃদ্ধ নমস্য সবার'—কথা মনে প'ড়ে যায়। ইচ্ছামৃত্যু শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেবের অন্তর্নিহিত শক্তি, তেজ, জ্বালা, ঔদার্য্য, কৃষ্ণপ্রেম—সমস্তই ফুটে উঠেছিল অভিনেতার কথায়, ভাবে, নয়নে মননে, প্রতি অঙ্গভঙ্গে। অভিনেতাকে সাধুবাদ! যুবক-ভীষ্মবেশী শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র চৌধুরী বেশে, বর্ণে, আবৃত্তিতে, অভিনয়-ভঙ্গীতে ব্রহ্মচারী ভীষ্মকে যে অপরূপ ভাবে মূর্ত্ত ক'রে তুলেছিলেন তা' প্রশংসাতীত। এর পরেই ভাল লেগেছে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'অর্জ্জুন'; তাঁর 'শান্ত'ও ভালই হয়েছে।

•

"শ্রীবিশ্বনাথ বসুর 'পরশুরাম'ও আমাদের সবিশেষ মুগ্ধ করেছে। সাত্যকি, অকৃতব্রণ, দাসরাজ ও প্রথম বসুর ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীসতীশ মিত্র, শ্রীপ্রমথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিশ্বেশ্বর বসু ও পুনরায় শ্রীসতীশ মিত্র বেশ ভালই অভিনয় করেছেন। বৃকরূপী শ্রীসুনীলকৃষ্ণ ঘোষকে সকলেই তারিফ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বেশে শ্রীসুবোধ বসুকে চেহারার দিক দিয়ে মানালেও গলার দিক দিয়ে কিছু খাটো বোধ হচ্ছিল। আর হলধর বলরাম যে 'সাত্যকির কথা মত' 'সোমারসপান' করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু কাজের নয়, সেইটুকুই ফুটিয়ে তুলেছিল তাঁর গলা। বাকী পুরুষ-চরিত্রদের অভিনয়ও মন্দ হয়নি।

•

"শঙ্কর-শিষ্য বৈতালিকরূপে শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় তাঁদের সঙ্গীতলহরী দ্বারা সমবেত জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করতে পেরেছিলেন।

•

"স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে পূর্ণভাবে মনোহরণ করেছিলেন অম্বা ও শিখণ্ডীবেশে শ্রীলালমোহন বসু। চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রেম, দৃঢ়তা, প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি, সবই পরিস্ফুটভাবে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁর বিচিত্র অভিনব অভিনয়ে। এবং তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে প্রতিহিংসার জ্বালা চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, লেলিহান অগ্নিশিখার মত।

•

"সত্যবতীর ভূমিকায় শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু চমৎকার দরদ দিয়ে অভিনয় করেছিলেন। শ্রীতারকচন্দ্র সরকারকে গঙ্গার ভূমিকায় সুন্দর মানিয়েছিল, অভিনয়ও তাঁর বেশ হয়েছিল। শ্রীঅবনীকুমার চট্টোপাধ্যায় গৃহীত ছ্যুতির অভিনয় অপেক্ষা গান বেশী ভাল লেগেছিল। শ্রীসতীশ মিত্রের দাসরাণীও সুন্দর। দৈব ও ক্রিয়ার দ্বৈত-সঙ্গীত চলন-সৈ।

•

"জুড়ী হয়ে নেমেছিলেন সম্প্রদায়ের রথীরা—শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, শ্রীশচীন্দ্র নাথ বসু, শ্রীফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুবিমলচন্দ্র ঘোষ। তাঁরা এ কার্য্যে নূতন ব্রতী হ'লেও যাত্রা-রথ বেশ ভাল চালেই চালিয়েছিলেন। বাহাদুরী আছে। জুড়ী-দোয়ারের সঙ্গে প্রৌঢ় শ্রীসতীশ দত্ত (দানীবাবু) যে উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গত করেছিলেন তা' প্রশংসনীয়—পাকা ওস্তাদ বটে।

•

"সবশেষে আমরা সম্প্রদায়ের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীমন্মথমোহন বসু, 'ভীষ্ম গীতাভিনয়ের' প্রযোজক শ্রীবলাইচন্দ্র মিত্র ও কর্ম্মসচিবদ্বয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ—এদের সকলকে ভীষ্ম-গীতাভিনয়ের সাফল্যের জন্যে সবিশেষ ধন্যবাদজ্ঞাপন করছি।"

—

গান

(মূলতান)

বাঁশী বাজে হারা যৌবনে !
আজো তার সুর আসে ! স্মৃতির সজল শ্বাসে
মাধবিকা ঝুরে মনে-মনে !

*

জানিনা কে এসেছিল কত—কত দিন আগে !
যেন ভালোবেসেছিল গোলাপের রাঙা বাগে !
কাণে কাণে ডেকেছিল, চোখে ছবি এঁকেছিল,
গেয়েছিল কোকিলের সনে !

*

ধূলোয় মিশিয়ে গেছে সেদিনের গাঁথা মালা,
ঝামর আকাশে জ্বলে কালবোশেখীর জ্বালা !

*

বুকের ঘুমকে ডেকে মিছে বলি জাগো—জাগো !
অতীত কল্পনা কথা, বাঁশী ফের বাজেনা গো !
বকুল ফোটেনা আর,— যত করি হাহাকার !—
ওগো তাই হাসি প্রাণপণে !

রংমহলের পঞ্চরং

ছিটে এবং ফোঁটা

[অশনি]

—:*:—

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী যে কি এবং কি নন, সে-সম্বন্ধে "শনিবারের চিঠি"র শ্রীমান নীরোদ চৌধুরী (?) এক 'ফেহ্‌রিস্ত্' দাখিল করেছেন। এ-সংখ্যার অন্যত্র তা দেখানো হ'ল। শ্রীমানের চোখ দেখেছে, প্রমথবাবু পণ্ডিতও নন লেখকও নন। (কারণ শ্রীমানের মতন সর্ব্বশাস্ত্রের সূচীপত্র পড়বার আগ্রহ তাঁর নেই এবং লিখতে ব'সে নিজের কথা ভুলে তিনি কেবল পরের বুলি আউড়েও যান না) দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলা দেশের মানুষ বড় নির্ব্বোধ দেখবার সময়ে তারা শ্রীমানের চোখ ধার না ক'রে নিজেদের চোখই ব্যবহার করে।

*

বাঙালী স্বচক্ষে দেখেছে যে, সাধারণতঃ সংবাদপত্রে পাঠকের ও নিজের সময় কাটাবার জন্যে প্রমথবাবুর যে-সব লেখা ছাপা হয়, তাইই তাঁর রচনার সর্ব্বস্ব নয়। "সবুজ-পত্রে"র উপরে তাঁর অমৃতায়মান লেখনী যে-সব ছবি এঁকেছে, তা না-দেখবার মত অন্ধতাও আজ পর্য্যন্ত বাঙালীর হয় নি। অবশ্য লক্ষ্মীর বাহন যে দিবস্পতিকে দেখতে চায়ও না পায়ও না, এজন্যেও বিস্মিত হবার আবশ্যক নেই। এবং "গণ্ডুষজলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে"।

*

২+২ যে ৪ হয়, এটা প্রমাণিত করবার জন্যে শ্রীমান নীরোদ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যার মহাসাগর মথাদন্তে মন্থন করেন—(আমাদের মতে) মূর্ত্তিমান উন্মত্ত ঝটিকার মত। এবং শনিমণ্ডলের মতে, এইটেই নাকি জ্ঞানরত্নাকরের অগাধজল-সঞ্চারী বহুবাহু অক্টোপাসের লক্ষণ। আমরা অবশ্য হাক্সলিটের ভাষায় বলতে পারি "We laugh at fools, and at those who pretend to be wise,"—কিন্তু সে কথা তিনি বিশ্বাস না করতেও পারেন, কারণ হাক্সলিট তো আন্তিকালের বদ্যি-বুড়োর সামিল।

*

সেকেলে মত যে আর চলে না ! নইলে শ্রীমান নীরোদ চৌধুরী ষ্টার্লের মুখে "An ounce of a man's own wit is worth a ton of other peop'e's" প্রভৃতি উক্তি শুনেও কি 'ক্যাটালগ'-দাখিল-করা পল্লবগ্রাহিতার মোহে মহা-সমারোহে আজ প্রমথবাবুর নাকের সামনে নৃত্য করতে ভরসা পেতেন !

*

শনিসেবকদের ক্রোধ-বহ্নি এই সেদিনই অত্যন্ত উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল—জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্তকে নাকি কোন্ নাবালক মাসিক-পত্র আক্রমণ করেছিল ব'লে। কিন্তু আজ আর আমাদের ক্রোধবহ্নি উদ্দীপিত হবার হেতু নেই। কারণ শ্রীমান নীরোদ চৌধুরী নিশ্চয়ই সাবালক এবং অ-জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী নিশ্চয়ই হাবা-লোক। অতএব শনি-গোয়ালের হাম্বা রবে বাংলা দেশের কর্ণ বধির হয়ে যাক্, আমরা নিশ্চয়ই স্তব্ধ থাকতে বাধ্য।

*

এ-সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলতে চাই না। 'কোটেশনে'র ফাঁক খোঁজবার জন্যে শ্রীমানের আগ্রহ যে অনন্ত, আমরা তা জানি। মাঝে মাঝে তিনি শোপেন্‌হাউআরকে নিয়েও টানাটানি করেন। কিন্তু শোপেন্‌হাউআরের এই বচনটি এখনো তিনি উদ্ধার করেন নি কেন ?—"The average man of learning studies for the purpose of being able to teach

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা ! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী ! যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে।

সুলভতার অতুলনীয় !

and write. His head is like a stomach and intestines which let the food pass through them undigested. That is just why his teaching and writing is of so little use."

*

সদ্য-প্রকাশিত "হসন্তিকা" অবাধ্য লেখকদের টিট্ করবার জন্যে একটি নূতন শক্তিশেল আবিষ্কার করেছেন। যে-লেখকের কাছে ভিক্ষা ক'রেও লেখা পাওয়া যাবে না, "হসন্তিকা" তাঁর রচনার 'প্যারডি' প্রকাশিত করবেন। প্রমাণ? "অকল্কের অট্টহাস"—(শনির চিঠিতে প্রকাশিত "রোমন্থনকে"র পরিশিষ্ট)। এটির আদর্শ নাকি হেমেন্দ্র রায়ের "আরণ্যক।" এবং "অকল্কের অট্টহাসে"র লেখক কে, তাও আমাদের অজানা নেই।

*

আমাদের সুহৃদ হেমেন্দ্রকুমার যেন উক্ত 'প্যারডি'র বিরুদ্ধে গদ্যে-পদ্যে সদ্য সদ্য আঘাত করতে উদ্যত না হন। কারণ বন্ধুর বিরুদ্ধে অসি বা মসী ব্যবহার ক'রে লোক হাসাতে গেলে ভদ্রসমাজে তিনি নিজেই হাস্যাস্পদ হবেন। বন্ধু অবধ্য। আশা করি, আমাদের উপদেশ তাঁর এ-কাণ দিয়ে ঢুকে ও-কাণ দিয়ে বেরিয়ে যাবে না।

*

যত-বড় ভালো কবিতাই হোক্ (যদিও 'আরণ্যক' যে নিম্নশ্রেণীর কবিতা নয়, আমরা এমন কথাও বলছি না), তার 'প্যারডি' করা খুবই সহজ। এবং 'প্যারডি' যে নির্দ্দোষ ও উপভোগ্য, তাতেও আর সন্দেহ নেই। "অকল্কের অট্যহাস"ও প'ড়ে খুসি হতুম—তার ভিতরে যদি দংশনের স্পষ্ট চেষ্টা না থাকত। নির্দ্দোষ 'প্যারডি'র ছল নেই—ওটি বোলতা প্রভৃতিরই নিজস্ব। "অকল্কের অট্টহাসে"র লেখক নিজের চিত্তবৃত্তি গোপন রাখতে পারেন নি। দুঃখের কথা।

*

"হসন্তিকা"র তিনটি লেখা ('হসন্তিকা', 'অশ্লীলতার বিচার' ও 'তরুণাতন্ত্র') প'ড়ে উপভোগ করলুম। সাহিত্যে আমরা যে ভাব ও গঠনের উপাসক, এই তিনটি রচনাতেই তা আছে। 'হসন্তিকা'র বাকি যে লেখাগুলি বেরিয়েছে, তা প্রকাশিত না হ'লেও বঙ্গবাণীর মুখ মলিন হ'ত না - কারণ তাদের অধিকাংশই হয় "শনিবারের চিঠি"র অনুকরণ, নয় ব্যর্থ রসরচনা।

*

জ্যৈষ্ঠের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে সর্ব্বজনবিদিত অকবি হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত "মানব সে, সুধুই মানব" কবিতায় আছে :—

"জননী, দুহিতা, ভগ্নী যার দৃষ্টি থাকেনি ভুলিয়া,
তপ্ত মাংসলোভ কাঁদে যার আঁতে চীৎকার তুলিয়া,
কুৎসিত লালসা যার রমণীর মৃতদেহ ছুঁলে"—প্রভৃতি।

*

—জঘণ্য, জঘণ্য! অশ্লীলতার বহর দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়েছি! সমস্ত কবিতাটি পড়লে হয়তো ও-লাইনগুলির অর্থ শ্লীলই হবে, কিন্তু সমস্ত কবিতাটি আমরা পাঠ করি-নি। এবং করবও না। এবং করলেও মুখে ও-লাইনগুলি শ্লীল ব'লে স্বীকার করতুম না। কারণ?—বাংলা-সাহিত্যের অতি-আধুনিক সমালোচনার পদ্ধতিই হচ্ছে তাই। অন্ততঃ শনিবারের পত্রলেখকগণ কথায় ঢ্যারা-সই দেবেন।

*

ঐ কবিতাটিতেই "পরপুতবৃক্ষ" ও "বিপ্লাব-আপ্লাব" প্রভৃতি কবিত্বের কণ্ঠ-রোধকারী কথা আছে। ভারি অন্যায়। হেমেন্দ্রকুমার যদি কবি-নাম ক্রয় করতে চান, তাহ'লে ভবিষ্যতে 'বর্ণপরিচয়ে'র প্রথম ভাগ থেকেই তিনি যেন শব্দচয়ন করেন। কারণ আধুনিক সাহিত্য হচ্ছে মুটে, মজুর, চাষা ও স্কুলের দশম শ্রেণীর মানবকদের জন্যে। তারা যার মানে বুঝবে না, তা সাহিত্যই নয়।

*

"হসন্তিকা" হয়তো অভিধান খুলতে বলবেন। ভুল! অভিধান খোলবার জন্যে সৃষ্ট হয় নি। অভিধানকে পুস্তকাধারের সর্ব্বোচ্চ তাকে, নাগালের বাইরে রক্ষা করা উচিত। পাতা না কেটেই।

হরকরা বা খবরাখবর

(শ্রীশশীচন্দ্র সোম)

শুন্‌ছি 'শনিবারের চিঠি' নাকি শীগ্‌গিরই মহাপ্রস্থান করছেন। সেকালে পঞ্চপাণ্ডব করেছিলেন—ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রুনিপাত করে'—বৈরাগ্যে। আর একালের পঞ্চভূতেরা করছেন—বাক্যযুদ্ধে ধর্ম্মনিপাত না করতে পেরে—রাগে। পুরাণের পুনর্জ্জন্ম আর কি!

আমরা সেই মহাদিবসের অপেক্ষায় বসে আছি। মা কালীর কাছে পাঁচটা মাছি বলি দেব আর পাঁচজন আচার্য্যকে দিয়ে উপাসনা করাব।

শুন্‌ছি শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়কে নাকি স্বরাজী প্রেস চাকরী দিচ্ছেন। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় যে রবীন্দ্রনাথের স্নেহাস্পদ ভক্ত, সে ত সর্ব্বজনবিদিত খবর। রবীন্দ্রনাথের ইটালিযাত্রাকালে রামানন্দবাবুর অনুপস্থিতিতে তিনি ত 'মডার্ণ রিভিউ'এর সম্পাদকীয় উচ্চাসনে উপবিষ্ট হয়েই তা জানিয়ে দিয়েছেন।

'শনিবারের চিঠি'র মতে স্বরাজী প্রেস শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের চেয়ে না হ'লেও রবীন্দ্রনাথের ভক্ত বটে (এবং বাংলা দেশে এক সার্কুলার রোডের বাটীর লোক রবীন্দ্রনাথের ভক্তশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য)।

'শনিবারের চিঠি'র মহাপ্রস্থান সেই কারণেই নাকি? হায় মোহিতলাল! হায় কামবীর্য্যভক্ত পুরুষপ্রবর! কে আর তোমাকে গাল দিয়ে 'প্রবাসী'তে ব্যঙ্গরচনা লেখাবে। কে আর তোমার পদ্যের বই ছাপাবে!... ...

'শনিবারের চিঠি' নিশ্চিন্ত হয়ে' সুরসিকরূপে স্বনামেই 'যোগাযোগ' এর সমালোচনা করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ ত বিদেশে চল্লেন, সেখানে কি আর তাঁর সময়ের টানাটানিতে 'আত্মশক্তি' বা 'শনিবারের চিঠি' পড়া সম্ভব? তায় আবার তাঁর শরীর দুর্ব্বল, শনিবারের সন্ধ্যাবেলায় ও উৎকৃষ্ট সাহিত্য শরীরে সইবে কেন? সুরসিক রায় নির্ভয়ে রবীন্দ্রনাথকে 'শনিবারের চিঠি'তেই গাল দিন। কারণ 'শনিবারের চিঠি' তিনি এখন ক-মাস পড়বেন না—তাতে বড্ড চিন্তার দরকার। বরঞ্চ সময় কাটাবার জন্যে 'আত্মশক্তি' উল্টে দেখতে পারেন।... ...

দি ইণ্ডিয়ান নিটিং এণ্ড টেলারিং স্কুল

স্থাপিত ১৯২২ সাল

আধুনিক লণ্ডনের নিয়মে (বাংলা ও ইংরেজ ভাষায়) সকল প্রকার জামার ছাটকাট ও সেলাই এবং মোজা বোনা শিক্ষা দেওয়া হয়। কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন বা চাঙ্কর হার সামান্য মাত্র। সাক্ষাতে বা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাওয়া যায়।—

সেক্রেটারী মিঃ জে, এম, দে
ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এণ্ড কাটার, কমলালয়।
৩নং শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

...নাথের 'জীবনস্মৃতি' সাহিত্য-রত্ন। তাতে আছে—অধ্যাপকের প্রশ্নের উত্তরে একটী বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্ ছেলের নিজের নামের অর্থ বলা নী মানে নেই, রদ মানে রোদ—নীরদ।... ...

সভ্যতা বস্তুটী জাতীয়তার চেয়ে বড়ো ও ব্যাপক। ও সেই কারণে জাতীয়তার ওপর বক্তৃতা দেওয়া ছেলেখেলা। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিয়েছিলেন জাতীয়তার সম্বন্ধেই। পূজনীয় সজনীকান্ত দাস মহাশয় নিমন্ত্রিত হয়ে' এবার বিদেশ যাচ্ছেন—সভ্যতার ওপরে বক্তৃতা দিতে। তাঁর সভ্যতার ওপর সেই বিখ্যাত গড়ের মাঠের কবিতা ফরাসী অনুবাদে পড়েই নাকি পশ্চিমের মহাদার্শনিকেরা মহা মুগ্ধ হয়েছেন। 'বৃহত্তর ভারত পরিষদ' বিদায়-উৎসব খুব আড়ম্বরেই করবেন, আর হিন্দুসভার সভাপতি দেশের এই উজ্জ্বল মণির প্রতি শ্রদ্ধায় শতকাজ ফেলেও গয়া যাত্রা করছেন।... ...

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ফরাসী জানেন—ও ভালোরকম জানেন বলে'ই আমাদের ধারণা ছিল। কিন্তু সে ধারণা ভুল। আর সে ভুলের জন্যে দায়ী জোচ্চুরী। ও সে জোচ্চুরীর জন্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীই দায়ী। এত বড়ো ষড়যন্ত্র শনিবারে, রাঙা চোখেও ধরা পড়েছে যে, তার কারণ কি জানেন? তার কারণ 'শনিবারের চিঠি'র কর্ত্তারা এখন থেকে গোয়েন্দাগিরি করছেন। কেন জানেন? প্রভুর ইচ্ছায়, পরম পিতার ইচ্ছায় পূর্ব্বোক্ত মহাপ্রস্থান সংঘটিত হলে' সি, আই, ডি, ই ত ভরসা। কিন্তু প্রমথবাবুর পরিচয়টা শুনুন :—

তাঁর চরিত্র খারাপ।
তিনি 'বিদ্যাসুন্দর'এর লেখকের একটী বর্ত্তমান সংস্করণ।
তিনি ছেঁদো কথার পসারী।
কথার ওস্তাদ।
শিশু।
Trifler,
তিনি চোর—'চারইয়ারী কথা' চুরী।
তিনি পণ্ডিত নন।
সমালোচক নন।
লেখকও নন।
দার্শনিক নন।
সর্ব্বোপরি তিনি ফরাসী জানেন না। তিনি জোচ্চোর।

তিনি নির্ব্বোধ। ফরাসী বা ইংরেজী বা সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর লেখা হচ্ছে স্কুলপাঠ্য বইয়ের অনুবাদ বা টীকা মাত্র। অর্থাৎ তিনি যে চুরী করেন তাও ভালো জিনিষ চুরি করেন না। (কেমন করে' করবেন? তিনি ত আর সার্কুলার রোডে চাকরী করেন না বা হ্যাংলা কুকুরের মতো সেখানে গিয়ে পড়ে থাকেন না!)

তা যাক্। প্রমথবাবু দানাদার গলায় সাজিয়ে বা শানিয়ে কি বলেন বা লেখেন তারই অপেক্ষায় আছি। 'শনিবারের চিঠি' হয়ত তিনি পড়েন না। তবে এ লেখা নিশ্চয়ই 'বিচিত্রা'য় উদ্ধৃত হবে। হায় বীরবল! কি কুক্ষণেই তোমার বন্ধু 'কল্লোলে' লেখা দিয়েছেন ও ইনষ্টিটিউটে গিয়েছিলেন!...

বৈজ্ঞানিক বল্লেন, আমার এ থিওরিটা ঠিক নিজের নয় অবশ্য। আইনষ্টাইনেরই আর একটা শাখা। আইনষ্টাইন আমার পেপারটা পড়ে' সুখ্যাতি করেছেন। আর সাইকলজির দিক থেকে ফ্রয়েড খুব ভালো বলেছেন। থিওরিটা হচ্ছে সম্বন্ধযোগ আর কি!

সেটা যে কেবল মনোবৃত্তির যোগে বন্ধুত্ব হয় তাতেই শুধু খাটে তা নয়। বন্ধুদের নামেও খাটে—দেখুন না কেন, রমণীভ্রান্ত, তারপরে ভোগানন্দ, তারপরে লোহিতগাল (পুলকে না পুলকের নেশায় দংশনে?

কিন্তু আজ আসি। অনমস্কার।

পুনশ্চ: দরকারী কথাটাই বলা হয় নি। রোমাঁ্যা রোলাঁ প্রশংসা করায় 'বিন্দুর ছেলে'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এবার শুনছি শরৎবাবুর নোবেল প্রাইজ পাবার কথা হচ্ছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসীতে শরৎচন্দ্রের নতুন উপন্যাস বেরোচ্ছে! কি নাম, কি বস্তু? ভারী ব্যস্ত হয়ে' রয়েছি। নিশ্চয় 'গৃহদাহ' গোছের নয়। 'দত্তা'ও নয় বোধ হয়? জানেন কিছু? আপনারা ত সাহিত্যিক।

"নবযুগের র‍্যাফেল্"

(শ্রীলোলট মল্ল)

বহুদিন হ'ল কোন্ কল্লোলে
ছিনু তব ভরসায়,
এলে হে বিচিত্রায়—!
মাণিকতলার হে কালো-মাণিক!
গাদা গাদা কাদা, তাহারি খানিক,
পাছে ছিটাইয়া দাও কাছে গেলে
ভয়ে দেহ শিহরায়।
এলে হে বিচিত্রায়—!

ছুছুন্দরের কীর্ত্তন-তালে
রচিলে ছন্দ, ধুরন্ধর!—
কাম-নন্দনে পুরন্দর!
খেলেনা তোমার 'সুচারু চুচুক,'
আঁচিল, থামাচি, 'খোসা-ওঠা' মুখ,
কোটি 'কটিতলে রাজধানী' খোঁজ',
তুমি বুঝি তার গভর্ণর!
কাম-জগতের ধুরন্ধর!

জুলুস্যাণ্ডের নব-কার্ত্তিক!
এ কী রূপ তব, হে অদ্ভুত!
চোখ বুঁজিলেই দেখি ভূত!
দাঁড়ালে দুয়ারে হে কালাপাহাড়!
ভয়ে ঘুচে' গেছে নিদ্রা-আহার,
অশোক-বনের চেড়ি-ঠিকাদার,
শ্মশানে ফিরিছ যমদূত!
চোখ বুঁজিলেই দেখি ভূত!

মদনানন্দ মোদক গিলিয়া
সেজেছ মোহন নেশাখোর,
অমাবস্যার মনোচোর!
দাঁতে ক্ষত কর 'বসুধার স্তন',
বাংলায় তুমি 'র‍্যাফেল্'-রতন,
আন্ রূপে দেখি ঠ্যাঙাইছ খোকা,
'কেলাসে' ব'সে হয়ে বিভোর—
রাতের চ্যালা—গরু-বাঁদোর!

'উদূখলে দল' দুই নারী-দেহ,'—
হায় হায় তব কী পৌরুষ,
চোষো খালি কাম-লজেঞ্জুষ!
আর কেউ লেখে 'কামতাল'-গীতা,
তাই বুকে জ্বলে ঈর্ষ্যার চিতা,
বাংলা-ভাষার মেছোহাটা দিয়ে
হেঁকে যাও শুধু জুতো-বুরুশ'!
মরি হায়, তব কী পৌরুষ!

আস নাই আর খোলা কল্লোলে
ছিনু যবে ভরসায়,
এস হে বিচিত্রায়—!
'গোলাপী সেমিজ' গায়েতে সজনী
ঘামে আর নাড়ে তালের ব্যজনী,
সাবধানে তার 'দুয়ার ঠেলিয়ো,'
পোড়ো না নর্দ্দমায়,
এস হে বিচিত্রায়—!

* শ্রীযুক্ত লোলট মল্ল নামান্তরে বাংলা সাহিত্যে—গদ্যে ও পদ্যে—সুপরিচিত। তাঁর এই ছদ্মবেশের কোন আবশ্যক ছিল না। ইতি নাচঘর-সম্পাদক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

শনিবার ৫ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৭॥০ টায়
পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৫ টায়

নাট্যরাজ্যে বহুদিনবাঞ্ছিত আর্য্যগাথাভিনয়!
অমৃত-অঙ্কিত মহামানবী ছবি—

যাজ্ঞসেনী

৫ম ও ৬ষ্ঠ রজনী
প্রাচীন আখ্যানে নবীন ব্যাখ্যা—
'ভারত' গৌরব সৌরভ রক্ষা।
'ভারতের' শৌর্য্য! 'ভারতের' বীর্য্য!
'ভারতের' ধৈর্য্য! 'ভারতের' ঐশ্বর্য্য!
'ভারতের' সৌন্দর্য্য!
'ভারতের'
সত্য—মহত্ব—সম্ভ্রম—সংযম!
পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

এস্, এন্, ঘোষ—ম্যানেজার। ইউ. কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপাইটর।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

অজয়সিংহ

কৌতূহলোদ্দীপক, বিস্ময়াবহ, লোমহর্ষক উপন্যাস।
৩য় সংস্করণ
মূল্য ৩৲ টাকা।

পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত

প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ অধ্যাপক এঙ্গেলস প্রণীত বিখ্যাত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। কি করিয়া মানব-সমাজ অবাধ যোনি-সংস্রবের যুগ হইতে এক-পতি-পত্নিত্বের যুগে আসিয়া পৌছিল, কি করিয়া রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল—মানব-জাতির এই ক্রম বিকাশের ইতিহাস সুন্দর বাংলায় পাইবেন।
মূল্য ২।০ আনা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা
শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস প্রণীত

ভাঙ্গাগড়া

শঙ্খ বলেন—"বুঝবার ও শিখবার কথা প্রচুর আছে।"
ধূমকেতু বলেন—"লেখায় ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। লোকের আদর লাভ করবে নিঃসন্দেহে বলা যায়।
মূল্য ।৵০ আনা।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

ফরাসী যোড়শী

ফরাসী যোড়শীগণের অপূর্ব্ব লীলা-খেলা, বিরহ-মিলন, প্রণয়-দ্বন্দ্বের বিচিত্র কাহিনী—পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন।
মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পিয়াস

মানুষের পিয়াসার আর সীমা নাই—ধনের পিয়াসা, রূপের পিয়াসা, কাব্যের পিয়াসা—অন্তহীন এই পিয়াসার কাহিনী।
মূল্য ১।০ আনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

ঝড়ের যাত্রী

মহামানবের সাগর তীরে যে সকল ঝড়ের-যাত্রী জাতীয়তার অনাহত ভেরী বাজিয়ে চলেছে তাদেরি প্রণয়-মিলনের অপূর্ব্ব রোমান্স।
মূল্য ২॥০ আনা।

এন, এম, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং
১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার ১৯শে মে, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, সন্ধ্যা ৭॥ টায়

গিরিশচন্দ্রের

প্রফুল্ল

যোগেশ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

উমাসুন্দরী—শ্রীমতী [illegible]

জ্ঞানদা—শ্রীমতী চারুশীলা

প্রফুল্ল—শ্রীমতী প্রভা জগমণি—শ্রীমতী সুশীলাবালা

পরদিন রবিবার, ২০শে মে, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। ক্ষীরোদপ্রসাদের

আলমগীর

আলমগীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

বীরাবাঈ—শ্রীমতীপ্রভা উদিপুরী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। রবীন্দ্রনাথের

শেষ-রক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যায়

কলিকাতা ২২, রকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোষ্টবক্স

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
২য় সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১১ই জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:*:—

একখানি আর্‌সি! জনৈক পাশ্চাত্য নট-কবি অভিনেতাদের সামনে একখানি আর্‌সি তুলে ধ'রেছেন। এ আর্‌সিতে বাঙালী নটরাও নিজেদের মুখ দেখতে পাবেন।

*

"জনৈক অভিনেতাকে আমি জানি। তাঁকেই আমি সমস্ত নটের আদর্শ রূপে ধরলুম। মানুষ হিসাবে তিনি খুব উঁচুদরের লোক—উদার, মহৎ, আদর্শ-সঙ্গী। খুব আমুদে, সমস্ত রঙ্গালয়ের ভিতর বন্ধুত্ব যেন বিকীর্ণ ক'রে দেন।

*

"নবীন ও অপেক্ষাকৃত অক্ষম অভিনেতাদের তিনি সাহায্য করতে কুণ্ঠিত নন। সর্ব্বদাই কাজের কথা বলেন। আচার-ব্যবহারে সুন্দর।



*

"তিনি রঙ্গমঞ্চের মাঝখান ছেড়ে এক কোণে দাঁড়িয়েও নিজেকে প্রধান ক'রে তুলতে পারেন। তাঁর কণ্ঠস্বর এমন যে, সকলের মন আকৃষ্ট হ'তে বাধ্য। এবং আর্ট সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান হচ্ছে ততখানি, গঠনক্ষম কোন-কিছুর সম্বন্ধে কোকিলের যতটা জ্ঞান থাকা সম্ভব।

*

"আগে থাকতে ভেবে-চিন্তে কিছু করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু তাঁর উদার প্রাণ এটা বেশ জানে যে, রঙ্গমঞ্চের উপরে তিনি ছাড়াও অন্য লোক আছে, এবং তাদের সঙ্গে তাঁরও ভাবের ঐক্য থাকা উচিত। কিন্তু তাঁর এই বোধশক্তির জনক জ্ঞান নয়—সংস্কার। সুতরাং নিশ্চিত ফলদায়কও নয়।

*

"সংস্কার ও অভিজ্ঞতা তাঁকে কয়েকটি বিষয় (সেগুলিকে আমি 'ট্রিক' বা কৌশল বলতে চাই না) শিখিয়েছে, যা তিনি বারংবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাতে চান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, উঁচু-পর্দ্দা থেকে কণ্ঠস্বর হঠাৎ নামিয়ে আনতে পারলে শ্রোতারা যে বাহবা দেবে, এটা তিনি জানেন। কেবল হাঃ-হাঃ-হাঃ নয়, আরো অনেক-রকম শব্দের দ্বারা যে হাস্য সৃষ্টি করা যায়, তাও তিনি জানেন। তিনি আরো জানেন যে, রঙ্গমঞ্চের উপরে ব্যক্তিত্বের দ্বারা দর্শকের হৃদয় নিশ্চিত-রূপে জয় করা যায়।

*

"কিন্তু এটা তিনি জানেন না যে, এই ব্যক্তিত্ব ও সংস্কারলব্ধ জ্ঞান যদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান—অর্থাৎ আর্টের দ্বারা চালিত হয়, তাহ'লে তাদের শক্তি তিনগুণ বেশী বেড়ে ওঠে। আমার মুখে এ কথা শুনলে তিনি বিস্ময়ে আত্মহারা হবেন। আমার কথা তিনি শ্রবণযোগ্য ব'লেই মনে করবেন না।

*

"তিনি হচ্ছেন তাদের দলে, যারা ভাবে আবেগের দ্বারা আবেগ সৃষ্টি করা যায় এবং আগে-থাকতে ভেবে-চিন্তে কিছু করা অন্যায়। সকল আর্টই অনেক ধ্যান-ধারণার ফল এবং যে তা মানেনা সে পুরো-অভিনেতা নয়। আর্ট সৃষ্টির জন্যে যা যা দরকার, একমাত্র প্রকৃতিই তা যোগাতে পারে না। নগ-নদী-কাননের আর্ট সৃষ্টির অধিকার নেই। সে অধিকার আছে শুধু মানুষের।

*

"আমার বন্ধু হয় তো মনে করেন, সেক্সপিয়ার হিংসারসপ্রধান "ওথেলো" লিখেছিলেন নিজেই হিংসায় আকুল হয়ে!

*

"একমাত্র অভিনেতাকে জানি, যিনি আদর্শের দিকে সব-চেয়ে বেশী অগ্রসর হ'তে পেরেছেন। তিনি হচ্ছেন হেন্‌রি আর্ভিং। তাঁর প্রকৃতি মস্তিষ্কের দ্বারা

IMPERIAL

চালিত হয়েছে। অনেক গ্রন্থেই তাঁর কথা জানা যায়। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সব-চেয়ে ভালো গ্রন্থ হচ্ছে তাঁর মুখ। তাঁর ছবিগুলি যোগাড় কর এবং পড়তে চেষ্টা কর, তাঁর মুখে কি লেখা আছে!

*

"প্রথমেই তুমি লক্ষ্য করবে, আভিংয়ের মুখের উপরে যেন একটা মুখোস বিরাজ করছে! এইটেই হচ্ছে নটের পক্ষে সব-চেয়ে দরকারি।

*

"ধারণা করবার চেষ্টা কর, ঐ মুখে গতির লীলা—যে গতিকে শাসন করছে শক্তিবান মন। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, ও-মুখের সৃষ্টি হয়েছে মস্তিকের দ্বারা চালিত হবারই জন্যে? এবং বীণার তন্ত্রী যেমন সঙ্গীত সৃষ্টি করে, নক্সালেখক যেমন নির্দ্দিষ্ট রেখা টানে, ঐ মুখের গতিও তেমনি নির্দ্দিষ্ট ভাব সৃষ্টি করে? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, ঐ চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠছে এবং ধীরে ধীরে দৃষ্টি সঞ্চালন করছে?

*

"এই দুই গতির ভিতরে যে মহা শিক্ষা আছে, তার দৌলতে ভবিষ্যতের নাট্যকলা বিশেষরূপে উপকৃত হবে। ভাবের অযথা ব্যবহার নয়, তাদের সাহায্যে ভাবের যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধেই স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়।"

*

এক ফোঁটা মেয়ে, নন্দা! গেল বারে মিনার্ভার "যাজ্ঞসেনী" সমালোচনা করতে ব'সে তার কথা ভুলে যাওয়া আমাদের অন্যায় হয়েছিল। কারণ যে ছোট্ট নটীটি এই ভূমিকায় দেখা দিয়েছে, কোনরকম প্রশংসাই তার পক্ষে অত্যুক্তি নয়। রঙ্গমঞ্চের উপরে তাকে আমরা দেখেছি, রঙের মূর্ত্তিমতী ঝরণার মত! ভাবের রঙে মনকে সে রঙিন ক'রে তুলেছে।

*

আর-এক অভিনেতারও কথা বলতে ভুলেছি—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দে। দুর্য্যোধনের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় হয়েছে চমৎকার। দুর্য্যোধনের দুরন্ত-স্বভাব, রাগ-দ্বেষ-হিংসা-অভিমান তাঁর কণ্ঠস্বরে ও ভাবভঙ্গিতে বেশ ফুটে উঠেছে।

*

কেউ কেউ মতপ্রকাশ করেছেন, মিনার্ভার "যাজ্ঞসেনী" চলবে না। কারণ "Popularity is the crown of laurel which the world puts on bad art." কিন্তু বাংলাদেশে রসিকের কি এতই অভাব? মানতে রাজি নই।

*

নাটক বেরুবার আগেই কেউ কেউ "যাজ্ঞসেনী"কে নাকচ ক'রে দিয়েছেন। এর আগেও অনেকবার এই ব্যাপার দেখেছি। এটা উচিত নয়। অমৃত-লালের উপর অবিচার করা হয়েছে। সমালোচনায় এতটা ব্যস্ততাও ভালো না।

*

"যাজ্ঞসেনী"তে বাঙালী দর্শকদের রসবোধের পরখ হবে। "যাজ্ঞসেনী"র পরমায়ু যদি সুদীর্ঘ না হয় তাহ'লে বলতে বাধ্য হব যে, বাংলা দেশে এখনো ভালো নাটক লেখবার সময় আসে নি। তবে আপাততঃ হতাশ হবার কোন কারণ দেখছি না। কারণ মিনার্ভায় লোকাভাব নেই।

*

নাট্যমন্দিরে শীঘ্রই নাকি শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক "দেবী-চন্দ্রগুপ্তে"র মহলা সুরু হবে? ভালো খবর। রাখালবাবু ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক, হবেন নাট্যকার। সুদীর্ঘ লম্ফ!

*

ষ্টার থিয়েটার নাকি শরৎচন্দ্রের "দত্তা" ও "পল্লীসমাজ" খোলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন? ব্যস্ততার ফল দেখবার জন্যে আমরাও ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।

*

নূতন নাটক "দেবাসুরে"র অবস্থা নাকি অত্যন্ত কাহিল?—এত শীঘ্র!—তার সঙ্গে সেই কুপ্রসিদ্ধ "আরবী-ছুর" জুড়ে দিলে কেমন হয়?

*

একটি গুজব:—শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী নাট্যমন্দিরে আর নেই। শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীর নাকি ষ্টার থিয়েটারে যাবার সম্ভাবনা আছে। আর রাধিকাবাবু?

*

আর-একটি গুজব:—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র ষ্টার থিয়েটার ত্যাগ করেছেন। কিন্তু, কেন?

*

আরো-একটি গুজব:—নাট্যমন্দিরের জন্যে কোন ধনী নাকি একটি নব-রঙ্গালয় নির্ম্মাণ ক'রে দেবেন। খোসখবর!

*

মনোমোহনে আর কি আর্টের চীৎকার শুনতে পাব না? এত শীঘ্রই কি আর্টের গলা ভেঙে গেল?

*

চট্টগ্রামে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু ও ও শ্রীমতী তারাসুন্দরী কোন্ কোন্ নাটকে অবতীর্ণ হচ্ছেন তার খবর আমরা পাই নি। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয় থেকে বিদায় নিয়েও নির্ম্মলেন্দু যে নাট্যজগতে এখনো আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছেন, এটা নিশ্চয়ই বাহাদুরির কথা। তাঁর আর এক বাহাদুরি,—শ্রীমতী তারাসুন্দরীর মতন অভিনেত্রীকেও তিনি 'আর্টে'র কবল থেকে কেড়ে নিতে পেরেছেন।

নয়ন

(গান)

নয়ন তোমার বেড়ায় ঘুরে
কোন্ স্বপনের মাঝখানে,
ধরতে তারে পারুচি না গো,
রূপ কাঁদে তাই মোর প্রাণে!

*

তোমার ডাগর আঁখির তলে
আমার বুকের আগুন জ্বলে,
সেই আগুনে পুড়্‌চি হেসে,—
আগুন বুঝি গুণ জানে!

*

বাচাল দুটি নয়ন-কুসুম
মন-বাগানে উঠ্‌চে ফুটে,
তারি ছোঁয়া লাগ্‌চে আমার
পিয়াস-ভরা ওষ্ঠপুটে!

*

না-পাওয়াতে সকল-পাওয়া—
ওগো আমার পালিয়ে-যাওয়া!
সারাজীবন বাউল হ'ল
রঙিন চোখের নাচ-গানে!

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

এবার কোনো চলচ্চিত্রমঞ্চেই ভালো ছবি দেখানো হয়নি। 'সার্কাস' অবশ্য খুবই ভালো আর দ্বিতীয় সপ্তাহ চল্‌ছে। এর বিষয়ে আমরা আগেই লিখেছি। 'পার্ল সিনেমা'য় 'ভাঙা শিকল' (Broken Chain) ছবিটি মন্দ নয়। কিন্তু ওখানকার যন্ত্র-পরিচালক বা আলোকের সংস্থান সুবিধার নয়। চিত্রপ্রক্ষেপে তারই জন্যে অনেক ত্রুটি থাকে।

*

চার্লি চ্যাপ্‌লিনের কলহান্তরিতা স্ত্রী শ্রীমতী লিটা গ্রে শ্রীযুক্ত রয় ডি-আর্সির সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'র্‌বেন ঠিক্ হ'য়েছ। তাঁদের দেখা যাবে প্রথমেই 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকে। এঁরাই তাতে নায়িকা নায়কের ভূমিকা নেবেন।

*

কৃতিত্বই কৃতকার্য্যতার মূল একথা স্বীকার ক'র্‌লেও, চলচ্ছবির ক্ষেত্রে অদৃষ্টকে মানতেই হয়। কতো নরনারী প্রাণপাত ক'রেও চলচ্ছবি ক্ষেত্রে আস্‌তে পার্‌ছে না, কতো জন নিরাশ হ'য়ে ফিরে যাচ্ছে একথা ঠিক, কিন্তু এর উল্টো দিকটাও গ্রাহ্য ক'র্‌তে হয়। শ্রীমতী মার্জারেট ম্যানের কথাই ধরা যাক্।

*

এঁকে কতোদিন ফাল্‌তো কাজ কর্‌তে হ'য়েছে (extra)। চলচ্চিত্রে প্রবেশ কর্‌বার জন্যে কি কষ্টই না ইনি ক'য়েছেন। তারপর ঘটনাচক্রে 'চারটি ছেলে' (Four Sons) নামক ছবিতে এঁকে মেয়ের ভূমিকা দেওয়া হোলো। আজ তিনি ছবির জগতে দশজনের একজন।

*

তার পরেই ব'ল্‌তে হয় শ্রীমতী চ্যাণ্ডলারের কথা। একবছর আগে তাঁর কাজ ছিল কোনো পার্কে দর্শকদের সব দেখানো শোনানো (guide)। আর আজ তিনি একজন প্রধানা অভিনেত্রী—শ্রীমতী ক্লারা বোর সঙ্গে প্রধান ভূমিকা নেবার যোগ্য ব'লে গণ্য হয়েছেন।

*

ন্যান্‌সি ক্যারোলের কথাও ধরা থাক্। হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে সেও ছিল একজন। একদিন জান্‌লাথেকে এ্যান্ নিকেল্‌সের চোখ পড়ে তার উপর। তাকে দেখেই তিনি বুঝ্‌লেন যে 'এ্যাবির আয়র্লণ্ডের গোলাপ' নামক চিত্রনাট্যে, রোজমেরির ভূমিকা দেওয়া সাজে এই রকম মুখ আছে যার, তারই কেবল। আজ ন্যান্‌সি ক্যারোল শ্রীযুক্ত রিচার্ড ডিবেসর সঙ্গে নায়িকার অংশে অভিনয় ক'র্‌ছেন।

*

শ্রীমতী নর্ম্মা টালমাজের মেজো বোন ও শ্রীযুক্ত বাষ্টার কিটনের স্ত্রী শ্রীমতী ন্যাটালি টাল্‌মাজ এতদিন অভিনয় দেখেই কাটিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে তিনি তাঁর স্বামীর পরের কোনো ছবিতে অভিনয় করতে নামবেন।

*

'মস্কোর সোভিয়েট নাচিয়ে' (The Red Dancer of Moscow) ব'লে একখানি নতুন ছবিতে শ্রীমতী ডোলোরেস্ ডেল্ রিয়ো ও শ্রীযুক্ত চার্লস ফ্যারেল যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা নেবেন স্থির হ'য়েছে।

*

অনেক আগেকার কথা। একই ছবিতে শ্রীমতী মেরি পিকফোর্ড ও শ্রীযুক্ত এ্যাডল্ মঞ্জু অভিনয় করেছিলেন। ছবিখানির নাম 'পিছনের দরজা দিয়ে'। শ্রীমতী পিক্‌ফোর্ড নিয়েছিলেন নায়িকা জিন্ বোডামিয়ারের আর শ্রীযুক্ত মঞ্জু জেমস্ ব্রুষ্টার ব'লে একটি ক্ষুদ্র চরিত্রের ভূমিকা।

*

আমাদের এখানে চলচ্ছবি প্রদর্শনী যে সব গৃহে হয়, তাতে খুব বেশী কত লোক ব'স্‌তে পারে? বিলাতের 'এম্পায়ার' নামক গৃহটির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হ'লে তাতে চার হাজার দর্শক ব'স্‌তে পার্‌বে। বিলাতের আর-একটি চলচ্ছবি দেখাবার গৃহে তিন হাজার লোক ব'স্‌তে পারে।

"গি"

রংমহলের পঞ্চরং

গোল-টেবিলের ধারে

(অশনি)

বন্ধু জান্‌তে চেয়েছেন,—আমাদের 'নাচঘর' তো থিয়েটারি কাগজ। তার ভিতরে সাহিত্যের কচ্‌কচি সুরু হ'ল কেন? এর একটা জবাব এই হ'তে পারে। জ্ঞানোদয়ের পর থেকেই পৃথিবীর সমস্ত প্রলোভন ছেড়ে সাহিত্য-চর্চ্চার চেষ্টা করছি। আর আজ তা ভুল্‌ব কেমন ক'রে? ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।

*

তা ছাড়া 'পঞ্চরঙের' ভূমিকায় আগেই বলেছি, সাহিত্যের সঙ্গে রঙ্গালয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সাহিত্যকে ছেড়ে রঙ্গালয় একদিনও বাঁচতে পারে না। তবে 'নাচঘর'ই বা সাহিত্যকে ছাড়বে কেন?

*

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতায় অতুলনীয়!

দেশে যুদ্ধ বাধলে লেখকদেরও মসি ছেড়ে অসি ধরতে হয়। আমরাও আজ যুদ্ধের ডাক শুনতে পেয়েছি। তাই আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।

*

'নাচঘর'কে ব্যাপক অর্থে ধরতে ক্ষতি কি? জগতের শ্রেষ্ঠ কবি-নাট্যকার রঙ্গমঞ্চকে পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভবিষ্যতে 'নাচঘর'কে সকলে এম্‌নি কোন একটা অর্থে গ্রহণ করলেই বাধিত হব। কারণ ভবিষ্যতে 'নাচঘরে' যে নাট্যরসের চেয়ে অন্য রসই বেশীমাত্রায় পরিবেষণ করা হবে না, আমরা এমন কথাও জোর ক'রে বলতে পারি না।

*

প্রবন্ধের শিরোনামায় 'পঞ্চরং' দেখে, এ-বিভাগে সকলে কেবল আমোদ-প্রমোদের আশাও যেন করবেন না। কেবল হাল্‌কা বা চটুল চুট্‌কি নয়, ভবিষ্যতে এ-বিভাগে আমরা গম্ভীর বিষয় নিয়েও আলোচনা করব। রস থাকলে গম্ভীর বিষয়েও আমোদ পাওয়া যায়। এউরিপিদেসের (Euripides) আলোচনা-প্রসঙ্গে ফ্রাঁস (Anatole France) বলেছেন :—"দর্শন ও সাহিত্য হচ্ছে প্রতীচ্যের 'একাধিক সহস্র রজনী'!" খালি প্রতীচ্যে নয়, প্রাচ্যেও একথা খাটবে না কেন? সোজা ভাষায় বলতে পারলে সব কথাই গল্পের মতন মিষ্টি লাগে।

*

বড় কথা সোজাসুজি বললে 'বড়ত্বে'র মর্য্যাদা নাকি নষ্ট হয়!—অন্ততঃ এই ধারণাটা এখনো অধিকাংশ বাঙালী লেখকের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। আমাদের স্বর্গীয় বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বোধ হয় এই দলেরই লোক ছিলেন। কিন্তু অজিতকুমারকে পিছনে ফেলতে পারেন, এদেশে এমন লেখক আছেন আরো-অনেক। তাঁরা ভালো লেখক হ'তে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ পাঠকের মনকে খুসি করতে পারেন না। লোকে তাঁদের লেখা পড়তে ভয় পায়। আনন্দের জিনিষে ভয়? এটা সুখ্যাতির কথা নয়।

*

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাস "বেদে" অশ্লীল কিনা জানিনা। কারণ আমরা এখনো তা পড়বার সুযোগ পাইনি। কিন্তু তার বিজ্ঞাপনটি নিশ্চয়ই আপত্তিকর :—"যাঁহাদের লেখা 'অশ্লীল' বলিয়া কয়েকজনের কাছে উপহাসিত (?) হইতেছে, তাঁহাদের লেখা সকলকেই পাঠ করিতে বলি।"—অপূর্ব্ব বিজ্ঞাপন, চমৎকার ভাষা, খাসা যুক্তি! এবং এই বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েছে কোথায়, না "শনিবারের চিঠি"তে!—"অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ!

*

সেদিন গিরিশ-পার্কে দাঁড়িয়েছিলুম। হঠাৎ ঝড় উঠল। গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তির উপর থেকে চাদরের ঢাকা স'রে গেল। জীবিত গিরিশচন্দ্রকে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের এই পাথরের মূর্ত্তিকে যেন তার চেয়ে ঢের বড় ব'লে মনে হ'ল। আসলের চেয়ে মানুষের নকল প্রতিমূর্ত্তিকে ঢের মহান্ ব'লে মনে হয়, এ-সত্য আরো অনেকবার লক্ষ্য করেছি। পেটার (Pater) ঠিক বলেছেন : "Its (ভাস্কর্য্যের) white light, purged from the angry, bloodlike stains of action and passion, reveals, not what is accidental in man, but the god in him, as opposed to man's restless movement."

*

বোধ করি নাপোলেঁই (Napoleon) একবার বলেছিলেন :—"জীবনে অনেক অযোগ্য ব্যাপার, অনেক সন্দেহ, অনেক চাপল্য আছে—আর্ট তা পরিহার করে। বীরকে দেখাবার সময়ে কলাবিদ এ-সমস্ত দুর্ব্বলতা দেখান না।" তারপর, "We should see him as a statue in which the weakness and the tremors of the flesh are no longer perceptible."

*

বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত প্রবীণরা সাহিত্য-সম্বন্ধীয় যে-সকল মাসিকপত্র চালান, তার মধ্যে বিভীষিকা-ভরা 'প্রবন্ধ-গৌরব' (বা প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, বেদ ও সর্ব্বশাস্ত্রের আলোচনা) থাকে যথেষ্ট, কিন্তু সাহিত্য বা নানাশ্রেণীর ললিত-কলার আলোচনা দুর্লভ। আবার "কল্লোল" প্রভৃতি নবীনদের মুখপত্রে দেখছি উপন্যাস, গল্প ও কবিতা ছাড়া আর কিছুই বড়-একটা প্রকাশিত হয় না। তবে কি স্থায়ী ও গঠনক্ষম সাহিত্য-সমালোচনা ও আর্টের আলোচনা দেশ থেকে একেবারেই উঠে যাবে?

*

শত দোষের ভিতরেও "শনিবারের চিঠি"র একটি মস্ত গুণ হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে সাহিত্যের এমন আলোচনা কিছু কিছু দেখা যায়, যাতে মস্তিষ্কের খোরাক থাকে এবং কলারসিকের চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়। এবং "হস্তিকা"ও যে এই পথের পথিক হবে সূচনাতেই তার একটু আভাস পেয়েছি। যাঁদের ফুলের বেসাতি করবার কথা, তাঁরা পঙ্কোদ্ধারে নেমে কেন মিছে নিজেদের গায়ে পাঁক মাখেন এবং চারিদিকে তা ছড়িয়ে দেন?

*

সংপ্রতি জনৈক 'প্যারডি'-লেখক (এবং শুনচি তিনি নিজেকে কবি ব'লে মনে করেন!!) ঠাট্টার সুরে অভিধানের নাম উল্লেখ ক'রেছেন। গেল-বারেই সে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এবারে একটি গল্প বলব।

*

কবি বোদ্‌ল্যার (Baudelaire) যখন বয়সে তরুণ, তখন একদিন বিশ্ব-বিখ্যাত সাহিত্যরথ গোতিয়ের (Gautier) সঙ্গে দেখা করতে যান।

গোতিয়ে প্রথমেই তাঁকে সুধোলেন, "তুমি কি অভিধান পড়?"

বোদ্‌ল্যার বললেন, "খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ি।"

এবং এটা না বললে রক্ষা ছিল না। কারণ গোতিয়ে নিজে কলা ও শিল্প সম্বন্ধে বড় বড় শব্দকোষ মুখস্থ করেছিলেন এবং যে কবি ও গদ্যলেখক অভিধান ও অপ্রচলিত শব্দ কণ্ঠস্থ করতে নারাজ হ'ত, তাদের তিনি জীবনধারণের অযোগ্য ব'লেই মনে করতেন!

*

দি ইণ্ডিয়ান নিটীং এণ্ড টেলারিং স্কুল

স্থাপিত ১৯২২ সাল

আধুনিক লণ্ডনের নিয়মে (বাংলা ও ইংরেজ ভাষায়) সকল প্রকার জামার ছাটকাট্ ও সেলাই এবং মোজা বোনা শিক্ষা দেওয়া হয়। কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন বা চাঁদার হার সামান্য মাত্র। সাক্ষাতে বা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাওয়া যায়।— সেক্রেটারী মিঃ জে, এম, দে

ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এণ্ড কাটার, কমলালয়।

৩নং শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'হসন্তিকা'র অন্যতম পরিচালক শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু "নাচঘরে" ফতোয়া জারি করেছিলেন, "কোন বিশেষ ব্যক্তির বিরুদ্ধতা 'হসন্তিকা'র উদ্দেশ্যই নয়।" কিন্তু শ্রীযুক্ত দিলীপকুমারের গান ছাপিয়েছেন ব'লে "হসন্তিকা" 'ভারতবর্ষে'র প্রাচীন সম্পাদককে যা যা বলেছেন তা হচ্ছে এই :—(১) "বুড়া সম্পাদকের বয়েস তো ঢের কিন্তু সেও তা জানে কি ?" (২) "যে-সব কাগজে এই লেখাগুলো ছাপা হয়েছে তাদের সম্পাদকের চাকরী এখনো আছে ?" (৩) "Murdering the mother-tongue'এর জন্যে এদের ফাঁসি হওয়া উচিত—নরহত্যার চেয়ে এদের পাপ কিছু কম নয়" প্রভৃতি। আশা করি এ-সব লাইনগুলিতে "কোন বিশেষ ব্যক্তির বিরুদ্ধতা" বা ব্যক্তিগত আক্রমণ নেই এবং সাহিত্য-কনিষ্ঠদের কাছ থেকে এমন অপূর্ব্ব মর্য্যাদা লাভ ক'রে মাননীয় শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় পরম আপ্যায়িত হবেন। আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী যে এত শীঘ্র সফল হবে, আগে তা ভাবি নি !

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "আরণ্যক" কবিতার দুটো "প্যারডি" (?) দুখানা কাগজে বেরিয়ে গেল। দুই 'প্যারডি'তেই অনেক মূল্যবান উপদেশ আছে। কিন্তু এই উপদেশের উত্তরে হেমেন্দ্রকুমার প্রত্যেক 'প্যারডি'-লেখককে সম্বোধন ক'রে, ফ্লোবেয়ারের (Flaubert) ভাষায় অনায়াসেই বলতে পারেন, "I have always tried not to belittle Art for the satisfaction of an isolated personality."

"উই আর ইঁদুর"

(শ্রী মুগুর)

"উই আর ইঁদুরের স্থাখো ব্যবহার,
যাহা পায় তাহা কেটে করে ছারখার !"

কাটে পুঁথি, কাটে জুতি, কাটে ফুলকোঁচা,
ব্লাউজ সেমিজ কাটে,—উই ভারি ওঁচা।
শ্যামের বাঁশের বাঁশী আজ উই-ধরা,
বাণীর কমল-মালা তাও কাটা-ঝরা !
ভীমের বিখ্যাত গদা করে রে ফোপ্‌রা,
কালিকা-তলায় তাই কাঁদিছে গোব্‌রা।
কল্‌কের গাঁজা কাটে এবং চরশ,
কমলাকান্তের গেল আফিম সরস।
'সরকারি' দোকানেতে ব্যাড়ায় দেয়ালে,
সুধীর অধীর ভেবে, হাত দিয়ে গালে।
বাগ্‌চীর দোক্তা গেল, হিতেনের পাশ,
উই-কাটা সিগারেট মণিলাল খান।
ব্রজেন লাফিয়ে সারা,—গেল ইতিহাস,
জংলীর চুলে উই থাকে বারোমাস !
গিরিজা-মস্তিক জানি চির-উইথেকো,
ভাগ্যে ঘরে লক্ষ্মী আছে,—তিনি স্থান ঠেকো !
'ঘোষের ডায়েরি' গেল, একি অরাজক !
সৌরীণ শাম্‌লা-হারা, বুড়ো পলাতক।
শনির সাধের উই খোঁজে মাঠকোটা,
এটা-ওটা খাঁটে আর ভাঙে বেটা গোটা।
পটলীর ঘরে যায়, নয় তারা কম,
চুপিচুপি কাটে ভাঙা হার্‌মোনিয়ম।
খেঁদীর বিছানা কাটে এবং তাকিয়া,
বাঁয়া ও তবলা কাটে আড়ালে থাকিয়া।
'চাঙ্গুয়ার' 'বারে' গিয়ে কাটিছে চেয়ার,
তাদের গুণের কথা বলিবে কে আর !
দেখিতে তাদের বটে এতটুক প্রাণী,
রা-টুকু নেইকো মুখে তাও আমি মানি,
টিপুনি দিলেই মরে হেন অসহায়,
তবু তারা পাজী কত, বলা নাহি যায়।

সাহিত্য-সমাজে স্থাখো ইঁদুরের ডেরা—
নেংটি ও খেড়ে যত করে চলা-ফেরা।
কেউ অতি কালোকোলো, কেউ কিছু কটা,
ভুরি ভুরি পুরীযেতে গায়ে ওঠে 'চটা' !
রোমহারা হয়ে কারু লেগেছে চমক,
বম্বির দোকানে খোঁজে সে 'রোমদামক' !
দেবতা তাদের ছিল আগে গজানন,
এখন হয়েচে বেচে প্লেগের বাহন।
অশ্লীল মড়ক-বীজ ঠোঁটেতে করিয়া,
স্থায় তারা ভারতীর জীবন হরিয়া !
তাদের ছোঁয়াচে মরে ছন্দ ও কবিতা,
স্থাখেনা কবির আঁখি চন্দ্রমা-সবিতা।
পাছে তারা ছুঁয়ে স্থায় সেই ভয়ে হায়,
ফুলবনে ভুল ক'রে কেহ নাহি যায়।
বকুলে দোল্‌না বেঁধে—চোখে রূপশিখা—
দোলেনাকো অগ্নিমিত্র আর মালবিকা।
স্বদেশে 'প্রবাসী' হয়ে আছে তারা দূরে,
শনির চাউনি চোখে কে দিয়েচে পুরে।
পাতের শক্‌ড়ি খায় পরের বাসায়,
দশন খিঁচিয়ে সদা দেশকে হাসায়।
'ড্রেন' দিয়ে জানে তারা বহে গঙ্গাজল,
উইঢিপি দেখে বলে—'ওই হিমাচল' !
স্পাৎসেতে ল্যাজ তুলে (গা যেন ঘুলায়)
পূজার দেবীর মুখে সদর্পে বুলায়।

'নাচঘরে' 'ষ্টেজ'-তলে দলে দলে ছুটে,
কীর্ত্তন গাহিছে কত ছুঁচো-সাথে জুটে।
এখানে এসনা যাদু, এ ঠাঁই কঠিন !
রামা-শ্যামা, যদু-মধু, অতীন-যতীন—
মানিনা কারেও মোরা—তোরা আরো ছার,
মানুষ নোস্ তো ! কেন স'ব আবদার ?
কলেজ ষ্ট্রীটেতে গিয়ে কালকে বিকেলে,
একটি অচল টাকা অবহেলে ফেলে,
অনেক দেখিয়া আর কিছু-না ভাবিয়া,
এনেচি ভীষণ বস্তু বগলে দাবিয়া।
নাম তার শুন্‌বি কি ? থামা কোলাহল !
হুঁ হুঁ, সেটি লোহা-গড়া মহা জাঁতিকল !
এখানে চ্যাচালে ফের বধিব পরাণ,
ধাপার মাঠেতে দেবে ম্যাথরে চালান।

উইদের তরে আছে বিষাক্ত আরক,
একটি ফোঁটাই তার নিধনকারক।

উই আর ইঁদুরের দেখে ব্যবহার।
মেজাজ বল তো দাদা, চটে না কাহার ?

দর্শক-বিজ্ঞান

—:০:—

[শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়]

দর্শকরা রঙ্গালয়ে এসে কি চান, এ প্রশ্নের যদি কোন সদুত্তর জানা থাকত, তা'হ'লে বোধ করি সকল দেশেই দর্শকদের চেয়ে রঙ্গালয়ের কর্ত্তাদের সংখ্যা হ'ত অনেক বেশী। রঙ্গালয়ে 'চিরকুমার সভা' জমে, কিন্তু 'শেষরক্ষা' জমে না কেন, 'কর্ণার্জ্জুন' জমে, কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণ' জমে না কেন, 'সীতা' জমে, 'ষোড়শী', 'বিসর্জ্জন,' 'গৃহপ্রবেশ' জমেনা কেন, এ রহস্যের কিনারা করা সত্যিই যদি সম্ভবপর হ'ত, তবে কল্‌কাতা সহরে চারটি কেন,চল্লিশটী থিয়েটারের কর্ত্তাদের ব্যাঙ্কের খাতায় মোটা মোটা অঙ্ক জমা পড়্‌ত সন্দেহ নেই। অবশ্য এখানে নাটক 'জমা' অর্থে দর্শকদের ভালো লাগার সঙ্গে সঙ্গে টিকিট ঘরে অমুক-অমুক 'আসনে স্থানাভাব' বা 'Pit Full', Stall Full' বোলা বুঝতে হবে। কেননা, 'বিসর্জ্জন', 'গৃহপ্রবেশ' বা 'শেষরক্ষা' দেখে ভালো লাগেনি, এমন দর্শকের সংখ্যা যেমন কম, তেমনই এ সব বইয়ের অভিনয় দেখেছে, এমন দর্শকের সংখ্যাও যথেষ্টই অল্প।

আমাদের রঙ্গালয়ের কর্ত্তাদের মধ্যে অনেক বড় বড় 'মাথাওয়ালা' ধুরন্ধর বিরাজমান, যাঁদের কেউ কেউ নাকি Theater Politicsএ thesis submit করলেই Ph. D., P. R. S. পেতে পারেন; কিন্তু শুনেছি তাঁরাও অনেক মাথঘামানো সত্ত্বেও দর্শকদের মনস্তত্ত্বের বেশ-একটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক'রে উঠতে পারেননি। দর্শকদের রুচিজ্ঞানের কোন হদিস না পাওয়ায় তিতবিরক্ত হ'য়ে শেষকালে তাঁরা একবাক্যে রায় দিয়ে দিয়েছেন যে, দর্শক-সাধারণ নিজেরাই জানে না যে, তারা নিজেরা কি চায়!

কিন্তু আমরা জোর ক'রে বল্‌তে পারি যে, এই রায় দিয়ে রঙ্গালয়-কর্ত্তারা আর কিছু করুন না করুন, দর্শকদের উপর বেশ একটু অবিচার করেন। আমরা বলি কি যে, দর্শকরা খুবই জানেন, তাঁরা কি চান, আর কি চান না; তবে সেটা মুখ ফুটে বল্‌তে পারেন না, তাই যা দুঃখু! এ যেন J, M, Barrie'র Peter Penএর সেই কুমীরটা—"it knows and yet it can't say."

একটা বিশেষ নাটক রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করলে তাঁরা সেটা গ্রহণ করবেন কিনা তা' জানাতে বেশী দেরী লাগেনা। দর্শক-সাধারণ হচ্ছে একটা বাক্‌শক্তিহীন বিরাটকায় দানব, তার কি ভালো লাগে, না লাগে, তা কোনদিনই আগে থাকতে নিজে জানতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা এই দানবটার ক্ষুধা বা রুচি পরীক্ষার জন্যে অপর্য্যাপ্ত খরচ ক'রে একটা ভোজ্যের মস্ত স্তূপ এর সামনে এনে না ধরেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ একেবারেই নীরব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ বলেই না যে, সে ভোজ্যটা এর আদৌ ভাল লাগবে কিনা!

থিয়েটারের অধিকারীমশায়েরা প্রায়ই মনে ক'রে থাকেন যে নাট্য-সমালোচকরা দর্শকদের মুখপাত্র; তাঁদের কাজই হচ্ছে দর্শকদের হ'য়ে কথা বলা। এই কথার মধ্যে কোন যুক্তি আছে কিনা জানা নেই; কিন্তু যদি কিছু থাকে, তা হ'লে সেটা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। নাট্য-সমালোচক বল্‌তে পারেন তাঁর নিজের কথা; তিনি নিজের এবং বড়-জোর যাঁরা তাঁর সমমতাবলম্বী, তাঁদের মতামত প্রকাশ ক'রে থাকেন, এই পর্য্যন্ত। যেহেতু তিনি একজন নাট্য-সমালোচক, সেই কারণে নাটক ও নাট্যকলা সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ জ্ঞান থাকা, উচিত। কিন্তু সেটা সাধারণ দর্শকদের কাছে আশা করা যায় না এবং সেই কারণে দর্শক-সাধারণের মতের সঙ্গে সমালোচকের মত কচিৎ মিল্‌তে পারে। মেলে ত' ভালো, না মেলে ত' তাতেও কারুর কিছু বল্‌বার নেই। বস্তুতঃ একজন নাট্য-সমালোচক অভিনয়ের মধ্যে যে-সব জিনিষ দেখ্‌তে চান, সাধারণ রঙ্গালয়গামী জনত' তার জন্যে থোড়াই কেয়ার করেন। কাজেই রঙ্গালয়ে সাধারণ দর্শকরা কি পেতে চান, তার উত্তর নাট্য-সমালোচকের কাছে না পাওয়াই স্বাভাবিক।

১৯২৮ সালের
ঘোষের ডায়েরী
সুন্দর কাগজে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই
নানাপ্রকার প্রয়োজনয় জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ

কোহিনুর ডায়েরী—(এক পৃষ্ঠায় এক তারিখ)
ফ্লাপড্ পকেট ও পেন্সিল সহ ১।০
লইয়ার্স ডায়েরী—(এক পৃষ্ঠায় এক তারিখ) ১।০
পকেট ডায়েরী—(এক পৃষ্ঠায় এক তারিখ) ৸০
ঐ ফ্লাপড্ পকেট ও পেন্সিল সহ ১৲
এক পৃষ্ঠায় ২ তারিখ ॥০
ঐ ফ্লাপড্ পেন্সিল সহ ॥৵০
"জেম" ডায়েরী—(এক পৃষ্ঠায় এক তারিখ) ॥০
এক পৃষ্ঠায় ২ তারিখ ৷৵০
"জেম" এক পৃষ্ঠায় এক তারিখ, সুন্দর চামড়ায় বাঁধা ১।০
ঐ এক পৃষ্ঠায় ২ তারিখ সুন্দর চামড়ায় বাধা ৸৵০
ডিমাই ডায়েরী—(এক পৃষ্ঠায় এক তারিখ) ২।০
ঐ রটাং ইন্টারলিপড্ ৩।০
এক পৃষ্ঠায় ২ তারিখ ১॥০
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
বুকসেলার এণ্ড পবলিসরস্
৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

এড্‌ভাইস গ্র্যাটিস্
মালা বদলের আলো যাদের প্রাণে থেকে
ইয়ে খেলছে তাদের উচিত
এইবেলা ২৷৵০ দিয়ে
"রসার্ণব" শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামীর—
মালা-বদল
কিনে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলো, আর
বিয়ের আগের দিন পর্য্যন্ত ভাবের
ভেলায় ভেসে চলো।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির
পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

বাস্তবিক সময় সময় মনে হয়, দর্শকদের এই ভালো লাগা না লাগা রহস্যটা বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' থেকে যাবে এবং যেমন চিরকাল হ'য়ে আসচে, তেমনই বরাবর বহু বহু দুঃসাহসী 'কাপ্তেন' একটার পর একটা এই থিয়েটারী নিশির ডাকে 'ঘায়েল' হ'য়ে যেতে থাকবেন। তবু বিশিষ্ট বিশিষ্ট নাট্য-সমালোচকের মতামতকে কাজে লাগিয়ে এই চিরন্তন (?) রহস্যের কুয়াশা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করতে দোষ কি?

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, নাট্যকার মনে করেন, যেহেতু তিনি থিয়েটারের জন্যে বই লিখছেন, অতএব সারা বইখানাই তাঁকে থিয়েটারী' ক'রে তুলতে হবে! বইখানি যদি একখানা নাটক হয়, তবে সেটাকে হ'তে হবে একখানি পুরোদস্তুর melodrama,যার মধ্যে থাকবে—ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস, পতন, মূর্চ্ছা, প্রেমের উৎকট পাগলামি, ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের দুরারোগ্য মাতলামি, বিষপান, হত্যা, বিভীষিকা; হঠাৎ ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাত—যাকে এককথায় ইংরেজীতে বলে a drama of the Elephant and Castle School. আর বইখানি যদি একখানি প্রহসন-গোছের হয়, তবে তার মধ্যে এমন সব চিত্তোন্মাদক রঙ্‌দার মজা ঢুকোতে হবে, এমন সব সচিত্র উদ্ভটে প্রাণী বার করতে হবে, যার সন্ধান মাত্র ঐ রঙ্গমঞ্চের উপরেই দেখা সম্ভব! নাট্যকারের মনেই থাকে না যে, বাস্তবকে ক'ষে চড় মেরে উড়িয়ে দিয়ে এই সব melodramatic বা farcical situation create করার মধ্যে সত্যিকারের মজা যতটা থাকুক না থাকুক, এক বিন্দুও মানে খুঁজে পাওয়া যায় না, যার দরুণ কোন সাধারণজ্ঞানবিশিষ্ট প্রকৃতিস্থ লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক নির্ব্বিবাদে এগুলোকে চোখের সামনে ঘটতে দেখবে।

কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সকল দেশের সাধারণ রঙ্গালয়-দর্শকেরা এই শ্রেণীর হাস্যকর melodramaরই তারিফ ক'রে থাকেন বেশী! তাঁরা চান, নাটকের ভিতর 'থেল্' দেখ্‌তে; যে নাটকে যত বেশী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, সে নাটক তাঁদের কাছে তত বেশী ভালো। ভাব, ভাষা, চরিত্র-সৃষ্টি, গঠন-পারিপাট্য, সম্ভাব্য-অসম্ভব, সাইকোলজি—এ-সবের কোন মূল্যই তাঁদের কাছে নেই! এই যদি সত্যি হয়, তা' হ'লে সত্যিই যাঁরা ভাল নাটক লিখতে চান, তাঁদের উপায় কি?

Vox popli, vox Dei—এ-কথাটা রঙ্গালয় সম্বন্ধে একেবারে অকাট্য সত্য। তা' হ'লে যাঁরা Eelphant and Castle Schoolএর নাটকের পক্ষপাতী, তাঁদেরই মতকে চূড়ান্ত ব'লে মেনে নেওয়া উচিত! নাটকে প্রধানতঃ তিনটে জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে—আখ্যানবস্তু, লিখনভঙ্গী, চাতুর্য্য আর চরিত্রসৃষ্টি। সাধারণ দর্শকের কাছে সেই নাটকগুলোই সবচেয়ে বেশী প্রিয় হয়, যার মধ্যে plotএর খুব ঘন-ঘটা আধকড়া হয়ত' চরিত্র-সৃষ্টি হয়েছে আর লিপিচাতুর্য্য হচ্ছে শূন্য। আর যে নাটকগুলিকে "more literary than dramatic" ব'লে সাধারণ দর্শক তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, থাকেন, তাদের মধ্যে লিখনভঙ্গী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হয়, তারপর থেকে কতকগুলো চরিত্রসৃষ্টি, কিন্তু ঘটনার সমাবেশ থাকে বড় কম। কাজেই বেশ দেখা যাচ্ছে যে আদর্শ নাটকে এই তিনটে জিনিষই থাকবে বেশ সমান অনুপাতে, সৌষ্ঠবসম্পন্নভাবে। দর্শক দিন দিন যত বেশী শিক্ষিত রসিক হয়ে উঠছেন, ততই এই ধরণের নাটকেরই আদর বেড়ে চলেছে এবং চলবেও।

কিন্তু যাঁরা মাত্র নাটক নিয়েই প'ড়ে আছেন তাঁদের ভালো লাগা, মন্দ লাগা সাধারণ থেকে একটু তফাৎ থাকবেই। একজন নাট্য-সমালোচক এক বছরে যত নাটক পড়েন এবং যত অভিনয় দেখেন, একজন সাধারণ দর্শক বোধ হয় জীবন-ভোর তার চেয়ে কম পড়েন বা দেখেন। কাজেই নাট্য-সমালোচকের কাছে আখ্যান-বস্তুর নূতনত্বের মোহটা অধিকদিন স্থায়ী হয় না, কেননা পৃথিবীতে যে আখ্যান-বস্তুর উপাদান আছে, তার সংখ্যা গণনা করতে দুটো কি বড় জোর তিনটে আঙুলের দরকার হয়। নাট্য-সমালোচক ক্রমেই ঘটনার সুষ্ঠু ক্রম-বিবর্ত্তন ও চরিত্র-সৃষ্টি দেখবার দিকে ঝোঁক দেন বেশী এবং এইজন্যেই তাঁর মতের সঙ্গে সাধারণ দর্শকের মতের অমিল হ'তে আরম্ভ করে। এখন কার মত যে ঠিক তা' নিয়ে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; জগতের ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকতে পারে ও থাকা উচিত। আর প্রত্যেক দর্শকেরই রঙ্গালয়ে গিয়ে নিজের রুচিসঙ্গত জিনিষ দেখতে চাওয়ার জন্য ন্যায়সঙ্গত দাবী করবার অধিকার থাকা স্বাভাবিক। তাই যাঁদের কৃপায় রঙ্গালয় বেঁচে আছে এবং যাঁদের কৃপা ভিন্ন বাঁচতে পারেনা তাঁদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক নাট্যকারেরই একটি সুন্দর সুসঙ্গত আখ্যানবস্তু প্রথমে ছ'কে নেওয়া উচিত। সাধারণ দর্শকের জন্যে এইটুকু ক'রে তারপর তিনি তাঁর নিজের রুচি ও বৈশিষ্ট অনুসারে তাতে ভাবের খেলা দেখাতে পারেন, বিভিন্ন বিচিত্র চরিত্রের ভিতর দিয়ে নিজের লিপি-চাতুর্য্য দ্বারা রসকে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারেন; সর্ব্বদিক দিয়ে নাটককে একটা অখণ্ড পূর্ণ রূপ দিয়ে সকলকে আনন্দ দিতে পারেন ও আত্মপ্রসাদ লাভের অধিকারী হ'তে পারেন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

অজয়সিংহ

কৌতূহলোদ্দীপক, বিস্ময়াবহ, লোমহর্ষক উপন্যাস।

৩য় সংস্করণ

মূল্য ৩৲ টাকা।

পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত

প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ অধ্যাপক এঙ্গেলস প্রণীত বিখ্যাত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। কি করিয়া মানব-সমাজ অবাধ যোনি-সংস্রবের যুগ হইতে এক-পতি-পত্নিত্বের যুগে আসিয়া পৌঁছিল, কি করিয়া রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল—মানব-জাতির এই ক্রম বিকাশের ইতিহাস সুন্দর বাংলায় পাইবেন।

মূল্য ২।০ আনা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস প্রণীত

ভাঙ্গাগড়া

শনি বলেন—"বুঝবার ও শিখবার কথা প্রচুর আছে।"

ধূমকেতু বলেন—"লেখায় ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। লোকের আদর লাভ করবে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মূল্য ।৵০ আনা।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

ফরাসী ষোড়শী

ফরাসী ষোড়শীগণের অপূর্ব্ব লীলা-খেলা, বিরহ-মিলন, প্রণয়-দ্বন্দ্বের বিচিত্র কাহিনী—পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন।

মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পিয়ারী

মানুষের পিয়াসার আর সীমা নাই—ধনের পিয়াসা, রূপের পিয়াসা, কাব্যের পিয়াসা—অন্তহীন এই পিয়াসার কাহিনী।

মূল্য ১।০ আনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

ঝড়ের যাত্রী

মহামানবের সাগর তীরে যে সকল ঝড়ের-যাত্রী জাতীয়তার অনাহত ভেরী বাজিয়ে চলেছে তাদেরি প্রণয়-মিলনের অপূর্ব্ব রোমান্স।

মূল্য ২।০ আনা।

এন, এম, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং

১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নমো নাট্যনাথায়

নাট্যমন্দির

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কালকাতা] লিমিটেড [ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

শনিবার ২৬শে মে, ১২ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৭॥ টায়

নাট্যমন্দিরের জয়শ্রী

সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

পরদিন রবিবার. ২৭শে মে, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ. ম্যাটিনী ৪॥টায়

১। **ষোড়শী**

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। **শেষ-রক্ষা**

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখনহইতে টিকিট বিক্রয় ও সিটারিজার্ভ হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

শনিবার ১২ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৭॥০ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৫ টায়

নাট্যরাজ্যে বহুদিনবাঞ্ছিত আর্য্যগাথাভিনয়!

অমৃত-অঙ্কিত মহামানবী ছবি—

যাজ্ঞসেনী

৭ম ও ৮ম রজনী

ধৃতরাষ্ট্র—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

প্রাচীন আখ্যানে নবীন ব্যাখ্যা—'ভারত' গৌরব সৌরভ রক্ষা।

'ভারতের' শৌর্য্য! 'ভারতের' বীর্য্য! 'ভারতের' ধৈর্য্য! 'ভারতের' ঐশ্বর্য্য!

'ভারতের' সৌন্দর্য্য! 'ভারতের' সত্য—মহত্ব—সম্ভ্রম—সংযম!

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

এস্, এন্, ঘোষ—ম্যানেজার ইউ, কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপাইটর।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়:—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পাঁচমিশালি

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ | ৩য় সংখ্যা | সম্পাদক: শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী | ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

তা, কী আর করা যেতে পারে? কালোকে কালো এবং সাদাকে সাদা বললে সবাই যদি তার মধ্যে মন-গড়া উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে ব্যস্ত হন, তাহ'লে দায়ে প'ড়ে আমরা অবশ্য নাচার।

*

সত্যি বলচি, "যাজ্ঞসেনী" আমাদের ভালো লেগেছে। আবার বলতে চাই, বর্ত্তমান যুগে—অর্থাৎ বাংলা রঙ্গালয়ের নবযুগে—এর চেয়ে ভালো নাটক আর লেখা হয় নি। এর মধ্যে বক্তৃতাবাহুল্য এবং একালের অনুপযোগী অনুপ্রাস-বাহুল্য থাকতে পারে, এর মধ্যে উন্নতি ও সংস্কারের আরো অবকাশ থাকতে পারে। অস্বীকার করচি না। কিন্তু তবু "যাজ্ঞসেনী" একখানি ভালো নাটক, উপভোগ্য নাটক, দেখবার মত নাটক।

*

এখানি 'মহানাটক' নয়, 'মহানাটক' তো আজকাল বাংলার প্রত্যেক রঙ্গালয়েই প্রতি রাত্রেই 'মহাসমারোহে' কাণ্ডজে ঢাক বাজিয়ে অভিনীত হ'চ্ছে। আমরা তর্ক না ক'রেই মেনে নিচ্ছি যে, 'যাজ্ঞসেনী' হচ্ছে একখানি 'না-মহানাটক'! কিন্তু তাই তাকে আমাদের এত মনে ধরেছে।

*

একেবারে নিখুঁৎ নাটক বাংলায় আজও লেখা হয় নি। "যাজ্ঞসেনী"ও নিখুঁৎ নয় বললে তাকে ছোট করা হবে না। তার মধ্যে দোষের চেয়ে গুণের ভাগ বেশী। এবং নীরের মধ্যে ক্ষীরের সন্ধান পেয়েছে ব'লেই না মরাল আজ রসিক-সমাজে সমাদৃত? আমরা ব্রণভক্ত মক্ষিকা নয়, ঐ মরালের মতই হ'তে চাই।

*



"অমরের মরণ-বরণ

আমরা শৃগাল-জাতীয় জীবও নই। অন্যে চীৎকার করলেই আমাদের কণ্ঠ সে চীৎকারে সায় দেয়না। আর্টের ক্ষেত্রে আমরা ইবসেনের হুকুম মানি। এবং ইবসেন এখানে majorityকে তুচ্ছ ক'রে minorityকেই গ্রাহ্য করতে ব'লেছেন।

*

যত খুসি গালাগাল দিন! ও-পাড়ার রামপেসাদীর মত প্রচারের জন্যে "নাচঘর" প্রকাশিত হয় না। রামপেসাদী হচ্ছেন রামপেসাদী এবং আমরা হচ্ছি আমরা। রাম-পেসাদীর মত (যদি থাকে) রামপেসাদী নিজেই প্রচার করুন। আমাদের আপত্তি নেই। আমরা আমাদের মত প্রচার করি। রামপেসাদীরা আপত্তি করেন কেন? কাদের মত গ্রহণীয়, রসিকজন তা বিচার ক'রে দেখবেন। যত খুসি গালাগাল দিন!

*

"নাচঘরে"র মতের কোন মূল্য আছে কিনা, গত চার বৎসরে অনেক বারই তা প্রমাণিত হয়েছে। এতদিনেও যাঁরা আমাদের চিনতে পারেন নি, তাঁরা "নাচঘরে"র পাতা না কাটলেই বাধিত হব। আমরা তো জোর ক'রে কারুকে দলে টানতে চাইচি না। রামপেসাদীরা কিন্তু তাইই চাইচেন।

*

প্রশংসা যখন দুর্লভ, আমাদের ভাগ্যে তখন অন্তত-পক্ষে গালাগালিও যদি সুলভ হয়, তাহ'লেও আমরা দুঃখিত হব না। সেই পণ্ডিতের বচন আমাদের মনের ভিতরে গাঁথা আছে,—যিনি বলেছেন:—"পৃথিবী যদি প্রশংসা করতে না পারে, তাহ'লে সে যেন আমাকে নিন্দা করতে ভুলে না যায়।

IMPERIAL

পৃথিবীর উপেক্ষা ও স্তব্ধতা অসহনীয়। নিন্দা করলেও এটুকু বুঝব যে, পৃথিবী আজও আমাকে ভুলতে পারেনি।"

•

বয়সে প্রাচীন, জ্ঞানে প্রাচীন, অভিজ্ঞতায় প্রাচীন এবং অতীতের শিবরাত্রির সল্‌তে ও সকলের নমস্য নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের অমার্জ্জনীয় অপরাধ এই যে, তিনি একখানি ভালো নাটক রচনা করেছেন। তাই তাঁকে হপ্তার পর হপ্তা ধ'রে গদ্যে-পদ্যে অশ্লীল ভাবে ও কদর্য্য ভাষায় ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হচ্ছে। নাটক ছেড়ে নাট্যকারের মাথায় লাঠি মারা! এরই নাম নিরপেক্ষ সমালোচনা এবং এই সমালোচনা আমরা করতে পারি নি ব'লেই নাকি আমরা যা বলেছি, সব তাহা মিথ্যাকথা!

•

"নাচঘরে" যখন মিনার্ভার বিজ্ঞাপন ছিল না, তখনো আমরা মিনার্ভার সুখ্যাতি করেছি। তখন রটানো হ'ল, 'পাসে'র লোভেই আমরা নাকি মিনার্ভার নিন্দা করি নি। "নাচঘরে" আজ মিনার্ভার বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে এবং রঙ্গালয়ের কাগজের পক্ষে তা খুবই স্বাভাবিক। এখন একাধিক কাগজে রটানো হচ্ছে, বিজ্ঞাপন পেয়েছি ব'লেই আমরা নাকি মিনার্ভার জয়গান করতে বাধ্য। যুক্তির দৌড় কি লম্বা!

•

তাহ'লে এই যুক্তি অনুসারেই এটা বললে কি বড়ই অন্যায় হবে যে, রামপেসাদীদের দগ্ধ-অদৃষ্টে বিজ্ঞাপন জোটে নি ব'লেই বোধ হয় মিনার্ভার দ্রাক্ষাকুঞ্জের রস আজ এতটা তিক্ত লাগচে?

•

আমরা শিশিরকুমারের সুখ্যাতি করলেই এতদিন "নাচঘরে" নাট্যমন্দিরের বিজ্ঞাপনের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ক'রে তার কারণ দেখানো হ'ত। শিশির-কুমারের প্রতিভা যে কি বস্তু, "নাচঘর"ই তা সর্ব্বাগ্রে সকলকে বিশেষরূপে দেখিয়ে দিয়েছিল। সেজন্যে আগে যাঁরা আমাদের 'ধামা-ধরা' ও 'খোসামুদে' প্রভৃতি মিষ্ট ও শিষ্ট বিশেষণে পরম আপ্যায়িত করতেন, আজ দেখচি শিশিরকুমার সম্বন্ধে আমাদের প্রায় প্রত্যেকটি কথাই তাঁরা প্রকাশ্যে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন!

•

অথচ, বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে নাট্যমন্দিরই আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হ'লেও আমরা যে নাট্যমন্দিরের "ভীষ্ম" ও "পুণ্ডরীকে"র নিন্দা করতে সঙ্কুচিত হই নি, "নাচঘরে"র পুরাণো 'ফাইল' খুঁজলেই তার ছাপানো প্রমাণ পাওয়া যাবে।

•

মিনার্ভার দোষ দেখলেও তা মুক্তকণ্ঠে-বলব। বিজ্ঞাপনে আমাদের মুখবন্ধ হবে না। আমরা "হেলট" হয়ে বিজ্ঞাপন নিই না। যাঁরা বিজ্ঞাপন দেন, তাঁরা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র—এইমাত্র।

•

বার বার বলেছি, আমরা সখের খাতিরে কাগজ চালাই। "নাচঘরে"র দৌলতে কোনদিনই আমরা একমুঠো অন্ন সংগ্রহ করি নি এবং ভবিষ্যতেও করতে চাই না। আমাদের নাট্যকলাচর্চ্চা প্রেমের চর্চ্চা—স্বার্থের চর্চ্চা নয়। যতদিন আমাদের সখ থাকবে, বিজ্ঞাপনের একান্ত অভাব হ'লেও "নাচঘরে"র মৃত্যু হবে না। সে সখ এখনো আমাদের আছে এবং "নাচঘরে"র নিয়মিত গ্রাহকেরও অভাব নেই। এবং "নাচঘরে"র জনপ্রিয়তা অনেকেরই লোভনীয় হ'তে পারে।

•

গ্রাহকরা "নাচঘর"কে কেন এত ভালোবাসেন? তার প্রধান কারণ, আমরা মন খুলে মনের কথা বলতে পারি। ভালো-মন্দ যাইই বলি,—আমরা মন খুলে বলি, সোজা ভাষায় বলি, সাধ্যমত বিচার ক'রে বলি। আমাদের কথা তাই পাঠকের প্রাণের দরজায় গিয়ে সাড়া জাগায়। অকপটতা সাহিত্যের আত্মা। মুনিরও ভুল হয়। আমাদেরও ভুল হ'তে পারে—কিন্তু সে ভুল ইচ্ছাকৃত নয়। আমরা কপটও নই, থিয়েটারি 'ডিপ্লোমাটে'র হাতের পুতুলও নই, তাই "নাচঘর" এতদিন বেঁচে আছে।

•

গেল হপ্তায় কোন সংবাদপত্রে "যাজ্ঞসেনী" সম্বন্ধে আমাদের অভিমতের অংশবিশেষ তুলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ব্যঙ্গ যে কাল-মহিমায় যুক্তিতে পরিণত হ'তে পারে, এ তথ্য আমাদের জানা ছিল না। পরন্তু আমাদের ধারণা ছিল, উক্ত পত্রের পর-মতে অসহিষ্ণুতা নেই, কারণ তার রুচি প্রাকৃতজনোচিত নয়। কিন্তু সে ধারণা যে ভুল তার প্রমাণ পেয়ে খুব খুসি হলুম না।

•

আমাদের অভ্যাস বড় উল্টো। লোকে যত ব্যঙ্গ করে, যত গালি দেয়, আমাদের মত তত দৃঢ় হয়ে ওঠে। বাধায় আমাদের আনন্দ বাড়ে। বয়সে আমরা তরুণ নই। অনেক ভেবে-চিন্তে তবেই আমরা মত গঠন করি। সে মত ভয়ে টলে না।

•

ব্যঙ্গের বদলে ব্যঙ্গ এবং গালির বদলে গালির সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তা ভদ্র না হ'লেও এ হস্ত তাতেও অনভ্যস্ত নয়। কিন্তু উক্ত পত্রের উপরে এখনো আমরা শ্রদ্ধা হারাই নি ব'লে সে অপকার্য্য থেকে এ যাত্রা নিরস্ত হলুম। তার উপরে সংস্কৃত ভাষা বলেছে, যুক্তিহীন বিচারে নাকি ধর্ম্মহানি হয়। অতএব আপাততঃ ধর্ম্মকে রক্ষা করাই সঙ্গত।

•

আমরা জানি, ঐ কাগজখানি ভদ্রলোকদের দ্বারা চালিত হয়। আশা করি ভবিষ্যতে তাঁরাও আমাদের ভুল বুঝবেন না। তাঁরা আমাদের মত নিয়ে ভদ্রভাবে অনায়াসেই বিরোধী আলোচনা করতে পারেন—বিদ্বজ্জন-সভায় তা অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু academic আলোচনায় তাঁরা যদি আমাদের যুক্তিকে অবহেলা ক'রে ব্যক্তিকে টেনে এনে আমাদের উপরে নিজেদের মন-গড়া অন্যায় উদ্দেশ্য আরোপ করেন, তাহ'লে আমরা নিশ্চয়ই আপত্তি করব। দেশে অভদ্র কাগুজে যুদ্ধের অভাব নেই, তার ক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের কথা শান্ত হয়ে বন্ধু-ভাবে ভেবে দেখলে আনন্দিত হব। কিন্তু ঝগড়া করলে বাধ্য হয়ে আমাদেরও কোমর বাঁধতে হবে।

•

তারপর জনসাধারণের কথা। যে-কোন আর্টই সাধারণ ব্যক্তি বিচার করেন, ব্যক্তিগত রুচির দ্বারা। তাঁর কাছে হয়তো রবীন্দ্রনাথের "গৃহপ্রবেশে"র বা গিরিশচন্দ্রের "শঙ্করাচার্য্যে"র চেয়ে মনোমোহন গোস্বামীর "সংসার" ঢের বড় নাটক। তাঁর নিজের যা ভালো লাগবে, তাকেই তিনি ভালো বলবেন। সমালোচকের স্বভাব স্বতন্ত্র। তাঁর কাছে সাধারণ ব্যক্তিগত রুচির কোনই মূল্য নেই। তাঁকে বিচার করতে হবে যুক্তির নিক্তি হাতে নিয়ে। যুক্তি যাকে শ্রেষ্ঠ বলে তাকে শ্রদ্ধা করতে তিনি বাধ্য। এইজন্যেই অনেক সময়ে সমালোচকের সঙ্গে জনসাধারণের মত মেলে না।

•

"যাজ্ঞসেনী"র অভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণের গোঁফ নিয়ে যে আপত্তি উঠেছে, তা অসঙ্গত নয়। প্রাচীন চিত্রে শ্রীকৃষ্ণের গোঁফ দেখা যায় না। প্রাচীন সাহিত্যেও শ্রীকৃষ্ণের গোঁফের বর্ণনা পাওয়া যায় না। এটাও জানি, শ্রীকৃষ্ণ যিনি সাজেন সেই হাঁদুবাবুও গুম্ফহীন। তবে মিনার্ভা গোঁফের এই অনাবশ্যক উপসর্গ আবিষ্কার করলেন কোত্থেকে? কর্ত্তৃপক্ষের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত!

কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ চির-তারুণ্য গুম্ফের ভারে কাবু হয়ে পড়েছে। এ গুম্ফ রসবিরোধী,—প্রাণের ধ্যানমূর্ত্তিকে আঘাত দেয়।

*

জনৈক মাছ-শিকারী খবর দিয়ে গেলেন, কাগজে কাগজে "যাজ্ঞসেনী"কে নিয়ে এই যে সমালোচক-দুঃশাসনরা আচম্বিতে আবার টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করেছে, তার মূলে নাকি দুটি অগাধ জলের রাঘব-বোয়াল বা আধুনিক দুর্য্যোধন আত্মগোপন ক'রে আছে। বাংলা রঙ্গালয়ের যিনি অন্যতম স্রষ্টা, আজীবন এবং মস্তিষ্কের দ্বারা এই নিরানন্দ দেশে আনন্দ বিতরণ করাই যাঁর একমাত্র সাধনা, তাঁর বিরুদ্ধে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র?—cui bono?—"কার লাভের জন্যে"? কিন্তু বিশ্বাস হয় না। মানুষ বোধ হয় এতখানি অকৃতজ্ঞ হ'তে পারে না। এ খবর মিথ্যা।

*

"মনোমোহন" কি সজোরে আমাদের মনকে মোহিত না ক'রে ছাড়বেন না? আলেয়ার আলোর মতন তিনি মাঝে মাঝে দেখা দেন, মাঝে মাঝে দেন না। তাঁকে না যায় ধরা, না যায় ছোঁয়া। যখন ভাবি তিনি ত হয়েছেন, তখন দেখি তিনি বর্ত্তমান। যখন ভাবি তিনি বর্ত্তমান, তখন দেখি তিনি অতীতে। কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁর কর্ত্তব্য কি? এমন চোর-চোর খেলে তো রঙ্গালয় চালানো যায় না! নিয়মিত দর্শন না দিলে যে দর্শনীও দুর্লভ হয়!

*

ষ্টার একসঙ্গে "রমা" ও "বিজয়া"—শরৎচন্দ্রের দুই উপন্যাস-নাট্যের প্রাচীর-পত্র প্রকাশ করেছেন। সেখানে কি প্রায় একই সময়ে দুখানি নাটকের অভিনয় আরম্ভ হবে?..... যাঁরা বলতেন ষ্টার কেবল অপরেশচন্দ্রের জন্যে, এবারে তাঁরা কি বলবেন? একটা কিছু বলা চাই যে!

*

একখানা বা দুখানা নতুন নাটক গোলা ষ্টারের পক্ষে সত্যই অত্যন্ত দরকার। কারণ "দেবাসুরে"র সংগ্রামে কর্ত্তৃপক্ষের ট্যাঁক নাকি যার-পর-নাই আহত হচ্ছে—বেশীদিন সে উপদ্রব সহ্য করা অসম্ভব।

*

গুজব-জনক বললেন, ষ্টার সম্বন্ধে শীঘ্রই একটি চিত্তোত্তেজক সংবাদ প্রকাশিত হবে। আমাদের আগ্রহ-অগ্নি উদ্দীপিত হয়ে উঠল।—"কী সংবাদ মহাশয়?" কিন্তু গুজবজনক সবজান্তার মতন একটুখানি রহস্যময় হাসি হেসে প্রস্থান করলেন। সে হাসির অর্থ যেন—'বুঝ জন, যে জানো সন্ধান'!—কি বুঝব?—কি সন্ধান নেব? আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই।

*

গুজব যাঁরা রটিয়ে বেড়ান,—পরপুতবুক্কের এই মনুষ্য-সংস্করণগুলোকে দু-চোখে দেখতে পারি না। এঁদের মহিমায় 'হয়' হয় 'নয়'। সাধু হয় সয়তান। হয়তো কবে এঁরা খবর দিয়ে যাবেন, ষ্টারের সুযোগ্য কর্ণধার শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় তাঁর যৌবনের বিস্ময়, প্রৌঢ়তার আশ্রয়, সযত্নের সঞ্চয় শ্মশ্রু-গুম্ফকে নির্দ্দয় ভাবে কামিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু ব'লে রাখছি, সে খবরে আমরা বিশ্বাস করব না।

*

হয়তো কবে এঁরা ব'লে যাবেন, মিনার্ভার সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-বাবু শীঘ্রই হাত-কাটা শার্ট ও হাঁটু-কাটা প্যান্ট প'রে, মোহনবাগানের 'গোল-কিপারে'র কার্য্যে ব্রতী হবেন। কিন্তু উপেনবাবুকে না জানিয়ে সে খবর আমরা ছাপব না।

*

হয়তো কবে এঁরা জানিয়ে যাবেন, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী সদলবলে সিটি কলেজের কর্ত্তা শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের ভবনে "খাস-দখল" ও "আলিবাবা" অভিনয় করবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। কিন্তু আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা স্বচক্ষে সেই অভিনয় না দেখলে তাও আমরা সত্য বলে মানব না।

*

এই যে গেল-হপ্তায় গুজব রটল, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় 'আর্টে'র মায়া-রজ্জু কর্ত্তন করেছেন, কিন্তু এখন শুনছি দড়ী-কাটা চাকুখানি তিনি নাকি আজও খুঁজে পান নি। গুজব-সম্রাটদের কবলে আমরা কি অসহায়!

*

শুনে বড় দুঃখ হ'ল, প্রতিভাধর অভিনেতা পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আর ইহলোকে নেই। উজ্জ্বল পুরাতন যুগের আর একটি বাতি নিবল।

*

রবীন্দ্রনাথের "বৌঠাকুরাণীর হাট" থেকে রূপান্তরিত নাটকে বসন্ত রায়ের ভূমিকায় অনেকদিন আগে আমরা পূর্ণচন্দ্রের চিরস্মরণীয় অভিনয় দর্শন করেছিলুম। অপূর্ব্ব সে অভিনয়! তেমন বসন্ত রায় আর দেখবার আশা রাখি না। যাঁরা ভাবেন, রঙ্গালয়ের নবযুগই স্বাভাবিকতার আমদানি করেছে, পূর্ণচন্দ্রের বসন্ত রায় দেখবার সুযোগ পেলে তাঁদের এ ভ্রম আর থাকত না।

*

কোহিনুর থিয়েটারে আমরা পূর্ণচন্দ্রের আরো অনেক ভূমিকায় অভিনয় দেখেছি। তা ছাড়া "বিষবৃক্ষে"র দেবেন দত্তের ভূমিকাতেও তিনি অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর সকল অভিনয়ই হ'ত অত্যন্ত স্বাভাবিক, বাহুল্যবর্জ্জিত ও মর্ম্মস্পর্শী। 'প্যাঁচে'র দ্বারা কোনদিন তিনি দর্শকের মন কাড়তে চান নি। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা,—বিজ্ঞাপনের প্রথম শ্রেণীর নয়, আর্টের প্রথম-শ্রেণীর!

*

কেবল অভিনয় নয়, তাঁর মতন সুকণ্ঠ গায়ক রঙ্গালয়ে আর কে ছিলেন জানি না। এখনকার শ্রোতারা হয়তো তাঁর বৃদ্ধ বয়সের প্রায়-অক্ষম কণ্ঠের গান শুনে থাকবেন, কিন্তু সক্ষম বয়সের ইন্দ্রজাল তার মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁরা পান নি। সত্য সত্যই তাঁর গান ধূলার ধরায় স্বর্গের অমৃত বর্ষণ করত। আমরা পূর্ণচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

*

গেল মঙ্গলবারে নাট্য-মন্দিরে "বিল্বমঙ্গলে"র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, নবযুগের অদ্বিতীয় নট শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী। বাংলা রঙ্গমঞ্চ যে-যুগে ধর্ম্মভাবের মর্ম্ম প্রকাশের জন্যে বিশেষ রূপে জাগ্রৎ হয়ে উঠেছিল, "বিল্বমঙ্গল" হচ্ছে সেই যুগের একখানি প্রধান নাটক।

*

তরুণ বয়স থেকে আজ পর্য্যন্ত বিল্বমঙ্গলের ভূমিকায় বাংলার অধিকাংশ বিখ্যাত নটেরই অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে! এবং তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্রের অভিনয় যে তুলনাহীন, সে-বিষয়েও সন্দেহ নেই।

*

শিশিরকুমার অদ্যাবধি প্রায় সকল শ্রেণীর ভূমিকাতেই কল্পনাতীত কৃতিত্ব দেখিয়ে তাঁর বিচিত্র প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে বিল্বমঙ্গল-জাতীয় ধর্ম্মভাবপ্রধান ভূমিকায় এই হ'ল তাঁর প্রথম রঙ্গাবতরণ। তাঁর অভিনয় আমাদের মোহিত করেছে, তাঁর সাফল্য আমাদের বিস্মিত করেছে। তাঁর অভিনয়ের বিস্তৃত সমালোচনা এবারেই প্রকাশ করতুম, কিন্তু তা না-করবার কারণ হচ্ছে, স্বয়ং শিশিরকুমারের অনুরোধ।

*

তিনি বলেছেন, "হঠাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় আমি এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। তবু যে আমার অভিনয় আপনাদের এত ভালো লাগবে, আমি তা ভাবতেও পারিনি। কিন্তু আজকের অভিনয় দেখে আপনারা সমালোচনা প্রকাশ না করলেই সুখী হব। কারণ আজকে অভিনয় ক'রে আমি তৃপ্তি পাই নি। আমার মনে বিল্বমঙ্গলের যে ধ্যান-মূর্ত্তি বিরাজ করচে, এর পরের অভিনয়েই আমি তা বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারব ব'লে আশা রাখি।"

তৃপ্তি নয়, কলাবিদের অতৃপ্তিই আর্টকে উন্নত করে। এর পরের রাত্রে শিশিরকুমারের "বিল্বমঙ্গল" আরো কতখানি অপূর্ব্ব-সুন্দর ও প্রশংসাতীত হ'য়ে ওঠে, তা দেখবার জন্যে আমরা অত্যন্ত উৎসুক হয়ে রইলুম। তারপর আমাদের মতামত সকলকে জানাব।

হটেণ্টটদের গান

—:০:—

(হটেণ্টটরা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাচীন অসভ্য জাতি। স্মরণাতীত কাল আগে হটেণ্টট-জাতীয় কবি নামাকুয়া বা কোরাণা নীচের গানটি রচনা করেছিলেন। 'ক্রালে,' অর্থাৎ বড়লে-ছাওয়া কুটীর-সমষ্টি বা গ্রামের ভিতরে ব'সে, চারিদিকের চিত্রলিখিতবৎ বনভূমির বিজনতার উপরে সদ্য ওঠা চাঁদকে দেখে, সেতার বাজিয়ে হটেণ্টটরা আজও এই গান গেয়ে, বহু কবিত্বের সুরে ও ছন্দে আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত ক'রে তোলে।

হেমেন রায়)

এস এস সোনার-শশী!
আমরা তোমায় প্রণাম করি।
নিব্‌লে তোমার মিষ্টি আলো
আমরা সবাই দুঃখে মরি।
আমরা তোমায় প্রণাম করি।

তোমার তরেই দিলাম রেখে,
নখর ভেড়া নরম দেখে,
টাট্‌কা খানিক তৈরি-তামাক
সেজে তোমার সাম্‌নে ধরি।
আমরা তোমায় প্রণাম করি।

নীল-আকাশের সোনার-শশী!
তবু যদি রও উপোসী,

আমরা তবে সবাই মিলে
তামাক-ভেড়া ফেল্‌ব গিলে,
ওগো মোহন সাচ্চা সখা!
তোমার আলো পড়ুক ঝরি।
আমরা তোমায় প্রণাম করি।

"যাজ্ঞসেনী"

—:০:—

(শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

[সর্ব্বজনবিদিত প্রবীণ সাহিত্যসেবক, বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পলেখক, উপন্যাস-রচনায় ঐন্দ্রজালিক, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-অ্যাট-ল মহাশয় মিনার্ভার "যাজ্ঞসেনী"র এই সমালোচনাটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা আশা করি, প্রভাতবাবু তাঁর সম্পাদিত প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে মিনার্ভা থিয়েটারের বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির লোভে এই সমালোচনাটি রচনা করেন নি। ইতি—নাচঘর-সম্পাদক]

বাইশ বৎসর বয়সে, রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় তাঁহার প্রথম নাটক রচনা করিয়াছিলেন—এ কথা বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসেরই অন্তর্গত। আজ, তাঁহার সাতাত্তর বৎসর বয়সে, তাঁহার "যাজ্ঞসেনী" নাটক লোকচক্ষুর গোচর হইল। বাঙ্গালী নাট্যকলারসিক ও পাঠক-সাধারণ এতদিন যে অমৃতলালকে বিশেষ করিয়া হাস্যরসেরই অতি নিপুণ স্রষ্টা বলিয়া জানিতেন, তিনিই আজ পরিণত বয়সে একটি অতি গম্ভীর বিষয় লইয়া নাটক রচনা করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিলেন।

মহাভারত অনন্ত রত্নের খনি স্বরূপ। অমৃতলাল, তাঁহার প্রতিভার আলোকে, এ খনির একটি অংশকে উজ্জ্বল করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে এই নাটকের আরম্ভ, এবং তাঁহার বস্ত্রহরণ ব্যাপারে এবং এই অপমানের প্রতিশোধ প্রতিজ্ঞায় ইহার শেষ। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই এই নাটকের মূল সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে, যেখানে দ্রুপদ রাজা তাঁহার কন্যাকে বলিতেছেন—"তুমি মা অমৃত—ধর্ম্মকে অমরত্ব দিতে; তুমি মা হোমের হবি···হোমের হবি অগ্নিকে প্রোজ্জ্বল করে, পূত গন্ধে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত করে, প্রধূমিত হয়ে স্বর্গের দেবতার চরণ স্পর্শ করে। হবিতে শুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, পুষ্টি আছে, তুষ্টি আছে।···হবিরূপী কন্যা অগ্নিস্বরূপ বরের সহিত মিলিত হলে তবে সংসারের মঙ্গল হয়।"—দ্রৌপদীর ধাত্রী কেতকীর মুখ দিয়া নাট্যকার বলাইয়াছেন—"বিবাহের প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক সাজ বুঝিয়ে দেয়, যে বীর নয়, তার বর হবার অধিকার নেই।"—ফল কথা, মনুষ্যত্বের স্ফুরণে স্বামীর সহায়তা করাই স্ত্রীর ধর্ম্ম।

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী গ্রহণ সম্বন্ধে অমৃতলাল যে অভিনব থিওরি খাড়া করিয়াছেন, তাহাও ঐ মতের পরিপোষক এবং ঐ মতকে সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে। এ বিষয়ে নাট্যকার মহাভারতকে অনুসরণ করেন নাই। যেদিন ভিক্ষায় বাহির হইবার সময় কুন্তী মাতা, মহাভারতে যেমন আছে, "শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা লাভ কর," এই আশীর্ব্বাদই করিয়াছিলেন বটে। দ্রৌপদীকে পণে জিতিয়া আনিয়া অর্জ্জুন স্বয়ং জ্যেষ্ঠাগ্রজের নিকট প্রস্তাব করিলেন, "হে পূজ্য, ভার্য্যাভাবে পাঞ্চালীরে করিয়া গ্রহণ, রক্ষণের ভার তার করুন বহন।··· কোন্ মূঢ়, অনুঢ় অগ্রজে রাখি আপনি বিবাহ করে।" যুধিষ্ঠির মুস্কিলে পড়িলেন। বড় ভাইয়ের বিবাহ না হইলে ছোট ভাই কেমন করিয়া বিবাহ করিবে? নিজেদের এ নিঃসহায় অবস্থায়, দ্রুপদ রাজার সহিত কুটুম্বিতাও খুব বাঞ্ছনীয় বটে। কি করা যায়? এমন সময় ব্যাসদেব আসিয়া আজ্ঞা করিলেন, দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামীর গলাতেই মাল্যদান করুক। নজিরও রহিয়াছে,

পঞ্চ গলে পঞ্চমাল দোলাইয়া সাথে
পঞ্চাননে বরণ করেন গৌরী।

অর্থাৎ, তোমরা পাঁচজনে পাঁচটা হইলেও, সব মিলাইয়া একটা সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের আধার। যুধিষ্ঠির—ধর্ম্ম, ভীম ও অর্জ্জুন—শক্তি, নকুল ও সহদেব—জ্ঞান ও বিচার। শ্রীকৃষ্ণও ইহাতে সায় দিলেন। শয্যাসঙ্গিনী হওয়াই যদি ভার্য্যার প্রধান কার্য্য (function) হয়, তবে এক নারীর পঞ্চস্বামী গ্রহণটা খুব নিন্দনীয় বটে। কিন্তু তাহা ত নয়! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

ভার্য্যার পর্য্যঙ্ক নহে কলঙ্কের শয্যা।
বিবাহের শঙ্খ রবে সংসার আহবে
পুরুষে আহ্বান করে। এই গন্ধাক্ষে.ত্র
অনঙ্গ কামের নাম, দেহ ধামে নাহি তার স্থান।

নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই উচ্চ ভাবটিই অনুস্যূত। এবং ইহার জন্যই "যাজ্ঞসেনী" একখানি খাঁটি নাটকরূপে গণ্য হইবার যোগ্য।

আর একটা কারণে "যাজ্ঞসেনী"কে খাঁটি নাটক বলিতে পারি। ইহার ভিতর কোনও ম্যাজিক নাই। যেমন ধরুন লক্ষ্যভেদ-দৃশ্য কিংবা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ষ্টেজে দেখানো যাইতে পারিত। বস্ত্র আকর্ষণ করিতে করিতে বস্ত্র ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে, ষ্টেজের উপর রঙ-বেরঙের বস্ত্র স্তূপাকার হইয়া উঠিল (যেমন আবহমানকাল যাত্রায় ও থিয়েটারে হইয়া আসিতেছে)—অথবা বিদ্যুতের সাহায্যে নানারূপ চমকপ্রদ ব্যাপার দেখানো, এই সব গুলাকেই ম্যাজিক বলা যাইতে পারে। এ সকল যে মন্দ তাহা বলিতেছি না—ইহাতে দর্শকগণের প্রচুর আনন্দলাভ হয়, তবে এ সকল যে আসল নাটকের জিনিষ নহে, ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত।

অতি সংক্ষেপে "যাজ্ঞসেনী" নাটকের মূল কথাটি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলাম। মিনার্ভা থিয়েটারে ইহার অভিনয়ও দেখিয়াছি, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বারান্তরে সে বিষয়ে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

রংমহলের পঞ্চরং

গোল-টেবিলের ধারে

—:০:—

বাংলা দেশে অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনেক নাটক লেখা হয়েছে। এবং এর মধ্যে জেগে আছে মাইকেলের স্মৃতি। এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে জর্জ্জ বার্ণার্ড স'র একটি বিচিত্র মত আছে। এদেশী কবি ও নাট্যকাররা তা পড়লে যা ভাববেন, সে কথা জানবার আগ্রহ আমাদের আছে।

*

"The Admirable Bashville" নামে নাটকের ভূমিকায় জর্জ্জ বার্ণার্ড স' বলেছেন :—"অনেকে হয়তো জানতে চাইবেন, এ নাটকখানি কেন আমি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করেছি? আমার জবাব হচ্ছে, এই নাটকখানি আমাকে লিখতে হয়েছে মাত্র এক হপ্তার ভিতরে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ এমন ছেলেখেলার মতন, এমন সোজা ও এত তাড়াতাড়ি লেখা যায় যে, এই ছন্দে যা আমি এক হপ্তায় শেষ করেছি, গদ্যে তা শেষ করতে গেলে আমার লাগত ঠিক একমাস।"

*

গদ্যের চেয়ে কবিতা লেখা সহজ শুনলে কবিরা নিশ্চয়ই অভিমানে মুখভার করবেন। করবারই কথা। তাঁরা অনায়াসেই বলতে পারেন, "আনাড়ির পক্ষে যেটা নেহাৎ সহজ ব'লে মনে হয়, আসল শিল্পীর হাতে সেইটেই কঠিন এবং অননুকরণীয় হয়ে ওঠে। বার্ণার্ড স' অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখেছেন বটে, কিন্তু তা যে উচ্চশ্রেণীর কাব্য হয়েছে, এটা মনে করবার কারণ নেই।"

*

বার্ণার্ড স'য়ের কথা আর-একটু শুনুন। সেক্সপিয়ারের অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে তিনি বলছেন :—"যখন একজন গ্রন্থকার 'As You Like It'এর প্রথম দৃশ্যের এবং 'Rosencrantz' ও 'Guildensterm'এর সঙ্গে 'Hamlet'এর কথোপকথনের মত সুন্দর গদ্য রচনা করতে পারেন, তখন তিনি 'The Seven Ages' ও 'To be or not to be'র জন্যে কোন ওজর দেখাতে পারেন না—এক ওজর ছাড়া। এবং সে ওজর হচ্ছে, তাড়াতাড়ির জন্যেই তাঁকে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখতে হয়েছে।" সেক্সপিয়ারের সম্বন্ধে বার্ণার্ড স'য়ের এই ধারণা যুক্তিসঙ্গত কিনা, বিশেষজ্ঞরা তা বিচার করুন।

*

কোন মাসিকপত্রে প্রশ্ন উঠেছে, কবি সত্যেন্দ্রনাথ ও কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বাগচীর মধ্যে কে বড়? মাসিকপত্রে এমন অশোভন প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু আমাদের মনের ভিতরে এ প্রশ্ন আজও ওঠে-নি। ওঠা অসম্ভব। কারণ যতীন্দ্রমোহন আজও জীবিত, এখন এ প্রশ্ন প্রকাশ্যে তোলাই অসঙ্গত। বিশেষ, যতীন্দ্রমোহনের দান করবার ক্ষমতা আজও বোধ হয় ফুরোয় নি। কাজেই যিনি প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর সহজ-বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারলুম না।

*

কিন্তু প্রসঙ্গ-সূত্রে একটি বিষয় উল্লেখ করতে পারি। সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং এই বন্ধুত্বের সৌভাগ্য চিরদিনই আমাদের গর্ব্বের জিনিষ হয়ে থাকবে। নানা ভাবে, নানা বিষয়ে, নানা আলোচনায় তাঁকে যতটুকু চেনবার, তা আমরা চিনেছি। সেই বিচিত্র পরিচয়ের উপরে নির্ভর ক'রে আমরা অসঙ্কোচে বলতে পারি, সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে বড় সাহিত্যগত প্রাণ আমরা আর কোন কবির মধ্যে দেখতে পাই নি।

*

এই লাইনগুলি সত্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে খাটে :—"The truth is that he had but one passion—literature. One could place beneath his statue, if a statue were raised to him, this verse which Auguste Barbier addressed to Michael Angelo :—

'Art was thine only love and held thine entire life,'

*

দি ইণ্ডিয়ান নিডিং এণ্ড টেলারিং স্কুল

স্থাপিত ১৯২২ সাল

আধুনিক লণ্ডনের নিয়মে (বাংলা ও ইংরেজ ভাষায়) সকল প্রকার জামার ছাটকাট ও সেলাই এবং মোজা বোনা শিক্ষা দেওয়া হয়। কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন বা চুক্তির হার সামান্য মাত্র। সাক্ষাতে বা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাওয়া যায়।—

সেক্রেটারী মিঃ জে, এম, দে
ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এণ্ড কাটার, কমলালয়।
৩নং শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম যৌবন, উৎসাহ আর উন্মাদনার প্রপাত। আর্ট হচ্ছে যুবতীর রূপের ঐশ্বর্য্যের মত, যৌবনকে সে যেন নিশির ডাকে আচ্ছন্ন ক'রে নিকটে আকর্ষণ করে। তাই যৌবনে আর্টকে ভালবাসতে দেখি অনেককেই। কিন্তু যৌবনের পরে, সংসারের ঘূর্ণ্যাবর্ত্তের ভিতরে, দারিদ্র্যের আক্রমণে তিলে তিলে তুষানলে পুড়ে, দুঃখ-শোক-দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত হয়ে, উত্তপ্ত পৃথিবীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে সন্তপ্ত হ'য়ে নিজের প্রাণপণ আলিঙ্গনের মধ্য থেকে কলালক্ষ্মীর চরণ যিনি ছেড়ে দেন না, জগতে এমন কলাবিদের সংখ্যা কত, জানতে বড় আগ্রহ হয়।

*

বিলাতের এক বিখ্যাত কবি দারিদ্র্যের কশাঘাত সইতে না পেরে আত্মহত্যা ক'রেছিলেন। আমরা বলি, আর্টকে তিনি উচিতমত ভালোবাসেননি, কারণ তাহ'লে তিনি আত্মহত্যা করতে পারতেন না। প্রেম আত্মনাশ চায় না, চায় আত্মদান। প্রেমের জন্যে যে কৃচ্ছ্রসাধনে অক্ষম, আসল প্রেমিক তাকে বলি না।

*

> গেল কাল "শনিবারের চিঠি" (জ্যৈষ্ঠের) বেরিয়েছে। হেমেন রায় বেচারীকে তিনি রেহাই দিয়েছেন—কিন্তু এবারের "নাচ-ঘরে"র কাজ শেষ হয়ে যাবার পর। আমরা গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করতে চাই না। ভবিষ্যতে "নাচঘরে"ও শান্তির মন্ত্র উচ্চারণ করা হবে। এ শান্তি স্থায়ী হোক!

সাহিত্য-ক্ষেত্রে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে নূতন এক কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আয়োজন হয়েছে। "শনিবারের চিঠি"র তালিকায় এ-বিভাগে যে-সব লেখকের নাম কুবিখ্যাত হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশেরই রচনার সঙ্গে এখনো পরিচিত হই নি। এবং "শনিবারের চিঠি"র তালিকাও প্রামাণিক ব'লে মনে করি না। কারণ "শনিবারে"র পত্রলেখকরা যে শ্লীল রচনার অংশবিশেষ উদ্ধার ক'রে, সাজাবার কায়দায় তাকে অশ্লীল ক'রে তোলেন, এমন প্রমাণ পেয়েছি একাধিকবার। আগে অভিযুক্ত লেখকদের রচনা ভালো ক'রে পড়ি, তারপর অভিযোগের কথা বিশ্বাস করব।

*

কিন্তু কথা যখন তুলেছি, দুটো কথা বলা ভালো। কোন কোন নতুন লেখক বয়স-গুণে সত্যই যদি অশ্লীল হয়ে থাকেন, তাহ'লেও এত-বেশী গোলমালের দরকার কি? সানকীর উপরে বজ্রাঘাতেও যে এত-বেশী শব্দ হয় না! পণ্ডিতের ভাষায় বলি, "For my part, I should prefer a less noisy chastity!"

*

রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু ক'রে আধুনিক যুগের অধিকাংশ ছোট-বড়-মাঝারি কবির বিরুদ্ধে এই একই অভিযোগ শোনা গিয়েছে। আজ যাঁরা আসামী, তাঁরা এই নালিসকে নতুন ভাবলে ভুল করবেন। বছর-পনেরো আগেকার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রগুলি উল্টোলেই তাঁরা দেখতে পাবেন, সে-সময়েও একদল তরুণ লেখকের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনে নিয়মিত আন্দোলন করা হয়েছিল। তখনকার সেই নবীন লেখকরা অপেক্ষাকৃত প্রবীণ হয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে এখনো বিদ্যমান। এবং তাঁদের রচনা আজও রূপ বদলায় নি, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে সেই আন্দোলন আজ কোথায়?

*

একসময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল দুর্নীতির জন্যে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তখন যে কি-রকম আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল, তা আজও আমাদের মনে আছে। তারপরেই রবীন্দ্র-ভক্তরা পাল্টা জবাবে দেখিয়ে দিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় দুর্নীতির মাত্রা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কিছুমাত্র অল্প নয়! এবং এখনকার এই অশ্লীলতার আন্দোলন জাগবার বছর-দুই আগে, দ্বিজেন্দ্রলালের "পাষাণী"কে অশ্লীল ভেবে রুচিবাগীশরা কি-রকম ক্ষেপে উঠেছিলেন, তা তো সকলেরই জানা কথা।

*

গত কয়েক বৎসর ধ'রে অশ্লীলতা-সংহার যাঁর জীবনের একমাত্র সাধনার মত হয়ে উঠেছে, সেই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বুড়ো-বয়সে এই সেদিন নিজেই এমন এক অশ্লীল গল্প লিখে ফেল্‌লেন যে, দেশের লোক প্রায় মারমুখো হয়ে উঠল! এই-সব দেখে-শুনে কি কবির ভাষায় বলতে সাধ যায় না—

"ত্রিভুবন যদি প'ড়ে গেল ধরা, তুমি-আমি কোথা আছি?"

*

তবে কি এই অশ্লীলতাই স্বাভাবিক? আমাদের তো বিশ্বাস তাই। এ বিশ্বাস ভুল হ'তেও পারে। এবং অশ্লীলতার যে একটা সীমা-রেখা আছে, তাও আমরা না মেনে পারব না। কিন্তু একেবারে-একেলে সাহিত্য সেই সীমারেখাকে অতিক্রম করেছে কিনা, এখন সেইটেই হচ্ছে বিবেচ্য।

*

তবে বিবেচনা করতে ব'সে বেশী চীৎকার এবং জোরে আঘাত এবং জনতা জড়ো করাও সুবুদ্ধির কাজ নয়। তাতে অশ্লীলতার লজ্জা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। এবং একবার লজ্জা ভেঙে গেলে, দু-কাণ-কাটা বয়াটে ছেলের মতন সে রাজপথে, সকলের সাম্‌নে বেহায়া নাচ সুরু ক'রে দেবে। অশ্লীলতাকে বড় ক'রে দেখলে সে বড় হয়ে দাঁড়ায়, উপেক্ষা করলে সে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। কোন্‌টা ভালো?

*

এত কথার পর চুপিচুপি আর-একটা কথা বলব কি? অশ্লীলতা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, আমাদের কিন্তু ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে"র চেয়ে "বিদ্যাসুন্দর" পড়তেই বেশী আগ্রহ হয়!

*

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। করমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

Imp. 3808, dt. 21/8/09

অত-বড় 'মর‍্যালিষ্ট' টলষ্টয়ও মোপাসাঁর মহা-অশ্লীল "লেডি'স ম্যান" প'ড়ে তাকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস ব'লে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। এবং জোলার বহু-বিজ্ঞাপিত শ্লীল উপন্যাসের চেয়ে তাঁর "Nana" ও "I'Assommoir" যে বেশী ভালো লাগে, ফ্রাঁস (Anatole France) এ-কথা স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হন নি।—এম্‌নি মানুষের দুর্ব্বলতা!

*

এবং "What is Art" লেখবার পরেও টলষ্টয়ের মতন লোক যে-দুর্ব্বলতা পরিহার করতে পারেন নি, তার কবল থেকে আত্মরক্ষা করা যে সহজ নয় সে কথা বলা বাহুল্য। এবং এ দুর্ব্বলতা যে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক তারও আর দোস্‌রা প্রমাণের দরকার করে না। এ দুর্ব্বলতা আছে এবং থাকবেও। স্বাভাবিকতার উচ্ছেদ অসম্ভব। কেবল এই চেষ্টা করাই ভালো, যেন সে কুৎসিত না হয়, যেন সে শিষ্টতার সীমানা না ছাড়ায়, যেন সে রূপের সেবা ভুলে না যায়। রূপকে আমরা ব্যাপক অর্থে ধরছি।

*

"শনিবারের চিঠি" অশ্লীলতার লজ্জা ভেঙে দিতে চেষ্টা করছে। এইখানেই আমাদের আপত্তি।

*

যার ভিতর থেকে সুন্দর বেরিয়ে আসেন, তাকে আমরা অশ্লীল বলব না। অশ্লীল বলি তাকেই যার উদ্দেশ্য খালি কুৎসিতের জন্ম দেওয়া। লালসার রাঙা আগুন জাল্‌তে পারো, যদি গঙ্গাজলের শুভ্রতার ভিতরে তাকে নিবিয়ে ফেলবার ক্ষমতা তোমার থাকে এবং সে আগুনও স্নিগ্ধ হওয়া চাই, স্নিগ্ধ হওয়া চাই—যেমন শরৎ-প্রভাতে স্নিগ্ধশ্রী রবির আলো। তরুণ লেখকদের ভিতরে তেমন শক্তিধর লেখক হয়তো সত্যই আছেন। পরিচয়ের পর সে পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

*

আমরা অস্কার ওয়াইল্ডের এই বিখ্যাত মতকে উড়িয়ে দিতে পারি না,—"There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written or badly written." লেখার দোষে শ্লীলও অশ্লীল হয়ে দাঁড়ায় এবং লেখার গুণ তার উল্টোটাকেই প্রকাশ করে। যে-কোন কুৎসিত বিষয় সুন্দর ও রুচিকর ক'রে দেখানো যেতে পারে।

জয় হনুমান!

('জাজ্‌ ব্যাণ্ডের সঙ্গে গাইতে হবে। অভাবে তালপাতার ভেঁপু, ঝুঁজ্‌রা-কুটো যে-কোন কাঁসারের বাসন ও ভাঙা টিন প্রভৃতি বাজিয়ে ও কাঠে কাঠে তাল দিয়ে গাওয়াই ব্যবস্থা। এবং সেই তালে নাচবে জন-কয়েক নপুংসক।)

ও মোহিতা—স্যাখন্‌হাসি! সব তো কুশল ভাই?
আঙুল-জলে দেখ্‌চ বুঝি পুঁটিমাছের ঘাঁই?
নীরোদা আর সজনী লো, শুন্‌চ রূপসী?
হেমন্তিকার সঙ্গে কি সব উদর উপোসী?
ঘোম্‌টা পরি দিবাকরীর হর্দ্দম তয়ক্কা,
বরের মাসী, কনের পিসির দুই নৌকোয় পা!
যোগমায়া আজ আন্দামানে বল্‌লে পিয়ারী,
গোঁসাই-গলির মশাই খোঁজে কশাই-ঝিয়ারী!
নর কি নারী ধর্‌তে নারি—নর কি নারীর দেশ?
নারিকেলের তেল ঢেলে বেশ এলেন বেঁধে কেশ!

কোরাস

জয় হনুমান! হুর্‌রে—হো হো! বগল বাজাও হো!
বুড়ো-শালিক! আন্‌রে ভেঁপু, গাল ফুলিয়ে সবাই দে ফুঁ!
পুচ্ছ নাচাও, মূর্চ্ছনা দাও, গন্ধা সাজাও হো!

*

বাংলাদেশের রংলা আসর—ক্যাংলা যত প্রাণ,
জেলেপাড়ায় শুন্‌বে চল মেছোহাটার গান!
জাল-ছেঁড়া সব কাৎলা হাসে,—উঠ্‌চে চুণোমাছ,
মিন্সেগুলো গোঁফ চেঁচে ঐ ঢাক্‌চে কোঁচা-কাছ!
কোদাল-কাঁধে ধাঙড় যত ধর্ম্মঘটী সব,
সার্কুলারে'র ছারপোকারা কাড়চে তাদের Job!
কি অশোকা? ধোঁকায় বোকা? ককায় কেন মুখ?
তোমার মাথায় ভাঙ্‌চে কাঁঠাল, মাড়িয়ে তোমার বুক?
আর কেঁদনা, আর কেঁদনা, মামার বাড়ী যাও,
চোখের জলে পিছ্‌লে কেন আছাড় খেতে চাও?

কোরাস

জয় হনুমান! হুর্‌রে—হো হো! প্রভৃতি

*

ধাপা-'মেলে' চল্‌লে ঢাকা, হ্যাঁ মোহিতা সই?
তুচ্ছ যত কুচ্ছ গাবে 'উচ্চাসনে' রই?
যুদ্ধ চেয়ে বুদ্ধু সেথায় সুদ্ধু মারে লাফ,
গাব্বু খুঁড়ে কাব্বু তোমার পুঁত্‌তে পারে—বাপ্‌!
ভাই নীরদা! ডাইনী গোদা খায়-নি সোঁদাল ফুল!
তাই কি তোমার ওমার-হোমার হারালো জাত-কুল?
Boss চ'লে যায় রস লুটে সব, বশ মানেনা মন?
হন্তে হয়ে অন্তে কি তাই কর্‌চ রে দংশন?
চৌধুরীকে চৌধুরাণী চৌমাথাতে আজ
বক্‌তে গিয়ে, চৌচাপটে চৌচীর তার তাজ!

কোরাস

জয় হনুমান! হুর্‌রে—হো হো! প্রভৃতি

*

শনির বাঁধা বাইজী নাচে, ভোঁদড় খুসি তাই,
মেড়ুয়াবাদী ভেড়ুয়া বলে—চাঁদের মুখে ছাই!
লক্ষ্মী ওড়েন পক্ষী হয়ে থুয়ে প্যাচার ঠ্যাং,
নাচের ধাঁচায় চ্যাচায় চ্যা-চ্যা চীনের বোঁচা চ্যাং!
কোকিল সেজে ক্যাক্‌ক্যাকালে কলিকালের কাক,
কল্‌কাতাতে কল্‌কে-ফুলের কল্‌জে পুড়ে থাক্‌!
শনির কোলে প্রাচীন খুকী পিট্‌পিটিয়ে চায়,
রামবাগানের রামছাগলে রামপাখীও খায়,
এরণ্ডরা হয়ে দাঁড়ায় মত্ত-বৃহৎ দ্রুম,
সজ্‌নে-ডাঁটা বল্‌চে হেসে—'আকাশকে দি চুম্‌'!

কোরাস

জয় হনুমান! হুর্‌রে—হো হো! প্রভৃতি

*

হাম্‌দোমুখো মাম্‌দো দ্যাখে নাচের নয়া ঢং!
খুল্‌চে কাপড়—নেইকো হায়া!—দু-কাণ-কাটা সং!
সূয্যিমামা লজ্জারাঙা, চন্দ্র বুঁজে চোখ,
শেয়াল ভোলে হুকাহুয়া, রক্ত ভোলে জোঁক!
সুদ ভুলে যায় কাব্‌লী-দাড়ী, শ্যাম ভুলে যায় নাম,
আসাম-মেল ঐ রাস্তা ভুলে যাচ্ছে কাশীধাম!
ডাল-ভাতে-ভাত চড়িয়ে সুধু ধিন্‌তা-ধিনা-ধিন,
স্যাওড়া-ডালে পেত্নী বাজায় ঝুঁজ্‌রা ঝিঁঝি-বীণ!
ভণ্ড ভোলে ভণ্ডামিকে, দণ্ড ভোলে দণ্ডী,
ভুতো-শেলাই কর্‌চে বলাই পুজতে ওলাই-চণ্ডী!

কোরাস

জয় হনুমান! হুর্‌রে—হো হো! বগল বাজাও হো!
বুড়োশালিক! আন্‌রে ভেঁপু, গাল ফুলিয়ে সবাই দে ফুঁ,
পুচ্ছ নাচাও, মূর্চ্ছনা দাও, গন্ধা সাজাও হো!

নমো নাট্যনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ২রা জুন, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, রাত্রি ৭॥০ টায়

নাট্যমন্দিরের জয়শ্রী

সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

পরদিন রবিবার ৩রা জুন, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ম্যাটিনী ৪॥০ টায়

১। ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। শেষ-রক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

শনিবার ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, রাত্রি ৭॥০ টায়

পরদিন রবিবার, ম্যাটিনী ৫ টায়

নাট্যরাজ্যে বহুদিনবাঞ্ছিত আর্য্যগাথাভিনয়

অমৃত-অঙ্কিত মহামানবী ছবি—

যাজ্ঞসেনী

৯ম ও ১০ম রজনী

ধৃতরাষ্ট্র—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

প্রাচীন আখ্যানে নবীন ব্যাখ্যা—

'ভারত' গৌরব সৌরভ রক্ষা।

'ভারতের' শৌর্য্য! 'ভারতের' বীর্য্য!

'ভারতের' ধৈর্য্য! 'ভারতের' ঐশ্বর্য্য!

'ভারতের' সৌন্দর্য্য!

'ভারতের' সত্য—মহত্ব—সম্ভ্রম—সংযম!

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

এস, এন্, ঘোষ—ম্যানেজার।

ইউ, কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়:—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো ঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৫শে জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

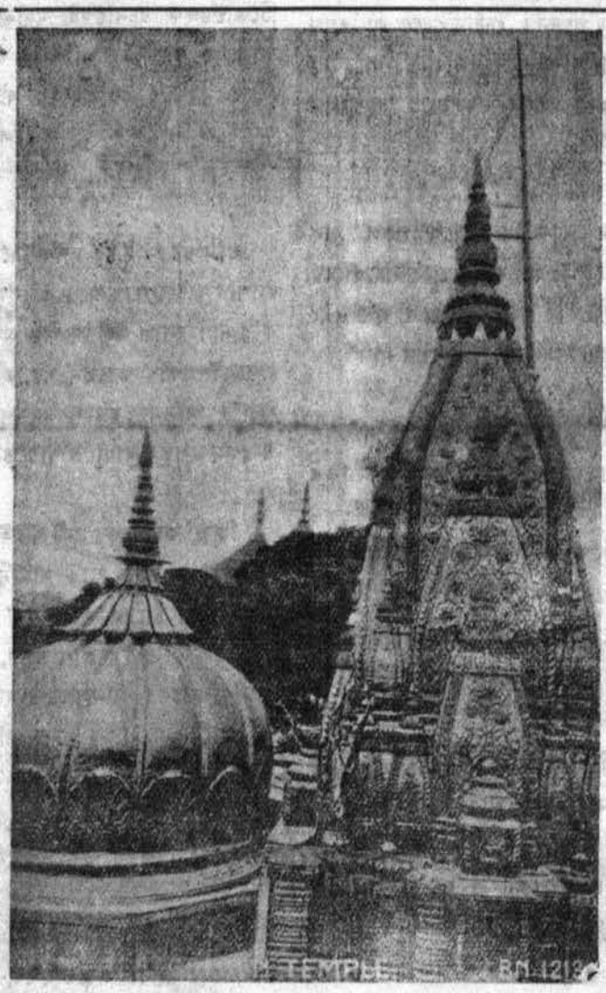
—:•:—

হামেসাই গর্ডন ক্রেগের নাম ক'রে থাকি। কারণ আধুনিক নাট্যকলা নিয়ে আলোচনা করতে বসলে তাঁর নাম না ক'রে থাকা অসম্ভব। য়ুরোপে প্রাচীন নৃত্যে যিনি 'রেনেসাঁস' এনেছেন সেই ইজাডোরা ডানকান বলেন, "গর্ডন ক্রেগ কেবল তাঁর স্বদেশের লোক নন। তিনি সারা পৃথিবীর লোক।"

•

তুলি, কলম ও রঙ্গমঞ্চ—ক্রেগের প্রতিভা এই তিনটিকে নিয়েই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। তাঁর পিতা হচ্ছেন প্রসিদ্ধ স্থপতি এবং তাঁর মাতা হচ্ছেন অমর অভিনেত্রী এলেন টেরি। সুতরাং তাঁর কলা-প্রতিভা উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ বলা যেতে পারে। প্রথম বয়সে তিনি নিজেও বিলাতের গত-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নট হেনরি আর্ভিংয়ের সম্প্রদায়ে থেকে নটচর্য্যায় যশস্বী হয়েছিলেন।

•



নীচে তাঁর একখানি কলমের ছবি দিলুম। 'মস্কো আর্ট থিয়েটারে' ক্রেগ যখন প্রয়োগকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন, ছবিখানি সেই সময়ের (১৯১১) এবং ছবিখানি এঁকেছেন আধুনিক রুসিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা কনষ্টান্টিন ষ্টানিসলাভ্‌স্কি।

•

"ইংলণ্ড থেকে ক্রেগ রুসিয়ায় এলেন, হাড়ভাঙা শীতে বসন্তকালের পোষাক প'রে! মস্কো সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেলে এসে আস্তানা গাড়লেন, পকেটে একটিমাত্র কাণাকড়ি না নিয়েই! তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় স্থাপন করতে গিয়ে দেখি, চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা কন্‌কনে জলের ভিতরে তিনি দিব্যি আনন্দে ব'সে আছেন!

•

"আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হ'ল, রুসিয়ার এই মারাত্মক শীতে নিউমোনিয়ার কবল থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্যে উচিত মত জামা-কাপড় দেওয়া। সময় ছিল না, কাজেই রঙ্গালয়ের সাজঘর থেকেই তাঁর জন্যে তাড়াতাড়ি পশু-লোমের পোষাক-পরিচ্ছদ এনে দেওয়া হ'ল—আপাততঃ যেমন-তেমন ক'রে তাঁর দেহের ভিতর আত্মাকে রক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু যতদিন মস্কোতে ছিলেন, তিনি এ পোষাক আর ত্যাগ করেন নি! এবং এই থিয়েটারি পোষাকে তাঁকে এমন অদ্ভুত দেখাত যে, রাস্তায় বেরুলে পথিকরা হাঁ ক'রে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত! কিন্তু সেজন্যে ক্রেগ রুষ্ট নয়, বরং তুষ্টই হতেন!

•

"ক্রেগ হচ্ছেন সদানন্দ মেজাজের লোক—সর্ব্বদাই তাঁর মুখ হাসি-খুসিতে ভরা। তাঁর দেহ খুব বড় এবং সুন্দর চোখদুটি যেন প্রত্যাদেশে সমুজ্জ্বল।

•

"রুসিয়ার বরফ-জমানো শীতে ক্রেগকে যখনি চৌবাচ্চার কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলের ভিতরে শুয়ে থাকতে দেখলুম, তখনি মনে হ'ল তিনি যেন আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু। চৌবাচ্চা থেকে উঠে, ভিজে গায়েই আমার সঙ্গে তিনি আর্টের আলোচনা সুরু ক'রে দিলেন!

•

"তিনি উত্তেজিত ভাবে আর্ট সম্বন্ধে তাঁর মূলসূত্রগুলির ও মৌলিক গবেষণার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। রঙ্গালয়ের দৃশ্যপট কি-রকম হওয়া উচিত, তা বোঝাবার জন্যে তিনি তাঁর পরিকল্পিত ছবিগুলি দেখালেন। তিনি বললেন, ক্যান্বিসের সমতল ক্ষেত্রে যে ছবি আঁকা হয়, তার পাশে মানুষের দেহকে দাঁড় করানো একেবারে অশোভন ও অসম্ভব ব্যাপার। (আমার মতন) তিনিও থিয়েটারি 'সনারি' ঘৃণা করেন। অভিনেতার জন্যে তিনি

চান সাদাসিধে 'ক্ষেত্রপৃষ্ঠ' (background), রেখা ও আলোকপাতের কৌশলে যার উপরে নানা ভাবের বিচিত্র রূপ বিকসিত হয়ে উঠবে।

*

"তাঁর মতে, আর্টের সমস্ত কাজ জড় পদার্থের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া উচিত। মঞ্চের উপর জ্যান্ত ও পরিবর্ত্তনশীল কিছুই থাকবে না। এই মত মানলে মঞ্চের উপরে অভিনেতাকেও আনা চলে না এবং ক্রেগও তাই অভিনেতাকে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, মানুষ-অভিনেতার চেয়ে পুত্‌লো-বাজীর পুতুল ঢের বড়। পুতুলদের বদ্ অভ্যাস বা অসুন্দর ভাবভঙ্গী নেই। তাদের মুখে রং-পাউডার নেই, অত্যুক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর নেই, আত্মার ক্ষুদ্রতা নেই, তুচ্ছ উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।

*

"কিন্তু সাধারণ নট-নটীকে অস্বীকার করলেও নর-নারীর মধ্যে খাঁটি অভিনয়-শক্তি দেখলে ক্রেগের উৎসাহ একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। খাঁটি শিল্পীকে পেলে আহ্লাদে তিনি যেন শিশু হয়ে পড়েন। চেয়ার থেকে লম্ফত্যাগ করেন, মাথার উপরে ভর দিয়ে পা দুটো শূন্যে তুলে নাড়তে থাকেন! আবার শক্তির অভাব দেখলেই ম্রিয়মাণ হয়ে বলেন—'আমাকে পুত্‌লো-বাজীর পুতুল এনে দাও!'

*

"আসল কথা হচ্ছে এই। শক্তিহীন নট-নটীর বদলে ক্রেগ যদি Salvini, Duse, Yermolova ও Chaliapinএর মতন প্রতিভাধারীদের নিয়ে কাজ করবার সুযোগ পেতেন, ত'হলেই তাঁর সমস্ত স্বপ্ন সফল হ'ত এবং পুত্‌লোবাজীর নির্জ্জীব পুতুলের দিকে তিনি আর ফিরেও তাকাতেন না।"

*

গর্ডন ক্রেগ মানুষের বদলে পুতুলেরই ভক্ত—এটা হ'চ্ছে অনেকেরই ভুল বিশ্বাস। এবং তাই তাঁকে প্রায়ই ব্যঙ্গ-বাণে বিদ্ধ হ'তে হয়। কিন্তু যে-মন এই মতের জনক, বিশেষজ্ঞ ছাড়া সে-মনের গুপ্তকথা আর কেউ বুঝবেন না। তিনি যে কেন পুতুলের নাম করেন, ষ্টানিসলাভস্কি তা স্পষ্ট ক'রে দেখিয়েছেন। ক্রেগ অক্ষম, আত্মম্ভরী, অনুকরণদুষ্ট অভিনেতাদের দু-চক্ষে দেখতে পারেন না—সারা পৃথিবীতে রঙ্গালয়ের আবহাওয়া যাদের জন্যে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

*

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে সকলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত ব'লেই জানেন। তাই তাঁর মতামতের মূল্য সামান্য নয়। কিন্তু তিনিও মিনার্ভার "যাজ্ঞসেনী" দেখে নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে সুখ্যাতিপূর্ণ এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন শুনলে সকলে কি অত্যন্ত বিস্মিত হবেন? দু-একখানি কাগজের মতে, যে-হেতু "যাজ্ঞসেনীকে আমরা ভালো নাটক বলেছি, সে-হেতু আমরা নিশ্চয়ই গণ্ডমূর্খ। মেনে নিচ্ছি, আমরা মূর্খ। কিন্তু আমাদের দলে যখন শাস্ত্রী-মহাশয় ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতন লোককে পেয়েছি এবং তাঁরা যখন মিনার্ভার বিজ্ঞাপনের তোয়াক্কা রাখেন না, তখন সুপণ্ডিত সহযোগীরা আরো কি নতুন কথা বলেন তা শোনবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়ে আছি।

*

আমাদের এক কবি-বন্ধু সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। দু-একখানা কাগজে "যাজ্ঞসেনী"র নিন্দে শুনে তাঁরও মন ভারি বিগড়ে গিয়েছিল। তিনি নাটক না প'ড়েই এবং অভিনয় না দেখেই আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছিলেন—কেন আমরা "যাজ্ঞসেনী"কে ভালো নাটক বলেছি? উত্তরে আমরা বলেছিলুম—"আগে মিনার্ভায় যাও, তার পর ঝগড়া করতে এস।"

*

এবং গেল-হপ্তায় বন্ধুবর মিনার্ভায় গিয়েছিলেন। এখন তাঁরও মত হচ্ছে, "যাজ্ঞসেনী" একখানি ভালো নাটক। জনসাধারণের মধ্যে হয়তো বন্ধুবরের মতন আ'রো অনেক লোক আছেন—কাগুজে মত প'ড়ে "যাজ্ঞসেনী" সম্বন্ধে যাঁরা ভুল ধারণা পোষণ করেন। বন্ধুকে যে পরামর্শ দিয়েছি, তাঁদেরও সেই পরামর্শ দি—তাঁ'রা মিনার্ভায় যান!—বিচার-শক্তি থাকলে তাঁরাও "যাজ্ঞসেনী"কে কুনাটক বলতে পারবেন না,—অন্ততঃ আমাদের এই দৃঢ়-বিশ্বাস আছে।

*

নাম করতে চাই না, কিন্তু আজ চার-পাঁচ বৎসরের ভিতরে বাংলা রঙ্গালয়ে যে-সব পৌরাণিক নাটক অভিনীত হয়েছে তার অধিকাংশই কি? নির্ব্বাচিত দৃশ্য মাত্র! তাদের মধ্যে এক নিঃশ্বাসে সারা মহাভারত বা সাতকাণ্ড রামায়ণ সাঙ্গ করা হয়েছে এবং তাদের কোথাও নাটকের আসল রূপটি ফুটে ওঠে নি। বাঙালী দর্শকরা সেই-সব আপাতসরস চিত্তোত্তেজক রচনাকেই মহানাটক ব'লে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় নি এবং কাগজের ঢাকেও অবিরাম বাত্তির অভাব হয় নি! কাজেই নির্ব্বাচিত দৃশ্যের সমষ্টি ও রোমাঞ্চকর ঘটনা-বন্যা নেই ব'লেই আজ যদি "যাজ্ঞসেনী" অনাটকে পরিণত হয়, ত'হলেও আমরা আশ্চর্য্য হব না। কারণ এদেশে "ম্যাকবেথ" জমে নি। কিন্তু "বঙ্গে-বর্গী" জমেছে।

*

স্থানান্তরে "ষ্টারে দর্শক-বিদ্রোহ" প্রকাশিত হ'ল। গেল শনিবার ষ্টারে যে ব্যাপার ঘটেছে,তার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষও যে কতক পরিমাণে দায়ী আমরা তা অস্বীকার করি না। কারণ কর্ত্তৃপক্ষ যদি অতক্ষণ সময় নষ্ট ও দর্শকদের ধৈর্য্য হানি না ক'রে প্রথমেই প্রকাশ করতেন যে, জনৈক প্রধান অভিনেত্রীর অভাবে "চিরকুমার সভা"র অভিনয় হওয়া অসম্ভব, তা'হলে দর্শকরা খুসি না হ'লেও নিশ্চয়ই ও-রকম হুলস্থুল বাধাতে পারতেন না।

*

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের ত্রুটি যাইই হোক্, দর্শকরা সে-দিন যে-কাণ্ডটা করেছিলেন, ভদ্র-সমাজে তার আর মার্জ্জনা নেই। ভদ্রলোক রাগ করে ভদ্রলোকেরই মতন, কিন্তু ষ্টারের শৌক্ষাগৃহ থেকে সে-দিন ভদ্রতা যেন নির্ব্বাসিত হ'য়ে গিয়েছিল!—সেই অশ্লীল ভাষা, ইতর গালাগালি ও অসভ্য লম্ফঝম্প দেখে-শুনে ত্রিতলের মা-লক্ষ্মীদের মাথা যে লজ্জায় কতখানি হেঁট হয়েছিল আমরা তা জানি না, কিন্তু ধন্য বলি সেই মহাপুরুষদের যাঁরা ঘুসি-মেরে রস আদায় ক'রে নিতে চান! এদেশী রঙ্গালয়ে এখনো ললিত কলা বিকিকিনির সময় আসে নি, নট-নটীরা মর্ত্তমান কলা বেচলেই বর্ত্তমান দর্শকদের পক্ষে বোধ হয় অধিকতর উপভোগ্য হবে। ধিক!

*

আর কী অসহায় এই নট-নটীরা! শরীর হঠাৎ ভেঙে পড়লেও তাঁদের সাধারণের সেবা করতে হ'বে,—এই দাসত্বের ভিতরে আর্ট কখনো বাঁচতে পারে? আজ যারা তাঁদের নিয়ে মাথায় তুলে নাচতে চায়, একটু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি দেখলেই কাল তারা তাঁদের পায়ের তলায় ফেলে থেঁৎলাতে ছাড়বে না! অভিনেতারা যেন ভিসুভিয়াসের উপরে বাস করেন—যে-কোন মুহূর্ত্তেই অগ্ন্যুদ্গারের সম্ভাবনা।

*

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য হঠাৎ নাট্যমন্দির ছেড়ে ষ্টারের মাঁচায় আরোহণ করেছেন। এটা সুসংবাদ না দুঃসংবাদ, আমরা তা বুঝতে পারছি না। মনোরঞ্জনবাবু যে সু-অভিনেতা সেটা বলা বাহুল্য। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আজও তাঁর শিক্ষাকাল অতীত হয় নি। এবং শিশিরকুমারের প্রতিভার তত্ত্বাবধানে থেকে শিক্ষা ও সচেতন অভিজ্ঞতা লাভের যে দুর্লভ সুযোগ হ'তে তিনি বঞ্চিত হ'লেন, এখনকার আর কোন বাংলা রঙ্গালয়েই তিনি সে

সুযোগ আর পাবেন না। আজ পর্য্যন্ত যে-কয়জন অভিনেতা শিশিরকুমারকে ত্যাগ ক'রে গেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই পরে অনুতাপ করতে হয়েছে। অবশ্য, মনোরঞ্জন বাবুকেও অনুতাপ করতে না দেখলে আমরা খুসি হব—কেননা তিনি আমাদের বন্ধু।

*

আস্‌চে শনিবারে নাট্যমন্দিরে "সীতা"র বাল্মীকির ভূমিকায় নামবেন শক্তিবান নট শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। মতামত পরে বলব।

*

ম্যাডানের নবপ্রকাশিত চিত্রনাট্য "ভ্রান্তি"র নিন্দা শুনছি, প্রত্যেক দর্শকেরই মুখে। সত্য সত্যই ছবিখানি কি এত-বেশী খারাপ হয়েছে?

*

ম্যাডানের তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নৌকাডুবি" উপন্যাস শীঘ্রই চিত্রনাট্যের আকার লাভ করবে।

*

শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল লিখিত চিত্রনাট্য "সিংহজে"র কাজ নাকি সমাপ্ত হ'য়েছে। এই কাজে টাকা ঢেলেছে ইংলণ্ড, আলোক-চিত্র তুলেছে জার্ম্মানী এবং নট-নটী সরবরাহ করেছে ভারতবর্ষ।

*

যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের ক-জনের নাম:—শ্রীযুক্ত হিমাংশু রায়, প্রফুল্লকুমার রায় (নাট্যমন্দিরের ভূতপূর্ব্ব অভিনেতা) এবং শ্রীমতী মায়া দেবী (চারুবাবুর সহধর্ম্মিণী), সীতা দেবী (ম্যাডানের ভূতপূর্ব্ব অভিনেত্রী) ও কুমারী রমা রাও (মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট) প্রভৃতি। এই ছবির একটি দৃশ্যে নাকি চৌষট্টি হাজার লোকের জনতা আছে।

*

কিন্তু ইংরেজী কাগজে কাগজে রটানো হয়েছে, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় গত পনেরো বৎসর ধ'রে বাংলা রঙ্গালয়ের ক্রমাভিব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি নতুন কথা। চারুবাবুকে নাট্য-জগতে প্রথম আবিষ্কার করেন শিশিরকুমার, দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" নাটক নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবার সময়ে। সে বেশী দিনের কথা নয়।

*

শিশিরকুমার ব'লেছিলেন, এ হপ্তায় তিনি "বিল্বমঙ্গল" রূপ ধারণ করবেন, কিন্তু তার বদলে সেজে বসলেন "ভীষ্ম"। 'বিল্বমঙ্গল' কি দোষ করলেন?

*

আজ পর্য্যন্ত নাট্যমন্দিরের বাইরে গেছেন এই কয়জন যশস্বী শিল্পী:—শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাকুমার ভাদুড়ী, গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক), চারুচন্দ্র রায় (মঞ্চশিল্পী), প্রফুল্লকুমার রায়, অমিতাভ বসু, নরেশচন্দ্র মিত্র, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। আশ্চর্য্যের বিষয়, শেষোক্ত ব্যক্তি ছাড়া এখন আর কেউ অন্য কোন বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংসৃষ্ট নন! নাট্যমন্দিরের সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র এবং সুঅভিনেতা ললিতমোহন লাহিড়ী তো এখন বিশ্ব-রঙ্গালয়ের বাইরে! মিনার্ভার সংপ্রতি-বিখ্যাত নবীন নট শ্রীমান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও পূর্ব্বে নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমারের শিষ্য ছিলেন।

*

শ্রীমতী তারাসুন্দরী এখন শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর সম্প্রদায়ে নেই। কিন্তু নির্ম্মলেন্দুবাবু এখন কোথায়?

গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

বুকের তলে
আজ্‌কে চলে
অচিন চরণ-ধ্বনি,
হৃদয় মাঝে
আপ্‌নি বাজে
ও কার আলাপনী!

*

আমার মানস-নীলাকাশে
কোন্ তপনের কিরণ আসে,
জীবন-ভরা
মরণ-হরা
কে গায় আগমনী!

*

হে রূপকুমার!
তোমার চুমার
স্বপ্ন এনেচ,
উপকথায়
পুলক-ব্যথায়
চিত্ত টেনেচ!

*

যে-সুর আছে বীণার তারে,
বাজাও দেহের কারাগারে!
লোহার শিকল
করুচে বিকল;—
ছোঁয়াও পরশমণি!

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

চিত্রনাট্যের রূপকথা

কল্‌কাতায় অনুপস্থিত ছিলুম বলে, আমরা সম্প্রতি স্থানীয় কোনো চিত্র-প্রদর্শনের খবর দিতে পারলুম না।

*

সুবাটির জীবনের ঘটনা নিয়ে 'কলিকার কাল' (Blossom Time) নাম দিয়ে একখানি গীতিনাটিকা লেখা হ'য়েছে—তা আবার চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হচ্ছে। এতে শ্রীমতী জ্যানেট্ গেনার ও শ্রীযুক্ত চার্লস ফ্যারেল যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা নেবেন।

*

অভিনেত্রীদের মধ্যে ক্ষীণতম কটি হচ্ছে শ্রীমতী ওলিড বর্ডেনের, শুধু তাই নয় তাঁর পা দুখানিও এতো ছোটো যে, তাঁর জুতো তৈরি করবার জন্যে হলিউডে বিশেষ ভাবে একজন মুচি নিযুক্ত হয়েছে।

*

শ্রীমতী ক্লারা বোর মাথার চুলের রং লাল ব'লে হলিউডে 'জ্বলৎ চিকুর চিত্রাভিনেত্রী (The Flaming-haired Filmstar) নাম দেওয়া হয়েছে। যে অল্প কজন অভিনেত্রী অভিনয়-ক্ষেত্রেও তাঁদের আসল নাম ব্যবহার করেন, শ্রীমতী তাঁদের মধ্যে একজন।

*

শ্রীমতী পোলা নেগ্রির কামনা এতদিনে সফল হোলো—সুবিখ্যাতা ফরাসী অভিনেত্রী র‍্যাচেলের ভূমিকা নিয়ে চিত্রনাট্যে অভিনয় ক'রবেন এ সাধ তাঁর বরাবরই আছে। 'অভিনেত্রীর প্রেমলীলা' (Loves of an Actres) নামক নতুন ছবিতে তাঁর এই সাধ পূর্ণ হয়েছে। র‍্যাচেলের জীবন প্রণয় ও বিভীষিকায় মিশ্রিত ছিল। সুতরাং শ্রীমতী পেলা নেগ্রিই এই ভূমিকা নেবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

*

শ্রীমতী বিলি ডাভ্ খুব ভালো নাচতে পারেন। ছয় বছর বয়েস থেকে তিনি নাচতে সুরু ক'রেছেন। চিত্রাভিনেত্রীরা নাচবার সময় প্রায়ই পান্না ব'লে, শ্রীমতী ওরি মধ্যে সময় ক'রে তাঁর অভ্যাস বজায় রাখেন।

*

রোণাল্ড কোলম্যান ও ভিল্‌মা ব্যাঙ্কির সাহচর্য্য বিচ্ছিন্ন হোলো। এবার থেকে রোণাল্ড কোল্‌ম্যানের সঙ্গে নায়িকার ভূমিকা নিয়ে অভিনয় করবেন লিলি ড্যামিটা আর ভিল্‌মা ব্যাঙ্কির সঙ্গে নায়কের অংশে অভিনয় করবেন ওয়াল্‌টার বাট্‌লার। এই দু সেট জুড়ীর আমরা সাফল্য কামনা করি;

*

স্ত্রী-চরিত্রাভিজ্ঞ (Woman-wise) নামক চিত্রনাট্যে বারটি বিভিন্নজাতের অভিনেতা অভিনেত্রী আবির্ভূত হ'য়েছেন। যথা :—

সোজীন—চীনদেশীয়
রাউল প্যাওলি—ফরাসী
ক্র্যাঙ্ক লেইডা—রেড ইণ্ডিয়ান
জোসেফাইন বোরিও—ইতালীয়
জ্যামিয়েল হাসন—আরব
উইলিয়াম রাসেল—এ্যামেরিকান
ওয়াল্টার পিজন—কানাডার লোক
ডিউক কাহানামোকু—হাওয়াই দেশীয়
কারমেন্ ক্যাষ্টিলো—স্পেনদেশীয়
হারম্যান্ ডেজ মেণ্ডেজ—গ্রীক
ভিন্‌সেণ্ট হাওয়ার্ড—মেক্সিকোর লোক
হেন্‌রি স্মিথ—এ্যাফ্‌রিকান।

——— —গি—

নাটকীয় উপন্যাস

(শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়)

সকল দেশেই উপন্যাসকে নাটকের আকার দেওয়া হচ্ছে। বাঙলা দেশেও এ কাজ সুরু হয়েছে আজ নয়, একেবারে সেই রঙ্গালয়ের গোড়া পত্তনের দিন থেকে!

জোড়াসাঁকো সান্যাল-ভবনে থাকতে থাকতেই চন্দ্রিমচন্দ্রের 'কপাল-কুণ্ডলা' নাট্যাকারে গ্রথিত হয়েছিল এবং এ কাজটা করেছিলেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। তারপর 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে আরম্ভ ক'রে ইস্তক 'কমলা-কান্তের দপ্তর'—গোটা 'বঙ্কিমচন্দ্র'ই নাটকে পরিণত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বই ছাড়া তারকনাথ গাঙ্গুলীর 'স্বর্ণলতা' প্রভৃতি আরও কতকগুলি প্রসিদ্ধ কথার বই নাটকরূপে রঙ্গমঞ্চের উপর দেখা দিয়েছিল। নিজের উপন্যাস বা গল্পকে নাট্যরূপ দেওয়ার পথ দেখান সর্ব্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথ—অবশ্য প্রথমে তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের মুখ চেয়ে 'রাজর্ষির' গল্পাংশ গ্রহণ ক'রে 'বিসর্জ্জনের' প্রতিষ্ঠা করেন নি। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা ছলে-বলে-বা-কৌশলে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—দেশের দুই শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীকে রঙ্গমঞ্চে থেকে দশের সামনে এনে হাজির করতে পেরেছেন, তাঁদের নিজেদের দ্বারা নাট্যাকারে গ্রথিত উপন্যাস বা গল্পের ভিতর দিয়ে।

এখন, এই যে উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত ক'রে অভিনয়ের প্রথা চ'লে আসচে সকল দেশেই, এ জিনিষটার এমন কি প্রয়োজন ছিল? আমাদের রঙ্গালয়ের গোড়ার যুগের লোকেরা উত্তর দেন, 'নাটক চেয়ে চেয়ে পাওয়া যায়নি ব'লেই শেষে আমরা উপন্যাসকেই নাটকে পরিণত করতে বাধ্য হই। এ কথার মধ্যে হয়ত খানিকটা সত্য আছে, কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করি, যাঁরা নাট্যগ্রন্থনের ভার নিয়েছিলেন, তাঁরা নিজেরাই কেন নাটক লিখতে আরম্ভ ক'রে দেন নি, যা তাঁদের পরে দায়ে প'ড়ে করতেই হয়েছিল?

আমাদের মনে হয়, এর আর একটা দিকও ছিল। রঙ্গালয়-পরিচালকরা হঠাৎ একখানা আন্‌কোরা নাটক দর্শকের সামনে ধরতে

দি ইণ্ডিয়ান নিটিং এণ্ড টেলারিং স্কুল

স্থাপিত ১৯২২ সাল

আধুনিক লণ্ডনের নিয়মে (বাংলা ও ইংরেজ ভাষায়) সকল প্রকার জামার ছাটকাট ও সেলাই এবং মোজা বোনা শিক্ষা দেওয়া হয়। কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন বা চুক্তির হার সামান্য মাত্র। সাক্ষাতে বা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাওয়া যায়।—

সেক্রেটারী মিঃ জে, এম, দে
ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এণ্ড কাটার, কমলালয়।
৩নং শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহসী হন নি; কি জানি, যদি না জমে, তাহ'লে কষ্ট ক'রেও কেষ্ট লাভ হবে না! তাই তাঁরা ঠিক করেছিলেন, পরিচিত জনপ্রিয় উপন্যাসকে নাটকাকারে রঙ্গমঞ্চের উপর খাড়া করলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে দর্শকের অভাবে হাহাকার করতে হবে না, কেননা জিনিষটা সাধারণের পরিচিত ও প্রিয়। 'অমুক একখানা সুন্দর বইকে ওরা কি-রকম অভিনয় করে, একবার দেখে আসা যাক্'—এইটেই হবে অধিকাংশ লোকের প্রাণের অভিপ্রায়। এইত' গেল গত যুগের কথা!

কিন্তু এ যুগের কথা না তোলাই ভালো! বাঙলা রঙ্গালয়ের বর্ত্তমান কর্ত্তারা কি গড়তে গিয়ে কি যে গড়বেন, তাই ভেবেই সারা হ'য়ে যেতে হচ্ছে। একদিন কালো রাতের আবছায়া ধুয়ে, কচি রোদের যে সোনার-জলের ঢেউ মানস-আকাশের কোলে কোলে হাসিখুসির মতন উছলে উঠেছিল, আজ কোন্ অশুভ মুহূর্ত্তে হয়তো রাহুর তৃষিত কণ্ঠ আবার তা শুষে নেবে, এই দুশ্চিন্তাটাই মনকে সমাচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। আজকের রঙ্গালয়-কর্ত্তাদের কথা বলতে গেলে বল্‌তে হয়—"Thanks to the high rents of playhouses and the increased cost of play-producing (and total establishment), they have lost their nerve, or at any rate their enterprise." তাই তাঁরা ঠিক করেছেন, নতুন নাট্যকারের নাটক খুলে যে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা, সেই বিপদকে একেবারে এড়িয়ে খালি চালাও "Grand Revival"—বা মহাসমারোহে পুরাতন নাটকের অভিনব পুনরভিনয়! কত-বড় দৈন্য, কি বিষম নির্লজ্জ পৌরুষহীনতা! কিন্তু তবু এই 'পুনরভিনয়ে'র ধাক্কার পর ধাক্কা আমাদের রঙ্গমঞ্চকে বার বার সামলাতে হবে, যতদিন পর্য্যন্ত না কালের মায়া যাদুস্পর্শে আমাদের দেশের দর্শক-সম্প্রদায় সচেতন হ'য়ে উঠবেন! এবং তখন আর একবার-রাঁধা অন্নব্যঞ্জনকে আবার সুস্বাদু ক'রে রেঁধে দিলেও তাঁরা তা মুখে তুলতে রাজী হবেন না। অথবা কোনো বিচিত্র উপায়ে থিয়েটার চালানোর খরচা কমে যাবে বা অধিকারীরা 'গৌরীসেন' হ'য়ে পড়বেন!

কিন্তু এখন যা চল্‌চে, তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। এই যে আজ নতুন নতুন ক্ষমতাশালী নাট্যকারের কোনই সাড়া পাওয়া যাচ্ছেনা, তার দরুণ দায়ী সর্ব্বযুগের রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা ও তাঁদের অনুসৃত পন্থা। শক্তিশালী নতুন লেখক রঙ্গালয়ের জন্যে নাটক লিখতে রাজী নন। যদি কোন অজ্ঞাতনামা নবীনজনের বল্‌বার মত একটা গল্প-বিষয় যথার্থই থাকে, তবে তাকে তিনি যত সহজে একখানি উপন্যাসের আকারে সাধারণের সাম্‌নে ধর্‌তে পারেন, নাটকরূপে রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে তাকে মূর্ত্ত করা তাঁর পক্ষে ঠিক ততখানিই শক্তব্যাপার। কাজেই যদি কেউ সত্যিই ভবিষ্যতে নাট্যকার হবার আশা পোষণ করেন, তিনিও হয়ত' প্রথমে ঔপন্যাসিক রূপে দর্শকদের অভিবাদন করতে বাধ্য হন। কারণ তিনি এটা ঠিক জানেন যে, একবার উপন্যাস-বিভাগে নাম করতে পার্‌লে, নাটুকে আড্ডায় কণ্ঠে পাওয়া তাঁর পক্ষে যথেষ্ট সহজ হ'য়ে পড়বে।

এখানে শরৎচন্দ্রের নাম মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক। একথা থিয়েটার-ওয়ালারা মান্‌তে বাধ্য যে, প্রথমে শরৎচন্দ্র যদি উপন্যাস-ক্ষেত্রে এতখানি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন না করতেন, তা' হ'লে তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁর সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলি থেকে নাটক তৈরি ক'রে দেবার জন্যে তাঁর কাছে ধর্ণা দিতে যেতেন না। তাই একথা মনে করা কিছুমাত্র অন্যায় নয়, হয়ত' আমাদের উপন্যাস-লেখকদের মধ্যে এখনো এমন অনেকে আছেন, যাঁরা আসলে হচ্ছেন এক এক জন ভবিষ্যৎ নাটক-লিখিয়ে; কিন্তু তাঁরা এমন 'ঘুরিয়ে নাক' দেখানো পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন শূন্য পেটের দৈন্যের দায়ে। গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানের জন্যে উপন্যাস লিখতে লিখতে যেই তাঁরা stage techniqueটা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত কর্‌তে পারবেন ও তাঁদের লেখা নাটকের জন্যে যথেষ্ট অর্থব্যয় ক'রে অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে রাজী—এ-রকম প্রতিশ্রুতি রঙ্গালয়াধ্যক্ষ তাঁদের দিতে পারবেন, তখনই তাঁরা একে একে উপন্যাস লেখা ছেড়ে দিয়ে নাটক লিখতে সুরু ক'রে দেবেন।

উপন্যাস-লেখক হ'য়ে অর্থবান হবার জন্যে যে-পুণ্যের আবশ্যক, নাট্যকার হ'য়ে ধনী হ'তে গেলে তার চেয়ে ঢের বেশী পুণ্যের প্রয়োজন! যথেষ্ট সঙ্গতি আছে, এমন লোক যদি নাট্যকার হবার প্রয়াসী হন, তিনি অনায়াসে তাঁর আত্মতৃপ্তির জন্যে নাটকের পর নাটক লিখে ছাপাতে পারেন এবং যদি সত্যিই সে-গুলো নাটক নামের যোগ্য হয়, তাহ'লে এক দিন-না-একদিন তিনি নাট্যকার ব'লে অভিনন্দিত হবার আশাও মনে মনে পোষণ করতে পারেন; কিন্তু কলম-পেশাই যাঁর একমাত্র পেশা, তাঁর কাছে নাটক-রচনা একটা অসম্ভব ব্যয়সাধ্য বিলাসিতা! কাজেই তাঁকে প্রথমে গল্প-উপন্যাস লেখা বা Journalism নিয়েই প'ড়ে থাকতে হয়। নিজের একটা ভাল রকম সংস্থান ক'রে নিয়ে, তবেই তিনি তাঁর মনের মতন পথের পথিক হ'তে পারেন এবং তার সহজ ও প্রথম উপায় হচ্ছে, নিজেরই উপন্যাসগুলিকে একে একে নাট্যাকারে গ্রথিত করা।

এতে যদি কেউ সফল হন, তাহ'লে তিনি অকস্মাৎ বিখ্যাত ঔপন্যাসিক থেকে ততোধিক বিখ্যাত নাট্যকারে পরিণত হ'তে পারেন। যদি তাঁর কোন উপন্যাস জনপ্রিয়তা লাভ ক'রে থাকে, তবে একটা বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন যে, সে উপন্যাসের নাট্যরূপে অভিনয় দেখবার জন্যে একটা বড় রকম দর্শক-সম্প্রদায় তৈরি হ'য়ে আছে। তবে এই ধারণাটা যে মাত্র যাঁদের মধ্যে যোগ্যতা আছে তাঁদেরই হবে, তা নয়; যাঁরা 'নাট্য' বানান করতে কষ্ট পান, এমন সব ঔপন্যাসিকও তাঁদের লেখা হেটো বা জনপ্রিয় রচনাকে কায়ক্লেশে কথোপকথনের আকারে, দৃশ্যে, অঙ্কে ভাগ ক'রে প্রচুর অর্থলাভের দুরাশায় উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত' কপালক্রমে কিছুকালের জন্যে যশ ও অর্থের 'টঙে' দাঁড়িয়ে মেঘের প্রাসাদ রচনাও সুরু ক'রে দেবেন এবং পরক্ষণে হঠাৎ 'পপাত ধরণীতলে' হ'য়ে অতীত দুঃস্বপ্নের জন্যে ঈশ্বর থেকে আরম্ভ ক'রে দর্শক পর্য্যন্ত অনেককে দায়ী সাব্যস্ত করবেন।

কাজেই বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, উপন্যাস থেকে নাটক তৈরি করা আপাততঃ থামছে না—এবং ভবিষ্যতেও অনেকদিন তা থামবার নাম করবে না! কিন্তু নাট্য-সমালোচক বলছেন, "It is a true saying, and worthy to be believed, that plays which are based upon or adapted from novels are seldom good plays." এর কারণ কি?

রংমহলের পঞ্চরং

গোল-টেবিলের ধারে

বছর-কয়েক আগে বাংলাদেশের ছবির মেলায় প্রথম শ্রেণীর কলা-নৈপুণ্য প্রকাশ পেত। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও নন্দলাল প্রভৃতি চিত্রকররা তখন নিয়মিত ভাবে তুলিকা চালনা করতেন। কিন্তু এখন তাঁরা একরকম হাত গুটিয়েছেন বললেই চলে। বিপিনচন্দ্র দে, অসিতকুমার হালদার, মুকুলচন্দ্র দে, দেবী রায়চৌধুরী ও চারুচন্দ্র রায়ের মতন শক্তিবান চিত্রকরদেরও হাতের কাজ বড়-একটা আর চোখে পড়ে না। ছবির বাজারে এমন মন্দা পড়ল কেন?

'ভারতবর্ষ' ও 'বসুমতী' প্রভৃতি মাসিকপত্রে রাশি রাশি ছবি ছাপা হয়, যাদের মধ্যে চিত্রকরদের ও নির্ব্বাচকদের কলাজ্ঞানের শোচনীয় অভাব ছাড়া আর কোন-কিছুর প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কি এই বুঝব যে, এবার থেকে মাসিকপত্রে কবিতার মত চিত্রও প্রকাশিত হবে মাত্র 'শোভার্থে'? বাংলার বহু-বিজ্ঞাপিত চিত্রকলার নব-জাগরণের এই কি পরিণাম?

*

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র মজুমদার নামে এক ভদ্রলোকের আঁকা চিত্রের কাটতি আজকাল অত্যন্ত অধিক। 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে'ও সেদিন তাঁর দীর্ঘ প্রশংসাপত্র দেখলুম। কিন্তু হেমেন্দ্রবাবুর ছবি দেখলেই আমার সন্দেহ হয়, আজও তিনি আর্ট স্কুলের প্রাথমিক প্রভাব এড়াতে পারেন নি। কারণ স্বাভাবিকতা বলতে তিনি 'ফোটোগ্রাফ' ছাড়া আর কিছু বুঝেন না। ফোটোগ্রাফের উপরে রঙিন তুলি বুলোলে বালক ভুলতে পারে। কিন্তু connoisseurএর চোখে ধুলো দিতে হ'লে আরো কিঞ্চিৎ কারু-কৌশলের দরকার।

*

ভাস্কর্য্যে বাঙালীর মাথা বোধ করি রীতিমত খেলেনা। কারণ এদিকে বাঙালীর হাতের উল্লেখযোগ্য কার্য্য বড়ই অল্প। এবং এই অল্পের মধ্যে যাঁর কাজ যথার্থই প্রশংসাযোগ্য, তিনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত দেবী রায়চৌধুরী। তিনি সুন্দর ছবি আঁকেন। কিন্তু আমার মনে হয়, ছবি-আঁকার চেয়ে মূর্ত্তি গঠনেই তাঁর হাতের নিপুণতা বেশী। তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির প্রসাদে বাংলার অনাদৃত ভাস্কর্য্য-কলা যদি দেশ-বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, তা'হলে আমরা যার-পর-নাই আনন্দিত হব।

*

দেশের আর-একজন বড় বলাবিদ হচ্ছেন, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন। তাঁর সাদা-কালোয় আঁকা ছবির রেখা একটা দেখবার মত জিনিষ। তার মধ্যে একসঙ্গে গভের ক্ষমতা এবং কাব্যের পেলবতা, দুইই আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ভারি কৃপণ, স্থায়ী চিত্র-ভাণ্ডারে তাঁর দান অপেক্ষাকৃত অল্প। ফলে, তাঁর স্বত্বটা প্রাপ্য, আজও তার সবটা তিনি আদায় ক'রে নিতে পারেন নি।

*

আচ্ছা, বাংলা-সাহিত্যের আসরে সমালোচকরা সকলেই কি অতঃপর ভীমের মতন গদা হাতে নিয়ে প্রবেশ করবেন? তাঁরা কি যা দেখবেন তারই উপরে দুম্ ক'রে গদার আঘাত করবেন? গঠনক্ষম সমালোচনা তো দেশ থেকে এক রকম উঠেই গিয়েছে! মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনার পল্লবগ্রাহিতাও আর সহ্য হয় না। এবং যাঁরা ভীম সেজে গদা ঘুরোচ্ছেন তাঁরা যে যাত্রার ভীম মাত্র, এবং তাঁদের গদা যে 'অয়েল ক্লথে' মোড়া নকল গদা, লোকের এটা বুঝতেও আর বাকি নেই। এ অপূর্ব্ব প্রহসনের উপরে কবে যবনিকাপাত হবে?

*

মোপাসাঁ তাঁর "Pierre et Jean"এ একটি কাজের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, উপন্যাস রচনার কোন-একটা বাঁধা-ধরা রীতি বা নিয়ম নেই। আগে যে-পদ্ধতিতে উপন্যাস লেখা হয়েছে, সেই পদ্ধতিতেই যে পরে উপন্যাস লিখতে হবে, এ একটা নেহাৎ বাজে কথা। সুতরাং সমালোচকরাও পূর্ব্ব-আদর্শের তুলনায় কোন নূতন উপন্যাসের বিচার করতে পারবেন না।

*

উপন্যাস রচনায় বাঁধা-ধরা রীতি বা নিয়ম নেই, কিন্তু সমালোচনায় তা আছে। নিয়মের বাঁধনে সমালোচকের হাত-পা বাঁধা। "The critic ought only to appreciate the result according to the nature of the effort. ..... I tell you he is a slave".—এ কথা শুনলে বাঙালী সমালোচকেরা বোধ হয় ক্ষেপে যাবেন। কারণ দাস হওয়া তো দূরের কথা, সৃজনক্ষম শক্তি ও প্রতিভার উপর তাঁরা প্রভুর মতন থেকে শাসনদণ্ড চালনা করতে চান!

*

আমরা ফরাসী ভাষা জানি না। ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের অল্পস্বল্প পরিচয় হয়েছে ইংরেজী তর্জ্জমার ভিতর দিয়ে। কিন্তু বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি, ফ্লোবেয়ারের রচনাপদ্ধতি বা লিখনভঙ্গী নাকি ফরাসী ভাষায় অমর ও নিরুপম হয়ে আছে। ফ্লোবেয়ার হচ্ছেন মোপাসাঁর চিরস্মরণীয় গুরু—তাঁর হাতেই মোপাসাঁ মানুষ হয়েছেন। এখন ওস্তাদ-লেখক হ'য়েও ফ্লোবেয়ার স্বীকার করেছেন, "The further I go, the more I discover difficulties in writing the simplest things, and the more I perceive the emnptiness of those I had thought the best."—ওস্তাদ-লেখকের এই শোভন সরলতা ও গর্ব্বহীন আত্মনিবেদন হাম-বড়া বাঙালী লেখকদের মাথা কি নত করতে পারবে? তাঁরা যে যা লেখেন, সবই স্বর্গীয়!

*

শক্ত বিষয়কে যাঁরা সোজা করতে নারাজ এবং সোজা বিষয়কে যাঁরা শক্ত ক'রে তোলবার জন্যে যাঁরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন, তাঁদের সম্বন্ধে শোপেন্‌হাউয়ার বলছেন:—একান্ত-সাধারণ লেখকদের বিশ্বাস, ভাবনার অনুরূপ রচনা করলে লেখা হয় তো সরল ও শিশুজনোচিত হ'য়ে পড়বে! রচনাকে প্রাণপণে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাঁকিয়ে তারা লোকের মনে ধারণা জন্মাতে চায় যে, তাদের লেখা খুব পাণ্ডিত্যে ভরা ও তার ভাব খুব গভীর এবং প্রথম দৃষ্টিতে যতটুকু মনে হবে তাদের লেখার ভিতরে তার চেয়ে ঢের বেশী জিনিষ আছে! "And yet nothing is easier than to write so that no one can understand; just as, contrarily, nothing is more difficult than to express deep things in such a way that everyone must necessarily grasp them."

*

বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন, "সরলতাই ভাষার অলঙ্কার।" সাহিত্যের এ-সব সত্য হচ্ছে সাধারণ সত্য। লেখকরা কিন্তু লেখবার সময়ে এই সাধারণ সত্যেরই মর্য্যাদা রক্ষা করেন না। তাই বার বার মনে করিয়ে দিতে হয়।

*

"শনিবারের চিঠি"র পরিচালকরা যে নিয়মিত ভাবে অপ্রীতিকর চর্চ্চা করবার দায় থেকে আমাদিগকে মুক্তিলাভের সুযোগ দিয়েছেন, এজন্যে তাঁদের অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমরা আক্রান্ত হয়েই আক্রমণ করেছিলুম, কারণ আত্মরক্ষার অধিকার আছে সকলেরই। তাঁরা অনায়াসেই যুক্তি দেখিয়ে ভদ্রভাবে আমাদের কাজের সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু অকারণে নিছক গালাগালি ও ব্যঙ্গের কটাক্ষ আমরা সহ্য করব না। এবং কেউ সহ্য করতে পারে ব'লেও আমাদের বিশ্বাস নেই। অবশ্য কেউ কেউ চুপ ক'রে থাকে বটে, কিন্তু সে উপায় অভাবে।

*

অনেকে মুখে এবং অনেকে পত্র লিখে এই কাগুজে যুদ্ধ একটানা চালাবার জন্যে আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে নাম-করা সাহিত্য-সেবকেরও অভাব নেই। কিন্তু এই সৎপরামর্শের জন্যে তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে আমরা নিবেদন করচি, তাঁরা নাচালেই যে আমরা নাচব, এটা মনে করা ভুল।

স নাচ দেখে তাঁরা আড়ালে ব'সে মজা উপভোগ করতে পারেন, কিন্তু মশাই, আমাদের তাতে লাভ কি? সাধ থাকে, নিজেরাই প্রকাশ্যে লড়াই করুন। আমাদের শিখণ্ডী সাজিয়ে সামনে ঠেলে দেবার চেষ্টা কেন?

*

আপনারা খাবেন কাঁঠাল, আর বিচি বাধবে আমাদের গলায়? এমন বন্দোবস্তে আমরা রাজি নই। ... ... ভবিষ্যতে আবার যদি কাঁঠাল-গাছে চড়তে হয়, তাহ'লে নিজেদের জন্যেই চড়ব। এবং সেজন্যে আর কারুকে সাহায্য করতে ডাকব না।

ষ্টারে দর্শক-বিদ্রোহ

(প্রেরিত সংবাদ)

গত শনিবার "আর্ট"-চালিত ষ্টারের আসরে যে ব্যাপার ঘটে গেছে, তার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। সেদিন "নির্ব্বাচিত নৃত্যগীত", "চিরকুমার সভা" ও "বশীকরণ"—এই ক'টী জিনিষ অভিনয়-তালিকাভুক্ত ছিল। অভিনয় সাড়ে সাতটায় আরম্ভ হবার কথা।

*

যথাসময়ের কিঞ্চিৎ পরে অর্থাৎ আট্‌টা নাগাদ পর্দ্দা উঠ্‌লে "নির্ব্বাচিত নৃত্যগীত" দেখানো হ'ল—গোণা ছয়টী সখীর দ্বারা "আজি এসেছি বঁধু হে", "নাচে ময়ূর ময়ূরী (?)", "মায়ার ফাঁদ পাতি ভুবনে"—এই তিনটী গানেই "নির্ব্বাচিত নৃত্যগীতে"র নির্ব্বাসন। তখন আট্‌টা কুড়ি মিনিট।

*

দর্শকবৃন্দের রঙ্‌বেরঙ্‌ আরাধনার পর যখন ন'টার পর পুনরায় পটাপসারণ হ'ল, তখন দেখলুম, "বশীকরণ" আগে আরম্ভ হয়ে গেল। যাঁরা এতে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা যে নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা বুঝতে দেরী রইল না। কেন না অলক্ষ্যে অবস্থানকারী সেই পাতকী-তারণ মহাজনের কণ্ঠস্বর রঙ্গমঞ্চের উপর যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁদের কণ্ঠস্বরকে যথেষ্ট ছাপিয়ে উঠ্‌ছিল। যাহোক্, রাত্ত দশটায় "বশীকরণ" সম্পূর্ণ।

*

তারপর অভিনয় করবার পালা এল দর্শকবৃন্দের। তাঁদের মধ্যে নানা কল্পনা-জল্পনা চল্‌ছিল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। কাণে ঢুক্‌লো, কেউ জিজ্ঞেস করছেন, "মশাই, চিরকুমার না হ'য়ে আগে বশীকরণ হ'ল কেন বলুন তো?" কে জবাব দিলেন, "আরে, তা আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন, মশাই! ও-বাড়ীতে (মনোমোহনে) আজ সাড়ে আটটায় 'পেলে' আরম্ভ হয়েছে। ওখানকার 'দশরথ' ম'রে ভূত হয়ে তবে ত এখানে 'অক্ষয়' হবে!" কেউ টিপ্পনী কাটছেন, "বাবা, আমরা হচ্ছি বামুন-বাড়ীর বিয়ের শুদ্দুর কন্যে-যাত্রী, অপেক্ষা করতে হবে বৈকি?" আরও কত কি! ব্যাপার দেখে জনকতক ভদ্রলোক ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বগৃহে প্রস্থান করলেন।

*

কিন্তু ঝাড়া পাঁচ কোয়ার্টার অপেক্ষা করবার পরও যখন কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, তখন সকলেই "রসিকতা" ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে বেশ দস্তুরমত হৈচৈ সুরু ক'রে দিলেন, যার ফলে প্রায় সাড়ে-এগারটা নাগাদ যবনিকা অপসারিত হ'ল এবং ভেল্‌ভেট পর্দ্দার মধ্য দিয়ে পাদ-প্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালেন, "ষ্টারের" সুযোগ্য অধ্যক্ষ অপরেশচন্দ্র।

*

"মিনিট দুই আমাকে দিতে হবে আমার বক্তব্য শেষ করবার জন্যে"—অনুরোধ। উত্তেজিত দর্শকবৃন্দ সমস্বরে জানালেন—'বক্তব্য চাই না, refund চাই' এবং এর পরই এক নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় ঘটনা! জনৈক দর্শক অধ্যক্ষ-মহাশয়কে যে রকম কুৎসিতভাবে অপমান করলেন, তা অপরেশচন্দ্রের থিয়েটারী-জীবনে এই প্রথম বোধহয়।

*

ব্যাপারটা কতক্ষণ চলত বলা যায় না, যদি না অপরেশচন্দ্রের পাশে যথাক্রমে অহীন্দ্রবাবু ও তিনকড়িবাবু এসে দাঁড়াতেন। তিনকড়িবাবুর মুখ থেকে প্রকাশ হ'ল, "শ্রীমতী নীহারবালা হঠাৎ ভয়ানক রকম পীড়িত হ'য়ে পড়েছেন এবং সেই কারণে 'চিরকুমার সভা' অভিনীত হবে না"। কিন্তু গোলোযোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চল্‌ল এবং সেই অবসরে ত্রয়ীর অন্তর্ধান। তারপর আবার ডাকাডাকিতে অহীন্দ্রবাবু বেরিয়ে ব'লে গেলেন, চিরকুমারের পরিবর্ত্তে ইরাণের রাণী অভিনীত হবে এবং যাঁরা তা' না দেখবেন তাঁরা টিকিট-ঘর থেকে refund নিয়ে যেতে পারেন। বলা বাহুল্য, যাঁরা টিকিট কিনে এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই নিতান্ত বিরক্তিভরে refund নিয়ে চ'লে গেলেন। মেয়েদের মধ্যেও বিশেষ কেউ রইলেন না। তারপর প্রায় বারটা নাগাদ 'ইরাণের রাণী' আরম্ভ হ'ল এবং আমরা চ'লে এলুম।

*

এইতো গেল ঘটনার বিবৃতি। এইবার আমাদের কথা। দৈবদুর্ঘটনার দরুণ রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের কখনো-সখনো বিশেষ বিব্রত হ'য়ে পড়তে হয়; সেদিন আর্ট-কর্ত্তাদেরও হ'তে হয়েছিল। এজন্যে বাস্তবিকই আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু তবু মনে দুটী প্রশ্ন জাগছে, যার সদুত্তর মিল্‌বে ব'লেই আমাদের ভরসা।

*

প্রথম কথা, শ্রীমতী নীহারবালা সত্যই হয়তো পীড়িত হ'য়ে পড়েছিলেন এবং দু'তিন জন চিকিৎসক তাঁকে সুস্থ ক'রে তোলবার যৎপরোনাস্তি চেষ্টাও করছিলেন, যাতে তাঁর দ্বারা নীরবালার ভূমিকার অভিনয় সম্ভবপর হয়। কিন্তু যখন 'নির্ব্বাচিত নৃত্য-গীতে'র প্রায় তিন কোয়ার্টার পরে আগে 'চিরকুমার সভার' পরিবর্ত্তে 'বশীকরণ' অভিনয় সুরু হ'ল, তখনই কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে কেউ এ ব্যাপারটা জানান নি কেন? এটা তাঁদের উচিত ছিল এবং তা'হলে গোলযোগ উপস্থিত হ'ত না। রাত্রি সাড়ে-এগারটার সময় 'অকস্মাৎ' বজ্রাঘাত' করবার কারণ কি?

*

দ্বিতীয় কথা, শ্রীমতী নীহারবালা যখন একান্তই সুস্থ হ'য়ে উঠতে পারলেন না, তখন দর্শকদের অনুমতি নিয়ে আর কোন অভিনেত্রীর দ্বারা 'নীরবালা'র ভূমিকা অভিনয় করানো হ'ল না কেন? সেটা যে সম্ভব নয় (যা তিনকড়ি বাবু বলেছিলেন), তা আমরা মানতে রাজি নই। প্রত্যেক ভূমিকারই understudy রাখা উচিত, কেননা দৈবদুর্ঘটনার কথা বলা যায় না এবং আমাদের বেশ স্মরণ আছে, এর পূর্ব্বে শ্রীমতী নীহারবালা ব্যতীত 'ষ্টারে' চিরকুমার সভা অভিনীত হয়েছিল।

নমো নাটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ৯ই জুন, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, রাত্রি ৭॥০ টায়

নাট্যমন্দিরের জয়শ্রী

সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

বাল্মীকি—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী

পরদিন রবিবার ১০ই জুন, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ম্যাটিনী ৪॥০ টায়

১। ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। শেষ-রক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপ্রসাদ

মিনার্ভা থিয়েটার

শনিবার ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, রাত্রি ৭॥০ টায়

পরদিন রবিবার, ম্যাটিনী ৫ টায়

নাট্যরাজ্যে বহুদিনবাঞ্ছিত আর্য্যগাথাভিনয় !

অস্পৃত-অঙ্কিত মহামানবী ছবি—

যাজ্ঞসেনী

১০ম ও ১১শ রজনী

ধৃতরাষ্ট্র—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

প্রাচীন আখ্যানে নবীন ব্যাখ্যা—

'ভারত' গৌরব সৌরভ রক্ষা।

'ভারতের' শৌর্য্য ! 'ভারতের' বীর্য্য !

'ভারতের' ধৈর্য্য ! 'ভারতের' ঐশ্বর্য্য !

'ভারতের' সৌন্দর্য্য !

'ভারতের' সত্য—মহত্ব—সম্ভ্রম—সংযম !

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

এস, এন, ঘোষ—ম্যানেজার।

ইউ, কে, মিত্র, বি.এ,—প্রোপ্রাইটর।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো ঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৫ম সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১লা আষাঢ়
১৩৩৫



নাট্য-জগৎ

—:০:—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা !"

*

আকাশ যখন ঘটিকয়াল বৃষ্টি করে, তখন কাগজ-কলম নিয়ে হাত সুধু মসিবর্ষণ করতে কিছুতেই রাজি হয় না। কতটুকু তোমাদের এই 'নাট্যজগৎ'? আজ কি তার কথা ভাববার সময়?

*

কোথায় নীল অরণ্য শিহরে? কোথায় কেকা-কলরবে ময়ূর নাচে? কোথায় সজল সমীর যূথি-পরিমল বহন ক'রে আসে? এবং নীপশাখে ঝুলনা বেঁধে, কেতকী-কেশরে কেশপাশ সুরভি ক'রে মনোহারিকার দল কোথায় আজ মধুর পুলকে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে?

*

জলবেণী-দুলানো যমুনার তীরে তীরে, রূপসীদের কাঞ্চী-পানের ও গুঞ্জরী-পরা চরণের তালে তালে, কুঞ্জবনে কদম-কোটার শুভ্র উৎসবের মাঝখানে আমারও চিত্ত-শতদল আজ বিকশিত হয়ে উঠতে চায়! প্রাণের ভিতরে শ্যামের বাঁশীতে আজ জাগছে সুধু মল্লারীর মূর্চ্ছনা!

*

বছরে বছরে এ মেদুর রাগিণী এম্‌নি সময়ে চিরদিনই জেগে ওঠে নিখিলের হৃদয়ে হৃদয়ে! এ রাগিণী শুনে আকাশে মেঘেরা বেরিয়ে পড়ে ভস্ম মেখে বিবাগী হয়ে, বাতাসে বাতাসে ফুলরা পাঠিয়ে দেয় সুগন্ধ-সুন্দর আত্মার অভিনন্দন, কাননে কাননে মর্ম্মরিত হয়ে ওঠে শ্যামল কাব্যের বন্দনা-ছন্দ এবং মাটির শীতল-পাটিতে আকুল হয়ে ওঠে স্নিগ্ধশ্যাম নবতৃণদল, সিক্ত-মৃত্তিকার সৌরভে!

*

মেঘদূতের অমর নায়ক রামগিরির বিরহী যক্ষ আজ আমার বুকের ভিতরে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। মন আজ মানসসুন্দরীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—নয়নে বিজলী-বাতি জ্বালিয়ে, কাজল কেশের মালা দুলিয়ে, নূপুরে সঙ্গীত-ধারা বৃষ্টি ক'রে আমার সেই চিরন্তন দেবী কি আমারই উদ্দেশে আজ অভিসার-যাত্রা করবেন না?

*

জানলার সাম্‌নে ছোট-একটি টবে ছোট্ট-একটি বেলফুলের গাছ। ছোট ছোট ডালে ছোট ছোট সবুজে পাতা। আর ছোট ছোট দুটি সাদা ফুল এবং ছোট ছোট দুটি কুঁড়ি,—এইটুকু তার ঐশ্বর্য্য।

*

কিন্তু বর্ষার নিমন্ত্রণে তারও ছোট্ট প্রাণে আজ বিপুল পুলক উছ্‌লে উঠছে। ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে সেও আজ বিদ্যুৎদীপ্ত মেঘমন্ত্রমন্ত্রিত অম্বরকে নিজের কাছে আহ্বান করছে। প্রত্যেক বৃষ্টিবিন্দুর চুম্বনে, বিশাল অরণ্যের মত, তারও পাতায় পাতায় শিহরণের লীলা! বাতাসের প্রেমের ভাষায় তারও দেহে লজ্জার কম্পন।

*

তার ঐ ছোট ফুল আর ছোট মুকুলকে দেখছি আর ভাবছি, আমার আলয়ে ছোট টবের ভিতরে কয়মুঠো মাটির বাঁধনে বন্দী হয়েও সে এই ঘনঘোর বরষায় পুষ্পিত না হয়ে থাকতে পারে নি।.....কিন্তু আমার মনের শাখায় ফুল ফুটল কই?

*

IMPERIAL

আজ্‌কের বিশ্বপ্রকৃতি যে মানুষের মনে ফুল ফুটোতেই চায়! মানুষ ব্যস্ত হয়ে আছে সওদাগরী আপিসে, জমিদারের দপ্তরখানায়, হাট-বাজারের বিকি-কিনিতে এবং হিসাবের খাতার পাতায়। সরস বর্ষার সহর্ষ আবেদন ব্যর্থ হয়ে যায়। মানুষের বিমর্ষ মনের কুঁড়ি ফোটে না।

•

এবং 'পেট্রকা-ওয়াস্তে' "কলাবিদ" বন্দী হয়ে আছেন সংকীর্ণ নাট্যশালার কাপড়ে-আঁকা ঝুটো-প্রকৃতির নকল ভাবজগতে। বিশ্ব-নাট্যশালায় অভিব্যাপ্ত বর্ষার এই অভিনব অভিনয়ের খবর সেখানে অভিব্যক্ত হয় না। তাই আজ্‌কের উৎসবে সহুরে রঙ্গালয়ে "কলাবিদে"র মনে যে ফুল ফুটছে, তা হচ্ছে কাগজের বিগন্ধ ফুল।

•

আমার মনে ফুল না ফুটলেও ঐ কাগজের ফুল আমি চাইব না। ও-ফুল দেখে দর্শক হাততালি দিক্, "কলাবিদে"র পকেটে টাকা আনা-পয়সা গুঁজে দিক্, কথায় কথায় তাঁর কাছে "অমরত্ব" এনে দিক্, কিন্তু ও-ফুল নিয়ে আমি আজ ভুলে থাকতে পারব না। আজ তো নকলের দিন নয়!

•

বৃন্দাবন সুদূর অতীতে। কদম্ব-কাননও সাম্‌নে নেই। কুঞ্জবনের পত্রপুষ্পের ছায়ায় এখানে ময়ূর-ময়ূরীও খেলা করছে না। কমল-কেতকী-যূথিকার বৃহৎ সভাই বা এখানে কোথায়? কিন্তু এখানে ছোট টবের চারায় ঐ যে দুটি ফুল ফুটে আছে, ওদেরই অস্ফুট গন্ধ-আনন্দের মধ্যে আজ আমি বর্ষা-মঙ্গলের গান গাইতে চাই। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতার প্রতিভাও অমন দুটি ছোট ফুল ফোটাতে পারবে না।

•

তাই আজ এই দিনকে-রাত-করা বাদল-অন্ধকারে, চল-চপলার চকিত কটাক্ষে ও মেঘমন্দ্রধ্বনিতে জেগে উঠে, অজস্রধারাস্নিগ্ধ নন্দিত ধরণীর শ্যামলয়ে ঐ দুটি ছোট ফুলের দিকেই একমনে চেয়ে একলাটি ঘরের কোণে ব'সে আছি এবং ভিজে-বাতাস বার বার কাণের কাছে এসে ব'লে ব'লে যাচ্ছে—বৃন্দাবনের কদম্ব-কানন নয়, কবির কল্পনা-নন্দন নয়, বহুদূর থেকে আমি এসেছি তোমার শ্যাওলা-মাখা টবের ঐ দুটি ফুলের মুখে চুমু খেতে আর ঐ দুটি ফুলের কুঁড়িকে ফুটিয়ে তুলতে!

•

ফ্লোবেয়ার ব'লেছেন—"ভগবান যেমন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে, কলাবিদও তাঁর কার্য্যের মধ্যে বিরাজ করবেন ঠিক তেম্‌নি ভাবেই,—অদৃশ্য এবং সর্ব্বশক্তিমান হয়ে। কোথাও তাঁকে দেখা যাবে না, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁকে অনুভব করা যাবে। আর্ট থাকবে ব্যক্তিগত ভাবের সীমা ছাড়িয়ে।"

•

ফ্লোবেয়ারের কথিত কলাবিদের এই বর্ণনা অভিনেতার সম্বন্ধে খাটে না। কবি, চিত্রকর বা গায়কের মতন অভিনেতারাও অদৃশ্য থেকে অভিনয় করতে পারেন না। রঙ্গমঞ্চের উপরে ব্যক্তিত্বই তাঁদের প্রধান সহায়। এ হিসাবে অভিনেতারা কবি বা চিত্রকরের শ্রেণীতে গণ্য হ'তে পারেন না। অভিনয় এখানে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর আর্ট।

•

অভিনয়-কলার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা অপূর্ণতা অনুভব করা যায়। তার মধ্যে সৃষ্টির প্রয়াস থাকলেও, প্রধানতঃ অনুকরণই তার সহায়। কাব্যের মধ্যে বিরাটের যে সমগ্র ভাব ফুটে ওঠে, অভিনেতা তাকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারেন কি? মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের চিরস্মরণীয় মহাযুদ্ধের বর্ণনা আমাদের মনকে অভিভূত করে। কিন্তু কোন্ অভিনয় অদ্যাবধি তার অথণ্ড বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে?

চার্লস্ ল্যাম্ব বলছেন:—"লিয়রের অভিনয় দেখলে, বাদল-রাত্রে কন্যাদের দ্বারা বিতাড়িত একজন নিরাশ্রয় বৃদ্ধকে লাঠি হাতে টল্‌মল্ ক'রে ঘুরে বেড়াতে দেখলে, মনের ভিতরে বিতৃষ্ণা ও বেদনা ছাড়া আর কোন ভাবের সঞ্চার হয় না। আমরা তাঁকে আশ্রয় দিতে চাই—লিয়রের অভিনয় আমার মনে কেবল এই ভাবেরই উদয় করে।

•

"যে তুচ্ছ যন্ত্রাদির দ্বারা রঙ্গমঞ্চের উপরে ঝড়বৃষ্টির নকল করা হয়, পঞ্চভূতের প্রকৃত বিভীষিকা প্রকাশ করার পক্ষে তাও যেমন অনুপযোগী, কোন অভিনেতার পক্ষে লিয়রকে ফোটানোও তেমনি অসম্ভব। মিলটনের সয়তান বা মিকেলাঞ্জেলোর (Michelangelo) গড়া কোন-একটি ভীষণ মূর্ত্তির রূপধারণ করাও নটের পক্ষে বরং সহজ—কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপরে আসল লিয়রকে দেখানো কিছুতেই সম্ভব নয়।"

•

সমালোচক হ্যাজলিটও বল্‌ছেন, "Hamlet himself seems hardly capable of being acted."

•

এবং বোধ করি এইজন্যেই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী Eleonora Duse বলেছিলেন, "রঙ্গালয়কে রক্ষা করবার জন্যে রঙ্গালয়কে নিশ্চয়ই ধ্বংস করতে হবে এবং নট-নটীকে নিশ্চয়ই মড়কে মরতে হবে। তারা বাতাসকে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে, আর্ট সৃষ্টিকে অসম্ভব ক'রে তুলেছে।"

•

নাট্যকলা অধিকতর স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এলে তার শক্তি বাড়তে পারে। Duse তাই বলেন, "আমাদের গ্রীকদের আদর্শে ফিরে যাওয়া উচিত—আমাদের খোলা হাওয়ায় অভিনয় করা উচিত। 'ষ্টল' ও বক্স' এ সান্ধ্য পোষাকের চাপে এবং যারা মাসকাবারে পয়সা দিয়ে রঙ্গালয়ে হজম করতে আসে তাদের অত্যাচারে নাটক মারা পড়ে।" (Studies in Seven Arts, by Arthur Symons, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)

•

রঙ্গমঞ্চের প্রকৃতিকে দেখলে প্রায়ই আমার গায়ে জ্বর আসে। পটুয়ার তুলি সেখানে প্রকৃতির যে-ব্যঙ্গচিত্র আঁকে, মঞ্চাধ্যক্ষের যন্ত্রপাঁতির কৌশল তার অবস্থা অধিকতর হাস্যকর ক'রে তোলে। তার মধ্যে প্রহসনের অভিনয়ই স্বাভাবিক। গম্ভীর ভাব সেখানে প্রায়ই মাঠে মারা যায়। মাঝে মাঝে তাই মনে হয়, কবে সেদিন আসবে রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে যেদিন 'সিন-সিনারি' উঠে যাবে!

•

কাব্যের বর্ণনা পাঠকের কল্পনাকে মুক্তি দেয়। সেইজন্যে কাব্যলোকে বিরাটের ধ্যানও অসম্ভব নয়। কিন্তু রঙ্গালয়ের 'সিন-সিনারি'র আড়ম্বর ও প্রকৃতিকে স্বাভাবিক ভাবে দেখবার আপাতমধুর মোহ দর্শকের কল্পনাকে একেবারে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ক'রে আনে। এই আড়ম্বর ও মোহকে দূর করতে পারলে, রঙ্গালয়ের কলাবিদ ভাব-রাজ্যে কবির অনেকটা কাছাকাছি যেতে পারবেন।

•

ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চে 'সিন-সিনারি' থাকবে না। নাট্য-কলাবিদ শীঘ্রই আপনার ভুল বুঝতে পারবেন। অন্ততঃ আমার এই বিশ্বাস। এ বিশ্বাস যদি মিথ্যা হয়, তাহ'লে গর্ডন ক্রেগের স্বপ্নই সফল হোক্। রঙ্গমঞ্চ চিত্রকরের স্বর্গে পরিণত হোক্। এবং Duseএর কথামত নট-নটীরা মড়কের কবলগত হোক্। হয় অভিনেতারা স্বাধীন হোন, নয় তাঁরা একেবারে আমাদের চোখের আড়ালে যান। আর্টে মধ্য-পথের পথিকরা কোনদিন বড় হ'তে পারে না।

গেল হপ্তায় সহযোগী "আত্মশক্তি" 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে শিশিরকুমার ও অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়-সম্পর্কে এই মর্ম্মে লিখেছেন, অহীন্দ্রবাবুর ভাবভঙ্গী 'মেলো-ড্রামাটিক' হ'লেও তাকে নাকি সৌন্দর্য্যহানি হয় নি! বিল্বমঙ্গলের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবু 'মেলো-ড্রামাটিক' ভাবভঙ্গী প্রকাশ করেন কিনা তা দেখবার সুযোগ আমাদের হয় নি। কিন্তু সহযোগীর কথাই যদি সত্য হয়, তাহ'লে 'মেলো-ড্রামাটিক' ভাবভঙ্গি কেন যে নিম্নশ্রেণীর হবে না, এটা আমরা ধারণায় আনতে পারছি না। ইংরেজী নাট্যশাস্ত্রে একটি কথা আছে:—"Don't be melodramatic and make a scene".—এ কথা তাকে বলা যায় না, যার কাজ নিম্নশ্রেণীর নয়।

*

'মেলো-ড্রামা' বলতে আগে আর এক শ্রেণীর নাটককে বুঝাত। কিন্তু এখন 'মেলো-ড্রামা' বলতে আমরা যা বুঝি, তার আদর্শ হচ্ছে রুসোর Pygmalion নামে নাটক, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে যা প্রকাশিত হয়।

*

ঐ Pygmalion এর পরে এমন-সব অসংখ্য নাটক রচিত হয়েছে, যাদের অবলম্বন হচ্ছে "sensational incident with exaggerated appeals to conventional sentiment rather than on play of character." এবং যাদের মধ্যে "dramatic personae follow conventional types—the viliain, the hero wrongfully charged with crime, the persecuted heroine, the adventuress &c."

*

আসল কথা, 'মেলো-ড্রামাটিক' কোন-কিছুই উচ্চশ্রেণীর বা প্রশংসাযোগ্য নয়—যদিও আমাদের বাংলা দেশের সাড়ে-পনেরো আনা নাটকই 'মেলো-ড্রামা' (আসল সঙ্গে নামমাত্র সংযোগ কথিত "factitious melodramatic murders" প্রভৃতির দৃষ্টান্ত মেলে যথা-তথা), এবং অধিকাংশ নটের অভিনয়ই 'মেলো-ড্রামাটিক'! "আত্মশক্তি"র মতকে আমি শ্রদ্ধা করি, তাই তাঁর ভ্রমটি দেখিয়ে দিতে বাধ্য হলুম।

*

গর্ডন ক্রেগ একটি নতুন খবর শুনেছেন। তিনি লিখেছেন:—"I speak then of the Theatre as a whole, the Theatre of Europe and America, for I have seen non other; though I believe, from what I hear, that the Eastern Theatre abstains from offending the intelligence."

*

"Eastern Theatre" বলতে ক্রেগ কি বুঝেছেন? প্রাচ্যে মাত্র তিনটি দেশে নাট্যকলা চর্চ্চার রীতিমত চেষ্টা হয়ে থাকে—চীনে, জাপানে ও ভারতবর্ষে। চীনা ও জাপানী রঙ্গালয়ের কথা পুঁথিপত্রে অনেকবার পড়েছি। (এবং খাঁটি চীনা রঙ্গালয়ের অভিনয়ও স্বচক্ষে বারকয়েক দেখেছি।) তার ফলে কিন্তু চীনা ও জাপানী রঙ্গালয় সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা কিছুমাত্র বাড়ে নি তো বটেই, উপরন্তু মনের ভিতরে অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয় নি বললে মিথ্যা বলা হবে। তবে এ-সম্বন্ধে আমরা যে বিশেষজ্ঞ, এমন দাবিও করতে পারি না। আমাদের ধারণা ভ্রান্ত হওয়াও সম্ভব।

*

বাকি রইল ভারতীয় রঙ্গালয়। ভারতের নানা প্রদেশের রঙ্গালয় দেখেছি। এবং বাংলা রঙ্গালয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার দাবি রাখি। কিন্তু ভারতীয় রঙ্গালয় সম্বন্ধেও ক্রেগের মত মানতে আমরা কিছুতেই রাজি নই। কারণ ভারতীয় রঙ্গালয়ের প্রধান ধর্ম্মই হচ্ছে, "intelligence"কে পদে পদে অপমানিত করা।

*

"যাজ্ঞসেনী"কে নাটকত্বে উপভোগ্য বলার দরুণ আমরা নাকি "ব্যঙ্গাস্পদ" হয়েছি? আমাদের এক পরম স্নেহাস্পদ তরুণ বন্ধু এই অভাবিত আবিষ্কার ক'রেছেন। তিনি কাগজে কলমে যখন আমাদের বন্ধু ব'লে মেনেছেন, তখন তাঁর আবিষ্কারটি যে বন্ধুজনোচিতই হয়েছে, এটা তিনি এখনো বিশ্বাস করেন বোধ হয়।

*

তাঁর বন্ধুত্বে কোনরকম সন্দেহ প্রকাশ না ক'রেই (কারণ বন্ধুত্বে সন্দেহ করা অভদ্রতা) আমরা কিন্তু বলতে চাই, একই বই একজনের ভালো লাগে, আর একজনের খারাপ লাগে। এ-রকম মতভেদ অনিবার্য্য। কিন্তু এই মতভেদের জন্যে কেউ যে "ব্যঙ্গাস্পদ" হন—এ তথ্যে নূতনত্ব আছে যথেষ্ট। সে নূতনত্ব আমরা উপভোগ করেছি। এবং না ক'রে উপায় কি?

*

গিরিশচন্দ্রকে আমরা বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ব'লে জানি। কিন্তু এমন অনেক বিখ্যাত সাহিত্যসেবকের সঙ্গে আমরা প্রচণ্ড তর্ক করতে বাধ্য হয়েছি, যাঁদের মতে গিরিশচন্দ্র নাট্যকার আখ্যা লাভেরই যোগ্য নন। এবং অদ্যাবধি কোন যুক্তিতেই তাঁদের মত পরিবর্ত্তিত হয় নি। আমাদের এই স্নেহাস্পদ তরুণ বন্ধুটির মত তাঁরাও কি আমাদিগকে "ব্যঙ্গাস্পদ" ব'লে মনে করেন? হ'তেও পারে।

*

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

আমরা আরো দুজন "ব্যঙ্গাস্পদ" প্রবীণ সাহিত্য-সেবকের নাম করতে পারি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁরা "যাজ্ঞসেনী"কে সুখ্যাতি করেছেন, অতএব তাঁরাও "ব্যঙ্গাস্পদ"।

*

শাস্ত্রী-মহাশয়ের সমালোচনা আবার যে-সে সমালোচনা নয়—তা "দৈনিক বসুমতী"র প্রায় সাড়ে চার কলম জায়গা দখল করেছে। এবং খুব-সংক্ষেপে শাস্ত্রী-মহাশয়ের মত হচ্ছে এই :—"যাজ্ঞসেনী নামে এই যে একখানি নাটক ইহাকে পূর্ণ নাটক বলিয়া যাঁহারা মনে না করিবেন, তাঁহারা এই নাটকে অনেক দোষ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সে দোষ কবির নহে, সে দোষ সমালোচকের। (কিন্তু নিন্দাকারী সমালোচকরা এটা মানবেন কি?) অমৃতবাবু নাটক লিখিয়াছেন। মিনার্ভা অভিনয় করিয়াছেন। এইরূপ মণিকাঞ্চন যোগ বাঙ্গালা রঙ্গালয়ে বড়ই দুর্লভ।"

*

আর-একজন অধিকতর "ব্যঙ্গাস্পদ" হচ্ছেন "আনন্দবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক। কারণ মিনার্ভার বিজ্ঞাপন না পেয়েও (তাঁকে নির্ব্বোধও বলা যেতে পারে) সুদীর্ঘ এক সমালোচনায় তিনি মতপ্রকাশ করেছেন :—প্রাচীন অমৃতবাবু "এই বয়সেও যে একখানি প্রথম শ্রেণীর নাটক লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। * * * মিনার্ভা অভিনয়ের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান ভূমিকায় অভিনেতারাও ভাল অভিনয় করিয়াছিলেন" প্রভৃতি। হিতবাদীও "যাজ্ঞসেনী"কে প্রশংসা করেছেন। তাছাড়া আরোও প্রশংসাকারীর অভাব নেই। এঁরা সকলেই "ব্যঙ্গাস্পদ" এবং শ্রদ্ধাস্পদ হবেন কেবল নিন্দাকারী? অ-ন্যায়-শাস্ত্রেও এর চেয়ে চমৎকার বিধান বেশী নেই।

*

একাধিক সহযোগী শাসিয়েছেন, শীঘ্রই তাঁরা "যাজ্ঞসেনী"র সমালোচনা ক'রে আমাদের জব্দ ক'রে দেবেন! কিন্তু "যাজ্ঞসেনী"র বিরুদ্ধ সমালোচনায় আমরা যে কেন জব্দ হব, এ যুক্তিটা কিছুতেই আমাদের মাথায় ঢুকছে না। তার উপরে আগেই বলেছি, আমাদের মত ভয়ে টলে না। এবং যাঁরা নাটক বেরুবার আগেই নাটক সমালোচনা করেন ও সমালোচনা করবার আগেই মনের ভিতরে যাঁরা বিরুদ্ধমত পোষণ করেন, তাঁদের কথায় আমরা কোনদিনই কাণ পাতব না। তাঁদের মতের মূল্য কি?

*

এ হপ্তায় নাট্যমন্দিরে "বিল্বমঙ্গলে" নূতন কিছু দেখাবেন বলে শিশিরকুমার বাগ্‌দান ক'রেছিলেন। কিন্তু মনের ভিতরে উপভোগের আগ্রহ নিয়ে নাট্য-মন্দিরে গিয়ে দেখি, বিল্বমঙ্গলের ভূমিকায় অভিনয় করছেন, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী! বিশ্বনাথের "বিল্বমঙ্গল" সম্বন্ধে আমাদের মতামত "নাচঘরে" আগেই বেরিয়ে গেছে। প্রশংসিতের প্রশংসা বাহুল্য মাত্র।

*

গেল হপ্তায় "সীতা" নাটকে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী নিয়েছিলেন "বাল্মীকি"র ভূমিকা। তাঁর সম্পূর্ণ অভিনয় দেখিনি, কিন্তু যতটুকু দেখলুম ভালোই লাগল। আরো তিন-চার রাত্রির অভ্যাসের পর এ ভূমিকায় তাঁর অভিনয় স্মরণীয় হ'তে পারবে।

*

কে খবর দিলেন, নাট্যমন্দিরে দ্বিজেন্দ্রলালের "নুরজাহানে"র পুনরভিনয় হবে। কেউ যদি জানতে চান কবে, তাহ'লে আমরা তারিখ বলতে পারব দশদিন কিংবা দশ বৎসর পরে। কারণ শিশিরকুমারের কর্ম্মতৎপরতাও অসাধারণ, দীর্ঘসূত্রতাও অসাধারণ।

*

সিন্দবাদের স্কন্ধের উপরে দ্বীপবাসী বৃদ্ধের মতন এক ভদ্রলোক এতদিন আর্টের ঘাড়ের উপরে বিরাজ করছিলেন—যোগ্যতার চেয়ে ঢের বেশী দর্শনী নিয়ে। আর্টের জনৈক কর্ণধারের মুখে শুনলুম, সংপ্রতি তিনি অনুগ্রহ ক'রে আর্টের স্কন্ধ ত্যাগ করেছেন। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী। যাঁর অধিকাংশ অভিনয় দেখলেই আমাদের কোন বন্ধুর মনে পড়ত, লবণহীন ব্যঞ্জন এবং শর্করা-শূন্য পরমান্নের কথা।

*

একটি বিশেষ রাত্রের জন্যে শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মাঝে আবার নাট্যমন্দিরে দেখা দিয়েছিলেন এবং হয়তো আর একবারও দেখা দিতে পারেন। কিন্তু নাট্যমন্দিরের সঙ্গে তাঁরা আর কোন স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করেছেন ব'লে খবর পাই নি।

*

মিনার্ভা এবারে যে নাটক খুলবেন তার নাম "সত্যের সন্ধান"। এখানি [illegible] নাটক এবং শুনলুম এর মধ্যে 'কোন্যাক'ও আছে কেবল।

*

'মনোমোহনে'র দরজা আপাততঃ বন্ধ। এখান থেকে পিঠ্‌টান দিলে আর্ট বুদ্ধিমানের কাজ করবেন। এখন আর তাঁদের দু-নৌকায় পা দেওয়ার শক্তি যে নেই, এই করুণ সত্যটুকু তাঁরা বুঝছেন না কেন?

*

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী এখন ভারতের বাসিন্দা নন। সুদীর্ঘ এক লম্ফ ত্যাগ ক'রে, কালাপানি পার হয়ে তিনি লঙ্কাদ্বীপের চেয়ে দূরে—একেবারে মগের মুলুকে গিয়ে পড়েছেন। দীর্ঘ-লম্ফে তিনি কি ত্রেতাযুগের একটি বিখ্যাত 'রেকর্ড' ভাঙতে চান?

*

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর কাছে তারা-মার্কা সাদর আমন্ত্রণ গিয়েছিল—সম্ভবতঃ চক্রবর্ত্তী-মশাইয়ের স্থানপূরণের জন্যে! নির্ম্মলেন্দু এখনো কোন পাকা বন্দোবস্ত করেছেন ব'লে শুনিনি।

*

দি ইণ্ডিয়ান নিডীং এণ্ড টেলারিং স্কুল

স্থাপিত ১৯২২ সাল

আধুনিক লণ্ডনের নিয়মে (বাংলা ও ইংরেজ ভাষায়) সকল প্রকার জামার ছাটকাট্ ও সেলাই এবং মোজা বোনা শিক্ষা দেওয়া হয়। কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন বা চুক্তির হার সামান্য মাত্র। সাক্ষাতে বা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাওয়া যায়।—

সেক্রেটারী মিঃ জে, এম, দে
ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এণ্ড কাটার, কমলালয়।
৩নং শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"ক্রাউন সিনেমা"র বিজ্ঞাপনে একটি মস্তবড় হৃষ্টপুষ্ট কাগুজে হস্তীর তলায় লেখা রয়েছে, "দানীবাবু"। এ কি রকম ঠাট্টা? দানীবাবুর আপত্তি করা উচিত।

*

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্রের একমাত্র কন্যার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে আমরা মর্ম্মাহত ছ। বন্ধুবরের শোক আমাদেরও চোখ সজল ক'রে তুলেছে।

*

"যাজ্ঞসেনী" নাটক সমালোচনা আমরা এখনো করবার সময় পাই নি। শীঘ্রই তা করব।

চিত্রনাট্যের রূপকথা

আমরা এ সপ্তাহে 'ভ্যারায়েটিস্'এ "সিন্ধু-দুলালরা" (Sons of the Sea), 'পার্ল' সিনেমায় 'চিরন্তন ত্রয়ী' (Eternal 3), 'গ্লোবে' 'নিম্নগামী' (Downhill), 'পিক্‌চার প্যালেসে' 'ক্যামিল' ও 'পিক্‌চার হাউসে' 'Long pants' (লম্বা পায়জামা) সবই দেখেছি। সব চেয়ে ভালো ছবি হোলো এর মধ্যে 'ক্যামিল্'। নায়িকার অংশে শ্রীমতী নর্ম্মা টাল্‌মাজের অভিনয় এই অভিনেত্রী-শিরোমণির যশেরই অনুরূপ, নায়কের অংশে নূতন অভিনেতা জর্জ্জ রোলাণ্ডও সু-অভিনয় করেছেন।

*

সিন্ধু-দুলালদের সম্বন্ধীয় ছবিখানিও ভালো। এতেও একজন নতুন অভিনেতা নায়কের অংশে নেমেছেন—তাঁর নাম চার্লস্ ফ্যারেল। শ্রীমতী গ্রেটা গার্বোর সঙ্গে 'সপ্তম স্বর্গ' (Seventh Heaven) নামক চিত্রনাট্যে অভিনয় ক'রে সব-প্রথমে এঁর নাম হয়, একথা আমরা 'নাচঘরে' আগেই ব'লেছি। মনোমোহিনী সুন্দরী শ্রীমতী এস্‌থার র‍্যাল্‌ষ্টন এতে নায়কার অংশে ভালো অভিনয় ক'রেছেন—ফ্যারেলের চারু কলা-কৃতিত্বের যোগ্য।

*

'ইটারন্যাল গ্রীর' আরম্ভ ভালোই—মাঝখানটার পরিণতিও মন্দ নয়, কিন্তু শেষটা বড় জম্‌লো না। আর এতে তেমন উঁচুদরের অভিনয় কারুর নেই। 'ডাউন-হিল' বস্তুহীন ছবি। আখ্যানভাগ জমেনি—অভিনয়েও এক আইভার নভেলো ছাড়া কারুরই নাম করা যায় না। সমাপ্তি অতি সাধারণ রকমের—কোথাও রোম্যান্স নেই, প্লট মনকে কখনো উদ্বুদ্ধ করে না।

*

'লঙ প্যাণ্টস্' আবার তেমনি চমৎকার। হাস্যরসের ছবি। হাস্যরসিক অভিনেতা স্বনাম-ধন্য শ্রীযুক্ত হ্যারি ল্যাড্‌ডন তাঁর ব্যঙ্গ অভিনয়-শক্তির অসাধারণ পরিচয় দিয়েছেন। কোথাও আতিশয্য নেই, কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার মতো দুশ্চেষ্টার বা মোটা হাস্যরসের অভিব্যক্তি নেই। এই হাস্যরসের মধ্যেও ছবিখানিতে চমকপ্রদ ভীষণ ঘটনার সমাবেশ আছে।

*

প্রসিদ্ধ প্রযোজক উইলিয়াম ফক্স, ম্যাড্রিডের ক্যালোয়া রঙ্গগৃহে বহু শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য দেখিয়ে প্রশংসা লাভ ক'রেছেন। স্পেনের রাজা-রাণী প্রায়ই তাঁর ছবি দেখ্‌তে আসেন। 'সূর্য্যোদয়' নামক নতুন চিত্রনাট্যটি দেখতে স্বয়ং রাণী এসেছিলেন।

*

শ্রীমতী মেরিয়ন ডেভিসের যে নতুন ছবিখানি তৈরী হ'চ্ছে, তা শেষ হ'লে চিত্রনাট্য-রসিকদের একটা দেখ্‌বার জিনিস হবে। এতে যত শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী নেমেছেন, এক সঙ্গে আর কোন ফিল্মে তত জনকে ক্বচিৎ দেখা গেছে। জন্ জিলবার্ট, গ্রেটা গার্ব্বো, উইলিয়াম হেন্‌স্, নর্ম্মা শিয়ারার, র‍্যামন নোভারো ও টিম্ ম্যাক্‌কয় ছাড়া মেট্রো গোল্‌ডুইন্ মেয়ার চিত্র-সঙ্ঘের অভিনেতাদের প্রায় পুরো দলটিই এতে অভিনয় ক'রেছেন।

*

'সিম্বা'-নামক বনের জানোয়ারদের সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ ছবির কর্ত্তা শ্রীযুক্ত মার্টিন জন্‌সন্ উটপাখী সম্বন্ধে বেশ একটি খবর দিয়েছেন। তিনি তাঁর একটি উট্‌পাখী তাঁর একজন বন্ধুকে দিয়েছিলেন। দিন কয়েক পরে তাঁকে সেই বন্ধু জানান যে তাঁদের সম্পর্কের শেষ হ'ল, কেননা তাঁর দেওয়া উটপাখাটি কাঁচের বাসন, টাকাকড়ি, রূপো, পেরেক ও আর আর অনেক জিনিস খেয়েছে।

*

'যবনিকার অন্তরালে' (Back-Stage) একখানি নতুন ছবি। এতে গুইন্ উইলিয়াম্‌স্, শার্লি ওহারা, হাল বার্টা জন্ ও জিমি হ্যারিসন অভিনয় ক'রেছেন।

—গি—

নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের প্রতি

(সিটি কলেজের অধ্যাপক ও বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, বি-এ মহাশয় এই পত্রখানি নাট্যাচার্য্য অমৃতলালকে লিখেছেন। সাধারণের অবগতির জন্যে আমরা পত্রখানি পত্রস্থ করলুম। বলা বাহুল্য, এটি সমালোচনা নয়। এটিকে সকলে appreciation রূপেই গ্রহণ করতে পারেন। কোন কোন সন্দী-সন্দিগ্ধ ব্যক্তি সব ব্যাপারেই গুপ্ত উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে না পারলে তৃপ্ত হন না। তাঁদের সন্দেহ নিরসনের জন্যে আর-একটি কথা ব'লে রাখি। পণ্ডিত মহাশয় ও অমৃতলাল, অদ্যাবধি পরস্পরের কাছে কাছে অপরিচিত। সুতরাং এই পত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থের গন্ধ থাকা সম্ভব নয়। ইতি নাঃ সঃ।)

শ্রীশ্রীশঃ শরণম্

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

মহাশয়, আপনার প্রদত্ত যাজ্ঞসেনী নাটকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। পঞ্চালভূপতি দ্রুপদ, যজ্ঞসেনের দুহিতা কৃষ্ণা, দ্রৌপদী যাজ্ঞসেনীর জীবনী মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের বিশ্ববিখ্যাত মহাভারতের অপূর্ব্ব কাহিনী। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বিরচিত "জয়" মহাকাব্যের ক্রমান্বয়ে বৈশম্পায়ন ও সৌতি শিষ্য পরম্পরায় "ভারত" ও "মহাভারত" আখ্যাপ্রাপ্তি এবং উহার আর্য্যসমাজে প্রচারের ক্রম-ইতিবৃত্ত বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে প্রায়শঃ অবিদিত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; তারপর আবার মহাভারতে বর্ণিত কুরুবংশের ক্রমোৎপত্তি, হস্তিনাপতি ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার অনুজ পাণ্ডুর নন্দনগণের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাবে জন্ম, ক্রমশঃ পাণ্ডুরাজের পরলোক প্রাপ্তির পর হস্তিনাপুরে মহীপতি ধৃতরাষ্ট্রের অভিভাবকতায় একত্র সমাবেশ, ধার্ত্তরাষ্ট্র দুর্য্যোধন প্রভৃতির শুভ পরিণয়, পাণ্ডব যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অবস্থাবিবর্ত্তন, পঞ্চপাণ্ডবের সহিত রাজকুমারী পাঞ্চালীর বিবাহ, পাঞ্চালপতি যজ্ঞসেনের সঙ্গে কৌরব শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্যের আন্তরিক বিসংবাদ প্রভৃতির বিষয় বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজেও সম্যক সুবিদিত নহে। গান্ধার রাজকুমার সৌবল, শকুনি কীদৃশ দুরভিসন্ধির পরিচালনায় স্বীয় ভাগিনেয়গণেরও অমঙ্গল সাধনে ইতস্ততঃ না করিয়া ভগিনী সাধ্বীমতী রাজ্ঞী গান্ধারীর তনুজদিগের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার দ্বৈত দ্যূতক্রীড়া প্রবৃত্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ভয়ঙ্কর, যদুবংশ-চূড়ামণি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত জীবনবৃত্তান্ত এবং মহাভারতীয় আখ্যানে বিবৃত তাঁহার

অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতা প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় কয়জন তত্ত্বজিজ্ঞাসু আলোচনা করিয়া থাকেন? সংক্ষেপে বলিতে গেলে বর্ত্তমানে আমাদের দেশে প্রায়শঃ অধিকাংশ ব্যক্তিরাই মহাত্মা কাশীরামদাস ও তাঁহার আত্মীয়গণ বিবৃত বাঙ্গালা ভাষায় মহাকাব্য মহাভারত অধ্যয়নেই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ প্রণীত মহাকাব্যে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া থাকেন। সুধীবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠে আদি কবি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া তাঁহার বঙ্গীয় মহাকাব্য মেঘনাদবধ বিরচিত করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ কাব্য অংশে মেঘনাদবধ অতুলনীয় হইলেও শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, বিভীষণ প্রভৃতির চরিত্র অঙ্কনে কবিবর যথেচ্ছাচার করিয়া সুধীমাত্রেরই অপ্রশংসার্হ হইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু যাজ্ঞসেনী নাটকে বঙ্গভাষায় দৃশ্যকাব্যের সমুচিত রস, ভাব, চতুরঙ্গ অভিনয়, পাত্রাদিভেদে ভাষাবিভেদ, রসভাবানুরূপ অলঙ্কারাদি প্রয়োগ, পঞ্চসন্ধি সমন্বয়, বিবিধ নাট্যালঙ্কার প্রয়োগ, অবস্থানুরূপ দৃশ্য বিভাজন ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ উদ্দেশ্যানুরূপ চরিত্র বিরচনে নাটকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া সুধীসমাজে মহাশয়ের অপরিসীম বিদ্যাবত্তা, অসাধারণ নাট্যরসপাণ্ডিত্য এবং মহীয়সী অধ্যাপনা প্রবীণতা প্রকাশ করিতেছে। বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না মহাশয়, আপনার যাজ্ঞসেনী নাটকখানি বাঙ্গালা নাটকে অদ্বিতীয়; ইহার অভিনয়ে মিনার্ভা নাট্যসম্প্রদায় বঙ্গে পুনরায় প্রকৃত মহাভারত চর্চ্চার দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। ধন্য আপনি, ধন্য আপনার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, ধন্য আপনার অনন্যসাধারণ নাট্যাধ্যাপনা। জগদীশ্বর আপনাকে আরও দীর্ঘজীবনদানে আমাদের দীন, আপাতরম্য বিদ্যাভ্যাসে রত, প্রকৃত তত্ত্বচিন্তাহীন বঙ্গসমাজে পুনরায় প্রকৃত আর্য্যকীর্ত্তি সমালোচনার দিব্য আলোক উদ্দীপিত করিয়া বাঙ্গালীকে আবার বিশ্ববরেণ্য বিদ্বৎসমাজে আদরণীয় করিয়া তুলিবেন।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনার নাটকখানি কতবার যে অধ্যয়ন করিলাম তাহা সংখ্যাতীত। নাটকখানি পড়িতে পড়িতে মনে হইয়াছে যেন সংস্কৃত মহাভারতই অধ্যয়ন করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, দ্রৌপদী, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, রাজ্ঞী গান্ধারী প্রভৃতি দ্বৈপায়ন বর্ণিত দুর্ব্বোধ চিন্তাতীত চরিত্রগুলিকে আপনার যাজ্ঞসেনী নাটক পাঠক ও দর্শকের হৃদয়ে সুপরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ মহাভারত বর্ণিত পঞ্চপাণ্ডবের সহিত যাজ্ঞসেনীর বিবাহ, রাজকুমার দুর্য্যোধন ও তাঁহার সহোদরগণের খুল্লতাত পুত্র পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে নিতান্ত কুব্যবহার ও ভ্রাতৃপত্নী পাঞ্চালীর সঙ্গে অনার্য্য ব্যবহারের প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান বড়ই দুরূহ ও দুর্গম। মহর্ষি দ্বৈপায়ন নানাস্থানে উহার সামঞ্জস্য প্রদর্শনে নিরত। কিন্তু আপনি স্বল্পে, সুবোধ ভাষায় উহা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার প্রতীত হইতেছে বৈশম্পায়ন ও সৌতি অপেক্ষাও দ্বৈপায়নের "জয়" আপনার যাজ্ঞসেনীতে অধিকতর সুস্পষ্ট, সুপ্রতীত ও সুবোধ হইয়াছে। মহাভারতে রাজ্ঞী গান্ধারী পাঞ্চালীর প্রতি পুত্রদের দুর্ব্ব্যবহারের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পুত্রদিগের প্রতিকূলে কত শত ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, এমন কি এরূপ দুরাচার-দিগের বিনাশ পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিতেছিলেন। আপনি পুত্র বিকর্ণের মুখে দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের দ্রৌপদীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী গান্ধারীর প্রবেশ ও তাহা জানিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মুখে—"রক্ষা কর, রক্ষা কর মহাদেবী" বাক্য প্রয়োগ দ্বারা মহারাণীই তাহার পুত্রদ্বয়কে ভৎর্সনা পূর্ব্বক নিবারণ করিয়া পাঞ্চালীর উদ্ধার সাধন করিলেন, এইরূপ করিয়াছেন। এস্থলেও রাজ্ঞীর বাক্যগুলি ও কার্য্য—নাট্যহিসাবে কবিচূড়ামণি কালিদাসের অনুরূপ হইয়াছে, ইউরোপীয় কবিশ্রেষ্ঠ সেক্সপীয়ারও ঐরূপ করিয়াছেন। আমার মতে আপনার প্রণীত এই দৃশ্যটি নাট্যাভিনয়ে একটি অক্ষয়, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কার্য্য হইয়াছে। জগতে সর্ব্বত্র আপনার বিরচিত এই দৃশ্যটি চিরদিন পরিপূজনীয় ও বরেণ্য হইয়া থাকিবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে নাটকখানির ভাষা অনেকস্থলে ভাবের গুরুত্ব বশতঃ কঠোর ও দুর্ব্বোধ হইয়াছে বটে, তবে মহাকবি ভবভূতি ও সেক্সপীয়ারকেও ভাবের অনুরূপ ভাষা প্রয়োগে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর ও কঠোরতর ভাষা প্রয়োগে বাধ্য হইতে হইয়াছে। ভাবের অভিব্যক্তির জন্য অনুরূপ ভাষা প্রয়োগ অপরিহার্য্য। প্রহসন কিংবা নাটিকায় অবশ্য সহজবোধগম্য সুমধুর ভাষারই প্রয়োগ সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইতে পারে।

নিবেদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

নাটকীয় উপন্যাস

—:০:—

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

একটা গল্প যখন মনের মধ্যে জমে ওঠে,তখন তাকে নানা আকারে প্রকাশ করা যায়। তবে এমন কতকগুলো আখ্যানবস্তু আছে, যা' উপন্যাস-রূপ পাবার পক্ষেই বেশী উপযুক্ত; আবার কতকগুলোর মধ্যে হয় ত' নাটকের উপাদানই অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু এমন অনেক বিষয় থাকাও সম্ভব,যা' উপন্যাস বা নাটক—উভয় রূপেই সমান গৌরব পেতে পারে। বহু উপন্যাস বা বড় গল্পের ভিতর নাট্য-বস্তু যথেষ্ট খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে পাই যে, রূপান্তরিত অবস্থায় তাদের অধিকাংশকেই 'সু-নাটক' বলা চলে না, কারণ অধিকতর শ্রেষ্ঠ নাট্য-রূপ পাবার যথেষ্ট অবকাশ তাদের মধ্যে আছে। কাজেই এথেকে এই সিদ্ধান্তঃকরাই স্বাভাবিক যে, গল্প বা উপন্যাসের নাট্য-বস্তুটিকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত ক'রে ঠিকমত খাড়া করতে না পারার জন্যেই যত-কিছু ব্যর্থতার সৃষ্টি হয়।

নাট্য-বস্তু যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও এদের 'নাট্য-রূপের অভাব হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে, রূপান্তরিত অবস্থাতেও এরা 'নাটক হ'য়ে দাঁড়ায় না, যে-উপন্যাস—সেই-উপন্যাসই থেকে যায়। অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ ক'রে কথোপকথন-চ্ছলে কোন-কিছু লিখলেই উপন্যাস, নাটক হ'য়ে ওঠে না। গ্রন্থন-কর্ত্তা ব্যর্থতার নৈরাশ্য বরণ করেন নিজের দোষেই। নাট্য-রূপ দেবার সময় উপন্যাসখানার দিকেই তাঁর চোখ-জোড়া দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে; যে জিনিষটা লিখছেন, সেটা নাটক হচ্ছে কি হচ্ছে না, তা' দেখবার তাঁর অবসর থাকে না; কিংবা তিনি হয়ত' তা' দেখা দরকারও বোধ করেন না।

উপন্যাসখানার মধ্যে তিনি এমন অনেক জায়গা পেলেন, যেখানকার কথোপকথন তাঁর চমৎকার লাগল; অমনি তিনি কোমর বেঁধে লেগে গেলেন, সে-গুলোকে নাটকের মধ্যে চোখ-কাণ বুজে গুঁজে দেবার জন্যে। উপন্যাসের মধ্যে হয়ত' খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ দু'চারটী ঘটনার সন্নিবেশ আছে, যা তাঁকে হাসায় বা কাঁদায়; অতএব রূপান্তরিত নাটকেরও ভিতর যেন-তেন প্রকারেণ খানকয়েক দৃশ্য খাড়া করতে হবে, যাতে এই সব ঘটনা অবান্তর-ভাবেও স্থান পায়। গ্রন্থন-কর্ত্তার এটা মনেই থাকে না যে, উপন্যাসের মধ্যে এমন সব ঘটনা বা কথোপকথনের সমাবেশ থাকা খুবই স্বাভাবিক, মূল বিষয়টার সঙ্গে যাদের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই এবং সেই কারণে সে-গুলো নাটকের অপেক্ষাকৃত ঠাস-বুনোন ঘটনা-জালের মাঝখানে কোনমতেই স্থান পেতে পারে না। কিন্তু লোভাতুর গ্রন্থন-কর্ত্তার সে সংযম বা সাহস নেই, যাতে ক'রে তিনি 'নির্ম্মমভাবে' এই সব জিনিষের মায়া কাটাতে পারেন।

সময় সময় তাঁর এমনও দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে, তিনি নাটকের ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা ক'রে আখ্যায়িকাটিকে নিজের সুবিধামত বোঁ ক'রে এক মোড় ঘুরিয়ে নেন, এবং সেই সুযোগে ঐ অবান্তর দৃশ্য বা কথাগুলোকে 'চুলের ঝুঁটি ধ'রে, নাটকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন এবং সেই সঙ্গে নাটকটির জাহান্নমে যাবার রাস্তা পরিষ্কার করেন। বাস্তবিক ঐ সব অবান্তর জিনিষ উপন্যাসের মধ্যে হয়ত পড়তেই ভাল, কিন্তু নাটকের ভিতর 'দেখতে এবং শুনতে' আদৌ ভাল নয়; গুণের মধ্যে তারা নাটকের কার্য্য-গতিকে যথেষ্ট মাত্রায় ব্যাহত করে। এই রকম কোন দৃশ্য সম্বন্ধে এক কথায় বলা যায়, "all the ingenuity in the world cannot make it an integral part of the play."

কোন উপন্যাসকে অবলম্বন ক'রে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নাটক তৈরি করবার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, প্রথমে উপন্যাসটিকে দস্তুরমত ভাল ক'রে প'ড়ে নেওয়া, যার ফলে তার আসল ঘটনার ক্রম-বিবর্ত্তনের অনবিচ্ছিন্ন সূত্রটি এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর চরিত্রগুলি বিশেষ বিশেষ রূপ নিয়ে মনের মধ্যে ধরা প'ড়ে যায়। তার পরের কাজ হচ্ছে, বইখানিকে বেশ একটু নাগালের বাইরে রেখে দেওয়া এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ঐ ঘটনা ও চরিত্রাবলী নিয়ে একখানি 'নতুন 'নাটক' তৈরি করা, যেটা হবে পাকাপাকি নাট্যকলা-সম্মত। সে নাটক হবে "New in dialogue and, if necessary, in development." উপন্যাসের attractive অথচ irrelevant material নাটকের মধ্যে গুঁজে দেবার লোভ ত্যাগ করবার এই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

নাটকটা একবার মোটামুটী রকম শেষ হ'য়ে গেলে, তখন গ্রন্থনকর্ত্তা আসল উপন্যাসটীকে 'তাক থেকে নামিয়ে' কাজে লাগাতে পারেন ("to polish up such of his dialoque as had chanced to run on all fours with that of the novel"),—তাঁর নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথনের যে-সব অংশ উপন্যাসের সঙ্গে দৈবক্রমে হুবহু মিলে গেছে, সেইগুলোকে মেজে ঘষে অদল-বদল ক'রে নেবার জন্যে। অবশ্য একথা মানতেই হবে যে, অনেক সময়ই কার্য্যক্ষেত্রে এমন অনেক practical consideration এসে উপস্থিত হয়, যার দরুণ এইভাবে নাটকীকরণের কার্য্যটা দস্তুরমত শক্ত হয়ে পড়ে; তবু এই পথ ধ'রে উপন্যাস থেকে নাটক তৈরি করলে তার সাফল্য সম্বন্ধে আমরা এতদূর নিশ্চিত যে, আমরা জোর গলায় জাহির করতে পারি, "An adapter will not make good plays from novels by any other—except by accident."

বঙ্কিমচন্দ্রের নাটকীয় উপাদান-পূর্ণ বহু উপন্যাসই যে রূপান্তর প্রাপ্ত হ'য়ে 'সু-নাটকের' কোটায় পৌঁছতে পারে নি, তার প্রধান কারণই হচ্ছে, আমরা গ্রন্থন-কর্ত্তাদের যে-দুর্ব্বলতার কথা আগে উল্লেখ করেছি, তাই। যদি কোন নাট্যকলারসিক মূল-উপন্যাসকে চোখের সামনে থেকে দূরে রেখে, কথিত উপায়ে উপযুক্ত মসলা-ওয়ালা বই থেকে 'নাটক' তৈরি করতে সাহসী হন, তা'হলে জিনিষটা একটা দর্শনীয় কিছু হবে, এই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

অতি-আধুনিক সাহিত্যসেবা

(প্রাপ্ত পত্র)

মাননীয় নাচঘর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আজ আপনাদের কাছে একটি খুবই তিক্তমধুর খবর আমি নিয়ে এসেছি। কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের চরিত্রের পরিচয় আপনাদের জানিয়ে দেব। তারপর, বিচারের ভার আপনাদের ও পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'বো। তবে সাহিত্যিক মহাশয়ের নামটি আমি করবো না কারণ তাঁকে···দা' বলে ডাকি, সম্মান করি, ভক্তি করি, এক পাড়ায় বাস করি আর সব চেয়ে বেশী—তাঁকে আমি বন্ধু ব'লে মানি। ঘটনাটি ঠিক যেন গল্প।

আজ সন্ধ্যার সময় বেড়াতে বেড়াতে পূর্ণ থিয়েটারে গেছি, শুনলুম তাঁরা শীঘ্রই একটা নতুন বই খুলবেন—এই শনিবারে, কাজেই বড্ড ব্যস্ত। আমি জিজ্ঞাসা করি নি কি বই, খালি লেখকের নাম জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তারপর সঙ্গে সঙ্গে গ্রহের ফেরে বন্ধুবর লেখক মহাশয় সেখানে এসে হাজির, হাতে ঝুলছে সদ্যপ্রাপ্ত একটা লম্বা প্রুফ্—তিনি প্রুফ্‌টি দিলেন পূর্ণ থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী মনোময় বাবুর ছেলে তুলসীবাবুর হাতে। আমি তুলসীকে জিজ্ঞাসা করলুম—এই বই বুঝি তোমরা প্লে করবে—দেখি প্রুফ্‌টা। লেখক মহাশয় ব্যস্ততার জন্যে বোধ হয় এতক্ষণ আমায় দেখ্‌তে পান্ নি—আমার আওয়াজ শুনে তাঁর ব্যস্ততা অতিরিক্ত হয়ে উঠলো, এবং আমাকে গড়গড়িয়ে বল্‌লেন— নরেন, তোমার সঙ্গে অনেক দিন···ইত্যাদি·· প্রুফ্‌টা দাও, বড্ড তাড়া···। ব'লেই তিনি 'বাসে' উঠে পড়লেন। আমি প্রুফের মাথাটা তখন প'ড়ে নিয়েছিলুম—কেরাণীর স্বপ্ন। আমি তো অবাক্—তুলসীকে বল্‌লুম, পাশে পূর্ণ থিয়েটারের আর একজন কর্ম্মী আমার বন্ধু নীরোদ ছিল, তাকেও বল্‌লুম—হ্যাঁ হে ভাই, কেরাণীর স্বপ্নের প্লট্ তো এই? তারা বল্‌লে—তাই তো বটে, কিন্তু তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে? তখন আমি তাদের অনুরোধ ক'রে আমার বাড়ীতে নিয়ে এলুম এবং তখনই খাতাখানি বার ক'রে দিলুম, তারও মাথায় বড় হরপে লেখা রয়েছে "কেরাণীর স্বপ্ন"। আমি বল্‌লুম—ভাই এ স্বপ্ন আমি অনেক দিন আগেই দেখেছিলুম। তার সাক্ষী আছেন সুপরিচিত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কল্লোল-সম্পাদক বন্ধু শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস (ইনি বলেছিলেন নামটা 'কেরাণীর স্বপ্ন' না দিয়ে "লাল খোয়াব" দাও) মিনার্ভার বিখ্যাত অভিনেতা মাননীয় শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে, পুণ্ডরীক লেখক মিঃ এস্ বোস, সাউথ সুবার্বন ব্রাঞ্চ স্কুলের হেড্ পণ্ডিত সুলেখক শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক ভদ্র মহোদয়গণ। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে এ স্বপ্নের বোঁচ্‌কাটি উক্ত প্রুফের মালিক কবিটির হাতে কিছুদিন গচ্ছিত রেখেছিলুম।

অবশ্য, নাম আমার কল্পিত এবং প্লট্ আমার আবিষ্কৃত হ'লেও উক্ত মহাশয় গান গুলি আর কথাগুলির ওলট্ পালট্ করেছেন—তবে সেটা উৎরেছে কি কেৎরেছে তা বুঝবেন পূর্ণ থিয়েটারের মালিক। কারণ আমার রচিত 'কেরাণীর স্বপ্ন' খানি তাঁর কাছে রেখে দিয়েছি, কবির mentality সম্বন্ধে একটু পরিচয় দেবার জন্যে। কবির লেখনী অক্ষয় হোক্—রস-রচনায় রসধারা বইতে থাকুক—পাঠক শান্ত হোন···ধরিত্রী শান্ত হোন্···কিন্তু এ কেমন mentality মানুষের হয় তা বোঝা বড় শক্ত।*

বিনীত—

শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

* এ বিষয়ে অন্য পক্ষের বক্তব্য জানতে পারলে সুখী হব। পত্রপ্রেরকের অভিযোগ গুরুতর। এবং এ অভিযোগ সত্য কিনা, তা জানবার আগ্রহ আমাদের আছে। কারণ পত্রপ্রেরক কবির নাম না করলেও, অনেকেই সেটা আন্দাজ করতে পারবেন। ইতি নাচঘর সম্পাদক।

নমো নাটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ১৬ই জুন, ২রা আষাঢ়, রাত্রি ৭॥০ টায়

নাট্যমন্দিরের জয়শ্রী

সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

বাল্মীকি—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী

সীতা—শ্রীমতী প্রভা

কৌশল্যা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

কুশলবা—শ্রীমতী চারুশীলা

পরদিন রবিবার ১৭ই জুন, ৩রা আষাঢ়, ম্যাটিনী ৫ টায়

১। শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। রবীন্দ্রনাথের

শেষ-রক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

শনিবার ২রা আষাঢ়, রাত্রি ৭॥০ টায়

পরদিন রবিবার, ম্যাটিনী ৫ টায়

নাট্যরাজ্যে বহুনিন্দিত আর্য্যগাথাভিনয়!

অমৃত-আ[illegible]মানবী ছবি—

যাজ্ঞসেনী

২২শ ও ১৩শ রজনী

ধৃতরাষ্ট্র—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

প্রাচীন আখ্যানে নবীন ব্যাখ্যা—

'ভারত' গৌরব সৌরভ রক্ষা।

'ভারতের' শৌর্য্য! 'ভারতের' বীর্য্য!

'ভারতের' ধৈর্য্য! 'ভারতের' ঐশ্বর্য্য!

'ভারতের' সৌন্দর্য্য!

'ভারতের' সত্য—মহত্ব—সম্ভ্রম—সংযম!

পূর্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

এস, এন, ঘোষ—ম্যানেজার।

ইউ, কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্টীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়:—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পাঁচধারে

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৮ই আষাঢ়
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:*:—

আর আর আর্টের সঙ্গে অভিনয় কলার তফাৎ কোন্‌খানে, তাই নিয়ে রুসিয়ার প্রধান নাট্যাচার্য্য ষ্টানিসলাভ্‌স্কি একটি সুন্দর আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে তার কিছু কিছু পরিচয় দিলুম।

*

এমন কোন আর্ট নেই যাতে কলানৈপুণ্যের দরকার করে না। এবং এমন কোন নির্দ্দেশকও নেই, যার দ্বারা পরিপূর্ণ কলানৈপুণ্যের ওজন পাওয়া যায়।

*

ফরাসী চিত্রকর Degas বলেন, "যদি তোমার লাখটাকা দামের কলা-নৈপুণ্য থাকে, তাহ'লে আরো-একটু কেনবার জন্যে কয়েক পয়সা খরচ কোরো।"



"চকিত চাহনি"—ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টসের নূতন চিত্রনাট্য "নিষ্ফল ফলে"র একটী দৃশ্য।

*

বিশেষ ক'রে রঙ্গালয়ে এই অভিজ্ঞতা ও কলানৈপুণ্য লাভের দরকার আছে বেশী। চিত্রকলার অবদান যাদুঘর ও শিল্পশালায় রক্ষিত আছে। সাহিত্যকলার অবদান পুঁথিপত্রে রক্ষিত আছে। সঙ্গীতের অবদান স্বরলিপিতে রক্ষিত আছে।

*

তরুণ চিত্রকর ছবির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে দাঁড়িয়ে Titian এর বর্ণসুষমা, Velasquez-এর বর্ণ-সঙ্গতি ও Ingres এর নক্সার গুপ্তকথা বুঝতে পারেন। Dante ও Flaubertএর রচনা এখনো বারংবার পড়া যেতে পারে। Bach ও Beethovenএর সৃষ্টি-রহস্য চিরদিনই পরীক্ষা করা সম্ভব।

*

"সিনিক আর্টে"র অবদান বেঁচে থাকে শুধু নটের শক্তির ভিতরে। অভিনয় দেখে দর্শকের মনে যে-ভাবের উদয় হয়, তার পুনরাবৃত্তি করা অসম্ভব। যাদুঘর, শিল্পশালা বা গ্রন্থাগারের যে সার্থকতা, রঙ্গালয়ের তা নেই।

*

ফোনোগ্রাফের রেকর্ডে আজকাল নটের গলার আওয়াজ ধ'রে রাখা যায়। তাদের ভাবভঙ্গিও বায়োস্কোপে তুলে রাখা চলে। শিক্ষার্থীর পক্ষে এ খুব ভালো সুযোগ বটে। কিন্তু চেতনতার ভিতর দিয়ে অচেতনতার দিকে যাত্রার উপরেই হচ্ছে অভিনয় কলার আসল ভিত্তি। আমাদের বংশধরদের জন্যে তার কোন অবদান রেখে যাবার উপায় নেই।

*

IMPERIAL

অন্য আর্টের সঙ্গে অভিনয়-কলার প্রধান তফাৎ হচ্ছে এই। অন্যান্য কলাবিদরা প্রেরণা এলেই শিল্পসৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু নাট্যশালার কলাবিদকে নিজের প্রেরণার প্রভু হ'তে হবে। তাঁর জানা দরকার, বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরে কখন্ কেমন ক'রে প্রেরণাকে ডেকে আনতে হয়। আমাদের আর্টের আসল গুপ্তকথাই হ'ল তাই।

*

এবং এ শক্তি না থাকলে নিখুঁৎ কলানৈপুণ্য ও সব-চেয়ে-বড় দানও ব্যর্থ হয়। আর সব-চেয়ে দুঃখের কথা, এই গুপ্তকথাটি কিছুতেই ব্যক্ত করা হয় না। রঙ্গালয়ের বড় বড় ওস্তাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নবীনদের কাছে এই গুপ্তকথাটি কেবল যে প্রকাশ করেন না, তা নয়; পরন্তু নানা বাধার আড়ালে এটিকে একেবারে নাগালের বাইরে রেখে দেন। ফলে অবদানের অভাবে অভিনয়কলা একেবারে বালকোচিত হয়ে ওঠে।

*

সহযোগীরা কি "যাজ্ঞসেনী" নিয়ে তর্কাতর্কি কখনো শেষ হ'তে দেবেন না? আমাদের যদি কিছু ভালো লাগে, তাহ'লে তাঁরা কি তর্কের দ্বারাই প্রমাণিত করবেন যে, আমাদের তা ভালো লাগে নি? তার উপরে এই-সব তর্কের যুক্তির নমুনাও একটুখানি দেওয়া দরকার মনে করছি।

*

আমরা লিখেছিলুম, "দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে নাটকের আরম্ভ এবং কৌরব-সভায় তাঁর অপমানে নাটকের সমাপ্তি। এবং দ্রৌপদীর আবেদনেই পাণ্ডবরা আবার নিজেদের স্বাধীনতা ও হৃতরাজ্য ফিরিয়ে পান। সুতরাং "যাজ্ঞসেনী"ই ঠিক নাম"।

*

এর জবাবে "আত্মশক্তি" লিখছেন, "সহযোগীর যুক্তি অনুসরণ ক'রে কিন্তু আমরাও তাহ'লে বলতে পারি—অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদে নাটকের আরম্ভ এবং কৌরব-সভায় দ্রৌপদীর আবেদন দর্শনে তাঁর নিস্ফল আক্রোশে নাটকের সমাপ্তি। এবং অর্জ্জুনের শৌর্য্য ও বাহুবলেই পাণ্ডবরা আবার নিজেদের স্বাধীনতা ও হৃতরাজ্য ফিরিয়ে পান। সুতরাং অর্জ্জুনই ঠিক নাম! আমাদের এই যুক্তি খণ্ডন করতে সহযোগী কি নূতন যুক্তির অবতারণা করেন তা দেখতে আমাদের আগ্রহ আছে।"

*

সহযোগীর আগ্রহ নিবারণের জন্যে নূতন কোন যুক্তির অবতারণার দরকার নেই। আমাদের যে উক্তি তিনি তুলেছেন, তার মধ্যেই তাঁর আগ্রহ নিবারণের উপায় রয়েছে। পাণ্ডবদের স্বাধীনতা ও হৃতরাজ্য ফিরিয়ে পাওয়া, এই যে বৃহৎ ব্যাপারটি, এটি তো "যাজ্ঞসেনী" নাটকের মধ্যে অর্জ্জুনের দ্বারা সাধিত হয় নি, হয়েছে যাজ্ঞসেনারই দ্বারা! সেইজন্যেই "যাজ্ঞসেনী" নামকরণে যে সার্থকতা আছে, "অর্জ্জুন" নাম দিলে তা ব্যর্থ হ'ত।

*

"যাজ্ঞসেনী"র গোড়ায় নাটকের সমস্ত পাত্রই দ্রৌপদীকে কামনা করছে। এমন কি পরেও দ্রৌপদীকে জয় ক'রে দুর্য্যোধনাদি ফিরে আসছেন ভেবে ধৃতরাষ্ট্র পর্য্যন্ত আনন্দে অধীর হয়ে উঠছেন—তৃতীয় অঙ্কেও এই দৃশ্য দেখি। এবং শেষ দৃশ্যে দেখি অর্জ্জুন প্রভৃতি মূক, অসহায় দর্শকমাত্র—দ্রৌপদীর দিকেই সকলের দৃষ্টি প্রসারিত। দ্রৌপদীর অপমানের মধ্যে কুরুকুলের ধ্বংসের পূর্ব্বাভাস এবং দ্রৌপদীর সাহায্যেই পাণ্ডবের দাসত্ব মোচন ও পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ হ'ল। এ নাটকের "যাজ্ঞসেনী" ছাড়া আর কোনরকম নামকরণ হ'তে পারে না।

*

'চন্দ্রশেখর' একটি ভুল কথা ব'লে ফেলে কেবল জিদ বজায় রাখবার জন্যেই অর্জ্জুনের নাম তুলে আবার একটি নতুন ভুলের সৃষ্টি করেছেন। অর্জ্জুন 'মহাভারতে'র যে স্থানই অধিকার করে থাকুন, "যাজ্ঞসেনী" নাটকে তিনি সর্ব্বপ্রধান চরিত্র নন। এখানে সর্ব্বপ্রধান হচ্ছেন দ্রৌপদীই। এই সহজ সত্যটাই 'চন্দ্রশেখর' যদি অস্বীকার করেন, তাহ'লে তাঁর সঙ্গে আর আলোচনা চলে না। বার বার তাঁর বালকোচিত ও হাস্যকর যুক্তির জবাব দেবার ধৈর্য্য ও স্থানও আমাদের নেই।

*

আমরা কবে "যাজ্ঞসেনী"র নাটক সমালোচনা করব, তাই ভেবে 'চন্দ্রশেখর' অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন দেখছি। তাঁর কৌতূহল নিবারণের জন্যে ব'লে রাখি, আসচে হপ্তায় আমরা সমালোচকরূপে সুপরিচিত কোন বিশিষ্ট লেখকের "যাজ্ঞসেনী" সম্বন্ধে একটি সমালোচনা প্রকাশ করব। তার পরের সংখ্যায় আমাদের শেষ মতামত ব'লে আমরা এই আলোচনা বন্ধ করতে চাই। আমাদের সেই মতামতেই 'চন্দ্রশেখর' জানতে পারবেন, "নাটকত্ব বলতে আমরা কি বুঝি এবং "যাজ্ঞসেনী"র মধ্যে কোথায় ও কি ভাবে সে নাটকত্বের বিকাশ হয়েচে।" "আত্মশক্তি"তে 'যাজ্ঞসেনী'র যে 'সমালোচনা' (?) বেরিয়েছে তা প'ড়ে আপাততঃ আমরা এইটুকুই খালি বুঝতে পেরেছি, সরল রেখার বক্রতা প্রমাণিত করবার জন্যে মানুষের রোখ সময়ে সময়ে কতখানি অপরিমিত হয়ে উঠতে পারে!

*

গত রবিবারে আমরা নিমন্ত্রিত হয়ে "ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টসে"র 'ষ্টুডিও'তে গিয়েছিলুম,—চলচ্চিত্রে "নিষিদ্ধ ফল" দেখবার জন্যে। "নিষিদ্ধ ফল" হচ্ছে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত গল্প। এবং এটিকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করেছেন "কিনেমা আর্টসে"র প্রয়োগকর্ত্তা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ।

*

ছবিখানি চমৎকার হয়েছে। "ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টসে"র আর যে-সব ছবি আমরা দেখেছি, তার কোনখানিতেই আলোকচিত্রকরের নৈপুণ্য এতটা উন্নত হয় নি। এজন্যে "নিষিদ্ধ ফলে"র আলোক-চিত্রকর শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সান্যাল যথেষ্ট প্রশংসার দাবি করতে পারেন।

*

বাজারে দু রকম ছবি দেখা যায়। একরকম ছবি—যার মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবেই কোন বিশিষ্ট নট বা নটীর অভিনয় প্রধান হয়ে ওঠে। আর একরকম ছবি—যার মধ্যে সমষ্টিগত ভাবে সমস্ত নট-নটীরই অভিনয়ের লীলা দেখা যায়। "নিষিদ্ধ ফল" ছবিখানি শেষোক্ত শ্রেণীর।

*

এই ছবিখানিকে সফলতায় সুন্দর ক'রে তোলবার জন্যে প্রত্যেক নট ও নটী ছোট-বড়-মাঝারি ভূমিকায় যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। এইজন্যে তাঁদের একজনকে রেখে আর একজনের নাম করা চলে না। এবং এ-শ্রেণীর চিত্রের জন্যে প্রয়োগকর্ত্তার যেটুকু বাহাদুরি থাকা দরকার, "নিষিদ্ধ ফলে" তার অভাব নেই।

*

ছবিখানির মধ্যে গাম্ভীর্য্যের আওতায় যে নির্ম্মল কৌতুকরসের নির্ঝর আছে, তা আবালবৃদ্ধবনিতার উপভোগ্য হবে। প্রভাতবাবুর গল্পের মত, ছবিখানিও এত-বেশী চিত্তাকর্ষক হয়েছে যে, আগাগোড়া আমাদের আগ্রহে একটুও মন্দা পড়ে নি। শেষাংশের অসাধারণ উত্তেজনা ছবির আখ্যান-বস্তুটিকে যার-পর নাই জমিয়ে তুলেছে। আসচে শনিবার থেকে ক্রাউন সিনেমায় মাত্র এক সপ্তাহ "নিষিদ্ধ ফল" দেখানো হবে। যাঁরা খাঁটি

জিনিষ উপভোগ করতে চান, তাঁরা এ সুযোগ অবহেলা করলে নিশ্চয়ই ঠকবেন।

*

"নিষিদ্ধ ফলে"র প্রধান প্রধান ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (বিলাতে ও কলিকাতায় 'গডেস' নাটকে অভিনয় ক'রে যিনি বিখ্যাত), শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ (নন্তবাবু), শ্রীমতী নিভাননী, শ্রীমতী রেণুবালা ও শ্রীমতী সুকৃতি দেবী প্রভৃতি অবতীর্ণ হয়েছেন। একটি ছোট্ট মেয়েও চমৎকার অভিনয় করে. তার নাম জানি না।

*

আসছে শনিবারে নাট্যমন্দিরে অভিনয়-বৈচিত্রের যে অপূর্ব্ব আয়োজন (বিজ্ঞাপন দেখুন) করা হয়েছে, সকলেই তার রসাস্বাদন ক'রে পরিতৃপ্ত হবেন ব'লেই মনে করি।

*

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী উপর-উপরি দুই রাত্রি "সীতা"য় রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আমরা এখনো অভিনয় দেখিনি।

*

নাট্যমন্দিরে আবার নূতন নাটক দেখব কবে? সেখানে পুরাতনের প্রতিধ্বনি আর যে ভালো লাগে না। কোথায় গেল "দেবী-চন্দ্রগুপ্ত"? অন্তত পক্ষে "নূরজাহান"?

*

মিনার্ভায় "তুলসীদাসে" শ্রীমতী নগেন্দ্রবালার অভিনয় দেখলুম। সুন্দর, অতি সুন্দর!

*

রাস্তার মোড়ে মোড়ে বড় বড় হরপে ছাপা এক আড়ে-ছোট লম্বে-বড় প্রাচীরপত্রে দেখলুম—"ষ্টারে শ্রীমতী কঙ্কাবতী সাহু বি-এ"! ব্যাপার কি? কে ইনি? এতদিন কোথায় ছিলেন? আমরা ঐ নামের এক স্ত্রীলোকের এক অতি-সাধারণ ইতিহাস জানি, ইনি কি তিনিই? এ-সব প্রশ্নের কে উত্তর দেবে?

*

কলিকাতার কোন রঙ্গালয়ে ঘরোয়া যুদ্ধ বেধেছে। ঘর না ভাঙলেই ভালো। এবং ঘর যদি ভাঙে তাহ'লে হয়তো শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়েরই পোয়া বারো হবে। রামের দীর্ঘশ্বাস, শ্যামের অট্টহাস।

*

আপাততঃ দেশের যা হালচাল, নূতন রঙ্গালয় আর বাঙালীর ধাতে সইবে ব'লে মনে হয় না। পারেন তো, উন্নতির গুণে পুরাতনকেই নূতন ক'রে তুলুন,—নূতনের ভিতরে অপরিবর্ত্তিত পুরাতনকেই আবার আমরা ফিরিয়ে চাই না।

*

বরং 'সিনসিনারী' বাদ দিয়ে নূতন ভাবে যদি কেউ উন্নততর যাত্রার আধুনিক কালের উপযোগী নিয়মিত আসর বসাতে পারেন, আমরা তাঁদের দলে আছি। গড্ডরিকা-প্রবাহ বন্ধ হোক্! এবং আমাদের বিশ্বাস, পরিচালকদের মস্তিষ্ক ও দেশকালপাত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে সে অনুষ্ঠানে দর্শকের অভাব হবে না। ভবিষ্যতে এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

*

বাদরপুরের "দি ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন" দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে সাহায্যের জন্যে সংপ্রতি "যোড়শী" ও "আলমগীর" অভিনয় করেছেন। শ্রীযুক্ত বি, কে, দত্ত; এন, ঘোষ; জে, ফ্রান্সিস; এ, কে, সেন; ও এন, এন, কর প্রভৃতি অভিনয় করেছিলেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকটে পাঠানো হয়েছে। এ-রকম অনুষ্ঠান সর্ব্বদাই উৎসাহলাভের যোগ্য।

*

গত সপ্তাহে প্রকাশিত "অতি-আধুনিক সাহিত্য-সেবা" নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুখানি পত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। আসছে বারে তা প্রকাশ করা হবে।

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

আমরা এ সপ্তাহে পিকচার হাউস্, পিক্‌চার প্যালেস্, ভ্যারায়েটিজ, গ্লোব, পার্ল এই কয় জায়গার সব ছবিই দেখে এসেছি। তার মধ্যে সব চেয়ে ভালো ভ্যারেয়েটিজের 'জাঁকজমকশীল বার্ডেলিস্' (Bardelys the Magnificent)। নায়িকা ও নায়কের অংশে প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ইলিনর বোর্ডম্যান ও প্রসিদ্ধ অভিনেতা জন্ গিল্‌বার্ট অতি সুন্দর অভিনয় করেছেন। জন গিলবার্ট ব্যক্তিগত জীবনে যেমন চঞ্চল, চিত্রনাট্যেও তাই। কিন্তু এই চাঞ্চল্য দরকার হ'লে কাঠিন্য ও বীরত্বে পরিণত হোয়ে জয়লাভ কোরতে পারে। প্রেমিকের চরিত্রে শ্রীযুক্ত গিলবার্টকে সব রকমেই মানায়।

*

পার্লের 'প্রেমের জোয়ার' (Tide of Passion) নামক ছবিতে নামজাদা অভিনেতা অভিনেত্রী কেউ নামেন্ নি। তবে নায়িকার অংশে অবতীর্ণা মে মার্শের একদিন খুব নাম ছিলো—আজ আর তা নেই। চিত্রজগতে খ্যাতি এমনিই চপল। কিন্তু সমগ্র ছবিটির মধ্যে সব চেয়ে ভালো অভিনয় করেছেন সহনায়িকার অংশে শ্রীমতী ল্যাস্‌কা উইন্‌টর। তাঁর জন্যেই ছবিটির আখ্যান টিঁকেছে। এই চিত্রনাট্যের গল্পটি ভালো লাগ্‌লো। সংক্ষেপে তা ব'ল্‌ছি।

*

দি ইণ্ডিয়ান নিডিং এণ্ড টেলারিং স্কুল

স্থাপিত ১৯২০ সাল

আধুনিক লণ্ডনের নিয়মে (বাংলা ও ইংরেজ ভাষায়) সকল প্রকার জামার ছাটকাট ও সেলাই এবং মোজা বোনা শিক্ষা দেওয়া হয়। কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন বা চাকর হার সামান্য মাত্র। সাক্ষাতে বা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাওয়া যায়।—

সেক্রেটারী মিঃ জে, এম, দে
ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এণ্ড কাটার, কমলালয়।
৩নং শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জেলেদের মেয়ে চ্যারিটি বাইস্ট্রিটকে জেলেদের ছেলে জোন্‌স ভালোবাস্‌তো কিন্তু চ্যারিটি মোহমুগ্ধ হোয়ে উইলিয়াম পেন্‌ল্যাণ্ড নামক একজন সৈনিককে বিয়ে ক'র্‌লে। তার অন্যত্র যাবার হুকুম হোলো, চ্যারিটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে সামরিক কাজে স্থানান্তরে গেলো। পেন্‌ল্যাণ্ড কিন্তু কলকাতা, লণ্ডন, আর মণ্টি কার্লোতে অন্য স্ত্রীলোকদের নিয়ে আনন্দ ক'র্‌তে লাগ্‌লো—সাত বছর আর ঘরমুখো হোলেন না।

*

কিছুদিন পরে তার চ্যারিটির কাছে ফের্‌বার মন হোলো আর ষ্টীমারে চ'ড়ে সে গুহাভিমুখী হোলো। ষ্টীমারে কোনো নারীর সঙ্গে রসিকতা করায়, ষ্টীমারের শুকানি তাকে জলে ফেলে দিলে। সে ভাস্‌তে ভাস্‌তে চ্যারিটির ঘরের অনতিদূরের সমুদ্রকূলে এসে লাগে আর মড়ার মতো প'ড়ে থাকে। হাগার নাম্নী একটি মাতৃপিতৃহীনা বালিকা তাকে দেখ্‌তে পেয়ে নিয়ে যায় ও শুশ্রূষা ক'রে বাঁচায়। তারপর পেন্‌ল্যাণ্ড হাগারকে বিয়ে করে।

*

হঠাৎ পেন্‌ল্যাণ্ড হাগারকে ব'ল্লে তার আগের বিয়ে আছ, সেই বিয়েই ঠিক, এই দ্বিতীয় বার বিবাহ বে-আইনী এবং সে তার প্রথমা স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবে। এই শুনে হাগার তাকে একটা দ্বীপে রেখে এলো—আট দিন সে সেখানে অনাহারে কাটালে। যখন হাগার তাকে ফিরিয়ে আন্‌লে তখন সে মর' মর'। জোন্‌স দেখে গেছ্‌লো যে হাগার ও পেন্‌ল্যাণ্ড বিবাহিত এবং তাদের বাড়ী। সে চ্যারিটিকে খবর দিতে, সে জোন্‌সের সঙ্গে হাগারের বাড়ীতে এসে প'ড়েছিল। 'চ্যারিটি' বোলে একবার ডেকে আর চ্যারিটির দিকে চেয়ে পেন্‌ল্যাণ্ড কিছু পরেই মারা গেলো।

*

চ্যারিটি কর্ত্তব্য ও হিংসার দ্বন্দ্বে আলোড়িত হোয়ে শেষে হাগারকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলো। কিন্তু তার ওখানে গিয়েই হাগারের একটি ছেলে হোলো—তখন চ্যারিটির গাঁয়ের লোক স্বামীহীন নারীকে সন্তানের মাতা হোতে দেখে ভারি গোলমাল ক'র্‌তে লাগ্‌ল আর চ্যারিটিকে বোল্‌লে "ওকে আমাদের দাও, আমরা ঠেঙিয়ে বিদায় করি।'

*

হাগারের ছেলেকে চ্যারিটি ভালোবাস্‌তো, কিন্তু হাগার চ'টে যেতো চ্যারিটি তার ছেলেকে ছুঁলে। এই সব কারণে চ্যারিটি রেগে হাগারকে গাঁয়ের লোকদের কাছে ধ'রে দিলে। হাগারের কোন পরিচয় সে আগে তাদের কাছে দেয়নি। গাঁয়ের লোকরা কিন্তু যখন হাগারের গায়ে হাত তুল্‌তে গেলো, চ্যারিটি তাকে উদ্ধার কোরে নিয়ে এলো—তার পরিচয় দিলে।

*

হাগার চ্যারিটির দয়ায় কৃতজ্ঞ হোলেও, লজ্জিত হোলো আর লজ্জায় সমুদ্রে ডুবে ম'র্‌তে গেলো। চিঠি লিখে রেখে গেলো, এই ছেলে তোমাকে দিয়ে আমি ম'র্‌তে চল্লুম—আমি দুষ্ট, আমার বাঁচা উচিত নয়—আমি অনেক অন্যায় ক'রেছি, আমার থেকে কি হবে?

*

চ্যারিটি হঠাৎ চিঠি প'ড়ে তাকে সাগর-গর্ভ থেকে উদ্ধার ক'র্‌লে—সে কিছুতেই আস্‌তে চায় না. চ্যারিটি আদর কোরে চুমু খেয়ে তার গলা জড়িয়ে বল্‌লে—"এসো ভাই; ঘরে এসো; আমরা দু'জনেই যে ঐ ছেলের মা, আমরা দু'জনেই ওকে মানুষ কোর্‌বো।" হাগার বল্‌লে, "দিদি আমি ক'রেছি বরাবর অন্যায়, আর তুমি দিয়েছ বরাবর স্নেহ, তোমার স্নেহে আমার 'কু' সব নষ্ট হ'য়ে গেলো।

*

দুজনে বাড়ী ফিরে এলো। এসে জোন্‌সকে চ্যারিটি বিয়ে ক'রলে—হাগারও বিয়ে ক'র্‌লে তার পূর্ব্ব-প্রণয়ী এ্যালিক্‌কে। দুজনের সুখে দিন যেতে লাগ্‌লো—আমার কথাটি ফুরোলো।

*

'বিসর্জ্জন' চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হোলো 'Sacrifice' নাম দিয়ে। লণ্ডনে লর্ড হার্ডিঞ্জ, সারজন সাইমন, কুচবিহারের মহারাজা প্রভৃতিকে তা' দেখানো হোয়েছে।

—গি—

শিল্পীর জীবন

—:০:—

ইসাডোরা ডানকানের "My Life" বেরিয়েছে। আমরা এর আগে বারকয়েক ইসাডোরা ডানকানের কথা, মতামত ও জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছি। ইসাডোরা ডানকান না থাক্‌লে প্রতীচ্যে আজ 'ক্লাসিক্যাল' নৃত্যের নবজন্ম কেউ দেখত না। আধুনিক পাশ্চাত্য নৃত্যে তাঁর প্রভাব সর্ব্বত্র। আমরা তাঁর আত্মচরিতের অংশবিশেষ উদ্ধার করলুম।

ইসাডোরা ডানকান জাতে আমেরিকান।

তাঁর মা ছিলেন 'আইরিস ক্যাথলিক'। তাঁর স্বামীকে সাধুর চেয়ে নিম্নস্তরের জীব দেখে তিনি নাস্তিক হয়ে পড়েছিলেন।

ইসাডোরা 'সান্টা ক্লস'কে না মানতে রাজি হননি ব'লে মায়ের হুকুমে তাঁকে শিশু-বয়সে ইস্কুলের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

ইস্কুল থেকে ফিরে এলে পর মা তাঁকে শেখালেন, "দুনিয়ায় না আছে সান্টা

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

ক্রস, না আছে ঈশ্বর। কেবল তোমার আত্মাই তোমাকে সাহায্য করতে পারে।"

বারো বছর বয়সেই মায়ের শিক্ষায় ইসাডোরা সব-বিষয়ে গোঁড়ামি ছেড়ে দিয়ে একেবারে স্বাধীন হয়ে উঠলেন।

তিনি লিখেছেন: "আমি বিয়ের আইন-কানুন শুনলুম। নারীর দাসীত্বের পরিচয় পেয়ে রেগে আমি আগুন হয়ে উঠলুম। বিবাহিত স্ত্রীলোকদের মুখের পানে চেয়ে আমি দেখতে পেলুম, তাদের উপরে যেন কোন পিশাচের ছোঁয়াচ লেগে রয়েছে। তখনি প্রতিজ্ঞা করলুম, আমি কখনো এমন হীন দশায় পড়ব না!"

লোকে যা ভালো তিনি তা খারাপ এবং লোকে যা মন্দ তিনি তা ভালো বলতেন! এই ছিল ইসাডোরার মূলমন্ত্র।

বালিকা-বয়স থেকেই ইসাডোরা আপন পরিবারের মধ্যে ছিলেন সব-চেয়ে সাহসী। তিনি দুঃখর ঘরে লালিত হয়ে ছিলেন। কিন্তু বালিকা-বয়সেই তাঁর মা তাঁকে এক ভীষণ-প্রকৃতির কশাইয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন, দাম না দিয়ে মাংস কেনবার জন্যে। এবং জিভের জোরে ইসাডোরা সে কাজে অক্ষম হন নি। এ সাহস তাঁর বরাবরই ছিল।

তিনি নাচ শিখলেন। কিন্তু আমেরিকায় তাঁর নাচ দেখবার লোক জুটল না। ইসাডোরা তখন তাঁর মা আর পরিবারের অন্য সবাইকে নিয়ে ইংলণ্ডে এসে হাজির হলেন।

কাছে টাকা নেই, ইসাডোরা তবু একখানা বাড়ী ভাড়া করলেন। কিন্তু যথাসময়ে বাড়ীওয়ালীর দ্বারা বিতাড়িত হয়ে, সপরিবারে কোম্পানীর বাগানের বেঞ্চে শুয়ে রাতের পর রাত এবং যাদুঘর প্রভৃতি দেখে দিনের পর দিন কাটাতে লাগলেন—মনের খুসিতে।

ইতিমধ্যে একদিন তাঁরা এক মস্ত-বড় হোটেলেও আস্তানা গাড়তে ভুলেন নি। এবং হোটেলের পাওনা না মিটিয়েই স'রে পড়তেও ত্রুটি করেন নি!

শেষে কপাল ফিরল। এক আমেরিকান মহিলা তাঁর নাচ দেখে তাঁকে দেড়শো টাকা দিলেন। তাঁর ভাই বললেন, "এই টাকায় আমরা আগাম ভাড়া দিয়ে একখানা বাড়ী ঠিক করব। আর ছোটলোক বাড়ীওয়ালীর মুখনাড়া সইব না।"

এমনি বেদের মত জীবন যাপন করবার সময়েও ইসাডোরা নিজের ধর্ম্মকে ত্যাগ করেন নি। আর্টের ক্ষেত্রে তাঁর কাছে স্বর্ণগর্দ্দভের কোন আদর ছিল না।

একবার কোন জার্ম্মান ভদ্রলোক এসে তাঁকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে বললেন, তিনি যেন 'পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নগ্নপদ নর্ত্তকী'রূপে বার্লিণের কোন রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হন!

ইসাডোরা ঘৃণাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে রেগে, চেঁচিয়ে বললেন, "আমি য়ুরোপে এসেচি নাচের সাহায্যে ধর্ম্মকে পুনর্জন্ম দিতে,—গতির ভাবের ভিতর দিয়ে সৌন্দর্য্যের জ্ঞান আর মানব-দেহের পবিত্রতাকে ফিরিয়ে আনতে! আমি ঐ-সব উদরপ্রধান হেটো লোকের সান্ধ্যভোজন হজমের সুবিধার জন্যে নেচে মরতে মোটেই রাজি নই!"

তাঁর বিষম গর্ব্ব সময়ে সময়ে তরুণ শেলীকে মনে করিয়ে দেয়।

রাত্রে নাচের পরিশ্রমের পর বাড়ীতে ফিরে ইসাডোরা একপাত্র দুধ পাশে নিয়ে Kantএর "Critique of Pure Reason" পড়তে পড়তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। ঐ গ্রন্থ থেকেও তিনি নাকি নির্ম্মল সৌন্দর্য্যের প্রেরণা লাভ করতেন!

আত্মচরিতে তিনি অসঙ্কোচে তাঁর অসংখ্য প্রেমের কাহিনী প্রকাশ করেছেন। সমান গর্ব্বের সঙ্গে তিনি প্রেমের পর প্রেমে পড়েছেন—যেন কোন বিশেষ মতকে দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদ করবার জন্যই! বিবাহ হচ্ছে মহাপাপ!

কিন্তু তিনি বলেন, "আমি কোন দিন বিশ্বাসের অপমান করিনি! যাদের ভালো বেসেছি তারা যদি বিশ্বস্ত থাকত, তা'হলে বোধ হয় কারুকেই আমি ত্যাগ করতুম না! তাদের অনেককে আমি ত্যাগ করেচি এবং তার কারণ হচ্ছে পুরুষের ভ্রমর-প্রকৃতি বা নিয়তির নির্দ্দয়তা!"—

শেষ-বয়সে তাঁকে অনেক দুঃখ সইতে হয়েছে। যৌবন প্রায় গত হ'লে স্বাধীন প্রেমের সুযোগ ক'মে যাওয়ার জন্যেই বোধহয় ইসাডোরা বিবাহ করেন। কিন্তু স্বামীর অত্যাচারে আবার তিনি স্বাধীন হ'তে বাধ্য হন, এবং বলা বাহুল্য তাঁর নিজের প্রকৃতিও বিবাহিত জীবনের অনুকূল ছিল না।

আবার তিনি রঙ্গালয়ে দেখা দেন বটে, কিন্তু যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে খুব সম্ভব তাঁর নাচের মাধুর্য্যও বিদায় নিয়েছিল, কারণ আর তিনি আগেকার মতন আসর জমাতে পারেন নি।

শিল্পী-জীবনে এ কি কম অভিশাপের কথা! বারংবার হতাশ হ'য়ে একবার তিনি পাগলের মতন সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নি।

তাঁর মতে, দোকানে যদি বিষ-বড়ি মিলত, তা'হলে পৃথিবীর সমস্ত সুধী লোকই এক রাত্রের মধ্যে যাতনাজয়ী ও অদৃশ্য হয়ে যেত।

নিজের আর্টের ক্ষেত্রে ইসাডোরা ডানকান বোধ হয় সর্ব্বযুগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী। কিন্তু নিজের জীবনে তিনি মানুষকে ঠিক মানুষের মতন এবং দুনিয়ার বাস্তবতাকে ঠিক বাস্তবের মতন গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর দার্শনিকতাও সংসারের দার্শনিকতা নয়।

তিনি দেহে পরতেন প্রাচীন গ্রীসের পোষাক ও পায়ে পরতেন 'সাণ্ডাল'—বর্ত্তমান জগতেও তিনি যেন যুগধর্ম্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতেন।

তাঁর আত্মজীবনীও এত শীঘ্র না বেরুলেই ভালো হ'ত। কারণ যাদের কথা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন তাদের অনেকেই এখনো জীবিত। এবং এ গ্রন্থ পারিবারিক পাঠেরও উপযোগী নয়।

কিন্তু এ গ্রন্থে একটি মানুষের এমন সব মতামতের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে—কার্য্যক্ষেত্রে যা একেবারেই অসম্ভব।

তাঁর জীবন বা রচনার জন্যে নয়, ইসাডোরা ডানকানের প্রতিভা বেঁচে থাকবে তাঁর অনুপম নৃত্যকৌশলের জন্যে।

ইসাডোরার মৃত্যুও সাধারণ ভাবে হয় নি। মোটর দুর্ঘটনায় তিনি মারা পড়েন। তাঁর জীবনের একদিকে শোনা যায় ললিত কলার জয়জয়কার। তার অন্য দিকে ধ্বনিত হচ্ছে ট্রাজেডির করুণ কান্না!

এ কান্না মানুষের উদরের কান্না নয়—কলাবিদের মস্তিষ্কের কান্না!

রঙ্গালয়ে বাস্তবতা

(প্রথম প্রবন্ধ)

—:•:—

(শ্রীভারতকুমার বসু)

গ্রেটো কবিতা বা আর্টকে একটা পদ্ধতি বা কারণের মতন দেখেছেন, তার দ্বারা যার ভিতরে যা থাকেনা তাইই পাওয়া যায়! যখনি কোন শিল্পীর হাত রাশীকৃত উপাদানের উপর স্পর্শ করে, এবং তাকে আর্টে রূপান্তরিত করে, তখনি যা হয়, তা হচ্ছে সৃষ্টি!··· শিল্পী উক্ত উপাদানের মধ্যে কোন-কিছু সৃষ্টি ক'রেন! সৃষ্টিতেই জীবনের সূচনা! আর্টকে তা হ'লে জীবন-রূপে কল্পনা ক'রলে ক্ষতি হয় না।

মানুষের আত্মা যেমন মানুষের দেহের মধ্যে অবস্থান করে, তেমনি একটি সচল প্রকৃতিও তার দেহ খুঁজে বেড়ায়—তার মধ্যে থাকবার জন্য। যখন সে তা পায়, তখনি আর্টের কীর্ত্তি সার্থকতায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

এই পৃথিবীর বিভিন্ন চরিত্র ও তাদের সম্বন্ধের মধ্য থেকে ওই প্রকৃতি কতকগুলিকে বেছে নেয়, তারপর তাদের মধ্যে সারত্ব প্রদান করে। আর্ট—জীবনের এক ভাগের অভিজ্ঞতাকে অপর ভাগের অভিজ্ঞতায় পরিবর্ত্তিত ক'রতে পারে! লিভরনো-র তীরে শেলী একদিন যে তরঙ্গ-ঝঙ্কার, সুদূর সাগর-রেখা এবং সৈকত-শৈলের উপরে আলোক-রশ্মি লক্ষ্য ক'রেছিলেন, তা তিনি তাঁর কবিতার আর্টের মধ্যে রূপান্তরিত ক'রেছিলেন। আবার তাঁরই এই অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল আর এক ভিন্ন রূপের মধ্যে! প্যালাডিয়োর নৈতিক চিন্তা, ও তাঁর আত্মশাসন এবং ব্যবহারের অভিপ্রায় ও সামাজিক উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাঁর যা চর্চ্চা ছিল, তার স্মৃতি আজও জেগে আছে—ভিকেঞ্জার মিউনিসিপ্যাল্ প্যালেসের সামনে···হয় ত প্যালাডিয়োর সৃষ্টি দেখেই ভারুজিলের অভিজ্ঞতা হ'য়েছিল যে, প্যালাডিয়ো তাঁর আর্টের মধ্যে কতখানি জীবন দান ক'রতে পারেন!...

তাহ'লে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, আর্ট হচ্ছে, হয় আর্ট-ই ও জীবন্ত, আর নয়, তা একেবারেই আর্ট নয় এবং প্রাণহীন!···

প্রত্যেক প্রাণযুক্ত বস্তু হচ্ছে অঙ্গের দ্বারা সমন্বিত! মানুষের দেহ হচ্ছে আপনাতে আপনি পূর্ণ! এ কেবল সেই জিনিষটিই গ্রহণ করে, যার দ্বারা এর স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষণ হয়! যতক্ষণ পর্য্যন্ত ওই জিনিষটি সরলতার কাজ করবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই দেহ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ প্রত্যেক বস্তুকে প্রত্যাখ্যান ক'রবে।

ঠিক এই রকম, দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ! এবং প্রত্যেকটিতে আছে তার আপন ক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য!···

আঙ্গিক সমন্বয়েই একটা তরু হয় যথার্থ তরু! বরাবর তার থাকে একটা নিজস্ব চরিত্র ও প্রকৃতি!···ঠিক এই ভাবেই একটা আর্টের কীর্ত্তি হচ্ছে আপনাতে-আপনি-সম্পন্ন, আর তা সজীব হ'য়ে থাকে বরাবরের জন্যে!

এই থেকে এইটুকু সত্য উপলব্ধি হয় যে, যাঁরা খাঁটি শিল্পী, তাঁরা মনে মনে জানেন, আর্ট কখনো উপকরণের অধীনতা স্বীকার করে না! এবং তা বাইরের যে-কোন বস্তু হ'তে সম্পূর্ণ স্বাধীন!...

কিন্তু মানুষের একটা দেহ, ফুস্‌ফুসের মত একটা যন্ত্র এবং একটা তরু আপনাতে-আপনি-সার্থক হ'লেও, এদের যে সমস্ত কেন্দ্র এদের চারিদিকে থাকে, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ-বদ্ধ! কোন বস্তুই আপনাতে-আপনি সার্থক না হ'লে এবং পারিপার্শ্বিক বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ-বদ্ধ না হ'লে, জীবন্ত হয় না!

এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়—রূপ ও রীতির দিক দিয়ে!—অনুরূপতার দিক দিয়ে নয়!···প্রকৃতির পূর্ণতা অথবা ক্ষুণ্ণতা অনুযায়ী একটি গাছকে সুন্দর অথবা অ-সুন্দর বলা যায়, কারণ, অন্য কোন বস্তুর চরিত্র তার মধ্যে নেই! যদি একটা মানুষের দেহের মধ্যে—তরু, তারকা, অশ্ব, বর্শা, অথবা ঢালের অনুরূপতা প্রকাশ পায়, তা হ'লে সেই দেহকে কখনই সফল সৃষ্টি বলা যেতে পারে না! ঠিক এই কারণেই, যদি একটা আর্টের কীর্ত্তির মধ্যে বাইরেকার কোন জিনিষের ছাপ থাকে, তা হ'লে সেই কীর্ত্তিকে সুষ্ঠু বলা যায় না!...

চিত্র-শিল্পের একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক্।

যদি কেউ সাগরের ছবি আঁকেন, তাহ'লে তিনি চোখের সামনে সে-দৃশ্যকে খুব কাছেও আনতে পারেন, অথবা দূরেও নিয়ে যেতে পারেন। Creteএর-গড়া অর্দ্ধমূর্ত্তির ভাস্কর্য্যের মত ঢেউগুলিকে তিনি সচল একটা রেখায় আঁকতে পারেন। অথবা Hokusaiএর মত এগুলিকে তিনি শক্তি পূর্ণ থাবা-তোলা ভঙ্গীতে এগিয়ে-আসার বিপুল রূপে ব্যক্ত ক'রতে পারেন! অথবা তিনি Botticelliর মত ঢেউগুলিকে প্রদীপ্ত স্থানে লীলায়িত বিবর্ণ মূর্ত্তিতে ফোটাতে পারেন, যাতে মনে হবে যে, এই ঢেউ যেন দুনিয়ায় কেউ কোনদিন দেখেনি,—কিন্তু তা যেন তাদের কাছে দেখা-অদেখার বাইরেকার স্বপ্নের বস্তুর মত হ'য়ে আছে!···

উইনস্লো হোমারের মত চিত্রকর ঢেউগুলিকে একটা নাটকের, একটা বিয়োগান্ত অবাস্তবতার রূপেও আঁকতে পারেন। তাতে মনে হবে, যেন ওটা জলের সাগর মোটেই নয়,—কিন্তু স্থান ও কালের মধ্যে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বিরাট একটা হুড়াহুড়ি!...

মি. Walter Doughertyর মত তিনি সাগরকে একটা পরিচিত ব্যাপ্তির মধ্যে ফেলতে পারেন, যার মধ্যে শুধু সাগরের প্রকৃতি ও সাগরের নিকট-রূপটা ফুটে উঠবে!···

উপরোক্ত প্রত্যেকবারেই শিল্পীর আঁকা এই ছবির—সাগরের অনুরূপতা অথবা ফটোগ্রাফির সাদৃশ্যের দিক দিয়ে—বিচার হবে না। চিত্রকর তাঁর নিজের শক্তির উপর নির্ভর ক'রে, তাঁর অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা অনুযায়ী সাগরের বাস্তব রূপটা দেবার চেষ্টা ক'রেছেন। সুতরাং তাঁর ছবিটী তাঁর উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিচার করা চাই! ছবির মধ্যে জাহাজ থেকে আরম্ভ ক'রে ঢেউগুলি পর্য্যন্তও লক্ষ্য ক'রতে হবে। কেবল অনুরূপতার দিক দিয়ে তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিচার ক'রতে হবে। বাইরেকার কোন জিনিষের দিক দিয়েই এই ছবির বিচার চ'লবে না! যদি তা চলে (মিঃ Doughertyর মত), তাহ'লে তার কারণ হচ্ছে এই যে, ঐ ছবির মধ্যে অনুরূপতাকে নিশ্চয়ই চিত্র-অঙ্কনের একটা অংশ-রূপে ধরা হ'য়েছিল!··· সঙ্গীত এবং স্থাপত্য হচ্ছে আর্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ! আর তা বাইরেকার কোন জিনিষেরই অধীন নয়! এই কারণেই, একটি আর্টের কীর্ত্তি ও তার উপকরণ নিয়ে যদি কোন দিন কোন গোলযোগ বাধে, তা তখনি মিটে যায়। সেই স্বরসঙ্গতি কোন কালে উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা পায় না, যা ঠিক কোকিলের ডাকের মত শুনতে লাগে, আর যাতে মনে হয়, এর মধ্যে যেন একটা ঘড়ি টিক্ টিক্ ক'রছে আর ক'রছে!···স্থাপত্যের যে-নক্সার মধ্যে পাহাড় চাঁদ, পেয়ালা অথবা লক্ষমান হরিণের অনুরূপতা থাকে, সে-নক্সা একেবারে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনা হয় না।

চিত্র-শিল্পের দিক দিয়ে, Duccio এবং তাঁর গৌরব-যুক্ত সূক্ষ্ম আর্টের একটা বিশিষ্ট যুগের উদয় হয়েছিল। টিসিয়ানের অলঙ্কৃত পার্থিব বাস্তবতার এবং র‍্যাফেলের আঁকা মানব-চিত্রের গম্ভময় সারল্যেরও উপযোগী বিশিষ্ট যুগও এক সময় ছিল!

এমন কাল গেছে ছবির মধ্যে এল্-গ্রেকোর সংমার্জ্জনা এবং তাঁর 'অনুরাগ-ভরা উৎপীড়ন' দেখবার জন্য অনেকেরই রুচি ছিল। এক সময়ে Rembrandt-এর আঁকা পৃথিবীর আলোক-স্ফুরণের চমৎকার ছবি দেখবার লোকেরও অভাব হয়নি।

ভাস্কর্য্যের মধ্যে গোথিক্ পূজারীদের মূর্ত্তি পাওয়া যায়। পা তাদের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের চেয়ে দ্বিগুণ বড়। তা কিন্তু অনুভূতিকে আঘাত করে না। তা দেখে মনে হয়, যেন ওই অস্বাভাবিকতা ওই মূর্ত্তির পরমানন্দই প্রকাশ ক'রছে! আর সেই দেহের সঙ্গে শরীর-সংস্থান-বিষয়ক ফটোগ্রাফির কোন সম্বন্ধ নেই!

বাস্তব যুগেরও অভাব হয় নি। পূর্ব্বে ইজিপ্‌সিয়ানরা মূর্ত্তির মুখে বাদামের মত চোখ দু'খানা টেনে দিত। কারণ, তারা তার চেয়ে ভালো ক'রে গ'ড়তে জানত না। কিন্তু Pericles এর সময়ে ঠিক স্বাভাবিক ভাবে মূর্ত্তি খোদাই হ'তে আরম্ভ হ'লো। সেই সময়েই ভাস্কর্য্য তার প্রকৃত গৌরবের চরমে উঠলো। কি চিত্র-শিল্প, কি মূর্ত্তি-শিল্প,—দুয়ের মধ্যেই আছে

একটি কল্পনা, একটা শিক্ষা এবং একটা যুক্তি—যাদের দ্বারা ইচ্ছা প্রকাশ পেতে পারে! এ ছাড়া অপর কিছুর দ্বারাই শেষোক্ত বস্তু দুটির প্রকাশ ও বিচার হ'তে পারে না!···আমাদের পিতৃপুরুষদের আমলে সাহিত্যক্ষেত্রে যে হুবহু সত্যের ভাণ আমাদের যুগেও একটা বিশ্রী এবং প্রতিকূল মিথ্যা এনে দিয়েছে, তা তখন আর্টের মধ্যে স্বাভাবিকতার দিক দিয়ে একটা যেন বাতিকের মত ছিল! একটা সুশৃঙ্খল বাগান তাই ভেঙে-চুরে গিয়ে দাঁড়াতো এক মহা বিশৃঙ্খলার মধ্যে। আর্টের মধ্যে র‍্যোমান্টীক ঘটনা তখন মানুষের প্রাণের পরিচয় দিত। ছবি আঁকা হ'তো—কাহিনী বলবার জন্যে,—আর্টের জন্যে নয়!···কবিতাকে মনে করা হ'তো—কলাকৌশলশূন্যের মত, নিষ্পাপ ভগবানের এবং রহস্যের সন্তানের মত।

কিন্তু আজকাল কবিতা ও চিত্রাঙ্কনের জন্য নূতন নূতন দল ও আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করছে। এবং তা পূর্ব্বেকার আর্টের উক্ত নিয়মাবলী একেবারে ব'দ্‌লে দিয়েছে! আধুনিক বহু প্রকারের চিত্রশিল্প,—পৃথিবীর যে কোন বস্তুর যতটুকুই অনুরূপতা ফোটাক না কেন, আদর্শের স্বাধীনতার দিক দিয়ে, একটু জোর ক'রেই আর্টের প্রতি তাদের দাবী করে। আজকাল রাশি রাশি এমন কবিতা আছে, যা কেবল ছন্দসার ও কথার মারপ্যাঁচে ভরা।

কিন্তু রঙ্গালয়ের আর্টের গতি হয়েছে আরো মন্থর। ইংলণ্ডের বাইরেকার য়ুরোপে এই নিয়ে অনেক দলাদলি এবং ভাবের ও ভঙ্গীর বৈচিত্র আছে।

আমেরিকায় রঙ্গালয়ের প্রধান দেহটীই হচ্ছে স্বাভাবিকতায় গড়া। তার ভিত্তি হচ্ছে—সাদৃশ্য, পুনরঙ্কন ও ফটোগ্রাফি! সেখানে বাস্তবতার রাজ্য!

এ কথা ব'লে বাস্তবতাকে আক্রমণ করা হয় না। আর্ট ও প্রকৃতির, প্রত্যেক আকারের মতন, বাস্তবতারও জন্ম হয়, কারণ তা এমন-কিছুকে প্রকাশ করতে চায়, যা প্রকাশিতব্য।

বাস্তবতা হচ্ছে কবিতার নিয়মাবলী হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র! এর মধ্যে শিল্পীর প্রকাশের ইচ্ছা অনুযায়ী কেবল বাইরেকার জিনিষই ফুটবে, যা লোকে কান দিয়ে শুনতে পাবে আর চোখ দিয়ে দেখতে পাবে! কিন্তু কাব্যের পদ্ধতিতে কলাবিদ পান অখণ্ড স্বাধীনতা। যা কেউ দেখে নি, কেউ শোনেনি, যা একেবারেই আজগুবি, কাব্য-রাজ্যের কলাবিদ তাকেও অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন, যদি সে সেই জিনিষটিকে প্রকাশ করে, যা প্রার্থনীয়।

···বাস্তবতা যে প্রাণের সাড়া দেয়, একথাটা আগেকার যুগে এমন একটা বিশ্রী জিনিষ ছিল যে, তখন কেউই তা হজম করতে পারতো না। আর সেই জন্যেই বোধ হয় এই পর্য্যন্তও এই প্রাণের অস্তিত্ব অনুভূত হচ্ছে না! আর্টের অপরাপর ধারার মত বাস্তবতাও এর উপকরণের মধ্যে সেই পরিকল্পনা নির্ব্বাচন করে ও সাজিয়ে রাখে, যা একে (বাস্তবতাকে) পৃথিবীর ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা থেকে অক্ষুণ্ণ ক'রে রাখবে। কাহিনীর মধ্যে বাহ্যিক সম্ভবতাই বাস্তবতার ধারার মধ্যে ঠাঁই পায়! বাস্তবতাকে চেনবার এ ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই!·····

বার্ণাড শ' দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের যে কাহিনী লেখেন, তা কল্পনায়-ভরা, তীব্র এবং কবিত্বপূর্ণ! শেখভের "Cherry Orchard"ও তাই! ···ওই লেখার মধ্যে যে প্রাণ ও জীবনের সাড়া আছে, তা সেক্সপীয়ারের লেখার মত সজীব নয়। কিন্তু তা যেন স্পর্শ-দ্বারা-অনুভবনীয় একটী কবিতা, যা বৃষ্টিরধারার মত, তরুর শ্যামলতার মত এবং রাত্রির স্বপ্নের মত আমাদের মধ্যে তরুণতায় জেগে থাকে!

বাস্তবতাকে আমরা আক্রমণ কর'ছি না। আমরা ব'লতেও চাই না যে আর্টের একটী ধারা অপরটীর চেয়ে অধিক সুন্দর! প্রত্যেক ধারা এক একটী বিশিষ্ট বস্তুর অভিব্যক্তি জাগায়,—যেমন একটী গাছ ও মেঘ তাদের স্বতন্ত্র প্রকৃতি নিয়ে থাকে,—যেমন সঙ্গীত ও ভাস্কর্য্য তাদের আপন আপন প্রাণকে অঙ্গীভূত করে! কিন্তু তারা পরস্পর পরস্পর হ'তেই বিভিন্ন,—যেমন বিভিন্ন চন্দ্রের জ্যোতি—তারকার জ্যোতি হ'তে। সে যাই হোক, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বাস্তবতাই রঙ্গালয়কে প্রাণযুক্ত করবার একমাত্র উপায় নয়! *

* "The Visva-Bharati Quarterlyতে উদ্ধৃত ও Yale Review"তে প্রকাশিত Realisma in the Theatre" (By Stark Young) প্রবন্ধ অবলম্বনে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

অজয় সংহ

কৌতূহলোদ্দীপক, বিস্ময়াবহ, লোমহর্ষক উপন্যাস।

৩য় সংস্করণ

মূল্য ৩৲ টাকা।

পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত

প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ অধ্যাপক এঙ্গেলস প্রণীত বিখ্যাত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। কি করিয়া মানব-সমাজ অবাধ যোনি-সংস্রবের যুগ হইতে এক-পতি-পত্নিত্বের যুগে আসিয়া পৌছিল, কি করিয়া রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল—মানব-জাতির এই ক্রম বিকাশের ইতিহাস সুন্দর বাংলায় পাইবেন।

মূল্য ২।০ আনা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা

শ্রীসুকুমারারঞ্জন দাস প্রণীত

ভাঙ্গাগড়

শঙ্খ বলেন—"বুঝবার ও শিখবার কথা প্রচুর আছে।"

ধূমকেতু বলেন—"লেখায় ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। লোকের আদর লাভ করবে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মূল্য ।৵০ আনা।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

ফরাসী যেড়শী

ফরাসী যোড়শীগণের অপূর্ব্ব লীলা-খেলা বিরহ-মিলন, প্রণয়-দ্বন্দ্বের বিচিত্র কাহিনী—পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন।

মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পিয়ারী

মানুষের পিয়াসার আর সীমা নাই—ধনের পিয়াসা, রূপের পিয়াসা, কাব্যের পিয়াসা—অন্তহীন এই পিয়াসার কাহিনী।

মূল্য ১।০ আনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

ঝড়ের যাত্রী

মহামানবের সাগর তীরে যে সকল ঝড়ের-যাত্রী জাতীয়তার অনাহত ভেরী বাজিয়ে চলেছে তাদেরি প্রণয়-মিলনের অপূর্ব্ব রোমান্স।

মূল্য ২।০ আনা।

এন, এম, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং

১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নমো নারায়ণায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ২৩শে জুন, ৯ই আষাঢ়, রাত্রি ৭৷৷০ টায়

১। **আবৃত্তি—বন্দীবীর**

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। **পাষাণী** (সমগ্র ২য় অঙ্ক)

ইন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

৩। **পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস**

(রন্ধনশালা)

ভীম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

৪। **জনা** (সম্পূর্ণ)

নীলধ্বজ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

পরদিন রবিবার ২৩শে জুন, ৯ই আষাঢ়, ম্যাটিনী ৫ টায়

১। শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। রবীন্দ্রনাথের

শেষ-রক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

শনিবার ৯ই আষাঢ়, রাত্রি ৭৷৷০ টায়

পরদিন রবিবার, ম্যাটিনী ৫ টায়

নাট্যরাজ্যে বহুদিনবাঞ্ছিত আর্য্যগাথাভিনয়

অশ্রুত-অক্ষিত মহামানবী ছবি—

যাজ্ঞসেনী

১৫শ ও ১৬শ রজনী

ধৃতরাষ্ট্র—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

প্রাচীন আখ্যানে নবীন ব্যাখ্যা—

'ভারত' গৌরব সৌরভ রক্ষা।

'ভারতের' শৌর্য্য! 'ভারতের' বীর্য্য!

'ভারতের' ধৈর্য্য! 'ভারতের' ঐশ্বর্য্য!

'ভারতের' সৌন্দর্য্য!

'ভারতের' সত্য—মহত্ব—সম্ভ্রম—সংযম!

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

এস, এন, ঘোষ—ম্যানেজার।

ইউ. কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়:—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো ঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৭ম সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৫ই আষাঢ়
১৩৩৫



"নিষিদ্ধ ফলে"র নায়িকা শ্রীমতী রেণুবালা

নাট্য-জগৎ

—*—

"আত্মশক্তি"র চন্দ্রশেখর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ক'রেছেন। গিরিশচন্দ্রের "বিল্বমঙ্গল" হচ্ছে 'মেলো-ড্রামা'!

*

"মেলোড্রামা"র প্রধান লক্ষণ কি? যা উত্তেজক, ঘটনা-প্রধান, কৃত্রিম। এবং যার মধ্যে "character does not exist, only impulse and event." (য়ুরোপ-বিখ্যাত নাট্যসমালোচক আর্থার সিমন্সের মত।)

*

গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গলে'র স্থলবিশেষে 'মেলো-ড্রামা'র আভাস আছে মাত্র এবং বাংলার অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর 'ড্রামা'তেই এই লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু এই আংশিক লক্ষণের জন্যে "বিল্বমঙ্গল"কে "মেলোড্রামা" বলা চলে না। বিল্বমঙ্গল আসলে 'ড্রামা'।

*

কারণ, প্রথমতঃ "বিল্বমঙ্গল" ঘটনা-বহুল হ'লেও, উত্তেজক ঘটনা-প্রধান নয়। ঘটন-বাহুল্যই যদি নাটককে 'মেলোড্রামা'য় পরিণত করত, তাহ'লে সেক্সপিয়ার ও হুগোর প্রায় সমস্ত নাটকই 'মেলো-ড্রামা'। সেকালকার নাটকমাত্রেই ঘটনাবাহুল্য আছে। আগেকার নাটক ফুটন্ত ঘটনার মধ্যেই এবং "বিল্বমঙ্গল" ও আধুনিক নাটক নয়।

*

দ্বিতীয়তঃ, ঘটনাবহুল হ'লেও "বিল্বমঙ্গল" চরিত্র-প্রধান। এর উদ্দেশ্য impulse বা event ফুটানো নয়,—চরিত্রকে ফুটানো! গিরিশচন্দ্র কোথাও ঘটনার জন্যে ঘটনা সৃষ্টি করেন নি, তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেক ঘটনা কোন-না-কোন চরিত্রের কোন-না-কোন দিক ফুটিয়ে তুলেছে।

*

বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, থাকো, চোর ও সাধক—"বিল্বমঙ্গলে"র প্রধান চরিত্র হচ্ছে এই কয়টি। এরা প্রত্যেকেই এক-একটি 'টাইপ' এবং এদের মধ্যে কৃত্রিমতার সম্পর্ক নেই (কৃত্রিমতা হচ্ছে 'মেলো-ড্রামা'র লক্ষণ)। এবং এই প্রত্যেক চরিত্র নিজের নিজের বিশেষ ভাবের আওতায় ধীরে ধীরে এমন চমৎকার বিকসিত হয়েছে যে, নাট্যকারের সূক্ষ্মদৃষ্টি দেখলে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে হয়। এমন কি বিল্বমঙ্গলের চাকরটি পর্য্যন্ত দু-এক লাইনের ভিতরে একটি সম্পূর্ণ চরিত্র।

*

বণিক ও বণিক-পত্নী প্রভৃতি নিছক ভারতীয় ভাবের বিশেষ আদর্শের মূর্ত্তি ('সিম্বল'ও বলা চলে)। গিরিশচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মমূলক নাটক লিখেছেন, একথা ভুললে চলবে না! তাই তাদের সার্থকতা। বাস্তবতার ক্ষেত্রে তাদের স্বাভাবিকতার সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু ভাব-বাদীর কাছে তারাও স্বাভাবিক। তাদের মধ্যেও চরিত্র-সৃষ্টির প্রয়াসের অভাব নেই এবং তারাও নাটকের প্রধান চরিত্র বিল্বমঙ্গলকেই ফুটিয়ে তুলেছে।

*

চরিত্র-সৃষ্টির এই একান্ত প্রয়াস "বিল্বমঙ্গলে"র মধ্যে এত স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে যে, বালক পর্য্যন্ত তা বুঝতে পারে। 'ড্রামা'য় ও 'মেলো-ড্রামা'য় এইখানেই প্রধান পার্থক্য। 'মেলো-ড্রামা'র ঘটনা লোককে চমকিত করে, কিন্তু চরিত্রকে আমল দেয় না। কপ্পের বিখ্যাত 'মেলো-ড্রামা' "ফেডোরা" তার দৃষ্টান্ত। (সারা বার্ণহার্ড ও ইলিয়োনোরা ডিউজের অভিনয়ই "ফেডোরা"কে অধিকতর বিখ্যাত ক'রে তুলেছে)

*

"মেলো-ড্রামা"র অভিনয় কি ধরণের হওয়া উচিত", চন্দ্রশেখরের তা "শুনতে আগ্রহ" থাকলেও এখানে আমি সে আলোচনা অনাবশ্যক মনে করি। আমার বক্তব্য হচ্ছে "বিল্বমঙ্গল" যখন 'মেলোড্রামা' নয়, তখন সে নাটকের 'মেলো-ড্রামাটিক' অভিনয় হ'লেই বুঝব, তা নিম্নশ্রেণীর ও অপ্রশংসনীয়। অবশ্য আগেই বলেছি, অহীন্দ্রবাবুর অভিনয় সত্যই 'মেলো'-ড্রামাটিক' হয়েছে কিনা, আমি তা জানি না। আমার আপত্তি চন্দ্রশেখরের অর্থহীন মতামতের জন্যে।

*

গেল হপ্তার "আত্মশক্তি" পড়লে সকলেরই ধারণা হওয়া অন্যায় নয় যে, নাট্যজগতে চন্দ্রশেখর নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। নিজের সম্বন্ধে উচ্চধারণা থাকা ভালো। আমি তাঁর সে ধারণায় আঘাত করতে চাই না। কিন্তু আমি কেবল এই ভেবেই আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, "বিল্বমঙ্গল"কে তিনি কি ভেবে ফস্ ক'রে 'মেলো-ড্রামা' ব'লে বসলেন।

*

এবং নিজের গলদ সামলাবার জন্যে "বিল্বমঙ্গল"কে তিনি যখন 'মেলো-ড্রামা' বলতে পেরেছেন, তখন এই আলোচনার পরেও তিনি যে নিজের ভ্রম স্বীকার করবেন, এটাও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তিনি হয়তো আবার নূতন তর্ক তুলবেন। ভগবান চন্দ্রশেখরের মস্তিকে সুবুদ্ধি দিন, এই বিষয় নিয়ে আমাকে আর যেন নাড়াচাড়া না করতে হয়! কারণ আর নিংড়ালে ব্যাপারটা তিক্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

*

চন্দ্রশেখর লিখেছেন:—"যাজ্ঞসেনীর যোগ্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য নেওয়া এখনো সাঙ্গ হয় নি। ভট্টপল্লীর স্মার্ত্ত পণ্ডিত থেকে শ্রীপাট বিলাতের নিত্যধাম-ফেরত আধুনিক সাহিত্যিক পর্য্যন্ত যে সব বাছা সাক্ষীদের (চন্দ্রশেখর একটু সাবধান হয়ে লেখনী চালনা করবেন—এখানে ব্যাকরণের অপঘাত-মৃত্যু হয়েছে) কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে তাঁদের সওয়াল জবাবে ওপক্ষের (অর্থাৎ আমরা) উকিলদের উল্লসিত হবার কারণ আছে। কেননা তাঁরা অতি-ভাষণের হাউই দিয়ে "যাজ্ঞসেনী"কে ব্যোমপ্রদেশের উচ্চতম শৃঙ্গের (ব্যোমপ্রদেশের উচ্চতম শৃঙ্গ! ধন্য চন্দ্রশেখর!) উপরে স্থাপন করতে কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নি। তবে হাওয়ার বাড়ী (অতিভাষণের হাউই দিয়ে হাওয়ার বাড়ী স্থাপন করা! উপমায় বিখ্যাত কালিদাস এইবার গেলেন!)—এই যা ভয়!" ইত্যাদি। চন্দ্রশেখর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের ভাষা নিয়ে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁরও ভাষার একটু নমুনা দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। হয়তো এটা দুষ্ট সরস্বতীর কীর্ত্তি। চন্দ্রশেখর আমাকে ক্ষমা করবেন,—সত্যি বলচি, তাঁকে আমি ভালোবাসি।

*

যাঁরা প্রাচীন সাহিত্য-সেবক (অর্থাৎ লেখক ও সম্পাদক), যাঁরা প্রাচীন অধ্যাপক, যাঁরা খাঁটি সাহিত্যরস নিয়ে চিরজীবন আলোচনা ক'রে আজ দেশের ও দশের মাঝে শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন, তাঁরা যদি নাটক নিয়ে আলোচনা করেন তাহ'লে সেটা নাকি অনধিকার চর্চ্চা হবে (নাটক যেন সাহিত্যের অন্তর্গত নয়)! গত সংখ্যার "আত্মশক্তি"তে এই ধরণেরই মত প্রকাশ করা হয়েছে।

*

কিন্তু এঁরা যদি পাল্টা জবাবে জিজ্ঞাসা করেন, "বাপু চন্দ্রশেখর! তোমার বয়স কত—আটাশ না ত্রিশ? না, তার চেয়েও কম? আজ ক'দিন হ'ল তুমি কলেজ ছেড়েচ? বাংলা সাহিত্যে তুমি কি স্থায়ী ঐশ্বর্য্য দান করেচ? আত্মশক্তিতে লেখবার আগে আর কোথায় তুমি লেখনী চালনার সুযোগ পেয়েছিলে? এবং তোমাকে 'নাট্যকলাবিশারদ' উপাধি কোন্ বিশেষজ্ঞ দিয়েছেন?"—তাহ'লে কি এঁদের পক্ষে বড়ই অন্যায় হবে?

*

প্রশ্নগুলো অবশ্য কঠোর শুনাবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, চন্দ্রশেখর এই ধরণেই প্রশ্ন করবার সুযোগ দিয়েছেন। (অবশ্য তিনি বলতে পারেন—আমার বয়সে কি এসে যায়—ইত্যাদি) তাঁর লেখায় এমন অসহিষ্ণুতা ও অশোভন ইঙ্গিত আমি এর আগে আর কখনো লক্ষ্য করিনি। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিত যদি "যাজ্ঞসেনী" নিয়ে আলোচনা ক'রে থাকেন, তাহ'লে সেজন্যে "মুর্গীর ঝোল রাঁধার" মত একটা উটকো উপমার কথা কারুর মনে পড়া উচিত নয়। তাঁদের মতে যদি ভ্রম থাকে, তবে ভদ্রভাবে দেখিয়ে দিলেই চলে। কিন্তু তাঁদের উপরে উপর-চাল দিতে যাওয়া, চন্দ্রশেখরের মতন তরুণ যুবকের পক্ষে "দাড়ী না কামাতেই ব্রহ্মজ্ঞান" লাভের মতন।

*

বয়সের সম্মান রেখে কথা কওয়া উচিত। "আত্মশক্তি" খেলো ও হেটো কাগজ নয়। এবং চন্দ্রশেখর "বাঙলা"র সম্পাদক নন। তাঁকে আমি উচ্চতর শ্রেণীর রসিক ব'লেই মনে করতে পারলে খুসি হই। তিনি লেখনীকে আরো-একটু সংযত করলে আমি সুখী হব। আশা করি, তিনি ভুল বুঝবেন না। সাহিত্যে সংযমের চেয়ে সুন্দর আর কিছুই নেই। তাঁর সঙ্গে আলাপ থাকলে, মুখেই এই কথাগুলি তাঁকে বলতুম। আলাপ

নেই ব'লেই প্রকাশ্যে বলতে বাধ্য হলুম। তিনি যেন এ-সমস্ত ভালোবাসার অত্যাচার ব'লেই গ্রহণ করেন—কারণ আগেই বলেছি, তাঁকে আমি ভালোবাসি।

•

"যাজ্ঞসেনী" সম্বন্ধে এবারে যে বিখ্যাত সাহিত্যসেবকের সমালোচনা বেরুবার কথা ছিল, তা প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। কারণ, লেখক মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতা।

•

"যাজ্ঞসেনী"র শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় আজকাল দেখা দিচ্ছেন, শ্রীমতী আঙুরবালা। হাঁদুবাবু অসুস্থ।

•

মিনার্ভার সঙ্গে শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তীর সম্পর্ক নাকি শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন হবে? অন্ততঃ এম্‌নি গুজবই তো বাজারে শোনা যাচ্ছে।

•

নাট্যমন্দিরের জন্যে সুলেখক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিনী"কে নূতন ভাবে নাট্যাকারে রূপান্তরিত করছেন। এ "মৃণালিনী" যে আধুনিক যুগধর্ম্মের উপযোগী হবে, আমরা বোধ হয় এমন আশা করতে পারি।

•

নাট্যমন্দিরে গিরিশচন্দ্রের "শাস্তি কি শাস্তি"র মহলা সুরু হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির উপরে শিশিরকুমারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে বিশেষ ভাবেই।

•

নাট্যমন্দিরের জন্যে নূতন যে নাট্যশালাটি শীঘ্রই স্থাপিত হবে, "মাণিকতলা স্পারে"র সঙ্গে আর-একটি বিখ্যাত রাস্তার সংযোগস্থলেই তার প্রতিষ্ঠা হবার কথা। আশা করি তার মধ্যে ভারতীয় স্থাপত্যের আদর্শই দেখতে পাব।

•

"ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট" ও নাট্যমন্দির একত্রে মিলে নাকি রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ গল্প "বিচারক"কে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করবেন? এবং তার প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী? গুজব সত্য হ'লে আনন্দের কথা।

•

ক্রাউনের নব চিত্রনাট্য "নিষিদ্ধ ফল" অত্যন্ত জমে উঠেছে। একে প্রভাতকুমারের গল্প,তায় আলোক-চিত্রের কৌশলে ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যে ছবিখানি হয়েছে পরম উপভোগ্য,—যাকে বলা যায় সোনায় সোহাগা! ছবিখানি যে বাজার দখল করতে পারবে, আগেই আমরা তা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলুম। ক্রাউনে "ভ্রান্তি" দেখতে গিয়ে যাঁরা ভ্রান্ত হয়েছিলেন, এবারে বোধ হয় তাঁদের আর আপসোস্ করতে হবে না।

•

"নিষিদ্ধ ফলে"র অভিনয়-রাত্রে যে দর্শকের জনতা দেখেছি তাতে মনে হচ্ছে, ছবিখানি দীর্ঘজীবন লাভ করবে। ক্রাউন বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, ছবিখানি দেখানো হবে মাত্র এক সপ্তাহ। কিন্তু জনতার আগ্রহে ক্রাউনের কর্ত্তৃপক্ষ প্রদর্শন-কাল বাড়াতে বাধ্য হবেন ব'লেই মনে করি।

•

তবে বলা যায় না। নিজেদের ছাড়া অন্য কোন দেশী দলের তোলা ছবি নাকি ম্যাডান কোম্পানী বেশী দিন চালাতে রাজি হন না, তাঁদের এমন বদনামও তো শুনতে পাই! সহরের উত্তর-অঞ্চলে বাঙালীর নিজস্ব কোন চিত্র রঙ্গালয় নেই এবং যাঁরা দেশী ছবির কারবার করেন তাঁদের পক্ষে এ অভাবটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু উপায় কি?

•

বিজ্ঞাপন বেরুল—"ষ্টারে কঙ্কাবতী সাহু বি-এ"! এই প্রথম 'ডিগ্রী'-ধারিণী অভিনেত্রীকে নিয়ে কাগজে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য দেখলুম যথেষ্ট এবং 'ষ্টার'ও এই ফাঁকা-আওয়াজের দ্বারা বাজার সরগরম ক'রে তুলে বোধ হয় প্রচুর আত্মপ্রসাদ অনুভব করবার সুযোগ পেয়েছেন! কিন্তু তার পরেই—এ কি শুনি? শ্রীমতী কঙ্কাবতী নাকি 'তারা'-লোকে বিচরণ করতে রাজি নন?—'হা হতোহস্মি!' বজ্র আঁটুনি কি শেষটা ফস্কা-গেরোয় পরিণত হবে? 'তারা'-লোকের হাহাকার রাস্তা থেকেও শোনা যাচ্ছে যে! প্রমাণ? হাইকোর্টের মামলা!

•

মনে মোহন থিয়েটারের যে নূতন প্রাচীর-পত্র বেরিয়েছে, তাই নিয়ে নাট্যরসিকদের আসরে রীতিমত উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। এই নূতন দলের 'মস্তিষ্ক' কারা? কেউ বলছেন—শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ। কেউ বলছেন—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চন্দ্র (ব্যাচাবাবু) ও পাঁড়ে-মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমরা খালি কথা শুনছি। আমাদের বলবার কথা নেই। এ সম্বন্ধে যে গুপ্ত-কথা জানি, এখনো তা প্রকাশ করবার সময় হয় নি।

•

তবে একটা কথা ঠিক যে, ইতিমধ্যে 'মনোমোহনে' নূতন দলের প্রতিষ্ঠা করা পাঁড়ে মহাশয়ের পক্ষে যার-পর-নাই দরকার হয়ে পড়েছে। কারণ বাড়ী খালি থাকলে 'ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টে'র কাছ থেকে উচিতমত টাকা আদায় করবার সম্ভাবনা কম।

•

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ভ্রাম্যমান সম্প্রদায় খুলে ভালো পথ দেখিয়েছেন। তাই 'ষ্টারে'র স্কন্ধ থেকে অবতরণ করতে বাধ্য হয়েও শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী বেকার-সমস্যার সমাধান ক'রে ফেলেছেন। তিনিও একটি ভ্রাম্যমান সম্প্রদায় গড়েছেন। তাঁর দলে আছেন শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী নীরদা ও শ্রীমতী কুসুমকুমারী প্রভৃতি। সম্প্রদায় এখন বিদেশে! কিন্তু মজুরীতে পোষাবে তো?

নাটকীয় উপন্যাস

—:*:—

(তৃতীয় প্রবন্ধ)

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেবার সময় অনেক রকম বাধাবিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়। এই সম্পর্কে, উপন্যাসগুলিকে দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে এক. যেগুলির লেখক জীবিত নেই; আর, যাদের জন্মদাতারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং জীবিত। প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগুলিকে "ক্লাসিক" আখ্যা দেওয়াই সুবিধাজনক। আর অসুবিধা হচ্ছে তাঁদের সবচেয়ে বেশী, যাঁরা এইরকম "ক্লাসিক" উপন্যাসকে নাটকের ছাঁচে ফেলতে চেষ্টা করেন। কেননা আগেই (পূর্ব্ব প্রবন্ধে) বলা হয়েছে, উপন্যাস থেকে তখনই ভালো নাটক গ'ড়ে উঠতে পারে, যখন গ্রন্থনকর্ত্তা উপন্যাসকে একদম ভেঙে-চুরে নাটকের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ নূতন রূপ খাড়া করতে একটুও ইতস্তত করেন না।

Complete remoulding ভিন্ন সু-নাটক তৈরি হ'তে পারে না; তাই উপন্যাসকে নাটক করার একমাত্র উপযুক্ত লোক হচ্ছেন স্বয়ং উপন্যাসকার। রঙ্গালয়ের মঞ্চশিল্প না জানা থাকার দরুণ লেখক যদি নিজেই নাটকীকরণের ভার নিতে সাহসী না হন, তা'হলে তিনি অন্ততঃ যিনি এ কাজ করবেন, নানা বিষয়ে তাঁর সহযোগিতা ক'রতে পারেন। কোথায় কি রকমভাবে ছাঁট-কাট, অদল-বদল, যোগবিয়োগ করতে হবে, সে সব বিষয়ে তিনি যথেষ্ট পরামর্শ দিতে পারেন, এবং নাটকের মধ্যে তাঁর উপন্যাসের মূলভাব ঠিক বজায় থাকছে কিনা, তাও দেখিয়ে দিতে একমাত্র তিনিই সক্ষম।

"ক্লাসিক" উপন্যাসের বেলা গ্রন্থন-কর্ত্তা উপন্যাসকারের মস্তিষ্কের সাহায্য পাবার আশা করতে পারতেন, যদি কোনো কৌশলে তাঁকে এ জগতে ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হ'ত। কিন্তু তা' হয় না এবং উপরন্তু মৃত গ্রন্থকারের অন্ধ ভক্তদল পাছে একটা ভয়ানক রকম হাঙ্গাম বাধান (যা' সব দেশেই স্বাভাবিক!), সেই ভয়ে নিজের সৃষ্টিক্ষম শক্তির সাহায্য নেওয়াকেও তিনি একটা দুঃসাহসিকতা মনে করে পেছিয়ে যান। এবং ফলে হয় কি, অতি-বড় শক্তিমান নাট্যরসিকও "ক্লাসিক" উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে লাভ করেন যা', তা' হচ্ছে একটা 'বীর-বাঞ্ছিত' গৌরবময় পরাজয়—যাকে সোজা ইংরেজী ভাষায় বলে honourable failure.

বঙ্কিমচন্দ্রের মত "ক্লাসিক" ঔপন্যাসিকের বইয়ে হাত দিতে যাওয়ার আরও বিপদ আছে। এ-সব লেখার প্রতি স্বয়ং গ্রন্থন-কর্ত্তার মনেও একটা বিশেষ শ্রদ্ধা থাকা স্বাভাবিক; তার উপর বইয়ের মধ্যে চমৎকার চরিত্র-সৃষ্টি ও পাত্রপাত্রীদের ভিতর পরস্পর কথোপকথনের সু-পরিপাট্য দেখে তিনি সমস্ত জিনিষটাকেই সম্পূর্ণ ড্রামাটিক মনে ক'রে ভুল করতে পারেন। বইখানাকে একেবারে পুরো মাল-মসলা-বিশিষ্ট "তৈরী নাটক" ঠাউরে তিনি সাব্যস্ত ক'রে ফেলেন যে, তাঁকে বিশেষ কিছুই করতে হবে না; মাত্র বইখানাকে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে নিয়ে দরকারমত টুকরোগুলোকে সাজিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী ক'রে দিলেই চল্‌বে। বইয়ের মধ্যে তিনি এমন একটিও কথা বা লাইন যোগ করেন না, যা' উপন্যাসে নেই। এবং একেই বলে the strict and reverential method of adaptation. কিন্তু এসব স্থলে এইরকম পন্থা অবলম্বন করা খুবই স্বাভাবিক হ'লেও, এতে ক'রে গ্রন্থন-কর্ত্তার হাত নির্ম্মম-ভাবে বাঁধা পড়ে যায়। যথার্থ কথা বল্‌তে গেলে, the method degrades him from the high calling of dramatist and makes of him something more akin to the expert solver of jig-saw puzzles.

Jig-saw puzzles জিনিষটা কি, তা' আমাদের দেশের ছোট ছেলেপুলেরা জানলেও, বয়স্কদের মধ্যে অধিকাংশকেই জানিয়ে দেওয়া দরকার ব'লে বিবেচনা করি। সাধারণতঃ বার বা ষোল্‌টা ছোট ছোট সমান আকারের কাঠের চৌকোর সব কটা পিঠে এমনভাবে ছবির অংশ আঁকা থাকে যে, সেগুলোকে কোনো একটা বিশেষ ভাবে পাশাপাশি সাজালে তবেই একদিকে একখানি বড় সম্পূর্ণ ছবি দেখতে পাওয়া যায়। আবার ঐ টুকরোগুলোকে অন্য কোনো ভাবে উল্টে সাজাতে পারলে আর একটা ভিন্ন ছবির সন্ধান মেলে। প্রত্যেকটি কাঠের চৌকোর ছ'টা পিঠ থাকে, কাজেই সে-গুলোকে বিভিন্ন রকম বিশেষ বিশেষভাবে সাজালে ছ'বারে ছ'রকম বড় সম্পূর্ণ ছবি তৈরী হয়। এখন যে-ভাবে চৌকোগুলোকে সাজালে একটা বিশেষ ছবি পাওয়া যায়, তার থেকে একটু তফাৎ ক'রে দু'চারটা চৌকোকে উল্টে রাখলে সে-ছবি তো পাওয়া যাবেই না, উপরন্তু আর কোনো নতুন ছবিও তৈরী হবে না—When you have taken a puzzle picture to bits you can put it together again to make only one satisfactory pattern—the original one. তারপর চৌকোগুলো থেকে কতগুলোকে বাদ দিয়ে বাকী টুক্‌রোক'টা নিয়ে কোনো নতুন ছবি খাড়া করবার তো আশা নেই-ই, বরং একটা নিতান্ত খাপছাড়া কিম্ভূতকিমাকার জিনিষ গ'ড়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে। একটা আর্টের বস্তুকেও যখন এইরকম jig-saw puzzleরূপে ব্যবহার করতে চেষ্টা করা হয়, তখন তার অবস্থাও সমানই দাঁড়ায়। Strict reverential methodএ যত দৃশ্য অঙ্ক বিভাগ ক'রেই নাটক তৈরী করা যাক্ না কেন, সেটা হয় যা ছিল তাই থাকে, নয় কিছুই থাকে না—এর ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই।

কিন্তু যে-সব নাট্যগ্রন্থকারী মূল উপন্যাসকে যতদূর সম্ভব বজায় রেখে সাহস ক'রে দু'চার জায়গায় দু'দশটা নতুন কথাবার্ত্তা ঢুকিয়ে দিয়েছেন বা কোনো নতুন ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন, তাঁরাই কি খুব বাহাদুরী দেখিয়েছেন বলতে হবে? আমাদের তো মনে হয়, একটা মূল্যবান্ পুরানো আসবাবের প্রসিদ্ধ কারিকর ও সেই জিনিষটার পটু মেরামতকারীর মধ্যে যতখানি তফাৎ, আসল ঔপন্যাসিকের সঙ্গে এই ধরণের গ্রন্থনকর্ত্তারও ততখানি প্রভেদ। তাঁর নিজস্ব কাজের ভিতর যদি সামান্যমাত্র বেপটুরকমের অসৌন্দর্য্যের আভাস থাকে, তা' হ'লে সেটা সাধারণের চোখেই ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু তাও না হ'য়ে যদি সত্যই খুব চাতুর্য্যের সঙ্গে তিনি তাঁর সৃষ্টিকার্য্য চালিয়ে থাকেন, তা' হ'লেই সেটা যে আসলের সঙ্গে খাপ খেয়ে মিলে যাবে, এমন আশা করা অন্যায় এবং সেই কারণে সূক্ষ্মদৃষ্টি সমালোচকের দৃষ্টিকে তা' কোনো দিক দিয়েই ফাঁকি দিতে পারবে না। তাই মনে হয়, এইরকম জোড়া-তালি দিয়ে যত সু কৌশলেই নাটক তৈরী করা যাকনা

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫০।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

কেন, আর্টের মাপকাটীতে, আসল উপন্যাসের সঙ্গে তার তুলনাই চলতে পারে না।

এই ধরণের নাটকীকরণে একমাত্র তখনই উচ্চদরের শিল্পসম্মত সফলতা আশা করা যেতে পারে, যখন কোনো বিশেষ ক্ষমতাবান দক্ষ নাট্যকার এই কাজে হস্তক্ষেপ করেন এবং সমস্ত প্রতিবাদের আশঙ্কা উপেক্ষা করবার মত সাহস সঞ্চয় ক'রে নাটক-গঠনে পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এই করলে, তিনি তাঁর নাটকের ভিতর এত বেশী মাত্রায় নিজস্ব সৃষ্টির সন্নিবেশ করতে পারবেন যে, তাকে আর "জোড়া-তালি" বা "মেরামত" উপমা দেওয়া সাজবে না। এখানে পূর্ণ স্বাধীনতা বলতে এই বুঝি যে গ্রন্থনকর্ত্তা নাটকের ভাষা বা dialogue ত' নিজে সৃষ্টি করবেনই, তা' ছাড়া ঘটনার নাট্য-সম্মত ক্রমপরিণতির জন্যে দরকার মত ছোট-খাট ব্যাপার যোগ করতেও কিছুমাত্র কিন্তু করবেন না, প্লটের পরিবর্ত্তনকে একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধজ্ঞান করবেন না—He should feel himself as free to invent new incidents as he is to invent new dialogue. এইরকম ভাবে সব দিক দিয়ে নিজেকে স্বাধীন মনে না করলে তাঁর "নাটক" ভাব, ভাষা ও চরিত্র-সৃষ্টির অতুল সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যথার্থ উচ্চ শ্রেণীর নাটক হয়ে দাঁড়াবে না।

———

নাচঘরের গল্প

অধ্যাপক—শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্, এ

—:০:—

নাট্য-লাইট লীলা

সুবিখ্যাত অভিনেতা ও রঙ্গাধ্যক্ষ সার হারবার্ট বী'রবোহ্‌ম্ টি পরদিন বেলা নয়টার গাড়ীতে ম্যাঞ্চেষ্টার যাবেন ব'লে ঠিক ক'রেছেন। কাজটা জরুরি, সুতরাং হোটেলের খানসামা জন্‌কে ডেকে বল্লেন, "দেখ জন্, কাল সকালে ঠিক সময়ে এসে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতে যেন ভুল না—যেমন ক'রে হোক ৯টার গাড়ী ধরা চাই।" সেইদিন সন্ধ্যার সময় তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদিগকে একটা ভোজ দিলেন। পানাহারের ব্যবস্থাটা তিনি ভাল রকমেরই ক'রেছিলেন, সুতরাং আনন্দস্রোত খুব প্রবলভাবেই বইতে লাগল। নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা সার হারবার্ট নিজেও সেই স্রোতে অবাধে গা ঢেলে দিলেন। যত রাত্রি হ'তে লাগল আনন্দের মাত্রাটাও সেই পরিমাণে বাড়তে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে পরদিন গাড়ী পাওয়া সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠাটাও যেন বেড়ে উঠ্‌ল। তিনি জন্‌কে বার বার ডেকে কেবলই বলেন, "দেখো জন্, যেন ভুল না হয়। ঠিক ন'টায় গাড়ী—মনে আছে ত?" যা হোক অবশেষে ভোজ শেষ হ'ল, তিনিও কোন রকমে গাত্রোত্থান ক'রে শোবার ঘরে যাবার জন্যে সিঁড়িতে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন, কিন্তু তখন তাঁর পা দুটো বড় স্ববশে ছিল না। সিঁড়ির শেষ ধাপে প্রায় পৌঁছেছেন, এমন সময় পদস্খলন হ'য়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচে এসে পড়লেন। পতনের শব্দ শুনে জন্ তাড়াতাড়ি ছুটে এল, আর তাঁর কোথায় আঘাত লেগেছে তাই পরীক্ষা ক'রতে লাগল। কিন্তু স্যার হারবার্ট অপ্রস্তুত হবার লোক ছিলেন না—বিশেষতঃ একজন খানসামার সামনে! জড়িতকণ্ঠে তিনি বললেন, "দেখ জন্, আবার তোমাকে মনে ক'রে দেবার জন্যে ফিরে এলুম—গাড়ী ঠিক নটায়—"

———

মধ্য-পথ

সুপ্রসিদ্ধ কবি গ্লোভার যখন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মিস্ বেটারটনকে বিবাহ করলেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে মিসেস্ গ্লোভার নামে থিয়েটারে অভিনয় করতে দিতে রাজি হ'লেন না—সেটা তিনি তাঁর আত্মসম্মানের পক্ষে বিশেষ হানিকর ব'লে মনে করেছিলেন। কিন্তু বেটারটনেরও আত্মসম্মানজ্ঞান কম ছিল না, তিনি বিবাহিত হয়েও কুমারী নামে পরিচিত হ'তে কিছুতেই সম্মত হলেন না। থিয়েটারের কর্ত্তারা দেখলেন মুস্কিল। এ অবস্থায় কি করা যায়! অবশেষে অনেক চিন্তার পর তাঁরা একটা মধ্যপথ অবলম্বন ক'রে এ সমস্যার সমাধান ক'রে ফেললেন। থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে মিস বেটারটনের নামের স্থানে লেখা হ'ল—The Late Miss Betterton—অর্থাৎ ৺মিস বেটারটন।

———

দ্বিতীয় জনক

ডাক্তার গ্লোভার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি অভিনেতৃরূপে রঙ্গালয়ে যোগদান করেন। যে সময় তিনি কর্ক সহরে অবস্থিতি করছিলেন, সে সময় সেখানে একটা লোকের ভেড়াচুরির জন্যে ফাঁসি হয়। পূর্ব্বে বিলাতে সামান্য চুরি অপরাধেও ফাঁসি হোত তা বোধ হয় সকলেই জানেন। কিন্তু এ লোকটার বরাত ছিল ভাল। তার ফাঁসি হয়ে যাবার পর ডাক্তার গ্লোভার কোন কৌশলে তার দেহটা গোপনে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন এবং চেষ্টা ক'রে তাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন তিনি রঙ্গালয়ে পোলোনিয়াসের ভূমিকা অভিনয় করছেন, অভিনয়ও বেশ জমে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ পিট থেকে একজন উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, "ডাক্তার, তুমি আমার দ্বিতীয় বাবা—তুমি আমায় পুনর্জ্জন্ম দিয়েছো—এখন বাবা তোমাকেই আমার খোরপোষের জন্যে দায়ী হোতে হবে।" তৎক্ষণাৎ রঙ্গালয়ে একটা বিষম হৈ চৈ পড়ে গেল, কারণ দেখা গেল লোকটা আর কেউ নয়, সেই মৃত ভেড়াচোর, যমালয়

দি ইণ্ডিয়ান নিটীং এণ্ড টেলারিং স্কুল

স্থাপিত ১৯২২ সাল

আধুনিক লণ্ডনের নিয়মে (বাংলা ও ইংরেজ ভাষায়) সকল প্রকার জামার ছাটকাট ও সেলাই এবং মোজা বোনা শিক্ষা দেওয়া হয়। কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন বা চাঁদার হার সামান্য মাত্র। সাক্ষাতে বা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাওয়া যায়।—

সেক্রেটারী মিঃ জে, এম, দে
ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এণ্ড কাটার, কমলালয়।
৩নং শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

থেকে ফিরে এসে বেজায় মাতাল অবস্থায় ঐ কাণ্ড করছে। সেদিন আবার দর্শকের মধ্যে স্বয়ং সেরিফ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, লোকটার ফাঁসি তাঁরই তত্ত্বাবধানে হয়, সুতরাং তাকে তিনি সহজেই চিন্‌তে পেরেছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি ছিলেন সহৃদয় ব্যক্তি, তিনি কোন উচ্চবাচ্য না ক'রে সেখান থেকে নিজেই সরে গেলেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন ভদ্রলোক লোকটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার তৃতীয় জনকের কার্য্য করলেন, কারণ আবার আইনের কবলে পড়লে তার আর কিছুতেই নিস্তার ছিল না। কিন্তু এজন্যে বোধ হয় সে আর তাঁদের কাছে খোরপোষের দাবী করেনি।

ডাকঘর

—:০:—

১। শুক-স'রি সংবাদ

মাননীয়

শ্রীযুক্ত "নাচঘর" সম্পাদক

সমীপেষু—

মহাশয়,

শুনিয়া বিস্মিত হইবেন না, আমি একজন বাতিকগ্রস্ত রঙ্গালয়-দর্শক। সেজন্য আমি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত 'থিয়েটারী' আলোচনাগুলি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকি। সম্প্রতি নাট্য-জগতে প্রধান আলোচ্য বিষয় "যাজ্ঞসেনী" নাটক ও তাহার অভিনয়। এ আলোচনায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই যোগদা। করিয়াছেন দেখিলাম। এই নাটক ও অভিনয় ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহা ধুরন্ধরেরাই বলিতে পারেন! তবে ইহার সুখ্যাতি করিয়া বহু গণ্যমান্য মহাশয় আজও পর্য্যন্ত যে-ভাবে যার-তার দ্বারা অপদস্থ হইতেছেন, তাহাতে মনে হয় দেশের মানুষগুলা সত্যই মরিয়াছে; নহিলে যাহারা কাগজে 'ইতরম' প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছে, চাবুক খাইয়া তাহারা থামিত, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, "যাজ্ঞসেনী" আলোচনা-প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত যে সকল হাস্যকর উদ্ভট যুক্তি ও উক্তির অবতারণা হইয়াছে, তাহার দুই একটী নমুনা পাঠক সম্মুখে উপস্থিত করা আবশ্যক মনে করি। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ "যাজ্ঞসেনী"কে এক একখানি 'সার্টিফিকেট' দিয়াছেন; 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ইহার এক সমালোচনা বাহির হইয়াছে। কিন্তু দেখিতেছি, 'আত্মশক্তি'র নাট্য-সমালোচক শ্রীমান্ চন্দ্রশেখরের ইঁহাদের মতের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। গত সপ্তাহের 'আত্মশক্তি'তে শ্রীমান্ লিখিয়াছেন, "গল্পলেখক হিসাবে প্রভাতবাবু বা সম্পাদক হিসাবে আনন্দবাজারের সত্যেন্দ্রবাবুর ওপর আমাদের শ্রদ্ধা কারুর চাইতেই কম নয়। গুরু ঠাকুরের পাণ্ডিত্যে অসীম বিশ্বাস আছে বলেই কিন্তু তাঁর কাছে আমরা মুর্গীর ঝোল রাঁধতে কি কি মশলা দিতে হবে তার বিধান নিতে যাই না। 'যাজ্ঞসেনী' সম্বন্ধে এই সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যে সব মতামত প্রকাশ করেচেন তাদের ব্যঙ্গজনক বল্লেও ঠিক হবে না, বালকোচিত ও হাস্যকরই তাদের উপযুক্ত আখ্যা!"—যাক্, বালকের মুখে "অমৃতং বালভাষিতং!" শ্রীমান্ কথাটীকে আর একটু ঘুরাইয়া বলিতে পারিতেন, "বৃদ্ধস্য বচনং অগ্রাহ্যং"; তাহা হইলে আর এমন করিয়া বালকত্ব প্রকাশ হইত না। কিন্তু শ্রীমানের কথায় আমার একটী গল্প মনে পড়িতেছে; তাহাতে এক চাষা নন্দন দু'পাত ইংরাজী পড়িয়া জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে হিন্দুধর্ম্মের অসারতা সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা শুনাইয়াছিল। শ্রীমান্ চন্দ্রশেখরেরও দেখিতেছি তাই হইয়াছে। নহিলে প্রবীণ বিদ্বান ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত প্রভাতবাবুর কোন নাট্যজ্ঞান নাই, বা তাঁহার নাটক সম্বন্ধীয় মতামত মূল্যহীন ও 'হাস্যকর,' একথা বলেন তিনি কোন্ ভরসায়? নাট্য-সমালোচক হইতে গেলে কোন বিশেষ পরীক্ষা দিতে হয় নাকি? শ্রীমান্ চন্দ্রশেখরের নাটকীয় বিদ্যা কতখানি, তাঁহার অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা কতখানি ও কত দিনের? এই "আত্মশক্তি"ত কিছুদিন ধরিয়া নাট-নিবন্ধ লেখা ছাড়া তিনি আর এমন কি করিয়াছেন যে, authority হিসাবে 'নাট্য-সমালোচক হিসাবে প্রভাতবাবুর মতের মূল্যই নাই'—এই মহা-সার্টিফিকেট দিয়া ফেলিয়াছেন? আজ এই একটী নমুনা দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। যদি মহাশয়ের অভিপ্রেত হয়, তবে ভবিষ্যতে আরও দুই চারিটী নমুনা পাঠাইতে পারি। অলমতিবিস্তরেণ। ইতি—

ভবদীয়—

শ্রীনরেন্দ্রনাথ হালদার

১২ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৩৫

(সম্পাদকীয় মন্তব্য:—বিচিত্র coincidence! এবারের "নাট্যজগৎ" লেখবার পরেই উপরের পত্রখানি আমাদের হস্তগত হয়েছে। পাঠকরা লক্ষ্য করলে দেখবেন, আমাদের সঙ্গে হালদার-মশাইয়ের মতামত স্থানে স্থানে কেমন আশ্চর্য্যভাবে মিলে গিয়েছে! এথেকে এই প্রমাণিত হয় যে, গত সংখ্যার "আত্মশক্তি"তে 'চন্দ্রশেখরে'র কথা প'ড়ে একাধিক পাঠকের মনে ঠিক একই রকম প্রশ্নের উদয় হয়েছে।)

২। অতি-আধুনিক সাহিত্য-সেবা"র জের

মাননীয় নাচঘর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়—

পূর্ণ-থিয়েটারে অভিনীত কেরাণীর স্বপ্নের লেখক মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের সঙ্গে আমার বাচনিক আলাপ হ'য়েছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আমি নিঃসন্দেহে বুঝ্‌তে পেরেছি যে তাঁর লেখা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব, আমার বই হ'তে কিছুই তিনি ইচ্ছা করে বা জ্ঞাতসারে নেন্‌নি। আমার বই বিষয়ে কোন কথাই তিনি স্মরণ করতে পারছেন না। আমার বিশ্বাস, তাঁর sub

conscious মনে আমার বইএর বিষয়ে কোন কথাই তিনি স্মরণ করতে পারছেন না। আমার বিশ্বাস, তাঁর sub-conscious মনে আমার বইএর এমন কিছু ছিল, যার ফলে আমাদের দু'জনের বইএর মধ্যে খানিকটা প্লটের এবং নামের সাদৃশ্য ঘটেচে।

আমি সতীশদা'কে যতদূর জানি তাতে তাঁর কথাটা আমি কিছুমাত্র অবিশ্বাস করতে পারছি না, আর তিনি যে জ্ঞানতঃ আমার বা অন্য কোন লোকের লেখা হ'তে কিছু নিয়ে নিজের ব'লে চালিয়ে দেবেন এ কথাটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। তাঁর এমন ক্ষমতা আছে যাতে তিনি এ রকম একটা নতুন জিনিষ অনেকগুলো রচনা ক'রে ফেলতে পারেন। ইতি

বিনীত—

শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(সম্পাদকীয় মন্তব্য :—নরেনবাবু লিখেছেন, সতীশ বাবুর উপর অবিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে নাকি কষ্টকর! অথচ সতীশবাবুকে চোর প্রমাণিত করবার জন্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে সাক্ষী খাড়া ক'রে গত ৫ম সংখ্যার 'নাচঘরে' তিনি যে কোলাহল সৃষ্টি করেছিলেন, তা পড়লে সকলকেই মানতে হবে যে, নরেনবাবুর 'বিশ্বাস' সময়বিশেষে কতখানি সাংঘাতিক হ'তে পারে। কোন ভদ্রলোককে প্রকাশ্যে চোর সপ্রমাণ করবার আগে নরেনবাবুর উচিত ছিল, এর চেয়ে ঢের বেশী সাবধান হওয়া! তিনি যে হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছেন, ভদ্রসমাজে তা মার্জ্জনার অযোগ্য। এবং এ ব্যাপারের সঙ্গে আমরাও যে জড়িত হয়ে পড়েছি, আমাদের পক্ষেও এটা বড় কম লজ্জার কথা নয়। অনাবশ্যক হ'লেও নীচে আমরা সতীশবাবুরও পত্র প্রকাশ করলুম)।

৩। সতীশবাবুর পত্র

মাননীয় নাচঘর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনাদের ১লা আষাঢ় তারিখের নাচঘরে শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর যে পত্রখানি প্রকাশিত হয়েচে তার পাদটীকায় আপনারা লিখেচেন—'এবিষয়ে অন্য পক্ষের বক্তব্য জান্‌তে পারলে সুখী হবো।' অন্য পক্ষ কে তা আর পাঠকদের আন্দাজ করতে হবেনা, আমার স্বাক্ষর দেখলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন। আর আমার বক্তব্য আমি অতি সংক্ষেপেই জানাচ্ছি।

শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী গতকল্য আমার বাড়ীতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেচেন। লজ্জা ও অনুতাপ জানিয়ে তিনি বল্‌লেন যে, তিনি আর একখানি পত্র আপনাদের কাছে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিয়েচেন। পত্রখানির মর্ম্ম তাঁর মুখে যা শুনলুম তাতে মনে হয় সেটি প্রকাশিত হ'লে আমার বক্তব্য একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।

বিনীত—

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

অজয় সিংহ

কৌতূহলোদ্দীপক, বিস্ময়াবহ, লোমহর্ষক উপন্যাস।

৩য় সংস্করণ

মূল্য ৩৲ টাকা।

পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত

প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ অধ্যাপক এঙ্গেলস প্রণীত বিখ্যাত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। কি করিয়া মানব-সমাজ অবাধ যোনি-সংস্রবের যুগ হইতে এক-পতি-পত্নিত্বের যুগে আসিয়া পৌছিল, কি করিয়া রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল—মানব-জাতির এই ক্রম বিকাশের তাহারা সুন্দর বাংলায় পাইবেন।

মূল্য ২।০ আনা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা

শ্রীশুকুমারঞ্জন দাস প্রণীত

ভাঙ্গাগড়া

শঙ্খা বলেন—"বুঝবার ও শিখবার কথা প্রচুর আছে।"

প্রমথ চৌধুরী বলেন—"লেখায় ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। লোকের আদর লাভ করবে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মূল্য ।৵০ আনা।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

ফরাসী যোড়শী

ফরাশী যোড়শীগণের অপূর্ব্ব লীলা-খেলা বিরহ-মিলন, প্রণয়-দ্বন্দ্বের বিচিত্র কাহিনী—পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন।

মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পিয়াসী

মানুষের পিয়াসার আর সীমা নাই—ধনের পিয়াসা, রূপের পিয়াসা, কাব্যের পিয়াসা—অন্তহীন এই পিয়াসার কাহিনী।

মূল্য ১।০ আনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

ঝড়ের যাত্রী

মহামানবের সাগর তীরে যে সকল ঝড়ের-যাত্রী জাতীয়তার অনাহত ভেরী বাজিয়ে চলেছে তাদেরি প্রণয়-মিলনের অপূর্ব্ব রোমান্স।

মূল্য ২৷৷০ আনা।

এন, এম, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং

১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নমো নাটনাথায়

ছুটী উপলক্ষে বিশেষ ম্যাটিনী অভিনয়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শুক্রবার, ২৯শে জুন, ১৫ই আষাঢ়, ম্যাটিনী ৫ টায়

১। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কাব্যোদ্যানের শ্রেষ্ঠ নাট্যকুসুম

রঘুবীর

রঘুবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

শ্যামলী—শ্রীমতী চারুশীলা পরিবাণু—শ্রীমতী সুশীলা

সখার মা—শ্রীমতী উষা (পটল)

২। গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক

জনা

নীলধ্বজ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

শনিবার ৩০শে জুন, ১৬ই আষাঢ়, ম্যাটিনী ৫ টায়

১। প্রথমেই নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রের

বলিদান

করুণাময়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। আবুহোসেন

রবিবার ১লা জুলাই, ১৭ই আষাঢ়, ম্যাটিনী ৫ টায়

১। শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। সধবার একাদশী

নিমচাঁদ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

শনিবার ১৬ই আষাঢ়, রাত্রি ৭॥০ টায়

পরদিন রবিবার, ম্যাটিনী ৫ টায়

নাট্যরাজ্যে বহুদিনবাঞ্ছিত আর্য্যগাথাভিনয়!

অমৃত-অক্ষয় [illegible]মানবী ছবি—

যাজ্ঞসেনী

১৭শ ও ১৮শ রজনী

ধৃতরাষ্ট্র—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

প্রাচীন আখ্যানে নবীন ব্যাখ্যা—

'ভারত' গৌরব সৌরভ রক্ষা।

'ভারতের' শৌর্য্য! 'ভারতের' বীর্য্য!

'ভারতের' ধৈর্য্য! 'ভারতের' ঐশ্বর্য্য!

'ভারতের' সৌন্দর্য্য!

'ভারতের' সত্য—মহত্ব—সম্ভ্রম—সংযম!

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

এস, এন্, ঘোষ—ম্যানেজার।

ইউ. কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়:—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

[প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ | ৮ম সংখ্যা | সম্পাদক :— শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী | ২২শে আষাঢ় | ১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:—

"He who creates is a free man, he who judges is a helot."—Anatole France.

*

সমালোচনার সৌভাগ্য পেয়ে আমাদের অনেকেই ঐ কথাটা ভুলে যান বা মানতে চান না। "যাজ্ঞসেনী" নাটক নিয়ে আলোচনা করতে ব'সে "আত্মশক্তি"র সমালোচক, নাটকে যা আছে তা নিয়ে মাথা ঘামান নি, নিজের কল্পনায় যা আছে নাটকের ঘাড়ে সেইগুলোই চাপিয়ে দিয়েছেন। মোপাসাঁ-কথিত "school prejudices"এর অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত!

*

চন্দ্রশেখর নাকি "মুদ্রিত নাটক" পড়েছেন! কিন্তু তাঁর সমালোচনার কোথাও সে-প্রমাণ নেই। মুদ্রিত নাটক পড়লে তিনি "যাজ্ঞসেনী" নাম নিয়ে আপত্তি করতেন না এবং বলতে পারতেন না যে, "এ নাটকে"র মধ্যে আখ্যানের কোন মূলধারা বা central idea রূপ গ্রহণ করতে পারে নি এবং "এর আখ্যানে পরিণতির অভাব।" আজ "যাজ্ঞসেনী"র নাটক নিয়ে আলোচনা করতে ব'সে এইটেই আগে স্পষ্ট ক'রে দেখাতে চাই। কারণ, সেই সূত্রেই "যাজ্ঞসেনী"র নাটকত্ব সম্বন্ধে আমার মতামত সকলে ভালো ক'রে জানতে পারবেন।

*

"যাজ্ঞসেনী" নাম নিয়ে যে আপত্তি আগেই আমি তা খণ্ডন করেছি (চন্দ্রশেখর প্রকাশ্যে তা মানুন আর নাই-ই মানুন)। কিন্তু এ-সম্বন্ধে চন্দ্রশেখরের একটি ছেলেমানুষী মতের নমুনা এখানে না দিয়ে পারলুম না।—"দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরা থেকে কুরুসভায় তাঁর বস্ত্রহরণ পর্য্যন্ত যে সকল মহাভারতোক্ত ঘটনা এতে চিত্রিত হয়েছে তার সঙ্গে যাজ্ঞসেনীর যোগ আছে অল্পই।"



সন্ধ্যাদীপ

স্বয়ংবরা হচ্ছেন দ্রৌপদী এবং বস্ত্রহরণ করা হচ্ছে দ্রৌপদীরই—কিন্তু তর্ক-করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চন্দ্রশেখর ফতোয়া দিচ্ছেন, এ সব ব্যাপারের সঙ্গে দ্রৌপদীর "যোগ আছে অল্পই!" এ-রকম অদ্ভুত যুক্তি তিনিই দেখাতে পারেন, যাঁর মস্তিষ্ক বিশেষরূপে চিকিৎসকের অধীন। আজ যদি কেউ এই সমালোচকটির বস্ত্রহরণ করতে উদ্যত হয়, তা'হলেও কি তিনি হাত-পা গুটিয়ে মনে করবেন যে, ঐ ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর যোগ খুব অল্পই? কাগজে-কলমে ঢের ঢের হাস্যকর মত দেখেছি, চন্দ্রশেখরের মত কিন্তু সে-সমস্তেরই চেয়ে 'এককাটি-সরেস' বললে মিথ্যা বলা হবে না।

*

প্রথমতঃ, "যাজ্ঞসেনী"র নামকরণ নিয়ে আগে আমি যা বলেছি, এখানে তার কতক অংশ আবার উদ্ধার করলুম :—"যাজ্ঞসেনীর গোড়ায় নাটকের সমস্ত পাত্রই দ্রৌপদীকে কামনা করছে। এমন-কি পরেও দ্রৌপদীকে জয় ক'রে দুর্য্যোধনাদি ফিরে আসছেন ভেবে ধৃতরাষ্ট্র পর্য্যন্ত আনন্দে অধীর হয়ে উঠছেন—তৃতীয় অঙ্কেও এই দৃশ্য দেখি। এবং শেষ দৃশ্যে দেখি····· দ্রৌপদীর দিকেই সকলের দৃষ্টি প্রসারিত। দ্রৌপদীর অপমানের মধ্যে কুরুকুলের ধ্বংসের পূর্ব্বাভাস এবং দ্রৌপদীর সাহায্যেই পাণ্ডবের দাসত্ব মোচন ও পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ হ'ল। এ নাটকের "যাজ্ঞসেনী" ছাড়া আর কোনরকম নামকরণ হ'তে পারে না।"

*

দ্বিতীয়তঃ "যাজ্ঞসেনী"র মূলধারাটি যে কি, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তার ঠিক ইঙ্গিতটি দিয়েছেন। আমরাও নাটক থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করলুম :—

*

যজ্ঞসেন।—তোমা হ'তেই কৌরবগণ বিনষ্ট হবে।

কৃষ্ণা।····আমি কি বিষকন্যা?

যজ্ঞসেন।—তুমি মা হোমের হবি—

কৃষ্ণা।—আগুনে ভস্ম হ'তে।

যজ্ঞসেন।—পবিত্র হবি কি কখনো ভস্ম হয় মা? হোমের হবি অগ্নিকে

IMPERIAL

প্রোজ্জ্বল করে।… … … …হবিতে শুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, তুষ্টি আছে। আর অগ্নি পবিত্র পাচক তেজের অধিষ্ঠাতা। হবিরূপী কন্যা অগ্নিস্বরূপ বরের সহিত মিলিত হ'লে তবে সংসারের মঙ্গল হয়।"

*

কিন্তু প্রভাতবাবুর ইঙ্গিত চন্দ্রশেখরের পছন্দসই নয়। কারণ তা মান্‌লে তাঁর মন-গড়া ব্যাখ্যা টিঁকে না যে! কাজেই তিনি বলছেন, 'দ্রুপদরাজার মুখের কথায় ছাড়া এই মূল সুর" আর কোথাও নাকি নেই। এ-কথা সত্য নয়। অন্যত্র দ্রৌপদী যা বলেছেন এখানে সেটুকুও তুললুম :—"ভাবছি বারণাবতে জতুগৃহদাহের প্রতিশোধ, এক বিশালতর জতুগৃহদাহ, আর তাতে ঘৃতের প্রয়োজন।… … …ঘৃতের প্রয়োজন, ঘৃতের প্রয়োজন! এই খানিক আগেই বাবা আমাকে হোমের হবি বলছিলেন।"

*

ঐ মূল সুর (বা নাটকের central idea) যে দ্রৌপদীর মনে বরাবর কাজ করছে, নাটকের চতুর্থ অঙ্কেও যাজ্ঞসেনীর মুখে আবার তা প্রকাশ পেয়েছে :—

"আমি মহাদেবী, পঞ্চপতি-সেবী,
কুরুকুল করিবারে ক্ষয় উদয় ধরায়,
দ্রুপদ-দুহিতা রূপে।"

দ্রৌপদী এখানেও নিজেকে হোমের হবি ব'লেই জানছেন।

*

পরন্তু ঐ মূল সুরটি নাটকের সর্ব্বত্র কি ভাবে কাজ করেছে, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-মশাই তা সুন্দর ভাবেই দেখিয়েছেন :—"নাটকের প্রথম পত্রেই বীজের উদ্ভব, সেটা যাজ্ঞসেনীর হবি হওয়া।……পাঞ্চালীর সঙ্গে পাঁচ ভাইয়ের বিবাহ। হবি ও অগ্নি সংগ্রহ করা হইল। তখনও আহুতি দেওয়া হয় নাই, সে আহুতি পড়িল হস্তিনার রাজসভায়। সেখানে পাঁচ ভাই হইলেন দাস, দ্রৌপদী হইলেন দাসী। দ্রৌপদীর উপরে কর্ণ, দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন অমানুষিক অত্যাচার করিলেন। অগ্নিতে হবি পড়িল। হোমাগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে জ্বলনটা কি? গান্ধারীর অভিশাপ। সে শাপ অতি স্পষ্ট, অতি কঠোর!"

*

প্রাকৃতজনের মুখবন্ধের জন্যে অমৃতলাল কোথাও চীৎকার ক'রে বলেননি যে,—'ওগো, বাংলা খবরের-কাগজের গুন্ধহীন কচি ও কাঁচা হ্যাক্‌লিটগণ! এই আমার নাটকের 'সেণ্ট্রাল আইডিয়া', তোমরা সবাই ভালো ক'রে মন দিয়ে শোনো!'—যাদের চোখ আছে, মস্তিষ্ক আছে, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তি আছে এবং "অন্ধহস্তিন্যায়ে"র রীতি মানা যাদের অভ্যাস নয়, তাঁর নাটকের মূল সুর ধরা তাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হবে না।

*

চন্দ্রশেখরের তৃতীয় আপত্তি, (এবং তিনি সগর্ব্বে প্রচার করেছেন, এইটিই নাকি তাঁর প্রধান আপত্তি!), এই নাটকের "আখ্যানে পরিণতির অভাব।" কিন্তু পরিণতি বলতে তিনি কি বোঝেন? নাট্যকার যতটুকু দেখিয়েছেন এবং যতটুকু দেখানো তাঁর উদ্দেশ্য, তার ভিতর থেকেই তো পরিণতি খুঁজতে হবে? "সীতার বিবাহ" নাটকে যে সীতার পাতাল-প্রবেশ দেখবার আবদার করবে, তাকে আমরা বালক ব'লেই মানব, সমালোচক ব'লে কখনো স্বীকার করব না। চন্দ্রশেখর সজাগ থেকে নাটকের শেষ পৃষ্ঠা খুললেই দেখতে পেতেন যে সেখানে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে—

"পূর্ব্ব-রঙ্গ-শেষে এই যবনিকাপাত।"

*

নাট্যকার "যাজ্ঞসেনী"তে 'পূর্ব্ব-রঙ্গ' দেখাতে চেয়েছেন এবং তা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ ক'রে দিয়ে শত্রুরও সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি। চন্দ্রশেখর তবু কি এই পূর্ব্বরঙ্গলীলার মধ্যেই দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, রক্তপান ও দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন দেখতে না পেলে খুসি হবেন না? মন্দ কথা নয়!

*

তবে 'পূর্ব্বরঙ্গের'ও উপযোগী পরিণতি থাকা দরকার এবং তা না থাকলে "যাজ্ঞসেনী" সত্যসত্যই একখানি 'মেরুদণ্ডহীন নাটক' হ'ত বটে। কিন্তু "যাজ্ঞসেনী"তে কি তার অভাব আছে? অমৃতলাল কি প্রথম থেকে পূর্ব্ব-রঙ্গের শেষ পর্য্যন্ত, দৃশ্যের পর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে একটি চরম পরিণামে বা 'ক্লাইম্যাক্সে' গিয়ে পৌছেন নি?

*

"যাজ্ঞসেনী"র প্রথম অঙ্কে দেখি, একদিকে পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন নিজের কন্যার যোগ্য বর সন্ধান করছেন, অন্যদিকে স্বয়ংবর-সভায় কন্যালাভের জন্যে ছদ্মবেশী পাণ্ডবদের আবির্ভাব এবং আর এক দিকে দেহে ও মনে স্ফুটনোন্মুখ পুষ্পের মতন কুমারী দ্রৌপদী। স্বয়ংবর-সভায় পাণ্ডবদের জয়। পরাজয়েরও ক্রোধে হতজ্ঞান দুর্য্যোধনের দ্বারা শকুনির অপমান এবং শকুনির প্রতিজ্ঞা—"ভালো, আজি হ'তে অন্যপথে চালাবো রথের গতি!"

*

দ্বিতীয় অঙ্কে ব্যাসদেবের পরামর্শে ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মতিতে পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদীকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ, দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চস্বামীর প্রথম পরিচয়।

*

তৃতীয় অঙ্কে একটিমাত্র দৃশ্য—কৌরবের মন্ত্রণাকক্ষ। স্বয়ংবর-সভায় কৌরবের জয়লাভের আশায় উৎফুল্ল ধৃতরাষ্ট্র। তারপর দুর্য্যোধন প্রভৃতির মুখে আসল সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্রের নিরাশা। পাণ্ডবেরা যে জীবিত এবং দ্রৌপদীকে লাভ করেছে, নানা লোকের মুখে তা শুনে দুর্য্যোধনের ক্রোধবৃদ্ধি, কুরু ও পাণ্ডবের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের আশায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন। পাণ্ডবগণকে ধৃতরাষ্ট্রের ইন্দ্রপ্রস্থ দান।

*

চতুর্থ অঙ্কে, ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়-যজ্ঞে পাণ্ডবদের নিমন্ত্রণে কৌরবদের আগমন। দুর্য্যোধনের প্রতি-নিমন্ত্রণ। দ্রৌপদীর পারিবারিক জীবনের চিত্র। শ্রীকৃষ্ণের মুখে নিমন্ত্রণ-রক্ষার জন্যে হস্তিনায় যেতে হবে শুনে দ্রৌপদীর অমঙ্গল-আশঙ্কা। গতকল্যকার ভীষণ স্বপ্নস্মৃতি মনে প'ড়ে যাওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দ্রৌপদীর ব্যাকুল প্রশ্ন—"মৃত্যু কেন নৃত্য ক'রে গেল নিদ্রিত নয়ন অগ্রে?" শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দ্রৌপদীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া—"পাণ্ডব-জীবন রাখিতে জাগ্রত, সুজন তোমার।" ভাবী অমঙ্গলের পূর্ব্বাভাসের মধ্যে চতুর্থ অঙ্কের সমাপ্তি।

*

পঞ্চম অঙ্কে—হস্তিনাপুর। ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবের ঐশ্বর্য্য দেখে দুর্য্যোধনের হিংসা। পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনাদান। শকুনির ঝোঁপ বুঝে কোপ্ মারা—পাণ্ডবদের জব্দ করবার অছিলায় কৌরবদের সর্ব্বনাশের জন্যে পাশাখেলার প্রস্তাব। দুর্য্যোধনের পিতার কাছে সম্মতি প্রার্থনা ও সম্মতি না পেলে আত্মহত্যার ভয় দেখানো। স্নেহদুর্ব্বল ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতিদান। পাশা খেলা। হৃতরাজ্য সপাঞ্চালী পঞ্চপাণ্ডবের দুর্য্যোধনের দাসত্ব-স্বীকার। দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণের চেষ্টা। দ্রৌপদী ও ভীমের প্রতিজ্ঞা। সভাস্থলে গান্ধারীর প্রবেশ, দ্রৌপদীর লজ্জারক্ষা। ধৃতরাষ্ট্রের বরে, দ্রৌপদীর ইচ্ছামত পাণ্ডবদের পুনরায় রাজ্য ও স্বাধীনতা লাভ।

*

আমরা সমস্ত নাটকের চুম্বক দিলুম। পাঠকরা লক্ষ্য ক'রে দেখবেন, নাটকের ক্রিয়া প্রথম অঙ্কে আরম্ভ হয়ে ধীরে ধীরে উর্দ্ধতর স্তরে উঠে 'পূর্ব্বরঙ্গে'র উপযোগী চরম দৃশ্যে গিয়ে পৌঁচেছে কি না! "এক বিশালতর জতুগৃহদাহে"র আয়োজন না ক'রে পূর্ব্ব-রঙ্গের সমাপ্তি হয় নি। এবং সর্ব্বশেষে নাট্যকারও শকুনির মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

"কৌরব-পাণ্ডব-নাট্যে আরো আছে পাঠ্য;
"পটের পালটে দেখি ভবিষ্যতে
অদ্ভুত কি দৃশ্য আরো প্রকাশিত হয়!"

আশা করি, সে দৃশ্য দেখবার সুযোগলাভে বঞ্চিত হব না।

•

অমৃতলালের এই নাটকে ধৃতরাষ্ট্র, অর্জ্জুন, শকুনি, যুধিষ্ঠির, ভীম, দুর্যোধন, শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদী প্রভৃতি প্রধান চরিত্র-চিত্র কেমন স্বাভাবিক বর্ণে ও উজ্জ্বল-রেখায় ফুটে উঠেছে, এখানে তা দেখাতে গেলে জায়গায় কুলাবে না। এবং সেটা অনাবশ্যকও বটে। কারণ চরিত্রগুলি এমন সুচিত্রিত যে, পাঠকরা পড়লেই বুঝতে পারবেন।

•

এক নিঃশ্বাসে সমস্ত মহাভারত আউড়ে যাবার চেষ্টা করলে তাঁর নাটক পাছে "নির্ব্বাচিত দৃশ্যের সমষ্টি" হয়ে দাঁড়ায়, প্রবীণ নাট্যকার সেই ভয়েই কেবল স্বয়ংবর থেকে বস্ত্রহরণ দৃশ্য পর্য্যন্ত গ্রহণ ক'রেছেন। এবং যতটুকু গ্রহণ করেছেন ততটুকু ঠিক পরে পরেই বিশ্লেষণ ক'রে ক্রমে ক্রমে সুর চড়িয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। অথচ চন্দ্রশেখর এই নাটককেই নির্ব্বাচিত দৃশ্যের সমষ্টি ব'লে প্রমাণিত করতে বদ্ধপরিকর! অপরং বা কিং ভবিষ্যতি?

•

যার মধ্যে মূলভাব (বা 'সেণ্ট্রাল আইডিয়া'), নাটকীয় ক্রিয়া ও তার উপযোগী পরিণতি এবং সুচিত্রিত চরিত্রের সুসঙ্গত লীলা থাকে, তাকেই আমি আসল বা খাঁটি নাটক বলি। "যাজ্ঞসেনী"তে তা আছে এবং সেইজন্যেই নবযুগের তথাকথিত পৌরাণিক নাটকের হাটে তাকে সব-চেয়ে ভালো নাটক ব'লে আমি কিছুমাত্র অত্যুক্তি করি নি।

•

তার উপরে আগেই বলেছি, অমৃতলাল কোথাও ঘটনার উত্তেজনার মোহে অভিভূত হয়ে থিয়েটারী (ও মেলো-ড্রামাটিক) ভাব বা রক্তারক্তি ও গণ্ডগোলের ভিতরে গিয়ে পড়েন নি। এটিও খাঁটি নাট্যকারের লক্ষণ। তাঁর নাটকের অন্যান্য গুণ ও দোষের (যেমন ভাষার অনুপ্রাসবাহুল্য এবং পাত্রপাত্রীর মুখে অতিরিক্ত বক্তৃতা প্রভৃতি) কথাও অন্য সংখ্যায় দেখানো হয়েছে; এখানে তারও পুনরাবৃত্তির আবশ্যক নেই। নাটকের কাব্যাংশের মধ্যে কবিত্ব, ভাবের খেলা ও 'আইডিয়া'র লীলাও আছে, আবার মাঝে মাঝে ছন্দপতন ও ছন্দের অনাহত গতিরও অভাবও আছে। এবং আরো কোন কোন খুঁৎ থাকতে পারে। কিন্তু এ-সব প্রধান বা অপ্রধান আনুষঙ্গিক দোষ-গুণের উপরে বড় হয়ে পূর্ণ-মহিমায় মনকে যা অভিভূত করে, তা হচ্ছে "যাজ্ঞসেনী"র অবিকৃত নাটকত্ব! এবং সে নাটকত্ব যে কি, আশা করি এতক্ষণে আমি তা সংক্ষেপেই—কিন্তু নিশ্চিতরূপে বোঝাতে পেরেছি। চন্দ্রশেখর এতেও যদি না বোঝেন তা'হলে মানতেই হবে যে, হয় তাঁর বুদ্ধির দোষ সামান্য নয়, অথবা বুঝেও বুঝবেন না ব'লে তিনি পণ ক'রে ব'সে আছেন। সে-ক্ষেত্রে আমি নাচার। কারণ যে-মানুষ জেগে ঘুমায়, ভগবানের বিশ্বব্যাপী চীৎকারও তার কাছে ব্যর্থ।

•

চন্দ্রশেখরের তিনটি আপত্তিই খণ্ডন করলুম। যাঁরা চন্দ্রশেখরের আলোচনার সঙ্গে আমার আলোচনা পড়বেন, তাঁদের কাছে এই অনুরোধ যে, তাঁরা যেন এই সঙ্গে মুদ্রিত "যাজ্ঞসেনী"ও মিলিয়ে পড়তে না ভুলে যান। কারণ তাহ'লেই তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পাবেন যে, আমরা যে-সব কথা নিয়ে আলোচনা করেছি, "যাজ্ঞসেনী"র ভিতরেই তা আছে এবং চন্দ্রশেখর যে-সব কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন, "যাজ্ঞসেনী"র কোথাও তার অস্তিত্ব নেই। বাঙালী সমালোচকরা সময়ে সময়ে নাটক না প'ড়েই কি-রকম অসত্যের আশ্রয় নিতে এবং নিজের মনগড়া কাল্পনিক দোষ নাট্যকারের কাঁধে চাপাতে পারেন এবং ধরা প'ড়েও প্রকাশ্যে বাজে মুখসাবাসির দ্বারা মান বাঁচাবার চেষ্টা করতে লজ্জিত হন না, চন্দ্রশেখরের "যাজ্ঞসেনী" নিয়ে আলোচনা তারই অন্যতম দৃষ্টান্ত। তিনি আকাশে ভিত্ গাঁথ্‌তে চেষ্টা করেছেন কাজেই সে-ভিত্ টেঁকল না। এজন্যে আমি দুঃখিত।

•

কোন কোন সহযোগী মতপ্রকাশ করেছেন, "যাজ্ঞসেনী" মিনার্ভাকে "আত্মদর্শনে"র মত পয়সা দেবে না। "যাজ্ঞসেনী" দীর্ঘকাল চলবে, কি চলবে না, আমি তা বলতে পারি না। কিন্তু দীর্ঘকাল চলার উপরেই যে কোন নাটকের শ্রেষ্ঠতা নির্ভর করে না, এ-কথা আমিও বার বার ব'লে এসেছি এবং নাট্যরসিকমাত্রই তা জানেন। কিন্তু গেল হপ্তায় দেখছি, "যাজ্ঞসেনী"র আঠারো রজনী পূর্ণ হ'ল। যে-বাজারে অনেক আয়োজন সত্ত্বেও ষ্টারের "দেবাসুর" উপর-উপরি বোধ হয় চার পাঁচ রাত্রির বেশী চলল না (সঙ্গীহীন অবস্থায়), সেই-বাজারেই "যাজ্ঞসেনী" একলাই যে আঠারো রাত্রি কাটিয়ে দিলে, অমৃতলাল ও মিনার্ভার পক্ষে এটা কি কম গৌরবের কথা? "যাজ্ঞসেনী" যদি আর এক রাতও না জাগতে পারে, তাহ'লেও আমি বলব যে, অমৃতলাল ও মিনার্ভার পরিশ্রম সার্থক ও সফল হয়েছে। উচ্চশ্রেণীর নাটকের পক্ষে আঠারো-বিশরজনীব্যাপী জনপ্রিয়তালাভ অল্প গর্ব্বের কথা নয়।

•

"যাজ্ঞসেনী" নিয়ে আমি এত-বেশী আলোচনা করতুম না—কিন্তু সহযোগীদের—এবং বিশেষ ক'রে চন্দ্রশেখরের—অন্যায় জিদের জন্যেই বাধ্য হয়ে এটা করতে হ'ল। এ-বিষয়ে আমার আর কোন বক্তব্য নেই। সহযোগীরা হার না মানেন, না মানবেন। জনসাধারণের উপরে বিচার-ভার দিয়ে আপাততঃ আমি বার বার এককথা বলার দায় থেকে মুক্তিলাভ করতে চাই। আমি ধৈর্য্যের সীমা পেরিয়ে এসেছি। আর ভালো লাগে না।

•

কিন্তু আর এক ব্যাপার নিয়ে, চন্দ্রশেখর আমাকে বড়ই জব্দ ক'রে দিয়েছেন। আমি সেদিন এই মর্ম্মে লিখেছিলুম, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী যোগ্যতার চেয়ে বেশী মাইনে নিতেন এবং তাঁর অধিকাংশ অভিনয় ছিল আলুনি তরকারি বা শর্করাশূন্য পরমান্নের মতন! ফলে 'নাচঘরে' কত বার তিনকড়িবাবুর অভিনয়ের প্রশংসা করা হয়েছিল, তার এক 'ফিরিস্তি' দাখিল ক'রে, চন্দ্রশেখর আমাকে বড়ই জব্দ ক'রে দিয়েছেন। শত্রুরা নিশ্চয়ই অট্টহাস্য করছেন।

•

কিন্তু গোড়াতেই একটু গলদ হয়ে গেছে—"দাল্‌মে কুছ্ কালা হৈ"। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে 'নাচঘরে'র নাট্যজগতের সঙ্গে আমার যে কোনই সম্পর্ক ছিল না, চন্দ্রশেখর নিশ্চয়ই তা জানেন। এবং তিনি যে অভিমতগুলি আমার ঘাড়ে দয়া ক'রে চাপিয়ে দিয়েছেন, তার একটি ছাড়া সবগুলিই অন্য লোকের। প্রথম বৎসরের "নাচঘরে" প্রকাশিত "সরলা"র শশিভূষণ ভূমিকা সম্বন্ধে মতটি

কেবল আমার। কাজেই চন্দ্রশেখরের নিক্ষিপ্ত বাণগুলি একেবারেই লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে। চন্দ্রশেখর যে এমন হেটো কাগজওয়ালার মতন কাজ করতে পারেন এটা এতদিন জানা ছিল না। এটি নিছক জুয়াচুরি। তিনি ক্রমেই নেমে পড়ছেন। দেখি, তাঁর অবনতির শেষ-স্তর কোথায়?

*

দুদিন পরে যদি "আত্মশক্তি"র নাটনিবন্ধ লিখতে সুরু করেন 'চন্দ্রশেখরে'র বদলে 'রাজসিংহ', তবে কি আমি 'রাজসিংহে'র অপরাধের জন্যে চন্দ্রশেখর'কে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাব? সাহিত্যক্ষেত্রে এবার থেকে তাহ'লে কি এই রকম অভদ্র-নীতিরই প্রচলন হবে? হায় চন্দ্রশেখর! শেষটা,—'তুমিও'?

*

তিনকড়িবাবু যে সামাজিক নাটকে ভালো অভিনয় করেন, আমি তা জানি। কিন্তু ঐতিহাসিক আর পৌরাণিক নাটকে তাঁর অভিনয় প্রায়ই চলনসৈয়ের কোঠা ছেড়ে উপরে ওঠে না। সময়ে সময়ে তা এত নিম্নশ্রেণীর হ'য়ে যে, সাধারণ দর্শকরাও পর্য্যন্ত বিদ্রোহ প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের "সাজাহান" নাটকে দারার ভূমিকায় দর্শকদের কাছে তিনি যে ভাবে অভিনন্দিত হয়েছিলেন, আমার তা অজানা নেই।

*

অথচ তিনি নাকি মাসিক বেতন পেতেন পাঁচশো টাকা! বাংলা রঙ্গালয়ের এমন অবস্থা এখনো হয়নি যে, তিনকড়িবাবুর মতন অভিনেতাকে পাঁচশো টাকা মাইনে দিতে পারে। সেইজন্যেই আমি বলতে চেয়েছিলুম, তাঁকে ত্যাগ ক'রে আর্ট থিয়েটার লাভবান হয়েছেন। এই বেতনবুদ্ধির হুজুগ বাংলা রঙ্গালয়কে বর্ত্তমানে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করছে, বিশেষজ্ঞের কাছে তা অবিদিত নেই। এই হুজুগ যদি আরো বেশীদিন থাকে, বাংলা রঙ্গালয় চালানো নিশ্চয়ই কঠিন হয়ে উঠবে।

*

গেল শনিবারে নাট্যমন্দিরে 'আবুহোসেন' দেখতে গিয়েছিলুম। পুরো অভিনয় দেখা হয়ে ওঠে-নি, তবে অনেকখানি দেখেছি বটে। তার মধ্যে জীবনকুমার গাঙ্গুলী (আবুহোসেন), শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত (বাদশা), শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ পাল (মসুর), শ্রীমতী চারুশীলা (দাই), শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী (রোশেনারা), ও শ্রীমতী হরিমতি (আবুর মা) প্রভৃতির অভিনয় ভালোই লাগল।

*

শ্রীমান জীবনকুমারের আবুহোসেনের আসল বিশেষত্ব, তার মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী আবুহোসেনের ছায়ার আঁচটুকু পর্য্যন্ত ছিল না। তাঁর অভিনয় হয়েছিল স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ ও নূতন ধাঁচের। দোষের ভিতরে স্থানে স্থানে অতি অভিনয়ের চেষ্টা। শ্রীমান ব্রজবল্লভের নাচ উপভোগ্য। এখনকার নতুন নাচিয়েদের ভিতরে তাঁর জুড়ী বোধ হয় নেই। শ্রীমতী চারুশীলার নাচ ও অভিনয়ের কথা বলা বাহুল্য মনে করি, কারণ এরকম ভূমিকায় তিনি অতুলনীয়া। শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীও যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন।

*

কিন্তু নাট্যমন্দিরের 'আবুহোসেনে' যাঁরা প্রয়োগ-কৌশল দেখবার আশা ক'রে গিয়েছিলেন, তাঁদের হতাশ হতে হয়েছে অত্যন্ত। নট-নটীরা আপন আপন কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটি করেন নি, কিন্তু আজকাল পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়ের সময়ে মাঝে মাঝে দেখতে পাই, নাট্যমন্দিরের প্রয়োগকর্ত্তা থাকেন ঘুমন্ত। অথচ বাংলা দেশে প্রয়োগ-কর্ত্তার অনেক গুণই একমাত্র যাঁর মধ্যে দেখা যায়, তিনিই নাট্যমন্দিরের অধ্যক্ষ। তিনি যদি নিজের কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করেন, তাহ'লে শীঘ্রই সহরের অন্যান্য রঙ্গালয়ের সঙ্গে নাট্যমন্দিরের তফাৎ থাকবে না। এ-সত্য স্বীকার করছি—অতিশয় দুঃখের সঙ্গে।

*

ক্রাউনের "নিষিদ্ধ ফল" তৃতীয় সপ্তাহও চলবে। আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলুম, ছবিখানি জনপ্রিয় হবে। আমাদের কথা সফল হয়েছে।

মিনার্ভার নূতন নাটক "সত্যের সন্ধানে"র মহলা সুরু হয়েছে।

*

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা খবর দিলেন, নাট্যমন্দিরের "বলিদানে" গেল হপ্তায় দুলালচাঁদের ভূমিকায় শ্রীমান জীবনকুমার গাঙ্গুলীর অভিনয় সকলকেই মোহিত করেছিল।

*

গুজব, সহরের কোন রঙ্গালয় থেকে গিরিশচন্দ্রের "ছত্রপতি শিবাজী"র পুনরাভিনয়ের চেষ্টা হচ্ছে। সরকারের উচিত, বাংলা সাহিত্যের এই উৎকৃষ্ট নাটকখানির অভিনয়ে আর বাধা না দেওয়া। ছায়াকে কায়া ভেবে সরকার অকারণেই ভয় পান। স্বদেশপ্রীতি আর রাজ-বিদ্রোহে তফাৎ হচ্ছে আকাশ-পাতাল। "ছত্রপতি শিবাজী"র অভিনয় দেখলে হৃদয়ে যে-ভাবের সঞ্চার হয়, তার নাম রাজবিদ্রোহ নয়—নির্দ্দোষ স্বদেশপ্রীতি।

*

একটি সুখবর! শ্রীমতী আনা পাব্‌লোভা শীঘ্রই আবার কলকাতায় আসছেন। পল নিজিনস্কি পরলোকে,—নৃত্য-জগতে আনা পাব্‌লোভার আসন এখন সকলকার উপরে। অজন্তা গুহার চিত্রাবলীর আদর্শে পাব্‌লোভা যে পৃথিবীপ্রসিদ্ধ নৃত্য-নাট্যের পরিকল্পনা করেছেন, কলকাতায় এবারে তিনি তাও দেখাবেন। তাছাড়া তিনি নাকি কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রাচ্য নৃত্যেরও পরিকল্পনা করেছেন। দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে রইলুম।

*

কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ রঙ্গালয় নাকি শীঘ্রই স্থান পরিবর্ত্তন ক'রে "মনোমোহন থিয়েটারে" এসে আসর জমাবার চেষ্টা করছেন এবং লেখাপড়া নাকি পাকা হয়ে গেছে!

*

গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থসংগ্রহের জন্যে শীঘ্রই "দক্ষযজ্ঞ" অভিনয়ের আয়োজন হবে, তাতে মহাদেব সাজবেন দানীবাবু এবং দক্ষ সাজবেন শিশিরকুমার। প্রায় বিশ বৎসর আগে মহাদেবের ভূমিকায় আমি দানীবাবুর অভিনয় দেখেছিলুম—সুতরাং এটি তাঁর পুরাণো ভূমিকা। কিন্তু সতী সাজবেন কে? শ্রীমতী তারাসুন্দরী আছেন, কিন্তু তাঁকে আর মানাবে কি? একালের অভিনেত্রীদের মধ্যে দুজনের নাম সব-আগে মনে পড়ে—শ্রীমতী প্রভা ও শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী।

*

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী আজও রেঙ্গুনের মায়া কাটাতে পারেন নি। তাহ'লে কি বুঝতে হবে যে, বাংলাদেশের চেয়ে মগের মুল্লুকেই বাংলা আর্টের কদর বেশী?

*

আর্ট থিয়েটার সম্বন্ধে কতকগুলি আপত্তিকর গুজব বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। গুজবের স্রষ্টা আজও আত্মগোপন ক'রে আছেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলুম, আজব হ'লেও এই সব গুজব তাহা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রবাদ বলে, 'যা রটে তা কিছু বটে'। কিন্তু থিয়েটারী জগতে এখন যা রটে, তা আর ঘটে না।

ইলেক্‌ট্রো-আয়ুর্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র টি৭ ঔষধ
পকেট কেসসহ—মূল্য পুস্তকসহ ৪।০
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়
বিনামূল্যের চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন
ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, ফাষ্ট ফ্লোর কলিকাতা।

চিত্রনাট্যের রূপকথা

আর্ত্তসেবিকা ক্যাভেলের ঘটনা নিয়ে তৈরি 'উষা' (Daww) নামক ছবিখানি, এখানে দেখাতে দেওয়া হোলোনা। বিলাতেও প্রথমে দেওয়া হয়নি, পরে হোয়েছিল। সেখানকার জনমত প্রবল, তারই জয় হোলো। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা নিজে দেখে এসে বোলেছেন, এই ছবিতে আপত্তি করবার মতো, বা কোনো জাতির মনঃপীড়া ঘটাবার মতো কিছু নেই। সেন্সররা তবে কি বিচার করলেন?

*

আমরা এবারে যত ছবি দেখেছি তার মধ্যে 'পরিতৃপ্ত যোদ্ধা (The Happy Warrior) নামক পার্ল সিনেমায় যে ছবিখানি দেখানো হোচ্ছে সেইখানিই সব চেয়ে ভালো। 'পিকার্ডির গোলাপ'ও (Rose of Picardy) ভালো ছবি। কিন্তু 'Big Parade'এর জবাবে ইংলণ্ড এই ছবিখানি তৈরি কোরেছেন বোলে যে অহঙ্কার কোরছেন, তার কোনো দাম নাই। রেনে এ্যাডোরে তাতে নায়িকার অংশে যে অপূর্ব্ব-সুন্দর অভিনয় কোরেছেন, এতে বিলাতী অভিনেত্রী শ্রীমতী লিলিয়ান হল্‌ডেভিসের অভিনয়ে তার সঙ্গে তুলনা করবার কিছু নেই। Big Parade এ জন গিলবার্টও নায়কের অংশে বর্ত্তমান ছবির নায়ক জন ষ্টুয়ার্টের চেয়ে অনেক ভালো অভিনয় কোরেছেন।

*

আমরা শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিজের কাছ থেকে শুনলুম যে, 'নিষিদ্ধ ফল' খুব ভালো ছবি হোয়েছে আর আলোকচিত্রের দিক দিয়ে আর কোনো দেশী ছবিই এর যোগ্য বোলে মনে হয় না। আমরা আশা করি এই দেশী চিত্রব্যবসায়ীর দল আরো উন্নতি কোরে, দেশী ফিল্মের আসন গৌরবান্বিত কোরবেন।

*

তেরো বছর আগে এ্যাডল্‌ফে মঞ্জু ও এভ্‌লিন ব্রেণ্টকে খুচরো ও ফাল্‌তো কাজের জন্যে চিত্রনাট্যে নেওয়া হোতো। তাঁরা আবার অল্পদিন হোলো দুজনে একসঙ্গে একই চিত্রনাট্যে অভিনয় কোরেছেন। কিন্তু তখনকার ও মাঝখানকার দিনের চেয়ে এঁদের মাইনে ও মর্য্যাদা আজ কতো বেশী। এঁরা এখন 'তারকা'!

*

সাঁতার দিলে শুধু যে স্বাস্থ্য ভালো থাকে তা নয়, শরীরের রঙও ফিরে যায়। শ্রীমতী লিয়েট্রিস জয় বোলেছেন যে সাঁতারের চেয়ে ভালো ব্যায়াম আর নেই। এতে রক্তের চলাচলের উন্নতি হোয়ে শরীরের রঙ, নাকি সরের মতো হয়।

*

'গোয়েন্দা' (Detectives) বোলে একখানি নতুন ছবি বেরুচ্ছে। তাতে শ্রীযুক্ত জর্জ্জ আর্থার স্ত্রী বেশে নাম্‌বেন। তাঁকে মেয়েমানুষ সাজাবার ভার নিয়েছেন সুন্দরী ও যশস্বিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী মার্সেলিন ডে।

*

'হীরের হাতকড়ি' (Diamond Handcuffs) নামক একখানি ছবিতে আফ্রিকা ও নিউজিল্যাণ্ডের সুন্দরীর প্রতীকরূপে যথাক্রমে শ্রীমতী লেনা মেগ লেনা ও ডেল্ অষ্টেন নাম্‌বেন। শ্রীমতী অষ্টেন নিউজিল্যাণ্ডের সুন্দরী মেয়ে বাছাইয়ের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেয়েছেন।

*

'দেশহিতৈষী' (The Patriot) একখানি নতুন ছবি। এতে রুশের সম্রাট পলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন শ্রীযুক্ত এমিল জ্যানিংস।

*

'দীপ্তপদ' (Twinkletoes) নামক গ্লোবে যে ছবিটি দেখানো হোচ্ছে তাতে কলিন মুরের অভিনয়ই একমাত্র উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী বহুযশস্বিনী তরুণী চলচ্চিত্রাভিনেত্রী এবং নোতুন যুগের মেয়েদের বিশিষ্ট নমুনা।

*

রঙ্গমঞ্চের চেয়ে যে চিত্রনাট্যমঞ্চ অধিকতর আকর্ষণের বস্তু হোয়ে উঠছে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে চিত্রাভিনেতা ও চিত্রাভিনেত্রীদের রঙ্গমঞ্চে নিয়ে যাবার জন্যে বিশেষ প্রচেষ্টা দেখে। রঙ্গমঞ্চ এ বিষয়ে চিত্রজগতে দস্তুর-মতো অভিযান সুরু কোরেছে। গেল বছর চিত্রজগৎ বার্ট লাইটেল, মিল্‌ড্রেড্ হ্যারিস্ ও ব্রায়ণ্ট ওয়াশবার্ণকে রঙ্গমঞ্চের জন্যে হারিয়েছিলো।

*

এখন আবার বেস্ বেনেট্ ও কনওয়ে টার্লকে রঙ্গমঞ্চ যে রকম সাধা-সাধনা কোরছে তাতে মনে হয় এঁদেরও চিত্রজগৎ অচিরে হারাবে। এঁরা এখনও কোন স্বীকৃতি দেন নি, তবে বোলেছেন যে আপাততঃ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হবেন না। ইউজেন ওব্রায়েনও এই রকম কথাই বোলেছেন।

*

এ বছর লিউ কোডি, এফেল ক্লেটন, হ্যারি কেরি, হার্কাট রলিন্‌সান, থিওডোর রবার্টস্, আয়ান কিথ এবং ওয়া ক্যারু রঙ্গমঞ্চেই অভিনয় কোরবেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে।

সুলভতার অতুলনীয়।

শোনা যাচ্ছে যে এ্যাগনেস্ আয়ার্স, জন বাওয়ার্স ও মার্জারিত্ দে লা মত্ শীগ্‌গিরই এঁদের দলভুক্ত হবেন।

*

প্রসিদ্ধ প্রযোজক ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ্ অনেক রকমেই বিখ্যাত লোক। তাঁর পিতা জেকব ওয়ার্ক গ্রিফিথ্ সামরিক বিভাগের একজন সৈনাধ্যক্ষ ছিলেন। ডেভিড্ প্রথমে রিপোর্টারের কাজ কোর্‌তেন—তারপর প্রযোজক হন। ম্যাক্‌সেনেট, হেন্‌রি ওয়ালথল, মেরি পিকফোর্ড, ও গিস্-ভগিনীদ্বয় প্রভৃতি বহু অভিনেতা অভিনেত্রীকে ইনিই আবিষ্কার করেন। 'লঙ্-শট' 'ফেড্ আউট', 'মিষ্ট ফটোগ্রাফি', 'ফ্ল্যাস্ ব্যাক্' প্রভৃতি চিত্রসম্বন্ধীয় নানারূপ কায়দা তাঁরই উদ্ভাবিত।

*

কাশীতে অনেক টাকার মূলধন নিয়ে চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের গঠন হবে বোলে প্রকাশিত হোয়েছে। আমরা এর পরিণতি ও ফলাফলের প্রতীক্ষায় রইলুম।

*

সুবিখ্যাত অভিনেত্রী ডোলোরেস্ ডেল্ রিয়ো এখানে আসছেন, চলচ্ছবি রসিকদের পক্ষে আনন্দের সংবাদ। কোন বিদেশী চিত্রসঙ্ঘ ভারতের পুরাণ-সম্পর্কিত চিত্রনাট্যের জন্যে ছবি তুলতে এখানে আস্‌ছেন। শ্রীমতী তাতে নায়িকার অংশে অবতীর্ণা হবেন।

—গি—

নাটকীয় উপন্যাস

(শেষ প্রবন্ধ)

শ্রীপশুপতি চাট্টোপাধ্যায়

এইবার জীবিত ঔপন্যাসিকদের বই থেকে যে সকল নাট্যরচনার উৎপত্তি, তা'র কথা।

বেশীর ভাগ সময়েই নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হওয়ার সম্ভাবনা সেই সব উপন্যাসের, যারা বাজারে দস্তরমত নাম কিনেছে এবং তার প্রমাণস্বরূপ সংস্করণের পর সংস্করণ হু হু শব্দে কেটে গিয়ে প্রকাশকের পকেট ভর্ত্তী করেছে। এই সকল "কাটতিওলা" উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেওয়ার মূলে যে-বুদ্ধি নিহিত থাকে, সেটা হচ্ছে আসলে "ব্যবসা-বুদ্ধি"।

তাই কোনো একখানা জনপ্রিয় উপন্যাসকে কেন নাট্যাকারে গ্রথিত করা হ'ল, তার কারণ খুঁজতে গেলে খুব সম্ভবতঃ যা দেখতে পাওয়া যাবে তা হচ্ছে এই। বইখানা বাস্তবিকই নাটকীয় মাল-মসলায় সম্পদশালী ব'লে তার থেকে একখানা ভালো নাটক দাঁড়াতে পারে, এ-কথা মনে ক'রে নাট্য-গ্রন্থনকর্ত্তা কলম ধরেন নি। তিনি দেখেছেন (বা তাঁকে দেখানো হয়েছে) যে, যে-হেতু বইখানা গল্পের আনন্দ দেওয়ার জন্যে সাধারণের কাছ থেকে আদর পেয়েছে ও মোটা রকম অর্থ লাভ করেছে, ঠিক সেই হেতু অন্য আকারেও রঙ্গপীঠের উপর থেকে দর্শকের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে না এবং গ্রন্থকার ও রঙ্গালয় উভয়েরই পেট ভরাতে পারবে।

কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে নাট্যতত্ত্বের দিকে গ্রন্থকার আদৌ চোখ ফেরাতে পারেন না; ঐ 'ব্যবসা-বুদ্ধি'ই তাঁকে ব'লে দেয় উপন্যাসের নাট্যরূপ হবে কি রকম। ফলে হয়, কি "ক্লাসিক" উপন্যাস থেকে নাটক তৈরী করা যে যে কারণে একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হ'য়ে পড়ে, এ-স্থলেও ঠিক সেই সেই কারণটি এসে উপস্থিত হয়। প্রকৃত কথা বলতে গেলে, একখানি লোকপ্রিয় আধুনিক উপন্যাসকে 'সাময়িক ক্লাসিক'রূপে গণ্য করা কিছুমাত্র অন্যায় নয়। কারণ যতদিন বইখানি 'জনপ্রিয়' থাকে, ততদিন বিচারশূন্য সাধারণ পাঠকের কাছে তা' ঠিক সেই সম্মানই পেয়ে আসে, যা অপেক্ষাকৃত পুরাতন-প্রিয় তর্ক-রসিকরা মাত্র খাঁটি ক্লাসিকের জন্যে সযত্নে রক্ষা করেন।

এ অবস্থায় public interestএর দাবী বজায় রাখবার জন্যে গ্রন্থকার সাধ্যমত পটুহস্ত দিয়ে বইখানিকে যেমন আছে তেমনি ভাবেই নাটকের ছাঁচে ফেলে দিতে চান, যাতে ক'রে বইয়ের প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার নাটকে যথাসম্ভব ঢুকতে বাধা না পায়। অবশ্য এ-রকমভাবে নাটকীকরণ সত্ত্বেও সময়ে সময়ে কোনো কোনো বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকের এক-আধখানা বই 'ব্যবসার দিক দিয়ে' সাফল্য লাভ করতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে সব সময়েই যে 'শিকে ছিঁড়বে', এমন কথা জোর করে ব'লা যায় না। কেন না প্রায়ই দেখা যাবে, এ ধরণের নাটকের সাফল্য বইয়ের যোগ্যতা-অযোগ্যতার উপর নির্ভর করে না যতটা করে কোনো একটী বা দু'টী প্রতিভাশালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর উপর, যাঁরা বিশেষ বিশেষ চরিত্রকে নিজেদের সোনার কাঠির ছোঁয়া দিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপর সজীব ক'রে তোলেন।

থিয়েটার-সংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর যতটা কম আস্থা স্থাপন করা যায়, ততটা বোধ হয় আর কিছুতেই নয়। তাই দেখা যায়, ঔপন্যাসিকরা সময় সময় আর একটি মারাত্মক রকম ভুল ক'রে বসতে পারেন; সেটা হচ্ছে গোড়ায় গলদ। একটা বই উপন্যাস হিসেবে যথার্থ সাহিত্যিক সাফল্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাজারেও যথেষ্ট নাম কিনেছে ব'লেই সেটা যে

নূতন উপন্যাস ! নূতন উপন্যাস !

সদ্য প্রকাশিত হইল।

সুন্দর স্পষ্ট।

সুন্দর ছাপা। সুন্দর বাঁধা।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রণীত — প্রবাসী — মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত — বহু-বচন — মূল্য পাঁচসিকা।

প্রাপ্তিস্থান—

এন, এম, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং

১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

দি ইণ্ডিয়ান নিডীং এণ্ড টেলারিং স্কুল

স্থাপিত ১৯২৮ সাল

আধুনিক লণ্ডনের নিয়মে (বাংলা ও ইংরেজ ভাষায়) সকল প্রকার জামার ছাট্‌কাট্ ও সেলাই এবং মোজা বোনা শিক্ষা দেওয়া হয়। কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন বা চাঙ্গুর হার সামান্য মাত্র। সাক্ষাতে বা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাওয়া যায় — সেক্রেটারী মিঃ জে, এম, দে

ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এণ্ড কাটার, কমলালয়।

৩নং শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাটক-রূপেও সমান পাল্লা নাও দিতে পারে, এই অতি-বড় সত্য কথাটা ভুললে চলবে না। একটা উপন্যাসের পক্ষে যে বিষয়বস্তুটি একেবারে অদ্ভুত-বিচিত্র, নাটকের পক্ষে সেইটেই হয়ত' পুরোদস্তর সাংঘাতিক। যখন এই বিষয় নির্ব্বাচনই কোনো নাটকের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ দাঁড়ায়, তখন আর কোনো চারা নেই।

কিন্তু যখন বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচন ঠিক হয়েছে অর্থাৎ বাস্তবিক নাটকীয় মাল-মশলা বিশিষ্ট উপন্যাস থেকে নাটক তৈরি হয়েছে, তখনও তা'র 'অ-নাটক' হবার সম্ভাবনা থাকে কেন, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে—"the author does not take his novel to pieces and reconstruct it before beginning to rewrite."

ঔপন্যাসিক বার বার এই ভুল করবেন কেন? উত্তরে বলা যেতে বলা যেতে পারে, তিনি মঞ্চশিল্পকে মানতে চান না, "he resents its limited technique, its comparatively rigid form"—নাট্য-শিল্প-বিজ্ঞানের কষ্টকর বন্ধনের মধ্যে তিনি বন্দী হ'তে নারাজ! উপন্যাসের গল্পটিকে গ্রন্থকার যে ধাঁচায় ইচ্ছে বলতে পারেন; পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে তার আগ্রহ বাড়াবার জন্যে কোনো একটা বিশেষ ঘটনা শেষ অবধি রহস্যের কুয়াসার মধ্যে ঢেকে রেখে দেবার সুবিধা তাঁর আছে; উপন্যাসের গতির জন্যে, ঘটনার পরিণতির জন্যে, তিনি যেখানে ইচ্ছা পাত্রপাত্রীদের মধ্যে কথোপকথন দিতে পা'রেন, আবার কোথাও সুযোগ বুঝে পাঠককে পরিতৃপ্ত করতে নিজের বর্ণনারও সাহায্য নেন। কিন্তু নাটকের বেলা অতখানি স্বাধীনতা নেই, নাট্য-সম্ভব পরিণতির জন্যে রহস্যের আশ্রয় নেওয়া একদম চলে না। তারপর—"the story of a novel may be told as brilliantly upsidedown as right way up," কিন্তু নাটকে সেটি হবার জো নেই—"a play is less accommodating."

একটি কথা বিশেষ ক'রে মনে রাখা উচিত যে, উপন্যাসের পক্ষে যে-নীতি অবলম্বন করা সম্পূর্ণ উচিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাটক লেখবার সময়ে সে-নীতি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়।

আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। এমনও হ'তে পারে, নাটকের বিষয়-বস্তু চমৎকার, ভাব-ভাষা অতুলনীয়, চরিত্রসৃষ্টি বিচিত্র ও সুসঙ্গত, পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথন বা dialoge মাধুর্য্যপূর্ণ, হয়ত নাটকীয় ক্রমপরিণতি সুবিন্যস্ত, তবুও নাটক ঠিক 'নাটক' ব'লে বোধ হচ্ছে না! এবং কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, নাটকটীতে যে dialogue আছে তা' সুন্দর হ'লেও নাটকীয় নয়, মাত্র পড়তে সুন্দর—"hardly once will the dialogue give the impression of being intended to be spoken rather than read." কিংবা এও সম্ভব যে, নাটকের যা' প্রাণ সেই ক্রিয়ারই একান্ত অভাব—অর্থাৎ বইখানিতে এমন-কিছু নাটকীয় কার্য্য নেই, যা থেকে মনে হ'তে পারে যে, গ্রন্থকার নাটকটা যে চোখে দেখবার এবং কাণে শোনবার—দুইই, সে কথাটা স্মরণ রেখেছেন। কিন্তু ক্রিটিকের অনুরোধ,—"the author should rely upon action to such an extent as to suggest that his appeal is addressed to the eye as well as to the ear."

উপন্যাসের গল্পকে আশ্রয় ক'রে নাটক লিখতে গেলে কতখানি স্বাধীনতা নেওয়া দরকার, আবশ্যকমত কত অদরকারী চমকপ্রদ জিনিষ ফেলে দিতে হয়, আবার কত নতুন আবিষ্কার করতে হয়, তা' যাঁর সেক্সপীয়ারের নাটকাবলী ও তাদের উপাদান সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আছে, তিনি খুব ভালো ক'রেই ধারণা করতে পারবেন। এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই।

আমরা এ প্রবন্ধের নাম 'নাটকীয় উপন্যাস' দিয়েছি এইজন্যে যে সাধারণতঃ উপন্যাস থেকে রূপান্তরিত নাটকগুলি নাটক হ'য়ে দাঁড়ায় না, হয় নাটকীয় উপন্যাস মাত্র। কি উপায়ে উপন্যাসকে যথার্থ নাটকে পরিণত করা যায়, এই প্রবন্ধে সেই ইঙ্গিতটিই দেবার চেষ্টা হয়েছে।

সমাপ্ত

খেয়ালের খেসারৎ

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

গল্পের বই

মূল্য এক টাকা চার আনা

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

অজয় সিংহ

কৌতূহলোদ্দীপক, বিস্ময়াবহ, লোমহর্ষক উপন্যাস।

৩য় সংস্করণ

মূল্য ৩৲ টাকা।

পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত

প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ অধ্যাপক এঙ্গেলস প্রণীত বিখ্যাত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। কি করিয়া মানব-সমাজ অবাধ যৌনি-সংস্রবের যুগ হইতে এক-পতি-পত্নিত্বের যুগে আসিয়া পৌঁছিল, কি করিয়া রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল—মানব-জাতির এই ক্রম বিকাশের তাহারা সুন্দর বাংলায় পাইবেন।

মূল্য ২।৹ আনা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস প্রণীত

ভাঙ্গাগড়া

শনিবারের চিঠি বলেন—"বুঝবার ও শিখবার কথা প্রচুর আছে।"

প্রবাসী বলেন—"লেখায় ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। লোকের আদর লাভ করবে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মূল্য ।৵০ আনা।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

ফরাসী যেড়শী

ফরাসী যেড়শীগণের অপূর্ব্ব লীলা-খেলা বিরহ-মিলন, প্রণয়-দ্বন্দ্বের বিচিত্র কাহিনী—পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন।

মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পিয়াসা

মানুষের পিয়াসার আর সীমা নাই—ধনের পিয়াসা, রূপের পিয়াসা, কাব্যের পিয়াসা—অন্তহীন এই পিয়াসার কাহিনী।

মূল্য ১।০ আনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

ঝড়ের যাত্রী

মহামানবের সাগর তীরে যে সকল ঝড়ের-যাত্রী জাতীয়তার অনাহত ভেরী বাজিয়ে চলেছে তাদেরি প্রণয়-মিলনের অপূর্ব্ব রোমান্স।

মূল্য ২৷৷০ আনা।

এন, এম, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং

১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নমো নাট্যনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, বর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ৭ই জুলাই, ২৩শে আষাঢ়, ম্যাটিনী ৭৷৷০ টায়

১। নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রের

বলিদান

করুণাময়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রবিবার ৮ই জুলাই, ২৪শে আষাঢ়, ম্যাটিনী ৫ টায়

১। শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। **শেষ-রক্ষা**

চন্দ্র শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

শনিবার ২৩শে আষাঢ়, রাত্রি ৭ টায়

১। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক

পঞ্চাঙ্ক নাটক

চন্দ্রগুপ্ত

চাণক্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

ছায়া—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা

হেলেন—শ্রীমতী শশীমুখী

২। **প্রেমের তুফান**

রবিবার ২৪শে আষাঢ়, ম্যাটিনী ৫ টায়

১। নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

যাজ্ঞসেনী

১৯শ অভিনয় রজনী

ধৃতরাষ্ট্র—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

২। **জোর বরাত**

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

এস, এন, ঘোষ—ম্যানেজার।

ইউ, কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়:—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোষ্টবক্স

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৯ম সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৯শে আষাঢ়
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

রূপ অসীম, আর্টও অনন্ত। এবং আর্ট হচ্ছে অসীম রূপের অনন্ত মুকুর।

*

কবি, গায়ক, চিত্রকর ও নেতা—এঁরা সকলেই এক বৃহৎ পরিবারভুক্ত। এঁদের কাছে আর্টের যে মুকুর থাকে, তখনি তা সার্থক হয়ে ওঠে যখন তার ভিতরে পড়ে রূপের নিত্য-নূতন প্রতিচ্ছবি।

*

হ্যাঁ,—নিত্য-নূতন প্রতিচ্ছবি! একই ছবি তাঁরা দু-বার দেখান না। এমন কি, তাঁদের হাতের ছোঁয়া লাগলে পুরাণো ছবিও নূতন রূপ ধারণ করে।

*

কলা-জগতে শিল্পীরা হচ্ছেন ভগবানের মতন। তাঁরা সর্ব্বশক্তিমান। তাঁরা সৃষ্টি করেন। স্বর্গ ও নরক—সর্ব্বত্রই তাঁদের সমদৃষ্টি।



"নিষিদ্ধ ফল" চিত্রনাট্যের প্রধান অভিনেত্রী
শ্রীমতী রেণুবালা

*

তাঁরা কি ভগবানেরও চেয়ে এগিয়ে যান না? ভগবানের রাজ্যে কুৎসিত হচ্ছে কুৎসিতই। কিন্তু কলাজগতে কুৎসিতও হয়ে ওঠে সুন্দর।

*

জুলোআগার বামন, সেক্সপিয়ারের কালিবন, হুগোর কুব্জ ও রোদাঁর বৃদ্ধা নারীর মূর্ত্তির কথা মনে করুন। তাদের রূপ কি উপভোগ্য নয়? বাস্তব-জীবনে, ভগবানের রাজ্যে তাদের সঙ্গে আমরা এক-মুহূর্ত্ত বাস করতে রাজি হব না। কিন্তু কলাজগতে আমরা সাগ্রহে তাদের সঙ্গী হই।

*

দারিদ্র্য কুৎসিত। কিন্তু মুরিলো যখন তুলি ধ'রে গরিব ভিখারীর ছেলের ছবি আঁকেন, এবং ম্যাক্সিম গোর্কি যখন বস্তি-জীবনের গল্প বলেন, দারিদ্র্যের মধ্যে তখন আমরা উপভোগ্য রূপের ছবিই দেখি।

*

দুঃখও কুৎসিত। কিন্তু কবি যখন দুঃখের কাব্য লেখেন, গীতী যখন দুঃখের গীতি গান এবং নট যখন 'কিং লিয়র' বা 'যোগেশে'র ভূমিকা গ্রহণ করেন, তখন চোখে জল এলেও পয়সা খরচ ক'রে আমরা তা উপভোগ করতে চাই কেন? কারণ কলাবিদের প্রসাদে দুঃখও সুন্দর হয়।

*

রূপ দিয়ে শিল্পী পাপীকেও বিচিত্র সুন্দর ক'রে তোলেন। মিল্টনের সয়তান, সেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ, মাইকেলের রাবণ,—এরাও মানুষের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় না। এবং বৈচিত্র্য আর উপভোগের দিক দিয়ে দেখলে বলতে হবে, আর্টে দুর্য্যোধনের মতন লোকই যুধিষ্ঠিরের চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে!

*

অসাধারণ এই শিল্পীর ক্ষমতা! তাঁর দেখাবার কায়দায় বড় বড় পাপ কাজ ক'রেও অনেকে আজ আদর্শ-চরিত্র ব'লে বিখ্যাত হয়ে আছেন। আমরা তাঁদের নিন্দা করবার অবকাশ পাই না। হাতের কাছে দুটি বড় প্রমাণ রয়েছে—রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির।

*

রামচন্দ্র নির্দ্দোষ জেনেও সাধু শূদ্রকে ও বালিরাজাকে (গোপনে) হত্যা করেছিলেন। এবং সতী জেনেও সীতাকে (যে-সহধর্ম্মিণীকে পালন করতে তিনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য ও যে-সহধর্ম্মিণী তাঁর জন্যে আজীবন কষ্টভোগ করেছেন) বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। তবু রামচন্দ্র আজ পূজনীয়!

*

এবং যুধিষ্ঠির জুয়াখেলায় নিজের স্ত্রীকে বাজি রেখেছিলেন—অতি-নিম্নশ্রেণীর মানুষও যা করে না।—তবু তিনি 'ধর্ম্মপুত্র'! এবং দরকারের সময়ে তিনি সাংঘাতিক মিথ্যাকথা বলতেও লজ্জা পান নি। মিথ্যাকথা ব'লে তিনি ব্রহ্মহত্যা ও গুরুহত্যা পর্য্যন্ত ক'রেছিলেন। তবু তিনি 'সত্যবাদী'!

*

এ-সব হচ্ছে শিল্পীর মহিমা। অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করেন। ছায়াকে তিনি আলোকে পরিণত করেন। তিনি রাতকে দিন বললেও আমরা অবাক হব না।

•

সমালোচকরা বলেন, কল্পের 'ফেডোরা' এক অসম্ভব চরিত্র। বাস্তব-জীবনে কেউ কোনদিন অমন চরিত্র দেখে-নি—দেখতে পারে না। কিন্তু অভিনেত্রী ইলিয়োনোরা ডিউজ সেই অসম্ভব চরিত্রকেও নিজের নাট-নিপুণতায় রক্ত-মাংস দিয়ে একেবারে স্বাভাবিক ক'রে তুলেছিলেন!

•

শিল্পীদের এই অদ্ভুত শক্তি কেন? তাঁরা রূপের ইন্দ্রজাল জানেন। তাঁদের রূপের যাদুতে পাথর ফেটে দরিয়া ছোটে। তাঁদের আর্ট হচ্ছে অসীম রূপের অনন্ত মুকুর।

•

চন্দ্রশেখর আজ হঠাৎ ভালোমানুষ সেজে বলছেন, 'যাজ্ঞসেনী' নিয়ে "বাক্যব্যয় করতে আমাদের আর এতটুকু প্রবৃত্তি ছিল না"—ইত্যাদি। কিন্তু এই বাক্যব্যয়ের প্রথম সুযোগের সৃষ্টি কে করেছেন, তিনি কি এরি মধ্যে তা ভুলে গেছেন? প্রথম বাণ এসেছে তাঁর কাছ থেকেই এবং এ-কথা আজ তিনি অস্বীকার করলেও আমরা মুদ্রিত প্রমাণ দেখিয়ে দিতে পারি। গায়ে প'ড়ে এক কথা বললে দশকথা শুনতে হবে বৈকি!

•

"মামলা হারবার ভয়ে 'নাচঘরে'র দরবারে" তিনি একখানি 'প্রশংসাপত্র' দাখিল করেছেন। ও-প্রশংসাপত্রখানি যে আমারই লেখা, তা স্বীকার করতে কোনই লজ্জা নেই। প্রশংসার কাজ করলেই মানুষ প্রশংসাভাজন হয়। কিন্তু সংপ্রতি তিনি যে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করেছেন, অতীতে প্রশংসা করেছি ব'লে কি আজও আমাকে সেই মূর্ত্তির সুখ্যাতি করতে হবে? ভালো যদি মন্দে পরিণত হয়, তাহ'লেও সে কি আমারই দেওয়া পুরাতন প্রশংসাপত্র নাকের উপর ঘুরিয়ে নিজের অধঃপতনকে সমর্থন করবে? প্রশংসাপত্র দেওয়ার যে এত বিপদ, তা জানলে আগেই সাবধান হতুম।

•

আজকে আমি যেমন চন্দ্রশেখরের ব্যভিচার দেখে নিন্দা করছি, তেমনি কর্ত্তব্যপালন করতে দেখে একদিন তাঁকে স্বেচ্ছায় সুখ্যাতি করতেও সঙ্কুচিত হই নি এবং আগেও তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না, এখনো নেই। আমার মন যে মুক্ত এবং চন্দ্রশেখরের উপরে যে আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ কিছুমাত্র নেই, উক্ত প্রশংসাপত্রের দ্বারা সেই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। এখানি ছাপিয়ে তিনি ভালো কাজই করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

•

চন্দ্রশেখর মনে করেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রাচীন সাহিত্যসেবকদের প্রসঙ্গে তিনি "ভদ্র ভাবেই" আলোচনা করেছেন। আমার অনুরোধ, তিনি নিজের লেখাগুলি আর-একবার ভালো ক'রে উল্টেপাল্টে দেখুন। তবু যদি নিজের লেখা তিনি নিজেই বুঝতে না পারেন, তাহ'লে তাঁকে বোঝাবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আমার নেই। আমি একাধিক উদাহরণ দিতে পারি, কিন্তু তাতে তাঁর মুখ বড় উজ্জ্বল হবে না।

•

তিনি বলছেন, আমরা নাকি তাঁর লেখার অংশ misquote করেছি! সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এটি তাঁর মিথ্যাকথা। চন্দ্রশেখর কি বলতে চান, তিনি যে সব বাছা বাছা সাক্ষীদের—এই অদ্ভুত বাংলা লেখেন নি? এবারে তিনি ব্যাকরণের 'উত্তমপুরুষ' ও 'একবচন' প্রভৃতি কথাও আউড়েছেন, অথচ উপরে-উদ্ধৃত অংশের উপরে বারংবার বহুবচনের যে অত্যাচার হয়েছে, আমরা দেখিয়ে দেবার পরেও তিনি সেটা দেখতে পাচ্ছেন না? "যে-সব সাক্ষী" কিংবা "যে সাক্ষীদের"ই যথেষ্ট—একসঙ্গে "সব সাক্ষীদের" লিখলে ব্যাকরণ বাঁচে না। আলোচ্য সংখ্যাতেও তিনি এইরকমেরই আর একটি ভুল ক'রে ব'সেছেন:—"এই সকল নামজাদা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা"।

•

"ব্যোমপ্রদেশের উচ্চতম শৃঙ্গ" নিয়ে চন্দ্রশেখর আত্মপক্ষসমর্থনের জন্যে যে ব্যাল ৪ প্র ণপণ চেষ্টা করেছেন এবং যার ফলে উক্ত "উচ্চতম শৃঙ্গ" এবারে আবার "হাওয়ার বাড়ী"তে পরিণত হয়েছে, তা দেখে যে পাঠকদের মনে করুণ রসের সঞ্চার হয় নি, এমন কথাও বলতে পারি না। চন্দ্রশেখরের অভিধানে "শৃঙ্গ" ও "বাড়ী" যখন একই অর্থ প্রকাশ করে, তখন "ব্যোম" ও "হাওয়া"ও যে অভিন্ন, সে বিষয়েও আর সন্দেহ প্রকাশ করবার কোনই কারণ নেই।

•

রক্ষা করুন চন্দ্রশেখর! তিনি যে তিনটি প্রশ্ন আমার মুখে বসিয়েছেন, ওর একটিও আমার মুখ দিয়ে বেরোয় নি! আমি বলতে চেয়েছিলুম, আর পাঁচজনের মনে ও-রকম প্রশ্ন উঠলেও উঠতে পারে। আমার কথা যদি জানতে চান, তাহ'লে আমি তাঁকে আর-একখানি প্রশংসাপত্র দিচ্ছি:—(১) চন্দ্রশেখর তাঁর 'নাটনিবন্ধে'র দ্বারা "বাংলা-সাহিত্যকে নিশ্চয়ই স্থায়ী ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছেন।" কারণ নাটকে যার অভাব, তাকেই আবিষ্কার করবার কৌশল তাঁর জানা আছে। এবং নাটক না প'ড়েও তিনি সমালোচনা করতে ভীত নন। (২) তিনি অদ্বিতীয় নাট্যকলা-বিশারদ —কেননা তিনি আবিষ্কার করেছেন 'বিল্বমঙ্গল' হচ্ছে একখানি 'মেলোড্রামা'। (৩) তিনি বিংশ শতাব্দীর মল্লিনাথ, (নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথের নাটকগুলির উপরে চন্দ্রশেখরের টীকা দেখলেই সকলে এটা বুঝতে পারবেন।)—চন্দ্রশেখর আমার মুখ দিয়ে যদি আরো কিছু বলাতে চান, তাহ'লে আমি তাও বলতে রাজি আছি। কেবল হলপ করতে পারব না। ঐটি মাপ করতে হবে।

•

আমি ভুল করেছি! এতদিন যুক্তি নিয়ে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তর্ক ক'রে আমি ভুল করেছি! চন্দ্রশেখরের সঙ্গে যুক্তির সম্পর্ক যে আজকাল ভাসুর আর ভাদ্রবউয়ের সম্পর্কের মতন হয়ে উঠেছে, এটা ক্রমশঃই ভালো ক'রে জাহির হয়ে পড়ছে। তিনি অধ্যয্য,—তাঁকে ধরা-ছোঁয়া দায়! তিনি অতি সুচতুর! তাঁর কথা ধ'রে কথা কইবার উপায় নেই—কথায় কথায় তিনি অন্য কথা এনে ফেলেন—এক ডাল ভাঙলে অন্য ডালে গিয়ে বসেন! তিনি অতি জ্ঞানবান—কারণ 'যুদ্ধে ও প্রেমে কিছুই অন্যায় নয়', এ প্রবাদটি তাঁর জানা আছে (প্রমাণ:—অন্যের মত আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেও তিনি লজ্জিত হন না)। অতএব তর্ক যদি আরো বেশীদিন চলে, তবে আমিও অন্য উপায়ে তর্ক করতে বাধ্য হব। কারণ তাঁর মত দেখলে মনে হয়, যুক্তির সিংহাসনে তিনি ব্যঙ্গকে বসাতে চান।

•

"ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টসে"র "ষ্টুডিও"তে আমি যখন "নিষিদ্ধ ফল" প্রথম দেখেছিলুম, তখন তার ভিতরে কতকগুলি বড় খুঁৎ ছিল। কর্ত্তৃপক্ষ তখনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ছবি বাজারে বেরুলে তার এ-সব খুঁৎ আর থাকবে না। সংপ্রতি 'ক্রাউন সিনেমা'য় "নিষিদ্ধ ফলে"র আস্বাদ নিতে গিয়ে দেখলুম, তার অধিকাংশ ত্রুটী সত্যসত্যই সংশোধন করা হয়েছে।

•

এখানে একটি কথা বলতে চাই। দেশী চলচ্চিত্র দেখতে গিয়ে তার সঙ্গে অনেকেরই বিলাতী ছবির তুলনা করার বদ-অভ্যাস আছে। কিন্তু বিলাতী রঙ্গালয়ের সঙ্গে যেমন বাংলা রঙ্গালয়ের তুলনা অসম্ভব, বিলাতী ছবির সঙ্গে তেমনি দেশী ছবির তুলনা করাও আহাম্মুখি ছাড়া আর কিছুই নয়। বিলাতে ছবির বাজারে যে আয় ও যে ব্যয় হওয়া সম্ভব, এই গরীব কেরাণীর মুল্লুকে সে কথা মনে করতেও মাথা ঘুরে যায়। তার উপরে এদেশে চিত্রাভিনয়ে সুশিক্ষিত একদল নট-নটী এখনো দেখা দেন নি। কাজেই দেশী ছবি তৈরি করবার সময়ে কর্তৃপক্ষকে যে কি-রকম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কাজ করতে হয়, বাইরের লোক তার কিছুই জানেন না।

*

বাংলার এই শিশু-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার উপায়, বিদেশের সঙ্গে তুলনা বা কঠিন সমালোচনা নয়। একমাত্র বাঙালীর সহানুভূতির জোরেই সে বাঁচতে ও ধীরে ধীরে উন্নত হ'তে পারে। শিশু একদিনেই মানুষ হয় না। তার প্রতি অবহেলা করলে সে শৈশবেই মারা পড়ে।

*

"নিষিদ্ধ ফল" যে তথাকথিত তুলনার বিড়ম্বনার মধ্যেও 'ক্রাউনে' পরে পরে তিনটি হপ্তা কাটিয়ে দিলে, এইটেই তার শ্রেষ্ঠতার ও জনপ্রিয়তার সব-চেয়ে বড় প্রমাণ। ছবিখানি যিনিই দেখবেন, তাঁরই ভালো লাগবে। তার অভিনয় সম্বন্ধে যা বলবার তা আগেই বলেছি। এবারে নূতনত্বের মধ্যে দেখলুম, অভিনয়ের বাহুল্য-দোষও কাঁচির যথা-ব্যবহারে অনেকটা অদৃশ্য হয়েছে। দু-একটি স্থান আরো-একটু সংক্ষিপ্ত হ'লে মন্দ হ'ত না, তবে তা হয় নি ব'লে এদেশী দর্শকের রসবোধকে বোধ হয় বিশেষ ভাবে আহতও করবে না—কারণ বাঙালী দর্শক সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত ছবির ভক্ত নয়।

*

"নিষিদ্ধ ফলে"র এই উন্নত সংস্করণে আলোক-চিত্রকরের নিপুণতা আরো বেশী ক'রেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দু-একটি জমকালো দৃশ্য দর্শকদের কাছ থেকে উচ্চ প্রশংসা লাভেও বঞ্চিত হয় নি এবং গল্পের লঘু হাস্যরসটুকুও সকলকে মোহিত করতে পেরেছে। বাংলার চলচ্চিত্র যে ক্রমেই নিখুঁৎ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, "নিষিদ্ধ ফল" দেখলে সকলেই সেটা বুঝতে পারবেন।

*

ক্রাউনে "নিষিদ্ধ ফলে"র পরমায়ুও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। উত্তর-কলিকাতার দর্শকদের সুবিধার জন্য কর্তৃপক্ষ আরও এক হপ্তা ক্রাউনেই "নিষিদ্ধ ফল" চালাবেন। যাঁরা এখনো দেখেন নি, তাঁরা যেন এর রসাস্বাদনের সুযোগ ত্যাগ না করেন।

*

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা খবর দিলেন, "মিনার্ভায় শ্রীমতী আঙ্গুরবালা "যাজ্ঞসেনী"র শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় পূর্ব্ববর্ত্তী অভিনেতা হাঁদুবাবুকে একটুও অনুসরণ না ক'রে যে অভিনব অভিনয় করেছেন, তা যেমন সুন্দর, তেমনি স্বাভাবিক। তাঁর কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর আবৃত্তি অনেক জায়গায় একেবারে হৃদয়ের ভিতর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। দেখবার জিনিষ।"

*

এ হপ্তায় নাট্যজগতে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেনি।

খেয়ালের খেসারৎ

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

গল্পের বই

মূল্য এক টাকা চার আনা

গান

—:০:—

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

গান যে আমার নীরব হয়ে ঘুমিয়ে আছে,
বুকের কাছে, প্রাণের কাছে, মনের কাছে—
গান যে আমার ঘুমিয়ে আছে।

*

ঘুমিয়ে আছে আমার জীবন, আমার পুলক, আমার হাসি,
ঘুমিয়ে আছে দখিন হাওয়া, শ্যামলতার ফুলেল বাঁশী,
রঙের নাটে আজ্‌কে সুধু তিমির নাচে—
গান যে আমার ঘুমিয়ে আছে।

*

ঘুমের কোলে ঘুম-ভুলানো ওগো স্বপন!
আবার আনো অরুণ উষা, তরুণ তপন।

*

তারার মালায় জড়িয়ে আনো আবার তুমি চাঁদের আলো,
আমার হিয়ার আঁধার ঘরে আবার সাঁঝের প্রদীপ জ্বালো!
আবার নতুন মুকুল ফুটাও বকুল গাছে—
গান যে আমার ঘুমিয়ে আছে।

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

প্যালেস অফ্ ভ্যারায়েটিজে 'কিড্ ব্রাদার' ছাড়া আমরা এ সপ্তাহে চৌরঙ্গী অঞ্চলের সব ছবিই দেখে এসেছি। দুখানি ছবি আখ্যানভাগেরও সু-অভিনয়ের গুণে খুব ভালো লেগেছে আমাদের :—পিক্‌চার প্যালেসে 'তার প্যারিস থেকে আলা বোন্' (Her sister from Paris) আর গ্লোবে 'এক রাতের নায়ক' (Hero for One Night)। প্রথমটিতে নায়িকার অংশে কনষ্টান্স্ টাল্‌মাজ্ আর দ্বিতীয়টিতে নায়কের অংশে গ্লেন ট্রায়ন মনোমুগ্ধকর অভিনয় কোরেছেন। 'পার্লের' ছবিটি চলনসই—ক্লারা বোর নায়িকার অংশে অভিনয় দেখাবার মতো বস্তু ছবিতে ছিল না বোলে, তাঁর অভিনয় খোলেনি।

*

শ্রীমতী সিউ ক্যারল ছ ঘণ্টায় উড়ো জাহাজ চালাতে শিখেছেন, খুব বিস্ময়কর ব্যাপার। কোন ছবিতে বিমান চালাবার দরকার তাঁর হবে ফক্স্ চিত্র-সঙ্ঘ এই খবর তাঁকে দিতেই, শ্রীমতী, আকাশ-পোত চালনা শিক্ষা দেওয়া হয় এমন কোনো বিদ্যালয়ে গিয়ে শুন্‌লেন যে দশ ঘণ্টার কম সময়ে ঐ বিদ্যা শেখা যায় না। তাঁর শিক্ষক শ্রীযুক্ত লিও নোমিস বলেন, হাঁস যেমন সহজে জলে সাঁতার দেয়, শ্রীমতী তেম্‌নিই আকাশে উঠ্‌লেন, ওড়বার সহজাত ঝোঁক তাঁর আছে। ছ'ঘণ্টা শেখ্‌বার পরই শ্রীমতী পাকা লোকের মতো উড়ো জাহাজ চালাতে, নামাতে আর তাতে চ'ড়তে পার্‌লেন।

*

পোড়ো বাড়ী বা পুরোনো ঘর যথাযথ দেখাবার জন্যে তাতে স্থানে স্থানে অনেক মাকড়সার জালের সমাবেশ কোর্‌তে হোতো। এই মাকড়সার জাল

সংগ্রহ কোরতে আগে অনেক বেগ পেতে হোতো, বেশীও পাওয়া যেত না। এখন এই রকম জাল কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হোচ্ছে—আসল মাকড়সার জালের সঙ্গে এর পার্থক্য ধরা যায় না।

•

'নিখুঁৎ পাপ' (The Perfect Crime) নামক একখানি নতুন ছবিতে শ্রীযুক্ত ক্লাইভ্ ব্রুক্ ও শ্রীমতী আইরিন্ রিচ্ অভিনয় কোরছেন। পরিপাটি পোষাক পরার জন্যেও শ্রীযুক্ত ব্রুকের খুব নাম আছে—শুধু বড়ো অভিনেতা বোলে নয়।

•

শ্রীযুক্ত জ্যাক্ পিক্‌ফোর্ড ছ বছর পরে আবার চিত্রজগতে ফিরে আস্‌ছেন এবং 'সঙ্ঘ-সংগ্রাম' (Gang War) নামক একখানি ছবিতে নায়কের অংশে অবতীর্ণ হোচ্ছেন। নায়িকার অংশ নেবেন শ্রীমতী ওলিভ বর্ডেন।

•

"শ্রীমতী চেনির অবশেষ' (The Last of Miss. Cheyney) একটি যন্ত্রস্থ ছবির নাম—এতে নায়িকা ও নায়কের অংশে যথাক্রমে শ্রীযুক্তা কন্‌ষ্টান্স্ টাল্‌মাজ্ ও শ্রীযুক্ত জন ব্যারিমোর অভিনয় কোর্‌বেন। রঙ্গমঞ্চে যখন এই নামের নাটকটি অভিনীত হোয়েছিল তখন নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রীযুক্তা গ্লাডিস্ কুপার ও শ্রীযুক্ত জেরাল্ড্ ডিউ মরিয়ার।

•

'স্ফটিক-সম্পুট' (The Crystal Cup) আর একখানি নতুন ছবির নাম—এতে প্রধান দুটি ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন ডোরোথি ম্যাকেল আর জ্যাক্ মাল্‌হল্।

—গি—

প্রেরিত দূতের মুখে শনি-স্যাঙাতদের তরফ থেকে আবার 'রণং দেহি' রব শুনতে পাচ্ছি। তাদের 'চ্যালেঞ্জ' আমি সাগ্রহে গ্রহণ করলুম এবং শ্রাবণের "পত্রে"র আশায় রইলুম। এবারে তাদের মুখ যাতে একেবারে পুড়ে যায়, সেজন্যে বিশেষ ব্যবস্থার কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না। এবারে "এস্পার কি ওস্পার"—শত্রুর শেষ আর রাখব না।

আশীবছর আগেকার লণ্ডন-থিয়েটার

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

বিলাতী রঙ্গালয় কিছু-না-হোক আড়াই-শো তিনশো বছরের পুরাণো। কিন্তু মাত্র আশীবছর আগেও লণ্ডনের থিয়েটারগুলির যে অবস্থা ছিল, তার বিবরণ পড়লে আমাদের দেশের লোকও (যে দেশের রঙ্গালয় ওদের তুলনায় শিশু !) উপহাসের হাসি হাসবেন।

১৮২৫ থেকে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লণ্ডন-থিয়েটারগুলির অবস্থা ছিল সবচেয়ে শোচনীয়; এই সময় তা'রা অধঃপতনের শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রমাণ, নীচের বর্ণনা।

লণ্ডনের যে-কোনো থিয়েটারেই তখন অভিনয় আরম্ভ হ'ত ছ'টা স'ছটায় এবং ভাঙত রাত দুপুরেরও পরে। এখনকার মত তখন লোকে দূর দূরান্তর থেকে থিয়েটার দেখতে আসত না। তখন থিয়েটারের দলই বিভিন্ন সহরতলীতে গিয়ে অস্থায়ীভাবে আড্ডা গাড়ত; কাজেই শেষ-ট্রেণ ধরবার তাড়া না থাকায় বেশীরাত পর্য্যন্ত অভিনয় দেখতে দর্শকদের বিশেষ আপত্তি ছিল না। দর্শনীও তেমনি ছিল। একটী শিলিং খরচ করলেই বক্সে আসন পাওয়া যেত; পিটের টিকিটের মূল্য ছিল ছ'পেনি; গ্যালারী তার অর্দ্ধেক। এ-সব হচ্ছে খাস সহরের আসনের দাম। সহরের বাইরে গ্যালারির দাম ছিল এক আনা মাত্র !

প্রেক্ষা-গৃহ প্রায়ই ভর্ত্তি থাকত। যে-সব থিয়েটারে মাত্র নাটক অভিনয় হ'ত, সে-সব জায়গায় ত' 'ন স্থানং তিল ধারণং,—ভীড়ের চোটে লোকের দম আটকে যাবার জোগাড় হ'ত। বাংলা রঙ্গালয়ে ত' মাত্র প্রতি অঙ্কের শেষে অবকাশের সময় কেপ্রাগৃহে 'পান-সিগারেট-লেমেনেডের' উপদ্রব; কিন্তু ঐ বিলাতী থিয়েটারগুলিতে সে সময়ে যতক্ষণ অভিনয় চলত, ততক্ষণ শূকরমাংসের বড় বড় স্তূপক 'স্যাণ্ডউইচ' দর্শকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করত। কমলালেবু, কেক্ ও ব্র্যাণ্ডির পাত্রের ত' কথাই নেই। দর্শকদের তৃষ্ণা-নিবারণের ফলে প্রেক্ষাগৃহের মেঝে হরেক রকম বোতলে ছেয়ে থাকত।

ইলেক্ট্রো-আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭টি ঔষধ

পকেট কেসসহ—মূল্য পুস্তকসহ ৪।০

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়

বিনামূল্যের চিকিৎসা-প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন

ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

বর্দ্ধিত আকারে

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

গরদের ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ীর অপূর্ব্ব সমাবেশ।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

মেয়র বলেন, "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্ক ব্যবসায়ী" পত্র পাঠ ভিঃ পিতে মাল পাঠান হয়।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

তারপর এই সব থিয়েটারে অভিনয় হ'ত যে-সব নাটকের ('ড্রামা'র), সে-গুলি হচ্ছে ঘোরতর মেলোড্রামা, রক্তের ছড়াছড়ির উপরই যাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। যে-নাটকে যত-বেশী উত্তেজনা আছে, আতঙ্ক-উৎপাদনী, লোমহর্ষণ ঘটনার সন্নিবেশ আছে, সে-নাটকের তত-বেশী আদর। এই ধরণের রোমাঞ্চকর নাটকের একখানির বিজ্ঞাপন-পত্রে লেখা ছিল, "এই অপূর্ব্ব নাটকে কি বিচিত্র কৌশলে ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত এক অমানুষিক অদৃশ্য শক্তির বিস্ময়কর সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে! দেখুন, কি অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কারণ হইতে জগতে কি ভয়ানক সংঘাতিক বিভীষিকাপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়!....."

বইয়ের ব্যাপারটা কতকটা এই রকম। শ্রীমতী হাটন শয়তানের কাছে আত্ম-বিক্রয় করেছেন। দানব-মূর্ত্তিটার ভ্রূজোড়া রগ পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে; সে শ্রীমতীকে উত্তেজিত করছে, রোডোল্ফা নামে এক নাবালিকা-কুমারীকে হত্যা করবার জন্যে,—যার অভিভাবক হচ্ছেন স্বয়ং ইংলণ্ডপতি এনেরী। এমন সময়ে হঠাৎ শ্রীমতী হাটনের মাতার প্রেতাত্মার আবির্ভাব ও তাঁহার হস্তস্থিত পবিত্র অভিজ্ঞান স্পর্শে রোডোল্ফার পৃথিবীগর্ভে অদৃশ্য হওন! ব্যস, শয়তান একেবারে অগ্নিশর্ম্মা; সপ্তমে সুর চড়িয়ে ক্রুদ্ধস্বরে শ্রীমতীকে বল্লে, 'চেয়ে দেখ, পাতকীর কি সাজা!' অমনি চোখের সামনে নরকের দ্বার উদ্ঘাটিত; প্রেতকুণ্ডে জলন্ত আগুনের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। আর একদিকে প্রমিথিয়স (চুরী ক'রে মানুষ তৈরীর অপরাধে জুপিটারের আদেশে) শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত—গৃধিনী তার মর্ম্মদেশ ক্ষণে ক্ষণে দংশন করছে। এর পর শ্রীমতী হাটনের আবাসে প্রেমলীলার বহুতর রঙ্গ ও গুটিকতক গুমখুন!

সে-যুগে হত্যা একটা রেওয়াজ হয়ে পড়েছিল; বইয়ের সবক'টি চরিত্রকেই নিপাত না করলে চলত না। এমনও হ'ত যে, কোনো কোনো অধ্যক্ষ বিজ্ঞাপন দিতেন, 'আসচে শনিবার অমুক নামজাদা অভিনেতা ছ'ছয়টি উপরি লোককে হত্যা করবেন; এই ফাউ সত্ত্বেও টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি করা হ'ল না!' হত্যার জন্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ থিয়েটার ছিল "মেরীলেবোন"। এখানকার সবচেয়ে বড় অভিনেতা ছিলেন "The Bogie King" নামে খ্যাত এক ব্যক্তি; বজ্রনির্ঘোষ গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বর ও ভীষণ চেহারার জন্যেই তাঁর প্রসিদ্ধি। হত্যার পক্ষে এ দুটি জিনিষই খুব সাহায্য করে!

এই 'বগী' সম্বন্ধে এক চমৎকার গল্প অভিনেতা জন্ কোল্ম্যানের আত্ম-জীবনীতে পাওয়া যায়। হ্যারল্ড লয়েডের বইয়ের মত দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ এক নাটকে "বগী" অভিনয় করতেন। তার চরম দৃশ্যে তাঁকে ষ্টেজের উপর খুব উঁচুতে এক শক্ত-ক'রে বাঁধা দড়ির সাহায্যে এক বাড়ীর ছাদ থেকে আর বাড়ীর ছাদে যেতে হ'ত। পার হবার আগে তিনি এক উকো দিয়ে তাঁর লোহার বাঁধন কেটে ফেলতেন। এক রাত্রে এই অংশ অভিনয় করবার পর পার হ'তে গিয়ে তিনি দেখেন যে, দড়ি প্রস্তুত হয় নি। এদিকে মঞ্চাধ্যক্ষ তাঁকে নিস্তব্ধ দেখে অলক্ষ্যে বললেন, "বগী, চালাও, চালাও!"

—"উত্তম! কিন্তু বলি কি?"

—"কেন? বল, আমি উকো খেয়েছি!"

ব্যস! বগী তখনই সুরু ক'রে দিলেন—

"আমার দুর্দ্ধর্ষ পশ্চাদ্ধাবকেরা এতক্ষণে নিশ্চয় পানীয় উদরস্থ করতে ব্যাপৃত আছে। তারা এখন উন্মত্তবৎ সুরাপানোৎসবে মেতে রয়েছে, আর আমি? আমার কাছে এমন সামান্য গোটাকতক পয়সা নেই, যা খরচ ক'রে অন্ততঃ খানিকটা মদ খেয়ে চাতকের ন্যায় তৃষিত অন্তরকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দি! হায়, হায়, মদ্যহীন জীবন মরুভূমির মতই নীরস। এ প্রাণ রেখে লাভ কি? সাহস-ভরে একটি আঘাত—আঃ, তারপরই দেখতে দেখতে চোখের সামনে সব ধোঁয়া হয়ে আসবে! (উকোটিকে লক্ষ্য ক'রে) তোমার প্রান্তভাগ তত তীক্ষ্ণ নয় যে, আমার বক্ষঃস্থল ভেদ করবে। তাতেই বা ক্ষতি কি? এস সখা, তুমিই আমার সহায় হও, তোমাকে উদরসাৎ করি—তারপর দুইজনেই সেই চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি, যেখানে মৃত্যু আর প্রেম একসঙ্গে বিরাজ করে। পৃথিবী, তুমি, তুমি - তুমি একখানি—ছায়া.....আঃ, এইবার শান্তি!" (মৃত্যু)

মঞ্চাধ্যক্ষ। (অলক্ষ্যে) জোন্স্, এইবার দড়ি প্রস্তুত হয়েছে নিশ্চয়?

জোন্স্। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

মঞ্চাধ্যক্ষ। তা'হলে বগী, এবার পার হ'তে পার।

বগী। (অলক্ষ্যে), আর পার হব কি? আমি এখন মৃত।

অগত্যা ধীরে ধীরে যবনিকা পতন।

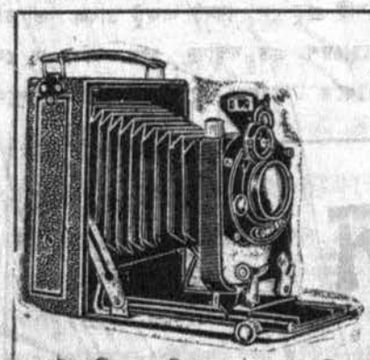
এই ঘটনা থেকে এই কথাটাই বিশেষ ক'রে প্রমাণিত হয় যে, মেলোড্রামর ভাষা এমনই মজার যে, যে-কোনো জায়গায় তাকে খাপ খাইয়ে দেওয়া যায়। একবার যদি সুরটী ধরতে পারা যায়, তখন আর কথা জোগানোর জন্যে কিছু আটকায় না। এখন আমরা সে-যুগের 'নাটক'-অভিনেতাদের কথা শুনে হাসি বটে; তারা প্রতি কথায় "Laddie" বলত, "Kerime," ও "belood" প্রভৃতি উচ্চারণ করত, পা ঠুকে গলা চড়াত, সবই সত্যি। কিন্তু এও স্বীকার করতে হবে, তারাও শ্রবণ-যোগ্য ছিল এবং কি ক'রে খেলতে হয়, তা' তারা বেশ জানত। কিছুমাত্র উপহাসাস্পদ না হ'য়ে বিশেষ গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদার সঙ্গে তারা স্বচ্ছন্দে উকো-ভক্ষণ পর্য্যন্ত করতে পারত।

মিঃ চেস্টারটন এক সময় বলেছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর লোককে উপহাস করা বিশেষ নিরাপদ নয়। কেননা, শেষ পর্য্যন্ত তারাই উল্টে আমাদের বোকা বানিয়ে হাসে। আমাদের চেয়ে ঢের বেশী ক'রে তারা নিজেদের নাটক দেখে বুদ্ধিমানের মত হেসেছিল। মঙ্ক লুইসের এক বীভৎস নাটকের শেষে নায়িকা দুরাত্মা ওস্মাণ্ডের চরিত্র লক্ষ্য ক'রে একটী ছোট বক্তৃতা (epilogue) আবৃত্তি করতেন। তার মধ্যে খানিকটা হচ্ছে—

".....ওস্মাণ্ড উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে।—সে তার পিতার সানুনয় প্রার্থনায় কর্ণপাত করেনি এবং তার মাতাকে হত্যা করেছে। চরম অসভ্যতা আর কি!"

নাটকের এর চেয়ে বড় সমালোচনা আর কি হ'তে পারে?

—



কোন্ ক্যামেরা কিনিলে ভাল ফোটো তোলা যায় এ সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হয়ত আপনি জীবনের একটি আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

আপনার ফোটো, ফোটো-গ্র্যাফির যাবতীয় সরঞ্জাম, অথবা ফোটগ্রাফি এবং সিনেম্যাটোগ্রাফি শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ।

ইহার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আমাদের নিকট আসিবেন। আমাদের আন্তরিকতা আপনার নতুন শিক্ষার পথকে সুগম করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

ইলেক্ট্রো ফোটো সার্ভিস্

৭৪।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

যদি নিজের ও আত্মীয়দের সুন্দর ফোটো তুলতে চান তবে বড়বাজার ২১৫৭ নংএ কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের নিকট ফোন ক'রে অনুসন্ধান নিন।

নাচঘরের গল্প

অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম, এ

প্রতিভার লক্ষণ

রঙ্গাধ্যক্ষ এলিষ্টন (Elliston) একদিকে যেমন গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই ছিলেন খামখেয়ালি। ফলে অনেক সময় তাঁর কার্য্যের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যেতনা। তিনি যখন ড্রুরিলেন থিয়েটারে 'লেসী', তখন বার্ম্মিংহামে তাঁর এক নিজস্ব থিয়েটার ছিল। এক দিন তিনি সেই থিয়েটার পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানকার এক অভিনেতার অভিনয় দেখে বড়ই অসন্তুষ্ট হন। বাস্তবিক তার অভিনয় খুব জঘন্য হ'য়েছিল। কিন্তু তিনি যখন সেজন্যে তাকে তিরস্কার করতে গেলেন, তখন সে নিজের দোষ ত স্বীকার করলেই না। উল্টে তাঁর উপর অজস্র গালি বর্ষণ ক'রে ব'ললে, "দেখ, আর যদি তুমি একটা কথা কও, তাহ'লে ঐ পিটের মধ্যে তোমায় লাথি মেরে ফেলে দেব।" এলিষ্টন একেবারে অবাক! এরূপ-স্থলে অবশ্য সেই বেয়াদব নটকে সেই মুহূর্ত্তে চাবুক মেরে বিদায় ক'রে দেওয়াই উচিত ছিল। আর এলিষ্টনের মত কঠোর অধ্যক্ষের পক্ষে সেটাই হোত স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি তা' না ক'রে ছুটে গেলেন তৎক্ষণাৎ ষ্টেজ-ম্যানেজারের কাছে। সেখানে গিয়েই তাঁর প্রথম প্রশ্ন হ'ল—'হাঁ হে, ঐ লোকটার নাম কি?" তিনি তাঁর সকল অভিনেতার নাম জানতেন না। ষ্টেজ-ম্যানেজার অপরাধী অভিনেতার নাম বললেন। এলিষ্টন তাঁর নোট বইয়ে নামটা টুকে নিয়ে বললেন 'ওহে লোকটাকে তোমরা এতদিন চিনতে পারনি। ও একজন অসাধারণ ব্যক্তি, নইলে আমাকে অর্থাৎ ড্রুরিলেন থিয়েটারের লেসী এলিষ্টনকে লাথি মেরে পিটের মধ্যে ফেলে দিতে চায়? অত-বড় লোককে মফস্বলের এই ছোট থিয়েটারে প'ড়ে নষ্ট হ'তে দেওয়া যেতে পারে না। ওর প্রতিভা-বিকাশের উপযুক্ত স্থান লণ্ডন—ড্রুরিলেন থিয়েটারে। ওকে কালই সেখানে পাঠিয়ে দেবে।"

লিয়ারের হাসি

স্থান ড্রুরিলেন থিয়েটার। "কিং লিয়ারে"র চরম দৃশ্য অভিনয় হচ্চে। কর্ডেলিয়ার মৃতদেহ অঙ্কে নিয়ে লিয়ার বিলাপ করছেন। অভিনেতা স্বয়ং গ্যারিক। তাঁর বুকফাটা ক্রন্দনে উপস্থিত জনবৃন্দের হৃদয় মথিত আলোড়িত হচ্চে। সমস্ত রঙ্গালয়ে একটা প্রবল শোকের বন্যা ব'য়ে যাচ্চে। অভিনেতার অপূর্ব্ব অভিনয়-চাতুর্য্যে কন্যাহারা উন্মত্ত পিতার দারুণ মর্ম্ম-জ্বালা দর্শকগণের প্রাণের অন্তস্তলে গিয়ে পৌছেচে, এমন সময় সহসা গ্যারিকের বদনমণ্ডল মৃদুহাস্যে সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। দেখতে দেখতে সে হাসি সংক্রামক হ'য়ে পড়ল, অভিনেতা বা দর্শক কেহই তার আক্রমণ থেকে নিস্তার পেলেন না। এমন কি মৃতা কর্ডেলিয়া পর্য্যন্ত উঠে সে হাসিতে উচ্চৈস্বরে যোগদান করলেন! মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘোর বিষাদময় শ্মশানক্ষেত্র আনন্দ-মুখরিত রঙ্গগৃহে পরিণত হ'ল!

এ অঘটন ঘটাবার নায়ক হ'য়েছিল এক বিপুলকায় কসাই। কসাই সে রাত্রে তার বুলডগ্‌টিকে সঙ্গে নিয়ে থিয়েটার দেখতে এসেছিল। কুকুরটি তার প্রভুরই মত স্থূলকায় এবং উভয়ের মুখমণ্ডলেরও বিলক্ষণ সাদৃশ্য ছিল। প্রভু পিটের প্রথম পঙ্‌ক্তির একটি আসন দখল ক'রে বসেছিল, আর কুকুরটি ছিল তার পায়ের গোড়ায়। কিন্তু রঙ্গালয়ের ভিতরে কুকুরটির বোধ হয় সেই প্রথম আগমন, কাজেই রঙ্গমঞ্চে যখন অভিনয় আরম্ভ হ'ল, তখন তার দৃষ্টি সহজেই সে দিকে আকৃষ্ট হ'ল এবং ক্রমে সে দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে পিটের রেলিং ধ'রে অভিনেতাদের কার্য্যকলাপ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ কর'তে লাগল। এদিকে সেদিন ছিল খুব গরম এবং অতিরিক্ত মেদসম্পন্ন তার কসাই-প্রভু সে গরমটা একটু প্রবল ভাবেই অনুভব করছিল। ক্রমে তার শিরোদেশ এত ঘর্ম্মাক্ত হয়ে পড়ল যে সে তার পরচুলা আর মাথায় রাখতে পারলে না এবং সেটিকে খুলে

নূতন উপন্যাস! নূতন উপন্যাস!

সদ্য প্রকাশিত হইল।

সুন্দর, স্পষ্ট।

সুন্দর ছাপা। সুন্দর বাঁধা।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রণীত — প্রবাসী — মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত — বহু-বচন — মূল্য পাঁচসিকা।

প্রাপ্তিস্থান—

এন, এম্, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং

১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার-খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

কুকুরের মাথায় পরিয়ে দিলে। তখন সপ্রভু কুকুরটির মূর্ত্তি কিরূপ হাস্যকর হ'য়ে দাঁড়াল তা পাঠকেরা সহজেই অনুমান ক'রে নিতে পারেন। অভিনয় ক'রতে ক'রতে হঠাৎ সেই অদ্ভুত দৃশ্যটির দিকে দৃষ্টি পড়াতে গ্যারিক কিছুতেই হাস্য সম্বরণ ক'রতে পারেন নি। ফলে লিয়ারের এক নূতন ধরণের অভিনয় হ'য়ে গেল।

ডাকঘর

জনৈক দর্শকের মতামত

মহাশয়,

সহরের প্রাচীর-গাত্রে শীঘ্রই মিনার্ভায় 'কণ্ঠহারের' পুনরভিনয় হইবে বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। সুখের বিষয়। সেই প্রসঙ্গে বলিতে চাই যে শীঘ্রই উক্ত রঙ্গমঞ্চে স্বর্গীয় নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নাটক 'তপোবলের' পুনরভিনয় দেখিতে চাই। উক্ত নাটকে দানীবাবুর 'বিশ্বামিত্র' ও হাঁদুবাবুর 'সদানন্দ' অভিনয় দেখিতে আমরা অনেকে একান্ত ইচ্ছুক। আশা করি এই অনুরোধ রক্ষা করিতে উক্ত রঙ্গালয়ের কর্ম্ম-কর্ত্তাদের কোন আপত্তির কারণ নাই।

'যাজ্ঞসেনী' নিয়া দুই মাস যাবৎ তুমুল সমালোচনা চলিতেছে। কিন্তু এই সমালোচনার মজা এই যে ইহার উভয় পক্ষই একান্ত চরমবাদী। এক পক্ষের সমালোচনা প্রায়শঃ নিন্দা ও অন্যপক্ষের সমালোচনা প্রায় নিছক প্রশংসা। আমার পক্ষে নাটক সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই কারণ এই বিষয়ে আমি নিতান্ত অজ্ঞ। এ বিষয় কোন-কিছু বলা আমার পক্ষে চরম ধৃষ্টতা। তবে অভিনয় আমার ভালই লাগিয়াছে, কেবল 'শ্রীকৃষ্ণের' গুম্ফ ও তাঁহার ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বিদায় নিবার সময় অশ্বাধিক পদচারণা একটু বিসদৃশ মনে হইয়াছে। আমি ১৷৷০ আসনে বসিয়া অভিনয় দেখিয়াছি। তাহাতে বুঝিলাম যে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে নাটক বুঝা একটু কষ্টসাধ্য। কিন্তু ইহাতে নাটকের সাফল্য অসাফল্য সূচিত হয় না। কারণ ইহার পূর্ব্বেও নাটক এবং অভিনয় উভয়দিকে সুন্দর লওয়া সত্ত্বেও 'গৃহপ্রবেশ', 'বিসর্জ্জন', এমন কি 'ষোড়শী'ও সর্ব্বসাধারণের নিকট যথাযোগ্য আদর পায় নাই।

এই প্রসঙ্গে ভুক্তভোগী বলিয়া 'মিনার্ভার' ১৲ ও ১৷৷০ আসনের সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে চাই। অভিনয় দেখিবার অনুরাগ আছে অথচ অর্থের অনটন এরূপ অনেক লোক রঙ্গমঞ্চে যান। তাঁহাদের পক্ষে এই ১৲ ও ১৷৷০ আসন বিভাগ একটু জুলুম বলিয়া মনে হয়। আশাকরি রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয় ভাবিয়া দেখিবেন।

আজকাল প্রায় সকল রঙ্গালয়েই প্রোগ্রামের সহিত গান দেওয়া বন্ধ হইয়াছে। ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না। গান না থাকিলে দর্শকদের গান বুঝিতে বাস্তবিকই অসুবিধা হয়। বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর দর্শকদের পক্ষে।

বিনীত নিবেদক
শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(সম্পাদকীয় মন্তব্য :—আমরা শুনেছি নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের অনুরোধেই মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষ "যাজ্ঞসেনী"র 'প্রোগ্রামে' গানের কথা দেন নি। অন্যান্য নাটকের অভিনয়ের সময়ে মিনার্ভার 'প্রোগ্রামে' গানের কথা থাকবারই সম্ভাবনা। পত্রপ্রেরক বোধ হয় আজকাল "যাজ্ঞসেনী"র অভিনয় দেখেন নি। কারণ এখন শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় নামেন শ্রীমতী আঙুরবালা।)

দি ইণ্ডিয়ান নিটিং এণ্ড টেলারিং স্কুল

স্থাপিত ১৯২২ সাল

আধুনিক লণ্ডনের নিয়মে (বাংলা ও ইংরাজী ভাষায়) সকল প্রকার জামার ছাটকাট ও সেলাই এবং মোজা বোনা শিক্ষা দেওয়া হয় কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন বা চুক্তির হার সামান্য মাত্র। সাক্ষাতে বা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাওয়া যায়।—

সেক্রেটারী মিঃ জে, এম, দে
ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এণ্ড কাটার, কমলালয়।
৩নং শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

অজয় সিংহ

কৌতূহলোদ্দীপক, বিস্ময়াবহ, লোমহর্ষক উপন্যাস।

৩য় সংস্করণ

মূল্য ৩৲ টাকা।

পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত

প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ অধ্যাপক এঙ্গেলস প্রণীত বিখ্যাত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। কি করিয়া মানব-সমাজ অবাধ যৌনি-সংস্রবের যুগ হইতে এক-পতি-পত্নিত্বের যুগে আসিয়া পৌছিল, কি করিয়া রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল—মানব-জাতির এই ক্রম বিকাশের তাহারা সুন্দর বাংলায় পাইবেন।

মূল্য ২৷৷০ আনা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা
শ্রীসুকুমারারঞ্জন দাস প্রণীত

ভাঙ্গাগড়া

শনিবারের চিঠি বলেন—"বুঝবার ও শিখবার কথা প্রচুর আছে।"

ধূমকেতু বলেন—"লেখায় ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। লোকের আদর লাভ করবে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মূল্য ।৵০ আনা।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

ফরাসী ষোড়শী

ফরাশী ষোড়শীগণের অপূর্ব্ব লীলা-খেলা বিরহ-মিলন, প্রণয়-দ্বন্দ্বের বিচিত্র কাহিনী—পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন।

মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পিয়াসী

মানুষের পিয়াসার আর সীমা নাই—ধনের পিয়াসা, রূপের পিয়াসা, কাব্যের পিয়াসা—অন্তহীন এই পিয়াসার কাহিনী।

মূল্য ১৷৷০ আনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

ঝড়ের যাত্রী

মহামানবের সাগর তীরে যে সকল ঝড়ের-যাত্রী জাতীয়তার অনাহত ভেরী বাজিয়ে চলেছে তাদেরি প্রণয়-মিলনের অপূর্ব্ব রোমান্স।

মূল্য ২৷৷০ আনা।

এন, এম, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং

১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নমো নাট্যনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ১৪ই জুলাই, ৩০শে আষাঢ়, ম্যাটিনী ৭৷৷০ টায়

১। **আলমগীর**

আলমগীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। **জনা**

বিদূষক—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রবিবার ১৫ই জুলাই, ৩১শে আষাঢ়, ম্যাটিনী ৫ টায়

১। শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। **শেষ-রক্ষা**

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

শনিবার ৩০শে আষাঢ়, রাত্রি ৭ টায়

১। শ্রীদাশরথী মুখোপাধ্যায় প্রণীত

সেই জগদ্বিখ্যাত মর্ম্মস্পর্শী পঞ্চাঙ্ক

ডিটেক্‌টিভ নাটক

কণ্ঠহার

রণলাল—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

বরদাবাবুর অপরূপ রঙ্গ-চিত্র

২। **প্রেমের তুফান**

রবিবার ৩১শে আষাঢ়, ম্যাটিনী ৫ টায়

১। নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

যাজ্ঞসেনী

২১শ অভিনয় রজনী

ধৃতরাষ্ট্র—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

২। **জোর বরাত**

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

এস, এন, ঘোষ—ম্যানেজার।

ইউ, কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়:—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো ঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
১০ম সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৪ঠা শ্রাবণ
১৩৩৫

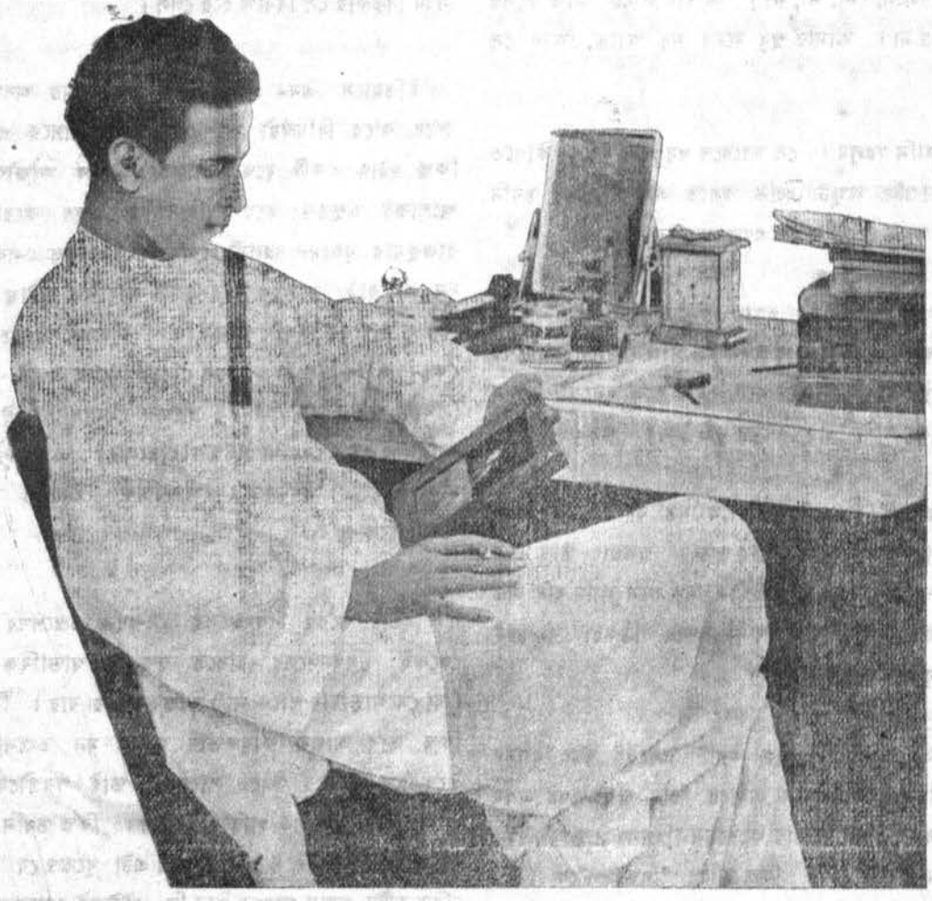
নাট্য-জগৎ

—:•:—

একখানি ছোট্ট কাঠের ঘর। তেতালার ছাতে বেঁধে নিয়েছি। তারই ভিতরে একলাটি ব'সে কল্পনার রঙিন ফানুস তৈরি করি।

*

আজ সকালে বর্ষা খানিকক্ষণের জন্যে ছুটি নিয়েছে। এবং সেই সুযোগে হারানো বসন্তের স্মৃতি নিয়ে দক্ষিণ বাতাস জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকছে,—কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে, শিশুর মত।



"নিষিদ্ধ ফলে"র একটি দৃশ্য

*

কাগজের উপরে কলম বাগিয়ে বসেছি—আচম্বিতে উত্তরদিকের জানলা দিয়ে একজন যেন উঁকি মারলে। মুখ তুলে দেখি, আমার বান্ধবী। ছাতের উপরে তার বাসা। বাতাস একটু জোরে বইলেই সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর উঁকিঝুঁকি মারে।

*

যখন কচি শিশু, তখন সে আমার বাড়ীতে এসেছে। আজ তার তনু-লতা যৌবনের উল্লাস-হিল্লোলে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। সে তন্বী, রূপসী।

*

আমি ব'সে গল্প লিখি, কবিতা লিখি, 'নাট্যজগৎ' লিখি, কিংবা নিশ্চিন্ত আলস্যে আকাশ-কুসুম চয়ন করি, আর সে মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে অবাক হয়ে আমাকে দেখে যায়। আমি তার প্রেমে পড়েছি। এবং তার ভাব দেখলে সন্দেহ হয়, সেও আমার প্রেমে পড়েছে। দুটিতে বেশ আছি।

*

সে একটি অপরাজিতা লতা।... ... ...

*

আজ কলম ধরতে না ধরতেই তাকে দেখে বললুম, "সখি, একটু সবুর কর। এখন তোমার সঙ্গে আলাপ করবার সময় নেই। "আত্মশক্তি"র চন্দ্রশেখর আমার সঙ্গে আড়ি ক'রে দিয়েছেন। আমার সঙ্গে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করছেন। লড়ায়ের সময়ে আমাকে অন্যমনস্ক কোরো না। হেরে যাব।"

*

সখী শুনলে না। হাওয়ার দোলায় দুলতে দুলতে লীলায়িত ভঙ্গিতে আমার দিকে তার শ্যামল তনুখানি বাড়িয়ে দিলে।

*

বললুম, "কি, একটি চুমু চাও নাকি? বসন্ত তো পালিয়েচে। তোমার ফুল ফোটবার সময়ও আসে নি। এখনি এত চপলতা কেন?"

*

এক ঝলক দখিন হাওয়া ঘরের ভিতরে ঢুকে ব'লে উঠল—"বসন্ত আছে, আছে, আছে। আমি তার দূত।"

*

ঘোষেদের পুকুর-পাড়ের কদমগাছের তলা থেকে একটা ময়ূর ব'লে উঠল—

IMPERIAL

"বসন্ত নেই, নেই, নেই! আমার চোখে শ্রাবণ-মেঘের ছায়া নাচচে। আমার বুকে আকাশের ফটিকজল ঝরচে—রিম্-ঝিম্, রিম্-ঝিম, রিম্-ঝিম্!"

*

কিন্তু কোকিল সাড়া দিলে না। খালি ও-ঘর থেকে শ্যামা একবার শিস্ দিলে। সে কী যে বললে, বুঝলুম না।

*

আমার সাম্‌নের ছাতের ছোট ফুলবাগানে একটা প্রজাপতি রঙচঙে নক্‌সা-করা পাখনা নেড়ে যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না। তাই দেখে ফুলগাছেরা যেন কাণাকাণি ক'রে উঠল। লজ্জা পেয়ে প্রজাপতি সরে প'ড়ল।

*

বললুম, "সখী অপরাজিতা! প্রজাপতিকে ডেকে ফেরাও। সে বোধ হয় তোমাকেই খুঁজচে! ওযে অভিমান ক'রে চলে গেল, সাড়া দাও।"

*

অপরাজিতা ঘাড় নেড়ে বললে, "না, না, না! আমার কাছে আজ ফুলের মধু নেই, ও আমাকে চাইচে না। আমার শুধু মনের মধু আছে, আর সে খালি তোমারি জন্যে, বঁধু!"

*

হাত বাড়িয়ে তার দেহখানি ধরলুম। সে আবেশে থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল। তার সবুজ পাতাগুলি অস্ফুট ধ্বনি করতে লাগল—কিন্তু তখনি তাকে ছেড়ে দিলুম। তার মর্ম্মকথা শোনবার এখন সময় নেই।

*

বললুম, "সখি, শান্ত হও। চন্দ্রশেখরের হুঙ্কার শুনতে পাচ্চ না? আমি সাড়া না দিলে তিনি আমাকে কাপুরুষ মনে করবেন। আজ সকালে শ্রাবণের ছায়ানটের তালে তালে দখিন বাতাস নাচচে বটে, বর্ষার সঙ্গে বসন্তের মিলন হয়েচে বটে, কিন্তু উপায় কি? মসিজীবীর প্রেমের ছুটি কৈ? অতএব—"

*

প্রিয় চন্দ্রশেখর, আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি মত বদ্‌লাব না ব'লে গোঁ ধরি নি, সে স্বভাব আমার নয়। আমি যুক্তির ভক্ত। সুতরাং তাঁর মতন নাবালক (বয়সে নয়, বিচার-বুদ্ধিতে) বন্ধুর যুক্তিহীন মত শুনে আমি যদি মত বদ্‌লাতে না পারি, তাহ'লে তাঁর কথিত "সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকরা" নিশ্চয়ই আমার "বক্তব্যের সারবত্তা বুঝতে পারবেন।"

*

গোঁ ধরেছেন তিনি, এবং "ভদ্রলোকের এক কথা" এইটেই তাঁর মূলমন্ত্র বোধ হয়। যদিও আমার সদুপদেশ শুনে এবারে তিনি সুর যথেষ্ট নরম করতে বাধ্য হয়েছেন। এবারে তিনি স্বীকার করেছেন "বিল্বমঙ্গলকে আমরাও নিছক মেলো-ড্রামা বলে মনে করি না।" কিন্তু আগে "বিল্বমঙ্গল"কে তিনি মেলো-ড্রামা ছাড়া আর কিছুই বলেন নি, "সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকরা" হপ্তা-দুই আগেকার "আত্মশক্তি"র পাতা ওল্টালেই সেটা স্পষ্ট দেখতে পাবেন। অবশ্য এজন্যে আমি চন্দ্রশেখরকে নিন্দা করতে চাই না। ভুল সকলেরই হয়। সে ভুল স্বীকার করলে মর্য্যাদা কমে না, মর্য্যাদা বাড়ে।

*

কিন্তু চন্দ্রশেখরের উচিত, সুর আরো-একটু কোমলে নামানো। "বিল্বমঙ্গলে"র "প্রধান চরিত্রে খাঁটি নাটকত্ব অপেক্ষা মেলোড্রামার বিকাশ" বেশী হয় নি। বিল্বমঙ্গল একেবারে উচ্চশ্রেণীর নাটকীয় চরিত্র। চন্দ্রশেখর বিল্বমঙ্গলকে 'মেলো-ড্রামাটিক' ব'লে প্রমাণিত করবার জন্যে যে যুক্তি দেখিয়েছেন দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তা সমর্থন করতে পারলুম না। অল্প কথায় আমার বক্তব্য বলছি তিনি একটু ভেবে দেখবেন।

*

বিল্বমঙ্গলের চরিত্রে যাকে তিনি প্রথম স্তর ব'লেছেন, প্রথমতঃ সেই সম্বন্ধেই কিছু বলি। চন্দ্রশেখরের মতে, "চিন্তামণির মুখের একটি কথায়" বিল্বমঙ্গলের আকস্মিক বৈরাগ্য মেলো-ড্রামা-সুলভ বা অস্বাভাবিক হয়েছে। আমি তা মানি না। কেন, তা বুঝিয়ে বলছি।

*

সর্ব্বস্ব হারাতে ব'সেও, পাগলের মত তুফানে নদীতে ঝাঁপ দিয়েও, অজ্ঞানের মত কাষ্ঠভ্রমে গলিত শব ধ'রেও এবং কালসর্পকে রজ্জু ভ্রম করেও বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির মন ভালো ক'রে পায় নি—অন্ততঃ তার নিজের বিশ্বাস তাই। সেই সময়ে চিন্তামণির কথায় হঠাৎ তার মোহের ঘোর কেটে গেল—সে আত্মদর্শনের সুযোগ পেলে। সে এক কঠোর জাগরণ! বিল্বমঙ্গল প্রথম সেই দিন বুঝতে পারলে, তুচ্ছ রক্ত-মাংস-কঙ্কালের লোভে দুর্লভ ও পবিত্র মনুষ্য-জীবনকে সে ব্যর্থ করতে উদ্যত হয়েছে—হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে। এবং সেই মুহূর্ত্তে গভীর অনুতাপে নিজের পশু-জীবনের উপরে তার ধিক্কার জন্মাল—বিষম বিতৃষ্ণায় সে বিবাগী হয়ে গেল।

*

ইতিহাসে এমন আকস্মিক পরিবর্ত্তনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। যুদ্ধ ক'রে ক'রে দিগ্বিজয়ী অশোকের প্রাণ পাথরে পরিণত হয়ে যাবার কথা। কিন্তু হঠাৎ একটি যুদ্ধের রক্তপাত দেখে আজীবন রক্তপাতদর্শনে অভ্যস্ত অশোকই অনুতপ্ত হয়ে অহিংসা-মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। শবদেহ দেখে রাজকুমার বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। কিন্তু এ-সব দৃষ্টান্তেও যদি চন্দ্রশেখরের মন না ওঠে, তাহ'লে আর-একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি। তিনি কি লালাবাবুর কথা শোনেন নি? বিল্বমঙ্গলের মতন তাঁর অনুতাপ করবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু মেয়ের "মুখের একটি (অতি সাধারণ) কথায়" ("বাবা, বেলা যে গেল") আজন্ম বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের কোলে পালিত লালাবাবু হঠাৎ বৈরাগ্য গ্রহণ করেছিলেন। এ-সব দৃষ্টান্ত থাকতেও কি ক'রে মানব যে, বিল্বমঙ্গলের আকস্মিক বৈরাগ্য 'মেলোড্রামাটিক'—অর্থাৎ অস্বাভাবিক?

*

দ্বিতীয় স্তরের বিল্বমঙ্গলের যে-বর্ণনা চন্দ্রশেখর নিজেই দিয়েছেন, তাই থেকেই বিল্বমঙ্গলের চরিত্রে সূক্ষ্ম ও স্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের লীলার (যা মেলোড্রামায় থাকে না) অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বিল্বমঙ্গল বৈরাগ্য নিয়েছে, কিন্তু তার আজন্ম কামুকতায় অভ্যস্ত মন তখনো পূর্ব্ব-স্বভাবের দুর্ব্বলতা একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারে নি, তাই পরস্ত্রীকে দেখে ক্ষণিকের জন্যে আবার সে আপনাকে হারিয়ে ফেললে। কিন্তু তখনি প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজেকে সে কঠিন শাস্তি দিলে। চন্দ্রশেখর এটা বুঝেও যে "বিল্বমঙ্গলে" নাট্যকারের চরিত্র-সৃষ্টির প্রয়াস দেখতে পান নি, এইটুকুই হাস্যকর।

*

তৃতীয় স্তরে দু-একটি অলৌকিক ঘটনা নিয়ে চন্দ্রশেখর অত্যন্ত আপত্তি করেছেন। আমি আগেই বলেছি, "বিল্বমঙ্গল" হচ্ছে ধর্ম্মমূলক পৌরাণিক নাটক। ভাবুক ধার্ম্মিকের কাছে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে অলৌকিকতা কিছুই নেই। সংস্কৃত নাটকাবলীতে অনেক অলৌকিক ব্যাপার আছে। কিন্তু সেজন্যে সেগুলিকে কেউ 'মেলোড্রামা' বলে না। কিন্তু এ কারণোত্তর যদি চন্দ্রশেখরের পছন্দ না হয়, তবে তাঁকে 'হ্যামলেটে'র প্রেতাত্মা ও 'ম্যাকবেথে'র ডাকিনীদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে বলি। 'হ্যামলেট' ও 'ম্যাকবেথ' কি 'মেলোড্রামা'? তাহ'লে "অলৌকিকত্ব কখনই খাঁটী নাটকের চরিত্র সৃষ্টিতে স্থান পায় না"—চন্দ্রশেখরের এই অদ্ভুত মতের মূল্য রইল কোথায়?

*

আমার বিশেষ অনুরোধ, চন্দ্রশেখর আর যেন নিজেকে 'laughing-stock' ক'রে না তোলেন। তিনি যে-ভাবে তর্ক করছেন সে-ভাবে আমিও অনেক তর্ক করেছি,—তবে কাগজে-কলমে নয়, মুখে মুখে, বাল্যকালে! কিন্তু তিনি যে এখনো বাল্যকালের বদ-অভ্যাস ছাড়তে পারেন নি, তার কারণ তাঁর তরুণ বয়সই। "ইংরেজের আইনে সাবালক" হ'লেও এবং লর্ড চ্যাথামের বচন তুললেও, তিনি নিজের বালকতা ঢাকতে পারেন নি। বয়সের তারুণ্যে কারুরই আপত্তি থাকতে পারে না, তরুণ যদি বালকতা প্রকাশ না করে। প্রৌঢ়ত্বের ধাপে পা দিয়েও তরুণের মতের মতন মত মাথায় তুলে নি'তে রাজি আছি, কিন্তু বালকতার ভুয়ো মুখরতা আর সহ্য হচ্ছে না। এর পরেও চন্দ্রশেখর যদি "বিল্বমঙ্গল"কে 'মেলোড্রামা' কেন, 'প্রহসন' ব'লেও আর মৌনব্রত ভঙ্গ করব না। ঘেন্না ধ'রে গেছে!

*

অন্যান্য রঙ্গালয়ের দেখাদেখি মিনার্ভাও বাধ্য হয়ে প্রতিযোগিতার জন্যে "যাজ্ঞসেনী"র সঙ্গে ছোট একখানি প্রহসন দিচ্ছেন এবং তাই দেখে চন্দ্রশেখর প্রচণ্ড কুৎসিত পুলকে নৃত্য ক'রে 'নাচঘর'কে ব'লেছেন, "অমন ভাবে অনেক হেটো নাটকও তো এর চেয়ে ঢের বেশী রাত্রি অভিনীত হ'য়েচে" ইত্যাদি। পাঠকরা লেখার কেরামতি দেখুন! "যাজ্ঞসেনী"র অভিনয় কবে বন্ধ হবে, মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষও এখনো বোধ হয় তা জানেন না। কিন্তু চন্দ্রশেখর এরি-মধ্যে বলছেন—"অমনভাবে অনেক হেটো নাটকও তো এর চেয়ে ঢের বেশী রাত্রি অভিনীত হয়েচে!" কার না সাধ হয় এ ভাষার বালাই নিয়ে মরতে?

*

এবং চন্দ্রশেখর-জাতীয় দর্শকদের মহিমায় পৃথিবীর সব দেশেই যে ভালো নাটকের চেয়ে হেটো নাটকেরই পরমায়ু সুদীর্ঘ হয়, এটা কি একটা নূতন তথ্য? "যাজ্ঞসেনী"র অভিনয়-সমালোচনার সময়েই আমি কি ইঙ্গিত দিই নি যে, "Popularity is the crown of laurel which the world puts on bad art?" "বঙ্গে বর্গী" জমল, কিন্তু "গৃহপ্রবেশ" জমল না। এথেকে কি নাটকের অপকৃষ্টতাই সপ্রমাণ হয়? এই কি চন্দ্রশেখরের নাট্যরসবোধ? হায় অমৃতলাল, 'ভৈঁসের আগে বীণ' বাজিয়ে তুমি কি অন্যায়ই করেছ, চেয়ে দেখ—'ভৈঁস্ ঠাঢ়্ পগুরায়!'

*

বৃষ্টিপাতে হঠাৎ আচেনা মাঠে জল জমলে পথিক ততক্ষণই তাকে গভীর সরোবর মনে করে, যতক্ষণ-না লাঠি দিয়ে সে জলের গভীরতা মেপে দেখে। আমিও আগে যাকে গভীর সরোবর ব'লে ভ্রম করেছিলুম, এখন লাঠি ডুবিয়ে দেখছি—এত shallow! এখানে ছিপ ফেললে সফরী মেলে কিনা সন্দেহ! কুক্ষণে চন্দ্রশেখর 'নাচঘরে'র সঙ্গে তর্ক করতে কোমর বেঁধেছিলেন, নইলে তাঁর মুখোস দেখে লোকে হয়তো আরো কিছুকাল বাহবা দিত।

*

একই সংসারের তিনটি সন্তান—"ফরওয়ার্ড", "বাঙ্গলার কথা" ও "আত্মশক্তি"। বাংলা দেশে ভায়ে ভায়ে যে মিল নেই তার প্রমাণ, "ফরওয়ার্ড" ও "বাঙ্গলার কথা" বলেন, "যাজ্ঞসেনী" ভালো নাটক, কিন্তু "আত্মশক্তি" বলেন, তা নয়। "যাজ্ঞসেনী" সম্বন্ধে এই পঁচিশে আষাঢ়ের "বাঙ্গলার কথা"র মত একটুখানি তুললুম:—"এ নাটকের চরিত্রসৃষ্টি, আখ্যান-ভাগের মাধুর্য্য ইত্যাদি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। মহাভারতের চিরপুরাতন চিরমধুর কাহিনীটি নাটকের ভিতর দিয়া নূতন রূপ লইয়া যে ফুটিয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে."—এবার আর বাইরের কেউ নয়, "আত্মশক্তি"র ঘরের লোকই "যাজ্ঞসেনী"র সুখ্যাতি করছেন! সুতরাং চন্দ্রশেখরের উচিত, আমাদের ছেড়ে এখন ঘরের লোকেরই হাতে মাথা কাটা! আধুনিক মল্লিনাথ কি বলেন?

*

"যাজ্ঞসেনী" নিয়ে চন্দ্রশেখরকে আর আমার নতুন কিছু বলবার প্রবৃত্তি নেই। কি হবে কথায় কথা বাড়িয়ে? "যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।" লর্ড বেনাল্ডসে লিখিত কর্জ্জনের জীবন-চরিতের এক স্থানে কীচেনার সম্বন্ধে লর্ড কর্জ্জন বলেছেন, "I never met so concentrated a man. He uses an argument. You answer it. He repeats it. You give a second reply. He repeats it again." তারপরেও তাঁকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলে, "He repeats it without alteration a third time!" চন্দ্রশেখর এখনো কোলাহল করলে আমাকেও লর্ড কীচেনারের রীতি অনুসরণ করতে হয়। কারণ যুক্তির দ্বারা যতদূর সম্ভব, আমি চন্দ্রশেখরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। আর নূতন বক্তব্য নেই। তবু যদি তর্ক না থামে, তবে আমাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে—"উক্তস্য পুনঃ কথনং।" কেননা আমার বিশ্বাস, চন্দ্রশেখরের সমস্ত কথারই জবাব পাওয়া যাবে আমার পূর্ব্ব-আলোচনার মধ্যেই। কিন্তু এক ছাগলকে বারংবার জবাই করলে পাঠকদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না। অতএব "যাজ্ঞসেনী" নিয়ে একঘেয়ে আলোচনার উপরে এখানেই যবনিকা ফেলে দিলুম। আশা করা যেতে পারে যে এ আলোচনা বন্ধ হ'লেও পৃথিবীর আবর্ত্তন বন্ধ হবে না।

*

যদি নিজের ও আত্মীয়দের সুন্দর ফোটো তুলতে চান তবে বড়বাজার ২১৫৭ নংএ কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের নিকট ফোন ক'রে অনুসন্ধান নিন।

খেয়ালের খেসারৎ
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত
গল্পের বই
মূল্য এক টাকা চার আনা

ইলেক্ট্রো-আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭টি ঔষধ
পকেট কেসসহ—মূল্য পুস্তকসহ ৪।০
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়
বিনামূল্যের চিকিৎসা-প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

ষ্টার কবে শরৎচন্দ্রের "রমা" খুলবেন? আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি। যে ভূমিকা-লিপি বেরিয়েছে, তাও কম আগ্রহবর্দ্ধক নয়। ষ্টারের একটি বিশেষ গুণ, নূতন নাটকের জন্যে সেখানে প্রাণপণ আয়োজনের ত্রুটি হয় না। রমা, লক্ষ্মীর নামান্তর। নামমাহাত্ম্যে ষ্টারের লক্ষ্মীলাভ হ'লে আনন্দলাভ করব।

*

যে নূতন অভিনেত্রীটি অভিনয় না ক'রেই নাম কিনেছেন, তাঁকে নিয়ে ষ্টারে ও নাট্যমন্দিরের মধ্যে একটি মামলার সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু আপোষে মামলা মিটে গেছে। ভালোই হ'ল। অভিনেত্রীটি গাছে না উঠেই একটি কাঁদি লাভ করলেন, এখন কবে, কোথায় তাঁর 'debute' দেখা যাবে, সেইটেই হচ্ছে জানবার কথা।

*

বি-এ পাশ করলেই যে কেউ 'আর্টিষ্ট' হয়ে ওঠে, এ বিশ্বাস আমার নেই। তবে শিক্ষা যে রসবোধকে মার্জ্জিত করে সেটা বলা বাহুল্য। স্বাভাবিক রসবোধ সকলের থাকে না! এবং রসবোধ হচ্ছে আর্ট আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য্য। শুনেছি শ্রীমতী কঙ্কাবতী ছাত্রাবস্থায় ভালো অভিনয় করতেন। এ কথা অত্যুক্তি না হ'লে আশার কথা। কারণ শিক্ষা তাঁর শক্তিকে সাহায্য করবে।

*

এ হপ্তার সব-চেয়ে বড় খবর হচ্ছে, মিনার্ভা থেকে দানীবাবুর বিদায় গ্রহণ। দানীবাবু যে এই প্রাচীন বয়সে কোন রঙ্গালয়েই স্থায়ী হচ্ছেন না, এর কারণ অবশ্য আমরা জানি না। অতীত গর্ব্বের যুগে দানীবাবুকে আমরা দেখেছি, কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতাঃ!" সুতরাং দানীবাবুর অবর্ত্তমানে মিনার্ভার বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে ব'লে মনে হচ্ছে না—কারণ দানীবাবু এখন অনেকটা 'শ্বেত-হস্তী'তে পরিণত হয়েছেন—তাঁর নাম আছে, দাম আছে, কিন্তু তিনি কাম দেন কম।

*

আজ সুদীর্ঘকালের ভিতর একমাত্র নূতন ভূমিকায় তাঁর অভিনয় প্রশংসনীয় হয়েছিল। এবং সেটি হচ্ছে "যাজ্ঞসেনী"র ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা। এখন অধিকাংশ ভূমিকাতেই তাঁকে মানায়ও না, তিনি উল্লেখযোগ্য অভিনয়ও করতে পারেন না। অথচ শুনতে পাই, যে-ভূমিকা তাঁর উপযোগী নয়, তাতেই নামবার জন্যে তিনি জিদ ধ'রে বসেন। সুতরাং এখন তিনি যে-রঙ্গালয়ের উপরে 'অনুগ্রহ' প্রকাশ করবেন, তার কর্ত্তৃপক্ষের অবস্থা যে "দারুভূতো মুরারিঃ"র মতন হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই কিছুমাত্র।

*

এই "নাম বড়া দর্শন থোড়া"র গুপ্তরহস্য, বছর তিন-চার আগে 'ষ্টারে' চাণক্যের ভূমিকায় দানীবাবুকে দেখে আমরাই সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ ক'রে দিয়েছিলুম। তখন আমাদের বিরুদ্ধে কাগজ-মহলে যে কোলাহলের ও গালাগালির জন্ম হয়েছিল, আমরা তা ভুলি নি। আর আজ? আজ সবাই বুঝেছেন, "নাচঘর" মিথ্যা কথা বলে না।

*

দানীবাবুর উপরে আমাদের কিছুমাত্র ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই কারণ তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা অপরিচিত। তাঁর প্রতিভাবান স্বর্গীয় পিতার পদতলে বসে অনেক শিক্ষা পেয়েছি। এবং অতীতে নানা ভূমিকায় তিনি আমাদের যে বিমল আনন্দ দিয়েছেন, তাও আমরা কখনো ভুলতে পারব না। গর্ব্ব ক'রে বলতে পারি, আজ পঁচিশ বৎসরের ভিতরে আমরা তাঁর যত অভিনয় দেখেছি, বর্ত্তমান কালে যাঁরা নিয়মিত অভিনয়-সমালোচনা করেন তাঁরা কেউ তা দেখেন নি। সুতরাং অতীতের ও বর্ত্তমানের দানীবাবুর ভিতরে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, তা বলবার অধিকার আমাদের আছে।

*

বার্দ্ধক্য হচ্ছে নটের অপরাজেয় শত্রু। বিলাতের প্রতিভাশালী অভিনেতারা এ সত্য জানেন ও মানেন। এক সময়ে ম্যাক্রেডী ছিলেন বিলাতের প্রধান অভিনেতা। কিন্তু পূর্ণ-গৌরবের মাঝখানে তিনি রঙ্গালয় থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তারপরও তিনি দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন। কিন্তু প্রচুর অর্থলোভ দেখিয়েও ম্যাক্রেডীকে কেউ আর রঙ্গমঞ্চে নামাতে পারে নি। অথচ ম্যাক্রেডীর অর্থের আবশ্যক ছিল অত্যন্ত। স্যার ফোর্বস্ রবার্টসন যথা-সময়ে নাট্যজগৎ থেকে স'রে দাঁড়িয়েছেন। পাদপ্রদীপের সামনে কিছুদিনের জন্যে দাঁড়ালেও আবার তিনি যে টাকা রোজগার করতে পারেন, দানীবাবু সারাজীবনেও তা পারবেন না। কিন্তু ফোর্বস্ রবার্টসন টাকার লোভে নিজের যশ ক্ষুণ্ণ ও আর্টের অপমান করতে রাজি নন। এঁদের দৃষ্টান্ত দেখে দানীবাবুর ও শ্রীমতী তারাসুন্দরীর শিক্ষালাভ করা উচিত।

*

দানীবাবু ও শ্রীমতী তারাসুন্দরী প্রভৃতি এখন যত বেশী দিন নামবেন,—তাঁদের যশ তো একতিলও বাড়বেই না—বরং তত বেশী ক্ষুণ্ণ হয়েই পড়বে। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুও মাঝে মাঝে এই ভুল করেন। এ-সব দেখলে বড় দুঃখ হয়। কেন তাঁরা স্বহস্তে নিজেদের পূর্ব্ব-গৌরবের সমাধি রচনা করছেন? আর্টিষ্টের কাছেও যদি আর্টের সম্মান না থাকে, তবে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা আমরা কল্পনা করতে পারি না। দানীবাবু প্রভৃতির এখন অবসর গ্রহণের সময় এসেছে। যার সাধারণ বুদ্ধির অভাব নেই, এ-কথা সে স্বীকার করতে বাধ্য।

*

বর্দ্ধিত আকারে

গরদের ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ীর অপূর্ব্ব সমাবেশ!

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

মেয়র বলেন, "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্ক ব্যবসায়ী" পত্র পাঠ ভিঃ পিতে মাল পাঠান হয়।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

অতঃপর দানীবাবু মনোমোহন থিয়েটারে দেখা দিবেন। মনোমোহন থিয়েটারে? এ রঙ্গালয়ের পরিচালক হবেন কে? আর্ট থিয়েটার লিমিটেড না অন্য কেউ? আসছে বারে সে খবর দেবার চেষ্টা করব।

•

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এই সেদিন 'জনা'য় নীলধ্বজের ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন। গেল হপ্তায় তিনি আবার বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শক্তি-বৈচিত্র্য সকলকেই বিস্মিত করবে। কিন্তু আমরা জানি, সময় ও সুযোগ পেলে অধিকাংশ নাটকেই শিশিরকুমার একে একে সকল ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয়ে উচ্চশ্রেণীর নাট-নিপুণতার পরিচয় দিতে পারেন। বর্ত্তমান যুগে এমন ক্ষমতা আর কোন নটের নেই। অথচ তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার জন্যেই মাঝে মাঝে কোন কোন নট ব্যস্ত হয়ে ওঠেন! অবশ্য এ ব্যস্ততার মধ্যে ততটা বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় না, যতটা পাওয়া যায় দুঃসাহসের!

•

শিশিরকুমারের অর্দ্ধেক শক্তি আছে, একালের এমন কোন নটও তো চোখে পড়ে না। শিশিরকুমারের পরেই এখন যাঁর কথা স্মরণ হয়, তিনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী—কিন্তু, তিনি কত পরে?

•

নূতন উপন্যাস! নূতন উপন্যাস!

সদ্য প্রকাশিত হইল।

সুন্দর, স্পষ্ট।

সুন্দর ছাপা। সুন্দর বাঁধা।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রণীত — প্রবাসী — মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত — বহুবচন — মূল্য পাঁচসিকা।

প্রাপ্তিস্থান—

এন, এম্, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং

১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শুনছি, আসছে হপ্তায় "যাজ্ঞসেনী"র ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়। সকলেই জানেন, মহলার শেষ-অবস্থাতেই দানীবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা নিতে রাজি হয়েছিলেন, নইলে তাঁকে বাদ দিয়েই "যাজ্ঞসেনী"র অভিনয় হ'ত। ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় সুরেনবাবুই অমৃতলালের অধীনে নিয়মিত মহলা দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর অভিনয় ভালো হবারই কথা।

•

গত শনিবারে আমরা মিনার্ভায় "কণ্ঠহারে"র অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। "কণ্ঠহারে"র স্বপক্ষে এইটুকু বলা যায়, উচ্চশ্রেণীর নাটক-মহলে সে কোনদিন আভিজাত্যের গর্ব্ব করে নি। "কণ্ঠহার" মেলোড্রামা এবং সেই হিসাবেই তার সার্থকতা। দর্শকদের মনকে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যাবার জন্যেই তার সৃষ্টি এবং তার সে উদ্দেশ্য সফলও হয়েছে। আগামীবারে "কণ্ঠহারে"র অভিনয় পরিচয় দেবার ইচ্ছা রইল, এবারে স্থানাভাব।

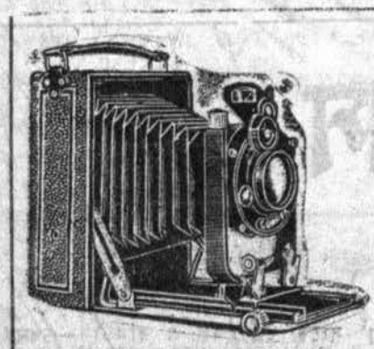
•

রঙ্গালয়ে আবার কোন্ যুগ আসছে? প্রতি রাত্রেই দুখানা ক'রে নাটক! কর্ত্তৃপক্ষদের সুধোলে শুনি, তা নইলে দর্শক আসে না! ভুল। দর্শক নিশ্চয়ই আসত, রঙ্গালয়ের কর্ত্তাদের ভিতরে যদি একতা থাকত। সকল রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা যদি একসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেন যে, একসঙ্গে কিছুতেই একাধিক নাটক দেব না, দর্শকরা তাহ'লে তাঁদের কথা শুনতে বাধ্য হব। সহরে মোটে তিনটি রঙ্গালয়, তার ভিতরে একতার মন্ত্র শোনা কি অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার? অবশ্য, যাঁদের কাজ জনতার রুচি উন্নত করা, তাঁরা যদি বেচেই জনতার দাস হন, তাহ'লে আর কোন কথাই নেই। এখানে একতার কথা কেউ শোনে না, প্রত্যেকেই চায় পরস্পরকে ঠেলে ফেলে এগিয়ে যেতে এবং প্রত্যেকেরই মূলমন্ত্র, "যেন তেন প্রকারেণ কার্য্যসিদ্ধির্গরীয়সী"! সকলেরই আশা, দু-হাতে টাকা লুটব,—কিন্তু "আশাবধিং কো গতঃ?" যতটা রয়-সয়, তার বেশী ভালো নয়।

•

ক্রাউনের "নিষিদ্ধ ফল" চতুর্থ সপ্তাহের মুখ দেখলে। ম্যাডান থিয়েটারে বাইরের আর কোন দেশী ছবি এত বেশীদিন চলে নি। কথা ছিল, ছবিখানি মাত্র এক হপ্তার জন্যে দেখানো হবে, কিন্তু একমাসেও তার জনপ্রিয়তা কমল না। গোড়াতে আমরা যখন বলেছিলুম, ছবিখানি সকলেরই ভালো লাগবে, তখন কিন্তু ভাবতে পারিনি যে 'নিষিদ্ধ ফল,' খাবার জন্যে লোকের লোভ এতটা বেশী হবে! এর সফলতা আমাদেরও আশাকে পরাজিত করেছে!

•



কোন্ ক্যামেরা কিনিলে ভাল ফোটো তোলা যায় এ সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হয়ত আপনি জীবনের একটি আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

আপনার ফোটো, ফোটোগ্র্যাফির যাবতীয় সরঞ্জাম, অথবা ফোটগ্রাফি এবং সিনেম্যাটোগ্রাফি শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ।

ইহার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আমাদের নিকট আসিবেন। আমাদের আন্তরিকতা আপনার নতুন শিক্ষার পথকে সুগম করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিস

৭৪।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

এই-সব দেখে-শুনে আশা হচ্ছে, বাংলা দেশে চিত্রনাট্যের জন্যে বিশাল ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে। বাঙালী যদি আরো-একটু বেশী মন দিয়ে এই বিভাগে কাজে লেগে যায়, ধনীরা যদি যোগ্য লোকের হাতে দরকার মত মূলধন সমর্পণ করতে কুণ্ঠিত না হন, তাহ'লে এই ক্ষেত্র বৃহত্তর হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং তার ফলে এখানে আর একটি মস্ত আয়ের পথ খুলে যেতে পারে। আসছে হপ্তা থেকে ভবানীপুরের ম্যাডান-রঙ্গালয়ে "নিষিদ্ধ ফলে"র পঞ্চম সপ্তাহ সুরু হবে। "ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টসে"র পরের ছবি হচ্ছে গিরিশচন্দ্রের "তপোবল"।

*

শ্রীমতী কঙ্কাবতী সাহু "ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেটে" যোগ দিয়েছেন। এঁদের নূতন ছবি "বিচারকে"র কাজ অতিরিক্তি বর্ষার জন্যে আরম্ভ হ'তে পারছে না। "বিচারক" হচ্ছে আর একখানি চিত্রনাট্য, যার মধ্যে সম্ভাব্য আছে অনেক,—কারণ তার প্রধান অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

*

গত রবিবারে আমরা মনোমোহন থিয়েটারে ভবানীপুরের "চিত্তরঞ্জন নাট্য-সমাজে"র অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। অভিনেয় নাটক ছিল "চন্দ্রশেখর"। যতটুকু অভিনয় দেখেছি, তার মধ্যে সব-চেয়ে ভালো লেগেছে, চন্দ্রশেখর-রূপে ভূজঙ্গবাবুকে। অন্যান্য নট-নটীর নাম জানিনা। চন্দ্রশেখরের ভৃত্যের অভিনয়ও হয়েছিল স্বাভাবিক ও উপভোগ্য! যে অভিনেতাটি গুরুগণ খাঁর ভূমিকা নিয়েছিলেন, দেখলুম তিনি অনেক রকম প্যাঁচ জানেন। ফলে তাঁর অভিনয় যতটা প্যাঁচালো হয়ে উঠেছিল, ততটা রসালো হ'তে পারে নি। প্রতাপের যেটুকু দেখলুম, ভয়াবহ। কয়েকটি নূতন অভিনেত্রীকেও দেখলুম। তার মধ্যে সেরা হচ্ছেন দলনী! গোরা ফ্লরিসের ভয়ে যতটা না হোক্, মঞ্চভীতির জন্যে শৈবলিনীকে বড়ই কাতর দেখাচ্ছিল। তাঁর কথা শোনা যাচ্ছিল না। অন্যান্য কারুর অভিনয়ের কথা বলতে পারি না। কারণ শেষ পর্য্যন্ত ছিলুম না। আশা করি তাঁদের অভিনয় ভালোই হয়েছিল।

*

সুপ্রসিদ্ধ অন্ধগায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে মিনার্ভায় যোগ দিয়েছেন। "সত্যের সন্ধানে"র একটি ভূমিকায় তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন।

শ্যামার গান

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

[বিখ্যাত অন্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দের অনুরোধে এই গানগুলি লেখা হয়েছে।]

১

ওগো আমার মা-জননী, ওগো আমার মহামায়া!
দিনের আলো ফুরিয়ে গেল, আসচে নেমে সাঁঝের ছায়া।
তোমার দুটি চরণ-তলে
লুটিয়ে প'ড়ে মন যে বলে,—
ঠাকুর-ঘরের প্রদীপ গড়ো, ভেঙে আমার মাটির কায়া!

২

ঘুমের দেশে পাঠিয়ে দিয়ে লুকিয়ে কোথায় আছ কালী!
জীবন খালি স্বপন দেখা, তাই দিয়ে কি মন ভুলালি!
ঘুমের ঘোরে আপনহারা,
তাইতো তোমায় ডাকচি তারা!
জাগিয়ে দে মা, জাগিয়ে দে মা,—শুকিয়ে দে মা অশ্রুডালি!

৩

মা পাওয়া কি সহজ কথা!
তারা তো নয় পথের ধুলো, রয়না প'ড়ে যথা-তথা!
যাঁর চরণে হৃদয় পাতি, মহেশ আছেন দিবস-রাতি,
দেখতে তাঁকে সাধক-ঋষি সইচে কত কষ্ট-ব্যথা।
সুখের সময় খুঁজবেনাকো, দুঃখ পেলেই কেবল ডাকো,
তাই তো শ্যামা স্থান না সাড়া, তাইতো তোদের বিফলতা।

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার-খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

৪

অন্ধকারে মন্দ ভেবে চন্দ্র চাহি না,
সূর্য্য গেলেও ক্রন্দনেরি ছন্দ নাহি মা!
রাত্রিরূপা, তমস্বিনী!
আঁধার এলে তোমায় চিনি,
কালীর কালো রূপের রেণু—আমার মাহিনা!
বৈতরণীর নৃত্যরোলে,
মায়ের তিমির চরণ দোলে,
তাই তো আমি আলোক-বীণার মন্ত্র গাহি না!

চিত্রনাটের রূপকথা

চৌরঙ্গী অঞ্চলের সব বায়োস্কোপই এ সপ্তাহে আমরা দেখেছি—প্যালেশ অফ ভ্যারায়েটিজ ছাড়া। এ সপ্তাহের সব চেয়ে ভালো ছবি হোলো গ্লোবের 'সাটিনমোড়া মেয়েমানুষ' (The Satin Woman) এই ছবির গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত শ্রীমতী ওয়ালেস্ রীড্ যে মনোরম অভিনয় কোরেছেন তা সত্যই লেখবার মতো। আমরা সকলকে এই ছবিখানি দেখে আসতে অনুরোধ করি।

•

শ্রীযুক্ত চার্লি চ্যাপলিনের 'বন্দুক ঘাড়ে করো' (Shoulder arms) নামক ছবিটি এখানকার সেন্সাররা দেখাতে দিলেন না—পৃথিবীর আরও অনেক বড়ো বড়ো সহরে এ ছবি দেখানো হোয়েছে, এখানেও আগে হোয়েছে। 'উষা' নামক নার্স ক্যাভেলের ঘটনার ছবিও এখানে বন্ধ হোয়েছে, কিন্তু অন্য জায়গায় চ'লছে। বাঙলার কলঙ্কের কথা।

•

এই কলিকাতা সহরে বহু লোক বায়োস্কোপ দেখে—শুধু সময় কাটাবার জন্যে নয়, ভালো লাগে বোলেই দেখে নিশ্চয়। এই সব দর্শকের কি কিছুমাত্র তেজ নাই? দর্শকদের মধ্যে ইংরেজ, বাঙালী, মাড়োয়ারী, উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতবাসী, ইহুদী, বর্ম্মী প্রভৃতি বিচিত্র রকমের লোক আছেন। এঁদের ভিতর এমন চলচ্চিত্র-রসিক কি কেউ নেই যে এই সবের প্রকাশ্য ও তীব্র প্রতিবাদ হয়?

•

এই অকারণ, অযথা, অসঙ্গত রকমে সেন্সারদের খুসীমতো চলচ্ছবির প্রদর্শন বন্ধ করার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে তীব্র ও নিরবচ্ছিন্ন প্রতিবাদ হওয়া উচিত। বিশেষতঃ বর্ম্মা বা বোম্বাইয়ে যা দেখানো চলে, বাঙলায় তা দেখানো চলে না—এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের রহস্যভেদ হওয়া উচিত।

•

'নিজের মতো নিজে হোতে না পারা' খুব অসম্ভব ব্যাপার বটে, কিন্তু শ্রীযুক্ত চার্লি চ্যাপলিন এ দুর্গতির অভিজ্ঞতাও লাভ কোরেছেন। আগে আগে চলচ্ছবি-ওয়ালারা চার্লির প্রতিযোগিতা করাতেন। অর্থাৎ চ্যাপলিনের সব চেয়ে নিকট অনুকরণকারীদের পুরস্কার দিতেন। চার্লি একদিন এ সম্বন্ধে একটা মজা কোরলেন।

•

এই রকম একটা প্রতিযোগিতায় নিজেই নাম দিলেন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোরলেন। কিন্তু বিচারকের মতে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার কোরলেন। বুঝুন একবার ব্যাপারটা! চার্লির সব চেয়ে ভালো অনুকরণকারীকে পুরস্কার দেবার প্রতিযোগিতায়, চার্লি নিজেই প্রথম হোতে পারলেন না। বিচারকটির নাম জানবার আমাদের ইচ্ছা আছে।

•

শ্রীমতী জাসু পিট্স্ (Zasu Pitts) বোলেছেন যে তাঁর নামের ঠিক উচ্চারণ জেসিউ পিট্স্। 'জ'র উচ্চারণ ইংরেজী 'Z'এর মতো। তাঁর দুই পিসি ছিলেন Eliza আর Suzan নামে। প্রথমার নামের শেষ দুটি অক্ষর ও দ্বিতীয়ার নামের প্রথম দুটি অক্ষর যোগ কোরে তাঁর নাম রাখা হোয়েছিল 'Zasu' (জেসিউ)।

•

'তার বিদেশী স্ত্রী' (His Foreign Wife) নামক একখানি নোতুন ছবিতে ওয়ালেশ ম্যাকডোন্যাল্ড ও গ্রেটা ফন্ রুয়ে যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকার অংশে অভিনয় কোরেছেন।

—গি—

দি ইণ্ডিয়ান নিটিং এণ্ড টেলারিং স্কুল

স্থাপিত ১৯২২ সাল

আধুনিক লণ্ডনের নিয়মে (বাংলা ও ইংরাজী ভাষায়) সকল প্রকার জামার ছাটকাট ও সেলাই এবং মোজা বোনা শিক্ষা দেওয়া হয় কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন বা চুক্তির হার সামান্য মাত্র। সাক্ষাতে বা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাওয়া যায়।—

সেক্রেটারী মিঃ জে, এম, দে
ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এণ্ড কাটার, কমলালয়।
৩নং শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ২১শে জুলাই, ৫ই আষাঢ়, ম্যাটিনী ৭ টায়

১। **রঘুবীর**

রঘুবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। **আবুহোসেন**

জাফর—রামময় চক্রবর্ত্তী

রবিবার ২২শে জুলাই, ৬ই আষাঢ়, ম্যাটিনী ৫ টায়

১। শরৎ চন্দ্রের

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। **শেষ-রক্ষা**

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

শনিবার, ৫ই আষাঢ়, রাত্রি ৭ টায়

১। শ্রীদাশরথী মুখোপাধ্যায় প্রণীত

সেই জগদ্বিখ্যাত মর্ম্মস্পর্শী পঞ্চাঙ্ক

ডিটেক্‌টিভ নাটক

কণ্ঠহার

২। **রেশমী রুমাল**

রবিবার ৬ই আষাঢ়, ম্যাটিনী ৫ টায়

১। নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

যাজ্ঞসেনী

২২শ অভিনয় রজনী

১। **কিন্নরী**

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

এস, এন্, ঘোষ—ম্যানেজার।

ইউ. কে, মিত্র, বি.এ,—প্রোপ্রাইটর।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো ঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
১১শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১১ই শ্রাবণ
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

আমার বয়স যখন বেশী নয়, তখনকার 'থিয়েটার' দেখার কথা আজ মনে পড়ছে।

*

প্রেক্ষাগৃহের এককোণে 'কন্‌সার্ট'-বাজিয়ের দল, একদিকে দর্শকের দল, আর একদিকে রঙিন কাপড়ে মোড়া রঙ্গমঞ্চ।

*

নীচের তালায় দর্শকদের আসন হচ্ছে তিনরকম। দু-তিন সার বেতের বেণ্টউড চেয়ার নিয়ে 'ষ্টল'—দর্শনী দু-টাকা। কয়েক সার বেঞ্চি, তাতে ঠেসান দেওয়ার জায়গা আছে। তার নাম 'পিট'—দর্শনী একটাকা। তারপর 'রয়েল সিটে'র তলায় গর্ত্তের ভিতরে 'গ্যালারি'—পাখীর দাঁড়ের ঈষৎ উন্নত অবস্থা, দর্শনী আটআনা।

*

থিয়েটারের বাইরে পাখাওয়ালারা দাঁড়িয়ে থাকত। কিঞ্চিৎ বিলাসী দর্শকরা তাদের কাছ থেকে এক-একখানা হাতপাখা কিনে ভিতরে ঢুকত! 'বক্সে'র বড়বাবুদের জন্যে ছিল বড় বড় চিত্রবিচিত্র পাখা নিয়ে পাখা-কুলিরা। ইলেক্‌ট্রিকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এরা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

*

একজন লোক প্রেক্ষাগৃহের ছাদের উপরকার মণ্ডলাকার আলোকমালা জেলে দিত। তারপর মোটা লোহার তারের ডগায় জড়ানো কেরোসিনে ভেজা ন্যাকড়ার মশাল হাতে একজন লোক 'ষ্টলে'র সামনে এসে গ্যাসের পাদপ্রদীপগুলোও একে একে জেলে দিয়ে যেত। যতক্ষণ অভিনয় চলত, এ-সব আলো আর নিবৃত্ত না।

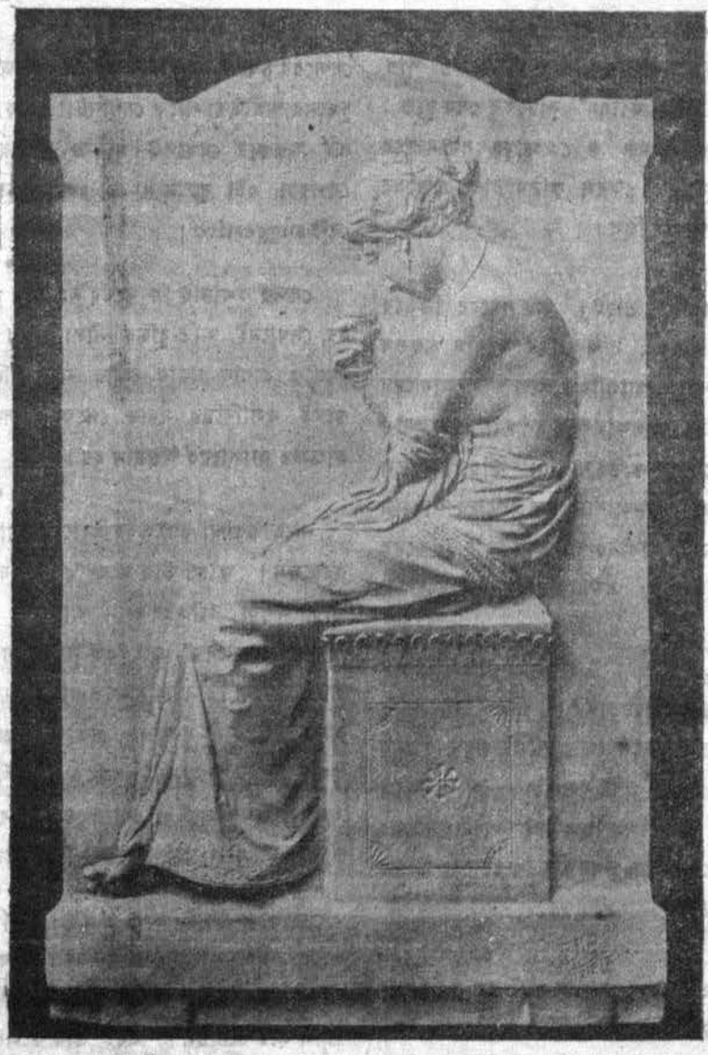
*

প্রথমবার 'কন্‌সার্ট' বাজবার পরে রঙ্গমঞ্চের উপরকার রঙিন পর্দ্দাখানি স'রে যেত এবং 'ড্রপ-সিনে'র ছবিখানি আত্মপ্রকাশ করত। তরুণ বয়সে এই ছবি যে কত ভালো লাগত, তা আর কি বলব! এই ছবির জায়গা দখল করেছে এখন কুৎসিত বিজ্ঞাপন। ঐ ছবি দেখে আগে আমরা বুঝতুম যে, সবই কলালক্ষ্মীর মন্দিরের ভিতরে এসেছি। কিন্তু এখন আর মন আগে থাকতে তৈরি হয়ে ওঠে না। পুরাতনের কাছে নূতন এখানে হেরেছে—ব্যবসাদারীর ছোঁয়াচ লেগে।

*

'কন্‌সার্ট' থামত এবং ভিতর থেকে ঢং ক'রে বেজে একটা ঘণ্টা ব'লে উঠত—"অ্যাটেনসান!" তারপর যবনিকা স'রে যেত এবং পালা সুরু হ'ত।

*



গরল না সুধা

তখনকার অধিকাংশ দৃশ্যপটই আঁকা হ'ত ঝোলা পর্দ্দার উপরে। পর্দ্দাগুলো প্রায়ই কুঁচকে থেকে শ্রী নষ্ট করত। অভিনয় ও নাটকের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দৃশ্যপটও যে নাটকীয় ক্রিয়ায় বিচিত্র বিশেষ এক ভাবকে ফুটিয়ে তুলবে, তখনকার শিল্পী এটা জানতেন না। কোথায় অভিনয় হচ্ছে সেইটুকু কোনরকমে বুঝিয়ে দেওয়া ছাড়া চিত্রকরের আর কোন কর্ত্তব্য ছিল না। রাজার প্রাসাদেও গৃহসজ্জার কোন জিনিষ (দু-একখানা আসন ছাড়া) প্রায়ই

IMPERIAL

থাকত না। পৌরাণিক নাটকেও একেলে বিলাতী চেয়ার ব্যবহার করলে কারুর রসবোধ আহত হ'ত না। পৌরাণিক দেব-দেবীর সাজসজ্জার ভিতর থেকেও একালের ফিরিঙ্গি ফ্যাসান উঁকি মারত। অর্থাৎ স্থানকালপাত্রের বিচার আগেকার দৃশ্যপটে বা পোষাক-পরিচ্ছদে খুবই কম ছিল।

•

রঙ্গালয়ে ম্যাজিক দেখতে লোকে এখনো ভালোবাসে, তখনো ভালোবাসত। কিন্তু তখনকার দর্শক খুব অল্পেই তুষ্ট হ'ত। অন্তরাল থেকে আন্দোলিত একখণ্ড শ্বেত বস্ত্রের (অর্থাৎ নদীর) ওপাশ থেকে জলবালারা হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়ালেই দর্শকরা সবিস্ময়ে হাততালি দিতে থাকত। "কমলে-কামিনী"র একটি দৃশ্য আমাদের তাগ্ লাগিয়ে দিত—একালে যা অসম্ভব! আলাদিনের দৈত্যরা যখন 'সিনে'র সঙ্গে সন্ সন্ ক'রে উপরে উঠে যেত, তখনো আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকত না। ছেলে-ভুলানো উজ্জ্বল দৃশ্যগুলি সকলকেই অভিভূত ক'রে ফেলত।

•

রঙ্গমঞ্চের ভিতরে আলোকপাতের কোন কৌশলই ছিল না, কাজেই কোনরকম illusion সৃষ্টি করাও চলত না। অভিনয়ের সময়ে 'উইংসে'র পাশ থেকে প্রথম আলোকপাত দেখি বোধ হয় "মীর কাসিম" নাটকের শেষ-দৃশ্যে। এমন-কি গাঢ় অন্ধকার রজনীর দৃশ্যেও রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ সমানভাবে আলোকিত থাকত। ঝড়-বৃষ্টির সূচনা বুঝা যেত কেবল কৃত্রিম বাজ প্রভৃতির আওয়াজে—কিন্তু কৃত্রিম বিদ্যুৎ দেখানো অসম্ভব ছিল।

•

সূর্য্যাস্ত থেকে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অভিনয় চলত প্রায়ই। এই সময়ের ভিতরে গ্রীষ্মকালে হাওয়ার অভাবে ঘামের বন্যায় ভেসে, সর্দ্দি-গর্মির আরাম অনুভব করতে করতে সারারাত 'পিটে'র 'বেঞ্চে' বা 'গ্যালারি'র গর্ত্তে ব'সে আমাদের অবস্থা যে কতখানি শোচনীয় হয়ে উঠত, আজকালকার দর্শকরা তা কল্পনাও করতে পারবেন না। বেঞ্চি ছেড়ে বাইরে যেতেও ভয় করত। কারণ সেকালে আসনের নম্বর থাকত না, বাইরে গেলেই সে-আসনে অন্য দর্শকের অধিষ্ঠান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট এবং প্রতিরাত্রেই আসনের অধিকার নিয়ে দর্শকদের মধ্যে বাক্যযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ ও মুষ্টিযুদ্ধ উপস্থিত হ'ত। একরাত 'থিয়েটার' দেখলে দু-তিন দিনেও গায়ের ব্যথা মরত না।

•

সেকালের রঙ্গালয়ে দর্শকের আসন ছিল 'বীরভোগ্য'! পালা সুরু হবার অনেক আগে থেকেই আমরা রঙ্গালয়ের সামনে গিয়ে হাজির হতুম। যেই টিকিট-ঘর খুলত অমনি টিকিট কেনবার জন্যে প্রথম যুদ্ধ বাধত—কারণ আগে থাকতে আসন রিজার্ভ ক'রে রাখবার প্রথা তখন ছিল না। এখন ফুটবলের মাঠে টিকিট কেনবার সময়ে যে দৃশ্য দেখা যায়, তখনকার থিয়েটারের টিকিট কেনবার সময়েও প্রায় তেমনি হাঙ্গামা হ'ত।

•

টিকিট কেনবার পরেও প্রেক্ষাগৃহের রুদ্ধদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ 'হত্যা' দিতে হ'ত। জনতার অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে দরজা যেই একটু খুলত, অমনি দ্বিতীয় যুদ্ধ সুরু! সকলে পরস্পরকে ধাক্কা বা কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে কাবু ক'রে একসঙ্গে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করতুম। তারপর জামা ছিঁড়ে, অল্পবিস্তর আহত হ'য়ে ভিতরে ঢুকে সবেগে সামনের শ্রেষ্ঠ আসনগুলোর দিকে ধাবিত হতুম।

•

তখন প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে gangway ও ছিল না এবং আসনগুলির প্রত্যেক সারের মাঝখানকার ফাঁকও ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। কাজেই কোন সারের একজন দর্শকের যদি ভিতরে আসবার বা বাইরে যাবার দরকার হ'ত, তাহ'লে সেই সারের অধিকাংশ দর্শকের পা মাড়িয়ে চলা ছাড়া তাঁর পক্ষে আর উপায়ান্তর ছিল না। সুতরাং একজনমাত্র লোক বাইরে যাবার জন্যে গাত্রোত্থান করলে পঁচিশ-ত্রিশজন লোকের মুখে একসঙ্গে বিরক্তি ও উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠত!

•

এত কষ্ট ক'রেও যাদের রঙ্গালয়ে যাবার উৎসাহ কমত না, তাদের নাট্যানুরাগের উপরে নিশ্চয়ই সন্দেহপ্রকাশ করা চলে না। এখনকার রঙ্গালয়ের ভিতরে তখনকার একটিমাত্র বিশেষত্ব বিদ্যমান আছে। সেকালকার গ্যাসের আলো, হাতপাখা, মারামারি, দুঃখদায়ক আসন আর নেই, কিন্তু সেকালকার ছারপোকাদের বংশধররা এখনো নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করছে।

•

রঙ্গালয়ে দর্শকরা যা দেখতে যায়, সেই অভিনয় ছাড়া, একালকার থিয়েটার যে আর সব বিষয়ে উন্নত হয়ে উঠেছে, এ-কথা অস্বীকার করবার কোন কারণই নেই।

•

প্রতীচ্যের এমন চিত্রনাট্য দুর্লভ, যার মধ্যে চুম্বন নেই। এবং জাপানী সেন্সরের চুম্বনে একান্ত আপত্তি। কাজেই তাঁর আদেশে চিত্রনাট্যের যেখানে চুম্বনের অশ্লীলতা থাকে সেখানটা অন্ধকারের ভিতরে চাপা দেওয়া হয়! এবং এই অন্ধকার দেখলেই অভিজ্ঞ দর্শকরা সেখানে অর্থপূর্ণ অট্টহাস্য ক'রে ওঠে। সেন্সররা এটা বুঝেন না যে, আসল চুম্বনের চেয়ে তথাকথিত অন্ধকারটা কত-বেশী suggestive!

•

সেন্সর কথাটাই কি মূর্খের নামান্তর? কারণ যেখানেই সেন্সরের আবির্ভাব হয়, সেখানেই অতি-বুদ্ধির লীলা দেখি এবং অতি-বুদ্ধি হচ্ছে মূর্খেরই নিজস্ব—যেজন্যে প্রবাদ গলায় দড়ীর ব্যবস্থা দিয়েছে। আমার মনে হয়, অধিকাংশ স্থলেই কলাবিদের সমাজ থেকে সেন্সর নির্ব্বাচন করা হয় না ব'লেই এই-সব হাস্যকর ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়।

•

নাছোড়বান্দা চন্দ্রশেখর এবারে আমাকে ব্যাকরণ শেখাবার জন্যে লেখনীধারণ করেছেন! কারণ তাঁর পক্ষে "সেটার যতই অভাব ততই সেটা বলতে হবে"! তাঁর অপূর্ব্ব ব্যাকরণ-জ্ঞান আমাকে একেবারে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে! "যে-সব সাক্ষীদের" এবং "এই সকল ব্যক্তিরা"র মধ্যে যে বহুবচনের বাহুল্য আছে এখনো তিনি তা মানতে রাজি নন! দেখিয়ে দেবার পরেও ছাপার হরফে এমন লজ্জাহীন সরলতা প্রকাশ করতে আর কারুকে দেখিনি। নিজের অজ্ঞাতসারেই অজ্ঞানতার গর্ব্বকে চন্দ্রশেখর এতখানি 'গগনস্পর্শী' ক'রে তুলেছেন যে, তাঁর কথা আর প্রতিবাদেরও অযোগ্য। "উল্টা চোর কোত্‌বাল্‌কো ডাঁটে"! যাক্, ছেলেমানুষের সঙ্গে আর ছেলেমানুষী ক'রে লাভ নেই।

•

তবে দু-একটি কথা আছে। ভবিষ্যতে চন্দ্রশেখর এইটুকু মনে রাখলে ভালো করবেন যে, স্বাধীন মত প্রকাশ করবার অধিকার আছে সকলেরই। "যাজ্ঞসেনী"কে আমার ভালো লেগেছে শুনে অকারণেই তাঁর দ্বিতীয় রিপু প্রবল হয়ে উঠেছিল। এবং তার ফলেই পরিণামে তাঁর পক্ষে মানহানিকর এই সুদীর্ঘ তর্কের সৃষ্টি। তিনি এমন অনেক নাটকের (আশা করি সেগুলির নাম জানবার আগ্রহ তাঁর নেই) প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করেছেন, আমার মতে যেগুলি নিম্নশ্রেণীর। কিন্তু তা নিয়ে আমি কোনদিন গোলোযোগ করিনি,—কারণ তাঁর মতকে কেউ আমার মত ব'লে ভ্রম করবে না। এবং আমার মতও যখন কেউ চন্দ্রশেখরের মাথায় জোর ক'রে চাপাবে না, তখন তাঁরও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা উচিত নয়। এই সহজ সত্যটা মেনে চললে ভবিষ্যতে অশান্তির আর কোনই কারণ থাকবে না।

•

তিনি কড়া কথা করেছেন, আমিও চড়া কথা শুনিয়েছি। তর্কের আসরে এ-সব অনিবার্য্য। একটুখানি রঙ্গব্যঙ্গ, দু-চারটে ঝাঁঝালো কৌতুক, এইতেই চন্দ্রশেখরের মন ভারি হয়ে উঠেছে, এবং আমার ভালোবাসার অভাব আবিষ্কার ক'রে লজ্জায় তাঁর মাথা নাকি অত্যন্ত নত হয়ে পড়েছে! তাঁর মন এত পেলব এবং তাঁর মাথা এমন নমনীয় জানলে আমার লেখনী নিশ্চয়ই এর চেয়ে কম তিক্ত রস বৃষ্টি করত! কিন্তু উপায় কি, যোদ্ধার পোষাক পরলেই অস্ত্রাঘাত সইতে হবে এবং আমি আত্মরক্ষার জন্যেই আঘাত করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু এখন যখন দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের প্রধান আলোচনার একটা শেষ-মীমাংসা হয়ে গিয়েছে, তখন আমরা আবার কেন বন্ধুর মতন পরস্পরের করমর্দ্দন করতে পারব না? আশা করি এতটুকু 'স্পোর্টিং স্পিরিট' আমাদের দুজনেরই ভিতরে আছে।

*

নাট্যমন্দির এ হপ্তায় ধারাবাহিক অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। বাজারে গুজব এই যে, শীঘ্রই নাট্যমন্দিরের সম্প্রদায় ঢাকায় যাত্রা করবে। কিন্তু, তারপর?

*

গেল হপ্তায় "সীতা"র অভিনয়ে বহুকাল পরে প্রিয়দর্শন শ্রীযুক্ত তারাকুমার ভাদুড়ীকে আবার ভরতের ভূমিকায় দেখে সুখী হলুম। তাঁর অভিনয়েও পূর্ব্ব-আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় নি।

*

'মনোমোহনে' আবার এক নূতন সম্প্রদায় আসর জমাবার চেষ্টা করছেন। 'অরোরা বায়স্কোপে'র স্বত্বাধিকারী অনাদিবাবু ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের কর্ণধার হবেন। দানীবাবু হবেন এখানকার নৈবেদ্যের উপরকার চূড়া-সন্দেশ। তা ছাড়া শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীমতী সুবাসিনী ও শ্রীমতী সুশীলা (ছোট) প্রভৃতি আরো অনেক নামজাদা নট-নটী নাকি এখানে যোগ দিয়েছেন। নব-সংস্করণের 'মনোমোহনে'র প্রথম নাটক হ'চ্ছে, কবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "মীরাবাই"। এঁদের প্রচেষ্টা সফল হ'লেই আনন্দিত হব।

*

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী নাকি শীঘ্রই কলকাতার কোন রঙ্গালয়ে যোগদান করবেন। সুখবর নিশ্চয়ই। কারণ তাঁর মতন কলাবিদ স্রোতের শৈবালের মতন দেশে দেশে ভেসে বেড়াবার জন্যে সৃষ্ট হয় নি।

*

এবং শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়েরই বা খবর কি? তাঁর নটবৃত্তি যে আজও জনসাধারণকে মুগ্ধ করতে পারে, সেদিন পর্য্যন্ত নাট্যমন্দিরে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। গম্ভীর ও চটুল রসে তাঁর সমকক্ষ অভিনেতা বাংলা দেশে সুলভ নয় এবং সাহেব ও ইঙ্গ-বঙ্গের ভূমিকায় আজও তিনি অদ্বিতীয়। সুতরাং তাঁর মতন শক্তিধর অভিনেতা যে দীর্ঘকাল যবনিকার অন্তরালে থাকেন, এটা আমরা মোটেই বাঞ্ছনীয় মনে করি না। তাঁর মতন পরিশ্রমী ও কর্ত্তব্যে একনিষ্ঠ অভিনেতাও দুর্লভ। যে-কোন রঙ্গালয় তাঁর সাহায্য লাভ করলে উপকৃত হবেন।

*

মিনার্ভার "সত্যের সন্ধানে"র মহলা সমারোহের সঙ্গেই চলছে। নাটক-খানিকে জনপ্রিয় করবার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষের কোন চেষ্টারই অভাব হবে না, এ খবর পেয়ে আশান্বিত হলুম। নাটকখানির আখ্যানবস্তু আমরা শুনেছি। তা জনপ্রিয়তার অনুকূল বটে।

*

এ সপ্তাহে নাট্যজগতের প্রধান সংবাদ হচ্ছে, ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান অভিনেত্রী ডেম এলেন টেরির তিরোধান। কেবল ইংলণ্ড কেন, য়ুরোপ-আমেরিকার সর্ব্বত্রই প্রথম তিন-চারজন অভিনেত্রীর সঙ্গেই লোকে তাঁর নাম উচ্চারণ করে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আশী বৎসর। স্যার হেনরি আর্ভিংয়ের সহ-অভিনেত্রী রূপে তিনি দীর্ঘকাল ধ'রে যে কলাকুশলতা প্রকাশ করেছিলেন, তার কাহিনী চিরদিনই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা গত বৎসরেই ডেম এলেন টেরির জীবনী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেছি। আসছে বারে তাঁর আর একটী জীবন-চিত্র প্রকাশ করব।

*

✓ গ্রেট ইষ্টার্ণ কর্পোরেশন লিমিটেডের নূতন চিত্রনাট্য "আনারকলি"র ভূমিকা-লিপি এই :—আনারকলি—শ্রীমতী সীতা দেবী। সাহেনাজ—শ্রীমতী মায়া রায়। আকবর—শ্রীযুক্ত এনতাজআলি তাজ। সেলিম—শ্রীযুক্ত শোহন সিং। কোহিদিলার—শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়। চিত্রনাট্যের ঘটনা সমাবেশ হয়েছে লাহোর দুর্গ, দিল্লী দুর্গ ও শেখপুরা দুর্গের ভিতরে। চিত্র-পরিচালক হচ্ছেন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়। "আনারকলি" সম্বন্ধে শীঘ্রই আমরা বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশের চেষ্টা করব।

*

আমেরিকার বিখ্যাত "ইউনাইটেড আর্টিষ্ট্স্ প্রোডাকসানে"র দল শীঘ্রই ভারতবর্ষে আগমন করবে। রামায়ণ বা মহাভারত অবলম্বন ক'রে একখানি চিত্রনাট্য প্রস্তুত করবার জন্যেই তাঁরা এখানে আসছেন। তাঁদের অন্যতম চিত্র-সম্পাদক হচ্ছেন মিঃ এজ্‌রা মীর। তিনি কলিকাতার বাসিন্দা এবং আগে ম্যাডান কোম্পানীতে কাজ করতেন। পৃথিবীবিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী ডোলর্স ডেল রিয়ো প্রমুখ নটী ও নটরা এই দলে অভিনয় করবেন। এঁদের

যদি নিজের ও আত্মীয়দের সুন্দর ফোটো তুলতে চান তবে বড়বাজার ২১৫৭ নংএ কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের নিকট ফোন ক'রে অনুসন্ধান নিন।

খেয়ালের খেসারৎ
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত
গল্পের বই
মূল্য এক টাকা চার আনা
প্রাপ্তিস্থান
এন, এম্, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং
১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রো-আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭টি ঔষধ
পকেট কেসসহ—মূল্য পুস্তকসহ ৪।০
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়
বিনামূল্যের চিকিৎসা-প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

প্রয়োগকর্ত্তা হচ্ছেন মিঃ এডউইন কেয়ারউই। বলা বাহুল্য এঁরা ভারতীয় নট-নটীদেরও সাহায্য গ্রহণ করবেন।

*

ভিয়েনার অপেরা হাউসের "ফিলহার্মনিক সোসাইটি"র অর্কেষ্ট্রা এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে প্রসিদ্ধ। ভিয়েনা সহরও "the most musical city in the world" ব'লে নাম কিনেছে। "German Schubert Festival" নামে বিখ্যাত গানের জলসা বসেছে সংপ্রতি ভিয়েনা সহরেই। এই জলসায় গায়কের সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার! বিশেষ 'কন্সার্টে'র জন্যে এখানে একটি ঘর তৈরি করা হয়েছে, তার ভিতরে একলাখ লোকের স্থান সংকুলান হবে এবং তার দরজার সংখ্যা হচ্ছে দুই শত।

*

"Charley's Aunt" এর মতন "No, No, Nanette" হচ্ছে একখানি বিলাতী 'প্লে'। নাটকখানি মহিলা-লিখিত এবং প্রকাশের ছয় সপ্তাহের মধ্যেই তার "world rights" বিক্রী হয়ে যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাতেই এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং এর সাহায্যে প্রায় চৌত্রিশ কি পঁইত্রিশ লাখ টাকা পাওয়া গেছে।

*

প্রাচ্যে পূর্ব্বোক্ত নাটকখানি নাকি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই প্রসঙ্গে মিঃ সালিসবারি বলেন, "কোন নাটক বিলাতে চলবে কিনা, প্রাচ্য দর্শকদের মতামত জানলে তা অনায়াসে ব'লে দেওয়া যায়। যদি কোন নাটক বোম্বে কি কলকাতায় ভালো চলে, তাহ'লে লণ্ডনেও নিশ্চয় তার আদর হবে!" ভারতবর্ষের রসগ্রাহিতা সম্বন্ধে এর চেয়ে উচ্চ-প্রশংসা আর হ'তে পারে না।

*

চিত্রনাট্যের বিভাগে বাংলা আজও পিছনে প'ড়ে আছে বটে, কিন্তু পশ্চিম-ভারতবর্ষের "জগদীশ ফিল্ম কোম্পানী" এ-বিভাগে কতটা অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের দাদারে নব-প্রতিষ্ঠিত 'ষ্টুডিও' দেখলেই তা বেশ বোঝা যায়। এঁদের 'ষ্টুডিও' আকারে বিশাল এবং একেবারে আধুনিক। এখানে বিস্তৃত বিশ্রাম-গৃহ, সুন্দররূপে আলোকিত সজ্জাগৃহ, স্নান-গৃহ, হাসপাতাল, টেনিস-খেলার মাঠ, পুস্তকালয়, সন্তরণের স্থান এবং নট-নটীদের শিক্ষাগৃহ আছে। তাঁদের ছবি তোলবার 'ষ্টুডিও'টিই এত বড় যে, তার মধ্যে ছয়টি টেনিস-কোর্টের স্থান সংকুলান হয়। শীঘ্রই তার ভিতরে কৃত্রিম আলোকের সাহায্যে ছবি তোলবার ব্যবস্থা হবে। এখানকার বড় কর্ত্তা হচ্ছেন মিঃ জি, এল, পান্তা। ডাঃ পি, পি, বৈদ্য তাঁর সাহায্যকারী। এবং অভিনয়ের পরিচালক হচ্ছেন মিঃ সি, জি, সা ও মিঃ আর, আর, খেয়ার খাঁ বিএ, এল-এল-বি। সংপ্রতি এখানে "দ্বারকাধীশ" নামে একখানি পৌরাণিক নাটকের ছবি তোলা হচ্ছে। এঁদের অন্যতম প্রধান অভিনেত্রীর নাম মিস গহর।

*

স্বঅভিনেতা শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভায় যোগ দিয়েছেন।

*

আগামী ৩রা আগষ্ট শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের অধিনায়কতায় বেতারে ৮-১৫ থেকে ৯-৪৫ ভিতরে চিত্রা-সংসদের সভ্যেরা পরশুরামের "চিকিৎসা-সঙ্কটে'র অভিনয় করবেন। ১২ নং রামচন্দ্র মৈত্র লেনে সংসদ-সচিবের নিকটে এ-সম্বন্ধে শ্রোতারা মতামত জানালে সংসদের কর্ত্তৃপক্ষ অনুগৃহীত হবেন।

*

গত বারের 'নাট্যজগতে' কতকগুলি ছাপার ভুল থেকে গেছে—যেমন "debut" স্থলে "debute" প্রভৃতি।

শ্যামের গান

—:০:—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

(সুপ্রসিদ্ধ অন্ধ-গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দের অনুরোধে লিখিত)

১

গেঁথেছি এই ফুলের মালা,
কিনুরে ব'লে ফুলপিয়াসী,
মালার কুসুম ফুটিয়েচি সই,
বাজিয়ে আমার মোহন-বাঁশী!
মালার মাঝে ঘুমিয়ে আছে, আমার যত প্রাণের আশা,
আমার যত সুখের স্বপন, আমার যত প্রেমের ভাষা!
গলায় তোমার পরিয়ে দিয়ে,
বসব আমি ভালোবাসি,—
বিনিময়ে চাইব রাধে,
তোমার মুখের একটু হাসি!

২

বাঁশী আর বাজে না রে, যাবনাকো যমুনায়!
কদম শুকিয়ে গেছে, ময়ূর পালিয়ে যায়।
স্মৃতির শ্মশান-পুরে, কে যেন গো ডাকে দূরে,
তাই শুনে কাঁদি একা— বঁধু হাসে মথুরায়!

৩

বৃন্দাবনের কালো-কোকিল, গেয়োনা আর, থামাও গীতি,
অবেলাতে লুকিয়ে আমি যাই যমুনায় একলা নিতি।
গাগরী মোর হয়নি ভরা, এখন কেন আকুল করা?
তোমার ডাকে জাগবে বাঁশী, জানোনা কি শ্যামের রীতি?

বর্দ্ধিত আকারে

গরদের ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ীর অপূর্ব্ব সমাবেশ!

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

মেয়র বলেন, "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্ক ব্যবসায়ী" পত্র পাঠ ভিঃ পিতে মাল পাঠান হয়।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

৪

বাঁশী আমার ঘুমিয়েছিল,
চাঁদের আলো জাগিয়ে দিলে,
ভাব্‌চে পাগল, কেমন ক'রে
রাঙা ঠোঁটের পরশ মিলে!
দখিন-হাওয়ার তান এনে আজ সাজাই প্রাণের গানের ডালা,
পরিয়ে দেব তোমায় রাধে, নতুন-গাঁথা সুরের মালা!
রূপের স্বপন ফুট্‌বে তখন,
তুল্‌তুলে ঐ গালের তিলে!

চিত্রনাট্যের রূপকথা

ইংরেজটোলার বায়োস্কোপের বাড়ীগুলিতে এ সপ্তাহে ভালো ছবির খুবই দৈন্য। এক পার্লের 'বিস্মৃত মেয়েদের দেশ' (Isle of Forgotten Women) ছাড়া কোনো জায়গার কোনো চলচ্চিত্রই উঁচুদরের নয়। এ্যাল্‌বিয়নের 'মেরি গো রাউণ্ড'ও ভালো ছবি, কিন্তু ও ছবিটি পুরানো, আগে অনেকবার কল্‌কাতায় দেখানো হোয়ে গেছে।

*

'রাজধানী' (Metropolis) খুব বিজ্ঞাপিত ও খুব জাঁকজমকের ছবি হোলেও, তাতে শ্রেষ্ঠ নাটকীয় উপাদান কিছু নেই। কলকারখানা আর মানুষের অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার তাতে আছে, রোম্যান্স কিছু নেই। নীতি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দেখানো চ'ল্‌তে পারে—এ রকম ছবি। পার্ল সিনেমার কর্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি। এ পর্য্যন্ত তাঁর চিত্র-গৃহের সাদা চাদরে কোনো নিকৃষ্ট চিত্রনাট্যের কলঙ্ক লাগেনি।

*

প্রায় দুবছর পরে শ্রীমতী মে মারে আবার চিত্রজগতে ফিরে আসছেন। এই দুবছরের মধ্যে কেবল ছমাস তিনি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কোরেছেন, আর বাকী দেড় বছর তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেশ ভ্রমণ কোরে বেড়িয়েছেন। তিনি নিজেই তাঁর ছবি তৈরীর সব ভার নেবেন।

*

শ্রীমতী মেরি পিক্‌ফোর্ডের বোন লটি পিক্‌ফোর্ডের সঙ্গে লটির স্বামী শ্রীযুক্ত এ্যালান ফরেষ্টের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হোয়েছে শোনা গেল। প্যারিসের আদালতে গোপনে এই ঘটনা ঘটেছে। চিত্রজগতে বিয়ে রদ্ হওয়ার ব্যাপারটা বড়োই বেশী হোয়ে দাঁড়াচ্ছে।

*

প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা জেনি টানি একটিমাত্র চিত্রনাট্যে অভিনয় কোরেছেন—তার নাম 'মারমুখো নাবিক' (The Fighting Marine)।

*

মনস্তত্ত্বঘটিত একখানি নোতুন জার্ম্মাণ ছবির নাম "অন্তরের রহস্য" (Secrets of the Soul) এতে নায়িকা ও নায়কের অংশে যথাক্রমে শ্রীমতী রুথ ওয়েহার ও ওয়ার্ণার ক্রস্ অভিনয় কোরেছেন।

*

শ্রীযুক্ত চালি চ্যাপলিন প্রকাশ কোরেছেন যে তাঁর পরের ছবির নাম হবে 'শহরের আলো' (City Lights)।

*

'নাচঘর' (Palais de Danse) আর একখানি নোতুন বিলাতী ছবির নাম। এতে শ্রীমতী মেবেল পুল্‌টন্ ও হিল্‌ডা মুর এবং শ্রীযুক্ত রবার্ট আর্ডিন অভিনয় কোরেছেন।

—গি—

হিন্দুসঙ্গীতের উৎপত্তি

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুদের মতে বেদ অপৌরুষেয়। সত্ত রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণের মত বেদও সাক্ষাৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া; কাজেই জিনিষটা আজকের নয়, স্মরণাতীত যুগের। এবং আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রটী গন্ধর্ব্ববেদ নামে সামবেদের সঙ্গে জুড়ে রয়েছেন। তারপর শাস্ত্রে বলে, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্র দ্বারা অভ্যর্থিত হ'য়ে চতুর্ব্বেদের সার সঙ্কলন ক'রে নাট্যবেদ রচনা করেন। নাট্যশাস্ত্রের কথা শিব ব্রহ্মার কাছে বলেন; ব্রহ্মা সেটি ভরতমুনিকে জানান। আজ তা' 'ভরত-নাট্য-শাস্ত্র' নামে পৃথিবীতে প্রচার পেয়েছে। মুনিরা নাট্য বেদের নাম রাখেন "পঞ্চম বেদ"। শাস্ত্রে গীত, বাদ্য ও নৃত্য—এই তৌর্য্য ত্রিকের কথাই বলা আছে। ভারতীয় সঙ্গীতকলার প্রাচীনত্বের এ একটা বড় প্রমাণ।

প্রাচীন ভারতে সঙ্গীত-বিদ্যা কতদূর উন্নতি সাধন করেছিল, তা' নীচেকার দু'চার কথা থেকেই বুঝতে পারা যাবে:—



কোন্ ক্যামেরা কিনিলে ভাল ফোটো তোলা যায় এ সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হয়ত আপনি জীবনের একটি আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

আপনার ফোটো, ফোটোগ্র্যাফির যাবতীয় সরঞ্জাম, অথবা ফোটগ্রাফি এবং সিনেম্যাটোগ্রাফি শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ।

ইহার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আমাদের নিকট আসিবেন। আমাদের আন্তরিকতা আপনার নতুন শিক্ষার পথকে সুগম করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিস

৭৪।১ হারিসন রোড, কালকাতা।

(১) যজুর্ব্বেদে 'চৈলুস' ব'লে একটি কথা পাওয়া যায়, যার অর্থ হচ্ছে সঙ্গীতবিৎ। বিভিন্ন জীবিকাবলম্বী লোকের তালিকা দেওয়ার সম্পর্কে এই কথাটার উল্লেখ আছে। এথেকে দেখা যাচ্ছে যে, তত প্রাচীন যুগেও সঙ্গীতকলাকে একটি দস্তুরমত জীবিকা উপার্জ্জনের পেশা হিসাবে চর্চ্চা করা হ'ত।

(২) কৌষিতকী ব্রাহ্মণে (২৯-৮) দেখতে পাই, নৃত্য, গীত ও বাদ্যকে কলাবিদ্যা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই তিনটি জিনিষই যে খুব উৎকর্ষলাভ করেছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(৩) পণ্ডিত-প্রবর উইলসন তাঁর "ভারতীয় নাটক" (Indian Drama) গ্রন্থে লিখেছেন, "প্রাচীন যুগে অভিনয়ে তিনটি ভাগ ছিল—নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত। নাট্যই হচ্ছে প্রকৃত অভিনয়—ভাবসমন্বিত অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে বাক্যের স্ফুরণ। আর তাল-মান-রসকে আশ্রয় ক'রে 'বিলাসে'র সঙ্গে যে অঙ্গবিক্ষেপ, তাকেই বলে 'নৃত্য'। এবং 'নৃত্ত' হচ্ছে মাত্র নাচ—তার মধ্যে কোন বিশেষ ভাব বা বর্ণনার সম্পর্ক নেই। সে-যুগে গানের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের তালে তালে পা ফেলে নাচের খুব প্রচলন ছিল। মহাভারতের আমলে কুমারীরা অগ্নিকুণ্ডের চারিদিক বেড়ে নৃত্য করতেন, শস্যোৎপাদনের জন্য বারিবর্ষণ প্রার্থনা ক'রে। বয়স্ক সধবাদের মধ্যেও নৃত্যের চলন দেখতে পাওয়া যায় (সাঙ্খ্যায়ন, গৃহ্যসূত্র; ১-২-৫)। শবের সৎকারের পর ভস্মগ্রহণের সময় বীণা-বেণু বাদনের সঙ্গে নর্ত্তকেরা নৃত্য করতেন।"

(৪) হাণ্টারের "ভারত সাম্রাজ্য" (Indian Empire) নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের ১৫২ পৃষ্ঠায় আছে, "ভারতীয় সঙ্গীতকলা যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করবে, এটা একপ্রকার অবধারিত কথা (গ্রীক সঙ্গীত প্রভৃতির উপর)। পাণিনির সময়েরও (৩৫০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ) বহুপূর্ব্বে সুসংবদ্ধ স্বরগ্রাম প্রস্তুত হয়েছিল এবং ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার ইত্যাদি সপ্তস্বরের আদ্যাক্ষর নিয়ে 'সা-ঋ-গ-ম' সাঙ্কেতিকের ব্যবহার চলেছিল। ব্রাহ্মণযুগের বহু পরে এই স্বরবিভাগ-কৌশল পারস্য ভেদ ক'রে আরবে গিয়ে পৌঁছেছিল। তারপর একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Guidode-Arezzo এ-জিনিষটাকে ইউরোপীয় সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। কা'রও কা'রও মতে পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের "Gamut" শব্দটী গ্রীকবর্ণমালার তৃতীয় অক্ষর gamma থেকে উৎপন্ন নয়, ওটা একান্তই ভারতীয় গাম (প্রাকৃতে, সংস্কৃতে গ্রাম) থেকে ধার করা (গাম আসলে প্রাচ্যসঙ্গীতের একটী পর্দা বিশেষ)। স্বরসপ্তককে পূর্ণস্বর ও অর্দ্ধস্বর ভেদে ভাগ ক'রেই ভারতীয় সঙ্গীতকারেরা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তাঁরা স্বরের তারতম্য হিসাবে আরও সূক্ষ্ম বিভাগ করেছেন। এবং পশ্চিমা কাণ সে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য ধরতে বা উপভোগ করতে পারবে না। হিন্দু-সঙ্গীতের সপ্তক পাশ্চাত্যধারায় শুদ্ধ ও কোমল-কড়ি ভেদে ১২টী পর্য্যায়ে বিভক্ত না হ'য়ে ২২টী শ্রুতিতে সম্পূর্ণ।.....

(৫) শ্রীযুক্তা এম্মা মুর স্কট বলেছেন, "খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে সন্ন্যাসী Guido Aritina ষষ্ঠস্বরা অসম্পূর্ণ gamut আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁর বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষের সঙ্গীত-শিল্পীরা তাঁদের পূর্ণাঙ্গ সুর-সপ্তকের চর্চ্চা শুরু ক'রে দিয়েছিলেন।" তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আরও বলেছেন, "আমাদের মিশনারী গির্জ্জাতে সাধারণতঃ ভজন ও গজল বেশীরভাগ গাওয়া হ'ত। কিন্তু তাকে অনুসরণ ক'রে বাজানোতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হ'ত, তাই বহু গানের সময় অর্গ্যাণ একদম বন্ধই থাকত।" অথচ ভজন বা গজল ধরণের গান হিন্দু-সঙ্গীত-শাস্ত্র হিসাবে কত নিম্নশ্রেণীর!

এই সব বিভিন্ন বচন জোর-গলায় প্রমাণিত করছে, হিন্দু-সঙ্গীত অতি প্রাচীন এবং তা' ভারতবাসীদের একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি, কারুর কাছ থেকে ধার করা নয়। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন, "ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর এক শ্রেণীর মধ্যে আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইন্দো-গ্রীক শাসনের ফলে ভারতবর্ষের উপর যে গ্রীসিয় Hellenizing প্রভাব পড়েছিল, তাকে একটু অতিরঞ্জিত ক'রে ব্যক্ত করার দিকে একটা সাধারণ ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায়।.....কিন্তু আসলে আলেক্‌জাণ্ডার, অ্যাণ্টিওকাস, ডেমেট্রিয়াস, এভারক্রাটাইড্‌স বা মেনাণ্ডার প্রভৃতির আক্রমণ ভারতবর্ষের সমাজ-সংহতির উপর বিশেষ কোন রেখাপাত ক'রে যেতে পারে নি।" তাই ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে বাইরের কোন জাতির প্রভাব পড়েছে মনে করা বিষম বুদ্ধি-হীনতার পরিচায়ক ছাড়া কিছুই নয়।

সম্প্রতি Y. M. C. A.র সমগ্র-ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত পপ্‌লে "ভারতীয় সঙ্গীত" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়েছেন। একজন সমালোচক এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি পুরাতন গ্রীক সঙ্গীত থেকে প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছে, এই কথাই নাকি বলতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, সমালোচক মহাশয় শ্রীযুক্ত পপ্‌লের কথাটা ঠিক ধরতে পারেন নি। পপ্‌লে বলতে চেয়েছেন, ভারতীয় ও গ্রীক সঙ্গীতের মধ্যে কয়েক জায়গায় যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, তার কারণ গ্রীকদের ভারতে আগমন। তাঁর মত যে, ভারতে অবস্থান কালে হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গীত বিষয়ে তাঁদের কিছু-না-কিছু আদান-প্রদান হয়েছিল। অবশ্য এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, গ্রীকদের সঙ্গে হিন্দুদের এ-বিষয়ে 'আদান' হয়ত' কিছু হয়েছিল, কিন্তু 'প্রদান' হয়েছিল কি না, তা' নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না।*

* ইংরেজী প্রবন্ধ অবলম্বনে।

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার-খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

ডাকঘর

—:০:—

এ অভিযোগ কি সত্য ?

মহাশয়,

সাধারণের জ্ঞাতার্থে নিম্নলিখিত ঘটনাটী আপনার প্রসিদ্ধ পত্রিকাতে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইলাম।

গত ৩০শে জুন শনিবার বরিশাল জিলার অন্তর্গত গাভা নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জিলার A. S. D. (Assistant Superintendent of Police) স্ত্রী ও অপর ৯ জন আত্মীয়কে সঙ্গে করিয়া ষ্টার থিয়েটারে 'চিরকুমার সভা'ও 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। ভদ্রলোক Stall এর K. 21, 22, 23 ৩ খানা টিকিট কিনিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে স্ত্রী ও একজন আত্মীয়কে সঙ্গে করিয়া বসেন এবং অবশিষ্ট ৮ জন আত্মীয় Pitএ উপবেশন করেন।

ভালয় ভালয় 'চিরকুমার সভা' শেষ হইয়া গেল। রাত্রি ১২টা,—'চন্দ্রগুপ্ত' প্লের দ্বিতীয় অঙ্ক হইতেছে—এমন সময়ে জনৈক গার্ড-ইন্‌স্‌পেক্টর মদ্যপান করিয়া Auditoriumএ প্রবেশ করিল এবং উক্ত ভদ্রলোকের নিকট টিকিট চাহিল, কিন্তু সেই সময়ে ভদ্রলোকের সঙ্গী টিকিটের retained part নিয়া বাড়ীতে আহার করিতে গিয়াছিলেন। কাজেই ভদ্রলোক টিকিট দেখাইতে পারিলেন না কিন্তু তিনি বলিলেন, "আপনাদের যে গার্ড আমাদিগকে এইখানে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন আমরা টিকিট করিয়াছিলাম কি না ?" তারপর যে গার্ড (ভদ্রলোক নাম বলিতে স্বীকৃত হইল না) Seat দেখাইয়া দিয়াছিল তাহাকে ডাকা হইল এবং সে বলিল, "ইঁহাদের K rowতে তিন খানি টিকিট আছে—আমি নিজে বসাইয়া দিয়া গিয়াছি—ইঁহারা ঠিক স্থানেই আছেন।" কিন্তু মদ্যপায়ী গার্ড তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিল না। সে বলিল, "যদি টিকিট না দেখাইতে পারেন তবে আমি আপনাদের উঠাইয়া দিব।" ইহা শ্রবণ করিয়া ভদ্রলোক সস্ত্রীক বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর বুকিং অফিসের নিকট দাঁড়াইয়া উক্ত দুই গার্ড ভদ্রলোককে ইতর ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিল—এমন কি তাঁহাকে স্বস্ত্রীক পুলিশে দিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেও কসুর করিল না। ভদ্রলোক ক্ষুব্ধ, লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে কিয়ৎক্ষণ পরেই ভদ্রলোকের সেই সঙ্গীটী টিকিট ৩ খানি নিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং হারাণ বাবু প্রভৃতিকে দেখাইলেন।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষেরা বর্ব্বরদ্বয়ের কোন প্রকার কঠোর দণ্ডের বিধান করিলেন কি না ? যদি না করিয়া থাকেন তবে কর্ত্তৃপক্ষদের উচিত লোকের শিক্ষার জন্য তাহাদিগকে অবিলম্বে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা তাড়াইয়া দেওয়া। তাহা যদি না করেন তাহা হইলে 'ষ্টার থিয়েটার' ক্রমেই ভদ্রলোকের বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত হইবেন।

ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি ভদ্রলোকের উপর এতই সন্দেহ হইয়াছিল, তবে তাঁহারা টিকিটের অপর অর্দ্ধ পার্ট পরীক্ষা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন না কেন ? বিশেষ করিয়া যখন তাঁহাদেরই একজন গার্ড তাঁহারা টিকিট কিনিয়াছিলেন বলিয়া সাক্ষী দিয়াছিল তখন এই গর্দ্দভদ্বয় একজন ভদ্রলোককে ও একজন ভদ্রমহিলাকে এইরূপভাবে অপমানিত করিয়া উঠাইয়া দিয়াছিল কেন ? নারীর মান, সম্ভ্রম কি আজ থিয়েটারের auditoriumও এইরূপ ভাবে পদদলিত ও লাঞ্ছিত হইবে ? যেখানে ভদ্রমহিলার যাতায়ত সেখানে এই সব মদ্যপায়ী ব্যক্তির উপর auditoriumএর ম্যানেজমেণ্টের ভার থাকে কেন ?

বিনীত—

জনৈক প্রত্যক্ষ-দর্শক।

(সম্পাদকীয় মন্তব্য : —আমাদের বিশ্বাস, পত্রপ্রেরক ঢালের এক দিকই খালি দেখিয়েছেন। ভিতরে হয় তো গোলমালের অন্য কারণও থাকতে পারে। নইলে, ষ্টারের মতন বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত রঙ্গালয়ে দ্বাররক্ষক যে প্রমত্ত অবস্থায় পাহারা দিতে এবং সামান্য কারণে ভদ্রলোক ও মহিলাকে অপমান করতে সাহস করে, এটা এত সহজে বিশ্বাস করতে পারি না—পত্রপ্রেরকের সম্মান অক্ষত রেখেই এটা বলতে আমরা বাধ্য। আমরা এদিকে ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কারণ পত্রপ্রেরকের অভিযোগ গুরুতর এবং অবিলম্বেই জনসাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করা কর্ত্তব্য। নইলে ভবিষ্যতে ষ্টার থিয়েটারেরই ক্ষতির সম্ভাবনা।)

নূতন উপন্যাস ! নূতন উপন্যাস !

সদ্য প্রকাশিত হইল।

সুন্দর প্লট।

সুন্দর ছাপা। সুন্দর বাঁধা।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী — শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত — প্রণীত

প্রবাসী — বহুবচন

মূল্য দেড় টাকা। — মূল্য পাঁচসিকা।

প্রাপ্তিস্থান—

এন, এম্, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং

১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

দি ইণ্ডিয়ান নিটীং এণ্ড টেলারিং স্কুল

স্থাপিত ১৯২২ সাল

আধুনিক লণ্ডনের নিয়মে (বাংলা ও ইংরাজী ভাষায়) সকল প্রকার জামার ছাটকাট ও সেলাই এবং মোজা বোনা শিক্ষা দেওয়া হয় কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন বা চুক্তির হার সামান্য মাত্র। সাক্ষাতে বা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাওয়া যায়।— সেক্রেটারী মিঃ জে, এম, দে

ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এণ্ড কাটার, কমলালয়।

৩নং শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নমো নটনাথায়

শেষ সপ্তাহ ! শেষ সপ্তাহ !!

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শুক্রবার, ২৭শে জুলাই, ১১ই শ্রাবণ, রাত্রি ৭ টায়

১। **সীতা**

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। **শেষ-রক্ষা**

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

শনিবার ২৮শে জুলাই, ১২ই শ্রাবণ, রাত্রি ৭ টায়

১। **আলমগীর**

আলমগীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। **আবুহোসেন**

আবু—শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী
মস্থর—শ্রীব্রজবল্লভ পাল
রোশেনা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
দাই—শ্রীমতী চারুশীলা

রবিবার ২৯শে জুলাই, ১৩ই শ্রাবণ, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। **ষোড়শী**

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। **শেষ-রক্ষা**

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

শনিবার, ১২ই শ্রাবণ, রাত্রি ৭ টায়

১। শ্রীদাশরথী মুখোপাধ্যায় প্রণীত
সেই জগদ্বিখ্যাত মর্ম্মস্পর্শী পঞ্চাঙ্ক
ডিটেক্‌টিভ নাটক

কণ্ঠহার

২। **পারিসানা**

রবিবার ১৩ই শ্রাবণ, ম্যাটিনী ৫ টায়

১। নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

যাজ্ঞসেনী

২৩শ অভিনয় রজনী

২। **কিন্নরী**

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

এস, এন, ঘোষ—ম্যানেজার।

ইউ, কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোষ্টবক্স

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
১২শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৮ই শ্রাবণ
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী !"

*

আবৃত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতদের ধারণা যে খুব উচ্চ ছিল, উপরের বচনটি পড়লেই তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ আবৃত্তি,—বিশেষ ক'রে কবিতা-আবৃত্তির গৌরব যাইই হোক্, তার পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বেশ পরিষ্কার নয়।

*

এবং কথাটা অকারণে বলছি না। সামাজিক বা সাহিত্যিক সভা-সমিতিতে কবিতা-আবৃত্তির যে পদ্ধতি দেখি, তা অনেক সময়েই হাস্যকর। এমন-কি বড় বড় অভিনেতাও এক্ষেত্রে সাধারণ ছাত্রদের মতন ভুল ক'রে থাকেন।

*

অবশ্য এ ভুল জ্ঞানকৃত নয়। এই ভুলের দ্বারা প্রমাণিত হয়, আবৃত্তির ঠিক পদ্ধতিটি তাঁরা আজও আবিষ্কার করতে পারেন নি।



কাণের দুল

*

তাঁরা কবিতা আবৃত্তির সময়ে মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি করেন। মুখভঙ্গি আর অঙ্গভঙ্গি হচ্ছে অভিনয়ের ব্যাপার, কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে তা মোটেই খাপ্ খায় না। আবৃত্তির প্রধান এবং একমাত্র আলম্বন হচ্ছে, কণ্ঠস্বর।

*

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে, আবৃত্তির আসল গুপ্তকথা কি। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তিই সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। কবিতা আবৃত্তির সময়ে রবীন্দ্রনাথ মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি করেন না।

*

এ-সম্বন্ধে গর্ডন ক্রেগ বলছেন :—The poet's imagination finds voice in words, beautifully chosen; he then either recites or sings these words to us, and all is done. That poetry, sung or recited, is for our ears, and, through them, for our imagination. It will not help the matter if the poet shall add gesture to his recitation or to his song; in fact, it will spoil all.

*

সংক্ষেপে এর ভাবার্থ হচ্ছে :—"সুনির্ব্বাচিত বাক্যাবলীর মধ্যে কবির কল্পনা ভাষা খুঁজে পায়। তারপর তিনি হয় গান গেয়ে, নয় আবৃত্তি ক'রে সেই বাক্যাবলী আমাদের শোনান এবং তারপরে তাঁর আর কিছুই কর্ত্তব্য থাকেনা। গীত বা আবৃত্ত কবিতা হচ্ছে আমাদের কাণের জন্যে এবং কাণের ভিতর দিয়ে মরমে প'শেই তা আমাদের কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে দেয়। কিন্তু কবি যদি তাঁর কবিতা বা গানের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গির যোগসাধন করেন, তাহ'লে সমস্ত রসই নষ্ট হয়ে যাবে।"

*

কারণ গীতি-কবিতার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি যোগ করলে অসঙ্গতি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না।

*

কেউ কেউ মতপ্রকাশ করতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী" প্রভৃতির মধ্যে যে-সব নাটকীয় কবিতা আছে, আবৃত্তিকালে তাদের সঙ্গে অনায়াসেই অঙ্গভঙ্গি করা চলে। কিন্তু আমরা বলি, তা চলে না। এবং গর্ডন ক্রেগও তাই বলেন।

*

"Remember I speak of a dramatic poem, not of a

IMPERIAL

drama. The two things are separate things. A dramatic poem is to be read. A drama is not to be read, but to be seen upon the stage. Therefore gesture is a necessity to a drama, and it is useless to a dramatic poem. It is absurd to talk of these two things, gesture and poetry, as having anything to do with one another."

*

অর্থাৎ—"স্মরণ রেখ, আমি নাটকীয় কবিতার কথাই বলছি, নাটকের কথা নয়। ও-দুটি জিনিষই হচ্ছে আলাদা জিনিষ। নাটকীয় কবিতা হচ্ছে পাঠের জন্যে। নাটক কিন্তু পাঠের জন্যে নয়, রঙ্গমঞ্চের উপরে দর্শনের জন্যে। অতএব নাটকের জন্যেই অঙ্গভঙ্গির দরকার এবং নাটকীয় কবিতার পক্ষে তা অনাবশ্যক। অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে যে কবিতার কোন সম্পর্ক আছে, এ-কথা নিয়ে আলোচনা করাও অসঙ্গত।"

*

নাটকের সংস্কৃত নামও 'দৃশ্যকাব্য,'—কারণ তা চোখে দেখবার জন্যে। গীতিকবিতা বা নাটকীয় কবিতা সংস্কৃত 'শ্রব্যকাব্যে'র অন্তর্গত, কারণ তা কাণে শোনবার জন্যে। অঙ্গভঙ্গি হচ্ছে দ্রষ্টব্য। কাজেই যা শ্রোতব্য, তার মধ্যে অঙ্গভঙ্গির আবির্ভাব একান্ত অশোভন।

*

গান গাইতে ব'সে অনেক ওস্তাদ মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গির দ্বারা আমাদের চোখকে সতর্ক রেখে গান শুনতে বাধ্য করেন। এমন-কি অনেকের গানের চেয়ে হাতনাড়া ও মুখ-নাড়াই প্রধান হয়ে ওঠে। আবৃত্তি-সভাতেও এখন দেখি, ঐ ওস্তাদদের অনুকারীর অভাব নেই।

*

"ওরিএণ্টাল পিকচার কর্পোরেশনে"র চিত্রনাট্য "বিসর্জ্জন" (রবীন্দ্রনাথের) কেবল ভারতবর্ষেই জনপ্রিয় হয় নি। বোম্বাই সহরে তিন হপ্তা দেখাবার পর চিত্রনাট্যখানিকে বিলাতে পাঠানো হয়েছিল! খবরের কাগজে প্রকাশ, লণ্ডনের বাসিন্দারাও "বিসর্জ্জন"কে বিশেষ আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

*

"বিসর্জ্জনে"র সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কর্তৃপক্ষ এখন অনেক টাকার মূলধন নিয়ে একটি নূতন 'কোম্পানী' গঠনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অদূর-ভবিষ্যতে ভারতে এমন সব চিত্র তৈরি করা, যারা অনায়াসেই বিলাতী ছবির সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে। তাঁদের 'ষ্টুডিও' হবে একেবারে নবযুগের উপযোগী, তাতে উন্নততর সব রকম যন্ত্রাদিই থাকবে। এবং তাঁরা পাশ্চাত্য দেশ থেকে উপযোগী মাহিনা দিয়ে বিশেষজ্ঞদের আনিয়ে ভারতীয়দের চলচ্চিত্রের আর্ট শেখাবারও চেষ্টা করবেন।

*

আনা পাব্‌লোভা এবার চল্লিশ জন কৌশলী নর্ত্তক ও নর্ত্তকী নিয়ে কলকাতায় আসছেন। এত-বেশী নাচিয়ে নিয়ে এর আগে আর কেউ কলকাতায় আসেন নি। এই হচ্ছে তাঁর নাচ দেখবার শেষ সুযোগ। কারণ এর পরেই পাব্‌লোভা নৃত্যজগৎ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করবেন। ভারতের মধ্যে বোম্বাই ও কলকাতা সহর ছাড়া তিনি আর কোথাও নাচবেন না। এই দুই সহরে তাঁর দশ দিন ক'রে থাকবার কথা। তাঁর সঙ্গে যে 'অর্কেষ্ট্রা' আসছে, তাও নাকি যথেষ্ট উপভোগ্য হবে।

*

সংস্কৃতে 'নৃত্যে'র আর-একটি নাম—"দৃশ্যসঙ্গীত"। নাচকে সঙ্গীত বলা হয়েছে কেন, পাব্‌লোভার নৃত্য দেখলে তা আর বুঝতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু আমাদের থিয়েটারী নাচের ভিতরে এ সঙ্গীতকে দেখা যায় না, কারণ থিয়েটারের মহিমায় এদেশে নাচ হয়েছে নূপুরধ্বনিমাত্রসার, চক্ষু মুদলেও সে নাচ উপভোগ করতে কোনই কষ্ট হয় না।

*

এলেন টেরি নাকি ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে গিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে কেউ যেন শোকপ্রকাশ না করে! তিনি আসল কলাকুশলী, আজীবন পৃথিবীতে আনন্দই বিলিয়ে গিয়েছেন, সুতরাং এ প্রার্থনা তাঁরই উপযোগী হয়েছে বটে! অতি-প্রাচীন বয়সেও তিনি নবীনতাকে হারান নি। তাই তাঁর সম্বন্ধে বহুকাল আগেই অস্কার ওয়াইল্ড ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গিয়েছিলেন —"Ellen Terry will always be young. She has the art of putting the burden of her years upon her contemporaries in age." সত্য! আর্টিষ্টের বয়সও হয় না, মরণও হয় না। "কলান্তস্থায়িনো গুণাঃ!"

*

যাক্—এবারের ফাঁড়াও বুঝি উৎরে গেল! কারণ 'নাট্যমন্দিরে'র সঙ্গে বাড়ীওয়ালার সমস্ত গোলোযোগই নাকি মিটে গেছে। শিশিরকুমারকে দল নিয়ে এই বর্ষায় আর দেশবিদেশে বানের জলে ভাসতে হবে না! এ খবরে আমরা যে কত খুসি হয়েছি, তা আর প্রকাশ ক'রে কি বলব! এ 'শিশির' যে মহাসাগরের আধার, এ শিশির শুকোলে রসিকের ক্ষোভের অবধি থাকত না।

*

আপাততঃ কয়েক দিন সেখানে পুরাণো নাটকই চলবে। এই সময়ের ভিতরে প্রস্তুত হয়ে শিশিরকুমার আবার নূতন নাটক নিয়েই নাকি পাদপ্রদীপের সামনে এসে দেখা দেবেন। আমরা দিন গুণব!

*

কিন্তু নাট্যমন্দির কি-রকম নাটক নিয়ে কা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন? পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, না সামাজিক? রাখাল-ভায়ার "দেবী-চন্দ্রগুপ্ত?" কিংবা পুরাতনের নূতন অভিনয়? অথবা যোগেশচন্দ্রের নব সামাজিক নাটক? এ-সব প্রশ্নের উত্তর এখনো দিতে পারলুম না।

*

ষ্টার কালকে শরৎচন্দ্রের "রমা" খুলবেন। ষ্টারে "বিরাজ-বৌ" ব্যর্থ হয়েছিল—কারণ সেখানি নাটক হয় নি, হয়েছিল নাটকীয় উপন্যাস। "রমা" সম্বন্ধে আশার কথা এই যে, এর মধ্যে শরৎচন্দ্রের নিজের হাতের ছাপ আছে। এবং জ্যাঠাইমা সাজবেন শ্রীমতী তারাসুন্দরী। যদিও শ্রীমতী তারাসুন্দরীর 'তারকা' এখন আর ঊর্দ্ধগামিনী নয়, তবু তাঁর অভিনয় আজও দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধের মতন ক'রে তুলতে পারবে ব'লেই মনে করি। দানীবাবুর মতন অধঃপতন আজও তাঁর হয় নি।

*

মনোমোহনের নব-সম্প্রদায় যে কি-ভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন এবং তাঁদের 'মোডাস অপর‍্যাণ্ডি' যে কি, তা আমাদের জানা নেই। তাঁরা আজ শ্বেত-হস্তীর অধিকারী এবং কক্ষচ্যুত গ্রহের মত চক্রবর্ত্তী-মশাইও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে পড়েছেন। এবং গায়িকা শ্রীমতী সুবাসিনীও আজ তাঁদের লুণ খাচ্ছেন। কিন্তু এই তিনটি আত্মা নিয়ে তো রঙ্গালয় চলবে না, কাজেই মগের মুল্লুকে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দুরও কাছে বার বার তার-বার্ত্তা যাচ্ছে। কিন্তু নির্ম্মলেন্দু এলেও তাঁদের উজ্জুক শেষ হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। কারণ নাম-করা অভিনেত্রী কোথায়? শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীর মতন বিখ্যাত অভিনেত্রী এখনো অলস হয়ে ব'সে রয়েছেন, তাঁরা তাঁকে হস্তগত করছেন না কেন? রাধিকাবাবুর মতন অভিনেতাকেও এখনো তাঁরা দলে নিতে পারেন নি। এরই বা কারণ কি?

*

সেদিন এক আসরে আমরা রাধিকাবাবুর বাংলা ও ইংরেজী আবৃত্তি শুনলুম। বিশ্রামের ফলে তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সতেজ ও উন্নত হয়ে উঠেছে।

*

শ্রীযুক্ত ভূমেন রায় মিনার্ভায় যোগ দিলেন। এবং শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসুও যে ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরিয়ে পেলেই মিনার্ভায় আসবেন, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। অদূর-ভবিষ্যতে আরো কেউ-কেউ নাকি আসতে পারেন।

*

শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসু, শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি—মিনার্ভা অনেক গুলি শক্তিধর তরুণ অভিনেতার সাহায্য লাভ করবেন। এখন এঁদের সঙ্গে নূতন দলের আর একজন অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ ও প্রবীণ অভিনেতার মিলন ঘটাতে পারলেই মিনার্ভার আয়োজন যার-পর নাই লোভনীয় হয়ে উঠবে।

*

পরের সপ্তাহেই "সত্যের সন্ধান" পাওয়া যাবে। মহলা নাকি 'সজোরে' চলছে!

*

নাঃ! চন্দ্রশেখর দেখচি ক্রমেই 'কম্‌লি' হয়ে উঠলেন, আমি ছাড়তে চাইলেও তিনি আমাকে ছাড়বেন না! এ হপ্তায় রাম আবার উল্টো বুঝেছেন। কাজেই আবার শান্তির মন্ত্র ভুলতে হ'ল—অনিচ্ছাসত্ত্বেও। জ্বালাতন!

*

'Sublime' থেকে 'Ridiculous'এর ব্যবধান যে মাত্র একটি ধাপ, চন্দ্রশেখর এবারে তার জল্-জ্বলে প্রমাণ দিয়েছেন। গত-পূর্ব্ব হপ্তায় 'নাট্যজগতে' যে কলমের ছবি আঁকবার চেষ্টা হয়েছিল, বে-ওয়াকিফ চন্দ্রশেখরের হাতে প'ড়ে তা এমন vulgar হয়ে উঠেছে যে আমার মনে হচ্ছে, অন্ধের সামনে দীপ জ্বেলে আর বধিরের কাছে গান গেয়ে কি মহাপাতকই করেছি!

*

আঁকা হ'ল শব্দচিত্র, অথচ চন্দ্রশেখর তার মধ্যে বেহুদা যুক্তি খুঁজে বলছেন "অপ্রতিহত কল্পনার উৎক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাসকে আমরা যুক্তি ব'লে ভুল করেছিলুম" ইত্যাদি। আসলে যেখানে যুক্তি আছে সেখানে তিনি চক্ষু মুদে, অ-স্থানে যদি যুক্তি খুঁজতে যান, তাহ'লে আমি আপত্তি করব না বটে, কিন্তু লোকে যে তাঁর পিছনে হাততালি দেবে! এবং যুক্তির খোঁজেই বা তাঁর দরকার কি,—যুক্তি যে তাঁর ভাদ্দর-বৌ!

*

চন্দ্রশেখর কথায় কথায় নিজের ভদ্রতার গর্ব্ব করেন এবং আমার 'অভদ্রতা' দেখে তাঁর অতি-ভদ্র মাথাও নাকি মাঝে মাঝে লজ্জায় নুয়ে পড়ে! কিন্তু বৈড়াল-ব্রতিকের আসল রূপ বেশীদিন ঢাকা থাকে না। চন্দ্রশেখরের অপূর্ব্ব ভদ্রতার এক টুক্‌রো নমুনা নিন। "গভীর সরোবর ব'লে বেচারী (আমি) যাকে ভুল করেছিল" প্রভৃতি। আমার সম্বন্ধে 'করেছিলেন' লিখতে তাঁর যখন বাধে নি, তখন অদূর-ভবিষ্যতে তিনি আমাকে 'তুই-তোকারি' করলেও বিস্মিত হব না। "ন কাষায়ৈর্ভবেৎ যতিঃ"! "It is not the hood that makes a monk!" এবং জামা-কাপড় যে মানুষকে ভদ্রও করতে পারে না, তাও আমি মানি। অতএব এই ভদ্র-ব্যবহারটাও চন্দ্রশেখরোচিত হয়েছে ব'লেই আপাততঃ মনকে প্রবোধ দিতে পারি।

*

"আত্মশক্তি"তে "বিশ্বমঙ্গলে"র অভিনয় নাকি এখনো চলবে—কারণ চন্দ্রশেখর তাঁর দলে নাকি নূতন লোক সংগ্রহ করেছেন। তাঁর এবং এই নূতন লোকটির "দীর্ঘ আলোচনা"র মর্ম্ম জানবার জন্যে আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই, কারণ "যস্য দেবস্য যদ্রূপং তথা ভূষণবাহনম্"। এই নূতন মোল্লার দৌড়ও যে মসজিদ পর্য্যন্তই হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।

*

হপ্তার পর হপ্তা ধ'রে "আত্মশক্তি"তে নাটনিবন্ধ লিখে যে-চন্দ্রশেখর "অমরত্ব" অর্জ্জন করেছেন এবং যাঁকে সকলে 'নাট্যশাস্ত্রবিশারদ' উপাধি দিয়েছেন, সেক্সপিয়ার সম্বন্ধে তিনি কি-রকম বিশেষজ্ঞ অতঃপর তার পরিচয় গ্রহণ করুন। গত সপ্তাহে তিনি লিখেছেন:—"মাত্র আট বছর বয়সে এলেন পাদপ্রদীপের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন—চার্লস কীনের অধীনে "A Winter's Tale" নাটকের অভিনয়ে। ছোট্ট একটি ভূমিকায় একাদিক্রমে একশো দু'রাত্রি এলেন এই নাটকে অভিনয় করেন। সেক্সপিয়ারের নাটকে তিনি প্রথম ভূমিকা পান এই সময়েই "A Midsummer Night's Dreamএর অভিনয়ে।"

*

স্কুল-কলেজের বালকরাও জানে যে, 'উইণ্টার্স টেল' হচ্ছে সেক্সপিয়ারের একখানি বিশ্ববিখ্যাত নাটক। তাই যদি হয়, তবে 'উইণ্টার্স টেলে' প্রথম অভিনয় করবার পরেও "এ মিডসামার নাইট্‌স্ ড্রিমে"র ভূমিকাই সেক্সপিয়ারের নাটকে এলেন টেরির প্রথম ভূমিকা হয় কেমন ক'রে? "আত্মশক্তি"র বালক-সমালোচক কি 'ক্যাটালগে'ও সেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর নাম পড়েন নি? না, একেলে ছোক্‌রা-লিখিয়েরা সেকেলে সেক্সপিয়ারের গ্রন্থাবলী না প'ড়েও তাঁর নাটক সম্বন্ধে অনায়াসেই ফতোয়া দিতে পারেন? পূর্ব্ব 'পারা'য় উদ্ধৃত অংশের জন্যে ছাপাখানার 'ডেভিল'কেও দায়ী করবার উপায় নেই, কারণ ও-রকম ছাপার ভুল হয় না। আর 'এ উইণ্টার্স টেল', না, 'দি উইণ্টার্স টেল'? অবশ্য, ও-নাটকখানি যিনি

আপনার অথবা আমার মনোমত স্থানে যদি নিজের ও আত্মীয়দের সুন্দর ফোটো তুলতে চান তবে বড়বাজার ফোন নং ২১৫৭এ কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের নিকট কিম্বা ২৭ নং পটলডাঙ্গায় অনুসন্ধান করুন।

খেয়ালের খেসারৎ
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত
মূল্য এক টাকা চার আনা
প্রাপ্তিস্থান
এন, এম, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং
১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ইলেক্‌ট্রো-আয়ুর্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭টি ঔষধ
পকেট কেসসহ—মূল্য পুস্তকসহ ৪।০
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়
বিনামূল্যের চিকিৎসা-প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন
ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

চর্ম্ম-চক্ষে দেখবার সুযোগই পান নি, তাঁর পক্ষে এমন গলদ বোঝার উপরে শাকের আঁটি মাত্র! এবং আমি এ-সব ব্যাপার চন্দ্রশেখরের দেয়ালা ব'লেই উড়িয়ে দিতে রাজি ছিলুম, কিন্তু তিনি যখন আমার শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না, তখন তাঁকে আমার পুরাতন, বিশুষ্ক ও শাণিত 'ফাউণ্টেন পেনে'র খোঁচা সহ্য করতে হবে বৈকি!

*

যিনি 'উইণ্টার্স টেল' কার লেখা জানেনা না, তিনিই আবার হামাগুড়ি-দেওয়া ভাষায় 'ড্রামা' ও 'মেলো-ড্রামা' প্রভৃতি নিয়ে তর্ক করতে আসেন! "ভগবতি বসুধে কথং বহসি"?

*

হেরে-যাওয়া মামলা নিয়ে আর বাজার গুলজার না ক'রে চন্দ্রশেখর আপাততঃ নীরবে শক্তি-সংগ্রহ করলেই খুসি হব। নইলে শেষে নাতোয়ানের ছুনো মালগুজারি হ'তে পারে।... ... ... আর এই ঢালখাঁড়াহীন নিধিরাম সর্দ্দারের লড়াইয়ের সখ এখনো যদি থাকে, তবে সে সখও মেটাতে আমি নারাজ নই। 'গোলা খা ডালা' বললে আমি যে ভয় পাব না, তিনি কি এটা এখনো বুঝতে পারেন নি?

*

এই একঘেয়ে আলোচনা পাঠকদের নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না। তাঁদের কাছে মার্জ্জনা চেয়ে ভল্‌তেয়ারের (Voltaire) ভাষায় বলতে পারি, "Our errors not proceeding from malice, but being the natural consequence of human weakness, we hope we shall be pardoned for them both in this world and the next!"

গানের মালা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

(সুপ্রসিদ্ধ অন্ধগায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দের অনুরোধে রচিত)

১

চোখের জলে মন ভিজিয়ে যায় চ'লে ঐ কোন্ উদাসী!
বুকে কেন নীরব বীণা, মুখে কেন নেইকো হাসি?
আকাশে চাঁদ-তারার মালা, বনের পথে রঙের ডালা,
তবু কেন আঁখিতে ওর উথ্‌লে ওঠে অশ্রুরাশি?
ফুলেল হাওয়া বাজিয়ে বেণু, ঝরিয়ে চলে ফুলের রেণু!
বিদেশীকে আন্‌না ডেকে, সাধ হয়েচে—ভালোবাসি!

নয়নে নয়ন দিয়ে সারাদিন ব'সে থাকি,
তবু শোনা হোলোনা গো, কত কথা বলে আঁখি!
কত আশা, ভালোবাসা, কত জীবনের ভাষা,
দুটি চোখে ফুটে ওঠে, প্রাণে তাই লিখে রাখি।

৩

বাজ্‌ল আমার শ্যামের বাঁশী
বল্ সখি বল্ কোন্ বিজনে,
উছ্‌লে ওঠে সুর-যমুনা
প্রাণের কূলে তাই গোপনে!
ছড়িয়ে কাণে গানের মধু,
ডাক্ দিয়েচে শ্যামল বঁধু,
নয়ন-পাখী যায় উড়ে যায়
কদম-ফোটা কুঞ্জবনে।

৪

নয়ন য'দিন রইবে বেঁচে,
তোমার পানেই চাইব গো!
কইতে কথা পারব য'দিন,
তোমারি গান গাইব গো!
মনের আমার নেই ঠিকানা, খুঁজ্‌চে বিফল স্বপ্নকে,
জীবন গেল, পায়না তবু রূপ-সায়রের রত্নকে,
আর কতদিন ঘর-পালানো
মনের পিছে ধাইব গো!
সাম্‌নে এস, সাম্‌নে এস অন্ধকারের চন্দ্রিকা!
পিয়াস-ভরা প্রাণ-প্রদীপে জ্বালাও তোমার রূপশিখা,
সেই আলোকের ঝর্ণা-ধারায়
একলা আমি নাইব গো!

৫

অমন ক'রে পালাও কেন, সখি তুমি ঠিক আলেয়া!
একলা ঘরে কাট্‌চে রাতি, ঝর্‌চে আকাশ—ডাক্‌চে দেয়া!
তোমার দুটি আঁখির তলে মোর মরমের চিতা জ্বলে,
বাদল-নটের নূপুর খোঁজে ফুট্‌চে কোথায় কদম-কেয়া!
ময়ূর কাঁদে নদীর ধারে, বুকের আশা চায় তোমারে—
মোর পিয়ালার রসসায়রে আজ্‌কে শুধু প্রেমের খেয়া!

এবার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার—
গরদের ছাপা শাড়ী ও মারাঠী শাড়ী

২৲ টাকা মাত্র বায়না লইয়া অর্ডার বুক করা হইতেছে। পূজার ৩ সপ্তাহ আগে ডেলিভারী পাইবেন। ১৫ই ভাদ্র পর্য্যন্ত অর্ডার বুক করা হইবে। কাল বিলম্ব না করিয়া আমাদের

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

অসংখ্য প্রকার সুন্দর সুন্দর ডিজাইন ও রংএর নমুনা দেখিয়া অর্ডার বুক করাইয়া লউন। ভিঃ পিঃতে মাল পাঠান হইবে। বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র ব্যবহার করুন।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

চিত্রনাট্যের রূপকথা

—:০:—

'শয়তানের সার্কাস' (The Devil's Circus) ছাড়া ইংরেজ-পাড়ার সব ছবিই আমরা দেখেছি। তার মধ্যে পিক্‌চার প্যালেসের 'মানুষ যখন ভালোবাসে' (When a man loves) নামক ছবিটি সব চেয়ে ভালো—শ্রীযুক্ত জন্ ব্যারিমোর ও শ্রীমতী ডোলোরেস কষ্টেলো এই চিত্রনাট্যের নায়ক ও নায়িকা।

•

পার্লের 'ত্রয়োদশ জুরর' (The 13th Juror) ছবিটিও উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ফ্র্যান্সিস্ বুশম্যান এতে ব্যবহারাজীবের ভূমিকায় সুচারু অভিনয় কোরেছেন। এর আখ্যানভাগও কৌশলে ও কৌতূহলপূর্ণ কোরে গ্রথিত হোয়েছে। শ্রীমতী এ্যানা কোয়েরেন্‌শিয়া নীল্‌সন এতে নায়িকার অংশ নিয়েছেন।

•

গ্লোবের "বগিগাড়ী চড়ানোর জন্যে ধন্যবাদ" (Thanks for the buggy-ride) লঘু হাস্যচটুল চিত্রনাট্যের উদাহরণ। নায়কের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত গ্লেন ট্রায়ন ও নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী লরা লা প্লান্ট হাস্যরসের অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

•

চুম্বনের দৃশ্য আছে এমন কোনো ছবি, সতেরো বছরের কম বয়সের কেউ দেখতে পারবে না বোলে হুকুমজারি কোরে ওয়ার্‌সর (Warsaw) কর্তৃপক্ষরা সেখানকার সকলকে বিস্মিত কোরেছেন। এই আজ্ঞা যাঁরা পালন কোরবেন না, সেই চিত্রসঙ্ঘের অধিকারীদের বায়োস্কোপ বন্ধ কোরে দেওয়া হবে।

•

শ্রীযুক্ত চার্লি চ্যাপলিনের একত্রিশটি পুরোণো ছোটো ছবিকে অদল বদল কোরে এক সঙ্গে গেঁথে 'সিরিয়ালে' পরিণত করা হোচ্ছে। এর নোতুন নামকরণ হবে 'প্যাট্রিকের বিপদ' (Perils of Patrick)

•

যথাক্রমে শ্রীযুক্ত ডেনিসান ক্লিফট্ ও এ্যালফ্রেড হিক্‌ককের নেতৃত্বে শ্রীমতী বেটি ব্যাল্‌কার 'স্বর্গ' (Paradise) ও 'শ্যাম্পেন' (Champagne) নামক দুটি নোতুন ছবিতে অভিনয় কোর্‌বেন। 'স্বর্গে' শ্রীমতীর প্রণয়ী হবেন শ্রীযুক্ত জোসেফ ষ্ট্রাইকার।

•

'নিঃসঙ্গ মেয়েরা' (Lonesome Ladies) আর একটি নোতুন ছবির নাম। এতে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হোয়েছেন যথাক্রমে শ্রীমতী অ্যানা 'কিউ' নীলসন ও শ্রীযুক্ত লিউইস্ ষ্টোন্।

•

চিত্রাভিনেতাদের মধ্যে খুব লম্বা হোলেন তিন জন—রডলা রকে, আর্লেষ্ট টরেন্স ও মন্টি ব্লু। তাঁদের সকলেরই দৈর্ঘ্য ছ ফুট তিন ইঞ্চি।

•

আগামী অক্টোবর মাসে জ্যাকি কুগানের বয়েস হবে চৌদ্দ বছর।

—গি—

চিকিৎসা-সঙ্কট

রামমোহন লাইব্রেরীর হলে সেদিন সন্ধ্যায় উৎকেন্দ্র-সমিতির বার্ষিক-উৎসব উপলক্ষে ছোট একটি প্রমোদ-নাট্যের অভিনয় হয়েছিল। সমিতির সভ্যগণের উদ্যোগেই অভিনয়—কাজেই, গোপন করবো না, মনটা ঈষৎ সংশয়াচ্ছন্নই ছিল। কারণ কয়েকটি সমিতির বার্ষিক-উৎসবে এমনি অভিনয় আয়োজন এখন প্রায় নিত্যকার ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অভিনয়ের ভঙ্গীতে কিন্তু কোথাও তেমন তৃপ্তি মেলে না—সেই পেশাদারী থিয়েটারের সাজ-পোষাক অভিনয়-ভঙ্গী প্রভৃতি হুবহু নকল করার দারুণ কশরৎ মনকে অত্যন্ত পীড়িত করে তোলে। সাধারণ রঙ্গপীঠের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মুদ্রাদোষটুকুই তাতে প্রবল হয়ে দেখা দেয় এবং সৌখীন অভিনেতাদের ব্যক্তিত্ব সে মুদ্রাদোষের চাপে যেন আর্ত্তনাদ করতে থাকে!

তবু অভিনয় দেখার সাধ যে মনে এক্ষেত্রে জেগেছিল, তার একটি কারণ, এই সমিতি একটি সুমধুর গল্পকে নাট্যাকারে গ্রথিত করে অভিনয় করেন শুনে। আমাদের দুর্ব্বলতার এক জীবন্ত ছবি গল্পটিতে এমন হাস্যোজ্জ্বল-রূপে পরিস্ফুট হয়েছে যে ঐ গল্পটির নাট্য-রূপান্তর দেখার লোভ মনে দুর্নিবার হয়ে জেগেছিল। অভিনয় দেখে পরিতৃপ্তিই লাভ করেছি। প্রথম যখন যবনিকা উঠলো, তখন দেখি, আঁকা পটের ব্যবস্থা করে কর্তৃপক্ষ চোখের শান্তির কোনো চেষ্টা করেন-নি—মন তৃপ্তিতে ভরে উঠলো। তারপর



কোন্ ক্যামেরা কিনিলে ভাল ফোটো তোলা যায় এ সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হয়ত আপনি জীবনের একটি আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

আপনার ফোটো, ফোটোগ্র্যাফির যাবতীয় সরঞ্জাম, অথবা ফোটগ্রাফি এবং সিনেম্যাটোগ্রাফি শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ।

ইহার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আমাদের নিকট আসিবেন। আমাদের আন্তরিকতা আপনার নতুন শিক্ষার পথকে সুগম করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিস

৭৪।১ হ্যারিসন রোড, কালকাতা।

অভিনয়-নান্দী পরম উপভোগ্য। ধনাঢ্য যুবা নন্দলাল চোট খেয়ে তত কাতর হননি কিন্তু তাঁর সন্দেহের অন্ত রইলো না যখন চারিদিক থেকে লোকজন সেই চোটের চরম পরিণতির বিবৃতি করতে লাগলেন বিবিধভাবে এবং সেই চরম পরিণতি থেকে রক্ষা পাবার জন্ত নন্দদুলালের প্রথমেই এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার, তারপর যথাক্রমে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম এবং সর্ব্বশেষে লেডি-ডাক্তার বিপুলা মল্লিকের দ্বারে অবধি ছুটোছুটি এবং রোগের রোমাঞ্চকর diagnosis ও prognosis শুনে তার হৃৎকম্প বেড়ে উঠতে লাগলো। তার কাতর করুণ মুখচ্ছবি অভিনেতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু আশ্চর্য্য নিপুণতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তার হতাশা, তার নিরুপায় তা অভিনেতার কাতর ব্যথিত দৃষ্টি এবং অত্যন্ত শান্ত মৃদু দীন ভঙ্গীতে চমৎকার অভিব্যক্ত হয়েছিল। সে-অভিব্যক্তি আমাদের মুখে প্রচুর হাস্ত এবং বুকে প্রচণ্ড সমবেদনা জাগিয়ে তুলেছিল। নন্দদুলালের অভিসন্ধি-তৎপর বিচিত্র বন্ধুদলটি ভারী জীবন্ত হয়েছিল। ডাক্তার দুটী একেবারে যেন ফোটোগ্রাফ! 'কবিরাজ' মশায়টি একেবারে আস্ত গোটা কবিরাজ—নিখুঁত ছবি। তাঁর কথাবার্ত্তা ও আস্ফালন, তাঁর ভাবভঙ্গী, আর দুনিয়ার প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য-ভাব, মায় তাঁর হাঁটুর উপর কাপড় তুলে বসে ধূমপান একেবারে কবিরাজী পেটেণ্ট-মারা। নিমেষের জন্তও অভিনয় দেখছি বলে আমাদের মনে হয়নি। তারপর হাকিম—এ এক আনকোরা নতুন জীব—একটী চীজ্! হাকিমের সেই হাসি, আর দাড়ি কুলোনো—এ বুঝি মন থেকে কখনো মুছে যাবার নয়! তাঁর সভাসদ্‌গণও তাঁরই যোগ্য—ইনি বলেন, আমায় ছাখো, উনি বলেন, আমায় ছাখো! ওস্তাদজীর গান চমৎকার; তার চেয়েও চমৎকার তাঁর চলন, বলন, ধরণ, ধারণ! ইনি পাকা অভিনেতা বটে! তাছাড়া গলা খাসা। চারশ তিনিই সেজেছিলেন; গানে সকলকে মাতোয়ারা-মশগুল করে দিয়েছেন! আর সাবাস্ মিষ্টার দ্বিজেন্দ্র গাঙ্গুলি! লেডি ডাক্তারের বেশ তাঁকে চমৎকার মানিয়েছিল। দীর্ঘ দেহ 'বিপুলা' নামের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছিল। তবে কণ্ঠস্বর! সেজন্ত তাঁকে দায়ী করা চলে না! তাঁর গম্ভীর ভাবটুকুই যা খুঁৎ। ডাক্তার তফাদার—পয়সাখোর ডাক্তারের ভাবভঙ্গী বেশ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। রোগীর সুখ-দুঃখের পানে তাকান্ না, অথচ বেমালুম নির্লিপ্তভাবে রোগীর পয়সা গ্রহণ করেন—এই ভাবটুকু তাঁর অভিনয়ে জীবন্ত হয়েছিল। আর একজনের কথা ভুলে যাচ্ছিলুম, তাঁর গৃহে সেই মাড়োয়ারী রোগীটি! রোগের ব্যবস্থা তার চাই অথচ ঘীউ, রোটী, রহর দাউল এ-সব খাওয়া বাদ গেলে চলবে না এবং ডাক্তারও তার সে সমস্ত আবদারে সমানে সায় দিচ্ছেন,—এ hintটুকুও চমৎকার! মাড়োয়ারী রোগীটি ভারী মজাদার।

অর্থাৎ অভিনয় এক-কথায় খুব উপভোগ্য হয়েছিল। একটু ত্রুটি ঠেকেছে বইখানি কিছু দীর্ঘ হওয়ার দরুণ। ঘটনায় খুব বৈচিত্র্য না থাকার দরুণ এ দৈর্ঘ্য একঘেয়ে হয়ে ওঠে। সেইজন্ত গানের ব্যবস্থা করা হয়েছে একটু বেশী-মাত্রায়। গায়কের গুণে গান কোথাও অভিনয়ের পর্য্যায়কে আঘাত করেনি—এ বড় অল্প তারিফের বস্তু নয়! যাই হোক্, আমরা 'উৎকেন্দ্র' সমিতির এ প্রচেষ্টাকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করছি।

জুলাই, ১৯২৮। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আর্টে বৈদেশিকতা

—:০:—

শ্রীভারতকুমার বসু

"অল্প ব্যয়ের উপর দিয়ে সেক্সপীয়ারের বই অভিনয় করবার জন্তে চাই একটী সাধারণ রঙ্গালয়!...হ্যাঁ, সেখানে আমরা সেক্সপীয়ারের অশুদ্ধি বই দেখতে চাই!"

*

কলাপাণির ওপারে রঙ্গালয়-রসিকদের মনের প্রবল ইচ্ছাটী হচ্ছে এই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেক্সপীয়ার নাকি ইংরেজ হ'য়েই আগে মুস্কিল ক'রে দিয়েছিলেন, কারণ সে সময়ে তাঁর দেশবাসীরা এমন একটা হীন রুচির বশীভূত হ'য়ে প'ড়েছিলেন, যার দ্বারা প্রণোদিত হ'য়ে তাঁরা বাইরের দেশ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লেখা নিজের দেশে এনে বোঝাই ক'রতে এতটুকু বিলম্ব করতেন না!

*

এই দুর্ব্বল সংস্কারের দ্বারা সঙ্গীত-জগতেও বিশেষ ক্ষতি হয়, এবং তা নিজের দেশের গায়ককে যার-পর-নাই মনোকষ্ট দেয়!...

*

অপেরা-অভিনয়ের উন্নতি করবার জন্ত অনেক য়ুরোপীয় নট-নটী তাঁদের নিজেদের নাম বদলেছেন—স্কোয়ালিনিতে ও রবিন্‌সনিতে! দুটী যুগল প্রতিভা—হোল্‌ষ্ট্ ও এল্‌গার, অত নাম কিনতে পেরেছেন কারণ, তাঁদের প্রচারিত নাম হচ্ছে বিদেশী! অনেক সঙ্গীত-রসিক ব্যক্তি মনে করেন নাকি যে, নাম বদলালে তাঁরা শেষটায় সত্যি-সত্যিই বিদেশী ব'নে যাবেন!

*

বিখ্যাত নর্ত্তকী মিস্ বার্টের অত নাম কেন? কারণ, তিনি প্রকাশ্যে একটা রুশীয় নামে পরিচিত!—লোকেরা তাঁকে প্রোগ্রামে পায়—বটুশোভা রূপে!...

*

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার-খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

কিন্তু, চিঠি-পত্রের ব্যাপার হচ্ছে সকলের চেয়ে বিশ্রী! য়ুরোপের যে-কোন একটা দেশ ঠিক তার সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত ভাষার সম্বন্ধ রাখে। ফরাসীরা এ দিক দিয়ে দৃষ্টান্তস্থল! প্যারিস থেকে ৬০ মাইল দূরেরও কোন স্থান থেকে কোন চিঠি সেখানে এলে, তা ধীরভাবে বাতিল করা হয়। এবং বায়রণের জন্মস্থান হ'তে কন্সন ডয়েলের জন্মস্থান পর্য্যন্ত একটী অক্ষরও কারুর দৃষ্টিভূত হয় না!···

*

কিন্তু গ্রেটব্রিটেনের ব্যাপার ও-রকম নয়। "ব্যধিগ্রস্ত নম্রতার" দ্বারা প্রণোদিত হয়ে সেখানকার লোকেরা রীতিমত অধ্যবসায়ের সঙ্গেই তাঁদের সাহিত্য-ভাণ্ডার বিদেশী উৎকৃষ্ট সম্পদের দ্বারা ভরিয়ে তোলেন। প্রায় ১০০ বছর পূর্ব্বেকার প্রথা অনুযায়ী একজন সুধী ইংরেজকে অন্ততঃ যে-কোন একটা "বিশ্ব-প্রতিভার" নাম জানতে হবে, এবং তাঁর লেখাও পড়বার জন্যে চেষ্টা ক'রতে হবে! অবশ্য এজন্যে তাঁর মৌলিক বই না প'ড়লেও চলে! কারণ, ভিন্ন ভাষায় তার সুন্দর অনুবাদেই কাজ হবে!···

*

Coleridge ও তাঁর পর Carlyle জার্ম্মাণ-ভাষার একটা দিক্ খুলে দিয়ে যান। ম্যাথু আরনল্ড্ তা ফরাসীতে রূপান্তরিত করেন। তাঁর পরই অভ্যুত্থান হয় রুস্-ঔপন্যাসকগণের!···

*

কিন্তু সকলের চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, এক যুগের বিশ্ব-প্রতিভা পরিবর্ত্তী যুগে স্মরণের মধ্যেই আসে না!···মহাসমরের পূর্ব্বে যে অসীম-শক্তিশালী রোমাঁ রোলাঁর লেখা য়ুরোপের সুধী-সমাজের মধ্যে অবশ্য-পাঠ্য ছিল, সেই রোলাঁর বই এখন সেখানে কেউই পড়েন না!·· ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে Proustএর ক'জন পাঠক জুটবে?···এবং রঙ্গালয়ের পাদপ্রদীপের আলোকে যে- Pirandelloর অমর কীর্ত্তি মহিমায় মণ্ডিত হ'য়ে উঠতো, সেই ইটালীয় প্রতিভা এখন সেখানকার সাধারণের স্মৃতির বাইরে গেছেন কেন?···

*

কারণ, তাঁদের আবির্ভাব এত অল্প সময়ের জন্যে যে, লোকে তাঁদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে ভালো জিনিষ পাবার সৌভাগ্য পায় না!···

*

কিন্তু এটা স্বীকার ক'রতেই হবে যে, লেখার অর্থ প্রকাশের জন্যে যে-অনুবাদ করা হয়, তা হচ্ছে সকলের চেয়ে হীন অবলম্বন! কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিশেষজ্ঞ বলেন যে পাশ্চাত্য দেশে যদি কোন লোক সাহিত্যে শীঘ্রই নাম কিনতে চায়, তাহ'লে সে যেন প্রথমে Czech অথবা অন্ততপক্ষে ফরাসী কিম্বা জার্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদ করে! তার পর তার কোন বন্ধুকে দিয়ে সেই অনুবাদের একটা ইংরেজী অনুবাদ করিয়ে নেয়!···তাতে তার লেখা নিশ্চয়ই যুগকে সন্তুষ্ট ক'রতে পারবে!···

———

নূতন উপন্যাস! নূতন উপন্যাস!

সদ্য প্রকাশিত হইল।

সুন্দর প্লট।

সুন্দর ছাপা। সুন্দর বাঁধা।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রণীত — প্রবাসী — মূল্য দেড় টাকা।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত — বহুবচন — মূল্য পাঁচসিকা।

প্রাপ্তিস্থান—

এন, এম্, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং

১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ডাকঘর

মিনার্ভায় যাজ্ঞসেনী

—:*:—

যদি বলি মিনার্ভার যাজ্ঞসেনী বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর আনয়ন করেছে—তবে সেটা খুব অবাস্তব হ'বে না—কারণ একে লেখক প্রবীণ হিন্দু-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—তায় মিনার্ভা থিয়েটার—যাঁরা দৃশ্যপটের রাজা—যাঁদের অভিনয়-কুশল অভিনেতৃবৃন্দের অভিব্যক্তির চাতুর্য্য—সর্ব্বোপরি সেই ভারত-রঙ্গ—যাতে শত শত বৎসর ভারতের ইতিহাসের পত্রে—পর্ব্বতের গাত্রে—বিরাট মানবতার মর্ম্মে অহর্নিশ প্রেম-প্রীতির আঘাত কর্ত্তে ছাড়ে নাই। আর অমৃতলালের ভাষা বস্তুতই অমৃত—ভাষার গঠন-গাম্ভীর্য্যে—বিকাশ-মাধুর্য্যে—অভিব্যঞ্জনা-চাতুর্য্যে অতুলনীয়। দেখা গেল—দর্শকবৃন্দ আগা-গোড়া ভাবে মগ্ন—প্রবল জোয়ারের টানে তাদের হৃদয়টাকে উদ্বেলিত ক'রে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল কে তার ইয়ত্তা করে? ভাষার খনি হ'তে দু'একটি মণিও যদি বিচার-আলোকে ধরি—দেখতে পাই সেগুলি অনবদ্য সৌন্দর্য্যের আধার—নূতন ছাঁচে ঢালা—যথা—"একে গোয়ালিনী তায় জননী আমার।"

"রাজকোষ নহে, শব্দকোষ—সিংহাসন নহে ব্যাকরণ।" "তিষ্ঠে কে কেশরীপৃষ্ঠে বিনা দুর্গা দশভুজা শ্যামা বই দেবী কই দাঁড়াতে শিবের বক্ষে।"

"·····হীনশিলা ফেটে যায় তেজস্বী ব্রাহ্মণ যদি পূজা দেয় তায়।" ইত্যাদি এ-গুলি নবীন আলোকে প্রতিভাত। শেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন—ভাবপ্রবণ বৃদ্ধ গ্রন্থকার "নিমিত্ত মাত্রম্ ভব সব্যসাচিন্" এই কথাটার সার্থকতা উপলব্ধি ক'রে, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণে নিজে না এসে গান্ধারী দেবীকে—নিমিত্তমাত্র ক'রে ভক্তবৎসল নামের সার্থকতা অর্জ্জন ক'রেও যদি এতাবৎকাল প্রচলিত দুঃশাসনের দ্বারা দ্রৌপদীর সভায় সবেগে বস্ত্র হরণ না ক'রিয়ে থাকেন, তাতে হিন্দুসমাজের উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করবার পূর্ণ দাবী দেখা যায় না।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী

———

দি ইণ্ডিয়ান নিটিং এণ্ড টেলারিং স্কুল

স্থাপিত ১৯২২ সাল

আধুনিক লণ্ডনের নিয়মে (বাংলা ও ইংরাজী ভাষায়) সকল প্রকার জামার ছাটকাট ও সেলাই এবং মোজা বোনা শিক্ষা দেওয়া হয় কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন বা চুক্তির হার সামান্য মাত্র। সাক্ষাতে বা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাওয়া যায়।— সেক্রেটারী মিঃ জে, এম, দে

ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এণ্ড কাটার, কমলালয়।

৩নং শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

শনিবার, ১৯শে শ্রাবণ, রাত্রি ৭॥ টায়

১। **তুলসীদাস**

২। **প্রেমের তুফান**

রবিবার ২০শে শ্রাবণ, ম্যাটিনী ৫ টায়

১। নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
যাজ্ঞসেনী
২৪শ অভিনয় রজনী

২। **কিন্নরী**

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ইউ. কে, মিত্র, বি.এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ৪ঠা আগষ্ট, ১৯শে শ্রাবণ, রাত্রি ৭॥ টায়

১। **সীতা**

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
লক্ষ্মণ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়
ভরত—শ্রীতারকুমার ভাদুড়ী
শত্রুঘ্ন—শ্রীরাময় চক্রবর্ত্তী
বাল্মীকি—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
শম্বুক—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
সীতা—শ্রীমতী প্রভা
কৌশল্যা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
তুঙ্গভদ্রা—শ্রীমতী চারুশীলা

রবিবার ৫ই আগষ্ট, ২০শে শ্রাবণ, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। **ষোড়শী**

বিবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। **শেষ-রক্ষা**

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
বিনোদ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়
ক্ষ্যান্তমণি—শ্রীমতী চারুশীলা
ইন্দুমতি—শ্রীমতী প্রভা

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়:—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

IMPERIAL

পোড়ধরে

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৬ষ্ঠ বর্ষ | সম্পাদক :— | ১৫শে শ্রাবণ

১৩শ সংখ্যা | শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় | ১৩৩৫

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

নাট্য-জগৎ

—:০:—

মাত্র অভিনয় চিত্রনাট্যকে বাঁচাতে পারে না। চিত্রাভিনয়ে পুরুষ-দর্শকদের সব-চেয়ে বেশী আকর্ষণ করে রূপসী নটীরা।

*

কাগজে কাগজে বিলাতী বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চলচ্চিত্রে ইংলণ্ড যে আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিতে অক্ষম, তার আসল হেতু হচ্ছে, আমেরিকার মতন ইংলণ্ড রূপসী নটী সংগ্রহ করতে পারে না।

*

তাঁদের মতে, ইংরেজ নটরা হচ্ছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত পৃথিবী তাঁদের ভক্ত। কিন্তু ইংরেজ চিত্রাভিনেত্রীদের উপরে পৃথিবী এখনো পর্য্যন্ত লোভপ্রকাশ করে নি।

*

একজন ছাড়া, ইংলণ্ডে এমন চিত্রাভিনেত্রী আর কেউ নেই, যিনি আমেরিকার দর্শকদের আগ্রহ উদ্দীপিত করতে পারেন। কিন্তু আমেরিকার এমন নটীর সংখ্যা অগুন্তি, ইংলণ্ডের দর্শকদের উপরে যাঁদের প্রভাব আছে অত্যন্ত।

*

অনেক আলোচনা ও পরীক্ষার পর স্থির হয়েছে যে, ইংরেজ মেয়েরা চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে উচিতমত সফল হ'তে পারে না। তাদের মুখ সুশ্রী, গড়ন সুন্দর এবং তাদের মস্তিষ্কেরও অভাব নেই। কিন্তু তাদের প্রকৃতিতে এমন কিছু খুঁৎ আছে, যা চিত্রাভিনেত্রীর পক্ষে মারাত্মক।

*

ইংরেজ মেয়েদের ভিতরে নাকি "showmanship of sex"এর অভাব আছে। এই "Showmanship of sex" কথাটির আসল অর্থ যা বলা হয়েছে, একটিমাত্র বাংলা গ্রাম্য কথার দ্বারা তা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা যায়। সে কথাটি হচ্ছে, "ছিনালী"।



*

ইংরেজ মেয়েরা যে পুরুষ-ভুলানো চটুল নাটুকে হাব-ভাব প্রকাশ করতে পারে না,—নারীত্বের দিক দিয়ে দেখলে বলতে হয়, সেটা তাদের পক্ষে সুখ্যাতির কথা। কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে এই শোভন ও নির্ম্মল নারীত্বই নাকি প্রধান বাধা হয়ে উঠেছে!

*

অতএব চিত্রনাট্য-প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করবার জন্যে, সারা ইংলণ্ডে এখন "ছিনাল" যুবতীদের জন্যে খোঁজ্ খোঁজ্ রব প'ড়ে গেছে! অতএব দেশের ব্যবসার উন্নতির জন্যে ইংরেজ-মেয়েদের আর পাকা "ছিনাল" ন হ'লে নাকি চলবে না!

*

চমৎকার! বিলাতেরই যখন এই অবস্থা, তখন এ-ক্ষেত্রে বাংলার তথা ভারতের হাল-চালের কথা সকলেই কল্পনা করতে পারবেন। এদেশে কোন কোন ভদ্রমহিলা চলচ্চিত্র-রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। কলকাতার বিলাতী রঙ্গালয়েই মহিলা-অভিনেত্রীদেরও যে-রকম তরল হাব-ভাব প্রকাশ করতে দেখি, আমাদের গণিকা-নটীরাও আজ পর্য্যন্ত ততটা নীচে নামতে পারে নি। লেডি ডায়না কুপার্স প্রমুখ সম্ভ্রান্ত পরিবারের ইংরেজ-ললনারা প্রকাশ্যে নগ্ন নৃত্য করতেও লজ্জিত নন! অথচ বিলাতী বিশেষজ্ঞদের মতে, তাঁদের দেশেও চলচ্চিত্রের উপযোগী লীলাময়ী রসিকা নাগরীর অভাব হয়েছে! এক্ষেত্রে ভারতীয় ভদ্রমহিলারা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কখনো কি দিগ্বিজয় করবার ভরসা রাখেন?

*

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা মনে পড়ছে। ভারতীয় চিত্র আর এক কারণে এখন সাগরের ওপারে জনপ্রিয় হবে না। কারণ আজ পর্য্যন্ত যত ভারতীয় চিত্র চোখে পড়েছে, তার মধ্যে এমন সুন্দরী অভিনেত্রী একজনও

দেখিনি—য়ুরোপ-আমেরিকার রূপসী নটীদের সঙ্গে যাঁর তুলনা চলতে পারে। এদেশে "screen type"এর এবং "international face"এর অভাবও শোচনীয়। কেবল নূতনত্বের মোহে য়ুরোপ-আমেরিকা চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে ভারতকে বাহবা দিতে পারে বটে,—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! ভারত যেদিন প্রতীচ্য চিত্রের বাজার দখল করবে, সে দিন আসতে এখনো অনেক দেরি। এবং কখনো যে সে দিন আসবে, তাও মনে হয় না।

*

শ্রীযুক্ত রাঘবাচারী নামে এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক যে ভারতীয় রঙ্গালয়ে য়ু। নতে চান, "Illustrated London News"এর মারফতে এ খবর প্রথম জানতে পারলুম। তিনি নাকি প্রতিজ্ঞা করেছেন, ভারতীয় রঙ্গালয়কে রোপীয় রঙ্গালয়ের সমকক্ষ ক'রে না তুলে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন না! ঠিন প্রতিজ্ঞা সফল হ'লে সুখী হব।

*

শ্রীযুক্ত রাঘবাচার তাঁর উদ্দেশ্যসি র জন্যে Open Sesameএর সন্ধান পেয়ে ন। তিনি মিঃ বার্ণার্ড স, স্যর আর্থার পিনেরো, স্যর নিগেল প্লেফেয়ার, স্যর ইস্রায়েল গোল্যান্জ্, স্যর জনষ্টন ফোর্বস্-রবার্টসন ও মিঃ নরম্যান ফোর্বস্ প্রভৃতি বিলাতী রঙ্গালয়ের বিখ্যাত রথীদের সঙ্গে দেখা ও পরামর্শ করেছেন। তাঁদের উপদেশ অনুসারেই তিনি কাজ করবেন। আপাততঃ তিনি বিলাতের R. A. D. A. (রয়েল অ্যাকাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্টস?) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কোন্ পদ্ধতিতে নাট্যকলা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাই পর্য্যবেক্ষণ করছেন।

*

স্বদেশে ফিরে এসে শ্রীযুক্ত রাঘবাচারী একটি নূতন দল গড়বেন। সেই দলের দ্বারা আধুনিক নাটক সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবে অভিনীত হবে। অবশ্য সর্ব্বপ্রথমে তাঁকে বন্ধুদের ও সখের অভিনেতাদেরই নিয়ে কাজ চালাতে হবে। সেই সঙ্গে মান্দ্রাজে ছাত্র ও ছাত্রীদের অভিনয়-শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি একটি 'অ্যাকাডেমি'রও প্রতিষ্ঠা করবেন।

*

এবং আবৃত্তি, অভিনয় ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য শেখাবার জন্য শ্রীযুক্ত রাঘবাচারী বিলাত থেকে সুপ্রসিদ্ধ নট-নটীদেরও স্বদেশ নিয়ে আসবেন। লণ্ডন সহরে তাঁর মন্ত্রণাদাতাদের একটি পরিষদ থাকবে। তার ফলে তাঁর সহকর্ম্মীরা পাশ্চাত্যের নাট্যজগতের নব নব ভাবধারার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবেন না।

*

International Theatre Societyর মিস্ কিটি উইলোবাইর সঙ্গেও শ্রীযুক্ত রাঘবাচারী সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করেছেন। স্থির হয়েছে, আসছে বছরে মিস্ কিটি বিলাতে কয়েকখানি প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করবেন। তার ফলে বিলাতের বাসিন্দারা ভারতীয় নাটকের ধর্ম্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবেন।

*

কোন দেশের রঙ্গালয়ে নবযুগ আনতে গেলে শ্রীযুক্ত রাঘবাচারীরই মতন উৎসাহী কর্ম্মীর আবশ্যক। বাংলা রঙ্গালয়ে নবযুগের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছে বটে, কিন্তু সে ভিত্ এখনো শূন্যেই ঝুলছে! এখানে সকলেই বাহবা নিতে চান—গায়ে সুধু হাওয়া লাগিয়ে। আসল জমি তৈরি করতে পারেন, এমন কর্ম্মী এদেশে আজও দেখা দেননি। ফলে চলচ্চিত্রের মতন রঙ্গালয়ের বিভাগেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ শীঘ্রই হয়তো বাংলাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। আর, তখনো হয় তো আমরা সুধু নবযুগের স্বপ্ন দেখতেই ব্যস্ত থাকব!

*

ষ্টারে'র "রমা" এখনো দেখিনি। তবে না দেখেও একটা কথা অনায়াসেই বলা চলে। নাটকত্বে "রমা" যদি "ষোড়শী"র চেয়ে শ্রেষ্ঠও হয়, তাহ'লেও রঙ্গালয়ে তা "ষোড়শী"র মতন অত-বেশী উপভোগ্য হবে কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে। "ষোড়শী"র আশ্চর্য্য সফলতার কারণ কেবল তার নাটকত্ব নয়, শিশিরকুমারের অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব এবং বিচিত্র অভিনয়-প্রতিভাও সেজন্যে অনেকখানি দায়ী। শিশিরকুমার না থকেলে "ষোড়শী" নিশ্চয়ই এত বেশী জনপ্রিয় হ'তে পারত না। একাধিক স্থলে জীবানন্দের সঙ্গে ষোড়শীর যে সুদীর্ঘ কথোপকথন আছে, শিশিরকুমার ছাড়া এখন বাংলার আর কোন অভিনেতা তা অমন চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলতে পারেন ব'লে বিশ্বাস করি না।

*

তার উপরে শিশিরকুমারের হাতে-তৈরি নাট্যাভিনয়ের মধ্যে যে harmony বা সঙ্গতির লীলা দেখা যায়, অন্যত্র তাও দুর্লভ। তাঁর শিক্ষার গুণে কোন নাটকেই নট-নটীরা পরস্পরবিরোধী বেখাপ্পা ভঙ্গিতে অভিনয় করে না। গুণীর হাতে সুরে-বাঁধা সেতারের সব-কয়টি তার যেমন পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিশেষত্বকেই প্রকাশ করে, শিশিরকুমারের সহ-অভিনেতৃগণ তেমনি গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত নাটকের একটি নির্দ্দিষ্ট আত্মাকেই স্পষ্ট ক'রে তুলতে চেষ্টা করেন—কেউ কারুকে কিছুমাত্র বাধা না দিয়েই। ফলে নাটকের একটি অর্থপূর্ণ সমগ্র রূপ ফুটে ওঠে। একেই বলি প্রয়োগ-নৈপুণ্য!

*

এ-সব বিশেষত্ব আধুনিক ষ্টারের কোন নাটকের অভিনয়েই লক্ষ্য করিনি। "রমা"তেও যে হঠাৎ তা দেখতে পাব, এমন আশা দুরাশা মাত্র। তবে এ দুরাশা সত্যে পরিণত হ'লে বলতেই হবে যে, শরৎবাবুর কেবল রচনাশক্তিই নেই, তাঁর বরাত-জোরও যথেষ্ট! স্থানান্তরে "রমা" সম্বন্ধে "নাচঘরে"র নিজস্ব প্রতিনিধির মতামত প্রকাশিত হ'ল। তাঁকে সমজদার ও নিরপেক্ষ নাট্যসমালোচক ব'লে জানি এবং এইজন্যে তাঁকে শ্রদ্ধাও করি। তাঁর মতামতে সকলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারেন। ভবিষ্যতে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশেরও ইচ্ছা রইল।

নবযুগের বিখ্যাত মঞ্চশিল্পী শ্রী যুক্ত চারুচন্দ্র রায় এবং প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচীকে দলভুক্ত ক'রে "মনোমোহন" নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীও অতঃপর এখানেই আসন গ্রহণ করবেন। মিনার্ভার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ দেও 'মনোমোহনে'র দলে ভিড়েছেন। কিন্তু এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ অভিনেতার মতন অভিনেত্রী সংগ্রহের দিকে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। তবে কি "মনোমোহন" হবে পুরুষ-প্রধান রঙ্গালয়?

*

মনোমোহন থিয়েটারের প্রথম নাটক "মীরাবাঈ"য়ের লেখক শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত কবি। কিন্তু তাঁর লেখা নাটকখানির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানবার সুযোগ পাইনি। তবে নাটকের বিষয় নামেই প্রকাশ পেয়েছে। এবং শুনেছি এর মধ্যে ভক্তিরসপ্রধান গান আছে অনেকগুলি। মীরাবাঈয়ের ভূমিকায় শ্রীমতী সুবাসিনী এক ই নাকি ষোলখানি গান গাইবেন। কোন-একখানি নাটকে শ্রীমতী সুবাসিনী একলা এতগুলি গান আর কখনো গেয়েছেন ব'লে স্মরণ হচ্ছে না। নাট্যজগতে বসন্তবাবুর প্রথম প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হ'লে আনন্দিত হব।

মিনার্ভা আসছে কাল "সত্যের সন্ধান" খুলবেন। এ নাটকখানিরও লেখক শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় হচ্ছেন কবি, সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা

মাঝে মাঝে পড়েছি। জলধরবাবুর ভাষার উপরে নাকি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে এবং হয়তো সেই কারণে তাঁর নাটকখানি নব্য দর্শকগণের মনোরঞ্জন করতে পারবে।

*

"সত্যের সন্ধানে" গান আছে কুড়ি-একুশ খানি। গানগুলি গাইবেন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে (৯ খানি), শ্রীমত আঙ্গুরবালা ও শ্রীমতী রেণুবালা এবং সখীগণ। কড়িবাবুর পরিকল্পিত নাচ উপভোগ্য হওয়ারই সম্ভাবনা। প্রধান প্রধান ভূমিকায় হাঁদুবাবু, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত ভূমেন রায় শ্রীমতী শশীমুখী প্রভৃতিও রঙ্গাবতরণ করবেন।

*

মিনার্ভার মঞ্চশিল্পী পরেশবাবুর দক্ষতার কথা সকলেই জানেন। সুতরাং "সত্যের সন্ধান" যে সাজপোষাকের ঐশ্বর্য্যে ও দৃশ্যপটের সৌন্দর্য্যে মনের মধ্যে মাধুর্য্য সঞ্চার করতে পারবে, এমন আশা করা অন্যায় নয়। এই নাটকখানিকে দর্শকরা কি ভাবে নেন, সেইটেই এখন দ্রষ্টব্য।

*

ষ্টারের প্রাচীর-পত্রে প্রকাশ, য়ুরোপ ও আমেরিকার বিখ্যাত শিল্প-কলাবিদ মিঃ রাজা তাঁদের দলে এসেছেন। এঁর বিস্তৃত পরিচয় পেলে খুসি হব।

*

ষ্ট্যমন্দিরে একখানি নূতন নাটকের মহলা নাকি সুরু হয়েছে। তা ছাড়া এখানকার আর কোন খবর পাই নি।

*

বিডন ষ্ট্রীটে শীঘ্রই একটি নূতন চলচ্চিত্র-ভবন তৈরি করা হবে। এখানে ছবি দেখাবেন বাঙালীর দ্বারা পরিচালিত একটি চলচ্চিত্র-সম্প্রদায়।

*

"ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেটে"র নূতন ছবি "বিচারকে"র কাজ আরম্ভ হয়েছে।

*

শ্রীযুক্ত হিমাংশু রায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায় প্রভৃতির দ্বারা যে "সিরাজ" নামে চিত্রনাট্যখানি অভিনীত হয়েছে, এবারের "টাইমস অফ ইণ্ডিয়া"য় তার অনেকগুলি অভিনয়-চিত্র দেখলুম। নমুনা দেখেই বুঝছি, চিত্রখানি দৃশ্য-সৌন্দর্য্যে এবং সাজ-পোষাকের ঐশ্বর্য্যে সত্য সত্যই অপূর্ব্ব হবে।

*

আসছে ১৮ই আগষ্ট শনিবারে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে, শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনের নেতৃত্বে উৎকেন্দ্র-সমিতি পুনর্ব্বার পরশুরামের "চিকিৎসা-সঙ্কটে"র অভিনয় করবেন। এর আগে রামমোহন লাইব্রেরীতে "চিকিৎসা-সঙ্কটে"র অভিনয় দেখিয়ে উৎকেন্দ্র-সমিতি সহর-জোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। অসংখ্য লোকের অনুরোধ ঠেলতে না পেরে সমিতি আবার আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হলেন। এবারকার অভিনয়-লব্ধ অর্থ সৎকার্য্যে দান করা হবে। যাঁরা এখনো "চিকিৎসা-সঙ্কটে"র অভিনয় দর্শনে বঞ্চিত আছেন, তাঁদের পক্ষে এই সুযোগই হচ্ছে শেষ সুযোগ এবং আশা করি সকলেই এই দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

*

এক আসরে গেল রবিবারে অন্ধ গীতী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দের গান শুনলুম। কি বিচিত্র, কি অপূর্ব্ব তাঁর গান! মনে হ'ল, তাঁর গলার কাজ ও আওয়াজ আগেকার চেয়ে আরো সূক্ষ্ম, আরো মধুর, আরো উন্নত হয়ে উঠেছে। এমন একজন গায়ককে পেলে যে-কোন জাতি গর্ব্ব করতে পারে। তাঁর প্রত্যেক তান, গিটকারি ও মূর্ছনা কল্পনার শ্রবণময় নেত্রের সামনে যেন বিভিন্ন সুর-স্বর্গের সৃষ্টি করে। ওস্তাদি কসরৎ বা রাগিণীর তাল-ঠোকা নয়, তাঁর গান ভাবের খেলায় মনোরম, প্রাণের দরদে অনুপম। উপভোগতৃপ্ত অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে তাঁর গানের বিশেষত্বের বিশদ পরিচয় দেবার ইচ্ছা রইল।

"রমা"

(আমাদের প্রতিনিধির মতামত)

—:০:—

বাংলা দেশের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে উপন্যাসখানি সর্ব্বজনপ্রিয়,সেই "পল্লীসমাজ" স্বয়ং লেখকের হাতে রূপান্তরিত হয়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে, এ সংবাদ শুনে পর্য্যন্ত সেই অভিনয় দেখবার জন্য একটা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা ক'রছিলুম।

সংনাতীত দীর্ঘকাল প্রতীক্ষায় থাকবার পর গত শনিবার "পল্লীসমাজ" 'রমা' নাম নিয়ে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'লো। বলা বাহুল্য যে পূর্ব্বাহ্নেই আসন সংগ্রহ ক'রে অভিনয় দেখবার জন্যে উপস্থিত হয়েছিলুম।

এমন একজন দেশপ্রসিদ্ধ লেখকের জনপ্রিয় উপন্যাস 'পল্লীসমাজ' নাট্যাকারে অভিনীত হচ্ছে—এ দেখবার জন্যে রঙ্গালয়ে নিশ্চয়ই বিপুল জনতা

এবার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার—
গরদের ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

২৲ টাকা মাত্র বায়না লইয়া অর্ডার বুক করা হইতেছে। পূজার ৩ সপ্তাহ আগে ডেলিভারী পাইবেন। ১৫ই ভাদ্র পর্য্যন্ত অর্ডার বুক করা হইবে। কাল বিলম্ব না করিয়া আমাদের



অসংখ্য প্রকার সুন্দর সুন্দর ডিজাইন ও রংএর নমুনা দেখিয়া অর্ডার বুক করাইয়া লউন। ভিঃ পিঃতে মাল পাঠান হইবে। বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র ব্যবহার করুন।

২০৬নংকর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

হবে আশঙ্কা করেছিলুম, কিন্তু গিয়ে দেখলুম আমার আশঙ্কা মিথ্যা! এ অচেতন দেশের মৃত লোকগুলোর মধ্যে 'রমা' দেখবার জন্যে কোনও সাড়াই জাগেনি! প্রথম রজনীর দর্শক-সংখ্যা কেন যে সংখ্যাতীত হয়নি তার কারণ শোনা গেল—আজকাল লোকে নাকি আর প্রথম রাত্রে অভিনয় দেখতে আসে না! যে হেতু প্রথম রাত্রের অভিনয় সুরু হ'তেও যত বিলম্ব হয়, শেষ হ'তেও তার চেয়ে ঢের বেশী বিলম্ব হয়, এবং সে অভিনয়ে এত দোষ ত্রুটী ও গলদ্ থাকে যে দেখে তৃপ্তির পরিবর্ত্তে বিরক্তিই হয় বেশী।

কিন্তু 'রমা' দেখতে গিয়ে আমার মনে হ'লো এ অপবাদ গুলো একটু অতিরঞ্জিত! কারণ ষ্টার থিয়েটার ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘড়ীর কাঁটার সঙ্গে সঙ্গেই পটোদ্ঘাত করেছিলেন! এবং অভিনয় করতে তাঁরা যে খুব অপ্রস্তুত অবস্থায় নেমেছেন এমন কথাও মনে হ'লো না! অবশ্য দু' একজনের ভূমিকা এখনও ভালো মুখস্থ হয়নি বটে, কিন্তু সেজন্যে বিরক্ত বোধ হয়নি মোটেই, বরং বিরক্তি বোধ হ'য়েছিল নাটকের নানা দৃশ্যে শক্তিশালী লেখক শরৎচন্দ্রের হাততালি পাবার প্রলোভন দেখে।

'ষোড়শীর' নাট্যকারই যে 'রমা' নাটকের রচয়িতা একথা যেন বিশ্বাস ক'রতে প্রবৃত্তি হয় না! 'রমা' নাটকে এত বেশী Technique এর গলদ রয়ে গেছে যে, মনে হয় 'ষোড়শী' নাটক সম্বন্ধে একটা যা গুজব শোনা গেছ্‌ল যে প্রতিভাশালী নট শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের অনেকখানি হাত ছিল তার মধ্যে, সে কথাটা বোধ হয় একেবারে মিথ্যা নয়!

'রমা' দেখে প্রথমেই মনে হয়, এর "পল্লীসমাজ" নামটা পরিবর্ত্তন করা হ'লো কেন? নিছক্ নূতনত্বের খাতিরে কি? নইলে এ নাটকের 'রমা' নামের সার্থকতা তো কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না!

এই নাটকের মধ্যে বাড়ীর বড় গিন্নী ও পাড়ার ক্ষেন্তি বাম্‌নী থেকে আরম্ভ ক'রে বৃদ্ধ ও ছোক্‌রা বাবু, সরকার-মশাই, গাঁয়ের চাষা মুদী ও ইস্কুলমাষ্টার পর্য্যন্ত সবাই পল্লীসমাজ সম্বন্ধে টিপ্পনী কাটছে, মন্তব্য প্রকাশ ক'রছে, বক্তৃতা দিচ্ছে, হা-হুতাশ ক'রছে—তার মধ্যে 'রমা' বেচারী তো হাঁপিয়ে ম'রে যাবার মতো হ'য়েছে! তাই আমার মনে হয় নাম সংজ্ঞায় অনর্থক 'রমা'কে টেনে না এনে শরৎবাবু তাকে রেহাই দিলেই বোধ হয় ভালো ক'রতেন।

এছাড়া রমা ও রমেশের অন্তর্দ্বন্দ্বের যে Human interestটুকু পল্লীসমাজের প্রাণ এবং এই দু'টী পরস্পর অনুকূল জীবন একসঙ্গে মিলতে না পারার যে অপরিমেয় ক্ষতি গ্রামশুদ্ধ লোককে বহন ক'রতে হ'লো,সেই বিরাট Tragedeyর আভাসটুকু মাত্র নাটকের মধ্যে অতি কষ্টে খুঁজে পাওয়া যায়। পল্লীসমাজের অতিরিক্ত বাহাড়ম্বর ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার বাহুল্যে নাটকের আসল Themeটা চাপা প'ড়ে গেছে। মাঝে-মাঝে কতকগুলি cheap comic আমদানী ক'রে নাটক জমিয়ে তোলবার চেষ্টা করাটা মোটেই শরৎবাবুর যোগ্য হয়নি। তারকেশ্বরের দৃশ্য একেবারে regular pantomime হ'য়ে উঠেছে। উচ্চশ্রেণীর নাটকে যে এ-সব খেলো জিনিষের স্থান নেই একথা শরৎচন্দ্র কেমন ক'রে ভুলে গেলেন আমি কেবল সেই কথা ভেবে বিস্মিত হচ্ছি! বেণী ঘোষালকে ষ্টেজের উপর এনে লাঠিমারা যেমন নির্ব্বুদ্ধিতা ও হাস্যকর ব্যাপার হ'য়েছে, ততোধিক হাস্যকর ব্যাপার হয়েছে ভৈরব আচার্য্যের নাতির অন্নপ্রাশনে এক কীর্ত্তনওয়ালীর সৃষ্টি ক'রে! তবু ছেলের অন্নপ্রাশনেও আমরা না হয় কীর্ত্তন শুনতে রাজী আছি, যদি খেম্‌টা ও ঢপওয়ালীর বদলে ভালো কীর্ত্তনওয়ালী আনা হয়।

'রমার' অভিনয় দেখতে দেখতে মনে হ'লো—নাটকখানি যেন অকারণে টেনে জোর ক'রে পঞ্চাঙ্ক করা হয়েছে। তিন অঙ্ক হ'লেই ভালো হ'তো! এর অনেক স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন আবশ্যক! এটা অবশ্য নাট্যকারের চেয়ে Producerএর কর্ত্তব্য ব'লেই পরিগণিত। ষ্টারে এই নাটকের Producer যিনি, তাঁর এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক ব'লে মনে করি।

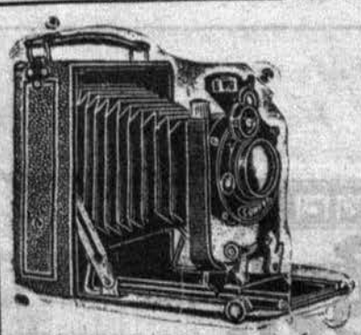
বিশেষ ক'রে আমি এই নাটকের সমাপ্তিটা কিছুতেই অনুমোদন ও সমর্থন ক'রতে পারছি নি। ওটা যেন নিতান্তই inartistic হয়েছে ব'লে মনে হ'লো। উপন্যাসের যেখানে থামলে উপসংহার চমৎকার হয়, নাটকের যে সেখানে থামা কিছুতেই চলে না এটা 'রমা' নাটকের যবনিকায় যেন অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রে বোঝা গেল!

রমা যেখানে রোগশয্যা থেকে উঠে গিয়ে কাপড় ছেড়ে যতীনকে ডেকে এনে রমেশের হাতে সঁপে দিয়ে রমেশকে প্রণাম ক'রে কাশী চ'ললো, সে দৃশ্য ষ্টেজের উপর একেবারে নিতান্ত বালকোচিত হয়েছে ব'লে মনে হলো! হাস্যকর!

এই রোগশয্যায় রমার জীবনের শেষ-মুহূর্ত্তে রমেশের এসে তাকে ক্ষমা করা ও রমার প্রাণাধিক স্নেহের ভাই যতীনকে রমেশের হাতে সমর্পণ ক'রে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলাটা - বোধ হয় নাটক হিসাবে বইয়ের অনেক ভালো উপসংহার হ'তো ব'লে আমাদের মনে হয়!

'ষোড়শীর' সাফল্য এনে দিয়েছে জীবানন্দের অলকাকে পাওয়ার মুহূর্ত্তে সেই চিরবিদায়—শরৎবাবু কি 'রমা' লেখবার সময় একথা বিস্মৃত হয়েছিলেন?

রমেশের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীকে মোটেই মানায় নি। সদ্য-কলেজফেরত ছেলের অত বড় চেহারা থোট্টার দেশের ডাল রুটি খেলেও



কোন্ ক্যামেরা কিনিলে ভাল ফোটো তোলা যায় এ সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হয়ত আপনি জীবনের একটি আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

আপনার ফোটো, ফোটোগ্র্যাফির যাবতীয় সরঞ্জাম, অথবা ফোটগ্রাফি এবং সিনেম্যাটোগ্রাফি শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ।

ইহার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আমাদের নিকট আসিবেন। আমাদের আন্তরিকতা আপনার নতুন শিক্ষার পথকে সুগম করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিস

৭৪।১ হারিসন রোড, কালকাতা।

হয় ব'লে ত মনে হয় না। তিনি তাঁর বয়স কম দেখাবার মতো কোনও makeup করেন নি দেখলুম, এবং অভিনয়ে এত বেশী সুর দিয়ে melo dramatic acting সুরু করলেন যে তা থোট্টার দেশের ডালরুটী খাওয়া ছেলের পক্ষে মোটেই শোভন হ'চ্ছিল না। রমেশের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী আমাদের সম্পূর্ণ হতাশ করেছেন। কিন্তু, আশাতীত রকম সু-অভিনয় করেছেন রমার ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালা! তাঁকে এ ভূমিকায় একেবারেই মানাবে না ব'লে যে আশঙ্কা আমাদের ছিল; গিয়ে দেখলুম প্রসাধন ও অঙ্গরাগ এবং রূপসজ্জার কৌশলে তিনি আমাদের সে আশঙ্কাকে সম্পূর্ণ অমূলক প্রতিপন্ন ক'রে দিয়েছেন। রমাকে তিনি তাঁর অভিনয়ের গুণে মনোরমা ক'রে তুলতে পেরেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে শুধু আমাদের একমাত্র অভিযোগ যে তিনি তাঁর emotion এখনও ঠিকমত control ক'রতে শেখেন নি। যেখানে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেই যথেষ্ট হয়, সেখানে তিনি কেন একেবারে ককিয়ে কেঁদে উঠছিলেন? কে তাঁকে এরূপ ভাবাভিব্যক্তির আতিশয্য শিক্ষা দিয়েছেন? আমরা তাঁর শিক্ষকের প্রশংসা করতে পারলুম না!

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য শুধু যে তাঁর ভূমিকা ভালো ক'রে মুখস্থ করেন নি তা নয়; বেণী ঘোষালের চরিত্রও তিনি মোটে হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারেন নি। তাঁর বেণী ঘোষালের ভূমিকায় অক্ষম অভিনয় দেখে আমরা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'য়েছি।

শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরীর 'জ্যাঠাইমা' যতটা ভালো হবে ব'লে আশা করেছিলুম ততটা ভালো যে লাগে নি একথা বলতেই হবে। ইনিও তাঁর ভূমিকা এখনও ভালো মুখস্থ ক'রে উঠতে পারেন নি দেখা গেল। জ্যাঠাইমা যেখানে কঠোর, তারাসুন্দরী সেখানে খুব ভালো অভিনয় করেছেন, কিন্তু জ্যাঠাইমা যেখানে স্নেহকোমল, তারাসুন্দরী সেখানে জ্যাঠাইমার চরিত্রের সে মাধুর্য্য সম্যক প্রকাশ করতে পারেন নি। এটা অত্যন্তই আপেক্ষের বিষয় সন্দেহ নেই।

ভৈরব আচার্য্যের মেয়ে লক্ষ্মীর ভূমিকায় শ্রীমতী সরস্বতীর অল্প-একটু অভিনয় উল্লেখযোগ্য, কিন্তু ক্ষান্তমণির ভূমিকায় যে অভিনেত্রী অবতীর্ণা হয়েছিলেন তাঁর অতিশয় বাড়াবাড়িটা ষ্টেজের উপর অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলা গেলে। ছোট ভূমিকার মধ্যে 'মামা' বেশ ভালো অভিনয় করেছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেনগুপ্তের 'গোবিন্দ গাঙ্গুলীর' অভিনয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়েছিল বলা যেতে পারে। তার পরই বনমালী পাড়ুই, গাঁয়ের ইস্কুল-মাষ্টারটিকে আমাদের ভালো লেগেছে! ভৈরব আচার্য্যির ভৈরবের মতো আকৃতি করা হ'য়েছিল কি নামের খাতিরে? পাড়ার প্রবীণের দলের একজনও কেউ দর্শকদের এতটুকু impress করতে পারে নি। চাষাদের অভিনয় দু' একজনের বেশ ভালো হ'য়েছে। রমা ও জ্যাঠাইমার ঝি দুটি চলনসই। রমেশের সরকার-মশাইটিও মন্দ হয় নি, তবে তিনি যেন মাঝে মাঝে ভুলে দেওয়ানজী-মশাই হ'য়ে উঠ্‌ছিলেন! যতীন ছেলেটিকে ভালো লেগেছে। কিন্তু দিদির রোগশয্যার পার্শ্বে তাকে একটিবারও শুক্‌নো মুখে দেখতে পাওয়া গেল না, এটা নাট্যকারের দোষ নিশ্চয়!

দৃশ্যপটের দিক দিয়ে ষ্টার থিয়েটার পল্লীসমাজে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রঙ্গমঞ্চের উপর সরঞ্জামের কোনও অভাব ও ত্রুটী তাঁরা রাখেন নি। মুদীর দোকানটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এবং ভুলু মুদীরও নাম করা চলে। কিন্তু রমেশের জেল থেকে বেরিয়ে আসার দৃশ্যটি, কি দৃশ্যপটের দিক দিয়ে, কি অভিনয়ের দিক দিয়ে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে বলতে হবে। এই দৃশ্যটির অভিনয় আরও ভালো হওয়া একান্ত দরকার। 'রমা' নাটকে স্থানে স্থানে নাট্যকার বড় ভালো ভালো কথা বসিয়েছেন, কিন্তু সেগুলি বড্ড ভারী ও স্থান-কাল-পাত্রের অযোগ্য হ'য়ে উঠেছে। মোটের উপর 'রমা' দেখে বেশ খুসী হয়ে আসতে পারা গেল না।

শ্যামা ও শ্যামের গান

—:০:—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

(সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে এই গানগুলি গ্রামোফোনের রেকর্ডে দিয়েছেন)

১

নাচবি যদি আয় মা শ্যামা, আমার মানস-কলস মাঝে,
দুলিয়ে কেশে মেঘের মালা, দুই চরণে নূপুর বাজে!
সেই তালে আজ ভুবন মাতে, জীবন-মরণ একই সাথে,
তপন-শশী, আকাশ-বাতাস, নাচ দেখে তোর তারাও সাজে।

২

কালো মেয়ের রূপসায়রে ভাসিয়ে দিলাম নয়ন-তরী,
চরণ-কমল ফুটবে কবে, সেই আশাতে জীবন ধরি।
ছয় রিপুতে ঝড় তুলেচে, মায়ার খেলায় মন ভুলেচে,
স্রোতের কুসুম ভাসব কত, তাই কালোরূপ স্মরণ করি।

শ্রীনিমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার-খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

৩

ঘুচিয়ে দে মা জীবন-জ্বালা !
সন্ধ্যে হ'ল, অন্ধকারে গাঁথব কত অশ্রুমালা !
হার মেনে আজ বল্‌চি শ্যামা, ভুলের খেলা থামা না মা !
খুলে' দে তোর অভয় হাতে, মর্চ্চে-ধরা প্রাণের তালা !

৪

পাপ-সাগরে ডুবিয়ে আমায়, এখন তুমি লুকাও কালী !
কোন্ শ্মশানে পাষাণ প্রাণে শিবের বুকে নাচছ খালী !
ভাসিয়ে আমায় অকূল-মাঝে মুখ-ফিরানো তোর কি সাজে,
পুত্রবধের পাপ হবে মা, লোকে দেবে তোমায় গালি !

৫

আজ অবেলায় কল্‌সি নিয়ে জল্‌কে যাব কেমন ক'রে,
পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে ও কে, বল্‌না সখি যেতে স'রে !
নাম শুনেচি চিকণ-কালা, গলায় বনফুলের মালা,
নয়নে ওর রসের হাসি, ইসারাতে ডাক্‌চে মোরে !
ভোমর-বঁধুর গুঞ্জরণে, বাজবে বাঁশী কুঞ্জবনে,
প্রাণ হারিয়ে আসতে হবে চোখের জলে বুকটি ভ'রে !

৬

বৃন্দাবনের বনে বনে আবীর ঢালো, আবীর ঢালো !
লাল গুলালে শ্যাম-দুলালের থাক্‌বে না আর বরণ কালো !
রাঙা ঠোঁটের রাঙিমাতে,
রং গুলে নে আপন হাতে,
ডাগর চোখের দোললীলাতে ফাগুন-আগুন আজ্‌কে জ্বালো !

৭

আঁচল-ভরা রং এনেচি—এনেচি রং ডালিমফুলি !
কুমকুমেতে ঘুম ভুলে সই, হিন্দোলে আয় দোদুল দুলি !
পিচ্‌কারি ঐ শ্যামের হাতে, তাই বাজেনা বাঁশের বাঁশী—
মধুবনের মধুর লীলায় হাসব হোরীর রঙিন হাসি !
লাজের মানা মান্‌বনাকো, আজ মিলনের কোলাকুলি !

ইলেক্‌ট্রো-আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭টি ঔষধ

পকেট কেসসহ—মূল্য পুস্তকসহ ৪।০

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়

বিনামূল্যের চিকিৎসা-প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন

ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

চিত্রনাটের রূপকথা

—:*:—

আমরা এ সপ্তাহে ইরেজ-টোলার যে ছবিগুলি দেখেছি তার মধ্যে পিক্‌চার হাউসের 'দীর্ঘ শ্বেত পথ' (The Great White Way) সব চেয়ে ভালো। তার পরেই নাম করতে হয় পার্লের 'বিপদ-জ্ঞাপন' (The Warning) নামক ছবিটির। আগেরটিতে শ্রীমতী এ্যানিটা ষ্টুয়ার্ট ও শেষেরটিতে শ্রীমতী ডোরথি রিডিয়ার ও শ্রীযুক্ত জ্যাক্ হোল্ট অভিনয়-কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

*

তবু ছবিগুলিতে অসম্পূর্ণতা র'য়ে গেছে এই জন্যে যে, নয় নায়িকা হয় নায়কই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—নায়িকা ও নায়ক দুজনেই করেন না। এক ব্যক্তিকে বড়ো কোরে তোল্‌বার এইরকম ব্যবস্থা আজকাল পাশ্চাত্য দেশের মনঃপুত হ'চ্ছে না। সেই জন্যে সেখানে 'one-star film' আর তেমন খাতির পাচ্ছে না।

"রংমহলের" পঞ্চরং
বেরুবে—
নাচঘরে শীঘ্রই আবার
গদ্যে ও পদ্যে !

*

না পাওয়াই উচিত। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে চিত্রনাট্যে—বিশেষতঃ প্রণয়ঘটিত আখ্যান-সম্বলিত চিত্রনাট্যে—নায়িকা ও নায়ক উভয়েই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী না হোলে নাট্য জমেনা। হাস্যরস-বহুল চিত্রনাট্যে শুধু নায়কের অভিনয়েই লোকে সুখী হোতে পারে, কারণ সেখানে গল্প জম্‌বার দিকে লোকের মনোযোগ থাকে না, নানারকম কৌতুকপূর্ণ অবস্থাই হোলো তার প্রাণ।

*

রোনাল্ড কোল্‌ম্যান আর ভিল্‌মা ব্যাঙ্কির সাহায্য না হোলে তাঁদের কোনো ছবির অভিনয়ই লোকের ভালো লাগতোনা—জন্ জিল্‌বার্ট আর রেনে এ্যাডোরের যুগ্ম কলা-নৈপুণ্য না থাক্‌লে 'বিগ্ প্যারেড' জমতোই না, মেরি এ্যাষ্টার আর জন্ ব্যারিমোর এঁরা দুজনে এক সঙ্গে না থাক্‌লে 'ডন্ জুয়ানে'র নামই কেউ কোর্‌তোনা। আমাদের দেশে চলচ্ছবির এখনও শৈশব, [illegible] যন্ত্রের কর্ত্তৃপক্ষরা এ বিষয়টি মনে রাখ্‌লে সাধারণের অনেক উপকার হবে।

*

দি ইণ্ডিয়ান নিটীং এণ্ড টেলারিং স্কুল

স্থাপিত ১৯২২ সাল

আধুনিক লণ্ডনের নিয়মে (বাংলা ও ইংরাজী ভাষায়) সকল প্রকার জামার ছাট্‌কাট্ ও সেলাই এবং মোজা বোনা শিক্ষা দেওয়া হয় কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন বা চুক্তির হার সামান্য মাত্র। সাক্ষাতে বা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাওয়া যায়।—

সেক্রেটারী মিঃ জে, এম, দে
ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এণ্ড কাটার, কমলালয়।
৩নং শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত রেজিনাল্‌ড্‌ ডেনির পঞ্চদশী প্রণয়িনীকে তাঁরই সঙ্গে কোনো চিত্রনাট্যে অভিনয় করতে দেওয়া হবে, তাঁর অনুরোধে। এ দেশে পুরুষ সাহিত্যিকদের অনুরোধে এই-ভাবে ও এরূপ অবস্থায় মেয়ে-সাহিত্যিক তৈরী হয় দেখা গেছে, কিন্তু অভিনেতার খাতিরে, অভিনেত্রী তৈরী হোয়ে যায়, এমন শোনা যায়নি।

*

'সঙ্গিনীর আহ্বান' (The Mating Call) একখানি নোতুন ছবির নাম। এতে শ্রীযুক্ত টমাস্‌ মিহান প্রধান অংশে অভিনয় কোর্‌বেন। এতে ছটি নায়িকা আছে। তাদের ভূমিকা নেবেন যথাক্রমে শ্রীমতী এভ্‌লিন ব্রেট্‌ ও শ্রীমতী রেনে এ্যাডোরে।

*

শ্রীমতী ডোরথি সিবাসটিয়ান ছবির কাজ কোরে যখন ক্লান্ত হোয়ে পড়েন তখন তিনি চিত্তবিনোদন করেন ছিপ্‌ ফেলে মাছ ধ'রবার চেষ্টা কোরে। জনরব যে মাছ না পড়ুক অনেক সময়ে নাকি মানুষ তাঁর টোপ গেলে।

*

উনিশ বছরের আয়ার্লণ্ডদেশীয়া মেয়ে বিলাতী চিত্রজগতে হাস্যরসের অভিনয়ে বেশ নাম কোরেছেন বোলে শোনা যাচ্ছে।

*

শ্রীমতী নর্‌মা টাল্‌মাজ হাওয়াইতে গেছেন ছুটি উপভোগ কোর্‌তে—শ্রীমতী একজন ভালো সাঁতারু।

—গি—

আপনার অথবা আমার মনোমত স্থানে যদি নিজের ও আত্মীয়দের সুন্দর ফোটো তুলতে চান তবে বড়বাজার ফোন নং ২১৫৭এ কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের নিকট কিম্বা ২৭ নং পলিডাঙ্গায় অনুসন্ধান করুণ।

নূতন উপন্যাস! নূতন উপন্যাস!

সদ্য প্রকাশিত হইল।

সুন্দর প্লট। সুন্দর ছাপা। সুন্দর বাঁধা।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রণীত
প্রবাসী
মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
বহুবচন
মূল্য পাঁচসিকা।

প্রাপ্তিস্থান—
এন, এম্‌, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং
১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত গ্রন্থাবলী

আলেয়ার আলো	(সামাজিক উপন্যাস)	১৸৹
জলের আল্পনা	(ঐ)	১৷৷৹
কালবৈশাখী	(ঐ)	১৷৷৹
পায়ের ধুলো	(ঐ)	২৲
ঝড়ের যাত্রী	(ঐ)	২৷৷৹
বেনো-জল	(ঐ)	২৲
পদ্ম-কাঁটা	(ঐ)	১৷৹
ফুলশয্যা	(ঐ)	১৷৹
যকের ধন	(ঘটনাবহুল চিত্তোত্তেজক উপন্যাস)	১৲
মেঘদূতের মর্ত্তে আগমন	(ঐ যন্ত্রস্থ)	
রসকলি	(হাস্যোপন্যাস)	২৲
সুচরিতা	(রুশ উপন্যাসের অনুবাদ)	১৷৹
ভোরের পূরবী	(ফরাসী উপন্যাসের অনুবাদ)	১৷৹
পসরা	(ছোট গল্পের বই)	১৷৹
মধুপর্ক	(ঐ)	৷৷৹
সিঁদুর-চুবড়ী	(ঐ)	৷৷৹
মালাচন্দন	(ঐ)	১৷৹
প্রেমের প্রেমারা	(হাস্যনাট্য—মিনার্ভায় অভিনীত)	৷৵৹
যৌবনের গান	(কবিতার বই)	১৷৹
ছুটির ঘণ্টা	(সচিত্র শিশুপাঠ্য গল্পের বই)	১৲

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীমেঘনাদ গুপ্ত লিখিত

রাতের কলকাতা

সত্য কথা,—কিন্তু কাল্পনিক ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর, রহস্যময় ও চিত্তোত্তেজক। পড়তে সুরু করলে একাসনে শেষ করতেই হবে। দাম পাঁচসিকা।

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
৯০।২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত
নূতন উপন্যাস
মণিকাঞ্চন
একমাসের ভেতরই বেরুবে
প্রকাশক—
ডি, এম, লাইব্রেরী
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি

নূতন নাটক ! নূতন নাটক !!

শনিবার ২৬শে শ্রাবণ মিনার্ভার নূতন নাটক

সত্যের সন্ধানের

নাটকীয় আখ্যান ভাগের নূতনত্বে—পরিকল্পনার চমৎকারিত্বে—লোমহর্ষণ ঘটনাবলীর কৌশলময় সংস্থানে—বৈচিত্রময় তীব্র নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে—আর তাহার সহিত রঙ্গের শ্রেষ্ঠ দুইটী গায়ক এবং গায়িকার কণ্ঠনিঃসৃত

অপূর্ব্ব সঙ্গীত মাধুর্য্যে

সত্যের সন্ধান

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে যে ইন্দ্রজালময় নূতনত্বের সৃষ্টি করিবে তাহার অপূর্ব্বত্ব উপভোগের বস্তু—বর্ণনার নহে।

শনিবার ২৬শে শ্রাবণ, রাত্রি ৭॥ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৫টায়।

প্রেম ও ধর্ম্মমূলক নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

(মহাসমারোহে প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়)

"সত্যের সন্ধান"—নাট্যজগতের অমূল্যমণি—এরূপ ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ অথচ উচ্চভাবময় নাটক রঙ্গমঞ্চে বহুকাল অভিনীত হয় নাই—একথা আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি।

"সত্যের সন্ধানে"—বিখ্যাত অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে এবং সুধাকণ্ঠি—শ্রীমতী আঙ্গুরবালার একত্র সমাবেশ—বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এ আয়োজন এই প্রথম !

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ১১ই আগষ্ট, ২৬শে শ্রাবণ, রাত্রি ৭॥ টায়

১। সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
লক্ষ্মণ—শ্রী[illegible] রায়
ভরত—শ্রী[illegible]ভাদুড়ী
শত্রুঘ্ন—শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী
বাল্মীকি—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
শম্বুক—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
সীতা—শ্রীমতী প্রভা
কৌশল্যা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
তুঙ্গভদ্রা—শ্রীমতী চারুশীলা

রবিবার ১২ই আগষ্ট, ২৭শে শ্রাবণ, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। শেষ-রক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
ক্ষ্যান্তমণি—শ্রীমতী চারুশীলা
ইন্দুমতি—শ্রীমতী প্রভা

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোষ্টবক্স

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৬ষ্ঠ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১লা ভাদ্র
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

জনপ্রিয়তা ও নাটকত্ব,—মিনার্ভার "সত্যের সন্ধানে" এই দুয়েরই উপাদান আছে।

•

নাট্যকার শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় সাধারণ সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত না হ'লেও নাট্যজগতে এই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। এখানে আজ পর্য্যন্ত কত বড় বড় মহারথই পদচিহ্ন লিখে যেতে পারেন নি। সুতরাং জলধর বাবুর সাফল্য সম্বন্ধেও সন্দেহ ছিল যথেষ্ট।

•

কিন্তু তিনি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছেন। তাঁর নাটক যে নিখুঁৎ, এ কথা বলি না। কিন্তু যে-কোন ভালো নাট্যকারের পক্ষে "সত্যের সন্ধান" গর্ব্ব ও গৌরবের জিনিষ হ'তে পারে। এর মধ্যে রসিকের উপভোগের বিষয় আছে।



বিষ্ণু

•

প্রথমতঃ নাট্যকারের ভাষা বেশ মিষ্ট ও অভিনয়ের উপযোগী এবং তার মধ্যে কবিত্ব ও সাহিত্যরসের (থিয়েটারি নাটকে যা দুর্লভ) অভাব নেই। দ্বিতীয়তঃ তাঁর চরিত্র-সৃষ্টিতে নূতনত্ব আছে। প্রমাণ রাজা স্বয়ম্ভু, সেনাপতি অরিন্দম, পূজারী ত্রিলোচন ও দস্যু চন্দন। তৃতীয়তঃ, কয়েকটি মহৎ ভাব ও উচ্চ আদর্শকে তিনি প্রধান চরিত্রগুলির ভিতর দিয়ে মূর্ত্তিমান করতে পেরেছেন। এই তিনটি কারণ তাঁর নাটককে চলনসইয়ের কোঠা থেকে উপরে তুলে দিয়েছে।

•

কিন্তু কেবল উপরের গুণগুলি থাকলেই নাটক সব-সময়ে জনপ্রিয় হয় না। নাটকের গল্পটিকে গুছিয়ে বলতে না পারলে জনসাধারণের মন আকর্ষণ করা শক্ত। "সত্যের সন্ধানে"র গল্পটি বেশ চিত্তাকর্ষক, দর্শকের আগ্রহকে তা জাগিয়ে রাখে।

"সত্যের সন্ধান" ঠিক 'ড্রামা'ও নয়, ঠিক 'মেলোড্রামা'ও নয়। অথচ ঐ দুয়েরই লক্ষণ তার ভিতরে আছে। 'ড্রামা'র উপযোগী চরিত্র-সৃষ্টির প্রয়াস এবং 'মেলোড্রামা'র উপযোগী ঘটনা-প্রবাহ, "সত্যের সন্ধানে" দুইই দেখি।

•

মুদ্রিত নাটক এখনো হাতে পাই নি এবং একদিন মাত্র অভিনয় দেখে নাটক সম্বন্ধে বেশী কথা বলাও নিরাপদ নয়। তবে "সত্যের সন্ধান" যে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছে এবং করতে পারবে, এ বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই। অতঃপর নাটকের দুই-একটি দোষের কথাও বলা দরকার।

•

নাটকের নায়ক হচ্ছেন অরিন্দম, কিন্তু তাঁর নায়িকা হচ্ছেন দুজন—অধীরা ও পিয়ারী। লেখক এই দুই নায়িকাকে নিয়ে শেষটা কি করবেন ভেবে না পেয়েই বোধ হয় এক ধনুকে দুই ছিলা যোগ ক'রে দিয়েছেন—অর্থাৎ উপসংহারে দুই নায়িকাই এক নায়কের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেছে। প্রাচীন হিন্দু রাজত্বে এক স্বামীর দুই স্ত্রী অন্যায় বা অস্বাভাবিক না হ'লেও, নাটকের পক্ষে তা সঙ্গত হয় নি।

•

এবং নাটকখানি পুরোপুরি মিলনান্ত না হ'লেই বোধ হয় জমে ভালো। পিয়ারী মনে মনে অরিন্দমকে পতি ব'লে স্বীকার ক'রেও অধীরাকে যদি স্বেচ্ছায় অরিন্দমের হস্তে সমর্পণ ক'রে, নিজেই তাদের মাঝখান থেকে স'রে দাঁড়ায়, তাহ'লে সেই করুণ অথচ মধুর আত্মত্যাগে দর্শকদের হৃদয়েও একটা গভীর ভাবের রেখাপাত হয় এবং তার চরিত্রও অধিকতর উন্নত হয়ে ওঠে। এই মর্ম্মস্পর্শী পরিণাম নাটকের মিলন-দৃশ্যকেও আহত করবে না। এখনো পরিবর্ত্তনের সময় আছে, নাট্যকার ও মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহ ক'রে এই ইঙ্গিতটুকু গ্রহণ করলে খুসি হব।

•

IMPERIAL

পঞ্চম অঙ্কের দু-একটি দৃশ্যে রাজার কথা দীর্ঘতাদোষদুষ্ট হয়েছে। এ দীর্ঘতা নাটকীয় ক্রিয়াকে যথেষ্ট বাধা দেয়। রাজার কথাগুলি খুব নীতিপূর্ণ বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ আর্ট যেমন আর্টকে গোপন করে, তেমনি সে আয়োজন ক'রে হিতোপদেশ দিচ্ছে এমন ভাবও কখনো প্রকাশ করে না। পরন্তু উক্ত নীতিপূর্ণ কথার ভাব আরো সংক্ষেপে প্রকাশ করতে ক্ষতি কি?

•

যে প্রধান ভূমিকাগুলি নিয়ে আলোচনা করব, তার তালিকা এই ঃ—রাজা —শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল। অরিন্দম—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পুরোহিত —শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সিংহ। কবি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে। চন্দন—শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়। অধীরা—শ্রীমতী শশীমুখী। পিয়ারী—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা। সুবদনা—শ্রীমতী রেণুবালা!

•

রাজার ভূমিকায় মন্মথবাবুর অভিনয়ে অতিরিক্ত সুরের প্রভাব থাকলেও তা আমাদের ভালো লেগেছে। মন্মথবাবু পুরাতন দলের লোক হ'য়েও অধিকাংশের চেয়েই তিনি বুদ্ধিমান নট। যে-শক্তি ও যে-প্রতিভা যুগধর্ম্ম অনুসারে আপনাকে পরিবর্ত্তিত করতে পারে, আর্টের ক্ষেত্রে তারই জয়জয়কার! এবং এ পরিবর্ত্তনে অপমানকর কিছুই নেই। এইটুকু বুঝে মন্মথবাবু তাঁর অভিনয়-ভঙ্গি আর-একটু বদলালেই একালেও কেউ তাঁর নিন্দা করতে পারবে না।

•

অরিন্দমের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অভিনন্দিত হয়েছে ঘন ঘন করতালি-ধ্বনির দ্বারা। এই শক্তিধর নবীন অভিনেতাটি যে এরই মধ্যে দর্শকদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন, তাঁর সাদর অভ্যর্থনা দেখে সেটা বুঝতে আর বিলম্ব হয় না। শ্রীমান শরৎচন্দ্রকে মানিয়েছিলও যেমন চমৎকার, অনেক স্থলে তাঁর আবৃত্তির কায়দাও হয়েছিল তেমনি সুন্দর। নিজের প্রাণ ঢেলে তিনি অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু একটি কথা। ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় তাঁর ভাবভঙ্গিও ভিন্নরকম হওয়া উচিত এবং অকারণে চীৎকার করাও আধুনিক রুচিসম্মত নয়। উচ্চচীৎকার হাততালির জনক বটে, কিন্তু ভাবের আবেগে প্রায়-অবরুদ্ধ স্বরের আবৃত্তি অধিকতর ক্ষমতার পরিচয় দেয়। শরৎচন্দ্র তরুণ অভিনেতা, এই সময়ে যে দোষ ও গুণ তিনি অভ্যাস করবেন, ভবিষ্যতে তারই উপরে তাঁর যশের স্থায়িত্ব নির্ভর করবে। তাঁর অভিনয় সুন্দর এবং ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল ব'লেই তাঁকে একটু সাবধান করা দরকার মনে করছি। আশা করি আমাদের কথা তিনি অন্যভাবে গ্রহণ করবেন না।

•

পুরোহিতের নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সিংহের অভিনয় ঠিক চরিত্রের উপযোগীই হয়েছে। শ্রীমান প্রভাতচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি কারুর অনুকারী নন, তাঁর আবৃত্তি ও ভাবভঙ্গি অন্য কোন বিখ্যাত নটকে স্মরণ করিয়ে দেয় না। তাঁর পুরোহিতের ভূমিকা সকলেরই মর্ম্ম স্পর্শ করেছে এবং তাঁকেও খ্যাতির পথে আরো খানিক অগ্রসর ক'রে দিয়েছে।

•

কবির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে যে গানগুলি গেয়েছেন, কোনরকম উচ্চপ্রশংসার দ্বারাই তার যথার্থ গুণ বর্ণনা করা যায় না। আলোচ্য অভিনয়ের দিনে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ ভগ্ন ছিল, কিন্তু তবু তাঁর গানের সূক্ষ্মতা ও মাধুর্য্য এমন অতুলনীয় হয়েছিল যে, সকলেই বিস্ময়বিমুগ্ধ ভাবে তা শ্রবণ করেছিলেন।—অপূর্ব্ব! কেবল তাঁর গানগুলি শোনবার সৌভাগ্য পাবার জন্যেই প্রত্যেকে "সত্যের সন্ধান" দেখতে যেতে পারেন। কিন্তু কবির গানের সংখ্যা নাটকের পক্ষে বড় বেশী হয়েছে—"too much of a good thing" খুব ভালো নয়। অন্ততঃ দুখানি গান তুলে দেওয়া দরকার—তারা নাটকের ঘটনার গতিকে মন্থর ক'রে দিয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র খুব ভালো গান গাইতে পারেন বটে, কিন্তু ভালো জিনিষকে বেশী সস্তা করাও ব্যবসার দিক থেকে প্রশংসার কাজ নয়।

•

চন্দনের ভূমিকায় শ্রীমান ভূমেন রায়ের অভিনয়ের প্রশংসা করবার ভাষা নেই। এর আগে শ্রীমান ভূমেন নাট্যমন্দিরে "রঙা" ও "আন্টিগোনাসে"র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছিলেন বটে, কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে নূতন নাটকে এমন দীর্ঘ ভূমিকায় এই তাঁর প্রথম রঙ্গাবতরণ এবং প্রথম আবির্ভাবেই দর্শকদের চিত্তকে তিনি অভিভূত ক'রে দিতে পেরেছেন। এতখানি সফলতা আমরাও আশা করিনি। তাঁর ভূমিকার ধারণা একেবারে নিখুঁৎ হয়েছে। নিরীহ ও শান্ত ব্রহ্মচারী চন্দন নররক্তের আস্বাদ পেয়ে কি-ক'রে হিংস্রক পিশাচ হয়ে উঠল, এই অদ্ভুত ভাবটি তিনি অতি নিপুণ শিল্পীর মত ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং এই ঘৃণিত চরিত্রের প্রতিও নিজের অভিনয়-কৌশলে তিনি দর্শকদের সহানুভূতি টেনে আনতে পেরেছেন। তাঁর মুখ ও দেহের ভঙ্গি এবং আবৃত্তির আদর্শ বাংলা দেশের অধিকাংশ প্রবীণ অভিনেতার পক্ষেও অনুকরণীয় হ'তে পারে। তাঁর গলায় আওয়াজ একঘেয়ে নয়, কথার ভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে গলাকে তিনি ইচ্ছামত উপরে নীচে, পূর্ণস্ফুট অর্দ্ধস্ফুট বা মৃদু স্বরের ভিতরে অত্যন্ত অনায়াসে লীলায়িত করতে পারেন। শ্রীমান ভূমেন রায় যে বহুর মাথার উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন এবং শীঘ্রই বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ব'লে গণ্য হবেন, সে-বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই। তবে ভয়ও হয়! জনপ্রিয়তার মোহ এদেশে অনেকের সর্ব্বনাশ করেছে!

•

অধীরার ভূমিকায় শ্রীমতী শশীমুখীর অভিনয় দেখলুম। তাঁর ভাবভঙ্গি বেশ, অভিনয়ও স্থানে স্থানে উচ্চস্তরে উঠেছে। কিন্তু সেই পুরাতন, কৃত্রিম ও অতিরিক্ত সুর (যাজ্ঞসেনীর ভূমিকায় তিনি যা অনেকটা বর্জ্জন করতে পেরেছিলেন) আবার তাঁর কণ্ঠকে পরিপূর্ণ মাত্রায় অধিকার করেছে। শ্রীমতী শশীমুখীর মধ্যে 'জিনিষ' আছে। এবং শিক্ষকরা ঠিকভাবে চেষ্টা করলেই তাঁর কণ্ঠকে যে কৃত্রিম সুরের কবল থেকে মুক্ত করতে পারেন না, এটা আমাদের মনে হয় না। কারণ শ্রীমতী যখন হাস্যনাট্যে অভিনয় করেন, তখন তো তাঁর কণ্ঠে এতটা অতিরিক্ত সুরের প্রাধান্য দেখি না! এক শ্রেণীর ভূমিকায় যা সম্ভব, অন্য শ্রেণীর ভূমিকাতেও তা সম্ভব হবে না কেন?

•

পিয়ারীর ভূমিকায় শ্রীমতী আঙ্গুরবালার অভিনয় নিন্দাযোগ্য হয় নি। যদিও তাঁর ভঙ্গি স্থানে স্থানে পরুষ হয়ে উঠেছিল, তবু এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, দিনে দিনে তাঁর অভিনয় উন্নত হ'য়ে উঠছে। আর, তাঁর গান? বহু-প্রশংসিতের নূতন ক'রে কি আর প্রশংসা করব জানি না, এবং সে চেষ্টা না ক'রে খালি এইটুকুই বলতে চাই যে, পিয়ারীর গান শুনে কান আমাদের জুড়িয়ে গেছে, প্রাণ আমাদের মোহিত হয়েছে!

•

সুবদনার ভূমিকায় শ্রীমতী রেণুবালার নাচ-গান এবং বিশেষ ক'রে অভিনয় হয়েছে সুন্দর, অতি সুন্দর! নাটকের গুরুগম্ভীর ভাবধারার ভিতরে লীলাচঞ্চল সূর্য্যকরের মত এসে শ্রীমতী রেণু আমাদের মনকে লঘু পুলকে পরিপূর ক'রে তুলেছিলেন। আমাদের মতে, এই ভূমিকাটিই হচ্ছে তাঁর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমিকা।

•

দৃশ্যপটগুলি মনোরম এবং বিশেষ ভাবে "নদীকূল" ও "নূতন মন্দিরে"র দৃশ্য প্রত্যেক দর্শকের কণ্ঠে প্রশংসাধ্বনি জাগ্রৎ ক'রে তুলেছিল। এই দুখানি পট শিল্পী পরেশচন্দ্রের তুলিকারই যোগ্য হয়েছে। সখীদের নাচ অল্পের ভিতরে সুন্দর। কিন্তু কবি ও পিয়ারীর গানের সুরের সঙ্গে সখীদের গানের সুর ঠিক সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে নি। সখীদের গানের সুরের ভঙ্গি বা 'ষ্টাইল' হয়েছে অন্য ধরণের।

*

কিছুমাত্র অত্যুক্তি না ক'রে আমরা নিজেদের সাধ্যমত "সত্যের সন্ধানে"র চুল-চেরা বিচার করলুম। বিচার-শেষে এটুকু অনায়াসেই বলতে পারি যে,"সত্যের সন্ধানে"র গুণের ভাগ তার ছোটখাটো সমস্ত ত্রুটিকেই ঢাকা দিয়ে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। মিনার্ভার এবারকার আয়োজনের ভিতরে সর্ব্বপ্রধান আনন্দকর হয়েছে এইগুলি :—১। নাটকের আখ্যান। ২। কৃষ্ণচন্দ্র ও আঙ্গুরবালার গান। ৩। শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সিংহ ও শ্রীমতী রেণুবালার অভিনয়। এবং এই তিনটি লোভনীয় ব্যাপারের পরে দর্শকদের নিশ্চয়ই আরো-কিছু প্রার্থনীয় থাকতে পারে না। "সত্যের সন্ধান" মিনার্ভাকে লাভবান এবং দর্শকদের অর্থব্যয় সার্থক করবে।

*

একটি আনকোরা গুজব বাজারের আশেপাশে উঁকিঝুঁকি মারছে। নাট্যমন্দির ও ষ্টারে নাকি মিলন হবে! অবশ্য 'মিলন' কথাটি এখানে এজন্যে ব্যবহার করছি না যে, নাট্যমন্দির ও ষ্টারের সঙ্গে এতদিন শত্রুতা ছিল, এইবারে তাঁদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হ'ল। এ মিলন নূতন ধরণের। এবং আজ পর্য্যন্ত আর কখনো দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গালয়ের ভিতরে এ-রকম মিলনের স্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নি।

*

বন্দোবস্ত হবে নাকি এই ধরণের। যখন যে নাটকে দরকার হবে, তখন ষ্টারের শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমতী নীহারবালা প্রভৃতি নট-নটীরা নাট্য-মন্দিরে গিয়ে সেখানকার শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করবেন; আবার নাট্যমন্দিরের শিশিরকুমার, শ্রীমতী চারুশীলা, শ্রীমতী প্রভা ও শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী প্রভৃতি নট-নটীরা ষ্টারে গিয়ে সেখানকার শিল্পীদের সঙ্গে রঙ্গাবতরণ করবেন! এটা কি একটা অভাব্য যোগাযোগ নয়?

*

এই সম্পর্কে আমরা আরো যে সব ব্যবস্থার কথা শুনেছি, তা এখানে প্রকাশ করবার সময় হয় নি। অবশ্য এও ব'লে রাখা দরকার মনে করছি যে, এই মিলনের ব্যবস্থা এখনো পাকাপাকি হয় নি। এবং আমরা কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকেও কোন খবর পাই নি। সুতরাং এ গুজব যে বাজে নয়, তাই বা কেমন ক'রে বলি? তবে পাঠকরা নূতন খবর শুনতে চান, তাই গুজবটির উল্লেখ করলুম। কারণ অনেক সময়ে যা রটে তা বটে!

*

কিন্তু এই মধুর মিলন সত্যই যদি সম্ভব হয়। অবশ্য তাহ'লে লাভবান হবেন কে—নাট্যমন্দির, না ষ্টার—তা আমরা জানিনা এবং জানলেও বলব না, কিন্তু এই মিলনে রসিকের চিত্ত আনন্দের সপ্তম-স্বর্গে আরোহণ করবে। কারণ এ-রকম সংহতির ফলে যে-কোন উচ্চশ্রেণীর নাটক নির্দ্দোষরূপে অভিনীত হবার সম্ভাবনা। নাট্যমন্দিরের প্রতিভা এবং ষ্টারের শক্তি একত্র হ'লে কলকাতা সহর নাট্যামোদীর অপূর্ব্ব তীর্থে পরিণত হবে। অতএব লাভালাভের দিক থেকে বলছি না, আর্টের দিক থেকেই বলছি, এমন মিলন "সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান!"

*

নাট্যমন্দির আগামী বুধবারে বহুদিনপূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত "হাসুনোহ'না" নামে গীতিনাট্য খুলবেন।

*

আপনার অথবা আমার মনোমত স্থানে যদি নিজের ও আত্মীয়দের সুন্দর ফোটো তুলতে চান তবে বড়বাজার ফোন নং ২১৫৭এ কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের নিকট কিম্বা ২৭ নং পটলডাঙ্গায় অনুসন্ধান করুণ।

চলচ্চিত্রে শীঘ্রই "কেলোর কীর্ত্তি" দেখানো হবে।

*

আপনারা একটা coincidence লক্ষ্য করেছেন? কলকাতার চারটি রঙ্গালয়েই এখন চট্টোপাধ্যায়ের প্রাধান্য? নাট্যমন্দিরে শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের "ষোড়শী"। ষ্টারেও শরৎবাবুর "রমা"। মিনার্ভায় শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায়ের "সত্যের সন্ধান"। এবং মনোমোহনে শ্রীযুক্ত বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের "মীরাবাঈ"। চট্টো-বংশধরগণ অকস্মাৎ এতখানি জাগ্রৎ হয়ে উঠলেন কেন?

*

ইংরেজ অভিনেত্রী এলেন টেরি সম্বন্ধে "ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের" ইংরেজ সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয় 'স্তম্ভে' লিখেছেন "She made her first appearance at the Princess's Theatre in London, in the part of Shepherd's Son in A Winter's Tale."—বলা বাহুল্য, এইটুকুর ভিতরেই মাতব্বর সম্পাদক-মশাই স্বদেশী অভিনেত্রীরই কথা বলতে গিয়ে দু-দুটি ভুল তথ্য প্রকাশ করেছেন!

*

আসছে কাল শনিবার 'উৎকেন্দ্র'-সমিতি, চিকিৎসা-সঙ্কটের অভিনয় করবেন। স্থানান্তরে বিজ্ঞাপন দেখুন। আমরা অসঙ্কোচে মত প্রকাশ করতে পারি যে, যাঁরা সমিতির এই অভিনয় দেখবেন না, তাঁরা একটি যথার্থ উপভোগ্য আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই অভিনয়ের আসরে তিল ধারণের ঠাঁই থাকবে না।

গান

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আমার ছোট মনের কথা, লুকিয়ে থেকোনা—
কাঠ-মল্লিকা ফুলের মতন সুবাস ঢেকোনা!

*

আকার ধরো, গোপনচারী!
আমার আকুল নয়ন-ঝারি
এই ভুবনের মরুভূমে শূন্য রেখোনা!

*

ভাব-সায়রের কূলে কূলে বালু-কণায় জগৎ জাগে,
সেইখানেতে অসীম রূপে দাঁড়াও তুমি আঁখির আগে!

*

দিক-হারানো বিশালতায়
নাচো তৃণ-কুসুম-হিয়ায়,
সূর্য্যালোকে অন্ধকারের স্বপ্ন দেখোনা!

*

অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিত আয়োজন।
আগামী ২২শে সেপ্‌টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৭টায়ঃ—

পূর্ণ থিয়েটার

(ভবানীপুর)

বঙ্গের প্রথিতযশা অভিনেতা ও অভিনেত্রী সম্মিলনে

শ্রীসন্তোষকুমার দাস প্রণীত

নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক

"দণ্ডকারণ্যে"

এবং তৎসহ সুমধুর অপেরা

উজ্জ্বলে—মধুরে

বিস্তারিত বিবরণ হ্যাণ্ডবিলে দেখুন।

চিত্রনাটের রূপকথা

'সোহাগের একটী রাত' (A Night of Love) যতো ভালো হবে আশা কোরেছিলুম, ততো হয়নি। ওর আখ্যানভাগ মামুলি, ওতে অভিনেয় ব্যাপারও খুব উঁচুদরের নেই। জন্ ব্যারিমোর আর ডগ্লাস্ ফেয়ার-ব্যাঙ্ক্সকে একসঙ্গে কোর্‌লে যা হয় ছবিটির অভিনয় তাই। রোনাল্ড্ কোল্‌ম্যান আর ভিল্মা ব্যাঙ্কির ছবি শ্রেষ্ঠতর হবে ভেবেছিলুম।

*

এর চেয়ে ভালো ছবি পিকচার প্যালেসের 'সোনার বিছানা' (The Golden Bed) আর পার্লের 'মিষ্টি রোজি ও' গ্রেডি' (Sweet Rosie O'Grady)। আগেরটিতে নায়িকার অংশে শ্রীমতী লিলিয়ান রিয়ের অভিনয় খুব ভালো, বিশেষতঃ অবস্থা বিপর্য্যয়ের পরের অবস্থার অভিনয়। নায়ক ও সহ-নায়িকার অংশে শ্রীযুক্ত রড্ লা রকে ও শ্রীমতী ডেরা রেনল্ড্‌সের অভিনয়ও বেশ চমৎকার—গল্পটিও খুব জমাট্।

*

রোজি ও' গ্রেডিতে নায়িকার অংশে শ্রীমতী শার্লি মেসন এবং খুড়ো খাপিরোর অংশে শ্রীযুক্ত এ্যালিন ওয়ারেনের অভিনয় খুব সুন্দর। শিশুর অংশে জ্যাকি কোগ্‌স্‌ও মনোমদ অভিনয় কোরেছে। শ্রীমতী মেসন তিন বছর থেকে চলচ্চিত্রে অভিনয় কোর্‌ছেন। তাঁর দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুটেরও কম, তিনি খুব ভালো টেনিস খেল্‌তে পারেন, তাঁর ওজন একমন আট সের। তাঁর বোন্ শ্রীমতী ভায়োলা ডানাও চলচ্চিত্রের একজন বিশিষ্টা অভিনেত্রী। এর আখ্যানভাগটি ভালো, হাস্যি-অশ্রুতে উজ্জ্বল।

*

পিক্‌চার হাউসের 'মাঝরাতের গোলাপ'-এ, (The Midnight Rose) নায়ক ও নায়িকার অংশে অভিনয় কোরেছেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত কেনেথ হার্‌লান ও শ্রীমতী লিয়া ডি পাটি। নায়কের অভিনয় ভালোই হোয়েছে। কিন্তু শ্রীমতী পাট্টির যে অভিনয় আমরা 'ড্যারায়েটি'তে দেখেছিলুম, তেমন আর দেখলুম না।

*

ইউনিভার্স্যাল চিত্রসঙ্ঘের কর্ত্তা শ্রীযুক্ত কার্ল লেম্‌লের ভাইঝী শ্রীমতী বেথ্ লেম্‌ল চিত্রজগতে পুরোদস্তরই এলেন। শ্রীমতীর বয়েস ষোল বছর। দুবছর আগে তাঁকে চলচ্ছবিতে ভালো কাজ দেবার কথা হোয়েছিল অর্থাৎ বড়ো ভূমিকায় অভিনয় কোরতে। কিন্তু শ্রীমতী বলেন চিত্রসঙ্ঘের কর্ত্তার ভাইঝি বোলে তিনি খাতির পেতে চান্‌না, নিজের কৃতিত্বে বড় হোতে চান। তাঁর কথা আজ ফ'লেছে।

'সদ্যোবিবাহিত' (Just married) একখানি নোতুন ছবির নাম। এতে শ্রীমতী রুথ টেলার, শ্রীযুক্ত হ্যারিসন ফোর্ড ও জেমস্ হল্ একসঙ্গে অভিনয় কোরেছেন।

*

শ্রীযুক্ত ক্লাইড্ ব্রুক্ ও শ্রীমতী এভ্‌লিন ব্রেণ্ট 'হস্তক্ষেপ' (Interference) বোলে একখানি ছবিতে স্বামী ও স্ত্রীর ভূমিকায় নামছেন। রঙ্গমঞ্চে এই নাটকখানি যেমন জনপ্রিয় হোয়েছে, চিত্রনাট্যেও সেইরকম হবে, সকলে আশা কোরেছেন।

*

'এর পর কি?' একখানি ভারি মজার বিলাতী ছবি। শ্রীমতী পলিন জন্‌সন্ এতে প্রধান স্ত্রী-ভূমিকায় উৎকৃষ্ট অভিনয় কোরেছেন।

—গি—

হ্যামলেটের মাম্‌লেট

শ্রী——

এক ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়ের অভিনয়। নাটক "হ্যামলেট"—হিন্দুস্থানী ভাষায়! বর্ম্মা মুলুক—চীনে ও মালয়ী দর্শকই গুণ্‌তিতে বেশী। কাঠের তক্তা বেঁধে তিন সার দামী আসন—"ষ্টল"—তৈরি হয়েছে; সামনের সারিটির মাঝখানে জনতিনেক চীনে মহাজন ঝল্‌ঝলে পাজামায় অঙ্গ ঢেকে সগৌরবে বিরাজ করছিলেন। মধ্যের তক্তাটি জনহীন। তৃতীয়টীতে দুটী শ্বেতাঙ্গ জাহাজ-যাত্রী;—সমুদ্রের ঝড়-ঝাপটায় অবসন্ন দেহটাকে খানিকটা চাঙ্গা ক'রে নেবার জন্যে 'মহাকবি'র বই দেখতে উপস্থিত। তাঁদের শুভাগমনের দ্বিতীয় কারণ, তাঁরা খাস-ইংরেজীতে বিজ্ঞাপন দেখেছিলেন,—"নাটকখানি অত্যন্ত করুণ ও মর্ম্মভেদী বলিয়া, ইহাতে হাল্কা রস পরিবেশনের জন্যে হ্যামলেটের অনুচর, বিড়াল-রূপী 'গোবো' নামে এক নূতন চরিত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। হাসির হর্‌রায় ডুবিয়া যাইবেন!" আগেকার পাঁচটি মান্য-গণ্য দর্শক ছাড়া বাকি সব মহাপ্রভু সামনে 'আসনের সেরা আসন' মাটীর ওপর ব'সে পরমানন্দে তাম্বুল-চর্ব্বণ করছিলেন।

"চিকিৎসা-সঙ্কট" অভিনয়

বীরনগর (নদীয়া) পল্লিমণ্ডলির ম্যালেরিয়া নিবারণ-কার্য্যের সাহায্যকল্পে, যশস্বী চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনের নেতৃত্বে, "উৎকেন্দ্র" সমিতির সভ্যগণ ১৮ই আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যা ৭টার সময় "ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে" চিকিৎসা-সঙ্কট অভিনয় করিবেন। এই অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠ-পোষকতা করিবেন—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার পি-সি-রায়, হাইকোর্টের জজ—সার সি-সি-ঘোষ, বি-বি-ঘোষ ও এম-এন-মুখার্জ্জী এবং সার নীলরতন সরকার, ডাঃ কার্লস বেণ্টলি ও নবাবজাদা এ-অফ-এম আবদুল আলী।

বিখ্যাত বংশীবাদক, প্রফেসার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সমস্ত গানের সহিত সঙ্গত করিবেন।

প্রবেশ-দক্ষিণা—৫৲, ৩৲, ২, ১৲

প্রাপ্তিস্থান:—এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স

৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কার ও মহলানবিশ,—চৌরঙ্গী, কলিকাতা।

ইলেক্‌ট্রো-আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭টি ঔষধ

পকেট কেসসহ—মূল্য পুস্তকসহ ৪।০

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়

বিনামূল্যের চিকিৎসা-প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন

ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

অভিনয়, যাকে বলে, একেবারে চমৎকার! "গোবো-বিড়াল" ছায়ার মত "হ্যামলেট"কে অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর অভিনয়-ভঙ্গীর সরস অনুকরণ ক'রে দর্শকদের দুশো মজার কারণ হ'য়ে উঠেছিল! ইংরেজ দুজনও কম আমোদ পাচ্ছিলেন না; প্রয়োগ-কর্ত্তার উর্ব্বর-মস্তিষ্ক থেকে প্রয়োগ-শিল্পের কি বিচিত্র নমুনার আবির্ভাব হ'তে পারে, এবং তারই ঘূর্ণীপাকে প'ড়ে কেমন ক'রে গুরু-গম্ভীর বিষম ট্রাজেডি উৎকট প্রহসনে রূপান্তরিত হ'তে পারে, তাই নির্নিমেষনেত্রে প্রত্যক্ষ ক'রে ধন্য হ'য়ে যাচ্ছিলেন। একবার "গোবো"-চন্দ্র আতিশয্যের ফলে অন্যমনস্ক হ'য়ে "হ্যামলেটে"র পিছন-দিকের লম্বমান পোষাকের ওপর উঠে পড়লেন; প্রভু-বেচারীকে হাতের উল্টো-পিঠ দিয়ে তার মুখে এক চড় কষিয়ে তাকে সতর্ক ক'রে দিতে হ'ল।

তারপর "হ্যামলেট" যখন তার সেই চির-পুরাতন স্বগতোক্তি করতে ব্যস্ত ছিল তার বিশ্বস্ত অনুচর তখন মেজের উপর ব'সে প'ড়ে খানিকটা গা চুলকে নিচ্ছিল। এবং ইংরেজ দুটীও পরস্পরের গা ঠেলে অভিনয়ের অদ্ভুতরস পরিপাক করবার চেষ্টা করছিলেন।

এমন সময় একেবারে 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত'! ইতিমধ্যে একজন ইংরেজ জাহাজ-কর্ম্মচারী অভিনয়ের নূতনত্ব উপভোগ করবার জন্যে মহা উৎসাহভরে মাঞ্চের তক্তাখানির ওপর এসে বসেছিলেন। নাটকের হাঙ্কারসের সুর বেশ নরম হ'য়ে এসেছিল, কেননা সেটা হচ্ছে সমাধি-ভূমির দৃশ্য। "হ্যামলেট" যখন মাথার খুলি নিয়ে খেলছিলেন, তাঁর 'বিড়াল-ভৃত্য'টী তখন মস্তক-চর্ব্বণের লোভে জিহ্বা-লেহন করছিলেন। এমন সময় ইংরেজ-বন্ধুদ্বয়ের একজনের নজরে পড়ল, নবাগন্তুক জাহাজ-কর্ম্মচারীটি অতি সন্তর্পণে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠলেন এবং তাঁর কোমর থেকে চামড়ার বেলটটী খুলে নিয়ে, সেটী প্রথম তক্তায় উপবিষ্ট চীনে মহাজন তিনটীর একজনের মাথা লক্ষ্য ক'রে ওঠালেন। তিনি নাকি চীনে মহাজনের মাথার উপরে একটি ফড়িং জাতীয় জীব বিচরণ করতে দেখেছেন!

যেই চড়াং ক'রে সশব্দে চীনেম্যানটির মাথায় বেলটটী পড়ল, অমনি তড়াং ক'রে এক লাফে 'গোবোচন্দ্রের' উইংসের পিছনে অন্তর্ধান! সঙ্গে সঙ্গে আলোর তিরোভাব ও নরুকে-কীর্ত্তনের পালা সুরু। ইংরেজ বন্ধুদ্বয় গাঁট-কাটার ভয়ে যথোচিত বেগে বাইরে এসে প'ড়েই সেই 'সেলার' মহোদয়কে দেখতে পেলেন;—হাসির চোটে তখন তার নাড়ি-ভুঁড়ি ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ইংরেজ-দু'টী ও-রকম অন্যায়ভাবে অসময়ে যবনিকা-পাতনের জন্যে সেলারটীর আচরণের প্রতিবাদ করতে গেলেন। ভদ্রলোক বেচারী নিজের দোষ-স্খালনের জন্যে প্রাণপণে হাসি চেপে রেখে বললেন, "কি করব? আমি ওরকম একটা বীভৎস পোকা দেখতে পেয়েই তাকে তাড়াতে গিয়েছিলুম; আমার কি দোষ?" ব'লেই আবার হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

ইংরেজ-বন্ধু দু'জনের একজন আর একজনকে বললেন, "কি বন্ধু, কেমন হ্যামলেটের মামলেট দেখলে?"

এলেন টেরী

—:০:—

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

'ভারতের কালিদাস জগতের তুমি'। যে-অমর কবিকে লক্ষ্য ক'রে এই ক'টা কথা লেখা হয়েছে, তাঁর চির-অম্লান নাট্য-কুসুমগুলির সঙ্গে যে-সব অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম রসিকদের মনে জেগে ওঠে, ডেম এলেন টেরী হচ্ছেন তাঁদেরি একজন।

সেই এলেন টেরীর তিরোধান! উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে যাঁর নাম রঙ্গালয়-দর্শকের জপমালা হ'য়ে উঠেছিল, মর্ত্ত্যের যে মানবী-নটী নিজের ঐন্দ্রজালিক কলাকারুতে মানুষের চোখের সামনে স্বপ্নলোকের অমরাবতী গ'ড়ে তুলেছিলেন, 'শত শত জয়-পত্র গাঁথা ছিল যাঁর ছত্রতলে,' যে মহিমান্বিতার গুনগানে ইংলণ্ড মুখর হয়ে পড়েছিল, সেই জনগন চিত্ত-হারিণী রঙ্গরাণী এলেন টেরী আর ইহ-জগতে নেই—মাটির রাজ্য ছেড়ে তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন, মানুষের চিত্ত-মাঝে শ্বেতশতদলের মত সাগৌরবে ভবিষ্যতে বিরাজ করবার পূর্ণ অধিকার লাভ ক'রে।

গেল ২১শে জুলাই টেন্‌টারডেনে তাঁর নিজের বাড়িতে টেরীর মৃত্যু হয়েছে; হঠাৎ হৃদ্‌রোগাক্রান্ত হ'য়ে তিনি মাত্র দু'টি দিন ভুগেছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল আশী। শান্ত গম্ভীর নীরবতার মধ্যে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে; কারণ তাঁর শেষ অনুরোধ ছিল—

"No funeral gloom, dears, when I am gone, no corpse-grazings, tears, black raimen, or grveyard grimness."

এলেন টেরীর বিচিত্র জীবনকথা নতুন ক'রে আর কাউকে লিখতে হবে না। তাঁর শেষ-জীবনের কর্ম্মব্যস্ততাহীন অধ্যায়ের কয়েক বৎসর ছাড়া বাকী সমস্তটাই তিনি নিজে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন তাঁর "The Story of My Life" নামক সুবিখ্যাত পুস্তকে। বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে, হাচিন্‌সন কোম্পানীর দ্বারা।

এলেন টেরী জন্ম-অভিনেত্রী—রঙ্গমঞ্চের উপরেই তিনি লালিত-পালিত

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতায় অতুলনীয়!

তাঁর মা-বাপও ছিলেন রঙ্গজীবী। সেক্সপীয়ারের আবাসস্থল পুণ্যভূমি ষ্ট্রাটফোর্ড-অন্-অ্যাভনের কাছে কভেন্ট্রি নগরীতে যখন তাঁরা অভিনয়-উদ্দেশ্যে যান, সেই সময় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে টেরী ভূমিষ্ঠ হন। টেরী-বংশের অনেকেই নিজের নিজের আজন্ম ভালবাসায় ও অনুপম দানৈশ্বর্য্যে বিলাতী রঙ্গালয়কে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করতে সাহায্য ক'রে গেছেন এবং এখনও করছেন। টেরীর জন্মকালে এ বংশের দশ-বারো জন রঙ্গালয়ের সঙ্গে-সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর মায়ের সবসমেত এগারোটী ছেলেমেয়ে হয়েছিল--তার মধ্যে দুজন শিশু-অবস্থাতেই মারা পড়ে। টেরীর ভাইবোনদের মধ্যে সব চেয়ে বড় হচ্ছেন কেট—অভিনেত্রী হিসাবে এককালে যিনি নাম করেছিলেন প্রচুর। এলেন মা-বাপের তৃতীয় সন্তান। এলেনদের ছ'জন রঙ্গমঞ্চে যোগ দিয়েছিলেন। কেট, এলেন, মেরিয়ন, ফ্লোরেন্স এই চার বোন ও ছোট ভাই ফ্রেড—সবাই নাট্যশিল্পী হিসাবে অল্প-বিস্তর নাম কিনেছেন।

এলেন টেরীর অভিনেত্রী-জীবন আরম্ভ হয় মাত্র আট বৎসর বয়সে। "কীন-দম্পতি" পরিচালিত লণ্ডনের প্রিন্সেস থিয়েটারে সেক্সপীয়ারের "দি উইণ্টার্স টেল" নাটকে রাজকুমার ম্যামিলিয়াসের ভূমিকায় তিনি প্রথম রঙ্গাবতরণ করেন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তারিখে। এটা এলেনের জীবনের এক স্মরণীয় দিন; কেন না সে-রাত্রে দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী, প্রিন্স আলবার্ট ও রাজদুহিতা। এলেনের পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভগিনী কেটও এই নাটকে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এলেন নিজে এই দিনের কথা উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—"To act for the first time in Shakespeare, in a theatre where my sister had already done something for our name, and before royalty, was surely a good beginning!" এলেনের এই অভিনয়-প্রসঙ্গে সে বছর ১লা মে তারিখের "The Times" পত্র লিখেছেন :—".....vivacious and precocious Ellen .....a worthy relative of Kate Terry....." এর এক ভূমিকায় এলেন উপরপ্যুরি একশো' দুইরাত্রি অভিনয় করেন—একরাত্রিও কোনও কারণে অনুপস্থিত থাকেননি। এর পর "এ মিড সামার নাইট্স ড্রিম" নাটকের পাক্-এর ভূমিকায় তিনি দ্বিতীয় বার নতুন ক'রে দর্শকদের অভিবাদন করেন—বইখানি একাদিক্রমে আড়াইশো' রাত্রি চলেছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে "কিং জনের" প্রিন্স আর্থার বেশে অভিনয় ক'রে এলেন অপর্য্যাপ্ত সুনাম অর্জ্জন করেন। ১৮৬০ সালে কীন-কম্পতি যখন প্রিন্সেস থিয়েটারের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিলেন, এলেন টেরীও তখন ঐ থিয়েটারের সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।

এলেনের পিতার একটি ভ্রাম্যমান অভিনেতৃ-সম্প্রদায় ছিল। ১৮৬০ এর মাঝামাঝি থেকে ১৮৬১ পর্য্যন্ত এলেন ঐ সম্প্রদায়ে নানা বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এর পর এলেন তাঁর বাপের সঙ্গে লণ্ডনে এসে Madame Albina de Rhonaর কাছে যান—তিনি তখন Royalty Theatreএর কর্ত্রী। এই Royalty Theatreএ থাকতেই এলেন প্রথম শ্রীযুক্ত কেণ্ডালের সঙ্গে অভিনয় করবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এখানে ১৮৬২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বহু নাটক-নাটিকায় অভিনয় করবার পর এলেন ব্রিষ্টলে গিয়ে একটি ষ্টক কোম্পানীতে যোগদান করেন। এই ষ্টক কোম্পানী জিনিষটা কি' তা' এখানে বলা দরকার। এলেন টেরীর নিজের ভাষাতে "A stock company is a company of actors and actresses brought together by the manager of a provincial theatre to support a leading actor or actress—'a star'... from London." এই রকম সম্প্রদায়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবন যথেষ্ট রকম দুর্ব্বহ ও কষ্টকর হ'য়ে পড়লেও এখানে শিক্ষা হ'ত প্রচুর এবং সেই শিক্ষার দৌলতেই হেনরী আর্ভিং, ওয়াইণ্ডহাম, হেয়ার, শ্রীমতী কেণ্ডাল, শ্রীমতী ব্যাঙ্ক্রফ্ট ও টেরী-ভগ্নিদের মত নাটুয়াদের জন্ম। এলেন যে-দলে নাম লিখিয়েছিলেন, তার অধিকারীর নাম ছিল Chute। এখানে প্রথমেই তাঁকে এক প্রহসনে অভিনয় করতে বলা হয়। এলেন অধ্যক্ষকে জানান যে, তিনি নাচতে বা গাইতে জানেন না। অধ্যক্ষের কাছ থেকে সহজ সরল সংক্ষিপ্ত উত্তর এসেছিল, "জানতে হবে"—ব্যস, এবং তিনি সত্যিই 'জেনেও' ছিলেন। ১৮৬৩ সালের মাঝে Mr. Chute যখন Theatre Royal (Bath) খোলেন, তখন তার প্রথম বই "A Midsummer Night's Dream"এ Titeniaর ভূমিকা অভিনয় করবার পরই এলেন টেরী লণ্ডনের Haymarket Theatreএ যোগদান করেন।—শ্রীযুত J. B. Buckstone তখন ছিলেন এর অধ্যক্ষ। এই সময়ে হঠাৎ তাঁর ভাগ্যে সেক্সপীয়ারের নাটকের এক প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ এসে পড়ে। ১৮৬৩র জুন মাসে প্রিন্সেস থিয়েটারে Walter Montgomery নামে একজন অভিনেতা "Othello"র এক ম্যাটিনী অভিনয়ের আয়োজন করেন; তাঁর একটী Desdemonaর দরকার হয়ে পড়ায় তিনি এলেনকে ঐ ভূমিকা নিতে অনুরোধ করেন। এলেন টেরী স্বীকৃত হন ও মাত্র দুদিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে ঐ কঠিন চরিত্রের অভিনয় ক'রে আসেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনেরো!

এই Haymarket Theateএ যখন "The American Cousin" ব'লে একখানা বই চলছিল, সেই সময়ের মাঝামাঝি ১৮৬৪ সালে এলেন

এবার পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার—
গরদের ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

২৲ টাকা মাত্র বায়না লইয়া অর্ডার বুক করা হইতেছে। পূজার ৩ সপ্তাহ আগে ডেলিভারী পাইবেন। ১৫ই ভাদ্র পর্য্যন্ত অর্ডার বুক করা হইবে। কাল বিলম্ব না করিয়া আমাদের

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

অসংখ্য প্রকার সুন্দর সুন্দর ডিজাইন ও রংএর নমুনা দেখিয়া অর্ডার বুক করাইয়া লউন। ভিঃ পিঃতে মাল পাঠান হইবে। বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র ব্যবহার করুন।

২০৬নংকর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

টেরী হঠাৎ রঙ্গমঞ্চের মায়া কাটিয়ে চ'লে যান—বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুত George Frederick Wattsকে বিবাহ ক'রে তাঁর সঙ্গে নীরব শান্ত দাম্পত্য জীবন যাপন করবার জন্যে। মাত্র ষোল বছর বয়সে ছ'চল্লিশ বছরের স্বামীকে পেয়ে এলেনের আনন্দ উপচে উঠেছিল এবং Wattএর Little Holland House"টিতে Gladstone, Disraeli, Tennyson, Browning প্রভৃতির মত প্রতিভার ঘন ঘন সাহচর্য্য পেয়ে ও বহু বুদ্ধিমতী সূক্ষ্ম কলাজ্ঞান ও রুচি সম্পন্ন সুন্দরীর সঙ্গে এলেন বিস্মিত, চমৎকৃত, ও বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন। এই সময়ে এলেনের দুটী সন্তান হয়—একটি এডি, আর একটি টেডি। এই এডিই হচ্ছেন বিখ্যাত অভিনেত্রী এডিথ ক্রেগ, আর টেডি হলেন নাট্য-জগতে প্রসিদ্ধনামা প্রয়োগশিল্পী শ্রীযুক্ত গর্ডন ক্রেগ। এলেনের সুখস্বপ্ন কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। যেমন হঠাৎ তাঁর বিবাহ হয়েছিল, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তেমনি হঠাৎ সে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়। এলেন বলেন, এর কারণ হচ্ছে "incompatibility of occupation"! বিবাহিত জীবনে তাঁর নাম হয় নেলী ওয়াট।

ভগ্নহৃদয় নিয়ে এলেন টেরী প্রায় বছর দুয়েক কাটিয়ে দেন। প্যারিসে কিছুদিন থেকে তিনি লণ্ডনে ফিরে আসেন ও ১৮৬৬র শেষাশেষি আবার রঙ্গালয়ে প্রবেশ করেন। এই সময় তাঁর প্রথম অভিনয় হচ্ছে "The Hunchback" নাটকে Helenএর ভূমিকা। ব্রিষ্টল ও অ্যাডেল্‌ফিতে কিছুদিন কেটের সঙ্গে অভিনয় করবার পর এলেন তাঁর বহুদিনের বন্ধু Tom Taylor লিখিত "The Antipodes" নাটকে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৮৬৭ সালের অক্টোবর মাসে Telbin Albert Moore গঠিত New Queen's Theatre (Long Acre) Alfred Wigans এর কর্ত্তৃত্বে খোলা হয়, তখন Wigansএর অনুরোধে এলেন টেরী এখানে যোগদান করে। এইখানেই তিনি চার্লস ওয়াইণ্ডহাম, লায়নেল ব্রাউ ও হেনরি আর্ভিংএর সঙ্গে অভিনয় করবার সুযোগ পান। ১৮৬৭ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে কিন্তু "The Taming of the Shrew"তে দুজনে অভিনয় করবার সময় আর্ভিং বা টেরি কেউই ভালো অভিনয় করতে পারেন নি এবং দুজনেরই মনে দুজন সম্বন্ধে বিশেষ কোন উচ্চ ধারণা ত' জাগেইনি, বরং উল্‌টো হয়েছিল। অথচ এই দুজনই পরবর্ত্তী জীবনে দীর্ঘকাল একসঙ্গে অভিনয় ক'রে Shakespearean actor and actress ব'লে সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন।

১৮৬৮ সাল পড়তেই এলেন টেরী আবার বছর-ছয়েকের মত রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৭৪ সালে লণ্ডন সহরে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে চার্লস রীডের দেখা হয়। চার্লস রীড তাঁকে নিভৃত-জীবন ত্যাগ ক'রে পুনরায় রঙ্গজগতে আবির্ভূত হবার জন্যে অনুরোধ করেন এবং তাঁর স্ব-লিখিত "The Wandering Heir" নাটকে Philippa Chesterএর ভূমিকা গ্রহণ করলে টেরীকে হপ্তায় চল্লিশ পাউণ্ডের চেয়ে বেশী পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হন। বহুকাল রঙ্গজগতের বাইরে থাকবার পর এলেন টেরী ঐ ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছেন শুনে রঙ্গরসিকদের মনে দস্তুরমত সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল, এবং কাগজে কাগজে বহু রকম স্তুতিলিপি বেরুতে আরম্ভ হয়েছিল। এরপর রীডের সঙ্গে কিছুদিন ভ্রাম্যমান দল নিয়ে ঘুরে যখন তাঁর আর্থিক অবস্থা শোচনীয়তার শেষ-ধাপে নেমে গিয়েছিল, সেই সময় "Prince of Wales Theatre"এর সে-সময়কার কর্ত্রী Mrs. Bancroft এসে তাঁকে "The Merchant of Venice"এর Portiaর ভূমিকার জন্যে মনোনীত করেন।

(আসছে বারে শেষ হবে)

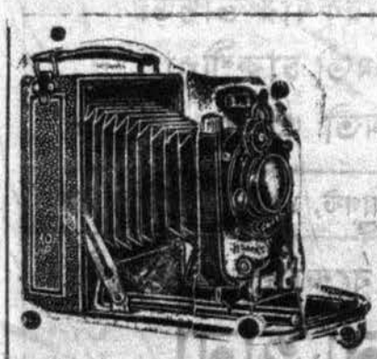
শ্রীমেঘনাদ গুপ্ত লিখিত

রাতের কলকাতা

সত্য কথা,—কিন্তু কাল্পনিক ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর, রহস্যময় ও চিত্তোত্তেজক। পড়তে সুরু করলে একাসনে শেষ করতেই হবে। দাম পাঁচসিকা।

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স

৯০।২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।



কোন্ ক্যামেরা কিনিলে ভাল ফোটো তোলা যায়, এ সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হয়ত আপনি জীবনের একটি আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

আপনার ফোটো, ফোটোগ্র্যাফির যাবতীয় সরঞ্জাম, অথবা ফোটগ্রাফি এবং সিনেম্যাটোগ্রাফি শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ।

ইহার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আমাদের নিকট আসিবেন। আমাদের আন্তরিকতা আপনার নতুন শিক্ষার পথকে সুগম করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিস

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮ ৭৪।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৪৮৭ বি.বি

নূতন নাটক! নূতন নাটক!!

শনিবার ২রা ভাদ্র মিনার্ভায় নূতন নাটক

সত্যের সন্ধানের

নাটকীয় আখ্যান ভাগের নূতনত্বে—পরিকল্পনার চমৎকারিত্বে—লোমহর্ষণ ঘটনাবলীর কৌশলময় সংস্থানে—বৈচিত্রময় তীব্র নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে—আর তাহার সহিত বঙ্গের শ্রেষ্ঠ দুইটী গায়ক এবং গায়িকার কণ্ঠনিঃসৃত

অপূর্ব্ব সঙ্গীত মাধুর্য্যে

সত্যের সন্ধান

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে যে ইন্দ্রজালময় নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার অপূর্ব্বত্ব উপভোগের বস্তু—বর্ণনার নহে।

শনিবার ১৮ই আগষ্ট, ২রা ভাদ্র, রাত্রি ৭॥ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৫টায়।

প্রেম ও ধর্ম্মমূলক নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

(মহাসমারোহে তৃতীয় ও চতুর্থ অভিনয়)

"সত্যের সন্ধান"—নাট্যজগতের অমূল্যমণি—এরূপ ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ অথচ উচ্চভাবময় নাটক রঙ্গমঞ্চে বহুকাল অভিনীত হয় নাই—একথা আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি।

"সত্যের সন্ধানে"—বিখ্যাত অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে এবং সুধাকণ্ঠি—শ্রীমতী আঙ্গুরবালার একত্র সমাবেশ—বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এ আয়োজন এই প্রথম!

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ১৮ই আগষ্ট, ২রা ভাদ্র, রাত্রি ৭॥ টায়

১। **আবুহোসেন**

আবু—শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী

দাই—শ্রীমতী চারুশীলা

২। **আলমগীর**

আলমগীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রবিবার ১৯শে আগষ্ট, ৩রা ভাদ্র, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। **ষোড়শী**

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। **শেষ-রক্ষা**

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

ক্ষ্যান্তমণি—শ্রীমতী চারুশীলা

ইন্দুমতি—শ্রীমতী প্রভা

আগামী বুধবার ২২শে আগষ্ট, ৬ই ভাদ্র রাত্রি ৭ টায়

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

হাসনো হানা

মহাসমারোহে প্রথম অভিনয় হইবে।

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়:—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ধর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ | সম্পাদক :— | ৮ইভাদ্র
১৫শ সংখ্যা | শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় | ১৩৩৫
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

নাট্য-জগৎ

—:*:—

ষ্টারের "রমা" দেখে এলুম। খুব ভালো বা মন্দ মনে হ'ল না।

*

"রমা"—নাটকত্ব বা অভিনয়ের দিক দিয়ে "ষোড়শী"র মতন স্মরণীয় হয়ে উঠতে পারে নি। তবে শরৎচন্দ্রের মানসকন্যা নাট্যজগতে একেবারে ব্যর্থ হওয়া সম্ভব নয়। যাঁরা দেখতে যাবেন, তাঁদের যে সম্পূর্ণ হতাশ ভাবে ফিরতে হবে, এ কথা বলবার সুযোগ নেই।

*

নাটকের আখ্যানভাগের ভিতরে পল্লী-সমাজের সাধারণ চিত্রের মাঝখানে পাওয়া যায় রমেশ, রমা ও জ্যাঠাইমার করুণ গল্পটি। পল্লীসমাজের দিকে রমেশের প্রাণের টান যত ভালো ক'রেই দেখানো হোক্ না কেন, নাটকের নাটকত্ব তার উপরে নির্ভর করে নি। রমেশ ও রমার পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির ভিতরেই নাটকের প্রাণ-পদার্থের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।



*

এবং পল্লীসমাজের যে দৃশ্য নাটকের মধ্যে দেখি, তাতে বিশেষ-কিছু নূতনত্বও পেলুম না। "পল্লীসমাজ" উপন্যাস পড়বার সময়েও এই কথা মনে হয়েছিল এবং এখনো এই কথাই মনে হচ্ছে। পল্লীসমাজের যে জাতীয় দুই মানুষগুলিকে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, বাংলা দেশের শত শত চলনসৈ নাটকে ও উপন্যাসে এর আগেই নানা নামের ভিতর দিয়ে বারম্বার তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়ে গেছে। আর্টের ক্ষেত্রে এ চরিত্রগুলি এখন অত্যন্ত খেলো ও সুলভ হয়ে পড়েছে। শরৎচন্দ্রের তুলিকার স্পর্শ পাবার যোগ্যতা তাদের নেই।

*

একে এই চিত্রে নূতনত্ব নেই, তার উপরে এইটেই নাটকের অধিকাংশ স্থান এমন ভাবে জুড়ে আছে যে, রমেশ, রমা ও জ্যাঠাইমার চরিত্র বিকাশের দিকে নাট্যকার উচিতমত মন দিতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানের খেলা দেখান এবং নায়ক-নায়িকার মনের সমস্ত খুঁটিনাটিকে বিশ্লেষণ ক'রে চোখের সামনে তুলে ধরেন। তার উপরে ঘটনার মধ্যেও নূতন সৃষ্টিকৌশল না থাকার দরুণ "রমা" নাট্যজগতে অসাধারণ স্থান অধিকার করতে পারবে না।

*

'নাচঘরে' এর আগে আমাদের প্রতিনিধি "রমা"র শেষ-দৃশ্য সম্বন্ধে বিরোধীমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু "ষোড়শী"র জীবানন্দের মতন রমাকেও যে শরৎবাবু হত্যা করেন নি, এটা তাঁর সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানেরই পরিচায়ক হয়েছে। "রমা"র শেষ-দৃশ্য আমাদের ভালো লেগেছে।

*

"রমা" যে "ষোড়শী"র মতন জ'মে ওঠে না, তার আর-একটা প্রধান কারণ "দেনা-পাওনা"র মতন "পল্লীসমাজে"রও মধ্যে নাটকীয় রস খুব বেশী মাত্রায় নেই। "পল্লীসমাজ" যে নাটকে পরিণত হ'তে পারে এ বিশ্বাস আমাদের আগেও ছিল না। এবং আমাদের বিশ্বাস যে ভ্রান্ত নয়, "রমা" দেখে তা আরো ভালো ক'রেই বুঝলুম।

*

"রমা"র অভিনয় সম্বন্ধে আমাদের প্রতিনিধি যা বলেছেন, তার সঙ্গে অনেক জায়গাতেই আমাদেরও মতের মিল আছে। কিন্তু জ্যাঠাইমার ভূমিকায় শ্রীমতী তারাসুন্দরীর অভিনয় আমাদের খুব ভালো লেগেছে। যদিও তাঁর আবৃত্তির মন্দগতি মাঝে মাঝে কাণে বাজছিল, তবু এই ভূমিকায় তিনি যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন সত্যই তা অপূর্ব্ব। এই পড়ন্ত বয়সেও শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেখিয়ে দিয়েছেন, ইচ্ছা করলে এখনো তিনি কি করতে পারেন! এবং মনোরঞ্জনবাবুর বেণীর ভূমিকাই বা আমাদের প্রতিনিধির ভালো লাগল না কেন, জানি না। বেণীর ভূমিকা খুব সহজ

IMPERIAL

ভূমিকা, তার 'ধারণা' করা কঠিন নয় এবং মনোরঞ্জনবাবুও তা পেরেছেন। তাঁর অভিনয়ও হয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং আবৃত্তিপদ্ধতিতেও কৃত্রিমতা নেই।

•

রমেশের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুর অভিনয় যে অনেকেরই মনের মত হচ্ছে না, তার কারণ বোধ হয় তিনটি। ১। উপন্যাস ছেড়ে নাটকে এসে রমেশ যেন রমার পাশে নিজের ঔজ্জ্বল্য কিছু কিছু হারিয়ে ফেলেছে। রমা প্রায়ই তাকে ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। (এবং এ দোষ অহীনবাবুর নয়।) ২। রমেশের প্রতি রমার চাপা প্রেম শ্রীমতী নীহারবালা এমন 'মেলো-ড্রামাটিক' ভাবে স্পষ্ট ক'রে তুলছিলেন যে, অহীনবাবুর অভিনয় তাতে আহত না হয়ে পারে না। (এবং এ দোষও অহীনবাবুর নয়।) ৩। অহীনবাবু নিজের আবৃত্তি-ভঙ্গীর ভিতরে আগাগোড়া একটি সঙ্গতি রাখতে পারেন নি। স্থানে স্থানে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই কথা কইছিলেন। আবার স্থানে স্থানে এমন একটা সুর তাঁর কণ্ঠকে আক্রমণ করছিল, "রমা"র মতন নাটকে যা লাগসৈ নয়। কিন্তু স্থলবিশেষে তাঁর অভিনয় যে শক্তিমান শিল্পীর উপযোগীই হচ্ছিল, এ কথাও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য।

•

পূর্ব্বোক্ত দোষটিকে বাদ দিলে শ্রীমতী নীহারবালার অভিনয়কে আমরা সুখ্যাতি করতে পারি। রমার ভূমিকায় তাঁকে বেশ মানিয়েছিল। ভাবভঙ্গিও তাঁর ভালো হয়েছে এবং কথাগুলিও তিনি দিব্যি গুছিয়ে বলতে পেরেছেন। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে যেখানে মস্তিষ্কের যোগ পাওয়া যাচ্ছিল না, সেখানে আমরা ষ্টারের অভিনয়-শিক্ষককে দায়ী করতে পারি।

•

গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ভৈরব আচার্য্য, বনমালী পাড়ুই ও আকবর প্রভৃতির মতন ভূমিকা বাংলা অনেক নাটকে এর আগে একাধিকবার দেখা গেছে। অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর অভিনেতারাও এই রকম চরিত্রগুলিতে সহজেই রূপ দিতে পারেন। ষ্টারের যে-সকল নট (যথাক্রমে প্রফুল্লবাবু, ননীবাবু, বিজয়বাবু ও মণীন্দ্রবাবু প্রভৃতি) এই সব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের আমরা নিম্নশ্রেণীর বলছি না, সত্যই তাঁদের অভিনয় হয়েছিল সুন্দর। ভৈরব আচার্য্যের প্রতি একটি নিবেদন আছে। রমেশের কবলগত হয়ে ছটফট করবার সময়ে তিনি নিজের পরোণের কাপড়খানি একটু সাম্‌লে রাখবার চেষ্টা করবেন।

•

একে তো কয়েকটি পাড়াগেঁয়ে সস্তা চরিত্রকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে নাট্যকার রমেশ ও রমার দিক থেকে দর্শকের চোখকে অনেক জায়গাতেই ফিরিয়ে এনেছেন, তার উপরে "তারকেশ্বরের গ্রাম্যপথে" তিনি আচম্বিতে এক খেলো প্রহসনের লীলা দেখিয়ে সূক্ষ্ম ভাবের ধারাবাহিকতাকে নির্দ্দয়রূপে বাধা দিয়েছেন। "রমা"র রস যাতে জমাট না বাঁধে, সে-পক্ষে নাট্যকার যেন কোনরকম চেষ্টারই ত্রুটি করেন নি! সমস্ত নাটকখানি দেখে সহজে বোঝা যায় না, নাট্যকারের প্রধান বক্তব্য বিষয় (বা theme) কি? পল্লীসমাজের অন্ধকারকে দেখানো? না রমা ও রমেশের জীবনের ট্রাজেডি ফুটানো? সম্ভবতঃ শেষোক্ত বিষয়টিই তাঁর আলোচ্য,—কারণ নাটকের নাম তিনি "পল্লীসমাজ" দেন নি, তাকে "রমা" নামেই পরিচিত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর উচিত ছিল, "পল্লীসমাজ" উপন্যাসের কথা ভুলে গিয়ে, গ্রাম্য দলাদলির ব্যাপারগুলো আরো সংক্ষিপ্ত ক'রে রমা ও রমেশের চরিত্র অধিকতর বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা। "রমা"কে তাহ'লে হয়তো "বোড়শী"র চেয়ে খারাপ লাগত না।

•

"রমা"র দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার দিকে ষ্টার থিয়েটার খুব বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন। সামাজিক নাটক অভিনয়ের জন্যে অন্যান্য রঙ্গালয় প্রায়ই এতখানি যত্নস্বীকার করেন না। "রমা"র দৃশ্যপট ও সজ্জা-কৌশলের প্রশংসা করছি। প্রত্যেক অঙ্কের শেষে কর্ত্তৃপক্ষ যেন ইচ্ছা ক'রেই অত্যন্ত বিলম্বের পরে যবনিকা তুলছিলেন। এর কারণ কি? "রমা" আকারে ছোট ব'লে কি কর্ত্তৃপক্ষ এই উপায়েই সময় পুরিয়ে নিতে চান? কারণ যাইই হোক, এই অযথা বিলম্বও নাটকের মাঝে মাঝে কম রসভঙ্গ করে নি।

•

শনিবারে 'য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে' উৎকেন্দ্র-সমিতির "চিকিৎসা-সঙ্কটে"র অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। অভিনয়লব্ধ অর্থ সাধারণ সৎকার্য্যে দান করা হবে। দেখলুম, আসর জনতায় পরিপূর্ণ। দান-ভাণ্ডার নিশ্চয়ই অপরিপূর্ণ নেই। অভিনয়ের ইতিহাস আগেই "নাচঘরে" দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমাদের মতামত সংক্ষেপেই বলব।

•

এই আয়োজনের কর্ণধার হচ্ছেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার সেন। পরশুরামের "চিকিৎসা-সঙ্কট" নামে সুন্দর গল্পটি অবলম্বন ক'রে তিনি এই নাটিকাখানি লিখেছেন। গল্পটিকে তিনি বেশ নিপুণভাবে সাজাতে পেরেছেন। অভিনেতাদের নাম:—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, (ভূতপূর্ব্ব 'বাঁশরী' সম্পাদক), শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (ঐতিহাসিক), শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, (কবি), শ্রীসত্যচরণ মজুমদার, শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্যিক), শ্রী শ্রীপতি দত্ত, শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ, শ্রীশচীন্দ্রকুমার মৈত্র, শ্রীরঙীন হালদার (সাহিত্যিক?), শ্রীদ্বিজেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিনয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র মুস্তাফি, শ্রীতারকনাথ রায় ও শ্রীকানাই সাহা। রঙ্গমঞ্চের রূপকার ছিলেন, শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীহিতেন্দ্রমোহন বসু—এঁরা দুজনও শিল্পী।

•

শ্রেষ্ঠ ভূমিকা নন্দদুলালের ভূমিকারই অভিনয় হয়েছিল শ্রেষ্ঠ। নরেনবাবুর ব্যবসা হচ্ছে ক্ষুধার্ত্তের উদরে অন্ন যোগানো। তারপর 'বাঁশরী' কাগজের জন্যেও তাঁর নাম অনেকেরই কাছে পরিচিত। কিন্তু তিনি যে নটচর্য্যাতেও এতটা সুপটু আগে তা কে জান্‌ত? নন্দদুলালের হাস্যরসপ্রধান ভূমিকাতে নামলে বড় বড় অভিনেতাও হয়তো অতি-অভিনয়ের লোভ সংবরণ করতে পারতেন না। কিন্তু এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নরেনবাবু যে শোভন সংযমের পরিচয় দিয়েছেন উচ্চকণ্ঠে তার প্রশংসা করতে হয়।

•

ডাক্তার তফাদার, হোমিওপ্যাথ নেপাল রায়, কবিরাজ ও হকিমের ভূমিকার অভিনয় দর্শকদের মধ্যে অশ্রান্ত হাস্যধ্বনি জাগ্রৎ করেছিল। লেডি-ডাক্তার ও মাড়োয়াড়িও বেশ। বঙ্কু, নিধু, গুপী ও ষষ্ঠির অভিনয়ও ভূমিকার উপযোগী হয়েছে। চারণ ও নিধুর গান ভালো লাগল।

•

কিন্তু গানের অংশ এই লঘুঘটনাপ্রধান দ্রুতগতি হাস্যনাট্যের পক্ষে বড় ভারি ও বিরোধী হয়ে গেছে। প্রতি দৃশ্যের পরেই যবনিকাপাতও নাটকের ক্রিয়াকে কম বাধা দেয় নি। 'বিচিত্রা'র আসরে "গোড়ায় গলদে"র অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চের উপরে যেমন পাশাপাশি দুটি দৃশ্য একসঙ্গে দেখানো হয়েছিল, এক্ষেত্রে সেইরকম কোন-একটা উপায় অবলম্বন করা উচিত ছিল। তবে রঙ্গমঞ্চের সজ্জা-পরিকল্পনায় কর্ত্তৃপক্ষের উন্নত রুচি ও কলাকুশলতা প্রকাশ পেয়েছে বটে।

•

গত রবিবার মিনার্ভায় "সত্যের সন্ধানে"র রসগ্রহণের জন্য যে বিপুল জনতার সমাবেশ হয়েছিল, তা দেখে এই নূতন নাটকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের নিশ্চয়ই আর কোন সন্দেহের কারণ নেই! নবীন নাট্যকারের

অদৃষ্টও সুপ্রসন্ন বলতে হবে। কারণ প্রথম আবির্ভাবেই এতখানি সাফল্য লাভ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে না। আশা করি তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তা দিনে দিনে আরো বেড়ে উঠবে। কারণ এখনি পথে-ঘাটে সকলেরই মুখে "সত্যের সন্ধানে"র সুখ্যাতি শুনছি এবং নিন্দা শুনলুম না একজনমাত্র লোকেরও মুখে!

•

এদেশে আগে ছোট ছোট প্রহসনের খুব আদর ছিল। এক-একখানি বড়, ভারি নাটকের পরে সেই-সব লঘু হাস্যকৌতুকের বন্দোবস্ত না থাকলে আগে দর্শকদের মন উঠত না এবং এমনি হাস্যকৌতুকের আয়োজন ক'রেই অমৃতলালের প্রতিভা স্থায়িত্বের আসন লাভ করেছে। রাজকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলকৃষ্ণ ও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি সকলেই এ-বিভাগে দর্শকদের আগ্রহ নিবারণের জন্যে অল্পবিস্তর চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু রঙ্গালয়ে সেই ছোটদের আর বড়-একটা দেখতে পাইনা কেন? লেখকদের অনিচ্ছা, রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তি, না দর্শকদের উদাসীনতা—আসল কারণ কি?

•

ঐ ছোটদের ভালোবাসি। তারা একঘণ্টাব্যাপী গৌরচন্দ্রিকা ও লম্বা-চওড়া বক্তৃতা করে না, গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে দর্শকদের আনন্দকে কমিয়ে বা দমিয়ে দেয় না, দীর্ঘকাল ধ'রে কারুর ধৈর্য্যকে চঞ্চল ক'রে তোলবার সুযোগ দেয় না,—এতটুকু প্রজাপতির মতন রঙিন আমোদে আমাদের কর্ম্মশ্রান্ত মনের সামনে অল্পক্ষণ চপল খেলা ক'রে চ'লে যায়! ঐ ছোটদের আবার নিয়মিত রূপে দেখলে খুসি হব।

•

কিন্তু কেবল ছোট ছোট চটুল প্রহসন কেন, গম্ভীর ভাবের এক বা দুই অঙ্কের নাটিকাও কেউ এখানে লেখেন না কেন? য়ুরোপ-আমেরিকায় এই ধরণের নাটিকার অত্যন্ত আদর এবং সেখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণও এইরকম ছোট ছোট নাটিকা লিখে দর্শকদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা ক'রে থাকেন। কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ে গম্ভীর ভাবের একাঙ্ক নাটক আজও অভিনীত হয় নি।

•

না-হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে, লেখকদের শক্তির অভাব এবং গড্ডরিকা-প্রবাহ ছেড়ে তাঁরা নূতন পথে চলতেও সাহস করেন না। সকলেই জানেন, চলনসৈ উপন্যাস লিখতে পারেন অনেকেই, কিন্তু আসল ছোটগল্প খুব কম লোকই লিখতে জানেন। উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভিতরে যে তফাৎ, মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের ভিতরে যে পার্থক্য, পঞ্চাঙ্ক ও একাঙ্ক নাটকের ভিতরেও তাই। এর মধ্যে বড় ভাবকে ছোট ক'রে আনতে হয় এবং ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের সন্ধান দিতে হয়। বড় নাটকে যেখানে ভাষাকে খেলিয়ে ও ফেলিয়ে তিন-চার পৃষ্ঠা বাক্যব্যয় ক'রে ফুটিয়ে তোলা যায়, সেখানে একাঙ্ক নাটিকায় একটিমাত্র ইঙ্গিতের দ্বারাই কাজ সারতে হয়। ভাষার উপরে বিশেষ দখল না থাকলে এবং গভীর ভাবের ভাবুক না হ'লে এ কাজে সফল হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এদিকে শক্তিপরীক্ষা করতে পারেন এমন সাহসী নাট্যকারের দেখা আজও পাওয়া যায় নি।

•

অল্পক্ষণে লোক হাসানো অপেক্ষাকৃত সহজ, তাই এদেশে ছোট প্রহসনের অভাব নেই। কিন্তু অল্পক্ষণের ভিতরে মানুষের চোখে জল আনা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কাজেই গম্ভীর একাঙ্কিকার অভাব। অবশ্য গিরিশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যকাররা যে চেষ্টা করলে ঐ কঠিন কাজটি সহজ ক'রে তুলতে পারতেন না, এমন কথাও বলি না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে চেষ্টা যে তাঁরা করেন নি এটাও খুব সত্যকথা। বাংলার নাট্যজগতে এখন নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির একান্ত অভাব, কাজেই প্রবীণরা যে-পন্থা অবলম্বন করেন নি, নবীনরা সেদিকে তাকাতেও বোধকরি ভয় পান! তাই তাঁরাও ধারে নয়, ভারেই কাটতে পারলে বর্ত্তে যান!

•

গেল বুধবারে নাট্যমন্দিরে "হাস্যনোহানা" খোলবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ তারিখ বদলে কর্ত্তৃপক্ষ "হাস্যনোহানা"র প্রথম অভিনয়ের দিন ধার্য্য করেছেন, আসছে শনিবারে। আমরা এ-রকম খামখেয়াল মোটেই উপভোগ করতে পারি না। একেবারে শেষ-মুহূর্ত্তেই কি কর্ত্তৃপক্ষের হুঁস্ হ'ল যে, হাস্যনোহানাকে 'অনুপম' ও অত্যুক্ত-মধুর' প্রভৃতি বিশেষণ তুলতে হবে! লোকের অসুবিধার কোন মূল্য নেই?

———

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

এবারের সব ছবিগুলিই ভালো। পিক্‌চার হাউসের 'বেরিয়ে-পড়া পাগল' (The Lunatic at Large) এবং পিক্‌চার প্যালেসের 'যুদ্ধক্ষেত্রে পথভ্রান্ত' (Lost at the Front) দু খানি ছবিই হাস্যরসোজ্জ্বল নাট্যের সুন্দর নিদর্শন। প্রথমটিতে শ্রীযুক্ত লিয়ন এরল এবং দ্বিতীয়টিতে যুগ্ম হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত জর্জ্জ সিত্‌নি ও চার্লি মারে উচ্চ অঙ্গের হাস্যরসাভিনয় কোরেছেন।

•

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতায় অতুলনীয়!

মিলনান্ত প্রেমনাট্যের ভিতর দিয়ে 'তোমার প্রেমে জগৎজয়ী' (Love me and the world is mine) নামক ছবিতে শ্রীমতী মেরি ফিল্‌বিন্ ও শ্রীযুক্ত নর্ম্যান কেরি হৃদয়-বিনিময়ের সুন্দর নিদর্শন দেখিয়েছেন। কিন্তু মেরি ফিল্‌বিন্ যে ভূমিকায় অবতীর্ণা হোয়েছেন, নাট্যকারের হিসাবে তা নায়িকার ভূমিকা হয় তো হোতে পারে, আমাদের হিসাবে নয়।

*

নাট্যের সত্যিকার নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন শ্রীমতী বেটি কম্পসন্ আর শুধু তাঁরই কলাসৌন্দর্য্যশীল মনোমদ অভিনয়ে সমস্ত নাট্যটি উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছে। চটুল, গম্ভীর, হাস্যময়, বিষাদপূর্ণ, শোকক্লিষ্ট, সোহাগমধুর সকল রকম অভিনয়েই নানা অবস্থায় তিনি অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রূপে গুণে শ্রীমতী কম্পসন্ যশস্বিনী।

*

পার্লের 'ভবের খেলা' (Life's Circus) নামক ছবিখানিও প্রশংসাযোগ্য। এতে শ্রীমতী মেরি জন্‌সন্ ও শ্রীযুক্ত আর্ণ্ট ভ্যান ডুরেন যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের অংশে নেমেছেন। শ্রীমতী জন্‌সন্ সুইডেনের মেয়ে, সুন্দরী, কিশোরী। দেশের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রে তিনি খ্যাতি লাভ কোরেছিলেন—তার পর সেই খ্যাতি তাঁকে চিত্রজগতে প্রবেশ করবার সুযোগ জুটায়।

*

শ্রীযুক্ত আর্ণ্ট্ ডুরেন এই প্রথম চিত্রনাট্যে অভিনয় ক'রলেন। তিনি ওলন্দাজ, নিজের দেশে নৃত্যকলার সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন ক'রতেন। এমন সময় এড্‌মণ্ড গাইয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। জার্ম্মানী থেকেই তাঁর সৌভাগ্যের সূর্য্য উজ্জ্বলতর হয়।

শ্রীমতী ডোরথি ম্যাকাইল খুব ভালো সাঁতারু। তিনি সকলকেই সাঁতার দেবার জন্যে অনুরোধ করেন। তাঁর মতে এর চেয়ে ভালো ব্যায়াম আর নেই—নরনারীর স্বাস্থ্যলাভের ও স্বাস্থ্য বজায় রাখবার, সাঁতারই হোলো সব চেয়ে ভালো উপায়, শ্রীমতীর এই বিশ্বাস।

*

ফ্রান্সের লীল শহরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী রেনে এ্যাডোরে জন্মেছিলেন—তাঁর মা ছিলেন স্পেনদেশীয়া আর বাবা ছিলেন ফরাসী। তাঁরা দুজনেই সার্কাস ক'রতেন, সেই জন্যে শিশুকাল থেকেই শ্রীমতীও সার্কাসে নানা রকম খেলা দেখাতেন।

*

গেলো কাল (বৃহস্পতিবার ২৩শে আগষ্ট) রাডলফ্ ভ্যালেন্‌টিনোর মৃত্যু দিন গেছে। ঠিক দু' বছর আগে—১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট তিনি লোকান্তরিত হোয়েছিলেন। জীবিত বা মৃত কোন চিত্রানাট্যাভিনেতা আজ পর্য্যন্ত নিখিল নরনারীর প্রিয়তর নেই বা ছিলেন না তাঁর চেয়ে। আমরা শ্রদ্ধানত মনে তাঁর কথা স্মরণ কোরছি। —গি—

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব

(শান্তি-নিকেতনে সংপ্রতি একটি নূতন রকমের অনুষ্ঠান হয়েছে, তার নাম বৃক্ষরোপণ উৎসব। নামেই সকলে এই অনুষ্ঠানের পরিচয় পাবেন। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের রচিত কয়েকটি কাব্য-কণিকা ক্ষিতি, অপ্, ও তেজ প্রভৃতি বেশধারী বালিকাগণ আবৃত্তি করেছিল।)

ক্ষিতি

বক্ষের ধন, হে ধরণী, ধরো
ফিরে নিয়ে তব বক্ষে!
শুভদিনে এরে দীক্ষিত করো
আমাদের চির-সখ্যে।
অন্তরে পাক্ কঠিন শক্তি,
কোমলতা ফুলে পত্রে,
পক্ষিসমাজে পাঠাক্ পত্রী
তোমার অন্নসত্রে॥

অপ্

হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরী বাজাও গম্ভীর মন্দ্রস্বনে
মেদুর অম্বরতলে। আনন্দিত প্রাণের স্পন্দনে
জাগুক্ এ শিশুবৃক্ষ। মহোৎসবে লহো এ'রে ডেকে
বনের সৌভাগ্যদিনে ধরণীর বর্ষা-অভিষেকে॥

ইলেক্ট্রো-আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭টি ঔষধ
পকেট কেসসহ—মূল্য পুস্তকসহ ৪।০
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়
বিনামূল্যের চিকিৎসা-প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিত আয়োজন!
আগামী ২২শে সেপ্‌টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৭টায়ঃ—
পূর্ণ থিয়েটার
(ভবানীপুর)
বঙ্গের প্রথিতযশা অভিনেতা ও অভিনেত্রী সম্মিলনে
শ্রীসন্তোষকুমার দাস প্রণীত
নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক
"দণ্ডকারণ্যে"
এবং তৎসহ সুমধুর অপেরা
উজ্জ্বলে—মধুরে
বিস্তারিত বিবরণ হ্যাণ্ডবিলে দেখুন।

তেজ

সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি, হে আলোক ;
এ নব তরুতে তব শুভদৃষ্টি হোক্।
একদা প্রচুর পুষ্পে হবে সার্থকতা
উহার প্রচ্ছন্ন প্রাণে রাখো সেই কথা।
স্নিগ্ধ পল্লবের তলে তব তেজ ভরি'
হোক্ তব জয়ধ্বনি শতবর্ষ ধরি॥

মরুৎ

হে পবন করো নাই গৌণ,
আষাঢ়ে বেজেছে তব বংশী।
তাপিত নিকুঞ্জের মৌন
নিঃশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি'।
এ তরু খেলিবে তব সঙ্গে
সঙ্গীত দিয়ো এরে ভিক্ষা।
দিয়ো তব ছন্দের রঙ্গে
পল্লব-হিল্লোল শিক্ষা॥

ব্যোম

আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি
মাটির গভীরে জাগায় রূপের সৃষ্টি।
তব আহ্বানে এই তো শ্যামল মূর্ত্তি
আলোক-অমৃতে খুঁজিছে প্রাণের পূর্ত্তি।
দিয়েছ সাহস, তাই তব নীলবর্ণে
বর্ণ মিলায় আপন হরিৎপর্ণে!
তরু তরুণেরে করুণায় করো ধন্য,
দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য॥

(শিশু-গাছটিকে মাটিতে পোঁতা হ'ল। কবির স্বমুখে মাঙ্গলিক স্তোত্র ধ্বনিত হয়ে উঠল)

প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক্, হে শিশু চিরায়ু,
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক্ সুধা-সিক্ত বায়ু।
হে বালকবৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক্ সঞ্চয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। ল'য়ে তব কল্যাণকামনা
শ্রাবণ বর্ষণ-যজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা।—
থাকো প্রতিবেশী হয়ে, আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো ;
মোদের প্রাঙ্গণে ফেলো ছায়া ; পথের কঙ্কর ঢাকো
কুসুমবর্ষণে ; আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে
শাখায় আশ্রয় দিয়ো ; বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত উদ্যমে
অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইয়ো বর্ষা-গীতিকায়,
সন্ধ্যা-বন্দনার গানে। মোদের নিকুঞ্জ-বীথিকায়
মঞ্জুল মর্ম্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপুর হোতে
প্রাণ-মাতৃকার মন্ত্র উচ্ছ্বসিবে সূর্য্যের আলোতে।
শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাবো আমাদের প্রীতি
শ্যামল লাবণ্যে তব। সে যুগের নূতন অতিথি
বসিবে তোমার ছায়ে। সে দিন বর্ষণ-মহোৎসবে
আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়ো তোমার সৌরভে
দিকে দিকে বিশ্বজনে। আজি এই আনন্দের দিন
তোমার পল্লব-পুঞ্জে পুষ্পে তব হোক্ মৃত্যুহীন!
রবীন্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সঙ্গীত তোমার মঙ্গলে
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল কদম্ব পরিমলে॥

খুলনা দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে

নাট্যমন্দিরে

বেঙ্গল থিয়েটার কর্ত্তৃক

১৫ই ভাদ্র শুক্রবার রাত্রি ৮ টায়

কর্ণ

এখন হইতে আসন সংগ্রহ করুন

(স্থানঃ—নাট্যমন্দির,—বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত
ও
৭৩।৫, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
সকাল ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত)

বিশেষ বিবরণ হ্যাণ্ডবিলে দেখুন

এবার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার—

গরদের ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

২৲ টাকা মাত্র বায়না লইয়া অর্ডার বুক করা হইতেছে। পূজার ৩ সপ্তাহ আগে ডেলিভারী পাইবেন। ১৫ই ভাদ্র পর্য্যন্ত অর্ডার বুক করা হইবে। কাল বিলম্ব না করিয়া আমাদের



অসংখ্য প্রকার সুন্দর সুন্দর ডিজাইন ও রংএর নমুনা দেখিয়া অর্ডার বুক করাইয়া লউন। ভিঃ পিঃতে মাল পাঠান হইবে। বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র ব্যবহার করুন।

২০৬নংকর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার কলিকাতা।

এলেন টেরী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

—:০:—

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

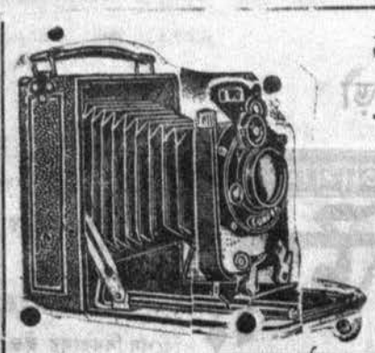
১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল এলেন টেরী Portiaর ভূমিকায় প্রথম দেখা দেন। নবীনা অভিনেত্রীর অভিনয়ে Shakespeareএর Portia রূপে রসে সঞ্জীবিত হ'য়ে রঙ্গপীঠের উপর পূর্ণগৌরবে এমন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল, যে তাই দেখে London Daily News পত্রিকাকে বলতে হয়েছিল "This is indeed the Portia that Shakespeare drew" এবং আজও পর্য্যন্ত এলেন টেরীকে বাদ-দিয়ে বিলাতি ক্রিটিকরা Partiaর রূপ কল্পনা করতে পারেন না। ১৮৭৬ এর গ্রীষ্মের বন্ধের পর এলেন Sloane Squareএর Court Theatreএ যোগদান করেন—John Hore তখন ঐ থিয়েটারের পরিচালক। এখানে তাঁর প্রধান কীর্ত্তি হচ্ছে ১৮৭৮ সালে W. G. Wills কর্ত্তৃক নাট্যাকারে গ্রথিত "The Vicar of Wakefield"এ Oliviaর ভূমিকায় অপরূপ অভিনয়। এই নাটকেই এলেনের শিশুকন্যা ও পুত্র Edy ও Teddy প্রথম রঙ্গাবতরণ করে। এই সময় এলেনের দ্বিতীয় বার বিবাহ হয় Charles Wardell নামে এক অভিনেতার সঙ্গে—তাঁর stage name ছিল Kelly.

এলেন টেরীর Oliviaর ভূমিকাভিনয় দেখে হেনরী আভিং এত মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি এলেনের বাড়ী গিয়ে তাঁকে Lyceum Theatre যোগ দিতে অনুরোধ করেছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এলেন আভিংএর সঙ্গে অভিনয় করতে আরম্ভ করেন এবং পুরো চব্বিশ বচ্ছর একসঙ্গে দুজনে মিলে ঐ Lyceumএ Shakespeare এর বড় বড় সব নাটকেরই চূড়ান্ত অভিনয় করেন। টেরীর অসাধারণ আকর্ষণী ব্যক্তিত্ব তাঁকে Shakespeare এর নাটকাবলীর নায়িকা হ'তে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ১৮৭৮এ Ophelia, ১৮৭৯তে Portia, ১৮৮১তে Desdemona, ১৮৮২তে Juliet ও Beatrice, ১৮৮৪তে Viola, ১৮৮৮তে Lady Macbeth, ১৮৯২তে "Henry VIII" এর Catharine ও Cordelia, ১৮৯৬তে Imogen, ১৯০১ এতে "Coriolanus"এ Volumnia—এই হচ্ছে Lyceum থিয়েটারে থাকতে Shakespeareএর বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের মোটামুটি তালিকা। এ ছাড়া তিনি ১৮৭৯ সালে Wills এর "Charles I" নাটকে রাণী, ১৮৮১তে Tennyson এর "The Cup"এ Camma, ১৮৮৫তে Wills এর "Faust"এ Margaret, ১৮৯৩এ Charles Reade এর "Nance Oldfield" এর Title-role, ১৮৯৩এ Tennyson এর "Becket"এ Rosamund, ১৮৯৭এ Sardouর বইয়ে Sans-Gene এবং ১৮৯৯এ Robespierre"তে Clarisse প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করেন। Syc um এ অভিনয় করবার সময় তিনি সাতবার আভিংএর সঙ্গে আমেরিকা যান। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম আমেরিকা যাত্রা হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে হেনরি আভিং মারা যান। তারপর ১৯০৭ সালে এলেন টেরী অষ্টম বার আমেরিকা যাত্রা করেন। সর্ব্বসমেত তিনি ওদেশ দশবার গিয়েছিলেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে "Coronation month" উৎসব উপলক্ষে His Majesty's Theareএ Beerbohm Tree "The Merry Wives of Windsor" নাটকের যে পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, তাতে এলেন টেরী ও মিসেস কেণ্ডল একসঙ্গে অবতীর্ণ হ'য়ে নাট্যপ্রিয় সুধীবর্গকে উল্লাস-বিচলিত ক'রে তুলেছিলেন।

আভিংএর মৃত্যুর পরও তিনি কয়েক বছর অভিনয় করেছিলেন। Court Theareএ তিনি Bernard Shawর "Captain Brassbound's Conversion" নাটকে অভিনয় ক'রে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। Duke of York Theareএ J. M. Barrieর "Alice Sit by-the fire" নাটকের অভিনয়েও তিনি বড় কম নাম কেনেন নি।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মহাসমারোহে তাঁর Stage Jubelee উৎসব সম্পাদিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে প্রায় ৮০০০ পাউণ্ড অর্থ সংগৃহীত ক'রে তাঁকে সম্মান-যৌতুক দেওয়া হয়েছিল। ১৯০৭ সালে তিনি James Carew নামে একজন আমেরিক অভিনেতাকে বিবাহ করেন। ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক উপলক্ষে যে অভিনয়-আয়োজন হয়েছিল, তাতে তিনি "The Merry Wives of Windsor"র Mistress Pageএর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯১০ সালে Doris keaneএ প্রযোজনায় "Romeo and Juliet"এর যে অভিনয় হয়েছিল, তাকে ধাত্রীর ভূমিকা অভিনয়ের পর তিনি নিয়মিত-ভাবে পারপ্রদীপের সামনে দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছিলেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে তিনি Shakespeareএর নাটকের নায়িকাদের সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে তিনি "Merchent of Venice"এর "The quality of mercy"র দৃশ্যটী অভিনয় করেছিলেন। এই সময় তিনি নাট্যজীবিদের দ্বারা Coliseumএ বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়েছিলেন। নাট্য-সম্রাজ্ঞী Mme.



কোন্ ক্যামেরা কিনিলে ভাল ফোটো তোলা যায় এ সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হয়ত আপনি জীবনের একটি আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

আপনার ফোটো, ফোটোগ্র্যাফির যাবতীয় সরঞ্জাম, অথবা ফোটগ্রাফি এবং সিনেম্যাটোগ্রাফি শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ।

ইহার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আমাদের নিকট আসিবেন। আমাদের আন্তরিকতা আপনার নতুন শিক্ষার পথকে সুগম করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিস

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮ ৭৪।১ হ্যারিসন রোড, কালকাতা।

Sarah Bernhardt তাঁর জন্মদিনকে স্মরণ ক'রে লিখে পাঠিয়েছিলেন—"In her the spirit of Britain, our great Ally, is at its best. Art owes too much to her." এক অমর অভিনেত্রীর প্রতি আর এক অমর অভিনেত্রীর প্রীতিডালি—মনোরম!

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি Her Greatest Performance নামে একটি চলচ্চিত্রে অবতীর্ণা হয়েছিলেন—তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যা শ্রীমতী এডিথ ক্রেগ ও তাঁর ভগ্নী-পুত্র শ্রীযুত Dennis Neilson Terry ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট এলেন টেরীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মাননীয়া শ্রেষ্ঠা-রমণীদের পর্য্যায়ভুক্ত ক'রে নিয়েছিলেন তাঁকে সম্মানসূচক 'Dame' উপাধিতে বিভূষিত ক'রে। এই বৎসরে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাঁর অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি তাঁর জীবনের উপর মৃত্যুর কৃষ্ণ-যবনিকার পতন-সম্ভাবনা করেছিলেন! তাঁর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হ'ল একান্তই!

সার হেনরি আর্ভিংএর সঙ্গে Lyceumএ এলেন টেরীর চব্বিশ বৎসরকাল ব্যাপী যে অভিনেত্রীজীবন, তা বিলাতি রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের চিরস্থায়ী সম্পত্তি। ইংলণ্ডের দুজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী একই রসের রসিক হয়ে নিজেদের অসামান্য প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে যে-সব ছবি চিত্রিত ক'রে গেছেন, তা' জগতের অনুপম সম্পদ! এই সময়কার কথা উল্লেখ করে বলা যেতে পারে, "It was a perfect partnership of workers who had the same tastes, aspirations, and capacity for success."এলেন টেরীর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব সমালোচকের দৃষ্টি অন্ধ ক'রে দিত—"her genius was fatal to criticism for it transformed critics into lovers." এলেন টেরী সম্বন্ধে জনৈক প্রসিদ্ধ সমালোচক বলেছেন—"She has played many parts and won the love of a large public by her wonderful personality, for there is something in her that charms. She is not really beautiful, yet she can look lovely. She has not a strong voice, yet she can sway audiences at will to laughter or tears. She has not a fine figure, yet she can look a royal queen or simple maiden. Her greatest charm is her mastery over expression. .....A great personality, a wondrous charm of voice and manner, a magnetic influence on all her surroundings—all these are possessed by Ellen Terry." এলেন টেরী সংসার থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু যতদিন বিলাতী রঙ্গালয়, ততদিন এলেন টেরীর নাম মানুষের মনে চিরোজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে, কেননা কবি বা চিত্রশিল্পীর মত অভিনেতা-অভিনেত্রীও হচ্ছেন "amicus humani generis."

———

ডাকঘর

—:০:—

সবিনয় নিবেদন—

আপনার বিগত ২৩শে তারিখের "নাচঘরে" নিম্নলিখিত মন্তব্যটী বেরিয়েছে—

"ষোড়শী"র নাট্যকারই যে "রমা" নাটকের রচয়িতা একথা যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। "রমা" নাটকে এত বেশী technique এর গলদ রয়ে গেছে যে মনে হয় "ষোড়শী" নাটক সম্বন্ধে একটা যা গুজব শোনা গেছল যে প্রতিভাশালী নট শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের অনেকখানি হাত ছিল তার মধ্যে, সে কথাটা বোধ হয় একেবারে মিথ্যা নয়।"

আপনাদের নিজস্ব প্রতিনিধির এই সংবাদের মধ্যেও কিছু গলদ রয়ে গেছে। "ষোড়শী" নাটকের technique শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর রচনা। শরৎবাবুর "দেনা পাওনা"র আখ্যানভাগ অবলম্বনে তিনি নিজেই "ষোড়শীর" নাট্যরূপ দেন—"ষোড়শী" নামটীও তাঁরই দেওয়া। শিবরামবাবুর technique বা নাট্যরূপ সম্পূর্ণ বজায় রেখে শরৎবাবু পরে শিশিরবাবুর নির্দ্দেশ-মত নাটকখানিতে কিছু কিছু অংশ যোগাযোগ করেছেন। এবিষয়ে শিবরামবাবুর কোনও আপত্তি ছিল না। নাটকের প্রথমাঙ্ক যথাযথ রেখে শরৎবাবু পরবর্ত্তী অঙ্ক দুইটীকে দৃশ্য বিভাগ ক'রে দিয়েছেন। কোন নাটকের গোড়ায় কলাবিরুদ্ধ খেলো সূচনা-দৃশ্যের অবতারণা এবং গ্যালারীর হাততালির লোভে জীবানন্দকে খতম করা এই দুটাই শরৎবাবুর স্বকপোলকল্পিত। হয়তো ইহা দ্বারা "ষোড়শী" অধিকতর অভিনয়োপযোগী হয়েছে কিন্তু নাটকের technique হিসাবে বা নাটকীয় রূপে তিনি কিছুই নূতনত্ব আনিতে পারেন নাই নাট্যকলাবিদ্ মাত্রেই জানেন উপন্যাস ও নাট্য রচনার পদ্ধতি একই নহে! সেক্সপীয়ারের প্রত্যেক নাটকই এক একটী উপন্যাসের ভিত্তির উপর রচিত। কিন্তু দুইটীর মধ্যে প্রভেদ কত! উপন্যাসের কল্পনা মন্থরগতিতে এগিয়ে যায়। কোনও চরিত্র পরিস্ফুট করার জন্য কথার অগাধসমুদ্র মন্থন করিতে হয়। নাটকে কিন্তু তাহার বিপরীত পদ্ধতি চাই। দু-একটী কথার মধ্যেই চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করিতে হয়। সে যার অভ্যাস নাই সে পারে না।

"ষোড়শী" যে শিবরামবাবুর রচনা তা সাধারণ লোকে জানে না, তার বলাই কারণ শরৎবাবুরই ইহা জানান উচিত ছিল। শিবরাম বাবুও এই ব্যাপার নিয়ে বিশেষ কিছু গোলমাল করেন নি। এ কথা বাহুল্য যে শিবরামবাবু আগে "ষোড়শী" রচনা না করলে শরৎবাবুর পক্ষে কোনদিনই তাঁর প্রথম নাটকের ঐ ভাবে রূপ দেওয়া সম্ভব হত না। এমন কি তিনি নাট্যকাররূপে সাধারণে পরিচিত হতেন কিনা সন্দেহ। শরৎবাবুর নাটকীয় প্রতিভার বা নাট্যরূপ সৃষ্টির শক্তির প্রথম পরিচয় তাঁর রচিত "রমা" নাটকেই পাওয়া গেছে। শরৎচন্দ্র একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর পক্ষে একজন তরুণ লেখককে তাঁর প্রাপ্য সম্মান হইতে বঞ্চিত করা ভাল হইয়াছে কি না তার বিচারভার জনসাধারণের উপর রইলো। তবে এই ঋণ স্বীকার করলে তাঁর মহত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া যেত। ইতি—

শ্রীগগনচাঁদ বড়াল এম-এ, বি-এল।

(সম্পাদকীয় মন্তব্য :—গগনবাবুর সিদ্ধান্তে কিঞ্চিৎ গলদ থেকে গেছে। "দেনা-পাওনা" উপন্যাস হ'লেও, তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে নাট্যরস ছিল ব'লেই স্বয়ং শরৎবাবুর নির্দ্দেশ অনুসারে শিবরামবাবু তাকে নাটকের আকারে পরিবর্ত্তিত করতে পেরেছিলেন। "ষোড়শী"র প্রথম মূর্ত্তি ও "দেনা-পাওনা"র মধ্যে এমন বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না, যার জন্যে শিবরামবাবু মস্ত বাহাদুরির দাবি করতে পারেন। 'ষোড়শী'কে রঙ্গালয়ের উপযোগীকরবার জন্যে শরৎবাবুকে কতখানি পরিশ্রম করতে হয়েছিল, আমরা তা স্বচক্ষে দেখেছি। শিবরামবাবু শরৎবাবুকে যেটুকু সাহায্য করেছিলেন, তার জন্যে তিনি পারিশ্রমিকও যে নেন নি তা নয়। এবং শিবরামবাবু যদি স্বেচ্ছায় নিজের নাম গোপন না রাখতেন, তাহ'লে তাঁর ভাগ্যে পারিশ্রমিকও লাভ হ'ত কিনা সন্দেহ!

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে গগনবাবু সেক্সপীয়ারের প্রসঙ্গ না তুললেই ভালো করতেন। কারণ সেক্সপীয়ার অন্য স্থান থেকে আখ্যানবস্তু মাত্র সংগ্রহ করতেন, কিন্তু চরিত্র গঠন ও সৃষ্টি করতেন নিজেই এবং সেইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। কিন্তু "ষোড়শী"র আখ্যানবস্তু, ভাব, ভাষা ও চরিত্র সমস্তই শরৎবাবুর লেখনী থেকে বেরিয়েছে, তার মধ্যে শিবরামবাবুর কৃতিত্ব কোথায়? সুতরাং "শরৎবাবু শিবরামবাবুর রচনার উপরে কিছুই নূতনত্ব আনিতে পারেন নাই"—এ মতটিও হয়েছে অত্যন্ত হাস্যকর। একখানি ছবিকে অবিকৃত রেখেই একরকম 'ফ্রেমে'র ভিতর থেকে খুলে অন্যরকম 'ফ্রেমে'র ভিতরে যদি কেউ সাজিয়ে রাখেন, তাহলে কি তিনি চিত্রকরের উপরেও গৌরবের দাবি করতে পারেন? "ষোড়শী" নাটক হচ্ছে শরৎচন্দ্রেরই সৃষ্টি, শিবরামবাবুর নয়।

তবে শিবরামবাবুর কাছ থেকে শরৎবাবু যে সাহায্য পেয়েছিলেন, তা যতই সামান্য হোক, "ষোড়শী"র ভূমিকায় তা স্বীকার করলে নাট্যকারের উদারতাই প্রকাশ পেত, তাঁর গৌরব কিছুমাত্র মলিন হ'ত না।)

———

আপনার অথবা আমার মনোমত স্থানে যদি নিজের ও আত্মীয়দের সুন্দর ফোটো তুলতে চান তবে বড়বাজার ফোন নং ২১৫৭এ কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের নিকট কিম্বা ২৭ নং পটলডাঙ্গায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

২ বিডন ষ্ট্রীট। টেলিফোন নং ১৪৮৭ বি,বি

নূতন নাটক! নূতন নাটক!!

নাটকীয় আখ্যান ভাগের নূতনত্বে—পরিকল্পনার চমৎকারিত্বে—লোমহর্ষণ ঘটনাবলীর কৌশলময় সংস্থানে—বৈচিত্রময় তীব্র নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে—

আর তাহার সহিত বঙ্গের শ্রেষ্ঠ দুইটী গায়ক এবং গায়িকার কণ্ঠনিঃসৃত

অপূর্ব্ব সঙ্গীত-মাধুর্য্যে

সত্যের সন্ধান

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে যে ইন্দ্রজালময় নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার অপূর্ব্বত্ব উপভোগের বস্তু—বর্ণনার নহে।

শনিবার ২৫শে আগষ্ট ৯ই ভাদ্র, রাত্রি ৭॥ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৫ টায়।

প্রেম ও ধর্ম্মমূলক নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

(মহা সমারোহে পঞ্চমও ষষ্ঠ অভিনয়)

"সত্যের সন্ধানের" অভিনয়োৎকর্ষের ভার লইয়াছেন:—

শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু) শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যাজ্ঞসেনীর "অর্জ্জুন")

শ্রীভূমেন্দ্রনাথ রায় (এমেচার)

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ (যাজ্ঞসেনীর "শকুনি")

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)

শ্রীমতী আঙ্গুরবালা শ্রীমতী শশিমুখী

শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ) প্রভৃতি

"সত্যের সন্ধানের" নৃত্য সংযোজনা করিয়াছেন—

নৃত্যাচার্য্য শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু)

"সত্যের সন্ধানে" দৃশ্যপটাদি সজ্জিত করিয়াছেন—

মিনার্ভার অননুকরণীয় শিল্পী শ্রীপরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)

"সত্যের সন্ধানে" সুরযোগ করিয়াছেন—

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীভূতনাথ দাস ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

"সত্যের সন্ধানে"—বিখ্যাত অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে এবং সুধাকণ্ঠী শ্রীমতী আঙ্গুরবালার একত্র সমাবেশ—

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এ আয়োজন এই প্রথম!

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ষ্টেজ কে, মিত্র বি এ,—প্রোপ্রাইটর।

?? এই বই ক'খানি পড়িয়াছেন কি ??

এন, এন, রায়চৌধুরী

এণ্ড কোং

১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রণীত

প্রবাসী ১৷৷০ আনা

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

বহুবচন ১৷০ আনা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মুখপাখী ১৲ টাকা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মুক্তির আহ্বান

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

ঝড়ের যাত্রী ২৷৷০ টাকা

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী প্রণীত

চামেলা ১৷৵০

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

জয়শ্রী ।৵০ আনা

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

অজয়সিংহ ৩৲ টাকা

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত প্রণীত

কমলের দুঃখ ২৲ টাকা

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়:—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৫ই ভাদ্র
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

মঞ্চে দাঁড়িয়ে অনেকেই অভিনয় বা বক্তৃতা করতে পারেন না। কিন্তু এক-একজন লোক আছেন, যাঁরা সামাজিক বৈঠকে ব'সে কথাবার্ত্তা কইবার চমৎকার কায়দায় আসর একেবারে মাৎ ক'রে তুলতে পারেন।

*

এও একটা মস্ত আর্ট—অন্ততঃ য়ুরোপীয়দের মতে। য়ুরোপে যাঁরা ভালো আলাপ (conversation) করতে পারেন, সামাজিক আসরে ও সম্ভ্রান্ত সমাজে তাঁদের আদর আর ধরে না। অনেক (conversationalist) বা আলাপীর নাম সেখানে অমর হয়ে আছে।



রমার ভূমিকায়—শ্রীমতী নীহারবালা

*

এক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়ে, ডাঃ জনসনের নাম। আলাপ শোনবার জন্যে তাঁর আসরে বিলাতের নানা বিভাগের বড় বড় গুণীরা সমবেত হ'তেন। আর্টের বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে মুখে মুখে তিনি যে অপূর্ব্ব আলোচনা করতেন, বস্‌ওয়েল তার বিস্তৃত ইতিহাস লিখে রেখে গেছেন। তা পড়লেই পাঠকরা জানতে পারবেন, আলাপ বলতে কি বুঝায়।

*

এ বিভাগে কবি কোলরিজের নামও খুব বিখ্যাত। সারারাত ধ'রে আলাপ ক'রেও কোলরিজ শ্রান্ত হ'তেন না এবং তাঁর শ্রোতারাও অধীর হ'তেন না। কোলরিজের Table-talk নামক পুস্তকের ভিতরেই পাঠকরা তাঁর আলাপ-শক্তির অল্পবিস্তর নমুনা দেখবেন। লেখক চার্লস ল্যাম্ব, কবি হাণ্ট, ঐতিহাসিক মেকলে, রাজনৈতিক গ্লাডষ্টোন ও ঔপন্যাসিক মেরিডিথও আলাপী রূপে অল্প বিখ্যাত নন।

*

অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকজন ফরাসী মহিলা—কেবল রূপের জন্যে নয়—আলাপের জন্যেও যারপরনাই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁদের ভিতরে Madame de Stael, Madame Tallien, Madame Recamier ও Madame Deffand প্রভৃতির নাম সব-আগে মনে আসে। সমসাময়িক যুগের কবি, পণ্ডিত ও শিল্পীদের নিকটে এই-সব মহিলার গৃহ ছিল আনন্দের তীর্থের মতন। Madame Recamierএর সাহচর্য্য লাভের জন্যে সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট পর্য্যন্ত উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু উচ্চপদ, সম্মান ও প্রচুর অর্থের লোভ দেখিয়েও নেপোলিয়ন তাঁকে বাঁধতে পারেন নি।

*

এদেশেও বর্ত্তমান যুগে আমরা কয়েকজন আলাপীকে লাভ করেছি—যদিও কাগজে-কলমে তাঁদের এই বিশেষ গুণটি নিয়ে বড় আলোচনা হয় নি। ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আলাপ করবার শক্তি যে কি বিচিত্র ছিল, শ্রীম-লিখিত 'কথামৃতে' তার যথেষ্ট পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। এবং লিপিবদ্ধ ইতিহাসের অভাবে নিশ্চয়ই আরো অনেক আলাপীর নাম আজ আর জানবার উপায় নেই। আলাপ যে আর্ট আখ্যা লাভ করতে পারে, এদেশের অধিকাংশেরই কাছে এখনো তা অজ্ঞাত। তাই পুঁথিপত্রে তাঁদের কথা লিখে রাখবার কোনই চেষ্টা হয় নি।

*

বর্ত্তমান কালে যিনি সব-চেয়ে বড় আলাপী বাঙালী, তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আলাপের প্রতিভা যে কতখানি আশ্চর্য্য, তা যাঁরা শোনেন নি তাঁরা বুঝতে পারবেন না। রবীন্দ্রনাথ যদি একটিও লাইন না লিখতেন, তাহ'লেও য়ুরোপে জন্মালে একমাত্র এই আলাপের শক্তির জন্যেই তিনি অমর হয়ে থাকতেন। আলাপ যে সত্য সত্যই মস্ত-একটা আর্ট, রবীন্দ্রনাথের আসরে মাত্র একদিন হাজিরা দিলেই সকলেই সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন। বিষয়-বৈচিত্র্যে, ভাষার লালিত্যে, চিন্তার গভীরতায় যুক্তির কৌশলে, ভাবের সূক্ষ্মতায়, পাণ্ডিত্যের নিদর্শনে ও রসের পরিপূর্ণতায় রবীন্দ্রনাথের আলাপ চিরস্মরণীয় ও পরম উপভোগ্য। তাঁর আলাপ একসঙ্গে আনন্দ ও আমোদ দেয় এবং মস্তিষ্কের খোরাক যোগায়। তিনি কদাচ বাজে কথা বলেন, কিন্তু যখন বলেন তখন সেই বাজে কথাই তাঁর

মধুর বর্ণনা-ভঙ্গীতে কাজের কথা হয়ে দাঁড়ায়। না শুনলেও চলত, তাঁর মুখে একটি কথাও শুনে কোনদিন এমন মনে হয় নি।

•

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীও তাঁর 'বীরবল' নাম সার্থক করেছেন। কারণ আধুনিক বাঙালীদের ভিতরে তিনিও একজন উঁচুদরের আলাপী ব্যক্তি। এবং শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকেও একজন ভালো আলাপী বলা চলে। স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ও নাট্যোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ আলাপে সুনিপুণ ছিলেন। নাট্যাচার্য্য অমৃতলালও তাই।

•

অনেকে বেশ রসিয়ে গল্প বলতে পারেন। অনেকে মুখে বেশ হাস্য-পরিহাস করতে পারেন। অনেকে সাধারণ কথাকেও বেশ গুছিয়ে অসাধারণ ক'রে তুলতে পারেন এঁদের সঙ্গ লোভনীয় হ'লেও, আলাপী বলতে যা এঁরা ঠিক তাই নন। সেই শ্রেণীর কথাবার্ত্তাকেই আলাপ বলতে পারি, যা কেবল সরস ও সুন্দর ভাবে কথিত নয়; পরন্তু যার ভিতরে 'ইন্‌টেলেক্ট' ও 'কালচারে'র পরিচয় পাওয়া যায়। যা শুনলে জ্ঞান বাড়ে, চিন্তাশক্তি জাগে এবং চিত্ত প্রশস্ত হয়। খুব কম বাঙালীর আলাপেই এমন গুণ থাকে। অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালীই ভালো ক'রে কথা বলতেই জানেন না—আলাপ তো দূরের কথা।

•

নাট্যমন্দিরের 'হাস্যনোহানা'কে দেখলুম—যা ফুটতে বৎসরাধিক কালের দরকার হয়েছে। বহুনাটকপ্রণেতা শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এ ফুলের মালাকার। বরদাবাবুর একাধিক নাটক-নাটিকা রঙ্গালয়ের কর্ত্তা তথা দর্শকদের তুষ্ট এবং নাট্যসাহিত্যকে পুষ্ট করেছে। এ নাটিকায় তিনি বৃহত্তর কোন-কিছু দেখাতে যান নি—কেবল একটি পুরাতন গল্পকে নূতন ভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন এবং সেই সঙ্গে নাচে-গানে ও হাসি-কৌতুকে দর্শকদের মনকে সরস ও হাল্‌কা ক'রে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর চেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে, দর্শকরা নিজেরাই অনায়াসে সে বিচার করতে পারবেন। অতএব আমরা খালি অভিনয়ের কথাই বলব।

•

নাটকে তিনটি দেশকে দেখানো হয়েছে—পরীস্থান, নিষ্পন বা জাপান ও বৌদ্ধযুগের মগধ। পরীস্থানে থাকে স্বপ্ন, মদিরা ও কল্পনা প্রভৃতি পরীরা—পৃথিবীর নর-নারীর প্রাণ নিয়ে তারা লীলাখেলা করে। নিষ্পনে থাকেন নাটিকার নায়িকা রাজকুমারী হেনা। এবং মগধে থাকেন নাটিকার নায়ক রাজকুমার যশোবর্দ্ধন। কোথায় জাপান আর কোথায় মগধ! কিন্তু মায়াময়ী পরীদের চক্রান্তে ভারতীয় রাজপুত্র যশোবর্দ্ধনের সঙ্গে জাপানী রাজকন্যা হেনার চোখে চোখে মিলন হ'ল। এই হ'ল নাটিকার মূল সূত্র। এবং এথেকেই পাঠকরা বুঝতে পারবেন, নাটিকাখানি কোন্ শ্রেণীর।

•

ভূমিকালিপি বিলি হয়েছে এই ভাবে। মগধরাজ—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল। যশোবর্দ্ধন—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী। মন্ত্রী—শ্রীহীরালাল দত্ত। রাজকুমারের বয়স্য নটবর—শ্রীমতী চারুশীলা। ঘাতক রুদ্রগিরি—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী। মিকাডো—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী। হেনা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী। তাঁর সখী য়্যামাতো—শ্রীমতী উষা। পরীগণ—শ্রীমতী সরলা, শ্রীমতী সুশীলা, শ্রীমতী শেফালিকা প্রভৃতি। বসন্ত ও প্রভাত—শ্রীমতী গিরিবালা।

•

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ যশোবর্দ্ধনের ভূমিকারই উপযোগী উপভোগ্য অভিনয় করেছিলেন। এবং তাঁকে দেখতেও যে সুন্দর হয়েছিল, সেটা বলা বাহুল্য মনে করি। গীতিনাট্যখানি যে-ধরণের তাতে মনে হয়, নাট্যকার রাজকুমারেরও মুখে গান দিলে ভালো করতেন—বিশেষ বিশ্বনাথও যখন গান গাইতে অক্ষম নন। এরকম নাটকে ও এরকম ভূমিকায় গানের সাহায্যে মাঝে মাঝে নায়কের মনের ভাব প্রকাশ করলে রস যেন বেশী জমাট হয়। বিশ্বনাথ কথাগুলিও বেশ মিষ্ট ক'রে বলতে পেরেছিলেন। কিন্তু শেষ দৃশ্যে তিনি যে-ভাবে নায়িকাকে আলিঙ্গন ক'রে চক্র দিয়েছিলেন, তা যেন ব্যঙ্গ অভিনয়ের মতন হয়েছিল। জানিনা, দ্বিতীয় রাত্রে তিনি এ দোষ শুধরে নিয়েছেন কি না।

•

রাজকুমারী হেনার ভূমিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর অভিনয় নিখুঁৎ হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রেমিকার মিলন ও বিরহের সুখ ও দুঃখের বিরোধী ভাব তিনি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং তাঁর গানও শোনবার মত। কিন্তু তাঁর শেষ গানটির আকার আরো ছোট হওয়া উচিত—অবশ্য এ দোষ তাঁর নয়।

•

নাটিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা হচ্ছে নটবরের ভূমিকা—শ্রীমতী চারুশীলা যা গ্রহণ করেছেন। এরকম কোন নূতন ভূমিকায় শ্রীমতীকে বহুকাল দেখিনি। গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায়, সেই পুরাতন মিনার্ভা থিয়েটারে এই ধরণের বহু ভূমিকার অভিনয়ে শ্রীমতী চারুশীলা প্রথম খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কিন্তু আজ এতদিন পরে, ব্যবহারের অভাবে তাঁর সেই পুরাণো শক্তিতে কিছুমাত্র মর্চ্চে প'ড়ে যায় নি দেখে অবাক হলুম। নাচে-গানে হাসির অভিনয়ে তিনি আসর সরগরম ক'রে তুলেছিলেন এবং বাহবা পেয়েছিলেন পদে পদে। এ রকম ভূমিকায় যে বিপুল পরিশ্রম হয়, তাও তাঁকে কাতর করতে পারে নি এবং কোথাও তিনি আমাদের ফাঁকি দিয়ে ভোলাতে চেষ্টা করেন নি—শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর যা লক্ষণ। আমাদের বিশ্বাস, বাংলা রঙ্গালয়ে এখন নাচে তাঁর জুড়ী নেই।

•

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর "রুদ্র গিরি" ক্ষুদ্র মূষিক প্রসব করেছে। প্রাচীরপত্রে বৃহৎ অক্ষরে বিজ্ঞাপন দিয়েও এ-ভূমিকায় কারুকেই তিনি অভিভূত করতে পারবেন না। কারণ এ-ভূমিকা মোটেই তাঁর যোগ্য নয়, এর মধ্যে দেখাবার কিছুই নেই। কেবল ঘাতকের হাস্যধ্বনির ভিতরে ক্ষণিকের জন্যে শিশিরকুমারের ছাপ ফুটে উঠেছিল। কোন শিক্ষানবিশের হাতে এ-ভূমিকাটি ছেড়ে দিলেই তিনি বুদ্ধিমানের কাজ করবেন। সান্‌কীর উপরে বাজের আঘাত কেন?

•

শ্রীযুক্ত অমলেন্দু লাহিড়ীর "মিকাডো" অঙ্কের ভিতরে খুব সুন্দর। শীতলবাবুর "মগধরাজ"ও বেশ।

•

প্রধান সখী য়্যামাতোর ভূমিকায় শ্রীমতী উষার নাচ, গান ও অভিনয়ও নাটকের মধ্যে অন্যতম উপভোগ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছে—সকলকেই তিনি মোহিত করতে পেরেছেন। সত্যিকথা বলতে গেলে বলতে হয়, নটবর আর য়্যামাতো আছে ব'লেই নাটিকার অভিনয় এতখানি মধুর হয়ে উঠেছে। পরী ও সখীদের ভাবভঙ্গি ও অভিনয় ভালো লাগল।

•

বসন্ত ও প্রভাতের বেশে দেখা দিয়েছেন এক নতুন ও তরুণী গায়িকা, তাঁর নাম শ্রীমতী গিরিবালা। তাঁর প্রথম আবির্ভাবই দুর্লভ সফলতা লাভ করেছে, কারণ তিনি এমন মিষ্ট গান গেয়েছিলেন যে দর্শকরা উচ্চস্বরে প্রশংসা না ক'রে পারেন নি। এই গায়িকাটি যদি রঙ্গালয় শীঘ্র না ত্যাগ করেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই যশের অধিকারিণী হবেন।

•

শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ পালের সঙ্গে শ্রীমতী ঊষা যে নাচটি নেচেছেন, নূতনত্বে তা বিচিত্র। ভারি ভালো লাগল। শ্রীযুক্ত নৃপেশনাথ রায়ের ও শ্রীমতী শেফালিকার দ্বৈত-নৃত্যগীতও আর এক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শেষ দৃশ্যের দুটি মেয়ের দ্বৈত-নৃত্যগীত মন্দ না হ'লেও নাটকের পক্ষে অনাবশ্যক, ঘটনার গতিকে বাধা দেয়।

•

আর একটি কথা সব-শেষে বলছি বটে, কিন্তু অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই নাটিকার অভিনয়ে যিনি নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন তিনি বিশেষ ভাবে অভিনন্দন লাভের যোগ্য। মোহন ভঙ্গিমায় ও সঙ্গতির সুষমায় কয়েকটি নাচ অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছে; এবং তাদের মধ্যে গতির লীলাপুলকের সঙ্গে প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে, সুরুচির মাধুর্য্য। দৃশ্যপটের মধ্যে অভাবনীয় ও বিস্ময়কর কিছুই না থাকলেও, নাট্যমন্দিরের চিত্রশিল্পীর কৃতিত্ব ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানই প্রকাশ পেয়েছে। আলোকপাতের কৌশলও হয়েছে সুন্দর।

•

মনোমোহনের "মীরাবাঈ" সম্বন্ধে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করি নি। সংপ্রতি কবির লিখিত এই নাটক সম্বন্ধে সুকবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব আমাদের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা সাদরে তাঁর আলোচনা পত্রস্থ করলুম—যদিও ও-লেখাটির সঙ্গে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই।

•

দুখানি পত্র পেয়েছি। পত্রপ্রেরকরা লিখেছেন, "নাচঘরে"র সমালোচনা প'ড়ে তাঁরা নাকি মিনার্ভার "সত্যের সন্ধান" ও ষ্টারের "রমা" দেখতে গিয়েছিলেন। এবং "নাচঘরে"র মতের সঙ্গে তাঁদের মত নাকি হুবহু মিলে গেছে। এবং তাঁদের বিশ্বাস নাকি "নাচঘরে"র মতন নিরপেক্ষ কাগজ বাংলা দেশে দুর্লভ।

•

এর স্টো উদাহরণও দিচ্ছি। গেল শনিবারে নাট্যমন্দিরে "হাসুনোহানা"র অভিনয়-আসরে এক ধনী বন্ধু এই অভিযোগ নিয়ে আমাদের আক্রমণ করলেন যে, আজকাল 'নাচঘরে'র মতের সঙ্গে তাঁর মত নাকি মোটেই মিলছে না!

•

বিশেষের মতের সঙ্গে 'নাচঘরে'র মত মেলা না-মেলার উপরেই যদি আমাদের প্রশংসা ও নিন্দা নির্ভর করে তাহ'লে বলতে হবে, সমালোকের চেয়ে অসহায় জীব আর দুটি নেই। পাঠকদের কাছে এই নিবেদন যে, তাঁরা আমাদের মত নিজেদের মতের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখে, আমাদের ভালো বা মন্দ বলার কারণটি যেন বুঝবার চেষ্টা করেন। একের মতের সঙ্গে আর এক জনের মত মিললেই একটি মতকে ভালো বলা চলে না। সেই মতই শ্রেষ্ঠ মত, যা যুক্তিহীন নয়। যে দুটি ভদ্রলোক আমাদের নিরপেক্ষতার সুখ্যাতি করেছেন এবং যে-বন্ধুটি তাঁর মতের সঙ্গে 'নাচঘরে'র মত মিলছে না ব'লে রাগ করছেন, ধন্যবাদের সঙ্গে তাঁদের সকলকেই এই সত্যকথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এবং এ-কথাও সত্য যে, আমরা প্রাণপণে নিরপেক্ষ থাকবার জন্যে চেষ্টা করি। হয়তো আমাদের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, কিন্তু ব্যক্তিগত লাভালাভ, বিদ্বেষ বা বিবাদ যে অদ্যাবধি 'নাচঘরে'র কোন সমালোচনার জনক হয়েছে, শত্রুরাও যেন অনুগ্রহ ক'রে এমন সন্দেহ প্রকাশ না করেন।

•

অথচ আমাদের পক্ষে নিরপেক্ষ সমালোচনা বাস্তবিকই কষ্টকর। এখনকার চারটি রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে সুপরিচিত। প্রায় সমস্ত অভিনেতাই আমাদের বিশেষ বন্ধু এবং অনেককেই ছোট ভাইয়ের মতন দেখি। এবং বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ নাট্যকারই আমাদের সুহৃদ। অথচ আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, প্রকাশ্যে তাঁদেরই দোষগুণ দেখিয়ে দেওয়া! এবং দোষ দেখালে কোন বন্ধুই—মুখে না হোক্, অন্ততঃ মনে মনে আমাদের ক্ষমা করেন না। ফলে আজ পর্য্যন্ত কত বন্ধুর প্রেম যে হারিয়েছি, তার আর সংখ্যা নাই। আমাদের এ যে কি যাতনাদায়ক কর্ত্তব্য, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ তা বুঝবেন না।

•

ইলেক্ট্রো-আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭টি ঔষধ
পকেট কেসসহ—মূল্য পুস্তকসহ ৪।০
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়
বিনামূল্যের চিকিৎসা-প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস
১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)
সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।
একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে।
সুলভতার অতুলনীয়!

কেবল 'নাচঘর' নয়, সমস্ত সাময়িক পত্রের সমালোচকগণকেই অল্পবিস্তর পরিমাণে এমনি কঠিন বাধার ভিতরে থেকে কাজ করতে হয়। অতি নিম্নশ্রেণীর অভিনেতাও তাঁদের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রার্থনা করেন। প্রশংসার অভাব হ'লে কেউ কেউ আবার 'মারবেন' ব'লে শাসাতেও লজ্জিত হন না! কোন কোন চালাক ব্যক্তি তাঁদের ঘুস দিয়েও বশ করতে চান। খালি এদেশ ব'লে নয়, য়ুরোপে এ-সব ব্যাপার আরো বড় হয়ে আত্মপ্রকাশ করে—কারণ সেখানকার সমালোচনা হচ্ছে বৃহত্তর শক্তি। সারা বার্ণার্ডের মতন অভিনেত্রীকেও জনৈক সমালোচকের কাছে দেহ বিক্রী করতে হয়েছিল, তার মুখবন্ধের জন্যে।

*

এদেশেও যে সমালোচনার ব্যভিচার হয় না, তা বলা যায় না। কিন্তু সে ব্যভিচার খুব বেশী কুৎসিত হয়ে উঠে নি—কারণ নাট্যসমালোচনা এদেশে এখনও প্রচণ্ড শক্তি হবার অবকাশ লাভ করে নি। তবে বাংলা দেশেও যে জনসাধারণের উপরে নাট্যসমালোচকের প্রভাব দিনে দিনে বেড়ে উঠছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। এই শক্তি একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, সাময়িক পত্রের সমালোচকরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে পারেন। তাঁরা আপনাদের ভিতরে বাদ-প্রতিবাদ ও 'অ্যাকাডেমিক' আলোচনা করুন, ক্ষতি নেই। কিন্তু রঙ্গালয়-বিশেষকে কখনো যেন নিজেদের দলের উপরে স্থান না দেন। এবং ব্যভিচার থেকে সাধ্যমত তফাতে থাকেন। এবং নোংরা ভাষায় ব্যক্তিগত গালাগালির প্রশ্রয় না দেন। এবং স্ব-সম্প্রদায়ের মাথা পরের কাছে কখনো হেঁট না করেন। আপাতমধুর লাভের আশায় একতা হারালে পরিণামে তাঁদের নিজেদেরই ঠকতে হবে। তাঁদের কর্ত্তব্য গুরুতর। আর্টের উন্নতি ও জনসাধারণের রুচিকে সংস্কৃত করা, এই যেন তাঁদের মূলমন্ত্র হয়।

*

সাধ হয়, এদেশের সমস্ত নাট্য-সমালোচককে নিয়ে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করি। মাসে একবার বা দুইবার তাঁরা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে সমবেত হবেন। এবং কাগুজে ঝগড়া ভুলে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা ও আলাপ আলোচনা করবেন। শক্তিবৃদ্ধির জন্যে এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই। এ-বিষয়ে সহযোগীদের মতামত জানতে পারলে খুসি হব। আমাদের প্রস্তাব নিয়ে তাঁরা একটু ভেবে দেখবেন।

*

মিনার্ভা থিয়েটার "যাজ্ঞসেনী"র জন্যে সপ্তাহের মাঝে একটা ক'রে দিন কি ছেড়ে দিতে পারেন না? অন্ততঃ একদিন পরীক্ষা ক'রে দেখলে মন্দ হয় না।

*

এখানে "সত্যের সন্ধান" দেখবার জন্যে গেল হপ্তায় দর্শকের সংখ্যা আরো বেড়ে উঠেছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছে, মিনার্ভা এখন দীর্ঘকালের ভিতরে আর কোন নূতন নাটক খোলবার নাম মুখে আনবেন না! কোন রঙ্গালয়ে একবার কোন নাটক জ'মে গেলে নিয়মিত দর্শকদের পক্ষে একটা মস্ত অসুবিধা হয়। খুব ভালো নাটকও দু-তিন বারের পরে আর দেখতে আগ্রহ থাকে না। সুতরাং তারপর সেই রঙ্গালয়ে নূতনত্ব উপভোগ করতে গেলে দীর্ঘকাল ধ'রে অপেক্ষা করতে হয়! অথচ উপায়ও নেই। চল্‌তি নাটকের নিশ্চিত লাভ ছাড়লে রঙ্গালয় চালানো অসম্ভব।

*

ষ্টারে "রমা" চলছে, "বিজয়া" চলবে কবে?

*

নাট্যমন্দিরে নূতন সামাজিক নাটকের মহলা এখনো সুরু হয় নি। শিশিরকুমারকে তাঁর উপযোগী নূতন কোন বৃহৎ ভূমিকায় দেখবার জন্যে আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

*

সমস্ত রঙ্গালয়ের উপর দিয়েই নূতন নাট্যরসের ধারা বহে গেল। অধিকতর নূতন খবরের ও নাটকের জন্যে সকলকেই এখন কিছুকাল ধ'রে

অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিত আয়োজন!
আগামী ২২শে সেপ্‌টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৭টায়:—
পূর্ণ থিয়েটার
(ভবানীপুর)
বাঙ্গার প্রথিতযশা অভিনেতা ও অভিনেত্রী সম্মিলনে
শ্রীসন্তোষকুমার দাস প্রণীত
নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক
"দণ্ডকারণ্যে"
এবং তৎসহ সুমধুর অপেরা
উজ্জ্বলে—মধুরে
বিস্তারিত বিবরণ হ্যাণ্ডবিলে দেখুন।

এবার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার—
গরদের ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী
৫৲ টাকা মাত্র বায়না লইয়া অর্ডার বুক করা হইতেছে। পূজার ৩ সপ্তাহ আগে ডেলিভারী পাইবেন। ১৫ই ভাদ্র পর্য্যন্ত অর্ডার বুক করা হইবে। কাল বিলম্ব না করিয়া আমাদের
বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ
অসংখ্য প্রকার সুন্দর সুন্দর ডিজাইন ও রংএর নমুনা দেখিয়া অর্ডার বুক করাইয়া লউন। ভিঃ পিঃতে মাল পাঠান হইবে। বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র ব্যবহার করুন।
২০৬নংকর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

প্রতীক্ষা করতে হবে। সম্ভবতঃ হপ্তা-কয়েকের ভিতরে একেবারে আন্‌কোরা সংবাদের অভাবও হবে অত্যন্ত। তবে আশা এই, নূতনত্বের অভাবের দিনেই গুজবের সৃষ্টি হয় এবং অধিকাংশ গুজবই সত্য না হ'লেও উপভোগ্য হয় নিশ্চয়ই। যথা লাভ।

•

"ষোড়শী"র সম্বন্ধে একখানি পত্র নিয়ে আমরা গেলবারেই আলোচনা করেছি। তার উত্তরে শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তী ও তাঁর কোন অনুরাগী ভদ্রলোক দুখানি পত্রাঘাত করেছেন। আসছেবারে আমরা তাঁদের অভিযোগের জবাব দেব—এবারে স্থানাভাব।

———

চিত্রনাট্যের রূপকথা

—:•:—

চৌরঙ্গী অঞ্চলের চলচ্ছবিগুলির মধ্যে এ সপ্তাহে সবচেয়ে ভালো হয়েছে গ্লোবে 'চুরি করা কনে' (The Stolen Bride)। শ্রীমতী বিলি ডাভ ও শ্রীযুক্ত লয়েড হিউজেস্ যথাক্রমে এতে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত শ্রীমতী বিলি ডাভের বৈচিত্র্যময় অভিনয়-নিপুণতাতেই ছবিটি জনপ্রিয় ও মনোমদ হোয়েছে।

•

আখ্যানভাগটিও এর কৌতূহলপূর্ণ ও সু-গ্রথিত। দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বংশের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে হাঙ্গেরির প্রাসাদে ঐশ্বর্য্যে আদরে থাকতো। তার কাছেই কুটীরে থাকতো সেখানকার মুচির ছেলে একজন। রাজকুমারী দোরের কাছে এসে ব'সে থাকতো, মুচির ছেলে রাস্তায় কাজ ক'রতে তারি সাম্‌নে আস্‌তো। এম্‌নি কোরে দুজনে দেখা শোনা থেকে ঘনিষ্ঠতা ও ঘনিষ্ঠতা থেকে প্রণয় জন্মালো। বাড়ীর কেউ অবশ্য এ সব জান্‌লে না।

•

তারপর দুজনেরই আমেরিকায় কি কোরে দেখা হলো, বিখ্যাত একজন সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে কি সূত্রে রাজকুমারীর বিবাহ ঠিক হোয়ে গেলো আর বিয়ের রাত্রে সেই মুচির ছেলেকে কি কৌশলে রাজকুমারী পালিয়ে গিয়ে দেখা দিলে, কি কোরে তাদের মিলন হোলো, আগ্রহ-উন্মুখ দর্শকদের চোখের সামনে সে সব কাহিনী চমৎকার অভিনয়ের ও বিস্ময়পূর্ণ ঘটন সমাবেশের মধ্যে দিয়ে দেখানো হোয়েছে।

•

পার্লের 'অন্ধকারের ভিতর দিয়ে' (Through the Dark) [illegible] পিক্‌চার হাউসের 'যে পায় তারি' (Findes Keepers) ছবি দুটিও ভালো। যথাক্রমে শ্রীমতী কলিন মুর ও শ্রীমতী লরা লা প্ল্যান্ট এ দুখানি ছবিতে নায়িকার অংশ নিয়েছেন। দ্বিতীয় ছবিটি হাস্যরসবহুল। আজকাল বেশীর ভাগ ছবিতেই নায়িকার অংশ উৎকৃষ্টতররূপে অভিনীত হ'চ্ছে। তার কারণ, আখ্যানভাগ এমনভাবে লেখা হচ্ছে যে actionটার অধিকাংশই 'female star'কে জড়িয়ে, 'male star'এর করবার যা আছে তা actionএর গৌণব্যাপার মাত্র।

•

বাঙলার লাট সাহেবের বাড়ীতে 'ডন্' দেখানো হোয়েছে ও তার ফলে 'ডন্' সম্বন্ধীয় নিষেধ প্রত্যাহৃত হোয়েছে। ভাগ্যিস্ লাট সাহেব নিজে ছবিটি দেখলেন, তাইতো সেন্সরদের বিচারশক্তির এই সূক্ষ্মতা ধরা প'ড়ে গেল। নায়িকার অর্থাৎ নার্স ক্যাভেলের ভূমিকা এতে নিয়েছেন বিলাতের বহুখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী সিবিল থর্ণডাইক। এর আগে 'পোকা ও মরচে' (Moth & Rust) নামক ছবিতে শ্রীমতী অভিনয় কোরেছিলেন।

•

সুন্দরী ও যশস্বিনী চলচ্চিত্র 'star', শ্রীমতী ফ্লোরেন্স ভিডরের সঙ্গে সুবিখ্যাত বেহালাবাদক শ্রীযুক্ত জাসা হিফেট্‌জের (Jascha Heifetz) গেল সপ্তাহে বিয়ে হোয়ে গেছে।

•

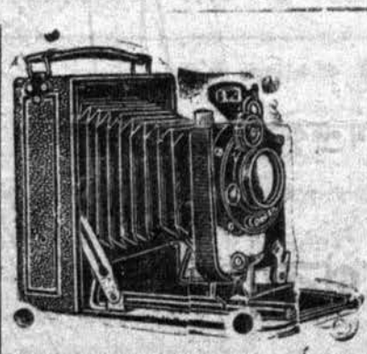
প্রেম কোরে বেড়ানো খাতিকওয়ালা বড় লোকের ছেলেকে আদর্শ স্বামীতে পরিণত করবার ঘটনা সম্বলিত একখানি ছবি সম্প্রতি বেরিয়েছে, তার নাম 'প্যারিসের একজন ভদ্রলোক' (A Gentleman of Paris)। শ্রীযুক্ত এ্যাডলফে মঞ্জু ও শ্রীমতী শার্লি ও'হারা এতে প্রধান দুটি ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন।

•

আর একখানি নোতুন ছবির নাম 'ট্যাক্সির ভিতরকার মেয়ে' (The Girl in the Taxi). শ্রীমতী লিলিয়ান হার্ভে ও শ্রীযুক্ত উইলি ফ্রিশ এতে যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের অংশে অবতীর্ণ হোয়েছেন।

— গি —

———



কোন্ ক্যামেরা কিনিলে ভাল ফোটো তোলা যায় এ সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হয়ত আপনি জীবনের একটি আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

আপনার ফোটো, ফোটোগ্র্যাফির যাবতীয় সরঞ্জাম, অথবা ফোটগ্রাফি এবং সিনেম্যাটোগ্রাফি শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ।

ইহার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আমাদের নিকট আসিবেন। আমাদের আন্তরিকতা আপনার নতুন শিক্ষার পথকে সুগম করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিস

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮ ৭৪।১ হ্যারিসন রোড, কালকাতা।

গান

—:০:—

(শ্রীমতী প্রভা)

কি জানি কেমন হলো যে আমার—
নয়নে তাহারি ছবি আঁকা।
ভুবনের চোখে সোনার স্বপন,—
মোর চোখে তারি ছবি আঁকা।
কহেনিকো সে তো কথা কিছু—
চাহেনিকো সে তো ফিরে পিছু—
ভাসায়ে আমারে আঁখি-নীরে,—
গেল চলে সে যে ধীরে ধীরে—
তবু কেন দুটি অবোধ নয়নে—
তাহারই শুধু ছবি আঁকা!
পিয়াস-উতল উদাস পরাণ—
জানেনাকো কিবা ভালোবাসা,
জীবন কাটালে দুবাহু-মাঝারে—
করেনিকো তবু কারো আশা!
এ ধরায় ওগো আমি একা—
প্রেম-রীতি মোর নাহি শেখা—
শাওনের ঘন বারি ধারা—
গগনে-পবনে করে সারা,—
একা ব'সে দেখি, নয়নে আমার
তাহারই শুধু ছবি আঁকা!

মীরাবাঈ

(শ্রীনরেন্দ্র দেব)

বাংলার রঙ্গমঞ্চে মীরাবাঈয়ের অভিনয় নূতন নয়। কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায় রচিত একখানি 'মীরাবাঈ' নাটক সেকালের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। একালে আবার কবিবর বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম নাটক 'মীরাবাঈ' নিয়ে বাংলার দর্শকদের অভিবাদন করেছেন।

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের 'মীরাবাঈ'য়ের সঙ্গে আমরা বসন্তবাবুর মীরাবাঈয়ের তুলনা করতে চাই না, শুধু এইটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে, এ নাটকখানি পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকের চেয়ে নানা দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন ক'রতে পেরেছে।

মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে একটি নবগঠিত সম্প্রদায় এই নবীন নাট্যকারের নূতন নাটকখানি নিয়েই তাঁদের প্রথমরজনীর উদ্বোধন করেছেন, সুতরাং নাটকখানির মধ্যে যে দর্শক-চিত্তবিনোদক নানা ব্যাপারের সমাবেশ আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। নাট্যকার স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ কবি, সুতরাং তাঁর নাটকের নানা স্থানেই কাব্য-প্রতিভার অপূর্ব্ব বিকাশ হয়েছে দেখা গেল। বিশেষ আবার তাঁর নাটকের পাত্র পাত্রীরা অনেকেই কবিখ্যাতি রেখে যেতে পেরেছিলেন ব'লে এক্ষেত্রে একেবারে মণি-কাঞ্চন সংযোগ হ'য়েছে!

'গীত গোবিন্দের' অনুবাদক ব'লে রাণাকুম্ভের বেশ একটু কবিখ্যাতি ছিল, কবি বসন্তকুমার মহারাণার সেই কবি-প্রকৃতির যথেষ্ট সুযোগ নিয়েছেন দেখা গেল। সন্ন্যাসিনী মহারাণী মীরা স্বয়ং তো প্রেমভক্তিমূলক গীতিকাব্যে অমরত্ব অর্জ্জন করে গেছেন। এর উপর আছেন আবার চিতোরের মহাকবি শেখর! অতএব নাটকখানি যে কাব্যাংশ-প্রধান হয়ে উঠেছে, সে কথা অস্বীকার করা চলে না!

তবে, একথা ঠিক যে, এই অতিরিক্ত কাব্যের সেটা কোথাও ব্যাহত ক'রেনি, বরং তার রসমাধুর্য্যকে অধিকতর উপভোগ্য ক'রে তুলেছে।

মীরাবাঈ, রাণাকুম্ভ প্রভৃতি পাত্রপাত্রীরা ঐতিহাসিক চরিত্র হ'লেও ইতিহাস থেকে এঁদের সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানতে পারা যায় না। একমাত্র টডের রাজস্থান ও মীরা সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী ও কিম্বদন্তী ছাড়া নাটকের উপাদান সংগ্রহ করবার আর কোনও উৎস নাট্যকার আবিষ্কার ক'রতে পেরেছিলেন কিনা আমরা জানি না, কারণ তাঁর নাটকখানি এখনও মুদ্রিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি, তবে তিনি যে মীরার কথাটুকু বেশ ক'রে গাঁথতে পেরেছেন, তাতে আর কোনও ভুল নেই! কবির সহজাত কল্পনা-শক্তি যে এ বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছে, একথা বেশ জোর ক'রেই বলা চলে।

পত্নীপ্রেমে সর্ব্বস্বহারা রাণাকুম্ভের চরিত্র-চিত্রণে তিনি অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, এবং ততোধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি গোবিন্দপ্রিয়া মীরার মধুর ছবি অঙ্কনে। রাণাকুম্ভের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কনিষ্ঠের কঠোর চরিত্রও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং শেখর কবির কোমল অন্তরের পরিচয়ও উপেক্ষণীয় নয়, কিন্তু তথাপি, গভীর আক্ষেপের সঙ্গে একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, নাটকের প্রাথমিক দোষ ও গঠন অপটুতা নানাস্থানে চ'খে পড়ে, এবং বিশেষ ক'রে দর্শককে পীড়া দেয় মনোমোহন সম্প্রদায়ের অভিনয়ের বিপুল ত্রুটি!

রাণাকুম্ভের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় খুব ভাল হ'য়েছে বলা যেতে পারতো, যদি তিনি স্থানে স্থানে অত্যন্ত বিকট ও পরিত্রাহী চীৎকার না করতেন! এ দোষটি তিনি বোধ হয় তাঁর সুদীর্ঘকাল মফঃস্বল সফরে অর্জ্জন ক'রে এসেছেন বলে মনে হ'লো!

মীরার ভূমিকায় শ্রীমতী সুবাসিনীর গান ও অভিনয় প্রাণস্পর্শী হয়েছে, তবে তিনি যে খুব উচ্চশ্রেণীর অভিনয় করতে পারেন নি—এ কথা না বললে সত্যের অপলাপ করা হবে!

সবে প্রকাশিত হ'ল!

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত

চিত্তোত্তেজক ও সামাজিক উপন্যাস

মাণিকাঞ্চন

দাম দুইটাকা মাত্র।

ডি, এম, লাইব্রেরী

৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জয়নারায়ণবাবু রাণাকুম্ভের কনিষ্ঠের ভূমিকায় তাঁর সাধ্যমতই ভাল অভিনয় করেছেন। কবি শেখরের ভূমিকায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে কবির মধুর প্রকৃতির পরিচয়টি বেশ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, কিন্তু তিনি যে রাং কবি একথা কেউ না ব'লে দিলে তাঁর অভিনয় থেকে কিছু বোঝা যায় না! এজন্য অবশ্য অভিনেতার চেয়ে নাট্যকারই বেশী দায়ী!

রাণাকুম্ভের ভগ্নীর ভূমিকায় একটি নবীনা নটী সুঅভিনয় করেছিলেন বলা যেতে পারে। এবং বৃদ্ধ মন্ত্রীর সামান্য অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য হ'য়েছিল।

সাজপোষাকের মধ্যে ইরাণী নর্ত্তকীদের বেশ ছাড়া আর কিছু উল্লেখযোগ্য দেখতে পাওয়া গেলনা, এবং দৃশ্যপট সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ শিল্পী চারুরায় যে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেন নি, তাও বেশ বুঝতে পারা গেল! তাঁর মোহন তুলির দু'একটিমাত্র দৃশ্য আমাদের চোখে পড়েছিল—আর সবই মামুলী।

প্রত্যেক অঙ্কের বিরামপটের মুখে একটি ক'রে বহুকণ্ঠোত্থিত সঙ্গীতের সমাবেশ ক'রে এবং নাটকের প্রয়োগ-কৌশলে নানাস্থানে অনবধানতার পরিচয় দিয়ে, তাঁরা "মীরাবাঈয়ের" অভিনয়কে বেশ উপভোগ্য ক'রে তুলতে পারেন নি।

নেপোলিয়নের নটী-প্রেম

—:০:—

শ্রীমেঘনাদ গুপ্ত

শ্রীমতী ডাচেসনয়স্ (ইংরেজী উচ্চারণই দিলুম) গত যুগের একজন বিখ্যাত ফরাসী অভিনেত্রী। বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়ে তাঁর নাম যখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে, নেপোলিয়ন তখন প্রথম 'কন্সাল'রূপে ফ্রান্সের ভাগ্যবিধাতা।

শ্রীমতী ডাচেসনয়স্ খুব সেরা সুন্দরী ছিলেন না। তবে তাঁর রূপ চলনসৈ ছিল বটে। কিন্তু তাঁর অভিনয়-প্রতিভা সেই রূপকে একেবারে অসাধারণ ক'রে তুলেছিল।

ঠিক সেই সময়ে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়েই শ্রীমতী জর্জ্জেস নামে আর এক নটী দেশজোড়া খ্যাতি কিনেছিলেন। শ্রীমতী জর্জ্জেস কিন্তু অভিনেত্রী-হিসাবে ছিলেন খুবই চলনসৈ, যদিও তাঁর রূপ ছিল তিলোত্তমার মতন। এ রূপের শিখায় দর্শকদের চোখ একেবারে ঝল্‌সে যেত, এবং তাঁর অভিনয়ের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান হারিয়ে বাহবার পর কেবল বাহবা দিয়ে যেত!

জনসাধারণ এই দুই নটীকে নিয়ে মেতে উঠল—একজনের রূপের চেয়ে গুণ বেশী এবং একজনের গুণের চেয়ে রূপ বেশী!

দেখতে দেখতে প্যারিসের বাসিন্দারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল—একদলের মুখে ডাচেসনয়সের জয় এবং আর এক দলের মুখে জর্জ্জেসের জয়!

কারুর উদাসীন থাকবার যো ছিল না। যে-ব্যক্তি কোন দলেই ভিড়ল না, দুই দলের লোকেই তাকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগল!

নেপোলিয়ন নিজে ছিলেন জর্জ্জেসের রূপের অনুরাগী।

কিন্তু তাঁর অনুরাগও জর্জ্জেসকে রক্ষা করতে পারলে না। কারণ ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত রূপেই ডাচেসনয়সের প্রতিভা জর্জ্জেসের রূপকে পিছনে ফেলে ফুটে উঠতে লাগল। শেষে রূপের উপরে গুণই আমল পেলে।

সমস্ত সহর যে নটীকে নিয়ে পাগল হ'য়ে উঠেছে, তাকে ভালো ক'রে চেনবার জন্যে নেপোলিয়নের মনে আগ্রহ জাগল। শ্রীমতী ডাচেসনয়স্‌কে তিনি নিজের প্রাসাদে আহ্বান করলেন।

নেপোলিয়নের রণ-প্রতিভাই জগতে বিখ্যাত। কিন্তু গুপ্ত-প্রেমেও তিনি যে কত-বড় ওস্তাদ ছিলেন, পৃথিবীর খুব কম লোকই সে খবর জানে।

শ্রীমতী ডাচেসনয়স্ বিনা বিলম্বে ফ্রান্সের সর্ব্বময় কর্ত্তার হুকুম পালন করলেন। শ্রীমতীকে একটি লুকানো ঘরে বসিয়ে রেখে রাজভৃত্য প্রভুকে খবর দিতে গেল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নেপোলিয়ন তখন গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। কাজ পেলে তাঁর আর বাহ্য জ্ঞান থাকত না।

ভৃত্যের খবর শুনে তিনি বললেন, "আমি শীঘ্রই যাব। .....ততক্ষণ তাকে সমস্ত পোষাক খুলে ফেলতে বল!"

বিচিত্র আদেশ! শ্রীমতী বিস্ময়ে চম্‌কে উঠলেন, কিন্তু উপায় নেই,—এ হুকুম যে নেপোলিয়নের!.....শ্রীমতী টুপী, জামা, পেটিকোট, পোষাক সব একে একে খুলে ফেললেন, কর্সেট আলগা ক'রে রাখলেন—তাঁর অঙ্গে রইল মাত্র একটি পাতলা সেমিজ..... .....অনেকক্ষণ কেটে গেল। তবু নেপোলিয়নের দেখা নেই।

তিনি কি এতই বেশী ব্যস্ত যে, সাধারণ ভদ্রতা পর্য্যন্ত ভুলে গেছেন?—শ্রীমতী অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন।

এ কি-রকম মানুষ গা? সেমিজ-পরা অবস্থায় এতক্ষণ একজন যুবতীকে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেছেন! এত অবহেলা, অথচ তারিই জন্যে সারা সহর তৃষিত চাতকের মতন চেয়ে আছে! হলেনই বা নেপোলিয়ন মস্ত কাজের লোক—কিন্তু এ যে অত্যাচার!

প্যারিসে কন্‌কনে শীত পড়েছে—ঠাণ্ডা রাত! যুবতী প্রায়-নগ্ন বেশে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছেন, তাঁর সুন্দর দেহের রক্ত যেন জল হয়ে আসছে! এ যে অত্যাচার!

শ্রীমতী ধৈর্য্য হারালেন! তিনি বেশ বুঝলেন, টুইলারিস রাজপ্রাসাদের ভিতরে তাঁর মতন একজন বিখ্যাত নারীর পক্ষে এমন সেমিজ মাত্র গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা যার-পর-নাই হাস্যকর ব্যাপার! লোকে শুনলে বলবে কি!

এবং শীতে তখন তাঁর হাত-পা অসাড় হয়ে পড়েছে! গায়ে কোনরকমে কতকগুলো কাপড় জড়িয়ে, ঘরের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শ্রীমতী আবার নেপোলিয়নের কাছে খবর পাঠাতে বললেন।

নেপোলিয়ন তখন কাজের ভিতরে একেবারে ডুবে পড়েছিলেন—সুন্দরীর কাছে তখন তাঁর আর প্রেমনিবেদনের এতটুকু সাধ ছিল না। রূপসী অতিথি তখনো তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন শুনে তিনিও অধীর স্বরে বল্‌লেন, "যাও! শ্রীমতীকে বাড়ী ফিরে যেতে বল!

ডাচেসনয়স্ হুকুম শুনে স্তম্ভিত! এমন অপমান যে কল্পনার অতীত!

রুদ্ধ ক্রোধে ফুল্‌তে ফুল্‌তে এবং মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করতে করতে শ্রীমতী আবার বিদায় নিলেন যে, ভবিষ্যতে শত অনুরোধেও আর কেউ তাঁকে টুইলারিস রাজপ্রাসাদে আন্‌তে পারবে না!

এবং নেপোলিয়নও আর কখনো তাঁকে ডাকেন নি।

কেউ যেন মনে না করেন যে, সকল রূপসীর কাছেই নেপোলিয়ন এমন অটল ভাবে স্থির হয়ে থাকতেন।

কিন্তু সে হচ্ছে ভিন্ন গল্প। আর একদিন বলব।

আপনার অথবা আমার মনোমত স্থানে যদি নিজের ও আত্মীয়দের সুন্দর ফোটো তুলতে চান তবে বড়বাজার ফোন নং ২১২৭এ কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের নিকট কিম্বা ২৭ নং পটলডাঙ্গায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬২।১ বউবন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৪৮৭ বি.বি

নূতন নাটক। নূতন নাটক॥

নাটকীয় আখ্যান ভাগের নূতনত্বে—পরিকল্পনার চমৎকারিত্বে—লোমহর্ষণ ঘটনাবলীর কৌশলময় সংস্থানে—বৈচিত্রময় তীব্র নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে—আর তাহার সহিত বঙ্গের শ্রেষ্ঠ দুইটী গায়ক এবং গায়িকার কণ্ঠনিঃসৃত

অপূর্ব্ব সঙ্গীত-মাধুর্য্যে

সত্যের সন্ধান

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে যে ইন্দ্রজালময় নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার অপূর্ব্বত্ব উপভোগের বস্তু—বর্ণনার নহে।

শনিবার ১লা সেপ্টেম্বর ১ ভাদ্র, রাত্রি ৭॥ টায়
পরদিন রবিবা — টনী ৫টায়।

প্রেম ও ধর্ম্মমূলক নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

(মহাসমারোহে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অভিনয়)

"সত্যের সন্ধানের" অভিনয়োৎকর্ষের ভার লইয়াছেন :—

শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাদুবাবু) শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যাজ্ঞসেনীর "অর্জ্জুন")
শ্রীভূমেন্দ্রনাথ রায় (এমেচার)
শ্রীপতাতচন্দ্র সিংহ (যাজ্ঞসেনীর "শকুনি")
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
শ্রীমতী আঙ্গুরবালা শ্রীমতী শশিমুখী
শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ) প্রভৃতি

"সত্যের সন্ধানের" নৃত্য সংযোজনা করিয়াছেন—
নৃত্যাচার্য্য শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু)

"সত্যের সন্ধানে" দৃশ্যপটাদি সজ্জিত করিয়াছেন—
মিনার্ভার অননুকরণীয় শিল্পী শ্রীপরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)

"সত্যের সন্ধানে" সুরযোগ করিয়াছেন—
সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীভূতনাথ দাস ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

"সত্যের সন্ধানে"—বিখ্যাত অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে এবং সুধাকণ্ঠী শ্রীমতী আঙ্গুরবালার একত্র সমাবেশ—
বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এ আয়োজন এই প্রথম!

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।
ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে. মিত্র, বি এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ১লা সেপ্টেম্বর, ১৬ই ভাদ্র রাত্রি ৭॥ টায়
রবিবার ২রা সেপ্টেম্বর, ১৭ই ভাদ্র, ম্যাটিনী ৫ টায়

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রণীত
সম্পূর্ণ নূতন ধরণের নূতন গীতি-নাট্য

হাসু-নো-হানা

(মহাসমারোহে তৃতীয় ও চতুর্থ অভিনয় রজনী)

বিরহে-মিলনে, বিষাদে-আনন্দে
নাচে-গানে, রঙ্গে-রসে ভরপুর!
জাপানের স্বপ্ন-সুষমা জড়িত সুরভি-কুসুম

নাট্যমন্দিরের নূতন আলোকে নূতন রস সিঞ্চনে অপরূপ রূপে প্রস্ফুটিত!

রুদ্রগিরি—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
মগধরাজ—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
যশোবর্দ্ধন—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
হাসু-নো-হানা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
নটবর—শ্রীমতী চারুশীলা
য়্যামাতো—শ্রীমতী উষা (পটল)
প্রেমিকা—শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)

২১শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, রাত্রি ৭ টায়

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে

সমস্ত রজনীব্যাপী অভিনব আয়োজন।

১। জন্মাষ্টমী ২। নন্দ-উৎসব
৩। সীতা ৪। নর-নারায়ণ
৫। রাধাকৃষ্ণ

এখান হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিটরিজার্ভ হয়।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২২শে ভাদ্র
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

আচ্ছা, প্রাচীন ভারতে বক্তৃতা দেওয়ার আর্ট কতটা উচ্চশ্রেণীতে উঠেছিল, সে-সম্বন্ধে কেউ কোন ইতিহাস লেখবার চেষ্টা করেছেন কি? অন্ততঃ আমাদের চোখে তা পড়ে নি।

*

প্রাচীন ভারতের Art of Rhetoricএর জন্যে বিখ্যাত বক্তাদের নামও আমরা জানিনা। অথচ ভারতের প্রাচীন পুরাণ প্রভৃতির ভিতরে oratoryর নমুনা পাওয়া যায় অনেক। এমন একটা চিত্তাকর্ষক বিষয় নিয়ে কেউ যে আলোচনা করেন নি কেন, তা জানিনা।

*

পাশ্চাত্য দেশে এ-সম্বন্ধে নানা আলোচনার অভাব নেই। কথিত আছে খৃঃ পূঃ ৪৬৬ অব্দে Corax of Syracuseই নাকি "আর্ট অফ রেটোরিকে"র উদ্ভাবক। আদালতে নাগরিকদের আত্মকথা প্রকাশ করবার জন্যেই তখন বক্তার সাহায্য নেওয়া হ'ত।

*

বাইবেলের Old ও New Testament বক্তৃতায় পরিপূর্ণ। Old Testamentএর book of Deuteronmyতে বক্তৃতার যে সুন্দর নিদর্শন আছে, তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা-মালার মধ্যে অন্যতম ব'লে গণ্য করা।

*

প্রাচীন গ্রীসে বক্তৃতার অসাধারণ উন্নতির কথা সকলেই জানেন। Socrates, Antiphone ও Aristotle প্রভৃতির নাম এ-বিভাগে



সুপরিচিত। Rhetoric সম্বন্ধে Aristotle যে চমৎকার আলোচনা করেছেন, অদ্যাবধি তা অদ্বিতীয় হয়ে আছে।

*

এবং practical oratoryর জন্যে সব-চেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন Demosthenes। তাঁর শক্তি কতটা অপূর্ব্ব ছিল, এতদিন পরে তা ঠিক ক'রে বলবার উপায় নেই। তবে বক্তৃতা দেওয়ার দিকে যাঁর ঝোঁক আছে, Demosthenes আজও তাঁর শিক্ষক হ'তে পারেন। তাঁর পরের বিখ্যাত বক্তা হচ্ছেন Cicero—যাঁকে বলা হয় "the greatest barrister of the world!" তাঁর মতে বক্তার পক্ষে এই পাঁচটি গুণ অপরিহার্য্য,—judgment, harmonious language perfect style, accurate knowledge and a certain dignity of delivery।"

*

পরবর্ত্তী যুগের সমস্ত বক্তার উপরেই Ciceroর প্রভাব পড়েছে। এমন কি Pitt, Burke, Macaulay ও Bossuet প্রভৃতির বক্তৃতার মধ্যেও তাঁর ভঙ্গি বা 'ষ্টাইল' পাওয়া যায়। বক্তা হবার জন্যে Cicero সাধনাও বড় কম করেন নি। ষোলো বছর বয়স থেকে তিনি বক্তৃতার অভ্যাস সুরু করেন,—কিন্তু প্রথম বক্তৃতা দেন পঁচিশ বৎসর বয়সে।

*

রোমের গৌরবময় যুগে জনসাধারণ শিক্ষিত ও শাসিত হ'ত শুধু কথিত বাক্যের দ্বারাই। কিন্তু রোমের অধঃপতনের দিনে বক্তৃতার আদর্শও নেমে

IMPERIAL LIBRARY

পড়েছিল। কারণ বক্তারা তখন সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে বক্তৃতা দিতেন না, দিতেন কেবল ব্যক্তিগত জয়লাভের জন্যে। য়ুরোপের মধ্যযুগেও বক্তৃতার মধ্যে এমনি অন্যায় উদ্দেশ্য প্রায়ই প্রকাশ [illegible]।

*

সতেরো শতাব্দীর Fenelon ও Bossuet বক্তৃতার জন্যে অমর হয়ে আছেন। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে অনেকেই ভীষণ বক্তৃতা দিয়ে নাম কিনেছিলেন। ১৭৬০—১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ভিতরে বক্তৃতা-বিভাগে ইংলণ্ডের নাম পৃথিবীর আর সকল দেশকে ছাড়িয়ে উঠেছিল। সে যুগের ও পরবর্ত্তী কালের Edmund Burke, Lord Chatham, Edward Burke (অনেকের মতে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা) Charles James Fox, Curran, Erskine, ছোট Pitt, Sir Robert Peel, R. B. Sheridan ও Macaulay প্রভৃতির নাম কারুরই কাছে অচেনা নয়।

*

মেকলের পরে বিলাতে Cobden ও Brightএর যুগ আসে। এবং সেই সময়েই নবজাগ্রত আমেরিকায় Lincolnএর নাম শোনা যায়। দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে Licnolnএর একটি বক্তৃতা থেকে শ্বেতাঙ্গরা আজও অনেক শিক্ষার উপাদান পেতে পারেন। তারপর বক্তৃতায় নাম করেন Disraeli, Gladstone, বড় Chamberlain ও Lord Rosebery প্রভৃতি। একালে ইংরেজদের ভিতরে সংপ্রতি-মৃত Asquith ও Lloyd Georgeএর বক্তৃতার খ্যাতি যথেষ্ট।

*

ভারতের ভিতরে বাঙালীরা বক্তৃতার জন্যে প্রসিদ্ধ। রামগোপাল ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, লালমোহন ঘোষ, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বক্তাদের কথা সকলেই জানেন, সুতরাং আমাদের আর বিশেষ ক'রে বলতে হবে না।

*

Quintiiianএর মতে, শিক্ষার চরম লক্ষ্য হচ্ছে, বক্তৃতা। নটের মত বক্তারাও প্রধান আলম্বন হচ্ছে, কণ্ঠস্বর। এবং নটের মতন বক্তাকেও কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে নানা ভাবের লীলা দেখাতে হয়। এবং উভয়ের ক্ষেত্র ও পদ্ধতি ভিন্ন হ'লেও উভয়েরই কাজ ও জনসাধারণের মন নিয়ে। এবং ব্যক্তিত্ব না থাকলে উভয়েই নাম কিনতে পারেন না।

*

যে-সব যুবকের বক্তা হবার জন্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁরা এই কথাগুলি মনে রাখলে ভালো করবেন:—চীৎকার কোরোনা। অস্পষ্টভাবে কথা কোয়ো না। অস্থিরতা প্রকাশ কোরোনা। ক্ষমাপ্রার্থনা বা অনুনয় প্রকাশ কোরোনা। "ওর নাম কি" বা "বুঝলে কিনা" প্রভৃতির মতন কথা ব্যবহার কোরোনা বা আম্‌তা আম্‌তা ক'রে কথা কোয়ো না। তোমার বক্তৃতা শ্রোতাদের উপরে কতটা প্রভাব বিস্তার করছে, সেটা লক্ষ্য করতে ভুলো না। নিজের কথায় নিজেই বিরক্তির ভাব প্রকাশ কোরোনা। শ্রোতাদের তোমার কথা বুঝবার অবকাশ দিও—অর্থাৎ তাড়াতাড়ি কোরোনা। আত্মকথা বোলো,—'আমি' কথাটি উচ্চারণ না করাই সঙ্গত। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রোতাদের কাছে একই ভাবে বক্তৃতা দিও না। সস্তা রসিকতা বার-বার উদ্ধৃত বচন বা সুপরিচিত গল্প ত্যাগ কোরো। যে-সব তথ্যের প্রমাণ দিতে পারবে না, তা উদ্ধার কোরো না। এবং যখন বক্তৃতা শেষ করবে, একেবারেই শেষ করবে। ইত্যাদি।

*

পাতিয়ালার মহারাজা সংপ্রতি জার্ম্মাণীতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি একটি বিখ্যাত ব্যাণ্ডওয়ালার দলকে শীঘ্রই নিজের রাজ্যে আনাবেন। এই ব্যাণ্ডে বাদক থাকবে অনেকজন। তাদের প্রত্যেককে সত্তর টাকা মাসিক মাহিনা, বাসা ও খাইখরচ দিতে হবে! প্রধান বাদকের মাসিক মাহিনা ২,২৫০ টাকা! তার উপরে তাঁকে ভালো বাড়ী, ভৃত্যাদি ও ঘোড়া প্রভৃতি এবং সেই-সবের জন্যে যা খরচ তাও যোগাতে হবে!

*

দেখা যাচ্ছে, মহারাজের সঙ্গীত-শাস্ত্রের উপরে অভক্তি নেই। কিন্তু দেশীয় সঙ্গীতের দিকে তাঁর এই ভক্তির স্রোতটাকে তিনি যদি ফেরাতে পারতেন, তাহ'লে মহারাজের গৌরব বোধ করি আহত হ'ত না। অন্ততঃ তিনি চেষ্টা করলে এই টাকায় দেশীয় যন্ত্রাদির সাহায্যে একটি নূতন ঐকতান-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন—ভারতে যার বড়ই অভাব।

*

ভারতবর্ষে প্রথম যে ভদ্রমহিলা সাহস ক'রে চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, তাঁর নাম কুমারী রামা রাও। তাঁর পিতা মিঃ বি রামা রাও মসলিপটমের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ। কুমারী রামা রাও "ব্রিটিশ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিল্ম" সম্প্রদায়ের "তাজমহল" চিত্রনাট্যে সেলিমার ভূমিকা নিয়েছেন! আর একজন "হিন্দুমহিলা" শ্রীমতী সীতাদেবী এর আগেই চিত্রনাট্যে বিখ্যাত হয়েছেন বটে, কিন্তু জাতিতে তিনি 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান'।

*

বোম্বাইয়ের "জগদীশ ফিল্ম কোম্পানী"র নূতন ছবি "গৃহলক্ষ্মী" নাকি হিন্দুদের উপভোগ্য হবে। প্রধান ভূমিকায় নেমেছেন মিস্ গোহর।

*

আমেরিকার প্রসিদ্ধ চিত্রাভিনেত্রী ডোলর্স ডেল রিও শীঘ্রই যে কলকাতায় আসছেন, সে খবর আগেই দিয়েছি। সংপ্রতি আমেরিকাতেই তিনি "রামোনা" নামে চিত্রনাট্যে একটি ভারতীয় বালিকার ভূমিকা নিয়েছেন। এরই নাম 'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি'!

*

আর একখানি চিত্রে ভারতীয় উপাদান আছে, তার নাম "Emerald of the East"। এই ছবির কয়েকটি দৃশ্য তোলা হয়েছে গোয়ালিয়রে এবং এর প্রয়োগকর্ত্তা ছবি তোলবার সময়ে গোয়ালিয়রের মহারাজার নিজস্ব সৈন্য-সাহায্য পেয়েছেন। শুনছি, কয়েকজন রাজা মহারাজাই নাকি এই ছবির সমস্ত খরচ যোগাচ্ছেন। এর মধ্যে কেন্যেয় রাইভ একটী প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

*

"ঠাকুর ফিল্ম কোম্পানী"র প্রায়ই শোনা যাচ্ছে, কিন্তু এঁদের আর সমস্ত ব্যাপারই এখনো রহস্যের আড়ালে অদৃশ্য। তবে এইটুকু জানা গেছে, তাঁদের প্রথম চিত্রনাট্যের আখ্যানবস্তু নাকি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের একখানি কথাগ্রন্থ থেকে নেওয়া।

*

ম্যাডান কোম্পানীর নতুন ছবি "সরলার" কথা অনেকের মুখেই শুনছি। ছবিখানি আমরা দেখি নি, তার ভালো মন্দের কথাও আমরা জানি না।

*

তবে খবর পেলুম, ম্যাডান কোম্পানী ছবি তোলবার জন্যে যে নতুন ষ্টুডিওটি তৈরি করছেন, তার কাজ শেষ হয়ে এসেছে। এখানে সমস্ত আধুনিক ব্যবস্থাই থাকবে—কৃত্রিম আলোক পর্য্যন্ত। ম্যাডান কোম্পানী নাকি অতঃপর দেশীয় ছবির নট-নটীদের অভিনয়ের কায়দা শেখাবার জন্যে এখানে বিলাতী বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করবেন।

*

গিরিশ-স্মৃতি-ভাণ্ডারের সাহায্যের জন্যে যে বিশেষ অভিনয় হবার কথা ছিল, তা কাজে পরিণত করবার জন্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু নাকি এবারে আবার কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন তবে "দক্ষযজ্ঞে"র বদলে নাটক নির্ব্বাচন করা হয়েছে "প্রফুল্ল"। ভূমিকালিপি যতটুকু জানতে পেরেছি তা হচ্ছে এই :—যোগেশ—দানীবাবু। রমেশ—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী। উমাসুন্দরী—শ্রীমতী তারাসুন্দরী। জ্ঞানদা—শ্রীমতী চারুশীলা কিংবা শ্রীমতী সুশীলাবালা। প্রফুল্ল শ্রীমতী প্রভা। সঙ্গে একখানি প্রহসন-জাতীয় নাটিকাও নাকি থাকবে।

•

নাট্যমন্দির শীঘ্রই "মৃণালিনী" খুলবেন। পশুপতি—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী। হেমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত রবি রায়। জনার্দ্দন—শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী। ব্যোমকেশ—শ্রীযুক্ত শৈলেন চৌধুরী। দিগ্বিজয়—শ্রীযুক্ত জীবন গাঙ্গুলী। মহম্মদ—শ্রীযুক্ত তারাকুমার ভাদুড়ী। মাধবাচার্য্য—শ্রীযুক্ত অমলেন্দু লাহিড়ী। মনোরমা—শ্রীমতী চারুশীলা। মৃণালিনী—শ্রীমতী প্রভা। গিরিজায়—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী। মণিমালিনী—শ্রীমতী উষা।

•

শুক্লব, ষ্টারও নাকি এইসঙ্গে "মৃণালিনী" খুলবেন।

গান

শ্রীমতী প্রভা

ঐ বাজে তার চরণ-ধ্বনি—
আর তো তারে ছাড়্‌বো না!
হৃদয় দিয়ে হৃদয় নেবো—
হিয়ায়-হিয়ায় হার-বোনা!
লোকে যে যাই বলে বলুক—
অটল পাহাড় টলে টলুক্—
উজান পানে মন-তরণী—
আর ফিরাতে পার্‌বো না!
অলখ্ পথের পথিক আমি—
চলব সোজা—
সাথের সাথী করব আমার—
স্মৃতির বোঝা—
নীলাকাশ আজ হোক্‌না কাজল—
আসুক্ না ঝড়, আসুক না জল—
সুমুখ পানেই চাইবো শুধু—
পিছনের ধার ধার্‌ব না!

হলেক্টো-আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

মাত্র ৭টি ঔষধ

পকেট কেসসহ—মূল্য পুস্তকসহ ৪।০

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়

বিনামূল্যের চিকিৎসা-প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন

ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

চিত্রনাট্যের রূপকথা

—:•:—

'লাল পোষাকের অন্তরালে' (Under the Red) নামক ছবিটির প্রথম দিকটা চলনসই হোলেও, শেষের দিকটায় আখ্যায়িকা ও অভিনয় দুইই বেশ জমে উঠেছে। এই ছবিটি 'পিক্‌চার হাউসে' দেখানো হোচ্ছে।

•

গ্লোবের 'জজ সাহেব, নমস্কার' (Good Morning, Judge) ছবিটি উপভোগ্য। নায়ক ও নায়িকার অংশে এতে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত রেজিনাল্‌ড্ ডেনি ও শ্রীমতী মেরি নোলান অবতীর্ণ হোয়েছেন। হাস্যরসের অভিনয়ে শ্রীযুক্ত ডেনির বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য অভিনেতারা লোককে হাসাবার জন্যে বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি ক'রেছেন ও সেই উদ্দেশ্যে গোলমালে প'ড়ছেন বেশ বোঝা যায়।

•

তাতে চেষ্টার লক্ষণ আছে। কিন্তু সাবলীল ও সুষম ভঙ্গী ও স্বাভাবিক ভাবে বিরূপ ঘটনার মধ্যে প'ড়ে তা কাটিয়ে ওঠবার নানাবিধ অদ্ভুত প্রচেষ্টার দ্বারা হাসানো রেজিনাল্‌ড্ ডেনির কৃতিত্ব। মনে হয় যেন বেচারী হাসাতে চায় না লোককে, কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে এমন সব অবস্থায় পড়ে যে লোককে না হাসিয়ে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। নায়কের বোনের ভূমিকায় শ্রীমতী ডোরেথি গালিভারের অভিনয়ও ভালো।

•

'রক্তের জাহাজ' (The Blood Ship) ছবিটি দেখিয়ে 'পার্ল' জনতা আকর্ষণ কোরছে। প্রধান তিন্‌টি অংশে শ্রীযুক্ত হোবার্ট বস্‌ওয়ার্থ, শ্রীযুক্ত রিচার্ড আলেন ও জ্যাকোয়েলিন লোগান প্রশংসনীয় অভিনয় কোরেছেন। রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাময় ঘটনাবাহুল্যে ছবিটি আগাগোড়া ভরা। কোন দৃশ্যই এর নীরস বা কৌতূহলশূন্য নয়।

•

'বো সেব্‌রুর' (Beau Sabreur) দেখিয়ে 'প্যালেস্ অফ ভ্যারায়েটিজ'ও খুব জনপ্রিয় হোয়েছে। এর নায়কের ভূমিকায় নেমেছেন শ্রীযুক্ত জ্যারি কুপার। আদ্যোপান্ত তাঁরি অভিনয়-নৈপুণ্যে ছবিটি যশ অর্জ্জন কোরেছে। 'বো সেবরুর' এর মানে হোচ্ছে 'সু-সৈনিক'।

•

কিন্তু আমাদের সব চেয়ে ভালো লেগেছে 'ভ্যারায়েটিজে' 'বো সেব্‌রুর' সঙ্গে দেখানো হোচ্ছে দু রিলের 'এলেজি' (Elegy) নামক যে ছোট ছবিটি। এই ছোট চিত্রনাট্যটিতে শ্রীমান্ ফিলিপ্ ডি লেসি যে মনোহরণ অভিনয় কোরেছেন, তেমন অভিনয় সহজে দেখা যায় না। একটি কুকুরের মৃত্যুতে তাঁর বন্ধু একজন দীনদরিদ্র বালকের শোকের ও মরণের করুণ কাহিনী নিয়ে চিত্রনাট্যটি লেখা। এমন কেউ নেই যার চোখের জল এই মর্ম্মস্পর্শী ঘটনাটিতে বাধা মানবে। আমরা সকলকে এই ছবিটি দেখতে বলি।

•

যাঁরা 'বেন্ হুর' দেখেছেন তাঁরা সকলেই ফ্যান্সিস্ বুশম্যানের নাম শুনেছেন। শ্রীযুক্ত বুশম্যানের উপস্থিত স্ত্রী নেই, কিন্তু এর আগে দুজন

আপনার অথবা আমার মনোমত স্থানে যদি নিজের ও আত্মীয়দের সুন্দর ফোটো তুলতে চান তবে বড়বাজার ফোন নং ২১৫৭এ কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের নিকট কিম্বা ২৬ নং পটলডাঙ্গায় অনুসন্ধান করুণ।

ছিলেন, এক সঙ্গে নয়, পর পর। তাঁরা উভয়েই জীবিত আর শ্রীযুক্ত বর্ত্তমানে অবিবাহিত।

•

গেলো ২৩শে আগষ্ট রাডলফ্ ভ্যালেনটিনোর মৃত্যুদিন ছিলো এ খবর আমরা আগেই দিয়েছি। ঐ দিন ইংলণ্ডে, জার্ম্মানীতে, ইটালিতে তাঁর স্মৃতি-পূজা হোয়েছে। আমাদের এখানে ঐ দিনে সব চিত্রমঞ্চেই ভ্যালেনটিনোর অভিনীত চিত্রনাট্য প্রদর্শিত হওয়া উচিত ছিল - কিন্তু কোনোটিতেই হয় নি। আমাদের চলচ্চিত্র-ওয়ালারা ভারি সেকেলে। রাডল্ফ ভ্যালেন্টিনোর জন্মদিন ৬ই মে (১৮৯৫)—মৃত্যুদিন ২৩শে আগষ্ট—১৯২৬)!

•

'সঙীন কাঁধে নাও' (Shonlderarms) নামক শ্রীযুক্ত চার্লি চ্যাপলিনের একখানি চলচ্ছবি সেন্সরদারের নিষেধে এখানে দেখানো বন্ধ হোয়েছিল। ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হোয়েছে।

—গি—

"ষোড়শী"র মামলা

প্রথম পত্র

সবিনয় নিবেদন,

গত সংখ্যার 'নাচঘরে' আমার সম্পর্কে একটা আলোচনা দেখলুম। গগনবাবুর চিঠি এবং আপনার মন্তব্য এই দুটোর ওপরেই আমার তরফ থেকে বলবার অনেক কিছু ছিল,—কিন্তু তার দরকার নেই। কেবল কয়েকটি কথা নিতান্ত অপ্রকৃত বলেই তার প্রতিবাদ করতে হোলো।

আপনার মন্তব্যের কিয়দংশ তুল্‌তে বাধ্য হচ্চি :—"দেনা-পাওনা উপন্যাস হলেও, তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে নাট্যরস ছিল বলেই স্বয়ং শরৎবাবুর নির্দ্দেশ অনুসারে শিবরামবাবু তাকে নাটকের আকারে পরিবর্ত্তিত করতে পেরেছিলেন।...শিবরামবাবু শরৎবাবুকে যেটুকু সাহায্য করেছিলেন, তার জন্যে তিনি পারিশ্রমিকও যে নেন্‌নি তা নয়। এবং শিবরামবাবু যদি স্বেচ্ছায় নিজের নাম গোপন না রাখতেন তাহলে তাঁর ভাগ্যে পারিশ্রমিকও লাভ হ'ত কিনা সন্দেহ!"

এর মধ্যে 'স্বয়ং শরৎবাবুর নির্দ্দেশ অনুসারে' আমি দেনা-পাওনাকে নাটক আকারে পরিবর্ত্তিত করি এই সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি যখন ষোড়শীর নাট্যরূপ দিই তখন শরৎবাবুর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয়ই হয় নি, সে প্রায় চার পাঁচ বছর আগের কথা। দেনা-পাওনার মধ্যে প্রচুর নাট্যরস ছিল আজ তা কারোই অনাবিষ্কৃত নয়, কিন্তু একে নাটক আকারে পরিবর্ত্তনের কল্পনাও যখন শরৎচন্দ্র, শিশিরকুমার বা আর কারও স্বপ্নেও ছিল না, সেই সময়ে এই বিড়ম্বিত লেখকের মনেই তার পরিকল্পনা জেগেছিল, একান্ত নিজের প্রেরণাতেই সে তার সাধ্যমত, আজকের এই অপূর্ব্ব নাট্যসম্ভবের প্রথম রূপ দেবার চেষ্টা করেচে। কিন্তু থাক সে কথা—।

আপনি আবার পারিশ্রমিকের কথা তুলেচেন! শরৎবাবুর কাছ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েচি এটা আমার কাছেই নতুন খবর! শরৎবাবু কিছু তো দেন্‌ইনি, বরং যাকে আপনারা "ষোড়শীর প্রথম মূর্ত্তি" বলে উল্লেখ করেচেন তার সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক ন্যায়তঃ আমার প্রাপ্য হলেও, সাময়িক পত্রে তার প্রকাশের বিনিময়ে যে টাকাটা পাওয়া গেছল তারও একটা মোটা অংশ শরৎবাবু নিয়েছেন! সুতরাং সে কথা না তুল্‌লেই ছিল ভালো!

তারপর নাম গোপনের কথা। Commercial কারণে কোনো প্রকাশক বা ব্যবসাদার যখন নাম প্রকাশের প্রয়োজন না মনে করেন তখন তার অর্থ বুঝি, কিন্তু শরৎবাবু তাঁর বইয়ে আমার নাম স্বীকার করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও 'ষোড়শী'র দু-দুটো সংস্করণেও যখন তার উল্লেখমাত্র করলেন না, তখন সেটা বোঝা আমার পক্ষে শক্তই হয়েচে। নাম গোপন নয়, নাম জাহির করিনি এই আমার অপরাধ! তা মেনে নিচ্চি, কিন্তু শরৎবাবুর সত্য নিষ্ঠায় আমার অবিচল শ্রদ্ধা ছিল—!

যাই হোক দুঃখ করিনে, মহাজনের পথই এই। টাকাকড়ির মহাজনদের মতো সাহিত্যিক মহাজনরাও যদি অপরকে exploit করেই বড়ো হন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, এবং তার সমর্থনেরও অভাব হবে না কর্ত্তা-ভজনার এই দেশে। কেননা সাহিত্যিক, পলিটিকাল, বা পারলৌকিক কর্ত্তারা কখনো অন্যায় কিছু করতে পারেন না, এবং তাঁদের কণ্ঠেই যত কিছু আপ্ত বাক্য!

তবে এক জায়গায় একটু যা খটকা! রম্যা রলাঁ নাকি বলে থাকেন যে সাহিত্য-শিল্পীরা মানুষ হিসেবে সাধারণের চেয়ে ঢের উঁচুতে।

আর আপনি বল্‌চেন - আমার ভাগ্যে পারিশ্রমিকও লাভ হোতো কিনা সন্দেহ!

আমার বিশ্বাস, রম্যা রলাঁও এই সন্দেহ পোষণ করতেন যদি বাঙালী সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকতো—কেবল আমার পারিশ্রমিক সম্পর্কে নয়, তাঁর মতবাদ সম্বন্ধেও।

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

এবার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার—

গরদের ছাপা সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

২৲ টাকা মাত্র বায়না লইয়া অর্ডার বুক করা হইতেছে। পূজার ৩ সপ্তাহ আগে ডেলিভারী পাইবেন। ১৫ই ভাদ্র পর্য্যন্ত অর্ডার বুক করা হইবে। কাল বিলম্ব না করিয়া আমাদের



অসংখ্য প্রকার সুন্দর সুন্দর ডিজাইন ও রংএর নমুনা দেখিয়া অর্ডার বুক করাইয়া লউন। ভিঃ পিঃতে মাল পাঠান হইবে। বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র ব্যবহার করুন।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য :—শিবরামবাবুর কথার প্রতিবাদে আমরা যে-কথাগুলি বলব, হয় তো সেগুলি কিছু কড়া শোনাবে। আশা করি সেজন্যে তিনি আমাদের মার্জ্জনা করবেন। ১। তাঁর একটি কথায় আমরা আপত্তি করি। জীবনে আমরা কর্ত্তা-ভজার দলে ভিড়ি নি। যে-সংখ্যায় শরৎ বাবুকে সমর্থন করেছি, সেই সংখ্যাতেই তিনি দেখতে পাবেন যে, শরৎবাবুর "রমা" নাটক সম্বন্ধে আমরা যে-কথাগুলি বলেছি, তাকে 'কর্ত্তা-ভজনা' ব'লে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। "রমা" সম্বন্ধে "নাচঘরে"র মত প'ড়ে স্বয়ং শরৎবাবুও নিশ্চয় আমাদের সাধুবাদ দিচ্ছেন না—যদিও তিনি আমাদের বহুদিনের পরিচিত, শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু। বন্ধু বা শত্রু, সকলের সম্বন্ধে আমরা হক্ কথা বলতে চাই। ২। 'পারিশ্রমিক' সম্বন্ধে আমরা যা জানি, তা হচ্ছে এই : শিবরামবাবু "দেনা-পাওনা"কে নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করেন (এবং তিনি যেন এটাও স্মরণ রাখবেন যে, সৃষ্টি ও পরিবর্ত্তন এককথা নয়)। "ভারতবর্ষে" তার আগেই "দেনা-পাওনা" উপন্যাস আকারে বেরিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং মাসিক-সাহিত্যের বাজারে শিবরামবাবুর নামাঙ্কিত সেই "দেনা-পাওনা"রই নাট্য-রূপে চাহিদা যে ছিল না, সে-কথা বলাই বাহুল্য। শিবরামবাবু তখন কিঞ্চিৎ ব্যবসা-বুদ্ধি খরচ ক'রে প্রথমতঃ "দেনা-পাওনা"র নাম দিলেন "ষোড়শী" (যদিও প্রভাতবাবুর "ষোড়শী"র পরে এ নামেও নূতনত্ব নেই কিছুমাত্র)। তারপর স্বনামে ঐ পুরাতন জিনিষটাকে চালানো অসম্ভব দেখে, শরৎবাবুরই সঙ্গে এই রফা করেন যে, তিনি তাঁর নামেই বইখানি চালিয়ে দেবেন। কারণ নইলে টাকা পাওয়া সম্ভব নয়। এবং "ভারতী" এই সর্ত্তেই লেখাপড়া ক'রে নেন যে, "বাজারে চাহিদা বাড়াবার জন্যে "ষোড়শী"র তলায় শরৎবাবুর নাম-সই থাকবে। শিবরামবাবু নিজেই এই বন্দোবস্তের জন্যে দায়ী এবং তিনি নিজের ইচ্ছা অনুসারেই আত্মগোপন করেন—যেহেতু এই আত্মগোপনের ফলে লাভের সম্ভাবনা আছে! "দেনা-পাওনা"র সমস্ত চরিত্র, ভাব, ভাষা ও আখ্যানভাগের স্রষ্টা হচ্ছেন শরৎবাবু শিবরামবাবু পরিবর্ত্তনকারী মাত্র। সুতরাং "সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক ন্যায়তঃ তাঁর প্রাপ্য" হ'তে পারে না কোন যুক্তিতেই। তার উপরে শরৎবাবু জনপ্রিয় প্রাচীন লেখক এবং শিবরামবাবু নবীন সাহিত্যিক। তাঁর মৌলিক রচনারই বাজারদর শরৎবাবুর তুলনায় কত সামান্য, সেটাও তিনি দয়া ক'রে ভেবে দেখবেন। সুতরাং শরৎবাবুর রচনা কেবল পরিবর্ত্তিত ক'রে তিনি যদি শরৎবাবুর চেয়ে কম পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন, তা'হলে আজ তাঁর বিলাপ করা উচিত নয়। "ষোড়শী" নিয়ে "ভারতী" শরৎবাবুরই নামের জন্যে দাম দিয়েছিলেন, তাঁর নামের জন্যে নয়। ৩। শিবরামবাবু exploit কথাটি ব্যবহার ক'রে শরৎবাবুর উপরে সসম্মান প্রকাশ করেন নি। তাঁকে exploit ক'রে শরৎবাবু বড় হ'তে চেয়েছেন!!! কিন্তু আমরা যদি বলি শরৎবাবুকে exploit ক'রেই তিনি এমন একটি জিনিষকে বাজারে চালিয়ে (যথাসম্ভব) লাভবান হয়েছেন—মাসিক সাহিত্যের হাটে যার কোনই মূল্য ছিল না তা'হলে কি তিনি বড় বেশী রাগ করবেন? ৪। (এবং কেউ কেউ এমন কথাও বলতে পারেন যে, "ষোড়শী" যে তাঁর নিজেরই রচনা শরৎবাবু নিজের সই দিয়ে তা মেনে নিয়েছেন। "ভারতী"র কার্য্যাধ্যক্ষ সে পত্রখানি তৃতীয় বৎসরের "নাচঘরে" প্রকাশও ক'রে দিয়েছেন। শিবরামবাবু সে সময়ে স্তব্ধ ছিলেন কেন? এবং শরৎবাবু নিজেই বা আজ নিজের কথার প্রতিবাদ করবেন কোন্ মুখে? এবং এমন প্রতিবাদের ফলে নিজেকে তিনি মিথ্যাবাদী ব'লেই বা প্রমাণিত করবেন কেন? এবং "ভারতীর সত্বাধিকারী তাহ'লে এখনো যে তাঁকে 'পেনাল কোডে'র হাঙ্গামায় ফেলতে পারেন শিবরামবাবু সেটাও মনে রাখেন যেন।) ৫। আখ্যান, ভাব ও ভাষা বদ্‌লে, এমন কি নূতন চরিত্র সৃষ্টি ক'রে, নাটকের আকার দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়েছেন। কিন্তু তা বঙ্কিমের রচনা ব'লেই বাজারে চলছে। এখানে উপন্যাসকে যাঁরা নাট্যরূপ দিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের নাম কোথাও জাহির করেন নি, বাইরের লোক তাঁদের নামও জানে না। অথচ শরৎচন্দ্রের গল্প, ভাব, ভাষা ও চরিত্র সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত রাখা সত্ত্বেও গগনবাবু যে কোন্ অধিকারে শিবরামবাবুকে স্রষ্টার সঙ্গে একাসনে বসবার গৌরব দিতে চেয়েছিলেন, সেটা উপলব্ধি করা রীতিমত শক্ত ব্যাপার। বিশেষ যখন "ষোড়শী"র নাট্যরূপ ফোটাবার জন্যে শরৎবাবুকে নিজের হাতে যা করতে হয়েছে, তা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। "ভারতী"র ষোড়শী ও রঙ্গালয়ের "ষোড়শী"র মধ্যে তফাৎ যথেষ্ট। রঙ্গালয়ের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে "ষোড়শী"র মধ্যে শিবরামবাবুর নাম না দিলে, বিশেষ কিছু নূতন ব্যাপার হবে না। ৬। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই নাট্যরস আছে, সেটা শিবরামবাবুর নূতন আবিষ্কার নয়। তাঁর অনেকগুলি উপন্যাস অন্যান্য ব্যক্তির দ্বারা নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত ও প্রকাশ্য ভাবে অভিনীত হয়েছে। সাধারণ রঙ্গালয়েও সকলের অগ্রবর্ত্তিনী হয়েছে তাঁর "বিরাজ-বৌ" (এবং এগুলিও আর কারুর নয়, শরৎবাবুর নিজের নামেই চলেছে)। জনপ্রিয় উপন্যাসমাত্রই পৃথিবীর সকল দেশেই সাধারণতঃ নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং এজন্যে শিবরামবাবুর সকলের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবার জন্যে এতটা উন্মুক্ত হয়ে উঠেছেন কেন? এবং ষোড়শী"তে তাঁর নাম নেই ব'লে নিজেকে "বিড়ম্বিত" ব'লেই বা মনে করছেন কেন? "ষোড়শী"তে তাঁর নাম থাকলেই কি তিনি

কোন্ ক্যামেরা কিনিলে ভাল ফোটো তোলা যায় এ সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হয়ত আপনি জীবনের একটি আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

আপনার ফোটো, ফোটোগ্র্যাফির যাবতীয় সরঞ্জাম, অথবা ফোটগ্রাফি এবং সিনেম্যাটোগ্রাফি শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ।

ইহার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আমাদের নিকট আসিবেন। আমাদের আন্তরিকতা আপনার নতুন শিক্ষার পথকে সুগম করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিস

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮ ৭৪।১ হ্যারিসন রোড, কলকাতা।

শরৎবাবুর সৃষ্টি-গৌরবের অধিকারী হ'তেন? আমরা জানি "বিরাজ-বৌ"কে নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও "বিরাজ-বৌ"য়ের চরিত্র, আখ্যানবস্তু, ভাব ও ভাষা প্রভৃতির জন্যে কেউ কি ভূপেনবাবুকে বাহবা দেয়, না শরৎবাবুকে? ৭। সর্ব্বশেষে গেলবারেও বলেছি এবং এবারেও আমরা বলছি, শিবরামবাবুর কাছ থেকে শরৎবাবু "ষোড়শী"র জন্যে যেটুকু সাহায্য পেয়েছিলেন, ভূমিকায় সেটা স্বীকার করলে তাঁর গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'ত না এবং তাঁর নাম নিয়ে আজ এই অপ্রিয় প্রসঙ্গও কেউ তুলতে পারত না। দুনিয়ায় নাম-পাগল মানুষেরই সংখ্যা বেশী। তাঁদের কাছে নীরবে ও গোপনে সাহিত্য-সাধনার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে নামের মায়া, কারণ তাঁদের সাহিত্য-চর্চ্চার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে, নাম জাহির করা। এ উদ্দেশ্য ভালো কি মন্দ তা বলতে চাই না, তবে শরৎবাবু "ষোড়শী"র "দু দুটো সংস্করণে"র পরেও শিবরামবাবুর কাছ থেকে 'সাহায্যপ্রাপ্তি স্বীকার' না করে, এই নবীন লেখকের প্রতি সত্যই উচিত ব্যবহার করেন নি। এজন্যে শিবরামবাবু যদি আপনাকে "বিড়ম্বিত" মনে করেন, তাঁর দিক দিয়ে সেটাকে অন্যায় বলাও চলে না। কিন্তু সে কথা যাক্। আশা করি, এ-বিষয় নিয়ে তিনি আর কাগজ, কালি ও সময় খরচ করবেন না। তার চেয়ে সেই সময়টায় "নাচঘরে"র জন্যে লেখনীধারণ ক'রে তিনি যদি তাঁর নাট্য-জ্ঞানের অল্পবিস্তর পরিচয় দেন, তা'হলে সত্যই আমরা উপকৃত ও পুলকিত হব।)

দ্বিতীয় পত্র

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের গত সংখ্যার 'নাচঘরে'র ডাকঘর বিভাগে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র বড়াল মহাশয়ের চিঠির উপরে আপনাদের মন্তব্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। গগন বাবু বলেছিলেন যে "ষোড়শীর" lechnique বা নাট্যরূপ শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচনা। এবং শিবরাম বাবুর দেওয়া dramatic foamই শরৎ বাবু তাঁর বই-এ বজায় রেখেছেন, techniqueএর দিক দিয়ে তার ওপরে নতুনত্ব কিছু আনতে পারেন নি। আপনি এই মূল কথাটি এড়িয়ে গিয়ে অবান্তর প্রশ্ন তুলেছেন যে 'ষোড়শীর' আখ্যান-বস্তু, ভাব, ভাষা ও চরিত্র সমস্তই শরৎ বাবুর, তার মধ্যে শিবরাম বাবুর কৃতিত্ব কোথায়? ষোড়শীর আখ্যান-বস্তু ইত্যাদি শরৎবাবুর, তাহা সকলেই জানেন, তাহা শিবরামবাবুর বলে গগনবাবু কোথাও দাবী করেন নি। কিন্তু আখ্যান-বস্তু-ভাব-ভাষা চরিত্র ইত্যাদি থাকলেই নাটক হয় না। —চলন সই রকমের উপন্যাস হতে পারে। নাটকের প্রাণ তার dramatic form;—আখ্যান-বস্তু ইত্যাদির মত কেবলমাত্র form রচনার কৃতিত্বও কম নয়। ছবি থেকে 'ফ্রেম' বাদ দিলেও ছবির 'ছবিত্ব' বজায় থাকে কিন্তু dramvtic থেকে dramatic form বাদ দিলে আর যাই হোক তা drama হয় না, সুতরাং এই বিষয়ে আপনাদের ছবি ও ফ্রেমের তুলনায় উপমার ত্রুটি হয়েছে।

আপনারা নিজেই লিখেছেন যে "রমা নাটকে এতবেশী technique গলদ যে ষোড়শীর নাট্যকারই যে রমা নাটকের রচয়িতা একথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।" অথচ "রমার" বেলাতেও সেই একই শরৎবাবু, সেই তাঁরই আখ্যান-বস্তু, ভাব, ভাষা ও চরিত্র, এবং "রমা"কে রঙ্গালয়ের উপযোগী করার জন্য তাঁর তত্তখানিই পরিশ্রম।—তবু dramatic formএর দিক দিয়ে "রমার" এত দৈন্য কেন? যদি বলা যায় যে রমা নাটকই হয়নি, হয়েছে কতকগুলি brantiful sketch মাত্র—তা'হলে আপনি কি আপত্তি করবেন? এ থেকে কেউ যদি মনে করেন যে শিবরাম বাবু আগে কাঠামো বেঁধে না দিলে শরৎবাবু "ষোড়শী"কেও রমার মতই পাঁচ অঙ্কে ও বহুতর গর্ভাঙ্কে profotype নাটকে পরিণত করতেন, তাহলে তাঁর সেই ধারণা দূর করার পক্ষে "ঔপন্যাসিক নাট্যকার" শরৎবাবুর কী আছে? শিবরাম বাবুর রচিত ষোড়শীর কাঠামোর কোথাও বিশেষ কিছু ভাঙতে গড়তে না পেরে, শরৎবাবু নাটকের প্রস্তাবনায় অবান্তর প্রহসনের লীলা দেখিয়েছেন—এই prolopueএর সঙ্গে তাঁর রমার বাঁধুনীর যে আশ্চর্য্য মিল আছে তাত সকলের কাছেই স্পষ্ট।

আপনার মন্তব্যের এক জায়গায় এ রকম ইঙ্গিত আছে যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নাকি শিবরাম বাবু ষোড়শীর সম্বন্ধে নিজের নাম রেখেছিলেন। আমি ভেতরের রহস্য জানি না, কিন্তু না জানলেও, এই ইঙ্গিত যে অত্যন্ত অশোভন হয়েছে তা' বলতে বাধ্য ছচ্ছি। নাম গোপন না রাখলে তাঁর পারিশ্রমিক মিলত কিনা তিনিই জানেন, তবে তিনি ষোড়শী রচনা ও প্রকাশ না করলে যে শরৎ বাবুর বইএর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হ'ত না তা বলাই বাহুল্য। এবং তাঁর "এই সাহায্য" ও সাহায্যের ফল "সামান্য" কি অসামান্য তা শরৎবাবু নিজেই জানেন এবং জানেন বলেই হয়ত' শিবরামবাবুর ঋণ স্বীকার করতে তাঁর এত বেধেছে।

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

(সম্পাদকীয় মন্তব্য :—১। কৃষ্ণবাবু লিখছেন যে, "আখ্যানবস্তু-ভাব-ভাষা-চরিত্র থাকলেই নাটক হয় না।" কিন্তু আমরা বলি, কৃষ্ণবাবু এমন একখানি মাত্র ভালো নাটকের নাম করতে পারেন কি, ওগুলিকে বাদ দিয়ে যা নাট্য-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে? আসলে উপন্যাস ও নাটক, দুইয়েরই ওগুলি দরকার। তবে এইটুকু যে, ঔপন্যাসিক নিজে বর্ণনা ক'রে আখ্যান, (তাও সর্ব্বত্র নয়, মাঝে মাঝে) চরিত্র ও ভাবের পরিচয় দেন এবং নাট্যকার পরিচয় দেন কেবল পাত্র-পাত্রীর কথার সাহায্যে। ২। নাটকের প্রাণ তার dramatic form"এ? ভুল। Formএর ভিতরে প্রাণ থাকে না—চরিত্র, ভাব, আখ্যান ও নাটকীয় রস প্রভৃতির দ্বারাই form এর ভিতরে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয়। যে উপন্যাসে তার অভাব, dramatic form দিলেও তা নাটক হয় না। "দেনাপাওনা"র ভিতরে ঐগুলি আছে ব'লেই তাকে নাটকে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। উপরন্তু, কেবল কোন ঘটনাকে অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ ক'রে কথোপকথনের আকারে সাজানোর মানে form দেওয়া নয়। আসল যা নাটকীয় form, তার অধিকাংশই "দেনা-পাওনা"র মধ্যেই আছে, শিবরামবাবু তাকে শুধু অঙ্কে ও দৃশ্যে বিভাগ ক'রে সাজিয়ে গেছেন এবং রঙ্গালয়ে অভিনীত "ষোড়শী"র ঐ সজ্জাকৌশলের ভিতরে শরৎবাবুর নিজের হাত ছিল ব'লেই তা অভিনীত হয়েছে। এবং সে অভিনয়ে যে জমেচে তার জন্যে দায়ী শিশিরকুমারের প্রতিভা।" "ভারতী"তে প্রকাশিত "ষোড়শী" নিয়ে রসিক-সমাজে কোন আন্দোলনই হয় নি। ২। "রমা"র নাটকীয় formএর দৈন্যের কারণ আমরা আগেই বলেছি। যাথকে "রমা"র সৃষ্টি সেই "পল্লীসমাজে"র মধ্যেই নাটকত্বের উপাদয়ন আছে অল্প। শরৎবাবুর দ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়ে নিয়ে অভিনীত করেছেন। শরৎবাবু কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধ রক্ষা করেছেন মাত্র। শিবরামবাবুর কৃতিত্ব হচ্ছে, তিনি ঠিক উপন্যাস নির্ব্বাচন করেছিলেন, এ ইঙ্গিত মোটেই অশোভন হয় নি, কারণ এটি সত্যি কথা। ("ভারতী"র কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে এখনো সাক্ষ্য দিতে পারবেন)। এবং এই সত্যকথার জন্যে শিবরামবাবুর পক্ষে লজ্জারও কোন কারণ নেই। ৪। শিবরাম "ষোড়শী রচনাও প্রকাশ" করেছেন, এটিও ভুল। শিবরামবাবু "শোড়শী"কে অর্থাৎ "দেনাপাওনা"কে ভিন্ন ভাবে সাজিয়েছেন মাত্র এবং তা রচনা করেছেন শরৎবাবু ও প্রকাশ করেছেন তিনি। ৫। শিবরামবাবুর সাহায্যকে আমরা "অসামান্য" বলি না বটে, তবে তাঁর সাহায্য সামান্য হ'লেও শরৎবাবুর যে তা স্বীকার করা উচিত ছিল, এ কথা আমরাও অস্বীকার করি না। কেবল শিবরামবাবুর বেলায় নন, শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরীও "ষোড়শী"র জন্যে একাধিক গান বেঁধেদিয়েছেন, শরৎবাবু তাও প্রকাশ করেন নি। হয়তো এ-সব সাহায্য অসাধারণ নয়, কিন্তু উল্লেখযোগ্য বটে। শরৎবাবুর প্রতিভা এতটা অসামান্য যে, এই-সব ক্ষুদ্র সাহায্যের জন্যে ঋণ স্বীকার করলেও তা কিছুমাত্র মলিন হ'ত না।)

সবে প্রকাশিত হ'ল!

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত

চিত্তোত্তেজক বৃহৎ সামাজিক উপন্যাস

মাণিকবরণ

দাম দুইটাকা মাত্র।

ডি, এম, লাইব্রেরী

৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অভাবনীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী সম্মিলনে—অভিনব সাজ-সজ্জায়—মনোরম দৃশ্য মাধুর্য্যে—অভিনেয় চরিত্র-বিশ্লেষণে নাট্য-সংশ্লিষ্ট রসজ্ঞ ব্যক্তির পরিচিত বিখ্যাত নট ও রূপদক্ষ শ্রীসন্তোষকুমার দাসের তত্ত্বাবধানে ও পরিকল্পনায় তৎপ্রণীত—

নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক

"দণ্ডকারণ্যে"

পূর্ণ থিয়েটার

(ভবানীপুর)

শনিবার ২২শে সেপ্‌টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৭টায়

এই নাটক রামায়ণ অবলম্বিত পুরাণাখ্যান্! ইহাতে আছে সেই রাম—লক্ষ্মণ—সীতা—রাবণ ইত্যাদি! সেই সীতাহরণ—রাবণবধ—সীতা উদ্ধার! আরো দেখে বিস্মিত হবেন—লঙ্কাদগ্ধ। অশোক-কানন! রাবণের প্রমোদগৃহ! নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার—দণ্ডকারণ্যে জীবন্ত-জীবাদির মধ্য ময়ূর, হরিণ, কপোত, হংস, ব্যাঘ্র-শিশু প্রভৃতির ইতস্ততঃ বিচরণ! অভিনয় প্রাণবন্ত করবার জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে ও বহু পরিশ্রমে এরূপ আয়োজন করা হ'য়েছে যা কোন রঙ্গালয় অধ্যক্ষ সেরূপ চেষ্টা করেন না! আসুন—প্রত্যক্ষ করুন—সত্যাসত্য উপলব্ধি করুন ইহাই প্রার্থনা।

রাম—শ্রীসান্তাষকুমার দাস।
লক্ষ্মণ—শ্রীতনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাবণ—শ্রীললিতমোহন মিত্র
সীতা—শ্রীমতী অনীতাবালা
নিয়তি—শ্রীমতী পান্নারাণী (মনোমোহন পূর্ব্ব থিয়েটার)

২। দেবকণ্ঠবাবুর নৃত্যবহুল সুমধুর অপেরা—

উজ্জ্বলে—মধুরে

সখা—শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী
শোভা—শ্রীমতী ইন্দুবালা
মহিমা—শ্রীমতী চারুশীলা (খোদন)

টিকিটের মূল্য :—অরচেষ্ট্রা ৩৲ ষ্টল ২৲ পিট ১৲
মহিলাগণের আসন—২৲ ও ১৲

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৪৮৭ বি.বি

নূতন নাটক। নূতন নাটক !!

নাটকীয় আখ্যান ভাগের নূতনত্বে—পরিকল্পনার চমৎকারিত্বে—লোমহর্ষণ ঘটনাবলীর কৌশলময় সংস্থানে—বৈচিত্রময় তীব্র নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে—আর তাহার সহিত বঙ্গের শ্রেষ্ঠ দুইটী গায়ক এবং গায়িকার কণ্ঠনিঃসৃত

অপূর্ব্ব সঙ্গীত-মাধুর্য্যে

সত্যের সন্ধান

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে যে ইন্দ্রজালময় নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার অপূর্ব্বত্ব উপভোগের বস্তু—বর্ণনার নহে।

শনিবার ৮ই সেপ্টেম্বর ২৩শে ভাদ্র, রাত্রি ৭॥ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৫টায়।

প্রেম ও ধর্ম্মমূলক নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

(মহাসম্মারোহে সপ্তম ও অষ্ট অভিনয়)

"সত্যের সন্ধানের" অভিনয়োৎকর্ষের ভার লইয়াছেন :—

শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু) শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যাজ্ঞসেনীর "অর্জ্জুন")

শ্রীভূমেন্দ্রনাথ রায় (এমেচার)

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ (যাজ্ঞসেনীর "শকুনি")

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)

শ্রীমতী আঙ্গুরবালা শ্রীমতী শশিমুখী

শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ) প্রভৃতি

"সত্যের সন্ধানের" নৃত্য সংযোজনা করিয়াছেন—

নৃত্যাচার্য্য শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু)

"সত্যের সন্ধানে" দৃশ্যপটাদি সজ্জিত করিয়াছেন—

মিনার্ভার অননুকরণীয় শিল্পী শ্রীপরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)

"সত্যের সন্ধানে" সুরযোগ করিয়াছেন—

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীভূতনাথ দাস ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

"সত্যের সন্ধানে"—বিখ্যাত অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে এবং সুধাকণ্ঠী শ্রীমতী আঙ্গুরবালার একত্র সমাবেশ—

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এ আয়োজন এই প্রথম !

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে. মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নটনারায়ণ

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ২৩শে ভাদ্র রাত্রি ৭ টায়

১। বরদাবাবুর

নূতন গীতি-নাট্য

হাসু-নো-হানা

যশোবর্দ্ধন—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী

মিকাডো—শ্রী অমলেন্দু লাহিড়ী

(এমেচার)

নটবর—শ্রীমতী চারুশীলা

হাসু-নো-হানা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

য়্যামাতো—শ্রীমতী উষা (পটল)

২। ক্ষীরোদপ্রসাদের

রঘুবীর

রঘুবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

শ্যামলা—শ্রীমতী চারুশীলা

রবিবার ৯ই সেপ্টেম্বর ২৪শে ভাদ্র, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। হাসু-নো-হানা

(ভূমিকালিপি পূর্ব্ববৎ)

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

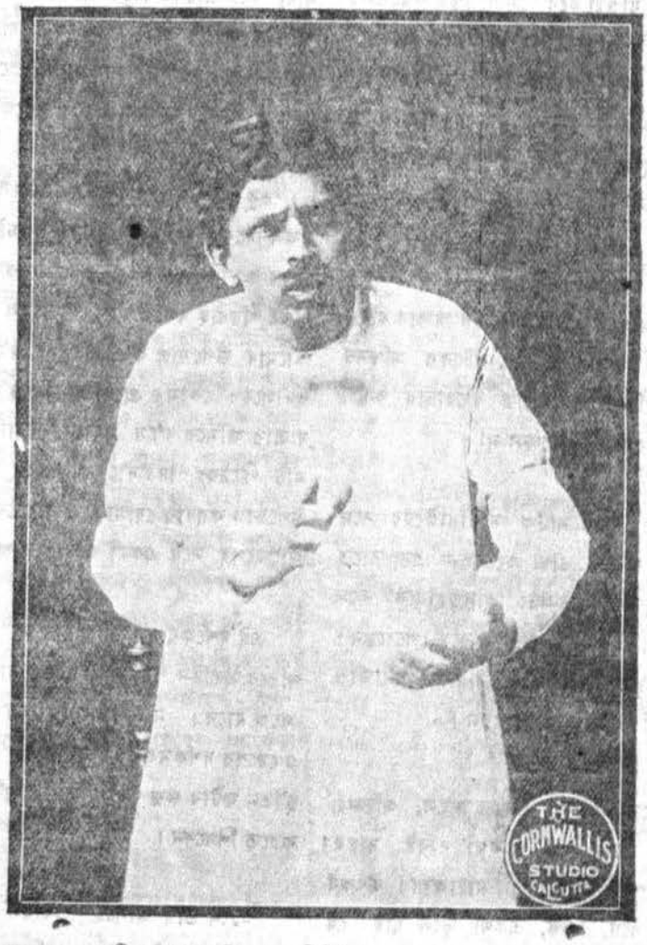
সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৯শে ভাদ্র
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

(পাঠকদের নিকটে সবিনয় নিবেদন :—আমাদের অসুস্থতার জন্যে গত সপ্তাহের "নাচঘর" বেরুতে অন্যায়-রকম দেরী হয়ে গেছে। অধিকন্তু কাগজে ছাপার ভুলও থেকে গেছে অযথারূপে অসংখ্য। এবারের কাগজও আমরা দেখতে পারলুম না। এবারের নাট্য-জগৎও আমাদের কোন সাহিত্যিক-বন্ধু অনুগ্রহ ক'রে লিখে দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে, এই সব অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে পাঠকদের কাছে মার্জ্জনা চাইছি। ইতি নাঃ সঃ)



অলীকবাবুর ভূমিকায়—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সবাই বলে—বাঙালী বড় অল্পে সন্তুষ্ট হয়। মাসিক সামান্য কিছু বেতনে একটা কেরাণীগিরি পেলেই সে খুসি! যদি হাতে কিছু টাকা থাকে, তবে শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদে কোম্পানীর কাগজ কিনে রাখতে পারলেই সে যেন নিজেকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বোধ করে! কোনও রকমে দু'পাতা ইংরিজি পড়তে পারলেই সে নাকি যথেষ্ট লেখাপড়া শেখা হয়েছে ব'লে ভাবে, এবং যদি কখনও সাঁওতাল পরগণা বা ছোট নাগপুর অঞ্চলে বেড়িয়ে আসতে পারে তাহ'লে যথেষ্ট ভূ-পর্য্যটন করা হয়েছে মনে ক'রে সে নাকি অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে ওঠে!

*

শুনিছি, বাঙালীর উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাকি পুলিশের দারোগা পদ প্রাপ্তির উর্দ্ধে আর উঠতে চায় না। থানার চৌকীতে একবার দারোগার পোষাক প'রে লাল পাগড়ী পরিবেষ্টিত হয়ে বসতে পারলে—বড়লাট তো কোন্ ছার ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও নাকি তারা তুচ্ছ ক'রে থাকে!

*

মাসিকপত্রে দু'টো প্যারডি, একটা গল্প, কি তিনটে কবিতা ছাপা হ'লেই বাঙালী না কি মনে করে যে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তো তাদেরই সহযোগী। কেউ কেউ যে নিজেদের আবার ওঁদের চেয়েও বড় ব'লে মনে করেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তাঁরা ওঁদের লেখার ভুল দেখাতে বসেন!

*

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রেও তারা কেবলমাত্র ছাপার হরফে লেখা দেখতে পেলেই খুসি! সঙ্গীত ও শিল্পের ক্ষেত্রেও এই একই মনোভাব! কোনও রকমে হারমোনিয়মের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গোটা কতক থিয়েটারের প্রসিদ্ধ গান গাইতে পারলেই সে গাইয়ে হবার সার্থকতা লাভ ক'রে নিজের জীবন ধন্য মনে করে। কোনও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় শিল্পীর অঙ্কিত একখানি রঙীন ছবি যদি প্রকাশ হয়, তাহ'লেই সে তার শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য লাভ হ'লো ব'লে মনে করে!

*

সুতরাং—'বাঙালী অল্পে সন্তুষ্ট' এ কথা যদি কেউ বলেন, তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে তিনি নেহাৎ অন্যায় বলবেন না। কিন্তু রঙ্গালয়ের রঙ্গদর্শন ক্ষেত্রে সেই বাঙালীর স্বভাব তার সম্পূর্ণ বিপরীত ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে দেখে আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাই!

*

IMPERIAL

এর কারণ কি? যে বাঙালী জীবনের সকল ক্ষেত্রে এত অল্পে খুসি হয়—সে রঙ্গালয়ের কাছে এত বেশী দাবী করে কেন? এ দাবীকে সুলক্ষণ ব'লে আমরা বরণ ক'রে নিতে পারতুম, যদি দেখতুম যে রঙ্গপীঠে বাঙালী দর্শকদের দাবী শোনা যাচ্ছে আজ উচ্চ অঙ্গের অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য!

*

কিন্তু তা তো নয়, এরা চায় অভিনয় যা খুসি হোক্—কিন্তু সারা রাত হওয়া চাই! Qualityর জন্য তারা মোটেই উৎসুক নয়, তারা চায় Quantity! অন্ততঃ দুখানা বই একসঙ্গে না দিলে তারা অভিনয় দেখতে আসবার কোনও প্রকার উৎসাহই বোধ করে না! এটাকে কিছুতেই সুলক্ষণ বলা যেতে পারে না! দেশের দিক থেকে, জাতির দিক থেকে এবং নাট্যকলার দিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে ব'লতেই হবে এ অতি অশুভের পরিচায়ক!

*

বাংলার রঙ্গমঞ্চে একটা যুগ এসেছিল বটে, যখন দর্শকেরা অভিনেয় নাটকের সংখ্যাধিক্য দেখেই কোন্ রঙ্গালয়ে যাওয়া হবে সেটা স্থির করতেন। সে যুগে দর্শকদের প্রলুব্ধ করবার জন্য উপহারও ঘোষণা ক'রতে হ'তো। কিন্তু, কিছুদিন আগে যেন রঙ্গালয়ের সুদিন দেখা দিয়েছে ব'লে মনে হয়েছিল। একখানির বেশী নাটক কোনও রঙ্গালয়েই অভিনয় হচ্ছিল না শনিবার রাত্রি বারোটার মধ্যে দর্শকেরা বাড়ী ফিরতে পারছিল, এবং রবিবারের ম্যাটিনী রাত্রি আটটা, সাড়ে আটটার মধ্যেই শেষ হচ্ছিল।

*

কিন্তু আজকের দর্শকেরা আর এ নিয়ম মেনে চলতে চাইছেন না! একখানি মাত্র নাটকের অভিনয় হ'লে প্রেক্ষাগৃহে যথেষ্ট দর্শকের অভাব ঘটছে দেখে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষেরা বাধ্য হয়ে দুখানি ক'রে নাটকের অভিনয় আয়োজন করছেন। ফলে রবিবারের ম্যাটিনী আর রাত্রি বারোটার আগে শেষ হচ্ছে না এবং শনিবার তাঁরা দুটোর আগে ছুটী পাচ্ছেন না!

*

নবগঠিত মনোমোহন থিয়েটার তাঁদের নূতন নাটক মীরাবাঈয়ের সঙ্গে 'সরলা' 'জয়দেব' প্রভৃতি বড় বড় নাটক জুড়তে বাধ্য হয়েছেন এবং তাতে সুফলও পেয়েছেন। নাট্যমন্দির তাঁদের নূতন গীতিনাট্য 'হাসমুহানার' সঙ্গে 'রঘুবীর' 'ষোড়শী' প্রভৃতি জুড়ে দিয়ে তবে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ ক'রতে পেরেছেন। ষ্টার 'রমা'র সঙ্গে 'চিরকুমার সভা' যোগ করবার সঙ্কল্প করেছেন এবং মিনার্ভাও 'সত্যের সন্ধানের' সঙ্গে কিছু 'উপ্‌রি' দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

*

দু'খানা ক'রে বড় বড় নাটক একরাত্রে অভিনয় ক'রতে হ'লে, অভিনয় যে উৎকর্ষের দিক দিয়ে অনেকখানি নেমে যায়, একথা বলাই বাহুল্য কিন্তু, আমাদের দর্শকেরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। নাট্যকলার উৎকর্ষ ও উন্নতির জন্য আমরা চীৎকার করি বটে, কিন্তু, একথা ভুলে যাই যে দর্শকগণের সহযোগিতা ব্যতীত কোনও নাট্য-সম্প্রদায়ের পক্ষেই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব নয়।

*

কথায় কথায় আমরা বিলাতী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে আমাদের রঙ্গালয়ের তুলনা করি, কিন্তু বিলাতী দর্শকদের আমোদ-স্পৃহার যে একটা বিশিষ্ট গুণ আছে, সে দিকে মোটেই লক্ষ্য রাখি না। দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা বড় জোর তিন ঘণ্টা—এর বেশী কোনও বিলাতী রঙ্গালয়ের প্রমোদ-সূচী দীর্ঘতর হয় না। অথচ তাদের রঙ্গালয়ে এজন্য কখন দর্শকের অভাব ঘটে না! নৃত্যগীত, রঙ্গরস, ও হাস্য-কৌতুকের মধ্যে দিয়ে আড়াই ঘণ্টা সময় দেখতে দেখতে অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু তাদের দর্শকেরা তাইতেই খুসী হয়ে বাড়ী যায়। 'বড্ড ছোট বই!' বা 'ফাঁকি দিয়ে পয়সা নিলে!' এরূপ কোনও অভিযোগ তাদের মুখে কখনও শোনা যায় না!

*

কিন্তু আমাদের দেশের দর্শকদের মতিগতি অন্যরকম! তারা এতটুকু সময়ের জন্য আমোদ উপভোগ ক'রে খুসী হ'তে পারে না। তারা চায়, চাল চিঁড়ে বেঁধে থিয়েটার দেখতে আসবে, এবং সন্ধ্যে থেকে সকাল পর্য্যন্ত ব'সে অভিনয় দেখবে! এই বদ্ অভ্যাসটা হয়েছে খুবসম্ভব আমাদের 'যাত্রা'র আসর থেকে। যেদিন রাত্রে যাত্রা বসলো তার পরদিন বেলা দশটা পর্য্যন্ত তার গাওনা চললো, এই যে অপরিমিত আমোদ উপভোগের ব্যবস্থা এটাকে কোন দিক দিয়েই সমর্থন করা চলে না।

*

অথচ এ না হ'লে আমাদের দর্শকেরা কিছুতে পয়সা খরচ করতে চান না। সুতরাং নাট্য-সম্প্রদায়ের আর গত্যন্তর কি? তাঁদের তো বাঁচতে হবে। একখানা বই অভিনয় ক'রে তাঁরা কতদিন ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারেন? কাজেই বাধ্য হয়ে প্রাণের দায়ে তাঁদের একরাত্রে দু' দু'খানা ক'রে বড় বড় নাটকের অভিনয় করতে হচ্ছে। এবং এ যাদের করতে হয় তাদের পক্ষে অভিনয়কলা, শিল্প-নৈপুণ্য, দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, প্রয়োগ-কৌশল এ সবের দিকে লক্ষ্য রেখে চলা যে কতটা অসম্ভব এ কথা সহজেই অনুমেয়!

*

তবু যে আমাদের বিভিন্ন নাট্য-সম্প্রদায়গুলি নূতন নাটক অভিনয়ের সময় সকল দিকে লক্ষ্য রাখবার বিশেষ চেষ্টা করেন এবং তাঁদের সাধ্যমত বইখানিকে সুন্দর ও নিখুঁৎ ক'রে প্রয়োগ করবার জন্য যত্নবান হ'ন, এইটুকুই তাঁদের যথেষ্ট অনুগ্রহ বলতে হবে। নইলে যে দেশের দর্শকেরা পুরো তিন ঘণ্টার জন্য আমোদ উপভোগ ক'রেও খুসী হ'তে ও তৃপ্ত হ'তে পারে না, তাদের জন্য রঙ্গালয়ের কোনও প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। তারা এখনও পল্লীর যাত্রার আসরে ব'সে সমস্ত দিনরাত্রিব্যাপী আমোদ উপভোগ করতে থাকুন। নাট্য-পীঠের পাদপ্রদীপের সম্মুখে ব'সে উচ্চঅঙ্গের অভিনয়কলা দেখবার ও উপভোগ করবার যোগ্যতা তাঁরা যে এখনও অর্জ্জন করতে পারেননি, গভীর আক্ষেপের সঙ্গে একথা আমাদের আজ স্বীকার করতেই হবে।

*

এই দর্শকের দল যে পর্য্যন্ত না সুধী ও প্রকৃত নাট্যামোদী হয়ে উঠতে পারবে, ততদিন পর্য্যন্ত এ দেশের নাট্যজগৎ বোধ হয় 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'ই থেকে যাবে। নাট্যশালা সুসংস্কৃত সুরুচিসম্পন্ন ও সমুন্নত হবে সেদিন—যেদিন এ দেশের দর্শকমণ্ডলী সারারাত ধ'রে তৃতীয় শ্রেণীর অভিনয় দেখার পরিবর্ত্তে দু'তিন ঘণ্টার জন্য উচ্চ অঙ্গের অভিনয় দেখার সার্থকতা ও আনন্দ উপলব্ধি করতে শিখবেন।

*

৩১শে ভাদ্র আসছে! এইদিন বাংলারনাট্য-জগতে একটি ইন্দ্রপাত হয়েছিল,—বাংলার প্রথিতযশা অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী দেহরক্ষা ক'রেছিলেন। ঐদিনটিকে স্মরণ ক'রে অর্দ্ধেন্দু-স্মৃতি-সমিতির কর্তৃপক্ষেরা প্রতি বৎসর তাঁর একটি বার্ষিক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান করেন। এবারও তাঁরা সেই আয়োজন করেছেন,—আগামী সোমবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরের সভাগৃহে। শুনছি নটবন্ধু অমৃতলাল বসুর বিখ্যাত নট অর্দ্ধেন্দুশেখরের এই বার্ষিক শ্রাদ্ধ-বাসরে পৌরোহিত্য করবার দায়িত্ব নিয়েছেন। যোগ্য লোকের উপরই এ কার্য্য-ভার অর্পিত হয়েছে।

*

অর্দ্ধেন্দুশেখর এ দেশের নাট্যমঞ্চের জনয়িতাদের মধ্যে একজন। কিন্তু, আমরা শুনে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হলুম যে—কলিকাতা সহরের চার চারটি রঙ্গালয়ই

নাকি তাঁর এই স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠানের জন্য তাঁদের রঙ্গপীঠ মাত্র দু'ঘণ্টার জন্যও ছেড়ে দিতে সম্মত হননি! স্মৃতি-সমিতি আমাদের জানিয়েছেন যে, তাঁরা সর্ব্বপ্রথমে নবগঠিত মনোমোহনের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী ও অরোরা বায়োস্কোপের অধ্যক্ষ অনাদিবাবুর কাছে গেছলেন। থিয়েটারের আল্‌টপকা প্রোপ্রাইটার হয়ে প'ড়ে তাঁর মেজাজটা নাকি একটু সপ্তমে চ'ড়ে গেছে, তিনি খুব বনিয়াদি চালে নাকি ব'লে দিয়েছেন তাঁদের নূতন বইয়ের মহলা আছে সেদিন, দু'ঘণ্টার জন্যেও তাঁরা ষ্টেজ ছেড়ে দিতে পারবেন না।

*

তারপর সমিতি গেছলেন মিনার্ভার সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কাছে! তিনিও নূতন বইয়ের মহলা আছে সেদিন, দু'ঘণ্টার জন্য বিকেলে ষ্টেজ ছেড়ে দিলে তাঁকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে, এই ব'লে বিদায় করেছেন। তারপর সমিতি যান ষ্টার থিয়েটারে, তাঁরা আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের নিয়মাবলী অনুসারে ষ্টেজ দেবার কোনও আইনসঙ্গত অধিকার তাঁদের নেই জানিয়ে বিদায় দিয়েছেন, তাপর সমিতি যান শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কাছে। শিশিরবাবু শোন্‌বামাত্র তৎক্ষণাৎ নাট্যমন্দির ছেড়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু আলোক ব্যতীত। এমন সময় তাঁর কর্ম্মাধ্যক্ষ এসে জানালেন যে, সেদিন নূতন বইয়ের 'রিহার্শ্যাল' আছে! ষ্টেজ কেমন ক'রে দেওয়া যেতে পারে? শিশিরবাবু তখন দিতে অক্ষম ব'লে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, আগামী সপ্তাহের পর যে কোনও দিন ইচ্ছা আপনারা আমার ষ্টেজ পাবেন।

*

ব্যাপার শুনে বোঝা গেল যে, গৃহস্থ যেমন ভিক্ষুককে "এখন হাত জোড়া" ব'লে বিদায় করেন, তেমনি ক'রেই তিনটি থিয়েটার অর্দ্ধেন্দু-স্মৃতি-সমিতিকে বিদায় ক'রেছেন, কেবল একজন আইনকানুন দেখিয়েছেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর বাংলার নাট্যমঞ্চের সপ্তপিতার মধ্যে একজন। তাঁর স্মৃতিসভাকে স্থান দিতে পারলে যে কোনও থিয়েটার নিজেরাই ধন্য হতেন, তাঁদের অবশ্যকরণীয় একটা কর্ত্তব্য করবার সুযোগ পেয়েছেন ব'লে! তাঁরা দু'ঘণ্টার জন্য ষ্টেজ ছেড়ে দিয়ে অর্দ্ধেন্দু-স্মৃতি-সমিতির কিছু মাথা কিনতেন না, নিজেরাই কৃতার্থ হতেন, কিন্তু সেটুকু জ্ঞানও আমাদের রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদের নেই যখন দেখা যাচ্ছে—তখন আমরা বলি কি—ও স্মৃতিসভা তুলে দেওয়া হোক্! "যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই!" যে কাজ আজ এই থিয়েটার-ওয়ালাদেরই করা উচিত সেই কাজে অন্যকে সাহায্য পর্য্যন্ত করতে তাঁরা যখন নারাজ, তখন কেন এ অভিনেতার সম্মানের জন্য বাইরের লোকের বিড়ম্বনা?

*

আগামী রবিবার ৩১শে ভাদ্র য়্যুনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর অধিনায়কত্বে বাংলাদেশের জনসাধারণের পক্ষ থেকে শরৎ-সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হয়েছে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলাভাষার কথা-সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচনা প'ড়ে বাংলাদেশ আনন্দে মুগ্ধ হয়েছে। আজ তারা তাদের হৃদয়ের সেই কৃতজ্ঞতা শরৎচন্দ্রকে জানিয়ে তাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু এই উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা-সমিতি তাঁকে একটি রূপার গড়গড়া উপহার দেবে শুনে আমরা এটা অনুমোদন করতে পারলুম না। রূপার গড়গড়া দিতে হ'লে—সোনার আফিমের কোটাই বা দেওয়া হবেনা কেন?

*

চোরবাগানে ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক্ ইউনিয়ন অনেককাল পরে আবার গত শুক্রবার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "নারায়ণী" উপন্যাসখানি নাটকাকারে রূপান্তরিত ক'রে অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু এবারকার অভিনয়ে এ মাত্র "তুলসী"র ভূমিকা ছাড়া তাঁরা কোথাও তাঁদের পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। তবে, মোটের উপর অভিনয় তাঁদের নেহাৎ নিন্দনীয় হয়নি বলা চলে।

*

আমরা শুন্‌লুম যে কোনো দুস্থ পরিবারের সাহায্যকল্পে আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার নাট্যমন্দির-রঙ্গমঞ্চে 'চিত্তরঞ্জন-নাট্য-সম্প্রদায়' কর্ত্তৃক 'চন্দ্রশেখর' আর 'মালিনী' অভিনীত হবে। আমরা আশা করি সম্প্রদায় তাঁদের নামের মর্য্যাদার যোগ্য অভিনয় ক'রে বহু দর্শককে তৃপ্ত করবেন। ভবানীপুর অঞ্চলের লোকেরা ভবানীপুর বুক-ষ্টলে আর এ অঞ্চলের লোকেরা ৩৫এ সিম্‌লা ষ্ট্রীট এবং ২০।৯বি নিবেদিতা লেনে উক্ত অভিনয় দেখবার প্রবেশ-পত্র কিন্‌তে পারবেন।

গান

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

(১)

কেমন ক'রে বাজাও বল তোমার বাঁশের বাঁশী,
জাগিয়ে দিয়ে চাঁদের আলো, ফুটিয়ে উষার হাসি!
তোমার সুরের কলরোলে
আমার মনের দোলা দোলে,
তাইতো আমি লুকিয়ে সখা, কদমতলায় আসি।
বাজাও ওগো বাজাও বেণু,
ঝরাও প্রাণে গানের রেণু!
ঐ বাঁশীতে নাও ভ'রে নাও আমার অশ্রুরাশি।

(২)

গাগরী ছল্‌কে না যায়, চললো সাম্‌লে গোরী!
এ-পথে দাঁড়িয়ে আছি তোমাকেই স্মরণ করি।
মাথাতে কল্‌সী নিয়ে, চলেছ রঙিন সাজে—
দোলে যে সরু কোমর, চরণে নূপুর বাজে!
গালি যাও বিলিয়ে হাসি, দু-চোখে আগুন ভরি!
এখানে একটু বোসো, আছে সই, অনেক কথা!
তুমি মোর মন-বাগানে সোহাগের কুসুম-লতা!
ও-ফুলের মালা গেঁথে স্বপনে গলায় পরি'!

ইলেক্ট্রো-আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
মাত্র ৭টি ঔষধ
পকেট কেস সহ—মূল্য পুস্তকসহ ৪।০
ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়
বিনামূল্যের চিকিৎসা-প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন
ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, ফাষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

চিত্রনাটের রূপকথা

—:•:—

'পিক্‌চার হাউসে' গিয়ে আমরা সকলকে 'বুনো হাঁস' (Wild geese) নামক ছবিটি দেখে আস্‌তে বলি। শ্রীমতী বেল বেনেট অত্যাচারী ও নির্দ্দয় স্বামীর স্ত্রীর ও উৎপীড়িত ও সদাশঙ্কিত পিতৃভীত ছেলেমেয়েদের ভূমিকায় ভাবময়ী অভিনয়কলার যে পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু সুন্দর নয় অত্যুত্তম ও অতুল।

•

ঐ ছবিতে ডোনাল্‌ড কিথ, জেসন রবার্ডস্‌, ইভ সাদার্ন প্রভৃতি আরো অনেক বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রী নেমেছেন, কিন্তু ওর আগাগোড়া শ্রীমতী বেনেটের অভিনয়ই সকলের অভিনয়কে ছাড়িয়ে উঠেছে ও প্রাধান্য লাভ কোরেছে। যাঁরা এখানে 'ষ্টেলা ডালাস্‌' ও 'গউচো' দেখেছেন তাঁদের বেল বেনেট আর ইভ সাদার্ন দুজনের অভিনয় দেখবারই সুযোগ ঘটেছে।

•

পার্লের 'নৃত্যশীল ভিয়েনা' (Dancing Vieana) লঘু ও চটুল ধরণের চলচ্ছবি। শ্রীমতী লিয়া মারা এতে নায়িকার অংশে চপলা ও করুণায় আর্দ্র-প্রাণ নৃত্যপরায়ণা কিশোরীর মনোজ্ঞ অভিব্যক্তি ফুটিয়েছেন। শ্রীমতী পোল্যাণ্ডের মেয়ে, পোলা নেগ্রির স্বদেশবাসিনী। নায়কের অংশে এতে অভিনয় কোরেছেন যশস্বী অভিনেতা শ্রীযুক্ত বেন্‌ লায়ন।

•

প্রসিদ্ধ প্রযোজক শ্রীযুক্ত কিং ভিডর ও তাঁহার স্ত্রী যশস্বিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী ইলিনর বোর্ডম্যান তাঁদের মেয়ের নাম রেখেছেন ক্র্যানটোনিয়া ভিডর—মেয়ের ছ-মাস বয়সে এই নামকরণ হোলো। এতদিন তার অস্থায়ী নাম ছিল 'মাইক্‌'। শ্রীযুক্ত কিং ভিডরের প্রযোগ-নৈপুণ্য 'বিগ্‌ প্যারেডে' খুব খ্যাতিলাভ করেছিল।

•

শ্রীযুক্ত বাষ্টার কিটনের কোনো ছবি সম্বন্ধে একটি মজার ঘটনা "পিক্‌চার শো" বিবৃত কোরেছেন। শহর থেকে বারো মাইল দূরে এক জায়গায় নূতন একটি চিত্রনাট্যের জন্যে ছবি নেওয়া চল্‌ছিল। হঠাৎ সকলের খেয়াল হোলো যে একটি দৃশ্যের জন্য একটা বেরাল দরকার। কিটন বোল্‌লেন বেরাল চাই-ই-চাই। তখন রাত দুটো।

•

আধ ঘন্টা পরে বারো মাইল দূরে শহরের পুলিশ-ঘরে হাঁপাতে হাঁপাতে একজন লোক মোটরে কোরে এসে হাজির হোলো। পুলিশ কর্ম্মচারী মোটা গলায় বোল্‌লে 'শান্ত হও' আর প্রশ্ন কোরলে 'ঘটনাটা কি? ডাকাতি না খুন?' লোকটি বোল্‌লে আমি একটা বেরাল ধার পেতে পারি কি? আমার মনিব বারো মাইল দূরে ছবির কাজ স্থগিত রেখেছেন একটা বেরালের জন্যে—যে কোন রকমের বেরাল হোলেই চল্‌বে। পুলিশের কর্ম্মচারী তাকে বাতুল ঠাউরে একজন লোককে বোললেন তাকে হাজতে রাখতে। সে যখন সন্তোষজনক ভাবে বোঝাতে পারলে যে, সে যা বোলেছে সবই ঠিক আর তার মনিবের নাম কোরলে তখন পুলিশ একটা নয়—চারটে বেরাল এনে হাজির কোরলে।

•

'ষ্টিমবোট্‌বিল্‌' ছবিটি যদি কখনো এখানে দেখানো হয় তো দর্শকরা বুঝবেন এত কষ্ট কোরে বেরালটি আনা সার্থক হোয়েছিল, কারণ তাকে নিয়ে যে মজা ঐ ছবিতে আছে, দর্শকরা তার ফলে হেসে গড়াতে থাকবেন।

•

চলচ্চিত্রভক্তরা শুনে সুখী হবেন যে 'সিয়ালে'র নামকরা অভিনেত্রী শ্রীমতী রুথ রোল্যাণ্ড আবার চিত্রজগতে ফিরে আসছেন। তিনি যে সব চিত্রনাট্যে অভিনয় কোরবেন, তার প্রযোগনেত্রীত্ব তিনি নিজেই নেবেন।

—গি—

ইবসেন-প্রসঙ্গ

(অভিনেত্রী বর্ণিত)

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

নরওয়ে দেশের খ্রীসটিয়ানা সহর। দেখা করতে চলেছি ইবসেনের সঙ্গে। শীতকাল, ঠাণ্ডায় ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে কাঁপছি; রাস্তার ওপর বরফ প'ড়ে জমাট বেঁধে উঠেছে; ট্রামলাইনগুলো পর্য্যন্ত আধহাত ক'রে ডুবে গেছে। সাবধানে চলেছি অসুবিধা ভোগ সত্ত্বেও—ইবসেনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, শুভ-সুযোগ ছেড়ে দেওয়া চলেনা।

চোখ সব-কটা দিকেই একসঙ্গে তাকাতে চায়; এ সময়ে নরওয়ের এমনি শোভা! প্রকৃতি যেন হাসচে! আকাশ ধপ্‌ধপে নীল, সকালের কচি রোদ পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আনন্দের উচ্ছলধারার মত; আর তারই পরশ গিয়ে লেগেছে বরফ-ঢাকা দেওয়ালগুলোর ওপর—মনে হচ্ছে যেন এক একখানা চক্‌চকে চোখ ঝল্‌সানো রূপোর ঝালর! কিন্তু চোখের মিনতি পা শোনেনা; বার বার আছাড় খেতে চায়, তার ব্যাকুলতার অন্ত নেই "Victorian Terrasse" গৃহের মহাজনটির কাছে পৌঁছবার জন্যে।

প্রবেশদ্বারে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে, "ডাঃ হেন্‌রিক্‌ ইবসেন, দ্বিতলে"। বাড়ীটার মধ্যে একটুও বিরাট-বিশেষত্ব ছিল না; সাধারণ নরউইজিয়ান ভদ্রলোকের উপযোগী একটি ফ্ল্যাট, খান আষ্টেক-দশ ঘর। কিন্তু ইবসেন একজন মহাধনী, তাঁর বই সভ্য-জগতের প্রায় সব-কটি ভাষাতেই রূপান্তরিত হয়েছে, বিভিন্ন জাতির রঙ্গপীঠ তাঁর নাটকের অভিনয় ক'রে গৌরববোধ করেছে, নাট্যবিভাগে যুগ-পরিবর্ত্তনের জন্যে তিনিই দায়ী—যশ ও অর্থ, কোনটারই তাঁর কম্‌তি নেই।

তবু তাঁর গৃহের অভ্যর্থনা-হল উপযুক্ত সাজসজ্জার অভাবে শীতের দিনের গাছপালারই মত দেখাচ্ছিল; তাঁর পরিচারিকার না ছিল মাথা-ঢাকা, না ছিল পরিচ্ছদাবরণী। নজরে পড়ল, ঘরের মেঝের ওপর সার সার জুতা সাজান রয়েছে; তার মধ্যে বৃষ্টির সময় আসল জুতোর

নূতন নাটক! নূতন নাটক!!
সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
প্রেম ও প্রেমমূলক নাটক
মীরাবাঈ
প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
১১, কলেজ স্কোয়ার "নাচঘর" কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

আপনার অথবা আমার মনোমত স্থানে যদি নিজের ও আত্মীয়দের সুন্দর ফোটো তুলতে চান তবে বড়বাজার ফোন নং ২১৫৭এ কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের নিকট কিম্বা ২৭ নং পটলডাঙ্গায় অনুসন্ধান করুন।



চাণক্যের ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়
(এসপ্ল্যানেড ইন্‌ষ্টিটিউটের 'চন্দ্রগুপ্তের'র অভিনয়ে)

ওপর আর একজোড়া ক'রে যে জুতো পরতে হয়, তারই সংখ্যা বেশী। পরিচারিকাটিকে জিজ্ঞেস করলুম, "তোমার প্রভুটি কোথায়?" সে বিশেষ কোন উত্তর না দিয়ে আমাকে নিয়ে চল্‌ল এক দালান দিয়ে, যার একটি কোণের ঘরে ইবসেন বসেছিলেন। সেই ঘরখানিই তাঁর পাঠও লিখন-গৃহ, এক কথায় যাকে বলে study.

অপরিচিত আগন্তুককে দেখে ইবসেন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করলেন। আমি জার্ম্মাণ ভাষা জানি দেখে তাঁর মহা স্ফূর্ত্তি, মুহূর্ত্তেই নিতান্ত পরিচিতের মত আলাপ জমিয়ে ফেল্‌লেন। Teutonic বংশে তাঁর জন্ম, অনেকগুলো জার্ম্মাণ-বিশেষত্ব তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করলুম। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নরওয়ে পরিত্যাগ ক'রে তিনি বহু দিন বার্লিন, ড্রেসডেন, প্যারিস, রোম প্রভৃতি সহরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, কাজেই জার্ম্মাণ ভাষায় পোক্ত হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়!

তাঁর গত জীবনের নানা কথাই তাঁর মুখ থেকে শুনছিলুম। ভ্রমণ-কাহিনী বিবৃত করবার সময়ে ইবসেন একবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ব'লে উঠলেন "১৮৮০তে Berchtesgadenএ থাকবার সময় গ্রীষ্মটাকে যেভাবে উপভোগ করেছি, তেমনটি আর কখনো নয়। কিন্তু, তবুও নরওয়েকে আমি বড় ভালবাসি, জগতে এর জুড়ি আছে ব'লে আমার মনে হয় না।"

ঘরে ঢুকে পর্য্যন্ত আমি ইবসেনকে বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করছিলুম। দেখলুম, সে এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব! লোকটী বেঁটে-সেটে, গোলগাল, বেশ জোয়ান চেহারা; চওড়া চওড়া কাঁধ, চলনটা খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে। সবচেয়ে দর্শনীয় জিনিষ তাঁর মাথাটা, লম্বা লম্বা চকচকে সাদা রেশমের মতন চুল জট পাকিয়ে রয়েছে, খাঁটী অ্যাঙ্গিনেভিয় ফ্যাসানে চুলগুলি সোজা পিছন দিকে তোলা; বিরাট গালপাট্টা আর চুলে মিলে মুখখানিকে এমন ঘিরে রয়েছে, ঠিক যেন সেটি একটি ফ্রেমে আটকান। উন্নত প্রশস্ত ললাট—প্রতিভার জলন্ত নিদর্শন! উপরকার ঠোঁটের নীচের খাঁজটিতে দৃঢ় অটলতা আঁকা রয়েছে; ঠোঁট দু'টি দেখলেই বোঝা যায় মানুষটি কি আত্মবিশ্বাসী ও স্থিরচিত্ত। কথা কইবার সময়ে মুখে হাসি-মাখা, কিন্তু নিস্তব্ধ অবস্থায় উপরের ঠোঁটটি এমন বিচিত্রভাবে ভিতরের দিকে ঢোকান থাকে যে, মুখখানি যেন পাথরে, তৈরী!

লোকটি অত্যন্ত শান্ত, সংযত ও অল্পভাষী। তিনি আমার সঙ্গে কথা কইছিলেন খুব থেমে থেমে, কিন্তু প্রতিটি কথা বিশেষ জোর দিয়ে! যেন প্রতিপদে তিনি ব'লতে চাচ্ছিলেন, "This is the fact Sir, and you can't deny it". তাঁর এই ধীরে ধীরে কথা-বলাটা বয়েসের জন্যে, কি লাজুকতার দরুণ, তা ঠিক ধ'রতে পারলুম না; তবে এটা আগে থাকতেই জানতুম, প্রচণ্ড লজ্জাশীল ব'লে তাঁর একটা খ্যাতি আছে!

সবে প্রকাশিত হ'ল!
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত
চিত্তোত্তেজক বৃহৎ সামাজিক উপন্যাস
মাণিকাঞ্চন
দাম দুইটাকা মাত্র।
ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস
১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)
সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সংস্থে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।
একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!
সুলভতার অতুলনীয়!

ইবসেনের সঙ্গে কথা কইতে কইতে তাঁর ঘরের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। দেখলুম, রাস্তার ধারের এক জানলার সামনে তাঁর রাইটিং-টেবিল খাড়া রয়েছে; পথে লোক চলাচল দেখতে দেখতেই তিনি লেখাপড়া করেন। টেবিলটার ওপর গাদাখানেক খামে-ভর্ত্তি চিঠি ছড়ান রয়েছে, কিন্তু প্রতিটি খাম বেশ নিখুঁৎ সুন্দরভাবে কাটা। সব কাজই বেশ সুষ্ঠু এবং পরিপাটীভাবে সম্পন্ন করার দিকে ইবসেনের বরাবরই একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল।

সাধারণতঃ হোমরা-চোমরা লোকেদের একজন ক'রে সহায়ক থাকেন—Secretary, কিন্তু দেখলুম (এবং শুনলুম) ইবসেনের সে-বালাই নেই। তিনি বল্‌লেন, "ঐ যে আমি মুখে বল্‌ব আর তবে সে লিখবে এবং মাঝে মাঝে শুনতে না পেয়ে বা ভুল ক'রে 'কি' 'কি বললেন' ক'রে চেঁচাবে সে আমার বরদাস্ত হয় না।" ভদ্রলোককে যত-কিছু খবরাখবর, জবাব, সবই নিজে হাতে লিখতে হয়; আর এটা জেনেও লোকের তাঁর ওপর কিছুমাত্র মায়া হয় না; গাড়ী গাড়া আজে-বাজে চিঠি লিখে তাঁর ওপর দস্তুরমত অত্যাচার ক'রতে ছাড়ে না। একটা জিনিষ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলুম—সেটি তাঁর হাতের লেখা! কী সুন্দর ছোট-ছোট গোল গোল মুক্তোর মত অক্ষরগুলি—লেখার মধ্যে কাটাকুটি খুব সামান্য, সব পরিষ্কার ঝরঝরে! হাঁা, একেই বলে পুরুষমানুষের হস্তাক্ষর—অত চমৎকার সুশ্রী, অথচ কি bold! তাঁর নাম সই দেখলুম—ঠিক যেন ইস্কুলের পোড়ো অতি সাবধানে খুব স্পষ্ট ক'রে নিজের নামের এক একটি অক্ষর বসিয়ে গেছে।

আর একটি বিচিত্র জিনিষ নজরে প'ড়ে গেল! তাঁর লেখবার টেবিলের ওপর দোয়াতদানের পাশে একটা ছোট্ট ট্রে বসানো ছিল। তাতে দেখলুম, কতকগুলো নিতান্ত উদ্ভুটে খেলনা সাজান রয়েছে—তার মধ্যে গোটাকতক হচ্ছে, ছোট ছোট কাঠের তৈরী সুইজারল্যাণ্ডের ভালুক, একটা ছোট্ট কাল রঙের বিকটাকৃতি ভূতের মত চেহারা, কতকগুলো তামার তৈরী কুকুর, বেরাল আর খরগোস,—তাদের মধ্যে আবার একটা খরগোস এক বেহালা বাজাচ্চে। মনে ভাবলুম, একি ব্যাপার! থাকতে পারলুম না, ধাঁ ক'রে জিজ্ঞেস ক'রে ফেল্‌লুম, "ও মজার জিনিষগুলো কি? এবং ওখানে রয়েছে কেন?"

ইবসেন আমার মুখের দিকে তাকালেন, তারপর বল্‌লেন "দেখুন, আমি এ পর্য্যন্ত যতগুলো নাটক লিখেছি, তার মধ্যে যে-কোনোটার যে-কোনও লাইন আমি যখনই লিখেছি, তখনই ঐ ক'টা বিচিত্র জিনিষওলা ট্রেটিকে আমার চোখের সামনে থাকতে হয়েছে; ওদের না দেখলে আমি এক বিন্দুও লিখতে পারি না। বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে, নয়? আপনাদের চোখে তা হবেও বা! কিন্তু আমি?—না; ওদের ছেড়ে আমার লেখা কিছুতেই চলতে পারেনা। আপনি বোধ হয় ভাবছেন, সে আবার কি রকম—ওগুলো এমন কি দরকার! কিন্তু ঐখানেই মজা এবং সে-রহস্যটুকু আমার একারই আপনার, অন্যকারও তা জানবার অধিকার নেই, আর জানাবই বা কেমন ক'রে!" এই বলে তিনি নীরবে হাসতে লাগলেন।

আমি অবাক-বিস্ময়ে ভাবতে লাগলুম, The Master Builder নাটকে যে পুতুলগুলোর কথা রয়েছে, সেগুলোর জন্ম কি এই থেকে, এই ক্ষুদে খেলনাগুলো!—যারা এমন যাদু জানে যে, একবার অদৃশ্য হ'লেই এতবড় একটা যুগ-পরিবর্ত্তনী-প্রতিভার হাতের কলম ভোঁতা হ'য়ে যাবে? কে জানে কি রহস্য? ইবসেনের মনের গোপন কথা (Secret) টেনে বার ক'রব কোন্ সাহসে?

ক্রমশঃ

অভাবনীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী সম্মিলনে—অভিনব সাজ-সজ্জায়-মনোরম দৃশ্য মাধুর্য্যে—অভিনেয় চরিত্র-বিশ্লেষণে নাট্য-সংশ্লিষ্ট রসজ্ঞ ব্যক্তির পরিচিত বিখ্যাত নট ও রূপদক্ষ শ্রীসন্তোষকুমার দাসের তত্ত্বাবধানে ও পরিকল্পনায় তৎপ্রণীত—

নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক

"দণ্ডকারণ্যে"

পূর্ণ থিয়েটার

(ভবানীপুর)

শনিবার ২২শে সেপ্‌টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায়

এই নাটক রামায়ণ অবলম্বিত পুরাণাখ্যান্! ইহাতে আছে সেই রাম লক্ষ্মণ-সীতা-রাবণ ইত্যাদি! সেই সীতাহরণ-রাবণবধ—সীতা উদ্ধার! আরো দেখে বিস্মিত হবেন—লঙ্কাদগ্ধ, অশোক-কানন! রাবণের প্রমোদগৃহ! নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার—দণ্ডকারণ্যে জীবন্ত জীবাদি যথা ময়ূর, হরিণ, কপোত, হাঁস, ব্যাঘ্র-শিশু প্রভৃতির ইতস্ততঃ বিচরণ! অভিনয় প্রাণবন্ত করবার জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে ও বহু পরিশ্রমে এরূপ আয়োজন করা হ'য়েছে যা কোন রঙ্গালয় অধ্যক্ষ সেরূপ চেষ্টা করেন না! আসুন—প্রত্যক্ষ করুন—সত্যাসত্য উপলব্ধি করুন ইহাই প্রার্থনা।

রাম—শ্রীসন্তোষকুমার দাস।
লক্ষ্মণ—শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাবণ—শ্রীললিতমোহন মিত্র
সীতা—শ্রীমতী অনীতাবালা
নিয়তি—শ্রীমতী পান্নারাণী (পূর্ব্ব মনোমোহন থিয়েটার)

২। দেবকণ্ঠবাবুর নৃত্যবহুল সুমধুর অপেরা—

উজ্জ্বলে—মধুরে

সখ্—শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী
শোভা—শ্রীমতী ইন্দুবালা
মহিমা—শ্রীমতী চারুশীলা (খোদন)

টিকিটের মূল্য:—অরচেষ্ট্রা ৩৷৷০ ষ্টল ২৷৷০ পিট ১৷৷০
মহিলাগণের আসন—২৲ ও ১৲

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ

বসেন্ত - অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বীকিশোরীর কোমলকণ্ঠের

সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত

বাছাই করা মাল মসলায় গড়া—কাজে

হজে নষ্ট হয় না। অথচ মূল্য

অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph ১৮২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মেয়র বলেন "কলিকাতার আত্মতার সিল্ক ব্যবসায়ী

এবার পুজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার— গরদের ছাপা সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

স্বদেশী সিল্কের দাম খুব কমিয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার কলকাতা।

নীল আকাশের বুকে জল হারা মেঘ—

সবুজের সমুদ্রে কাশের ঢেউ—

দীঘির বুকে শতদলের হাসি

শরতের এ সৌন্দর্য্য জয় করিয়া আপনার করিয়া

লইবার একমাত্র অস্ত্র—

ক্যামেরা।

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিস

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮ ৭৪।১ হ্যারিসন রোড, কলকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬০।২ বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি

শনিবার ৩০শে ভাদ্র রাত্রি ৭॥০ টায়
রবিবার ৩১শে ভাদ্র ম্যাটিনী ৫টায়

প্রেম ও ধর্ম্মমূলক নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

(১১শ ও ১২শ অভিনয়)

সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণিত—সর্ব্ব প্রশংসিত— সর্ব্ববাদ সম্মত—নাটকীয় উৎকর্ষ ভেদী কীর্ত্তিস্তম্ভ, সংযত অভিনয়ের চরম অভিব্যক্তি, নবভাবের বৈচিত্র্যময় প্রবাহ, শ্রেষ্ঠ সাফল্যের জয়মাল্য বিভূষিত মিনার্ভার নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক—

সত্যের সন্ধান

বিখ্যাত অন্ধগায়ক—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে এবং সুধাকণ্ঠি—

শ্রীমতী আঙ্গুরবালার

একত্র সমাবেশ—বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এই প্রথম।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ৩০শে ভাদ্র রাত্রি ৭ টায়

১। বরদাবাবুর

নূতন গীতি-নাট্য

হাসু-নো-হানা

যশোবর্দ্ধন—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
মিকাডো—শ্রী অমলেন্দু লাহিড়ী
(এনেচার)
নটবর—শ্রীমতী চারুশীলা
হাসু-নো-হানা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
য়্যামাতো—শ্রীমতী উষা (পটল)

২। দ্বিজেন্দ্রলালের

চন্দ্রগুপ্ত

চাণক্য—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রবিবার ১৬ই সেপ্টেম্বর ৩১শে ভাদ্র, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। হাসু-নো-হানা

(ভূমিকালিপি পূর্ব্ববৎ)

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়:—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

IMPERIAL

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৫ই আশ্বিন
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:*:—

একটি লেখা বেরিয়েছে 'টাইম্‌স্ অফ ইণ্ডিয়া'তে। লেখাটির নাম 'ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ'। এবং লেখক নাম লুকিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, 'জনৈক ভারতীয় সমালোচক' ব'লে।

*

লেখকের মতে, বাংলা ও মহারাষ্ট্রের নাট্যকলা আদর্শে উচ্চ হ'লেও, সমগ্র ভারতের নাট্যকলাকে উন্নত করবার উপযোগিতা তাদের নেই। কারণ বাংলা ও মারাঠি ভাষার ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ ইত্যাদি।



"সরলা"-চিত্রনাট্যের একটী দৃশ্য

*

সত্যি কথা। মহারাষ্ট্রের কথা জানিনা, তবে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বলতে পারি বটে, যে, বাংলা দেশের বাইরে উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষাই চলে, বাংলার কোনই প্রভাব নেই। ভারতের অধিকাংশ লোকই বাংলা বোঝে না।

*

কিন্তু আসল আর্টের প্রভাব জাতিভেদ, ভাষাভেদ বা প্রাদেশিকতার জন্যে বাধা পায় না কিছুমাত্র। ভারতের অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলা যে নাট্যকলাবিভাগে সব-চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়েছে, সে বিষয়ে কোনই মতদ্বৈধ নেই। এবং বাঙালীর নাট্যকলায় যেটুকু বিশেষত্ব আছে, তাথেকে ভারতের ভিন্নভাষাভাষী জাতিরাও অনায়াসেই লাভবান হ'তে পারেন।

*

ধরুন, রুসিয়ার কথা। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে রুস ভাষা বলে এমন লোক খুবই কম। তা সত্ত্বেও মস্কো আর্ট থিয়েটার প্রভৃতির প্রভাব সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। (রুসিয়ার নাট্যসম্প্রদায় যখন য়ুরোপের নানাদেশে ও আমেরিকায় অভিনয় করতে যায়, তখন ভাষা না বুঝলেও, সে সব অভিনয়ে দর্শকের অভাব হয় না। এমন কি রুস ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙালীর ছেলে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় পর্য্যন্ত মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনয় দেখে মোহিত হয়েছিলেন।)

*

আমারাও হিন্দী বা উর্দ্দু ভাষা বুঝি না। তবু কলকাতা, দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরের পার্শী ও হিন্দী থিয়েটার দেখতে গিয়েছি এবং বুঝেছি যে ও সব রঙ্গালয়ের নাটক ও অভিনয় দুইই ভদ্রলোকের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। তেমনি বাংলা রঙ্গালয় দেখেও অবাঙালী দর্শকরা তার ভালো-মন্দ নিশ্চয়ই অনেকটা বুঝতে পারে—আপন আপন শিক্ষা ও বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে।

*

জার্ম্মান ভাষাও য়ুরোপের একটি প্রাদেশিক ভাষা। কিন্তু জার্ম্মাণ রঙ্গালয়ে রাইনহার্ড ও আপ্পিয়া প্রভৃতি যে-বিশেষত্ব দেখিয়েছেন, সমগ্র য়ুরোপীয় ও ইয়াঙ্কি রঙ্গালয় তাথেকে লাভবান হয়েছে। সারা বার্ণার্ড নিজের ভ্রাম্যমান সম্প্রদায় নিয়ে য়ুরোপ ও আমেরিকায়, সর্ব্বত্রই একমাত্র ফরাসী ভাষায় অভিনয় ক'রে বেড়িয়েছেন, এবং সর্ব্বত্রই ফরাসী ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকরা তাঁর অভিনয়-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে পেরেছে।

*

অভিনয়-কলার ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণে সার্ব্বজনীনতা আছে। জনৈক বড় সমালোচকের মতে, "কথার যেখানে সমাপ্তি সেইখানেই অভিনয়ের আরম্ভ"। কথা না বুঝলেও অভিনয়ের রসাস্বাদন করা যায়। এবং গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও শিশিরকুমারের অভিনয় সম্বন্ধে য়ুরোপীয় রঙ্গালয়ের সঙ্গে পরিচিত সকল ব্যক্তিরই মত হচ্ছে, তা প্রথম শ্রেণীর পাশ্চাত্য অভিনয়ের চেয়ে কোন অংশেই হীন নয়। এঁদের অভিনয় দেশ ও পাত্রেরও মধ্যে আবদ্ধ নয়। এঁদের অভিনয় দেখলে পার্শী ও হিন্দী অভিনেতারা অনেক বিষয় শিখতে পারতেন। এবং এখনো পারেন, কারণ শিশিরকুমার প্রমুখ কয়েকজন প্রতিভাবান অভিনেতা আজও বাংলা রঙ্গমঞ্চকে অলঙ্কৃত ক'রে আছেন।

*

পরন্তু জনসাধারণের দ্বারা কোন দেশের রঙ্গশিল্প উন্নত হ'তে পারে না। এরকম উন্নতি সম্ভব হয় 'মাইনরিটি'র সাহায্যে। এমন দু-চারজন শিক্ষিত ও মার্জ্জিত-রুচি লোক চাই—যাঁদের সাধনা,দেশের আর্টের আদর্শ উচ্চ করা। উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষাভাষীদের ভিতরে এমন বিশেষজ্ঞ লোক যদি থাকতেন, তাহ'লে তাঁরা বাংলা শিখে বঙ্গ-রঙ্গালয় থেকে গ্রহণযোগ্য বিষয় (অবশ্য, যদি থাকে !) নিয়ে নিজেদের দেশের নাট্যশালার উন্নতি-চেষ্টা করতেন।

•

বাংলা রঙ্গালয় দেখে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শেখবার বিষয় কি আছে এবং কতটুকু আছে আমরা তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। আমরা কেবল উক্ত 'ভারতীয় সমালোচকে'র যুক্তির গলদটাই দেখিয়ে দিলুম। তাঁর মতে, ভাষাভেদের জন্যেই সংকীর্ণ-প্রদেশের মধ্যে আবদ্ধ বাংলা রঙ্গালয়ের প্রভাব ভারতের অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হ'তে পারবে না। এটি মস্ত ভুল।

•

আমাদের মতে ভারতের অন্যান্য দেশের নাট্যজগতে মাথাওয়ালা লোকের একান্ত অভাব। উর্দ্দু ও হিন্দী রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বা সংস্কারপ্রার্থীরাই 'হেটো' লোকের মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ ক'রে থাকেন। তাঁদের নিজস্ব কিছুই নেই, তাঁরা জনসাধারণের মুখ চেয়ে গড্ডরিকা-প্রবাহেই গা-ভাসান দেন। ফলে উন্নতি হয় না।

•

'ভারতীয় সমালোচকে'র "ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে"র ভিতরে বিশেষজ্ঞতার কোনই পরিচয় পেলুম না। কারণ তাঁর মতে ভারতের যে দুটি দেশের—বাংলা ও মহারাষ্ট্র—রঙ্গালয় সব-চেয়ে বেশী উন্নত, সেই দুটি দেশের কথাই তাঁর প্রবন্ধে নেই বললেও চলে। উর্দ্দু ও হিন্দী রঙ্গালয় ও নাটক নিয়েই তিনি বাক্যব্যয় করেছেন যথেষ্ট। অথচ তাঁর প্রবন্ধের নাম "ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ!"

•

তিনি লিখেছেন, আগা হাসার কাশ্মীরি নাকি "ভারতের সেক্সপিয়ার" নামে বিখ্যাত। দুঃখের বিষয়, আমরা ভারতবাসী হ'লেও সেক্সপিয়ারের নামের এমন শোচনীয় অপব্যবহারের কথা আজও আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে নি। উক্ত ভদ্রলোকের চার পাঁচখানি নাটকের রস অভিনয়ের ভিতর দিয়ে আমরা যেটুকু পেয়েছি, তা মারাত্মক বললেও অত্যুক্তি হয় না। ম্যাডানের বাংলা রঙ্গালয়ের ভিতর দিয়ে তাঁরই বাংলা ভাষায় অনুদিত "অপরাধী কে" নামে নাটকখানির দ্বারা একবার বাঙালীকেও ভোলাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু বাঙালী ভোলে নি ও সে নাটকও চলে নি। তারপরে 'ভারতীয় সমালোচক' রাধাশ্যাম প্রভৃতি আরো যে-সব নাট্যকারের কথা বলেছেন, বাংলা দেশের সদ্য কলেজ থেকে নির্গত যুবকরাও তার চেয়ে খারাপ নাটক লেখে না।

•

বাংলা দেশে গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ অনেক নাটক লিখেছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র, তারকচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে গৃহীত নাটকও আছে অনেক। এগুলির সঙ্গে য়ুরোপের প্রথম শ্রেণীর নাটকের তুলনা অনায়াসেই করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমৃতলাল প্রভৃতিও য়ুরোপে জন্মালে যশ অর্জ্জন করতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় 'ভারতীয় সমালোচক' তাঁদের নাম পর্য্যন্ত করেন নি। হয়তো তাঁদের নাটক তিনি চোখেও দেখেন নি।

•

পূর্ব্বোক্ত বাঙালী নাট্যকারদের অধিকাংশ নাটকই এমন বিষয় নিয়ে রচিত, উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করলে যা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবর্ষেই চলতে পারে। হিন্দী লেখকেরা দেখতে পাই, বাঙালী লেখকদের রচনা প্রায়ই চুরি ক'রে নিজেদের দেশে চালাতে লজ্জিত নন। কিন্তু নাট্যজগতে তাঁরা যদি এইভাবেই চুরি করতে পারতেন, তাহ'লে চুরির দ্বারাও তাঁরা স্বজাতির কিঞ্চিৎ মঙ্গলসাধন করতে পারতেন! এবং এত দিনেও তাঁরা যে এটা করতে পারেন নি, তার আসল কারণ হচ্ছে এই যে, আজও তাঁরা দামী জিনিষ করবার মত প্রকৃতির প্রমাণ দেন নি। তাঁরা চুরি করেন, অথচ চুরি করতেও জানেন না।

•

ধরতে গেলে,উর্দ্দু ও হিন্দী নাট্যসাহিত্য ও অভিনয়ের কথা আজও আলোচনার অযোগ্য। অথচ এই দুই বিভাগেই ভারতের মধ্যে সব-চেয়ে উন্নত যে-বঙ্গদেশ, তাকেই ত্যাগ ক'রে 'ভারতীয় সমালোচক' তাঁর প্রবন্ধের নাম দিয়েছেন 'ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ'! এ একটা মস্ত প্রহসন,—বাংলা কি ভারত-ছাড়া? 'টাইম্‌স্ অফ ইণ্ডিয়া'র মত সর্ব্বত্র-প্রচারিত কাগজে চেরাগের উপরকার আলো বাদ দিয়ে তলাকার অন্ধকারকে দেখানো কোনমতেই উচিত নয়। এতে ভারতের বাইরে ভারতের নাট্যকলা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হওয়া অসম্ভব নয়।

•

সংপ্রতি কলিকাতা কর্পোরেসনের এক সভায় আমোদ-কর আবার বসানো যেতে পারে কিনা তা স্থির করবার জন্যে সভ্যদের মতামত নেওয়া হয়েছিল। তাইতে এক বিভীষণের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রিয় (?) বসু নামক জনৈক ব্যক্তি আমোদ-করের স্বপক্ষে ব'লেছিলেন, বাংলা রঙ্গালয় দেশের যুবকদের ভিতরে কুরুচির প্রভাব বিস্তার করছে—প্রভৃতি! এঁর মত আলোচনারও অযোগ্য, কিন্তু এই জিতেন্দ্রিয়টি কে?

•

শিক্ষাবিভাগের এক আলোচনা-সভায় সংপ্রতি বাংলা দেশের বিদ্যালয়-গুলিতে সঙ্গীত শিক্ষা দেবার প্রস্তাব উঠেছিল। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ও মিঃ পপ্‌লে উক্ত সভায় বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের আলোচনা আংশিক ভাবে সফল হয়েছে। শীঘ্রই আর-একটী সভায় স্থির হবে, ছাত্রগণকে কোন্ পদ্ধতিতে—পশ্চিম-ভারতীয় বা বিষ্ণুপুরীতে—শিক্ষিত করা উচিত। দেশে সঙ্গীত-চর্চ্চা বাড়াবার জন্যে দিলীপবাবু ও মিঃ পপ্‌লে প্রভৃতি যে আন্তরিক চেষ্টা ও পরিশ্রম করছেন, সেজন্যে প্রত্যেক বাঙালীই তাঁদের কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাকবেন।

•

বিদেশীর কাছেও ভারতীয় সঙ্গীতের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্যে দিলীপবাবু ও মিঃ পপ্‌লের চেষ্টা ও আগ্রহের অন্ত নেই। সংপ্রতি রোটারী ক্লাবের এক অধিবেশনে মিঃ পপ্‌লে ভারতীয় সঙ্গীতের বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এক আলোচনা করেছিলেন এবং গান গেয়ে তাঁর বক্তব্যের উদাহরণ যুগিয়েছিলেন দিলীপবাবু। বিশেষ ক'রে মিঃ পপ্‌লে বিদেশী হয়েও ভারতীয় সঙ্গীতের সুনাম বাড়াবার জন্যে যে কষ্টস্বীকার করছেন, তা সামান্য নয়। তিনিও আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার দাবি করতে পারেন।

•

রোগশয্যায় শুয়ে 'নাট্যজগৎ' লিখছি। কাজেই আপাততঃ চিত্তাকর্ষক থিয়েটারি গুজব বা সংবাদ সংগ্রহ করবার উপায় নেই। কাজেই এবারে পাঠকদের তুষ্ট করতে পারলুম না।

•

গত মঙ্গলবার রাত্রে আমরা বেতারে "চিত্তাসংসদ্" কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের "বৈকুণ্ঠের খাতা"র অভিনয় শুনেছি। অভিনয় হয়েছিল চমৎকার উপভোগ্য। মাত্র শেষের দিকে কিছু তাড়াতাড়ি হয়েছিল; সেটা বোধ হয় সময় সংক্ষেপার্থে—ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী আর খানিকটা সময় দিলে ভাল করতেন। সংসদ-সভ্যরা যে ঐক্যতান বাদন করেছিলেন, তাও সুন্দর লেগে

এঁরা বেতারে পূর্ব্বে পরশুরাম চিত্রিত "চিকিৎসা-সঙ্কট" অভিনয় করেছিলেন; আমাদের তা শোনবার সৌভাগ্য হয় নি। তবে Radio Times পত্রিকায় সে অভিনয়ের খুব সুখ্যাতি বেরিয়েছে, দেখলুম। বেতারে এঁদের পরবর্ত্তী অভিনয় শোনবার জন্যে আমরা আগ্রহোন্মুখ হয়ে রইলুম।

•

নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছেন:—

'মরে না মরে না কভু সত্য যাহা বিস্মৃতির তলে'। বাঙলার নাট্যনভের পূর্ণ-ইন্দু অর্দ্ধেন্দুশেখর ১৩১৫ সালের ৩১শে ভাদ্র দেহত্যাগ করেন; সে আজ বিশ বছরের কথা! কিন্তু বাঙালী তাঁকে ভোলে নি; তাঁর অভিনয়-প্রতিভা তাঁকে অমর ক'রে রেখেছে। যাঁরা তাঁকে চোখে দেখেন নি, তাঁর নট-মূর্ত্তির সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদেও কাছে তাঁর স্মৃতির মূল্য কিছু কম নয়—অর্দ্ধেন্দু হচ্ছেন বাঙলার national property.

•

গত ১লা আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গৃহে অর্দ্ধেন্দু-স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে এই নটশেখরের উদ্দেশে তর্পণাঞ্জলি দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তর্পণ-যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখরের শ্রাদ্ধাধিকারী বাঙলার নটপিতামহ নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ঐতিহাসিক শ্রীনিখিলনাথ রায়, অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, রায় বাহাদুর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এটর্ণী-এ্যাট-ল, অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীললিতমোহন ঘোষাল, শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, মাতৃ-মন্দির সম্পাদক শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত দেখলুম।

•

কিন্তু থিয়েটারওয়ালাদের পক্ষ থেকে মাত্র জনচারেককে দেখা গেল,—মিনার্ভা থিয়েটারের সুযোগ্য নট অর্দ্ধেন্দু-শিষ্য শ্রীমন্মথনাথ পাল ও নাট্যমন্দিরের শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় ও শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (চিত্রশিল্পী)। শোনা যেত, বাঙলা রঙ্গালয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিষ্য ও ভক্তের সংখ্যা নাকি অসংখ্য!

•

অমৃতলালের পৌরোহিত্য আসন গ্রহণ করবার পর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীশিশিরগোপাল বসু ও শ্রীনরেন্দ্র দেব তাঁদের রচিত কবিতা পাঠ করেন। তারপর যথাক্রমে শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিষয়ে দুটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। যোগেশবাবু তাঁর প্রবন্ধে অর্দ্ধেন্দুশেখরের যে রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করেছেন, তা অপূর্ব্ব, অপরূপ! যথার্থ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দু-শেখর কি বস্তু, তার সন্ধান তিনি দিয়েছেন। আমরা পাঠকদের উপভোগের জন্যে স্থানান্তরে তাঁর প্রবন্ধ মুদ্রিত করলুম। হেমবাবু তাঁর প্রবন্ধে অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিয়েছেন। একই নাটকে একসঙ্গে বহু বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ ক'রে সাজসজ্জা, কণ্ঠস্বরে, অঙ্গভঙ্গীতে তিনি কি অদ্ভুত অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাতে পারতেন, তার পরিচয় ও অন্যান্য বহু তথ্য তিনি শুনিয়েছেন। যদি সম্ভব হয়, হেমবাবুর প্রবন্ধও আমরা পাঠকদের উপহার দেব।

•

কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ হয়ে গেলে বক্তৃতা আরম্ভ হয়। মহারাজা শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিখিলনাথ রায়, শ্রীললিতমোহন ঘোষাল ও শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—এই ক'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তা ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই অর্দ্ধেন্দুশেখর কি ছিলেন, তাঁর অভিনয়-প্রতিভা কতখানি ছিল, তিনি কি অসাধারণ ধৈর্য্যধারণ ক'রে শিক্ষাদান করতেন, তিনি কি ভাবে দর্শকদের মধ্যে আমোদ ও রস পরিবেষণ করতেন, তাঁর কথাবার্ত্তার ভিতর কি অপরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল,—এই সব বিষয়ের পরিচয় দেন।

•

"অর্দ্ধেন্দুর শ্রাদ্ধ-বাসর আজ বাঙলা রঙ্গালয়ের ওপর না হয়ে সাহিত্য-পরিষদে হচ্ছে কেন"—এ প্রশ্নও উঠেছিল; প্রশ্নকর্ত্তা শ্রীললিতমোহন ঘোষাল। এর উত্তর দিয়েছিলেন অর্দ্ধেন্দু-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। তিনি বলেছিলেন, "সভা করবার জন্যে বাঙলার চারটে থিয়েটারওয়ালারই দ্বারস্থ হওয়া গিয়েছিল; কিন্তু তারা প্রত্যেকেই বিদায় করেছেন নানা ওজর আপত্তি দেখিয়ে। তবে পরিষদ-গৃহে স্মৃতি-সভা হওয়ায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের আত্মা বোধ হয় কম পরিতৃপ্ত নয়; কারণ এ গৃহের প্রত্যেকখানি ইট



স্বরলিপি দৃষ্টে
হারমোনিয়ম শিক্ষা
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ত করা যায় তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন, অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্
৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

তাঁরই প্রিয়পুত্র ব্যোমকেশের শোণিত-রঞ্জিত। কৃতী পুত্রের স্মৃতি-বিজড়িত ভবনে অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্মৃতিবাসর—এ ভালই হয়েছে।"

*

এরপর পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন জানান যে, অর্দ্ধেন্দুশেখরের আবক্ষ পিত্তল মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়ে প'ড়ে রয়েছে; উপযুক্ত অর্থসাহায্য অভাবে স্থাপিত হ'তে পারছে না। আর অর্দ্ধেন্দু-স্মৃতি বিজড়িত "অর্দ্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার"-নাট্যামোদী সুধ বৃন্দ ও রঙ্গালয়-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহানুভূতির অভাবে আজ মুমূর্ষু। আমরা এদিকে রঙ্গালয়-কর্ত্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

*

সবশেষে অমৃতলাল নিজের বক্তব্য বলতে ওঠেন। তিনি বলেন, "অর্দ্ধেন্দুর সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, তাতে আমার আজ মাত্র গলবস্ত্র হয়ে জোড়হাত ক'রে দাঁড়ান উচিত, আর কিছু নয়। তবু আমায় দু'একটা কথা বলতে হবে, কেননা আজ আমি ছাড়া তা বলবার কেউ নেই। একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাই, থিয়েটার যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন টিকিট বিক্রী আরম্ভ হ'তে অ্যাক্টাররা এসে জোটে, তারা নাকি ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি এ কথার প্রতিবাদ করি।

*

"আজকাল চুল, পোষাক, এমন কি রাম, লক্ষ্মণ সবই কিনতে পাওয়া যায়; কিন্তু তখন সব তৈরী ক'রে নিতে হ'ত মাথা খাটিয়ে। আমরা জনকয়েক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান মিলে মাত্র সখের খাতিরে থিয়েটার আরম্ভ করি। আগে নিজেরাই চাঁদা দিয়ে সখ মেটাতুম। কিন্তু তাতেও খরচ উঠত না। তাই "নীলদর্পণে"র সময় খরচ ওঠাবার জন্যে টিকিট বিক্রী করি, যে-কদিন চলে এই ভেবে। তারপর আপনাআপনি থিয়েটার টেঁকে গেল, এই হচ্ছে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা। ১৮৮১ পর্য্যন্ত কারও মাইনে ছিল না; যার যা একটু আধটু দরকার হ'ত, খরচ নিতুম। রঙ্গালয়ে সভ্যতার উন্নতি হয়েছে, commercial spirit বেশী ক'রে ঢুকেছে মাত্র বছর পনেরো কুড়ি।

*

"তারপর অর্দ্ধেন্দু। বড়লোককে দূর থেকে দেখতে হয়, তার খাদ বাদ দিয়ে—শ্রদ্ধা সম্মান ইত্যাদি দূর থেকেই সম্ভব—আমার সে ঘরের লোক। অর্দ্ধেন্দুর ভেতরে যে এত রস তা' তার বাইরে দেখে ছেলেবেলায় বুঝতেই পারিনি। স্কুলে যখন এক সঙ্গে পড়তুম তখন তার রসকষ ছিল না। তার পর জোড়াসাঁকোতে "কিছু কিছু বুঝি" অভিনয় দেখতে গিয়ে অর্দ্ধেন্দুকে দেখি। সে বললে 'আমি প্লে করব'; অবাক হয়ে গেলুম বেশ অভিনয় করলে।

*

"অর্দ্ধেন্দু হচ্ছে national property; যেমন গোবিন্দ অধিকারী, গোপালে উড়ে, রূপো মালিনী, কেশো মালিনী। অদ্য মৃত্তফীকে লোকে ভালবাসে, এ আমার আনন্দের কথা। সে আমার সহপাঠী, নাট্য-গুরু। ছেলেবেলায় আমাদের আড্ডা ছিল; তাতে হয়ত' অর্দ্ধেন্দু সাজত পূর্ব্বদেশীয় কবিরাজ; আমরা নানাদেশের রুগী—এই রকম। অর্দ্ধেন্দু চিরকালই যেটা পার্ট নয়, সেইটে নিত। He could create a part.

*

"বলিদানে পানওয়ালার পাওনা টাকা দিয়ে তার লাঞ্ছনা থেকে করুণাময়; ছেলেকে বাঁচানোর দৃশ্যে অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় অন্য কারও দ্বারা সম্ভব নয়। "নীলদর্পণে"র গোলক বসুর "হুজুর, আমি কি শেখাবার মানুষ!"—এ আর কেউ বলতে পারে কিনা জানিনা। পার্টে জীবন দেবার ক্ষমতা ছিল তার অপূর্ব্ব।

*

"এ যুগে দেখতে পাই তা একমাত্র শিশিরের আছে। ঘোড়শীর জীবানন্দের মত wretched part-এ dignity দেওয়া একমাত্র শিশিরেই সম্ভব। অর্দ্ধেন্দুর আর এক গুণ ছিল; সে ছিল মজলিসি—drawing room entertainer, নীলদর্পণে চার চারটে পার্ট করার জন্যে ভয়ানক শক্তি ও সাধনার দরকার, তা অর্দ্ধেন্দুর ছিল। আমি যে বলেছি 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'—সেটা যোগেশ চৌধুরী মশায় উচ্ছ্বাস বললেন—তা ঠিক নয়। আমি মাত্র বলতে চেয়েছি, actor-এর কোন record থাকে না। তা নইলে প্রতিভা যারা, তাদের নাম ত tradition, legend হিসেবে চ'লে আসবে—তাদের জন্যে অন্য কোনও স্মৃতি, পিত্তল বা সুবর্ণ মূর্ত্তির দরকার নেই।"

*

এর পরে নলিনীরঞ্জন সভাপতি, বক্তৃবৃন্দ, সভা করবার অনুমতি দেওয়ার জন্যে পরিষদের কর্তৃপক্ষকে ও সভার প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষকে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হয়।

*

বহুদিন পরে আসচে শনিবার শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীকে "নাট্যমন্দিরের" পাদপ্রদীপের সামনে দেখতে পাওয়া যাবে। আশা করি, এবার থেকে এঁরা এখানে নিয়মিত ভাবেই অভিনয় করবেন। এঁদের মত কৃতী শিল্পীর রঙ্গালয়ের বাইরে থাকা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

*

আসচে ২রা অক্টোবর মঙ্গলবার "নাট্যমন্দির" রঙ্গপীঠে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিপূজার আয়োজন হচ্ছে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন রঙ্গালয়ের অভিনেতৃ-

নূতন নাটক! নূতন নাটক!!
সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
প্রহসন ও প্রেমমূলক নাটক
নীলাম্বরী
প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
১১, কলেজ স্কোয়ার "নাচঘর" কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

আপনার অথবা আমার মনোমত স্থানে যদি নিজের ও আত্মীয়দের সুন্দর ফোটো তুলতে চান তবে বড়বাজার ফোন নং ২১৫৭এ কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের নিকট কিম্বা ২৭ নং পটলডাঙ্গায় অনুসন্ধান করুন।

সবে প্রকাশিত হ'ল!
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত
চিত্তোত্তেজক সুবৃহৎ সামাজিক উপন্যাস
মাণকাঞ্চন
দাম দুইটাকা মাত্র।
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্মেলনে গিরিশচন্দ্রের দু'খানি প্রসিদ্ধ নাটক অভিনীত হবে, শোনা যাচ্ছে। তার মধ্যে একখানি "প্রফুল্ল"। যদি সম্ভব হয়, এই ভাবে ভূমিকা বিলি করলে অভিনয়টা একটা দর্শনীয় ও উপভোগ্য জিনিষ হয়ে উঠবে:—যোগেশ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, রমেশ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, সুরেশ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী, কাঙ্গালীচরণ—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শিবনাথ—শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন ঘোষ—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (অভাবে শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী), অতুলহরি—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, পীতাম্বর—শ্রীভিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, জনৈকলোক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, উমাসুন্দরী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, জ্ঞানদা—শ্রীমতী কুসুমকুমারী, প্রফুল্ল—শ্রীমতী প্রভা, জগমণি—শ্রীমতী তারাসুন্দরী, ইতর স্ত্রীলোক—শ্রীমতী সুবাসিনী। কর্ম্মকর্ত্তারা একটু চেষ্টা ক'রে এবং ভেবে দেখবেন।

•

জনৈক পত্রপ্রেরক জানতে চেয়েছেন, "মিনার্ভায় ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়" ব'লে প্রাচীর-পত্র বেরুনো সত্ত্বেও তাঁকে সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? আমরা জানি, মিনার্ভার সঙ্গে গ্রন্থি পড়তে না পড়তেই তিনি তা কেটে ফেলেছেন। অবশ্য এর জন্যে দায়ী তিনি নিজেই।

•

শ্রীঅমিতাভ বসুর খবরও পত্রপ্রেরক চেয়েছেন। তাঁর (এবং সাধারণের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, তিনি এখনও বিশেষ অসুস্থ। নিজের শরীর এবং চিকিৎসকের অনুমতি পেলেই তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন; অন্ততঃ এই ধরণের কথাই তাঁর মুখে শোনা গিয়েছিল।

•

নাট্যমন্দিরে "মৃণালিনী" খোলবার আয়োজন চল্‌চে। শুনলুম, শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক নাট্যাকারে গ্রথিত এই "মৃণালিনী" নাটক অভিনবত্ব ও আধুনিকত্বের দিক দিয়ে পুরাতন "মৃণালিনী" থেকে অধিকতর উপভোগ্য হবে। সত্য হ'লে নাট্যামোদীর পক্ষে এ একটা সুসংবাদ সন্দেহ নেই।

•

আর একটি কথা আমাদের কাণে এল। "মৃণালিনী" খোলবার পরেই নাট্যমন্দির আর একখানি নতুন সামাজিক নাটক মহলায় ফেলবেন সে-রণের সামাজিক নাটক বাঙলা রঙ্গালয়ে আগে কখনো অভিনীত হয়েছে লে জানা নেই। প্রতীচ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম নাটকের মধ্যে আধুনিকতার মদানী করেন, সেই ইবসেনের নাট্যতন্ত্র (dramatic tecnique) নুসরণ ক'রেই নাকি এই নাটকখানি প্রস্তুত হয়েছে। শিশিরকুমার বে শিগ্‌গির শিগ্‌গির (?) সেখানিকে পাদপ্রদীপের সামনে ধরবেন, ই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলুম।

•

গত হপ্তার নাট্যজগতে আমাদের সাহিত্যিক-বন্ধু লিখেছিলেন, "..... মিনার্ভাও 'সত্যের সন্ধানে'র সঙ্গে কিছু 'উপরি' দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।" কিন্তু খবর নিয়ে জানলুম, এ কথার মূলে কোন ভিত্তি নেই, মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষ 'সত্যের সন্ধানের' সঙ্গে লেজুড় জোড়বার জন্যে ব্যস্ত হবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না; কারণ সাফল্যের জয়মাল্য বিভূষিত 'সত্যের সন্ধান' একাই যে-ভাবে জনতা আকর্ষণ করছে, তাতে ক'রে তাঁরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহু দর্শককে রাতের পর রাত ফেরত দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

•

প্রাচীর-পত্র দেখলুম, "ইণ্ডিয়ান বায়স্কোপ কোম্পানী।" এঁরা আস্তানা গাড়বেন মাণিকতলা স্পার ও সার্কিউলার রোডের মোড়ে বারিকবাবুদের ব্যারাকে। এঁরা কারা ও কোথাকার?

গান

—:০:—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

জাগো, জাগো বশোদা-কুমার!
আমার মরমে জাগো, আমার জীবনে জাগো,—
ঘুমাবে গো কত ঘুম আর?
আমার মানস-গোঠে খেলা কর যাদু-সোনা,
আমার বাসনা-লোকে তুমি শিশু-শশীকলা!
কবির স্বপন নও হে বালক ভগবান!
ভিক্ষু আমি, তোমার চুমার।

(২)

জয় জয় জয় ব্রজের চন্দ্র!
নাচো তালে তালে হে মোর গোপাল,
নূপুরে নূপুরে বাজুক ছন্দ!
আমার মরমে চির-দোলমেলা,
প্রাণ-যমুনায় চলে জলখেলা,
হৃদয়-গোপিনী গাহে তব নাম—
শিরায় শিরায় দোলে আনন্দ!
ওগো প্রাণেশ্বর! হে চির-কিশোর!
দয়া ক'রে হও আমার দোসর!
দান কর স্বামী, আমার জীবনে
তোমার চরণ-কুসুম-গন্ধ!

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

চিত্রনাট্যের রূপকথা

খুব ভালো না হোলেও পিক্‌চার প্যালেসের 'বেটার 'ওল' হাস্যাত্মক ছবির উপভোগ্য নিদর্শন। শ্রীযুক্ত সিড্ চ্যাপ্‌লিনের হাস্যরসাত্মক অভিনয় বেশ সংযত, স্বাভাবিক ও আনন্দজনক। কোনো জায়গায় জোর কোরে লোক হাসাবার চেষ্টা নেই।

•

পার্লের 'মনে রেখো' (Remember) ছবিখানি দেখেও আমরা খুসী হোয়েছি—আগাগোড়া শ্রীমতী ডোরেথি ফিলিপ্সের সুঅভিনয়ে চিত্রখানি উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছে। নায়কের অংশে শ্রীযুক্ত আর্ল মেটকাফের ও সহ-নায়িকার অংশে শ্রীমতী লোলা টডের অভিনয় চলনসই—তাঁদের অভিনয়-চাতুর্য্যের অবসরও ঘটনা বিন্যাসের মধ্যে তেমন নেই।

•

পরলোকগত রাডলফ্ ভ্যালেন্‌টিনোর সব ছবি পুনঃ প্রচারিত হোচ্ছে। তাঁর অনেক আগেকার একখানি ছবি 'ছ্যাবলা স্ত্রীর দল' (Frivolous Wives) পিক্‌চার প্যালেসে দেখানো হোচ্ছে। এই ছবিখানি আমাদের একেবারেই মনে লাগেনি।

•

'তারা-তৈরী' (Shooting Stars) অর্থাৎ বায়োস্কোপের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীকে কি ভাবে গ'ড়ে তোলা হয়, বায়স্কোপের ছবির কি রকম ভাবে সৃষ্টি হয়, এই সব ছবি-তোলা ব্যাপারের খুঁটিনাটি দেখিয়ে এই ছবিখানি নেওয়া হোয়েছে। আমাদের দেশের দর্শকরা এই ছবিটি দেখে নিরাশ হোয়েছে।

•

শ্রীমতী বেট্‌সি লি তাঁর বয়েসের হিসেবে খুব ছোটো দেখতে—এক ফোঁটা মেয়ে বল্‌লেই হয়—তাঁর মা বাবা বেশী কোরে দুধ খাইয়ে বা অন্য কোন উপায়ে তাঁকে বড়ো করবার চিন্তা সর্ব্বদাই কোরতেন—তবু বেট্‌সি লি লম্বায় পাঁচফুটের বেশী আর বাড়লেন না।

•

এই পাঁচফুট লম্বা শ্যামাঙ্গী সুন্দরী মেয়েটি কিন্তু হলিউডে এসেই শ্রীযুক্ত রেজিনাল্‌ড ডেনির চোখে লেগে গেলেন, 'রাতের পাখী' (The Night Bird) নামক চিত্রনাট্যে তাঁর সঙ্গে নায়িকার ভূমিকায় নামলেন এবং তাঁকে প্রেমে এমন মুগ্ধ কোর্‌লেন যে শ্রীযুক্ত ডেনি ঘোষণা কোরেছেন, আগামী নভেম্বর মাসে তিনি শ্রীমতী বেট্‌সি লিকে বিয়ে কোর্‌বেন।

•

প্রসিদ্ধ প্রযোজক শ্রীযুক্ত কার্ল লেম্‌লের ভাইঝি শ্রীমতী বেথ্ লেম্‌লের এখন থেকে নাম হবে বেথ্ হ্যারল। 'ফটক-ভাঙা' (The Gate Crasher) নামক একখানি নোতুন ছবিতে তিনি নায়িকার অংশে অভিনয় কোর্‌বেন। নায়কের ভূমিকা নেবেন শ্রীযুক্ত গ্লেন ট্রায়ন।

•

সুইডেন-দেশীয় তরুণ অভিনেতা শ্রীযুক্ত নিল্‌স্ ত্রাস্‌থার হলিউডে এক বছরের মধ্যে দশখানি প্রসিদ্ধ চিত্রনাট্যে অভিনয় কোরে খুব বাহাদুরী দেখিয়েছেন।

—পি—

অর্দ্ধেন্দু স্মরণে*

—:•:—

শ্রীনরেন্দ্র দেব

কি নটরাজ স্পর্শিয়া যে কর
নাম আজ স্মরি সেই অর্দ্ধেন্দুশেখর!
স উদ্ভাসি তুলিতে,
অমৃত বিলাতে মৃত অন্তর গুলিতে,
সবার অখ্যাতি নিন্দা অবজ্ঞা—সহিয়া
নিরানন্দ নগরেতে আনন্দ বহিয়া
এসেছিল নাট্যশালে নটেশ নব ন,—
নানারস অভিনয় নৈপুণ্যে প্রবীন!
ধরেছিল বহুরূপ দর্শকে তুষিতে
ভরেছিল বহু মন পর্য্যাপ্ত খুশীতে
ছিল প্রিয় বরণীয় সুন্দর স্বভাব!
রঙ্গালয়ে আজি তার একান্ত অভাব,
করেছে কি নবরস তরঙ্গে আটক
হাসিহীন প্রহসন নির্জ্জীব নাটক!

---

* অর্দ্ধেন্দু স্মৃতি-সভায় পঠিত।

অর্দ্ধেন্দুশেখর

—:•:—

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

আজ অর্দ্ধেন্দুশেখরের তিথি শ্রাদ্ধবাসর। প্রতি বৎসর এই দিনে তাঁর পুত্র পৌত্র, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যগণ তাঁর শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতেন ও করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সমগ্র বাঙালী জাতির দিক দিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই—বিশেষতঃ রঙ্গালয়ের সংস্রবে যাঁরা আছেন, তাঁদের সকলেরই এ বাৎসরিক শ্রাদ্ধে যোগ দিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

আজ অর্দ্ধেন্দু নাই—অনেকে এ সভায় আছেন যাঁরা তাঁর বন্ধু ছিলেন, ভক্ত ছিলেন, তাঁর প্রত্যেকটী ভূমিকার অভিনয় দেখিয়াছেন—সে অভিনয়ের চিত্রগুলি তাঁদের মনে আজও সমান ভাবে অঙ্কিত আছে; কিন্তু এমনও অনেকে আছেন—যাঁরা অর্দ্ধেন্দুকে দেখেন নাই, তাঁর অভিনয় দেখেন নাই—তবু তাঁরা ভক্ত; অর্দ্ধেন্দুর জীবিতকালের ভক্ত, বন্ধু ও শিষ্যের চেয়ে ইহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি কম নয়। শরীরি অর্দ্ধেন্দু নাই, কিন্তু তাঁর নাম আছে, যশ আছে, তপস্যা আছে—শ্রদ্ধাবান ভক্তের কাছে তাহাই যথেষ্ট। নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের একটী শোকে কবিতায় একটী পদ আছে—"দেহ পট সনে নট সকলি হারায়"—এ বন্ধুবিচ্ছেদে শোকাচ্ছন্ন কবি-হৃদয়ের ক্ষণিক আত্ম বিস্মৃতি! কবির কাব্য থাকে, চিত্রকরের চিত্র থাকে, নটের কিছুই থাকে না—একথা সত্য নয়। প্রতিভা চিরদিনই অমর, তার বাহন যাহাই হউক। কবির কাব্যে যদি অমরত্ব না থাকে, কোনো চাপাখানা সে কাব্য বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। নট ও গায়ক যাঁরা শুধু অশরীরি মন্ত্রবাণীর উপাসক, তাঁরাও কবির মত অমরত্বের দাবী রাখেন। কবির কাব্যের মত নটের অবদান হয়তো অতখানি প্রত্যক্ষ নাও হইতে পারে—তবুও তা অমর—

"মরে না মরে না সত্য যাহা—"

অর্দ্ধেন্দু আমাদের কাছে আসিয়াছেন শুধু তাঁর অশরীরি তপোমূর্ত্তি লইয়া—তিনি যে অমর মন্ত্রের উপাসক ছিলেন তা সনাতন—তাঁর শক্তি চিরদিন

অক্ষুণ্ণ। পিতৃলোক থেকে তার নাম নামিয়া আসিয়াছে—সেই নামকে আমরা প্রণাম করি।

অর্দ্ধেন্দুকে আমি যেদিন প্রথম দেখি—সে দিনটা আমার জীবনের বেশ একটা চিহ্নিত স্মরণীয় দিন। ১৯০৫ সাল, সবে পাড়াগাঁ থেকে কলিকাতায় আসিয়াছি। সে একটা রবিবার। সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয় সেই প্রথম দেখি, মিনার্ভা থিয়েটারে। দুইখানি নাটকের অভিনয় ছিল। রাণা প্রতাপ, পরে জনা। রাণা প্রতাপ অভিনয় হইয়া গিয়াছে; জনা অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে এক দীর্ঘকায় পুরুষ যবনিকার অন্তরাল হইতে পাদপ্রদীপের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "আজ জনায় আমার বিদূষকের ভূমিকা অভিনয় করার কথা - আমার নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছে। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে একটী অনুরোধ ক'রবো। আমার মন আজ বড় খারাপ। আমার জামাতা হাইকোর্টের উকিল অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আজ মারা গেছেন। আজ অভিনয় করবার মত মনোভাব আমার নেই। আপনারা যদি অনুমতি দেন, আমার পরিবর্ত্তে অন্য অভিনেতা আজ অভিনয় করবেন। কিন্তু আপনাদের অনুমতি না পেলে আমি অভিনয় করতে বাধ্য।" আশপাশের দর্শকের কাছে শুনিলাম—ইনিই অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও সহযোগিগণের মুখে ও লেখায় তাঁর নটজীবনের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে যেসব কথা শুনিয়া ও পড়িয়া থাকি—তাহা যে একবর্ণও অত্যুক্তি নহে তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্দ্ধেন্দুর এই চিত্রটী আমার মনে আজও অম্লান রহিয়াছে, বোধ হয় চিরদিন থাকিবে। ইহার পরে বোধ করি মাত্র ৩।৪ বার তাঁর অভিনয় আমি দেখিয়াছি। যে সকল ভূমিকায় তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল তার মধ্যে একমাত্র "গণপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ" ছাড়া আর কোন ভূমিকায় অভিনয় দেখা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। মিনার্ভা থিয়েটারের সামনে এবং রাস্তায় অনেকবার তাঁকে দেখিয়াছি। তাঁর সম্বন্ধে আমার নিজস্ব স্মৃতি এই। অন্তরের শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিবার পক্ষে এ স্মৃতি সামান্য নয়। এই খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি অবলম্বন করিয়া আমার অন্তরে তাঁর যে তপোমূর্ত্তি রচিত হইয়াছে তাহা তুচ্ছ নয়। তারপর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁর কয়েকখানি চিত্র দেখিয়াছি। অপূর্ব্ব;—সেই চিত্র কয়খানি হইতে অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়-শক্তির বেশ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রগুলি প্রাণশক্তিতে একেবারে জীবন্ত। প্রত্যেক চিত্রের মধ্য হইতে অর্দ্ধেন্দু যেন কথা কহিয়া বলিতেছেন—"আমি আছি।"

এই কয়খানি চিত্র এবং আগেকার সামান্য চাক্ষুষ দেখাশোনা—ইহা হইতে অর্দ্ধেন্দুর যে ভাবমূর্ত্তি আমার মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে—আমি তাহারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব—আমার বিশ্বাস সত্যকার অর্দ্ধেন্দুর সঙ্গে তার মিল হইবে। আমি তাঁর অভিনয়ের টেক্‌নিক্ বা বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় তাঁহার বিশেষত্ব কোথায় ছিল, তাহা বলিবার চেষ্টা পাইব না—কেন না এ আলোচনায় একমাত্র বিশেষজ্ঞেরই অধিকার। আদর্শ নটের একখানি পরিপূর্ণ চিত্র আমার মনের মধ্যে আছে—ইহার সহিত মিল করিয়া গিরিশবাবু প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ বর্ণিত অর্দ্ধেন্দু-চিত্রের তুলনামূলক আলোচনা আমি করিব। গিরিশবাবু বলেন—'সর্ব্বপ্রকার ভূমিকা অভিনয়ে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল—তবে সাধারণতঃ তিনি হাস্যরসের অভিনয়ই বেশী করিতেন। তিনি যখন যে ভূমিকা অভিনয় করিতেন তাহাতে তাঁর নিজস্ব একটা ছাপ থাকিত।' এইটীই সব চেয়ে বড় কথা—যে নট অমরত্বের দাবী করেন, এই বিশেষত্ব তাঁর আবশ্যক। শ্রেষ্ঠ গায়কের মত গানের কথা ছাড়াইয়া সুরের এক অব্যক্ত অতীন্দ্রিয় স্থানে তাঁর পৌঁছান আবশ্যক—যেটা রসলোক। ইহারই নাম সৃজনী শক্তি। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এই শক্তির প্রভাবে গ্রন্থকার-সৃষ্ট চরিত্রকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করেন। ইহা নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্র হইতে পৃথক নয়—নাট্যকার রূপ দিয়াছেন, সেই রূপ অবলম্বন করিয়া রসলোকে উত্তীর্ণ হইবার অধিকার অভিনেতার। মুক্তাফলের তারল্যের মত এই অব্যক্ত অতীন্দ্রিয়তা তাঁর সমস্ত অভিনয়ের মধ্যে প্রভা বিকীরণ করিবে।

এইখানেই অভিনেতার শক্তি—এইখানেই তাঁহার স্বাধীনতা। শুধু স্বাভাবিক হইলেই যথেষ্ট হয় না। প্রত্যেক মানুষ, এমন কি বোধ করি প্রত্যেক বস্তুরও একটা অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে। এই অতীন্দ্রিয় সত্তার যিনি সন্ধান পান, যিনি নিজের দেহে, রূপে, সুরে এই সত্তার প্রকাশ দেখাইতে পারেন তিনিই বড় আর্টিষ্ট—তাঁর প্রার্থনা কবির প্রার্থনার অনুরূপ—

মাঝে মাঝে গানে মোর সুর আসে, যে সুরে, হে গুণী,
তোমারে চিনায়
বেঁধে দিয়ো নিজ হাতে সেই নিত্য সুরের ফাল্গুনী
আমার বীণায়।
তাহ'লে বুঝিব আমি ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল
বসন্তের ইন্দ্রজালে অরণ্যেরে করিয়া ব্যাকুল;
নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোদুল
বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়।
তোমারি আপন সুর কোন্ তালে তোমারে ভোলায়॥

এই সুর সকল আর্টিষ্টের আসে না—যাঁদের আসে তাঁরাই জানেন ধূলি কোন্ ছন্দে ফুল হয়ে ফোটে।

বৈষ্ণব ভক্ত বলেন বৃন্দাবনে "চেতন যমুনা—চেতন রেণু।" এও ভক্ত-হৃদয়ের সেই "নিত্য সুরের ফাল্গুনী"। জয়দেব-কবি ব্রজাঙ্গনাগণ পরিবেষ্টিত শ্রীহরির বর্ণনা করিতে গিয়া একটী আশ্চর্য্য উপমা ব্যবহার করিয়াছেন—

"শৃঙ্গার সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি"; শ্রীহরি কেমন? মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার রসের ন্যায়। রস মূর্ত্তিমান হ'লে কেমন হয় যিনি ধ্যান করিতে পারেন, এ শ্লোকের মর্ম্মার্থ তিনি অনুভব করিবেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পক্ষে সর্ব্বরস সম্বন্ধে এই কথা বলা যায়। তিনি মূর্ত্তিমান বীররস, মূর্ত্তিমান করুণ রস, মূর্ত্তিমান হাস্য ইত্যাদি। আমার বিশ্বাস অর্দ্ধেন্দুশেখর এইরূপ উচ্চাঙ্গের রসাভিনেতা ছিলেন। তিনি কতখানি natural ছিলেন জানি না—কিন্তু পূর্ণরস নিশ্চয়ই সৃষ্টি করিতেন—নতুবা এ অমরত্বের জয়মাল্য কেমন করিয়া অর্জ্জন করিলেন!

এই প্রসঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের গোড়ার কথা এবং সেকালের অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যক আছে। আমাদের সমসাময়িক অভিনেতা ও সমালোচকদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিয়া আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব। দুই ধরণের অভিনয়ের কথা প্রায়ই শুনা যায়। এক সুর বিবর্জ্জিত সহজ স্বাভাবিক অভিনয়—যেমন আমরা মোটামুটী কথাবার্ত্তা বলি। সামাজিক নাটকে এ ধরণের অভিনয় চলিত আছে; হাস্যরসেও আছে—ইহাতে প্রায় মতভেদ নাই। আর এক ধরণের অভিনয়, পৌরাণিক ও অন্যান্য নাটকে এবং সামাজিক নাটকের নায়ক নায়িকার অভিনয়ে—যখন নায়ক নায়িকা ভাববিহ্বল, সেই সকল স্থানে। এই শেষোক্ত অভিনয় সম্বন্ধে বাঁধাধরা দুইটী নিয়ম আছে। হয় কেটে কেটে বলা কিম্বা সুর দিয়া সরস করিয়া flow দেওয়া। দুই রকমের শিক্ষকও আছেন—কেটে কেটে বলিতে যিনি শিক্ষা দেন—তিনি সুর বর্জ্জিত স্বাভাবিক অভিনয় করিতে বলেন—ইহা অর্দ্ধেন্দুবাবুর স্কুল। এবং সুরেলা flow দেওয়া অভিনয় গিরিশচন্দ্রের স্কুল। শেষোক্ত অভিনয় সম্বন্ধে আমাদের সমালোচকগণ এক কথায় বলেন Melo-dramatic, এরূপ বাঁধাধরা নিয়ম-বিশিষ্ট পরস্পরবিরোধী দুই প্রকার অভিনয়-প্রণালী গিরিশ ও অর্দ্ধেন্দুর ছিল কিনা, এস্থলে তাহাই বিচার্য্য।

ক্রমশঃ

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট সংস্করণ
মাত্র ৭টী ঔষধ
মূল্য ১৲ টাকা

বিনা মূল্যে চিকিৎসা-প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

ডাকঘর

শ্রীযুক্ত নাচঘর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

ভারতীতে প্রকাশিত "ষোড়শী" শরৎবাবুর রচনা ব'লেই আমরা জানতুম, কিন্তু এতদিন পরে "ষোড়শীর মামলা" থেকে জানলুম যে ওটা শিবরাম বাবুর। শিবরামবাবুকে আমরা কবি ব'লেই জানি, এবং তাঁর কবিতা, ইদানিং যদিও তা একটু দীর্ঘ হচ্ছে, আমাদের বেশ ভালই লাগে; কিন্তু নাট্যরূপ-রচনাতেও যে তাঁর হাত আছে তা আমাদের অগোচর ছিল।

আধুনিক বিদেশী নাটকের সঙ্গে যখন আমাদের নাটকের তুলনা করি, তখন প্রথমেই যে পার্থক্য নজরে পড়ে তা হচ্ছে Dramatic formএর। এদিক দিয়ে আমাদের নাটক—এমন কি অতি-আধুনিক "রমা" পর্য্যন্ত, অতি সেকেলে। পাঁচ অঙ্কে এবং প্রত্যেক অঙ্কে দশটা পর্য্যন্ত দৃশ্য বিভাগ ক'রে নাটক লেখা আমাদের সনাতন পদ্ধতি এবং তাতে Unity of time, action and place ঠিক ঠিক বজায় থাকে কিনা, আপনি বিচার করবেন।

কিন্তু ভারতীতে যখন "ষোড়শী" প্রকাশিত হয় তখন তা যে "দেনা পাওনার"ই পরিবর্ত্তন তা বুঝতে আমাদের দেরী হয়নি, তবু তার নাটরূপ দেখেই আমরা চমৎকৃত হয়েছিলুম। চারটি অঙ্কে এবং প্রত্যেকটি অঙ্ক একটি মাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ, বাংলা নাটকের এই অভিনব রূপ, এর আগে আমাদের চোখে পড়েনি। এবং যতদূর মনে পড়ে শিবরামবাবু তাতে Unity of time, action and place বজায় রাখবার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন—তিনটিমাত্র দৃশ্যে ও তিন দিনে সমস্ত ঘটনাটা ঘটিয়ে। অবশ্য এটাতে তিনি কতখানি কৃতকার্য্য হয়েছিলেন সে বিচার আমি করবো না, তবে আমাদের নাট্য-সাহিত্যে কেবলমাত্র এই নতুন রূপটি আনবার জন্যই তাঁর "কৃতিত্ব" কম নয়।

কিন্তু বড় দুঃখিত হলুম, শিবরাম বাবুর এই "কৃতিত্ব"কে খাটো ও ক্ষুদ্র করবার আপনার প্রচেষ্টা দেখে। আপনার নিরপেক্ষতা ও মতামতের ওপর সাধারণের শ্রদ্ধা আছে, সেইজন্য কাউকে তার প্রাপ্য গৌরব থেকে আপনি বঞ্চিত করছেন দেখলে আমাদের দুঃখ হয়। শিবরামবাবুর চেষ্টাকে আপনি "ক্ষুদ্র" প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, কিন্তু সত্যই কি তা অতই "সামান্য"? মনে করুন, শিবরামবাবু "ষোড়শী" রচনা করেছিলেন ব'লেই শরৎবাবু অভিনয়ের দিক দিয়ে তাকে সার্থক করবার জন্য পরিশ্রম করলেন, তার ফলে এমন একটা নাট্য-সৃষ্টি হলো যা রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর নিয়ে এলো, তার ফলে একদা এমন দিন হয়তো এলো যখন আমাদের নাট্য-সাহিত্য কেবল মাত্র 'ভাব,' 'ভাষা,' 'চরিত্র,' 'আখ্যান বস্তু'র দিক দিয়ে নয়, তার form এর দিক দিয়েও অপূর্ব্ব সমৃদ্ধিলাভ করলো—কিন্তু এ সবের মূলে কী? এর মূলে "ষোড়শী"কে নতুন রূপে রচনা করবার শিবরামবাবুর সেই চেষ্টা নয় কি? হয়তো সেই সৃষ্টির চেষ্টা ক্ষুদ্র ও সামান্যই হবে, কিন্তু তার মধ্যে "সত্য" নিশ্চয়ই কিছু ছিল। এবং এই 'সত্য' টুকুর জন্যই শিবরাম বাবুকে স্রষ্টার আসনের একপাশে স্থান দিতে কারও কুণ্ঠা হওয়া উচিত নয়। কেননা দেখতে তাঁর দান "সামান্য" হ'লেও, তাঁর প্রেরণা ছিল অসামান্য—নইলে এত বড় কিছু তা থেকে হ'তে পারতো না।

শরৎবাবুর আমরা যত ভক্ত, এমন আর কেউ নয়। আমাদের অনেকে শরৎবাবুকে মনে মনে পূজা করেন। কোন নবীন লেখকের প্রতি তিনি অবিচার করেছেন ভাবলে আমাদের মনেই বেশী লাগে, এই জন্যই এত কথা লিখলুম। শরৎবাবুকে আমরা এই সব তুচ্ছতার উপরে দেখতে চাই। ইতি—

শ্রীমতী রেবা দেবী।

অভাবনীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী সম্মিলনে—অভিনব সাজ-সজ্জায়—মনোরম দৃশ্য মাধুর্য্যে—অভিনেয় চরিত্র-বিশ্লেষণে নাট্য-সংশ্লিষ্ট রসজ্ঞ ব্যক্তির পরিচিত বিখ্যাত নট ও রূপদক্ষ শ্রীসন্তোষকুমার দাসের তত্ত্বাবধানে ও পরিকল্পনায় তৎপ্রণীত—

নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক

"দণ্ডকারণ্যে"

পূর্ণ থিয়েটার

(ভবানীপুর)

শনিবার ২২শে সেপ্‌টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায়

রামায়ণ অবলম্বিত পুরাণাখ্যান্। ইহাতে আছে সেই রাম—লক্ষ্মণ—সীতা—রাবণ ইত্যাদি! সেই সীতাহরণ—রাবণবধ—সীতা উদ্ধার! আরো দেখে বিস্মিত হবেন—লঙ্কাদগ্ধ, অশোক-কানন! রাবণের প্রমোদগৃহ! নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার—দণ্ডকারণ্যে জীবন্ত জীবাদি যথা ময়ূর, হরিণ, কপোত, হংস, ব্যাঘ্র-শিশু প্রভৃতির ইতস্ততঃ বিচরণ! অভিনয় প্রাণবন্ত করবার জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে ও বহু পরিশ্রমে এরূপ আয়োজন করা হ'য়েছে যা কোন রঙ্গালয় অধ্যক্ষ সেরূপ চেষ্টা করেন না! আসুন—প্রত্যক্ষ করুন—সত্যাসত্য উপলব্ধি করুন ইহাই প্রার্থনা।

রাম—শ্রীসন্তোষকুমার দাস।
লক্ষ্মণ—শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাবণ—শ্রীললিতমোহন মিত্র
সীতা—শ্রীমতী অনীতাবালা
নিয়তি—শ্রীমতী পান্নারাণী (পূর্ব্ব মনোমোহন থিয়েটার)

২। দেবকণ্ঠবাবুর নৃত্যবহুল সুমধুর অপেরা—

উজ্জ্বলে—মধুরে

সখ্—শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী
শোভা—শ্রীমতী ইন্দুবালা
মহিমা—শ্রীমতী চারুশীলা (খোদন)

টিকিটের মূল্য:—অরচেষ্ট্রা ৩৷৷০ ষ্টল ২৷৷০ পিট ১৷৷০
মহিলাগণের আসন—২৲ ও ১৲

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বীকিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত —

বাছাই করা মাল মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না। অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph ১৮২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্ক ব্যবসায়ী

এবার পূজার
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
উপহার—
গরদের ছাপা
সাড়ী ও মারাঠী
সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

স্বদেশী সিল্কের
দাম খুব
কমিয়াছে।
পরীক্ষা
প্রার্থনীয়।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

নীল আকাশের বুকে জল হারা মেঘ—
সবুজের সমুদ্রে কাশের ঢেউ—
দীঘির বুকে শতদলের হাসি
শরতের এ সৌন্দর্য্য জয় করিয়া আপনার করিয়া
লইবার একমাত্র অস্ত্র—
ক্যামেরা।

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিস

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮ ৭৪।১ হ্যারিসন রোড, কালকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৪৮৭ বি.বি

শনিবার ৩ই আশ্বিন রাত্রি ৭॥০ টায়
রবিবার ৭ই আশ্বিন ম্যাটিনী ৫টায়

প্রেম ও ধর্ম্মমূলক নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

(মহাসমারোহে ১৩শ ও ১৪শ অভিনয়)

সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণিত—সর্ব্বজন প্রশংসিত—সর্ব্ববাদি-সম্মত—নাটকীয় উৎকর্ষের অভ্রভেদী কীর্ত্তিস্তম্ভ, সংযত অভিনয়ের চরম অভিব্যক্তি, নবভাবের বৈচিত্র্যময় প্রবাহ, শ্রেষ্ঠ সাফল্যের জয়মাল্য বিভূষিত মিনার্ভার নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক—

সত্যের সন্ধান

"সত্যের সন্ধানের" অভিনয়োৎকর্ষের ভার লইয়াছেন :—

শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু) শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যাজ্ঞসেনীর "অর্জ্জুন")
শ্রীভূমেন রায় (এমেচার)
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ (যাজ্ঞসেনীর "শকুনি")
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
শ্রীমতী আঙ্গুরবালা শ্রীমতী শশিমুখী
শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ) প্রভৃতি

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ কে, মিত্র, বি এ,—প্রোপ্রাইটর।

স্বর্গীয় নটনাথের

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ৬ই আশ্বিন রাত্রি ৭ টায়

১। দ্বিজেন্দ্রলালের

সাজাহান

সাজাহান—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
ঔরংজেব—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
দারা—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়
জাহানারা—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী
পিয়ারা—শ্রীমতী চারুশীলা
নাদিরা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
মহামায়া—শ্রীমতী প্রভা

২। বরদাবাবুর

নূতন গীতি-নাট্য

হাসু-না-হানা

রবিবার ২৩শে সেপ্টেম্বর ৭ই আশ্বিন ম্যাটিনী ৪॥ টায়

শরৎচন্দ্রের

১। ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। রবীন্দ্রনাথের

মা-রক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখনহইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
২০শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১২ই আশ্বিন
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:*:—

ইতিমধ্যে 'ষোড়শী'র স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি-উৎসব হয়ে গেল। তখন আমি রোগশয্যায় বন্দী এবং এখনো সে বন্দীত্ব থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি নি। কিন্তু রোগশয্যায় শুয়ে-শুয়েই সেদিন শরৎচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা করেছি।



বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলাদেশে শরৎচন্দ্রের মতন কথাশিল্পী আর কেউ আত্মপ্রকাশ করেন নি। এবং উপন্যাস-ক্ষেত্রে সাধারণ বাঙালী পাঠক-সমাজে জনপ্রিয়তায় আজ তিনি অদ্বিতীয়। বাংলাদেশের বর্ত্তমান মনোজগৎ শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে মূর্ত্তিমান হয়ে উঠেছে। এবং মানুষের প্রাণসাগরকে তরঙ্গিত করবার জন্যে যে-আর্টের সৃষ্টি হয়েছে, শরৎচন্দ্রের হাতে সেই আর্ট নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছে।

•

এমন একজন শক্তিধরের জন্ম-তিথিতে সাড়া দিয়ে বাঙালী তার রস-গ্রহিতারই পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু এইসঙ্গে একটা দুঃখের কথাও বলি। কারণ এমন সার্ব্বজনীন আয়োজনের ভিতরেও যদি নোংরা দলাদলির প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তা কোনমতেই সমর্থন করা চলে না।

•

এই আয়োজনের মূলে ঠিক কারা আছেন, জানি না। (অবশ্য দু-একজন পাণ্ডার নাম যে আমরা শুনি-নি, তাও নয়।) জন্মতিথি-উৎসবের আগে একটি সাধারণ পরামর্শ-সভা আহ্বান করা হয়েছিল। সেই সভায় এমন কয়েকজন হোম্‌রা-চোম্‌রা লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক কিছুমাত্র নেই বা অল্পই আছে।

•

অথচ একাধারে যাঁরা শরৎচন্দ্রের পুরাতন বন্ধু, ভক্ত ও আধুনিক সাহিত্য-ক্ষেত্রে শক্তিশালী লেখক-রূপে অত্যন্ত পরিচিত, তাঁদের অনেককেই ঐ উদ্যোগ-সভার একটা খবর পর্য্যন্তও দেওয়া হয় নি। শুনছি, গোড়াতেই এই সংকীর্ণ দলাদলির আভাস পেয়ে দুঃখিত হয়ে তাঁরা জন্মতিথির দিনে সভার বাইরে থেকেই শরৎচন্দ্রের মঙ্গল কামনা করেছিলেন।

•

পাণ্ডারা যদি নিজেরাই সমস্ত বাহবা লুণ্ঠন করবার জন্যেই স্বেচ্ছায় এমন করে থাকেন, তবে তাঁরা অত্যন্ত বোকামি ও নীচ কাজ করেছেন। এ-রকম উৎসব যদি নামে সার্ব্বজনীন হয়ে, কাজে সাম্প্রদায়িকতারই প্রশ্রয় দেয়, তবে বাইরে যতই ঢাক-ঢোল বাজানো হোক না কেন, ভিতরে তার সার্থকতা অনেকখানিই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। শরৎচন্দ্র কোন দলের নিজস্ব সম্পত্তি নন। এবং তাঁর সংবর্দ্ধনায় তাঁরই পুরাতন বন্ধুদের মনে আঘাত দিয়ে দলবিশেষ যতই আত্মপ্রসাদ উপভোগ করুন, কিন্তু আসলে তা ক্ষুদ্রতা ও আত্মছলনারই নামান্তর মাত্র।

•

আর একদিকে দেখছি, শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন দেওয়া হয়েছে ব'লে কোন কোন সম্পাদক অন্যায় ভাষায় প্রতিবাদ করছেন। এটাও সুরুচির পরিচয় নয়। আধুনিক সাহিত্যসেবকদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের অভিনন্দন লাভের যোগ্যতা যে কত বেশী, সে-কথা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করলে বাঙালীর intellectকেই খাটো করা হবে। অতএব তা না ক'রে এখানে শুধু এই কথাই বলতে চাই যে, এ-রকম সংবর্দ্ধনায় ব্যক্তিকে বাদ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

•

ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য ক'রে এ যে সাহিত্যসেবকের সংবর্দ্ধনা! এই হতভাগ্য দেশ আজও ভালো ক'রে সাহিত্যের মর্য্যাদা বোঝে নি। সুতরাং সাহিত্য-সেবকদের সংবর্দ্ধনার সুযোগে জনসাধারণের ভিতরে সাহিত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি লাভ করবার সম্ভাবনাই যথেষ্ট। সামান্য এক মূক আর্টের চর্চ্চা ক'রেও ভ্যালেনটিনোর স্মৃতি আজ বিশ্বের পূজা লাভ করেছে। আর সাহিত্যের মতন এমন কঠিন আর্টের সাধনায় সিদ্ধ হয়েও শরৎচন্দ্র কি এই ছোট্ট দেশের ক্ষুদ্র রসিক-সমাজের কাছ থেকে প্রশংসার অঞ্জলি লাভ করতে পারেন না?

*

ছোট-বড় যে-কোন বিভাগে স্মরণীয় কাজ করলেই য়ুরোপ-আমেরিকার কর্ম্মীরা দেশবাসীর কাছ থেকে অভিনন্দন লাভ করেন। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ও গল্‌ফ্‌ প্রভৃতি খেলা মাত্র—জীবনের উচ্চতর স্তরে তাদের কোনই ঠাঁই নেই। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের খেলোয়াড়রা পর্য্যন্ত কতটা অসাধারণ শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী হয়! এবং প্রতীচ্যের শ্বেতচর্ম্মগর্ব্বিত বাসিন্দারা এখানে যে জাতিভেদ মানে না তা প্রমাণিত করেছে ভারতীয় হকি-খেলোয়াড়দের সেই সম্মান দিয়ে, যে-সম্মান তারা স্বদেশেও কোনদিন লাভ করে নি! একজন ভালো মাঁতার কাটতে পারে, দেশবাসী অমনি তাকে পুরস্কার ও অভিনন্দন দিলে! এবং ভালো ক'রে যে উড়ো-জাহাজ বা সাইকেল চালাতে পারে, দৌড়োতে বা লাফাতে পারে বা দুটো হাসি-মস্করার গান গাইতে পারে, তাদের বরাতেও অমনি পুরস্কার ও অভিনন্দনের অভাব হয় না

*

এমন অভিনন্দন দানের উদ্দেশ্য যে শুধু গুণীকে তৃপ্ত করা তা নয়; পরন্তু এর ফলে সাধারণ মানুষ অসাধারণ কাজ করবার জন্যে উৎসাহিত হয়। এবং এর দ্বারা সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, আর-দশজনের মত যেন-তেন ক'রে জীবন-রথকে মৃত্যুর দ্বারদেশে টেনে নিয়ে যাবার জন্যেই পৃথিবীতে মানুষেরা জন্ম নয়। শ্বেতাঙ্গরা ভ্যাগু জাত, অসাধারণকে তাই মর্য্যাদা দেয়। আমরা মরণোন্মুখ, তাই বাণীর সিদ্ধ সাধকদেরকেও অন্য কেউ মর্য্যাদা দিলে যেটুকু শ্বাস এখনো কঙ্কাল-পিঞ্জরে কোন রকমে বর্ত্তমান আছে, তাকেই দীর্ঘনিঃশ্বাসে পরিণত করি এবং মরতে-মরতেও পঙ্গু গালাগালির বিষ ছড়িয়ে নিজেদের ক্ষুদ্রতা জাহির করে যাই।

*

শরৎচন্দ্র আজও বিশেষ ক'রে রঙ্গালয়ের জন্যে কোন মৌলিক রচনা দান করেন নি। আশা করি এইবারে তিনি আনকোরা নাটক রচনায় মনোনিবেশ করবেন। শরৎচন্দ্রের "রমা" রঙ্গালয়ে জমল না ব'লে দেখছি অনেকেই কাগজে-কলমে তাঁর নাটকরচনা-শক্তিকে 'ভূমিসাৎ' করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু "রমা" শরৎচন্দ্রের নাটক নয়, তাঁর উপন্যাস। এবং তিনি প্রায়-অবিকৃত উপন্যাসকেই রঙ্গালয়ে চালাতে গিয়েছিলেন ব'লেই তা চল্‌ল না। কিন্তু তিনি নাটক লিখলেও চলবে না, এমন বিশ্বাস করতে আমরা প্রস্তুত নই। বরং আমরা মনে করি, শরৎচন্দ্রের নাটক আমাদের নাট্যসাহিত্যকে বিচিত্র ক'রেই তুলবে।

*

প্রসঙ্গ-সূত্রে আর এক কথা বলি। "রমা" ও "যোড়শী"র (যদিও শিশিরকুমারের শক্তির ছোঁয়া পেয়ে তা চলেছে এবং নাটক-হিসাবে তা উচ্চতর শ্রেণীরও বটে) ভিতরে একটা যে দোষ আমাদের চোখে পড়ে তা হচ্ছে এই: এই দুখানি নাটকে পাত্র-পাত্রীর (দু-চার জনের ছাড়া) কথাবার্ত্তার ভাষা একেবারে উপন্যাসের উপযোগী। উপন্যাসে যে-ধরণের কথোপকথনের ভাষা ব্যবহার করা চলে, নাটকে তা অচল। কারণ একটি চোখ দিয়ে দেখে এবং আর-একটি কাণ দিয়ে শুনে বুঝতে হয়। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মুখে অলঙ্কৃত ও ঘোরালো ভাষা দিলেও হৃদয়ঙ্গম করতে বাধা হয় না, কারণ সে-ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। কিন্তু রঙ্গালয়ের দর্শকদের সে সময় নেই। উপন্যাস পড়তে পড়তে আমরা থেমে একটি পংক্তি বারবার আবৃত্তি করতে পারি, কিন্তু অভিনেতারা কোন কথাই দর্শকদের কাণের কাছে দু-বার বলেন না। সেইজন্যে নাটকের ভাষা যত সরল ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহারের উপযোগী হয়, তার সার্থকতা ততই বাড়ে।

*

এ-হিসাবে গিরিশচন্দ্রের ভাষা, আদর্শ ভাষা। আমরা যে-ভাষায় সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করি, তিনি ঠিক সেই ভাষাতেই নাটক রচনা করেছেন। উপমা, অলঙ্কার, উচ্ছ্বাস বা জটিল ভাবে ভরা বাক্যাবলীর দ্বারা তাঁর ভাষা সাধারণত ভারাক্রান্ত নয়; অথচ এমন ভাব নেই সোজা ভাষায় যা তিনি ব্যক্ত করেন নি। গিরিশচন্দ্রের নাটক যে আজও জনসাধারণের হৃদয়-মন অধিকার ক'রে আছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, তাঁর অনাড়ম্বর ভাষা।

*

রঙ্গালয় হচ্ছে সর্ব্বসাধারণের জন্যে—বাছা বাছা জনকয়েক রসিকের জন্যে নয়। কয়েকটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যের জন্যে ভাষার সাহিত্যিক মূল্য যে বাড়ে, এ-কথা নিশ্চয়। কিন্তু এ-সৌন্দর্য্যের লোভ যিনি ছাড়তে নারাজ সাধারণ নাট্যজগতে আসা তাঁর ব্যর্থ হবে। কারণ অঙ্গুলাগ্রে গণনীয় জনকয়েক উচ্চ-শিক্ষিতের সঙ্গে এখানে আসে অসংখ্য অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক। তাদের আমরা কড়বাজারের ছোটলোক দর্শক বলে গালি দিতে পারি, কিন্তু তারাও পয়সা দেয় এবং তাদের ট্যাঁকও প্রায়ই উচ্চশিক্ষিতদের চেয়ে উদার। তাদের অভাবে সব রঙ্গালয়েরই বাতি নিবে যায়, এবং তাদের অভাবে কোন নাটকই জমা সম্ভব নয়।

*

বিরুদ্ধবাদী বলবেন, কিন্তু তবু "যোড়শী" তো সফল হয়েছে!—জবাবে আমরা আগে যা বলেছি আবার তাইই বলব। "যোড়শী"র সফলতার প্রধান কারণ, শিশিরকুমারের শক্তি। শিশিরকুমারের একটা মস্ত গুণ আর কেউ লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনা। কারণ খবরের কাগজের সমালোচনায় আজও তাঁর সে-গুণের পরিচয় আমরা কেউ দেন নি। শিশিরকুমার এমন অপূর্ব্ব কৌশলে এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে অভিনয় করেন, যার ফলে খুব জটিল ভাবপূর্ণ অলঙ্কৃত ভাষাও তাঁর মুখ দিয়ে অত্যন্ত সহজ ভাবে বেরিয়ে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা শ্রোতাদের মনেও আপনার আসল অর্থটি বিদ্যুতের মতন নীঘ্র প্রকাশ ক'রে দিতে পারে। এই বাক্যার্থকে প্রকাশ করবার জন্যেই শিশিরকুমারের কণ্ঠের সুরও নানাস্থানে নানারূপ হয়।

এ-শক্তি এখনকার আর কোন অভিনেতারই নেই। এইকালের অনেক বিখ্যাত নট সম্বন্ধেও বলা যায়, তাঁদের গলায় এক দুই বা তিন রকমের বাঁধা সুর ও ভঙ্গি আছে এবং প্রত্যেক নাটকের অভিনয়ে আমরা তাঁদের সেই বাঁধা সুরেরই সীমাবদ্ধ খেলা দেখি। সময়ে সময়ে মাত্র একখানি নাটকেই শিশিরকুমার এত রকমের ভাবাভিরাম সুর ব্যবহার করেন, অধিকাংশ অভিনেতা জীবনব্যাপী সাধনার ভিতরেও তত-বেশী সুরের লীলা দেখাতে পারেন না। সুতরাং শিশিরকুমারের হাতে যে-নাটক সফল হয়, সেই নাটকই এখনকার অন্য রঙ্গালয়ে চল্‌তি হিসাবে সু-অভিনীত হ'লেও ঠিক ততখানি সফলতা অর্জ্জন না করতেও পারে। হাতের কাছেই প্রমাণ রয়েছে আলমগীরের অভিনয়—নাট্যমন্দিরে ও ষ্টারে।

*

রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণত রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় হয় না কেন? কারণ সাহিত্য-সৌন্দর্য্যে রমণীয় এবং সূক্ষ্ম ভাবের ইঙ্গিতে ভরা ভাষা উচ্চতর শ্রেণীর

বটে, কিন্তু রঙ্গালয়ের উপযোগী নয়, এ-যুগে যাঁরা নাটক লিখবেন, তাঁরা আমাদের কথা স্মরণ রাখলে উপকৃত হবেন।

•

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী "মৃণালিনী"র নূতন নাট্যরূপ দিয়ে উচিত কাজই করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিকে রঙ্গালয়ে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখবার প্রধান উপায়ই হচ্ছে, যুগধর্ম্ম অনুসারে নব নব ভঙ্গিতে তাঁর উপন্যাসকে নাটকে পরিণত করা। যোগেশবাবুর দ্বারা পরিবর্ত্তিত "মৃণালিনী" এখনো আমরা চোখে দেখিনি, সুতরাং কোন্ আদর্শ সাম্‌নে রেখে তিনি কাজ করেছেন তা বলতে পারি না। তবে আশা করা যায় যে, এই নবীন মালাকরের হাতে নবযুগের রুচি আহত হবে না।

•

বিশেষ, "মৃণালিনী"কে নব-কলেবর দেওয়ার সময়ে যোগেশবাবু যখন শিশির বাবুর নিয়মিত সাহায্য পেয়েছেন, তখন তাঁর কাজ অন্ততঃ দর্শকদের দিক থেকে নিশ্চয়ই সন্তোষজনক হয়ে উঠবে। যে-নাটকে শিশিরকুমার প্রধান ভূমিকা নেন, কি-ভাবে ঘটনা ও ভাব সমাবেশ করলে সে-নাটকের প্রধান চরিত্রটি দর্শকদের চিত্ত অধিকার করবে- তিনি তা বেশ ভালো ক'রেই জানেন। একাধিকবার এই ভাবে তিনি নাট্যরসিকদের চোখে ও মনে চমক দিয়েছেন। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও নট ও নাট্য-সংস্কারকের এই সম্মিলন ব্যর্থ হবার কারণ দেখি না।

•

গত-পূর্ব্ব সপ্তাহে আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু "নাট্যজগতে"র ভার নিয়ে লিখেছিলেন, অন্যান্য রঙ্গালয়ের মতন মিনার্ভাও নূতন নাটককে শীঘ্রই আর এক নূতন সঙ্গীর সঙ্গে বাজারে বার করবেন। গত বারে আমাদের নিজস্ব সংবাদ-দাতা আবার লিখেছেন, সে কথা নাকি ঠিক নয়! ঠিক-বেঠিক জানি না, তবে মিনার্ভাও যদি নূতন নাটকের সঙ্গে আর-একখানি ফাউ দেন তাহ'লে আমরা অবাক হব না। দর্শকদের বিকৃত রুচি আবার হু-গুণ বেগে চাগাড় দিয়ে উঠেছে এবং অন্যান্য রঙ্গালয়গুলিও পরম উৎসাহে তাদের সেই আবদারে আগেই সায় দিয়ে ব'সে আছে। অবশ্য, মিনার্ভা একলা আর কতদিন ধ'রে পুরাতন বদ-অভ্যাসের এই পুনঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, তাও আমরা বলতে পারি না। অন্যান্য রঙ্গালয়ের ছখানা নাটকের সঙ্গে মিনার্ভার একখানা নাটকের যুদ্ধ—এ হচ্ছে অসম-প্রতিযোগিতা। এবং এই অসম-প্রতিযোগিতার ভিতরেও "সত্যের সন্ধান" এখনো যে নূতন সঙ্গীর সাহায্য লাভের জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে-নি, এইটুকুই হচ্ছে তার সফলতার জলন্ত নিদর্শন!

•

ওদিকে অভিনয়ের সময়-সংক্ষেপের জন্যে কর্পোরেশনের আইন, আর এদিকে একসঙ্গে ঝুড়ি ঝুড়ি নাটকের জন্যে দর্শকদের ক্রম-বর্দ্ধমান লোভ! এই দোটানায় প'ড়ে রঙ্গালয়ের কর্ত্তাদের অবস্থাও বেশ আরামজনক হয়েছে ব'লে সন্দেহ হচ্ছে না। আবার সেইসঙ্গে একটা কথাও মনে হচ্ছে। আইনের কোন দাম নেই। যাদের জন্যে আইন, তারা যদি আইন মানব না মনে করে, তাহ'লে কেউ তাদের তা মানাতে পারে না। মাঝখান থেকে কেবল কতক-গুলো ঘুষখোরের 'সেভিংস ব্যাঙ্কে'র 'অ্যাকাউণ্ট' বাড়ে!

•

এক সময়ে বিলাতে তামাকু সেবন বন্ধ করবার জন্যে আইন তৈরি হয়েছিল, যে ধোঁয়া পান করবে তারই ফাঁসি হবে। কিন্তু তামাকখোরেরা সে আইন মানে নি, সুতরাং আইনই উঠে গেল। আমেরিকাকে আইনের দ্বারা কাগজে-কলমে এখন "শুষ্ক" ব'লে স্বীকার করানো হয়। কিন্তু সেখানকার শুঁড়ীর দল এখন ভোল বদ্‌লে 'বুট-লেগার' রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং সুরার স্রোতেও ভাঁটা পড়ে-নি। লোকসান হচ্ছে য়াতালদের, কারণ মদের দাম বেড়েছে এবং লাভ হচ্ছে ঘুষখোর পুলিশের, কারণ কি বৎসরে নাকি কোটি কোটি টাকা গোপনে পুলিসের পকেটে আশ্রয় লাভ করছে—অন্ততঃ আমেরিকার সরকারি বিবরণে তাইই প্রকাশ। কাজেই বাংলা রঙ্গালয়ের সময় সংক্ষেপের আইনও অকেজো হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ বাঙালী তা চায় না।

•

"আত্মশক্তি" ঠিক বলেছেন! "স্বর্গে বর্গী"র ভূত দানীবাবুর ঘাড়ে চেপেছে এবং এই ভূত ঘাড়ে নিয়ে আরো কতদিন তিনি থিয়েটারে থিয়েটারে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াবেন কৈউ তা বলতে পারে না। নূতন নাটকে নামতে দানীবাবুর এত ভয় কেন? মনোমোহন গিরিশচন্দ্রের "তপোবলে"র প্রাচীরপত্র প্রকাশ করেছিলেন দেখে আমরা আশান্বিত হয়েছিলুম, তারই বা কি হ'ল? তবে



স্বরলিপি
হারমোনিয়ম শিক্ষা
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা 'ক করিয়া আয়ত্ত করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্স
৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

কি সে প্রাচীরপত্র কেবল 'শোভার্থে'? না, মনোমোহন এখন যত বুড়ো বেতো ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়েছে ব'লে "তপোবলে"র অভিনয় সেখানে অসম্ভব?

•

ষ্টারে অপরেশচন্দ্রের "ফুল্লরা"র অভিনয় হবে। আমরা শুনেছিলুম সেখানে শরৎচন্দ্রের "রমা"র পরেই আসবে "বিজয়া"। রমার একান্ত কাহিল অবস্থা দেখেই কি কর্ত্তৃপক্ষ হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছেন? সম্ভব। সকলেই চায় বোধনের আনন্দ, বিজয়ার ঢাক কে আর যেচে বাজাতে এগুবে? কিন্তু "বিজয়া"ও কি সত্য-সত্যই "রমা"-জাতীয় নাটক?

——

গান

—:•:—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

(১)

চাঁদ নাচে ঐ যমুনাতে কদমতলায় এস,
আমার কোলে শুয়ে রাধে, প্রেমসায়রে ভেসো!
ফুল-ফুটানো তোমার ঠোঁটে
মলয় এসে সোহাগ লোটে,—
আমার কোলে শুয়ে রাধে, আমায় ভালোবেসো।
চোখ মিলিয়ে ডাগর চোখে,
দেখব ছবি স্বপন-লোকে!
আমার কোলে শুয়ে রাধে রঙের হাসি হেসো!

(২)

ওগো সখী, ওগো সখী!—বাঁশী বাজে ফুলবনে!
যেন গো কাঁদন কার শিহরে সুরের সনে!
ননদী বিবাদী যার মিছে তার প্রাণ রাখা,
দেখাতে পারিনে খুলে বুকে শ্যাম-ছবি আঁকা!
মুখে তাই হাসি আমি, আঁখিজল ঝরে মনে!

———

চিত্রে চিত্রে সুবিচিত্র
আগামী ২৬শে আশ্বিন শুক্রবার
পূজার সংখ্যা
নাচঘর
বর্দ্ধিত আকারে বহু চিত্র, প্রবন্ধ রঙ্গ-ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হাস্যে, গানে, গল্পে, নক্সায় পরিপূর্ণ হ'য়ে প্রকাশিত হবে।

অর্দ্ধেন্দুশেখর

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের যুগ শেষ হইলে অনেকদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে নাট্যাভিনয় একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। নূতন করিয়া নাট্যাভিনয়ের সাড়া পড়িল ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে—হিন্দু কলেজ স্থাপনের পর। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ও নব-নাটকে নূতন যুগের শিক্ষিত বাঙালীর ঠিক মনস্তুষ্টি হইল না। তাই মাইকেল, দীনবন্ধু সেকালের শিক্ষিত নরনারীর মনের উপযোগী নাটক লিখিলেন। বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয় আরম্ভ "সধবার একাদশী" নাটকে। যাকে আমরা সচরাচর melodrama বলি এবং যে অভিনয় একটু সুরেলা এবং সেই কারণে অস্বাভাবিক বলিয়া melodramatic বলি, প্রথম যুগের অভিনয়ে তাহার আমদানি হয় নাই, বোধ করি আবশ্যকও ছিল না। যতদিন এই ধরণের সামাজিক নাটক এবং পঞ্চরং অভিনয় হইত, আমরা যাহাকে স্বাভাবিক অভিনয় বলি তাহাই চলিয়াছে। এখন অর্দ্ধেন্দু গিরিশচন্দ্রের স্থলে বোধ করি কোন পার্থক্যই ছিল না। নাটকের তারতম্য অনুসারে অভিনয়-প্রণালীর তারতম্য হয়—একথা সহজেই বুঝা যায়। "সধবার একাদশী"র অভিনয়-প্রণালী যে "মেঘনাদ বধে"র অভিনয়ের পক্ষে ঠিক উপযোগী হইবে না ইহা সকলেই জানেন। "মেঘনাদ বধে"র অভিনয়ের রাত্রে প্রস্তাবনায় গিরিশচন্দ্র যে কবিতা পাঠ করেন—তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে—তৎপূর্ব্বে অমিত্রছন্দাভিনয়ে কি প্রণালী অবলম্বিত হইত এবং গিরিশচন্দ্র কোন্ নূতন পথে চলিতে চাহিয়াছেন—

"হলে শ্রাব্য অভিনয় জীবন সঞ্চার হয়—
কোন্ অনুরোধে যতি করিব বর্জ্জন!"

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস
১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)
সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।
একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!
সুলভতার অতুলনীয়!

বীর, করুণ, রৌদ্র প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের রস "মেঘনাদ বধে" যে ভাবে আছে তৎপূর্ব্বে অভিনীত কোন নাটকে তাহা ছিল না। "মেঘনাদ বধে"র অভিনয় "সধবার একাদশী"র অভিনয়ের মত চরিত্রাভিনয় নয়, বিশুদ্ধ রসাভিনয়। লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের শোক এবং মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণের শোকে চরিত্রগত কোনো পার্থক্য নাই। রাম ও রাবণের দুজনার শোকে আমরা সমান ভাবেই অশ্রুপাত করি। অপূর্ব্ব-করুণরস সৃষ্টি করিয়া কবি পাঠকগণকে শোকের যে স্বর্গলোকে লইয়া যান, কোন্ শক্তিবলে অভিনেতা সে স্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হইবেন! পূর্ব্বকার অভিনেতারা যতি বর্জ্জন করিয়া কি ভাবে অভিনয় করিতেন জানি না; এসব অভিনয় স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক বলিয়া এক কথায় রায় প্রকাশ করিবার অভিনয় নয়, রসে মাতোয়ারা হইবার ও দর্শককে মাতোয়ারা করিবার অভিনয়। যিনি পারেন তিনি যতি বর্জ্জন করুন বা নাই করুন তিনি ধন্য। এখানে গিরিশবাবু ও অর্দ্ধেন্দুবাবুর কোনো মূল রসগত পার্থক্য ছিল তাহা আমি মনে করি না—থাকিতে পারে না। যদি পার্থক্য থাকে তাহা styleএর পার্থক্য। রামপ্রসাদী গানের সুরের ধরণ একরকম—কীর্ত্তনের সুর অন্য রকম। কিন্তু গায়ক ও শ্রোতা দুই গান শুনিয়াই উন্মত্ত হইয়া উঠেন। এ কেহ যদি বলেন রামপ্রসাদীটে অস্বাভাবিক, কীর্ত্তনটাই স্বাভাবিক —কিম্বা কীর্ত্তনটা অস্বাভাবিক ও melodramatic, সে সমালোচনা যেমন অশ্রদ্ধেয়—গিরিশবাবু বা অর্দ্ধেন্দুবাবুর অভিনয়ের স্বাভাবিকত্ব ও অস্বাভাবিকত্ব লইয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব বিচার যে সমালোচনায় হয় তাহাও তেমনি অশ্রদ্ধেয়। দুই প্রতিভার প্রকাশের ধারা (Style of expression) চিরদিনই বিভিন্ন—কি লেখায়, কি অভিনয়ে, কি চিত্রাঙ্কনে। সুন্দর কি অসুন্দর এই লইয়াই তাহার বিচার হইবে, স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক তাহা লইয়া নয়। প্রতিভা হচ্ছে সেই আলোকের স্পর্শ—

The light that never was on land or sea
The consecration of a poet's mind.

ইহা সম্পূর্ণ স্রষ্টার নিজস্ব জিনিষ। ইহা অর্দ্ধেন্দুরও ছিল গিরিশচন্দ্রেরও ছিল—তাঁহাদের ছাত্রদের ভিতর কম বেশী সকলেরই কিছু কিছু ছিল। কিন্তু তাঁদের অন্তরের এই আলোকের সন্ধান না পাইয়া যারা তাঁদের কথা কহিবার ভঙ্গি ও চলিবার ভঙ্গিকেই তাঁহাদের অভিনয়ের বিশেষত্ব বলেন তাঁরা সমালোচনা করিবার যোগ্য নন্। প্রতিভার সমালোচনা হয় না—তাহা অনুভব করিতে হয়। প্রতিভার সমাদরের জন্য চাই সমজদার। যে সকল সমালোচক সমজদার নন শুধু বিচারাসনে বসিয়া আর্টের বিচার করেন, তাঁরা শাঁস ও রস ফেলিয়া ছোবড়া চিবাইয়া থাকেন। গিরিশ-চন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়-প্রণালী ও শিক্ষাপ্রণালী লইয়া যে মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বোধ করি এইরূপ স্বয়ংসিদ্ধ উচ্চাসনে উপবিষ্ট সমালোচকের কৃপায়। গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুর প্রতিভা সম্বন্ধে সত্যকার কি ধারণা পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার মুখের কথা যাঁরা শুনিয়াছেন তাঁরা হয়তো জানেন—কিন্তু তাঁর লেখায় যাহা পাওয়া যায় তাহা যথার্থ সমজদারের কথা—ইহা প্রচ্ছন্ন নিন্দা বা ব্যাজস্তুতি বলিয়া আমার মনে হয় না। তিনি লিখিয়াছেন—"অর্দ্ধেন্দু সকল স্থানেই অর্দ্ধেন্দু। অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে আমরা অর্দ্ধেন্দুকে দেখি, সঙ্গে সঙ্গে নাটক-বর্ণিত চরিত্র দেখি।" অর্থাৎ তিনি নাটক-বর্ণিত চরিত্রকে এমন একটী অপূর্ব্ব রসলোকে লইয়া যাইতেন—যেখানে লইয়া যাইবার শক্তি একমাত্র প্রতিভারই থাকে। সাধারণ অভিনেতা ধরিতেই পারে না এ চরিত্রের অভিনয় কেমন করিয়া ঐরূপ হইতে পারে। "অর্দ্ধেন্দু সকল স্থানেই অর্দ্ধেন্দু" একথার অর্থ এই যে কোনো স্থানেই তিনি তাঁহার নিজস্ব-বিশেষত্ব-বর্জ্জিত নন। "অর্দ্ধেন্দু যে অংশ স্পর্শ করিতেন তাহাই অনুকরণীয় হইত" এ কথায় গিরিশবাবু অর্দ্ধেন্দুর অন্তরের সেই আলোর কথা বলিতেছেন—

"The light that was never on land or sea
The consecration of a poet's mind"

বর্ত্তমান যুগে একজন অভিনেতার অভিনয়ে তাঁর অন্তরের এই আলোক-পাতে নাটকীয় চরিত্রের অপূর্ব্ব রূপান্তর আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই গিরিশবাবু বর্ণিত অর্দ্ধেন্দুর এ স্বরূপ-বর্ণনাকে ব্যাজস্তুতি মনে করিতে পারি নাই। আমি শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কথা বলিতেছি। রাম বা "যোড়শী"র জীবানন্দ যখন কেহ শিশিরকুমারের অনুকরণে অভিনয় করেন তখনই বুঝা যায়—অভিনেতার অন্তরের আলো সত্যকার অভিনয়ের পক্ষে কত আবশ্যক। অনুকরণকারী সবই পারেন—পারেন না কেবল সেই অব্যক্ত স্পর্শটী দিতে যাহা স্রষ্টার সম্পূর্ণ নিজস্ব। অভিনেতার ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা গ্রন্থকার-বর্ণিত চরিত্রকে কখনো নষ্ট করে না, সেই চরিত্রের অন্তরের প্রাণশক্তির প্রসার দেখাইয়া দেয়।

আপনার অথবা আমার মনোমত স্থানে যদি নিজের ও আত্মীয়দের সুন্দর ফোটো তুলতে চান তবে বড়বাজার ফোন নং ২১৫৭এ কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের নিকট কিম্বা ২৭ নং পটলডাঙ্গায় অনুসন্ধান করুণ।

সবে প্রকাশিত হল
শ্রীবিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত
চিত্তোত্তেজক সামাজিক উপন্যাস
শান্তা
সুন্দর সিল্কে বাঁধাই
মূল্য এক টাকা চার আনা
প্রকাশক—
এন, এম্, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং
১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গোল্ড মেডেল
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন

অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন
ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
আসল দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।
ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রিট কলিকাতা।
ফোন নং—৩২৫৮

আমার মনে অর্দ্ধেন্দুর অম্লান স্মৃতি, তাঁর কয়েকখানি চিত্র, গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁর অভিনয়ের ব্যাখ্যা এবং বর্ত্তমান যুগে শিশিরকুমারের প্রতিভাদীপ্ত অভিনয়, এই সকলের সংযোগে আমি অর্দ্ধেন্দুর যে আদর্শ নটমূর্ত্তি পরিকল্পনা করিয়া আমার মানসলোকে পূজা করিয়া থাকি—তাহা সত্যকার অর্দ্ধেন্দুর সহিত বোধ করি অভিন্ন। আশা করি এ পূজায় আমার অধিকার আছে।

প্রাণের ধূপ জ্বালিয়া প্রতিদিন একান্ত নিভৃতে তিনি কমলাসনা বাগ্‌দেবীর কাছে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তাঁর সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। দেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁকে অমরত্বের বর দান করিয়াছিলেন। বাংলা দেশে অর্দ্ধেন্দু অমর—রঙ্গালয়ে অর্দ্ধেন্দু অমর—

"আজো তার সেই মধু, সেই তার উদার নয়ন
ভবিষ্যের পানে—
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কী দৃশ্য মহান্
হেরিছে কে জানে।
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্ত্তি ল'য়ে
আসিয়াছ আজ,
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ ব'য়ে
সেই তব কাজ।"

অর্দ্ধেন্দুর নাম এবং তাঁর এই তপোমূর্ত্তি বাঙালী নটের চির-উপাস্য!

চিত্রনাটের রূপকথা

—:•:—

এক এক সপ্তাহে ভালো চলচ্ছবির দৈন্য হয়। এ সপ্তাহে উৎকৃষ্ট বলা যায় এমন ছবি সাহেবপাড়ার কোন চিত্রমঞ্চেই দেখা যায় নি। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হোলো 'জাজ-পাগলা' (Jazz Mad) নামক গ্লোবের ছবিটি। শ্রীযুক্ত জঁা হারশাল্ট গান বাজনার ওস্তাদের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় কোরেছেন।

•

ভ্যারায়েটিজের 'আরকেডিয়ান্‌স্' একেবারে বাজে ছবি। অভিনয়ের বস্তু একেবারে নেই, মামুলী নাচ, গাঁজাখুরী গল্প। বিলিতি ছবির প্রতি আমাদের যা একটু আধটু স্নেহ আছে, এই রকম সব ছবি তা আর বেশী দিন বজায় রাখতে দেবে না।

•

পিক্‌চার হাউসের 'বাজিয়ে লিউ' (Syn) পাল্লের 'বড় লোকের ছেলেরা' (Rich M en হোলেও, মোটের উপর উপভোগ্য। পূর্ব্বোক্ত ছ'খতে শ্রীমতী কোরিন্ গ্রিফিথ্ ও টম্ মুর এবং শেষোক্ত ছবিতে শ্রীযুক্ত রাল্‌ফ্ গ্রেভ্‌স্ ও শ্রীমতী শার্লি মেসন যথাক্রমে নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন।

•

১৯২০ সালের 'চলচ্ছবি জগৎ' (Moving Picture World) নামক কাগজখানি ওল্টাতে ওল্টাতে নজরে প'ড়্‌লো বোম্বাই থেকে ঐ সালের ৮ই মে ভাইটাগ্রাফ চিত্রসঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব অভিনেত্রী শ্রীমতী ডোরেথি রেভেন ঐ কাগজের স্যাম স্পেডন মহাশয়কে লিখছেন, 'No Hindu will enter your presence with sandals or shoes on' অর্থাৎ চটি বা আর কোনো রকম জুতো পায়ে দিয়ে কোনো হিন্দু সাহেবের কাছে অ স না।' আট বছর আগে বোম্বাইতে সত্যিই যদি এমন অবস্থা ছিলো বোলে জানা যায়, তা হোলে বোম্বাইয়ের লোকের উঠ্‌তে অনেক বাকী। আট বছর কেন, পঞ্চাশ বছর আগেও কল্‌কাতায় কখনো এমন হোতে পারতো না।

•

শ্রীমতী এনিড্ বোনেটের আর একটি মেয়ে হোলো। বিলিতি ছবির কাগজ এ জন্যে তাঁকে ও তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত ফ্রেড্ নিরলোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমরাও জানাচ্ছি। আমরা 'রবিন্ হুডে' নায়িকার অংশে তাঁর অভিনয় দেখে সুখী হোয়েছিলুম। এঁদের প্রথম সন্তান লয়ের বয়েস সাত ও দ্বিতীয় সন্তান পিটারের বয়েস চার বছর।

•

গ্লোরিয়া সোয়ান্‌সানের স্বামীত্বের দাবীতে শ্রীযুক্ত হেন্‌রি ফ্যালে চলচ্চিত্র-'ষ্টার' হোলেন। এটা তাঁর চিত্রজগতের নাম, আসলে তিনি হোচ্ছেন 'মার্কুইস্ দে লা ফ্যালে।'

•

চিত্রজগৎ-সম্বন্ধীয় একখানি বিলিতি কাগজে দেখা গেল, ঠোঁটে ব্যবহার করবার জন্যে এক রকম রঙের কাঠি বেরিয়েছে যার নাম 'Kiss-proof lipstick অর্থাৎ চুম্বন এই কাঠিতে রঙ-করা ঠোঁটের রঙ কিছুতেই মুছে ফেল্‌তে পারবে না।

—গি—

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট সংস্করণ
মাত্র ৭টী ঔষধ
মূল্য ১৲ টাকা

বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

নূতন নাটক! নূতন নাটক!!
সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
ধর্ম্ম ও প্রেমমূলক নাটক
মীরাবাঈ
প্রাপ্তিস্থান
১১, কলেজ স্কোয়ার "নাচঘর" কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বীকিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই করা মাল মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না। অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph ১৮২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মেয়র বলেন "কলিকাতার অধিবাসীর সিল্ক ব্যবসায়ী

এবার পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার—গরদের ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

স্বদেশী সিল্কের দাম খুব কমিয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

নীল আকাশের বুকে জল হারা মেঘ—
সবুজের সমুদ্রে কাশের ঢেউ—
দীঘির বুকে শতদলের হাসি
শরতের এ সৌন্দর্য্য জয় করিয়া আপনার করিয়া
লইবার একমাত্র অস্ত্র—

ক্যামেরা

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিস

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮ ৭৪।১ হারিসন রোড, কলিকাতা।

আমার মনে অর্দ্ধেন্দুর অম্লান স্মৃতি, তাঁর কয়েকখানি চিত্র, গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁর অভিনয়ের ব্যাখ্যা এবং বর্ত্তমান যুগে শিশিরকুমারের প্রতিভাদীপ্ত অভিনয়, এই সকলের সংযোগে আমি অর্দ্ধেন্দুর যে আদর্শ নটমূর্ত্তি পরিকল্পনা করিয়া আমার মানসলোকে পূজা করিয়া থাকি—তাহা সত্যকার অর্দ্ধেন্দুর সহিত বোধ করি অভিন্ন। আশা করি এ পূজায় আমার অধিকার আছে।

প্রাণের ধূপ জ্বালিয়া প্রতিদিন একান্ত নিভৃতে তিনি কমলাসনা বাগ্‌দেবীর কাছে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তাঁর সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। দেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁকে অমরত্বের বর দান করিয়াছিলেন। বাংলা দেশে অর্দ্ধেন্দু অমর—রঙ্গালয়ে অর্দ্ধেন্দু অমর—

"আজো তার সেই মন্ত্র, সেই তার উদার নয়ন
ভবিষ্যের পানে—
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কী দৃশ্য মহান্
হেরিছে কে জানে।
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্ত্তি ল'য়ে
আসিয়াছ আজ,
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ ব'য়ে
সেই তব কাজ।"

অর্দ্ধেন্দুর নাম এবং তাঁর এই তপোমূর্ত্তি বাঙালী নটের চির-উপাস্য!

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

এক এক সপ্তাহে ভালো চলচ্ছবির দৈন্য হয়। এ সপ্তাহে উৎকৃষ্ট বলা যায় এমন ছবি সাহেবপাড়ার কোন চিত্রমঞ্চেই দেখা যায় নি। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হোলো 'জাজ-পাগলা' (Jazz Mad) নামক গ্লোবের ছবিটি। শ্রীযুক্ত জঁা হারশাল্ট গান বাজনার ওস্তাদের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় কোরেছেন।

•

ভ্যারায়েটিজের 'আরকেডিয়ান্‌স্' একেবারে বাজে ছবি। অভিনয়ের বস্তু একেবারে নেই, মামুলী নাচ, গাঁজাখুরী গল্প। বিলিতি ছবির প্রতি আমাদের যা একটু আধটু স্নেহ আছে, এই রকম সব ছবি তা আর বেশী দিন বজায় রাখতে দেবে না।

•

পিক্‌চার হাউসের 'বাজিয়ে লিউ' (Syn) পাল্লের 'বড় লোকের ছেলেরা' (Rich M en হোলেও, মোটের উপর উপভোগ্য। পূর্ব্বোক্ত ছ'বতে শ্রীমতী কোরিন্ গ্রিফিথ্ ও টম্ মুর এবং শেষোক্ত ছবিতে শ্রীযুক্ত রাল্‌ফ্ গ্রেভ্‌স্ ও শ্রীমতী শার্লি মেসন যথাক্রমে নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন।

•

১৯২০ সালের 'চলচ্ছবি জগৎ' (Moving Picture World) নামক কাগজখানি ওল্টাতে ওল্টাতে নজরে প'ড়্‌লো বোম্বাই থেকে ঐ সালের ৮ই মে ভাইটাগ্রাফ চিত্রসঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব অভিনেত্রী শ্রীমতী ডোরেথি রেভেন ঐ কাগজের স্যাম স্পেডন মহাশয়কে লিখছেন, 'No Hindu will enter your presence with sandals or shoes on' অর্থাৎ চটি বা আর কোনো রকম জুতো পায়ে দিয়ে কোনো হিন্দু সাহেবের কাছে আ স না।' আট বছর আগে বোম্বাইতে সত্যিই যদি এমন অবস্থা ছিলো বোলে জানা যায়, তা হোলে বোম্বাইয়ের লোকের উঠ্‌তে অনেক বাকী। আট বছর কেন, পঞ্চাশ বছর আগেও কল্‌কাতায় কখনো এমন হোতে পারতো না।

•

শ্রীমতী এনিড্ বোনেটের আর একটি মেয়ে হোলো। বিলিতি ছবির কাগজ এ জন্য তাঁকে ও তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত ফ্রেড্ নিরলোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমরাও জানাচ্ছি। আমরা 'রবিন্ হুডে' নায়িকার অংশে তাঁর অভিনয় দেখে সুখী হোয়েছিলুম। এঁদের প্রথম সন্তান লয়ের বয়েস সাত ও দ্বিতীয় সন্তান পিটারের বয়েস চার বছর।

•

গ্লোরিয়া সোয়ান্‌সানের স্বামীত্বের দাবীতে শ্রীযুক্ত হেন্‌রি ফ্যালে চলচ্চিত্র-'ষ্টার' হোলেন। এটা তাঁর চিত্রজগতের নাম, আসলে তিনি হোচ্ছেন 'মার্কুইস্ দে লা ফ্যালে।'

•

চিত্রজগৎ-সম্বন্ধীয় একখানি বিলিতি কাগজে দেখা গেল, ঠোঁটে ব্যবহার করবার জন্যে এক রকম রঙের কাঠি বেরিয়েছে যার নাম 'Kiss-proof lipstick অর্থাৎ চুম্বন এই কাঠিতে রঙ-করা ঠোঁটের রঙ কিছুতেই মুছে ফেল্‌তে পারবে না। —গি—

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট
মাত্র ৭টী ঔষধ
মূল্য

বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

নূতন নাটক! নূতন নাটক!!
সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
ধর্ম্ম ও প্রেমমূলক নাটক
মীরাবাঈ
প্রাপ্তিস্থান
১১, কলেজ স্কোয়ার "নাচঘর" কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বীকিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই করা মাল মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না। অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph ১৮২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মেয়র বলেন "কলিকাতার অস্তিত্বায় সিল্ক ব্যবসায়ী

এবার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার—গরদের ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

স্বদেশী সিল্কের দাম খুব কমিয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

নীল আকাশের বুকে জল হারা মেঘ—
সবুজের সমুদ্রে কাশের ঢেউ—
দীঘির বুকে শতদলের হাসি
শরতের এ সৌন্দর্য্য জয় করিয়া আপনার করিয়া
লইবার একমাত্র অস্ত্র—

ক্যামেরা

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিস

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮ ৭৪।১ হারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীদুর্গা শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৪৮৭ বি.বি

শনিবার ১৩ই আশ্বিন রাত্রি ৭॥০ টায়
রবিবার ১৪ই আশ্বিন ম্যাটিনী ৫টায়

প্রেম ও ধর্ম্মমূলক নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

সত্যের সন্ধান

সত্যের সন্ধান

বঙ্গের বিখ্যাত অন্ধগায়ক—
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ও সুধাকণ্ঠি—
শ্রীমতী আঙ্গুবালার
একত্র সমাবেশ—

বহু রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এ আয়োজন
এই প্রথম।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।
ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে. মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নষ্টিনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড্
ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার
১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৩ই আশ্বিন রাত্রি ৭ টায়

১। রঘুবীর

রঘুবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। ব্রহ্মাবাবুর

নূতন গীতি-নাট্য

হাসু-নো-হানা

রবিবার ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৪ই আশ্বিন, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। রবীন্দ্রনাথের

শেষ-রক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

IMPERIAL

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
২১শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৯শে আশ্বিন
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির ছায়ায় আজ এতদিন পরে পুরাতনে এবং নূতনে মিলন হ'ল।—দানীবাবু যোগেশ ও শিশিরবাবু রমেশ। এ-মিলনে আমরা সুখী।

•

এই অভিনয়-ব্যাপারে যত টাকা উঠেছে, তা অভাবনীয় না হ'লেও, বিস্ময়কর বটে। দরকারের চেয়ে ঢের বেশী টাকা পাওয়া গেছে। কিন্তু সেই অতিরিক্ত টাকা ভূতের ভাণ্ডারে না গেলেই ভালো। আমরা হিসাব চাই—জনসাধারণের তরফ থেকেই এ কথা বলছি।



রমেশের ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী

•

ষ্টার থিয়েটারের অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত ও পুরাতন অভিনেতারা এমন অনুষ্ঠানকে 'বয়কট' করলেন কেন? দেশের ও দশের সহানুভূতির উপরেই অভিনেতার সুখ্যাতির প্রতিষ্ঠা। তফাতে দাঁড়িয়ে থেকে জনসাধারণের চোখে ষ্টারের অভিনেতারা যে কতখানি নীচে নেমে পড়লেন, সেটা বোঝবার মত বুদ্ধিও কি তাঁদের নেই? ভগবান অবশ্য সকলের ঘটে ভ'রে বুদ্ধি নামক মহার্ঘ্য জিনিষটাকে দান করেন না। কিন্তু সৎপরামর্শদাতা বন্ধু? ষ্টারের অভিনেতাদের ভাগ্যে কি তারও অভাব আছে?

•

তবে, এরি মধ্যে দৈত্যকুলের জোড়া-প্রহ্লাদের মতন, মাতালের ভূমিকায় তারা-মার্কা দুটি নটকে সেদিন নাট্যমন্দিরে দেখা গিয়েছিল—শ্রীযুত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত সন্তোষকুমার দাস। এঁরা হয়তো ষ্টারের বিদ্রোহী সন্তান—সাধারণ বুদ্ধিকে আজও অসাধারণ করে তুলতে পারেন নি।... ...তারাসুন্দরীও দেখা দিয়েছেন—কিন্তু তিনি তো আজ শুধু ষ্টারেরই নিজস্ব শিল্পী নন!

•

এই ব্যাপারেই চক্রবর্ত্তী-মশাই (অর্থাৎ তিনকড়িবাবু) রীতিমত একটি কেলেঙ্কারির সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে "প্রফুল্লে" একটি গায়কের ভূমিকা গ্রহণ করতে তিনি রাজি হয়েছিলেন। তারপর একটি হাস্যকর কারণে তিনি অকস্মাৎ একটি মস্ত ভিগবাজি খেয়ে অভিমান-ভরে ব'লে পাঠিয়েছেন—'না, আমি যাব না!' তা, আর কিছু নয়, আমরা এই ভেবেই অবাক হচ্ছি যে, এমন বুড়ো-বয়সেও শিশুর মতন ভিগবাজি খেতে তাঁর লজ্জা হ'ল না?

•

ফলে কিন্তু দর্শকদের পক্ষে হয়েছে, শাপে বর। তিনকড়িবাবু যাঁদের জব্দ করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা পেয়েছেন তাঁর বদলে মিনার্ভার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে-কে। রূপোর বদলে সোনা! কর্ত্তৃপক্ষের কাছে 'জনৈক লোকে'র ভূমিকায় আমরা কৃষ্ণবাবুরই নাম আগেই প্রস্তাব করেছিলুম। কৃষ্ণবাবুর মতন শ্রেষ্ঠতর গায়ক থাকতে চক্রবর্ত্তী-মশাইয়ের পায়া ভারি করতে যাওয়াই বা হয়েছিল কেন?

•

জোড়াপুকুর স্কোয়ারের আশপাশ দিয়ে হাঁটবার যো নেই। প্রতিভার অবতার গিরিশচন্দ্র—তাঁর আত্মা কবে স্বর্গীয় হয়েছে, কিন্তু তাঁর নশ্বর দেহের স্মৃতি-উদ্দীপক শিলা-মূর্ত্তিকে কি দুর্দ্দশাই না ভোগ করতে হচ্ছে! সেই শতছিন্ন মলিন বস্ত্রখণ্ডের ভিতরে আবদ্ধ হয়ে বায়ু-সেবনের 'পার্কে' বসেও বায়ুর অভাবে যেন তিনি হাহাকার করছেন, নীরবে। সেদিকে তাকাতেও কষ্ট হয়। এইবার বোধ করি শিলা-মূর্ত্তির 'পাথুরে কপাল' ফিরবে।

•

আর-একটি দৃশ্যেও প্রাণে ব্যথা লাগে। সহরের প্রকাশ্য স্থানে স্মরণীয় গুণীদের যে-সব পাথরের মূর্ত্তি আছে, তাদের প্রত্যেকটিই কলঙ্কিত হয় কাক-চিলের ঘৃণ্য বিষ্ঠার দ্বারা। যাঁদের শ্রদ্ধা করি, তাঁদের মূর্ত্তির এমন দুর্দ্দশা মনকে প্রসন্ন করে না। গিরিশচন্দ্রের মূর্ত্তিকেও শীঘ্রই এই দুর্দ্দশা ভোগ করতে হবে। কিন্তু তা নিবারণেরও উপায় রয়েছে। স্মৃতি-ভাণ্ডারে যখন আবশ্যকাতিরিক্ত অর্থ পাওয়া গেছে, তখন গিরিশচন্দ্রের মূর্ত্তির উপরে অনায়াসেই একটি কাঠের বা ইটের আবরণের ব্যবস্থা করা চলে। কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের কথা একটু ভেবে দেখবেন।

•

মনোমোহন খুলছেন "দক্ষযজ্ঞ"। কিন্তু মহাদেবের ভূমিকায় দানীবাবু কি এই বয়সে ও শরীরের এই অবস্থায় সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে অভিনয় করতে পারবেন? অবশ্য পারলেই ভালো।

•

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "মীরাবাই" নাটক পড়লুম। রঙ্গালয়ে এখানি দ্বিতীয় 'মীরাবাই' (প্রথম 'মীরাবাই' অভিনীত হয়েছিল ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা রঙ্গমঞ্চে)। নাটকখানি মন্দ লাগল না। আজকাল রঙ্গালয়ে সাধারণত যে-রকম সব চলনসৈ নাটক অভিনীত হয়, "মীরাবাই" নিশ্চয়ই তাদের চেয়ে (ভালো না হোক্) নিকৃষ্ট নয়। তবে বাজারে এ নাটকের এমন অসাধারণ বদ-নামের সৃষ্টি হ'ল কেন? এমন-কি কোন কোন কাগজে নাট্যকারের উদ্দেশে অকারণে নোংরা ভাষায় অভদ্র গালাগালিরও অভাব হয় নি। বাঙালী সমালোচকদের হদিস পাওয়া দায়। 'ব্রেকফাষ্ট' ও 'ডিনারে'র তারতম্যের উপরেই তাঁদের কলমের মতামত নির্ভর করে বোধ হয়?

*

দেখলুম, কোন সাপ্তাহিক লিখেছেন, মিনার্ভার নবীন অভিনেতা শ্রীযুক্ত ভূমেন রায় নাকি শিশিরকুমারের শিষ্য। আমরা যতটুকু জানি, ভূমেনবাবু বোধ হয় শিশিরকুমারের শিষ্য নন। অন্ততঃ নাট্যমন্দিরে তিনি যে-কয়টি ভূমিকায় সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, সেগুলি অভ্যাসের সময়ে শিশিরকুমারের শিক্ষা তাঁকে কিছুমাত্র সাহায্য দান করে নি।

*

সেদিন কোন রঙ্গালয়ে ব'সে অভিনয় অভিনয় দেখছিলুম। একজন প্রবীণ ও একজন নবীন নট অভিনয় করছেন। উক্ত প্রাচীন নটের অন্ধ ভক্ত জনৈক সমালোচক পাশে বসেছিলেন এবং বারবার আমাকে বলছিলেন—"দেখ, উনি কেমন অভিনয় করচেন! নাট্যকার যে-ভাবে চরিত্রটি সৃষ্টি করেচেন, ওঁর অভিনয়ে ঠিক সেই ভাবটিই ফুটে উঠচে,—এই তো আসল অভিনেতার লক্ষণ! আর ঐ ছোকরা অভিনেতাটি নাট্যকারের চরিত্রের মতন অভিনয় করতে পারচে না। অপদার্থ!"

চিত্রে চিত্রে সুবিচিত্র হয়ে
আগামী ২৬শে আশ্বিন শুক্রবার
পূজার সংখ্যা
নাচঘর
প্রকাশিত হবে

সমালোচকটির কিঞ্চিৎ নাম আছে এবং তিনি অভিনয় সমালোচনা করেন নিয়মিত ভাবেই। তাঁর এই একঘেয়ে উচ্ছ্বাস ও হাস্যকর মত বিরক্তিকর হয়ে উঠলেও সেদিন তাঁকে আর মুখে কিছু বলি নি। কারণ অভিনয়ের মাঝখানে তর্ক সৃষ্টি করার মতন বেরসিকতা আর কিছু হ'তে পারে না। বিশেষ, এও আমি জানতুম যে, সমালোচকটি বয়সে অর্ব্বাচীন হ'লেও তাঁর মন এখনো সেই যুগেই বাস করছে, যে-যুগে 'ষ্টিম ইঞ্জিনে'র কথা ছিল বাতুলতা এবং বিজলী-বাতির কল্পনাও ছিল অসম্ভব স্বপ্ন! অথচ আজকাল যাঁরা নাট্য-সমালোচনার দ্বারা রঙ্গালয়কে সংস্কৃত করতে চান, তাঁদের অধিকাংশই হচ্ছেন এই দলেরই লোক। এঁদের অজ্ঞতা অসাধারণ। মাট বজায় রেখে বিকিয়ে যাচ্ছেন, সে বোধ হয় কেবল বাংলাদেশের অধম-তারণ গঙ্গামাটিরই গুণে।

*

আসলে, শুধু তথাকথিত সমালোচকটির নয়, আরো অনেকের অমনি ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাই তাঁদের জানানো দরকার মনে করছি যে, নাট্যকার যে-ভাবে চরিত্র চিত্র করেন, ঠিক সেই ভাব বজায় রেখে অভিনয় করাই নটের পক্ষে চরম গৌরবের কথা নয়। কারণ তাহ'লে নটকে আর্টিষ্ট বলা চলত কি না সন্দেহ! আর্টিষ্টের বড় গৌরব সেইখানেই, যেখানে তিনি সৃষ্টি করেন। নিজের অঙ্কিত চরিত্রের ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ নটের অভিনয় দেখবার সময়ে স্বয়ং নাট্যকারও বিস্মিত না হয়ে পারেন না—কারণ সে-অভিনয়ে তাঁর নাটকের পাত্র-পাত্রীরা এমন নব নব অর্থ, ভাব, উদ্দেশ্য ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় দেয়, নাটকরচনাকালে তিনি যা স্বপ্নেও কল্পনা করেন-নি।

*

ফরাসী নাট্যকার কপ্পের "ফেডোরা"র ভূমিকায় য়ুরোপের দুই প্রথম শ্রেণীর নটী অতুল যশ অর্জ্জন করেছিলেন—সারা বার্ণার্ড ও ডিউজ। সারা নাট্যকারের মনের মত ক'রেই ফেডোরাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, ডিউজ কিন্তু সেই ভূমিকায় এমন কিছু দেখিয়েছিলেন, নাট্যকার ভ্রমেও যা দেখাতে চান নি। ফলে যে-ফেডোরা ছিল মেলোড্রামার একটি অস্বাভাবিক নর-ব্রাহ্মী, অভিনয়ের গুণে সেই-ফেডোরাই হয়ে উঠেছিল একটি স্বাভাবিক মানুষ—যার রক্ত-মাংসের ক্ষুধা আছে, যার প্রাণ আছে, দরদ আছে এবং যাকে দেখলে মানুষের মন বিদ্রোহ প্রকাশ করে না। সমালোচকেরা ডিউজের অভিনয়কেই উচ্চতর শ্রেণীর বলেছিলেন—কারণ ডিউজ করেছিলেন নূতন সৃষ্টি।

*

বহু-অভিনীত "হ্যামলেটে"র কথাও বলি। বিলাতের ফেল্‌প্‌স্, চার্লস্ কীন, ব্যারি সালিভ্যান, হেন্‌রি আর্ভিং, উইলসন ব্যারেট, বীরবম ট্রি, ফোর্ব্বস্ রবার্টসন ও এইচ, বি, আর্ভিং এবং আমেরিকার এডউইন বুথ এবং ফ্রান্সের Mounet Sully, Charles Fechter ও Sarah Bernhardt এবং জার্ম্মানীর Emil Devrient এবং ইতালীর Rossi ও Salvini প্রভৃতি হ্যামলেটের অভিনয়ে অমর হয়ে আছেন। এঁরা প্রত্যেকেই হ্যামলেটের চরিত্রকে যে-ভাবে ফুটিয়েছেন, তা সম্পূর্ণরূপে অন্যোন্যবিরোধী—সেক্সপিয়ারের হ্যামলেটকেই তাঁরা আদর্শ করেন নি। কারণ তা করলে সব হ্যামলেটই এক-রকমের হ'ত।

*

একরকম হয় না ব'লেই একই ভূমিকায় আমরা নানা নটের অভিনয় দেখতে চাই। 'প্রফুল্লে'র যোগেশের ভূমিকায় সব নটই যদি একই যোগেশকে প্রকাশ করতেন, তাহ'লে বার বার তা দেখার কোনই সার্থকতা থাকত না। গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও শিশিরকুমারের 'যোগেশে'র ভিতর কেবল ভাব ও অভিনয়-ভঙ্গিরই পার্থক্য নেই, চরিত্রগত পার্থক্যও যথেষ্ট। দানীবাবু, শিশির-কুমার ও নরেশচন্দ্র মিত্রের (নরেশচন্দ্রের 'চাণক্য'ও বাংলা রঙ্গালয়ে একটি স্মরণীয় ভাবে অভিনীত ভূমিকা) 'চাণক্য' সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। আর পুঁথি বাড়াব না। সর্ব্বজনস্বীকৃত বিষয় সম্বন্ধে এইটুকু আলোচনাই যথেষ্টরও বেশী।

*

নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছেন :—

"মিনার্ভায় সত্যের সন্ধান পুরো দমেই চলেছে; নাটকটি নানাদিক দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। হাঁদুবাবু, ভূমেন রায়, শরৎ চট্টো, প্রভাত সিংহ প্রভৃতির অভিনয় আরো উন্নত হয়ে উঠেছে। চন্দনের ভূমিকায় ভূমেন রায় যে জীবন্ত ছবি ফুটিয়ে তোলেন, সত্যই তা পরম উপভোগ্য! অন্যায় অত্যাচারে ব্রহ্মচারীর খোলস খুলে গিয়ে চন্দনের ভেতরকার আসল মানুষটির যে বীভৎস নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশ পায়, তা বুককে কাঁপিয়ে দেয়; মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে—বাইরে আর ভেতরে সময় সময় কি বিষম তফাৎ থাকাই না সম্ভব? ব্রহ্মচারী, অত্যাচারিত, মুমূর্ষু, পিপাসার্ত্ত, দস্যু, নারকী চন্দন—কী বিচিত্র ভাবেই না ফুটে ওঠে ভূমেনবাবুর অপরূপ অভিনয়ে।

*

"কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ, প্রেমপরায়ণ, দেবভক্ত নির্ভীক সেনাপতি অরিন্দমের ভূমিকায়

শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়ের মধুর অভিনয় দর্শকদের কাছে অধিকতর মনোমদ হয়ে উঠেছে। অস্থির চিত্ত, অবিবেকী, কন্যাবৎসল পুরোহিতের বিড়ম্বিত জীবনের যে করুণ চিত্র শ্রীপ্রভাত সিংহের অভিনয়-কৌশলে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, তা' দর্শকের মনে সহানুভূতির সঞ্চার করে; তাঁকে আমরা সাধুবাদ দিচ্ছি। পরম দার্শনিক, ভিতরে একান্ত ঈশ্বর-বিশ্বাসী রাজা স্বয়ম্ভুর ভূমিকায় হাঁদুবাবুর অভিনয় বাস্তবিকই চমৎকার!

*

"সত্যের সন্ধানে বিশেষ উপভোগ্য বস্তু হচ্ছে, কবি ও পিয়ারীর ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ও শ্রীমতী আঙ্গুরবালার অপূর্ব্ব সঙ্গীত-লহরী। কৃষ্ণচন্দ্রের স্বভাবমধুর কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত-সুধা পান ক'রে জীবন চরিতার্থ হয়; তাঁর গান যে কী ইন্দ্রজাল রচনা ক'রে মানুষকে সব ভুলিয়ে এক আনন্দ-অমরায় পৌঁছে দেয়, তা' কথায় বোঝান যায় না, নিজের কাণে শোনবার জিনিষ।

*

"এর ওপর আবার সঙ্গে সঙ্গে সুধাকণ্ঠী আঙ্গুরবালার চিত্ত-বিমোহনী সঙ্গীত! তাঁর 'কণ্ঠে তোমার কি সুর বাজে কবি' প্রভৃতি গান বার বার শুনতে ইচ্ছে হয়। সুবদনার ভূমিকায় শ্রীমতী রেণুবালার রসাল অভিনয় শ্রোতৃবৃন্দকে যথেষ্ট আনন্দ আর তৃপ্তি দেয়, তাঁর ব্যঙ্গ-গান-কীর্ত্তন এক চমৎকার মজার জিনিষ।

*

"নবগঠিত মনোমোহনে সাজাহান অভিনীত হয়ে গেল। সম্পূর্ণ অভিনয় না দেখলে যথার্থ সমালোচনা করা যায় না; তবে যতটা দেখেছি তাথেকে এইটুকু বলতে পারি যে, ঔরংজেবের ভূমিকায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) এখনও যে 'মরা হাতী লাখ টাকা' তারি প্রমাণ দিচ্ছেন। দারার মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের দৃশ্যে তাঁর অভিনয় আজও পর্য্যন্ত অননুকরণীয়। দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য, সাজাহানের ভূমিকায় শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর অসামান্য অভিনয়-চাতুর্য্য। বেশে, দৃষ্টিতে, অঙ্গ-ভঙ্গীতে, কণ্ঠস্বরে জ্ঞানী-উন্মাদ, ব্যাধিগ্রস্ত, নিষ্ফল আক্রোশে আত্মহারা, ব্যথিত-হৃদয় সাজাহানের যে মর্ম্মদাহী ছবি তিনি চোখের সামনে ধরেছিলেন, তা চোখে জল আনে, হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করে।

*

"অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে মহম্মদ, সুজা, যশোবন্ত সিংহ, দিলদার, সোলেমান —এই ক'টি অভিনয় উল্লেখযোগ্য। স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে শ্রীমতী কুসুমকুমারীর জাহানারা সম্বন্ধে নূতন ক'রে কিছু বলতে হবে না, তবে তাঁর কণ্ঠস্বর আজকাল কিছু দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। শ্রীমতী আশালতার জহরা বেশ ভালই হয়েছে। মহামায়ার ভূমিকায় যে নবীনা অভিনেত্রীটি অবতীর্ণা হয়েছিলেন, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে তিনি ভবিষ্যতে যথেষ্ট সুনাম কিনতে পারবেন, তাঁর আবৃত্তি-ভঙ্গী আমাদের ভাল লেগেছে। শ্রীমতী সুবাসিনীর পিয়ারা গানের জন্যে বহুকাল থেকেই প্রসিদ্ধ।

*

"অরোরা সিনেমা কোম্পানী" তাঁদের নতুন ছবি "কেলোর কীর্ত্তি" নিয়ে বড়ই ব্যস্ত। আপাততঃ তাঁরা ছবি তুলতে যেখানে সেখানে নয়, একেবারে শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে যাত্রা করেছেন। এবার তাঁরা নাকি বাংলার চিত্র-জগতে 'বিপ্লব' ঘটাবেন,—আনন্দ ও আশঙ্কার কথা!

*

"একটা নতুন খবর! নাট্যমন্দিরে শিগ্‌গিরই নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের তরুবালা অভিনীত হবে, শোনা যাচ্ছে। স্বয়ং গ্রন্থকারও নাকি এই বইয়ে রঙ্গাবতরণ করবেন; তবে তাঁর পুরাণো বেহারী খুড়োর ভূমিকায় নয়, তিনি দেখা দেবেন মৃত্যুঞ্জয় রূপে। বেহারী খুড়ো সাজবেন শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী; আর শিশিরকুমার নিজে গ্রহণ করবেন অখিলের ভূমিকা। আমরা "তরুবালা"র নবরূপ দেখবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি!

*

"আস্‌চে ১৩ই অক্টোবর শনিবার এম্পায়ার থিয়েটারে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ কর্ত্তৃক 'মৃত্যুবাণ' নামে একখানি নাটক অভিনীত হবে। প্রেক্ষাগৃহে যে একখানি আসনও খালি থাকবে না, একথা বোধ আগে হ'তেই বলা যায়।

*

"ভবানীপুর পূর্ণ থিয়েটারে কাল শনিবার থেকে ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেটের নাম-করা ছবি শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' প্রদর্শিত হবে। দক্ষিণ-কলিকাতার বাসিন্দারা ছবিখানি দেখতে নিশ্চয়ই পূর্ণ থিয়েটারের সামনে ভীড় লাগিয়ে দেবেন।

*



স্বরলিপি
হারমোনিয়ম শিক্ষা
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ত করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।৹ চারি আনা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্
৮৯।১ ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

"প্রিয়দর্শন সু-অভিনেতা শ্রীতুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এতকাল অজ্ঞাতবাসের পর আত্মপ্রকাশ করবেন মনোমোহন থিয়েটারে। আস্‌চে রবিবার 'বঙ্গে-বর্গী'তে তিনি মোহনলালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।"

জনৈক সংবাদ-দাতা জানিয়েছেন :—

"গত শনিবার ২৯শে সেপ্টেম্বর হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের ছাত্র-সভ্যগণ তাঁদের বাৎসরিক প্রীতি-সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করেছিলেন। ভাইস্‌চ্যান্সেলার মিঃ আর্কুহার্ট সভার উদ্বোধন করেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সভাস্থলে দেখা গিয়েছিল। প্রথমে আবৃত্তি, গীত, কৌতুকাভিনয় প্রভৃতি হয়। শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় 'বন্দীবীর', 'পুরাতন ভৃত্য,' ও 'বিবাহ বিভ্রাটে'র মিঃ সিংয়ের অংশটি আবৃত্তি করেন। তিনি প্রত্যেক বারই ঘন ঘন করতালিধ্বনির দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন।

"ছাত্র-সভ্যেরা এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা'র অভিনয় করেন। অভিনয় মোটের ওপর বেশ ভালই হয়েছিল। গদাই, চন্দ্র, শিবচরণ এবং ক্ষান্তমণির অভিনয় সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য হয়েছিল। সু-অভিনয়ের জন্য গদাই ও শিবচরণ দু'খানি পদক পুরস্কার পাবেন, ঘোষণা করা হয়। এই অভিনয়ের সাফল্যের জন্য দায়ী হচ্ছেন শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, কেন না সম্পূর্ণভাবে তাঁরই তত্ত্বাবধানে বইখানি তৈরী করা হয়েছিল।

"হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীরমেশচন্দ্র পাল এম্-এ, বি, এল, এবং সেক্রেটারী মিঃ জে, তেওয়ারী অভ্যাগতদের যথোচিত সাদর অভ্যর্থনা করেছিলেন—খালি মুখের কথায় নয়, দস্তুরমত জলপানের ব্যবস্থা ক'রে।

"হোষ্টেলের ছাত্র-সভ্যেরা তাঁদের গুণগ্রাহিতার নিদর্শনস্বরূপ শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে একটি বহুমূল্য রৌপ্যনির্ম্মিত সিগারেট-কেশ উপহার দিয়েছেন। তাঁদের এ কার্য্য বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।"

গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

১

কালো ভোমর এল গো আজ,
গোলাপ তোমার ঘোম্‌টা খোলো,
পাৎলা-মিহিন পাপ্‌ড়ি-ঠোঁটে
রাঙা হাসি জাগিয়ে তোলো।
কয়েদ ছিল কালকে সাঁঝে
কমল বধূর বুকের মাঝে!
ভালো যখন বাসোই ওকে,
সে-অভিমান আজ্‌কে ভোলো।
প্রেম, ক্ষণিকের স্বপন-মায়া—
শারদ মেঘের চপল ছায়া!
যেটুকু পাও তাই নিয়ে সই,
দখিন হাওয়ায় দোদুল দোলো।

২

বুল্‌বুলিকে তাড়িয়ে দিলি,
ফুলবাগানের নতুন মালী!
গোলাপ-কলির চোখ দিয়ে তাই
অশ্রু-শিশির ঝর্‌চে খালি।
তাই কি উষার নরম ঠোঁটে
রাগের রাঙা রেখা ফোটে?
তাই কি ভোমর আতুর তানে
বুকের দরদ দিচ্ছে ঢালি?
হায় বিরহী গোলাপ-বালা!
প্রেমিক জানে তোমার জ্বালা!
তাই কি বাতাস বনের পাতায়
সাজায় বিলাপ-গানের ডালি?

গিরিশ-স্মৃতি-রক্ষায় 'প্রফুল্ল'

(নিজস্ব প্রতিনিধি-লিখিত)

গেল মঙ্গলবার নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিপূজা উপলক্ষে যে অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল, বাঙলার নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে তার কথা বেশ বড় বড় অক্ষরেই লেখা থাকবে। স্মৃতিসমিতি যে অসম্ভব সম্ভব করলেন, তার জন্যে তাঁদের—বিশেষ ক'রে এর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়কে সাধুবাদ দিচ্ছি, শত সহস্র বার।

*

কর্ত্তৃপক্ষদের তরফ থেকে কি বই অভিনীত হবে, তা জানিয়ে কোন-রকম প্রাচীরপত্র বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবার আগেই যে প্রবেশপত্র প্রায়

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস
১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)
সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।
একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!
সুলভতায় অতুলনীয়!

সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে যায়, এ ঘটনা নিশ্চয়ই বাঙলাদেশে এই প্রথম! কিন্তু কেন? রঙ্গ-রসিকদের এ আকুল আগ্রহ কেন? তাঁরা কি দেখতে চেয়েছিলেন?

*

শিশিরকুমারের প্রথম রঙ্গাবতরণের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত যে কথা প্রায়ই তাঁদের মনে উঁকি মেরে যেত, যাকে তাঁরা আবুহোসেনের বাদসাহী প্রাপ্তির লোভের মত একটা রঙীন খেয়াল ব'লেই এতদিন উড়িয়ে আসতে চেয়েছেন, সেই অলীক কল্পনা বাস্তবিকই সত্যে পরিণত হ'তে চলেছে—এ কি তাঁদের পক্ষে কম বড় কথা!

*

একই নাটকে রঙ্গমঞ্চের উপরে দানীবাবু ও শিশিরকুমার—এই অপূর্ব্ব সম্মিলনই রঙ্গ-পিপাসুদের কাছে সেদিনকার অভিনয়ের মধ্যে সব-চেয়ে বড় দ্রষ্টব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল—একই আকাশে দুই সূর্য্য! একজন মধ্যযুগের রঙ্গাকাশের প্রদীপ্ত ভাস্কর, আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়েও নিজের নট-প্রতিভার অপরূপ রূপচ্ছটায় সমুজ্জ্বল, আর একজন নবীন বাঙলার নাট্যগগনের তরুণ অরুণ, যার প্রতিভার সোনার কিরণের পরশ পেয়ে রঙ্গমঞ্চ বিচিত্র রঙীন সাজে আনন্দ-চঞ্চল ও ধন্য! এর উপর আবার বিভিন্ন রঙ্গালয়ের কৃতী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিচিত্র সম্মেলন। এ আকর্ষণ নাট্য-রসিক উপেক্ষা করতে পারেন না।

*

তারপর অভিনয়ের কথা! গিরিশচন্দ্রের মূর্ত্তিপূজার পর তাঁরই "প্রফুল্ল" ও "আবুহোসেনে"র অভিনয়। অমর আত্মার আশীর্ব্বাদ সেদিন রঙ্গমঞ্চের উপর নিশ্চয়ই ঝ'রে পড়েছিল অজস্রধারায়, নইলে ও-রকম অভিনয় কখনই সম্ভব নয়। সে কী অকল্পনীয় সুন্দর, তা সমালোচনা প'ড়ে বোঝবার নয়, নিজের চোখে দেখে নিজেকে সার্থক করবার। যাঁরা সুযোগ পাননি, তাঁদের প্রতি আমরা সহানুভূতি জানাচ্ছি।

*

দানীবাবুর যোগেশ বহুবার দেখেছি, কিন্তু এমনটি কখনো দেখেছি ব'লে মনে হয় না। মনে হচ্ছিল যেন তিনি তাঁর সমস্ত শক্তিকে একত্রীভূত ক'রে কোনও দৈবপ্রেরণায় চালিত হ'য়ে অভিনয় করছিলেন। তাঁর প্রতিটি চাহনি, প্রতিটি কথা, প্রতিটি চলা-ফেরা দর্শকদের জানিয়ে দিচ্ছিল, এখনও দরকার হ'লে তিনি কী বিচিত্র নাটনৈপুণ্য দেখাতে পারেন। অতীতের দানীবাবু কি ছিলেন, "সাজান বাগান শুকিয়ে গেল"র করুণ হাহাকারের মধ্যে তা উজ্জ্বল ভাবেই ফুটে উঠেছিল।

*

রমেশরূপী শিশিরকুমারকে অভিনন্দন দিচ্ছি। তিনি আগে হ'তেই এই ভূমিকার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন কিনা, এই সন্দেহই আমাদের মনের আনাচে কানাচে উঁকি মারছিল। রমেশের নৃশংসতা কি ভাবে তার কার্য্যের মধ্যে আস্তে আস্তে ফুটে উঠল, তার মনের পৈশাচিকতা কতখানি, তার বাহ্য আকারের ক্রমবিকাশ হচ্ছিল কেমন ধীরে ধীরে, তা তাঁর অভিনয়ে দেখেছি। প্রথমে তাঁর কেশবিন্যাস দুর্ব্বৃত্তকে বাইরের ঠিক রূপটিই দিয়েছিল বটে, কিন্তু পরে অসাবধানতায় তা নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য তাঁর চোখের দৃষ্টিই এ কার্য্যে সহায় করবার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছিল। নিজের স্ত্রীকে গলা টিপে



ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

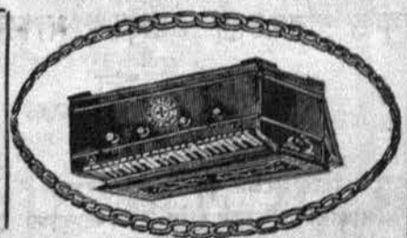
পকেট সংস্করণ মূল্য ১৲ মাত্র ৭টী ঔষধ

বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফাষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবে

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৸৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
আসল দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।
ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
ফোন নং—৩২৫৮

মারার জন্যে কতখানি নিষ্ঠুরতার দরকার, তাঁর শেষের দৃশ্যের অচিন্তনীয় অভিনয় সে কথা আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। রমেশ পিশাচ, প্রথমে তার কলকৌশল আবশ্যক হ'ত, পরে তারও আর দরকার হ'ল না—villainy প্রকাশ করতে তখন তার কিছুমাত্র বাধা নেই - smiling damned villain পরে out and out villainএ পরিণত হ'ল—এই দেখলুম তাঁর অভিনয়ে।

*

কিন্তু সেদিন তাঁর অভিনয় হয়েছিল অত্যন্ত সংযত ও শান্ত ধরণের;—কোথাও একটু colouring ছিল না। রমেশ কোথাও বলতে চায়নি, "ওগো, আমাকে দেখ!" অন্যান্য চরিত্রকে ফুটানো এবং অভিনয়ের মধ্যে গতিসঞ্চার করাতেই যেন তার সার্থকতা। এমন দিনে—যে দিন প্রত্যেক দর্শকই একটা ভয়ানক প্রতিযোগিতা দেখবার আশা করেছিল, সেই দিন—এ রকম ভাবে বইয়ের রসকে অব্যাহত রেখে, উল্টে তাকে ঘনীভূত করবার জন্যে নামের মোহ ত্যাগ ক'রে মাত্র চরিত্রসৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে selfকে বাদ দিয়ে অভিনয় করা, এ যে কতখানি আত্মত্যাগ, তা ধারণার অতীত! এবং এ জিনিষ মাত্র শিশিরকুমারেই সম্ভব!

*

তারপর সুখ্যাতি করি পীতাম্বরকে। যোগেশের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, বুদ্ধি ও হৃদয়বান পীতাম্বরকে কার্ত্তিকবাবু নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর সহজ সরল-সুন্দর অভিনয়ে। এর পরেই নাম করতে হয় সুরেশের। বড়লোকের আদুরে গোপাল, প্রাণটা সরল, একটু যা ফুর্ত্তিবাজ—সুরেশ—শৈলেনবাবু চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন। নির্ম্মলেন্দুবাবুর ভজহরিও সুন্দর ও উপভোগ্য, তবে তাঁর অভিনয়ে তার লঘুপ্রকৃতিটাই বেশী ফুটে উঠেছিল, তার যে মহৎ প্রাণটা লোকের কাছ থেকে দরদ আদায় করবে, সেটি আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। তাঁর রূপসজ্জা হয়েছিল চমৎকার। মদন ঘোষের ভূমিকায় যোগেশবাবুর ও শিবনাথের ভূমিকায় রবীন্দ্রবাবুর অভিনয়ও আমাদের খুব ভাল লেগেছে। গোপালবাবুর ব্যাপারীও প্রশংসা পাবার যোগ্য।

*

এইবার যাঁরা রাণী-মুদিনীর গলির মাতাল সেজেছিলেন, তাঁদের প্রশংসা করি। মাতালরূপী শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর মদ্যপানের কারণ-ব্যাখ্যা একমাত্র তাঁতেই সম্ভব। বেড়াল-বগলে মাতাল বেশে শ্রীযুত সতীশ চট্টোর অঙ্গসজ্জার তারিফ করি। মাতালদের ভিতরে দেখলুম—মনোরঞ্জনবাবু, অমলেন্দুবাবু, শ্রীযুক্ত সুরেন রায়, কড়িবাবু, সন্তোষবাবু (ভুলো) প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন, গিরিশচন্দ্রের প্রতি তাঁদের এ শ্রদ্ধানিবেদনে আমরা সবিশেষ প্রীত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দের 'মন আমার দিন কাটালি' গানটি দর্শকদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ ক'রে তুলেছিল। কী মোহন সঙ্গীত-ঝঙ্কার!

*

স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসা পাবার যোগ্য শ্রীমতী প্রভার প্রফুল্লের অনবদ্য সুন্দর অভিনয়। এমন আত্মহারা ভাবে চরিত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া খুব কমই দেখা যায়। তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ দিয়ে ক্রমাগত বেরিয়েছে—কী সুন্দর, কী সুন্দর। শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরীর উমাসুন্দরী প্রথম দিকে কিছু নিরেস হয়েছিল, কিন্তু ভগ্নহৃদয়, বাহ্যজ্ঞান-হারা, উন্মাদিনী উমাসুন্দরীর যে মূর্ত্তি তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তাকে প্রশংসা করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, তা একমাত্র তাঁতেই কেবল সম্ভব, এইটুকুই বলতে পারি। শ্রীমতী কুসুমকুমারীর জ্ঞানদা সুন্দর হ'তে পারত, যদি তাঁর কণ্ঠস্বর অসহায়রূপে দুর্ব্বল না হ'ত। শ্রীমতী সুশীলাবালার জগমণি মন্দ নয়, তবে এ ভূমিকায় অন্ততঃ শ্রীমতী নীরদাসুন্দরীকে দেখতে পেলে আমরা আরো খুসি হতুম। শ্রীমতী প্রকাশমণির বাড়ীওয়ালী যেন সত্যিকার—অভিনয়ের নয়! মাতালনীর ভূমিকায় শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ীর সঙ্গীতসুধা দর্শকরা প্রাণ ভ'রে পান করেছিল। "প্রফুল্ল" সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

*

"প্রফুল্লে"র অভিনয় দর্শকদের মনে যে হাহাকার জাগিয়ে গেল, তাকে মুছে ফেলে তার বদলে সেখানে আনন্দকে জাগিয়ে তুলেছিল "আবুহোসেনে"র অভিনয়। আবুহোসেনের ভূমিকায় হাঁদুবাবুর অভিনয় বেশ হয়েছিল॥ রোশেনা রূপে শ্রীমতী সুবাসিনী যে গান গেয়েছিলেন তা দর্শকদের পরিতৃপ্ত করতে পেরেছিল। আবুর মা, দাই ও মশুর অভিনয়ে, নাচে, গানে সকলকে মাতিয়ে তুলেছিল। পাগলা-গারদের পাগলেরা চমৎকার।

*

গিরিশ-স্মৃতির অভিনয়ের সাফল্যে আমরা সবিশেষ আনন্দলাভ করেছি।

*

আশা করি স্মৃতি-সমিতি এ রাত্রে বেশ মোটা টাকাই ঘরে তুলতে পেরেছেন। কিন্তু একটি কথা! সব রকম আসনের প্রবেশ-পত্র বহু পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হওয়ায় তাঁরা স্থানাভাবের এক বিশেষ বিজ্ঞাপন নাট্যমন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে মেরে দিয়েছিলেন; তা' ছাড়া 'দর্শকদের প্রতি নিবেদন' জানিয়ে আরও একখানি ছাপা বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ল। এইগুলোর জন্যে খরচ বোধ হয় হয়েছে এবং আমাদের মতে সেটি বাজে খরচ! নাট্যমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণতঃ 'অমুক অমুক আসনে স্থানাভাব' ব'লে টিকিট-অফিসের জানলার কাছে লটকে দেন কতকগুলি ছোট ছোট বিজ্ঞাপনী; এস্থলেও তাই করলেই যথেষ্ট হ'ত। টাকা থাকলেই যে তাকে যেন-তেন প্রকারেণ নষ্ট করতে হবে, তার কোন মানে নেই এবং সাধারণ কার্য্যের জন্যে প্রাপ্ত-অর্থের অসদ্ব্যবহারের জন্যে সাধারণের কাছে দায়ী হ'তে হয়।

পূর্ণ থিয়েটার

ভবানীপুর, ফোন নং ৩৪ সাউথ

শনিবার ২০শে আশ্বিন আরম্ভ

সন্ধ্যা— ৬-১৫ প্রত্যহ দুইবার, রাত্রি ৯॥০

সুপ্রসিদ্ধ ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক চিত্রিত

কথা শিল্পী, সাহিত্যসম্রাট

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

দেবদাস

সুদীর্ঘ ৮ খণ্ডে সমাপ্ত

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দান—দেবদাস
বাঙ্গালা চলচ্চিত্রের রাজা—দেবদাস
বাঙ্গালার অন্তরের নিধি—দেবদাস

নাম-ভূমিকায়—শ্রীযুত ফণী বর্ম্মণ
অন্যান্য ভূমিকায়—শ্রীযুত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুত নরেশচন্দ্র মিত্র
শ্রীমতী মায়া দেবী
ইত্যাদি—

এম্পায়ার থিয়েটারে

মহিলাগণ কর্ত্তৃক

মৃত্যুবাণ

শনিবার ১৩ই অক্টোবর, ৫॥০ টায়

মহাবীর—মিসেস্ লীনা দেবী।
সরলা—মিস্ বীণা বসু।

টিকিট—এস্ রায় এণ্ড কোং

১১।১নং এস্‌প্লানেড্ ষ্ট্রীট, ফোন, ৩৭২১ বড়বাজার।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বীকিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই করা মাল মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না। অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph ১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্ক ব্যবসায়ী

এবার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার—গরদের ছাপা সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

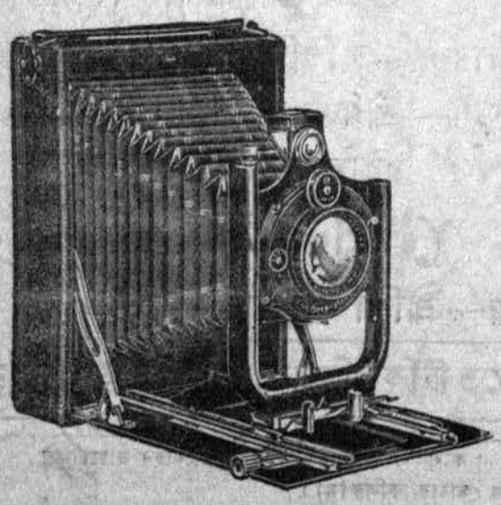
বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

স্বদেশী সিল্কের দাম খুব কমিয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।



নীল আকাশের বুকে জল হারা মেঘ—
সবুজের সমুদ্রে কাশের ঢেউ—
দীঘির বুকে শতদলের হাসি
শরতের এ সৌন্দর্য্য জয় করিয়া আপনার করিয়া
লইবার একমাত্র অস্ত্র—

ক্যামেরা

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিস

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮

৭৪।১ হারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি

শনিবার ২০শে আশ্বিন রাত্রি ৭॥০ টায়
রবিবার ২১শে আশ্বিন ম্যাটিনী ৫টায়

প্রেম ও ধর্ম্মমূলক নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

রাজা—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
সারঙ্গদেব—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
অরিন্দম—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চন্দন—শ্রীভুমেন রায় (এমেচার)
পুরোহিত—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
অন্ধকবি—শ্রীকৃষ্ণমন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
পিয়ারী—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা
মধীরা—শ্রীমতী শশিমুখী
সুবদনা—শ্রীমতী রেণুবালা

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।
ফ্রি ও কম্প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নমঃ নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড
ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার
১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার, ৬ই অক্টোম্বর, ২০শে আশ্বিন সন্ধ্যা ৬ টায়

১। দ্বিজেন্দ্রলালের
চন্দ্রগুপ্ত

চাণক্য—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
কাত্যায়ণ—শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র
এণ্টিগোনাস—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
চন্দ্রগুপ্ত—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী
নন্দ—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী
সেলুকাস—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী (এই ভূমিকায় প্রথম)
বাচাল—শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য্য
মু।—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
হেলেন—শ্রীমতী চারুশীলা
ছায়া—শ্রীমতী প্রভা
আত্রেয়ী—শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)

২। বরদাবাবুর
নূতন গীতি-নাট্য
হাসু-নো-হানা

রবিবার ৭ই অক্টোম্বর ২১শে আশ্বিন, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

শরৎ চন্দ্রের
ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। রবীন্দ্রনাথের
শেষ-রক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শারদীয় সংখ্যা

পোড়ো

দাম দুই আনা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
২২শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৬শে আশ্বিন
১৩৩৫

* * * *

আগমনী ?—শরতে আজ মায়ের 'আগমনী' গাইতে হবে ?

*

দেহ রোগে জীর্ণ, উদর অন্নাভাবে শীর্ণ, হৃদয় দুঃখ-শোকে দীর্ণ। সারা দেশ আজ জেলখানায় পরিণত, জাতির চরণে লোহার বেড়ী, আত্মার ভিতরে বিষের নেশা, চোখের উপরে তরুহারা মরুভূমির স্বপ্ন! জন্ম-বন্দী আজ কার আগমনী গাইবে ? জীবনের, না মরণের ?

*

জীবনের গান গাইতে জানিনা, কিন্তু মরণের গানও কি গাইতে পারি ? এ রুদ্ধকণ্ঠে সে শক্তি কোথায় ? বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তর কুরুক্ষেত্রে যে-সব জাতি রক্ত-বন্যায় আত্মহারা হয়ে মৃত্যুর মহাসঙ্গীত গেয়ে উঠেছিল, তারা গোলাম বাঙালী নয়। আমরা আশ্রয় পেয়েছি মরণেরই কোলে, কিন্তু মরণকে তবু ভয় করি। আমরা যদি একবারও মরণের গান গাইতে পারতুম·····কিন্তু থাক্ সে কথা।

*

গাইতে হবে মায়ের 'আগমনী'! কেন ? মা কি সত্যই বাংলার মাটিতে পা দেন ? যে-জাতির এমন দুর্দ্দশা সে কি মাতৃহীন নয় ? মাতৃহীনের 'আগমনী' গাওয়া ব্যর্থ।

*

এবং মা থাকলেও মায়ের 'আগমনী' গাইবার অধিকার আমাদের নেই। ঐ



প্রতীক্ষা — শিল্পী—ঠাকুর সিং

সিংহবাহিনী, অস্ত্রধারিণী, অসুরনাশিনী, দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের জননী,—যিনি সাক্ষাৎ প্রলয়কর্ত্তার তেজস্বিনী ঘরণী, যাঁর জাগ্রৎ নয়নের মুহূর্ত্তস্থায়ী অগ্নিশিখায় বিশ্বনিখিল ভস্মসার হয়ে যায়, তাঁর 'আগমনী' গাইবে এই সবুটচংপতললীন কীটের মতন হীন বাঙালীর ক্ষীণ কণ্ঠ! এ কি আত্ম-ছলনা ? একি প্রহসন ?

*

মা এ গান শোনেন না—বাঙালীর এই লোক-দেখানো 'আগমনী' গান! বছরে বছরে এত 'আগমনী' গেয়েও তাইতো আমরা মায়ের সাড়া পাই না। মাটি দিয়ে প্রতিমা গ'ড়ে ঘরে ঘরে সাজিয়ে রেখে আমরা মনে ভাবি মাকে পেয়েছি, কিন্তু হায়, মা কি আমার ঐ মাটির ঢেলা ? এবং দাস বাঙালীর পদধূলিতে যে-দেশের মাটি অপবিত্র, তা দিয়ে কি মায়ের প্রতিমা গড়া যায় ?

*

মা নাকি রক্ত চান—কিন্তু নিশ্চয়ই তা বীরের রক্ত! যোদ্ধা অসুর তাঁর চরণে নিজের হৃদয়-রক্ত ঢেলে দিয়ে ধন্য হয়েছিল। আমরা সুর নই, অসুর নই, হৃদয়ের রক্ত ঢালতে জানিনা। তবু মাকে ঠকাবার জন্যে ভীরু পশুর কণ্ঠচ্ছেদ ক'রে চেঁচিয়ে বীরত্বের অভিনয় করি। মাটির প্রতিমা প্রতিবাদ করে না, জড়ত্বে স্তব্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু ও-পশুরক্ত যে শুধু আমাদের হাতকেই কলঙ্কিত করে, আসল মায়ের খর্পরে গিয়ে পড়ে না, সে

কথা কি কোনদিন আমরা ভেবে দেখেছি? পশুরাজ সিংহের পৃষ্ঠে আসন স্থাপন ক'রে, জননী যে দশ হস্তে দশ প্রহরণ ধারণ করেছেন, সে কি ঐ হীনতম নিরীহ পশুকেই বধ করবার লোভে?

*

শুনেছি ত্রেতাযুগে বীরত্বের অবতার শ্রীরামচন্দ্র একদিন দুর্গার 'আগমনী' গেয়েছিলেন—দানব দশাননের দশ মুণ্ড মায়ের দশ হাতে উপহার দেবেন ব'লে। আর আমরা যে আজ 'আগমনী' গাইতে চাই, কিন্তু কি উপহার জননীকে দেব? মায়ের পূজা কি সহজ কথা? অনায়াসলব্ধ ছাগবৎস বধ ক'রে হয়তো মাটির প্রতিমা পূজা করা চলে, কিন্তু যে-জননী মাটির প্রতিমা নন, যাঁর সাড়া পাওয়া যায় শিরায় শিরায় ধমনীর শোণিত-স্রোতে, তাঁকে আমরা তুষ্ট করব কোন্ মহার্ঘ্য অর্ঘ্য দিয়ে?

*

আজ সকালে সবে-ওঠা সূর্য্যের কচি আলোর আলত ছোঁয়ায়, আমার ঘরের আঙিনায় একে একে শিউলীর পর শিউলী ঝ'রে পড়ছে। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কে এক ভিখারী 'আগমনী' গাইছে—

"গা তোলো গা তোলো, বাঁধো মা কুন্তল,
ঐ এল তোর পাষাণী ঈশানী!"

কিন্তু এই স্নেহ-মমতায় ও বৈষ্ণব-ভাবে ভরা গানে বাংলার যে-বিশেষত্ব এবং কোমলকান্ত কাব্যের যত রসই থাকুক, এর মধ্যে সেই শক্তির মন্ত্র কোথায়, যা শুনলে শক্তিরূপিনী জননীর কর-ধৃত তৃষিত অস্ত্র চঞ্চল হয়ে ওঠে?

*

তবে দরকার নেই 'আগমনী' গানের। আমাদের, গলায় আজ যে গান ভালো শোনাবে তার নাম হচ্ছে "শৃঙ্খল-সঙ্গীত" এবং সে-সঙ্গীত বোধ করি কতকটা এই ধরণেরই হবে?

পায়ে পায়ে বাজে লোহার শিকল, তালে তালে তারি আমরা গাই,
শিকলের গান—শিকলের গান!—শিকলের গান শোনাব ভাই!
যতনে গড়ানো লোহার শিকল—
মরণের মত কঠিন, শীতল!
পরাণে পুষিয়া শিকল-পিরিতি, বালিস জড়িয়ে তুলিব হাই!
খোলা-পায়ে যারা হাঁটে পৃথিবীতে,
তারা কেউ নয় আমাদের মিতে,
শিকলে করিয়া প্রাণের দোসর খাইনা আমরা মায়ের মাই!
আছে নিরাপদ দেশ-জেলখানা,
'জেলার'রা ছায় পানি আর দানা,
আপিসে ছিটাই কলমের কালি, মাস গেলে তবু মাহিনা পাই।
আছে বটে দেশে রাজার সড়ক,
তাই দিয়ে আসে কত না মড়ক!
অসুখ-বিসুখ ভ'রে আছে বুক—শিকলের গুণে সহি গো তাই।
প্রভু আমাদের দাতা-অবতার,
দাম নিয়ে ছান ব্র্যাণ্ডি-বিয়ার,
সিগারেট আর পুলিশের লাঠি,—তারপরে বল আরো কি চাই?
নেতাগুলো করে বাজে আব্দার,
মিছামিছি বলে দেশকে আঁধার,
ঘরে ঘরে দেখ, রাজার দয়ায় বিজলী-বাতাতে কী রোশ্‌নাই!
বিলাতি কুকুর, বিলাতি ইঁদুর,
পেলে মুখ হয় খুসি-পরিপুর!
আধুনিক যত কৃষ্ণের দল 'রেড রোডে' খোঁজে বিলিতি রাই!
তৈলবিহীন সবুট চরণে
তেল ঢালি মোরা নানান কারণে,
লাথি খেয়ে আর 'নিগার শুয়ার' উপাধি পেয়েও সারে না বাই!
পায়েতে শিকল? হয়েচে কি তায়?
মোটরে চড়িয়া বেড়ানো তো যায়!
তবু কারা চায় হইতে স্বাধীন? ভালো নয় বাপু এতটা খাঁই!
শোনো শোনো বাজে লোহার শিকল!
কেঁদে কেঁদে মন কোরোনা বিকল,—
নাচো আর গাও, মোহ-মদ খাও—ভরসা গেলেও ভাবনা নাই!
চলুক্—চলুক্ শিকল-সাধনা,
টিকি নাড়ো আর পান কর চোনা,
বাংলায় গরু হয়েচে মানুষ—স্বরগেও নাই এমন ঠাঁই!
এ শিকল যে রে অমর-অজর,—
শত আঘাতেও শক্ত-বজর,—
রহিবে টিকিয়া, আমরা যেদিন হব গো শ্মশানে চিতার ছাই!

*

"আগমনী" নয়—এই হ'ল গিয়ে বাঙালীর উপযোগী জাতীয় সঙ্গীত। এ গান শুনে নেতাদের চক্ষু যদি রক্তবর্ণ হয়, আমরা নিতান্ত নাচার।

নাট্য-জগৎ

পুজোর বাজারে নূতন নাটক খোলবার ব্যবস্থা করছেন বোধ হয়, একমাত্র ষ্টার থিয়েটারই। "রমা"র প্রায়-শূন্য দর্শকদের আসন "ফুল্লরা" আবার যদি পূর্ণ করতে পারে, আমরা তাহ'লে আনন্দিত হব।

*

অন্যান্য রঙ্গালয় "ষ্টারে"র এই নব-নাটকের ধাক্কা সাম্‌লাবেন, পুরাতন নাটকেরই পুনরভিনয় ক'রে। নাট্যমন্দির খুলবেন "তরুবালা"। ভূমিকালিপি বোধ হয় এইরকম:—মৃত্যুঞ্জয়—শ্রীঅমৃতলাল বসু। মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী—শ্রীমতী প্রভা। বিহারী খুড়ো—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী। অখিল—শ্রীশৈলেন চৌধুরী। অখিলের স্ত্রী—শ্রীমতী শেফালিকা। বারবনিতার ভূমিকাটি কে নেবেন? শ্রীমতী চারুশীলা, না শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী?

*

মনোমোহন খুলবেন "দক্ষযজ্ঞ"। দানীবাবু 'মহাদেব', আর নির্ম্মলেন্দুবাবু সাজবেন দক্ষ। সতীর ভূমিকা নেবেন কে? প্রায় বিশ বৎসর আগে কোহিনুর থিয়েটারে দক্ষের ভূমিকায় আমরা দানীবাবুর যে স্মরণীয় শক্তির পরিচয় পেয়েছিলুম, আজ অন্ততঃ তার আধাআধি শক্তিও প্রকাশ করতে পারলে তিনি বোধ হয় দর্শকদের চিত্তজয় করতে পারবেন।

*

মিনার্ভার "সত্যের সন্ধান" যে-রকম উৎরে গেছে, তাতে মনে হয় কর্তৃপক্ষ আপাততঃ কিছুকালের জন্যে নির্ভাবনায় অন্যান্য রঙ্গালয়ের প্রতিযোগিতার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিনার্ভা "আবুহোসেন" খুলে পুজোর বাজারে সপ্তাহের মাঝে মাঝে দর্শকদের জন্যে বিশেষ আনন্দের ব্যবস্থা করবেন।

*

প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে আবুর ভূমিকায় আমরা অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় দেখেছিলুম—বোধ করি মিনার্ভা থিয়েটারে। আমাদের মনের ভিতরে অর্দ্ধেন্দু-



চিত্রাভিনয়।—প্রথম দৃশ্য।
'ম্যাগ্নিফাইং গ্ল্যাসে'র দ্বারা ঘাতক বা রুদ্রগিরি আবিষ্কার-চেষ্টা

শেখরের নাটনপুণতার ছাপ্ এখনো মলিন হয় নি। অর্দ্ধেন্দুশেখরের দেহে তখনি জরার অত্যাচার আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু তাঁর আবু তাহ'লেও আপনার চটুল তারুণ্য হারায় নি। তেমন আবু বোধ করি আর কেউ সাজতে পারবেন না।

*

তার কয়েক বৎসর পরে কোহিনুর থিয়েটারে "আবুহোসেন" হয়। সেদিনকার আবু ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখরেরই শিষ্য মন্মথ বা হাঁদু বাবু। এবং এও মনে আছে সুযোগ্য শিষ্য গুরুদত্ত শিক্ষার মর্য্যাদা রেখেছিলেন। এমন কি এ-কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, অদ্যাবধি যত লোকের আবু দেখেছি, তার মধ্যে অর্দ্ধেন্দুশেখরের কথা ছেড়ে দিলে সর্ব্বাগ্রে হাঁদু বাবুরই নাম মনে আসে। কোহিনুরের উক্ত অভিনয়ে দাই ও মন্থর সেজেছিলেন আর দুই অমর শিল্পী—স্বর্গীয়া তিনকড়ি ও স্বর্গীয় রাণুবাবু।

*

তেমন যোগাযোগ এখন আর সম্ভব নয়। কিন্তু এরি মধ্যে "আবুহোসেনের" অভিনয় যতটুকু উপভোগ্য ক'রে তোলা যায়, মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ তার ত্রুটি করেন নি। আবু হচ্ছেন হাঁদুবাবু। রোশেনা হচ্ছেন শ্রীমতী আঙ্গুরবালা এবং এ-ভূমিকায় তাঁর আবির্ভাব এই প্রথম। রোশেনার গান যে একটা শ্রোতব্য ব্যাপার হবে, সে-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। মন্থর সাজবেন কড়িবাবু। গত যুগের ওস্তাদ-নর্ত্তকদের মধ্যে এখন একমাত্র কড়িবাবুই নাট জগতে বর্ত্তমান এবং দাই-রূপিনী শ্রীমতী শশীমুখীর সঙ্গে তাঁর মধুর নৃত্য সকলের মনোরঞ্জন করবে নিশ্চয়ই।

*

পূজোর বাজারে কোন রঙ্গালয় যদি একখানি ছোট্ট হাসি ও নাচগানের নাট্য কিম্বা প্রহসন খুলতেন, তাহ'লে আমরা অত্যন্ত খুসি হতুম। এক অঙ্কের হাস্যনাট্য ও প্রহসন কি দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে? এবং নবীন নাট্যকাররাও কি আজকাল ক্রমাগতই হেলে ধরতে না শিখেই কেউটে ধরতে অগ্রসর হবেন? বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্যে মহাকাব্য ও উপন্যাসের যুগের পরে এসেছে গীতিকবিতা ও ছোটগল্পের যুগ। কিন্তু আমাদের নাট্যসাহিত্যে দেখেছি ছোট হাস্যনাট্য বা প্রহসনের যুগ আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং এখন যে-যুগ চলছে তা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের ঢক্কা-নাদে বিখ্যাত তথাকথিত 'মহানাটকে'র যুগ।

*

পূজার ছুটির জন্যে "নাচঘর" তিন হপ্তা বেরুবে না। ছুটির পর আমরা উদীয়মান সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর একখানি চিত্তাকর্ষক ও মৌলিক নাটক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করব। আমাদের বিশ্বাস, নাটকখানি রসিকজনের মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে, কারণ তার মধ্যে ঘটনা-সংস্থান-কৌশল ও যথেষ্ট নূতনত্ব আছে। যাঁরা নাটকখানির সম্পূর্ণ রস উপভোগ করতে চান, তাঁরা যেন গোড়া থেকেই তা পড়বার এই সুযোগ গ্রহণ করেন। শিবরামবাবুর নূতন পরিচয় অনাবশ্যক, কারণ শরৎচন্দ্রের "দেনাপাওনা"কে "যোড়শী"তে রূপান্তরিত ক'রে এর-মধ্যেই তিনি নাট্যজগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন।

গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

১

ভালোবাসি তোমায় আমি, সে কথা কি বলতে হবে?
মুখের কথা মানলে সখা, প্রেম বাঁচেনা কঠিন ভবে!
চাঁদ দেখনা কয়না বাণী,
কমলকে দেয় হৃদয়খানি!—
তাও যদি না বুঝতে পারো কেমন ক'রে বোঝাই তবে?
প্রাণ যে আমার ফুলের মত,
প্রেম যত তার সরম তত!
ভোমরা এলে কুসুম-বধূ মনের কথা জানায় কবে?

২

ভালেবেসে দুখ আছে, তাও ভালো, তাও ভালো!
প্রদীপ নিজেই পুড়ে বিলায় হাসির আলো!
চোখে জল, প্রাণে জ্বালা,
তবু তারি গাঁথি মালা,—
অকূলে ভাসালে ফুলে, ফুল তো হয় না কালো!

সপ্তমীর রাত

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু

নাচঘরের "প্রদর্শক" মহাশয়—

লেখা তো চেয়েছেন; কি লিখি বলুন দেখি? ভাবনার পিঁড়ে দোর ঠেলাঠেলি ক'রেও একটা নতুন ভাব তো মাথার ভেতর ঢুকতে পাচ্ছেনা। পুজার নৈবেদ্যে তো আনন্দের সুগন্ধ থাকা চাই; কিন্তু শিক্ষা ও সঙ্গের হ্যাট-কোটের ইসারা ন্যায্যের অপেক্ষা বাহ্যবিকাশের অভিলাষটা এমন অসীম ক'রে তুলেছে যে, মা আনন্দময়ী দশহাতে দশখানা অস্ত্র ধ'রে এসেও নিরানন্দকে মনের ভেতর থেকে তাড়াতে পাচ্ছেননা।

আজ এই পূজার সময় একটা অনেক দিনের পুরাতন পূজার রাত্রি মনে পড়ছে। প্রবাসে নিঝুম নিশীথে একটা বিনা পয়সায় বে-ফরমাসী আনন্দ উপভোগ ক'রেছিলুম—যা' এখনকার নাচঘরের বরণীয়েরা হাজার টাকা খরচ ক'রেও নটজীবনে আর ফিরে পাবেননা। সে একটা দিন গেছে, যখনকার অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেসরা সমস্ত হাট-ট থিয়েটার করার আনন্দে ঢেলে দিয়েছিল; অভিনয় ক'রেই আনন্দ পেতো—আনন্দ দিতো; অ্যাক্টিংয়ের রসের সঙ্গে আর্ট ফুটে উঠছে কিনা, তা' হাতা ক'রে তুলে দেখতে শেখেনি।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ; আটাশ উনত্রিশ বৎসরের বেশী দলের কারুর-ই বয়স ছিল না। ষ্টার থিয়েটার তখনও হয়নি, পুরাণো ন্যাশন্যাল নামটা টানাটানিতে বজায় আছে। গিরিশবাবুর সঙ্গে নাট্যশালার তখন ভাসা-ভাসা সম্পর্ক, তখন-ও বই লিখতে আরম্ভ করেননি; যে অভুল নাট্যসম্পদের কল্পনা তাঁর প্রতিভার খনির ভিতর লুকায়িত ছিল, সে ঐশ্বর্য্যের সন্ধান সে-সময় পর্য্যন্ত বঙ্গবাসী সাধারণ পায়নি এবং সম্ভবতঃ তিনি নিজেও পাননি।

যেখানে স্রোত, সেইখানেই জোয়ারভাঁটা; কলিকাতার নাট্যশালার স্রোতেও তখন প্রায় সার-ভাঁটা। নীলদর্পণের রোগ সাহেবের পার্ট অবিনাশ কর যেমন অ্যাক্ট ক'রে গেছে, আজ পর্য্যন্ত কেউ তেমন পারেনি, নিজে অর্দ্ধেন্দু পর্য্যন্ত নয়। থিয়েটার খোলার পর অবিনাশ বছর আষ্টেক মাত্র বেঁচেছিল, কিন্তু আর কোনও পার্ট অ্যাক্ট ক'রে সে আপনার নামকে দর্শকের খবরের ভিতর পৌঁছে দিতে পারেনি। সেই অবিনাশ তখন দিনকতক থিয়েটারে ম্যানেজার হয়েছিল; অভিনয়ের শক্তি তার ভেতর উল্লেখযোগ্য ভাবে ছিল না বটে, কিন্তু একটা শক্তি তার ভেতর বেশী রকম ছিল—সেটা শাসন-শক্তি, কিছু রূঢ় কিছু কর্কশ; কিন্তু সে-সময় কতকটা চণ্ডভাবের প্রয়োজনও ছিল, কেননা মাইনে কাটা, জরিমানা করবার ভয় দেখালে তখনকার অ্যাক্টারেরা হয় রুখে দাঁড়াতো, নয় হেসে উড়িয়ে দিতো।

হাফ্‌প্রাইসেও কল্‌কাতার দর্শকের ভিড় ক'মে আসছে দেখে অবিনাশ অপেরার সঙ্গে সঙ্গে দু'একখানা ছোটখাট নাটক-প্রহসন চালাবে, এইরকম একটা সম্প্রদায় বেঁধে ঢাকায় চ'লে গেল; সেখানে পৌঁছে এমন একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কা সে পায়, যাতে মহেন্দ্র বোস, অমৃত মিত্তির, বেলবাবু প্রভৃতি জনকতক ভালো ভালো অ্যাক্টার সঙ্গে ক'রে আমায় ঢাকা যেতে টেলিগ্রাফ করে।

ঢাকার-ও সে এক কৌতুক-কাহিনী আছে, আজ সে-কথা থাক্। ঢাকা বর্দ্ধমান ঘুরে সম্প্রদায় উদয় হলেন এসে বাঁকিপুরে; উপলক্ষ্য দ্বারভাঙ্গার স্বর্গীয় রাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহের অভিষেক। কর্ম্মকর্ত্তা বাবু দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটনা ডিভিসনের কমিশনারের পার্শোন্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট—ডাকনাম কালা কমিশনার। চুক্তি তিন বা চারি রাত্রি মাত্র অভিনয়; কিন্তু দুর্গাগতি বাবু যে দরের সামাজিক, খাইয়ে খাওয়াইয়ে, আমুদে লোক ছিলেন, সংস্কার ও উন্নতির সাইক্লোনে সে-সব লোকের উৎপাত বঙ্গদেশে আর বড় দেখা যায়না।

চার রাত্রির জন্যে এসে প্রায় মাসদেড়েক বাঁকিপুরে কাটানো গিয়েছে। বেথিয়ার রাজবাড়ীতে আমাদের পাঠানোর জন্যে দুর্গাগতিবাবু চিঠি লিখেছেন। সেখানে যেতে হ'লে পাঁচ ছ'দিন পথে হাতীর পিঠে দোলানি, একার ওপর ঝাঁকানি, আর শাম্পানীর ভেতর শীতে কাঁপুনি; এ আনন্দ ভোগের আশা ছেড়ে কি পুজো দেখতে বাড়ী ফেরা যায়! সুতরাং সপ্তমীর সকাল আমরা বাঁকিপুরে ব'সেই দেখ্‌লুম। ডাক্তার, উকিল, প্রফেসার, চাকুরে, বাঁকিপুরের সব বড় বড় বাঙালী; কিন্তু পুজো ব'লে যে একটা পরব আছে, তা' বাঁকিপুরে ব'সে বোঝা যায়না। ভিক্‌না পাহাড়ী ব'লে একটি নিভৃত পল্লীতে এক পুরোনো ঘরে দুর্গোৎসব হয় বটে, তা' সেখানকার ঢোলের আওয়াজ মুরদাবাদ, সব্‌জিবাদ পর্য্যন্তও পৌঁছোয়না।

সবে বেরুলো!

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়-লিখিত

মণিকাঞ্চন

(সুরুচিসঙ্গত সামাজিক উপন্যাস)

প্রবাসী, মানসী, বাংলার কথা ও আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ইতিমধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। প্রবাসী ও মানসী বলেন, উপন্যাসখানি সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

এই নূতন উপন্যাসখানির প্রধান গুণ, একবার পড়তে সুরু করলে শেষ না ক'রে ওঠা অসম্ভব। হেমেন্দ্রবাবুর কথা-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের কাছে বেশী-কিছু বলা বাহুল্য। সমালোচকের মতে এই উপন্যাসের অন্যতম নায়ক প্রণবের সঙ্গে গুণ্ডা কালাপাহাড়ের সুদীর্ঘ দ্বন্দ্বযুদ্ধের চিত্তোত্তেজক বর্ণনা বঙ্গ-সাহিত্যে একটি তুলনাহীন অভিনব ব্যাপার!

৩৫ পাউণ্ড কাগজে পাইকা হরফে ছাপা। সুন্দর বাঁধাই।

দাম দুইটাকা মাত্র।

ডি, এম, লাইব্রেরী

৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূজার ছুটীতে বাড়ী যাবার সময়

একটী চণ্ডী ফুট নিয়ে যেতে ভুলবেন না।

অবসর সময়ে আনন্দ দান করিবে।



এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স

১ সি বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—৫৩৭৫



চিত্রাভিনয়।—দ্বিতীয় দৃশ্য।

—"গাধারা গালাগাল দিচ্ছে, বয়ে গেল! এমন 'নগদ' ও জলন্ত 'সত্যের সন্ধান' পেলে গালাগাল তো গালাগাল—যারা গালাগাল দিচ্ছে তাদের পর্য্যন্ত হজম ক'রে ফেলতে পারি!"

প্রতিমা পুজো থাক্ না থাক্, ওই চারটে দিন আমরা অ্যাক্ট ফ্যাক্ট ক'রবো না, হিঁদুয়ানীর সঙ্গে আমাদের আধা-সাহেবী, আধা-বোহিমিয়ান জীবনের এই প্যাক্টটুকু ছিল।

খিচুড়ী রাঁধিয়ে খেয়ে দিনের বেলা পাঁঠা পাল্লা গেছে; সন্ধ্যের পর আপনা-আপনি গান-বাজনা, গল্প চলেছে। নিয়ম ছিল—রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বাইরের লোকজন এলে দেখাসাক্ষাৎ ক'রবো; পেটা ঘড়ীতে দশটি ঘা দিয়েই বেন্দা বাইরের ফটক বন্ধ ক'রে দিতো; তখন মহামায়ার সঞ্জীবনী শক্তিপূর্ণ প্রবীভূত আমন্ত্রণের বোতলের ছিপি আমরা খুলতুম। দলে কন্‌সার্ট নিয়ে জন তিরিশেক ভদ্রসন্তান, পাঁচ ছ'জন জুটে এক একটি ক্ষুদ্র সঙ্ঘ বা ক্লাব। ফি ক্লাবের প্রয়োজনীয় জয়েণ্ট ষ্টক আছে; তা ছাড়া প্রত্যেকের ট্রাঙ্কের ভেতর এক একটা এমারজেন্সী ফ্লাস্ক বা পাইণ্ট রাখা প্রচলিত প্র্যাক্‌টিস্।

আনন্দাদি সমাপনের পর সকলে যে-যার ঘরে যে-যার বিছানায় ঘুমিয়েছে। একটা লম্বা পথের ঘরে একদিককার কোণে মহেন্দ্রের বিছানা, আর একদিকে আমার। দু'জনেই বিছানায় প'ড়ে উস্‌খুস্ কচ্ছি, কারুর-ই ঘুম আসছে না। অতো বড় বাড়ীটার ভেতর নাকের ডাক ছাড়া জীবনের আর কোনও সাড়াশব্দ নেই, মহেন্দ্র উঠে লম্বা চ'লে এসে আমার পাশ দিয়েই বারান্দার দিকে গেল; মিনিট তিনেক বাদেই ফিরে এসে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"ছেলে, ঘুমুলে নাকি?" সেই ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যখন "নবীন তপস্বিনী" নাটকে মহেন্দ্র সাজে রাণী, আর আমি সাজি বিজয়, তখন থেকেই আমি তাকে ডাকতুম মা ব'লে, সে আমায় ডাকতো ছেলে ব'লে; মুখের আলাপে এই মিষ্ট সম্বন্ধটুকু সে জীবনের শেষসাক্ষাতের দিন পর্য্যন্ত রেখে গেছে। মা বোধ হয় আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড় ছিল। মার এই নিশীথ-সম্ভাষণের উত্তরে আমি বল্‌লুম, "কই, ঘুম হচ্ছে?" মহেন্দ্র বল্‌লে, "তবে উঠে এসো; সপ্তমীর চাঁদ ডুবছে, দাঁড়িয়ে দেখিগে—বড্ড বাড়ী মনে পড়ছে।" ডুবুডুবু চাঁদ দেখতে দেখতে মন আরও উদাস হয়ে উঠলো। আবার মহেন্দ্র বললে, "ঘুম তো হবেই না, চলো আমার বিছানায় ব'সে একটা পোইট্রী লিখবে।" জিজ্ঞাসা করলুম,—"কি পোইট্রী?" উত্তর—"আজ দেশে পুজো, আর আমরা এই প্রবাসে প'ড়ে, এই সপ্তমীর রাত, চাঁদ ডুবছে, এই-সব ভাব দিয়ে আর কি!" আমি বল্‌লুম, "বেতন?" সে বল্‌লে, "বেতন আবার কি?" "বিনা বেতনে এক ছত্রও আমার মুখ থেকে বেরুবে না—" ব'লে আঙ্গুলের ভঙ্গীতে একটা অভিনয় দেখিয়ে দিলুম। মহেন্দ্র হেসে বল্‌লে, "আমার ট্রাঙ্কে আছে, ভয় নেই!"

লাইনচেরেক বোধ হয় আজও মনে আছে; কিন্তু সে-রাত্রে যখন লাইন পঁচিশ ছাব্বিশ লেখা হয়েছে, ছুটোও বোধ হয় বেজে গেছে, এমন সময় আর একটা ঘর থেকে বামাকণ্ঠনিঃসৃত একখানি মধুর আগমনী-গান কাণে এসে প্রাণ জাগিয়ে দিলে। বোঝা গেল, আরও একজনের ঘুম ভেঙেছে, তুনি শুয়ে শুয়ে গান ধ'রেছে। তুনি এখনও বেঁচে আছে, অনেকদিন কাশীবাসিনী।

যেমন মিষ্টি গলা, তেমনি শিক্ষায় সুসংযত ; তার ওপর সপ্তমীর রাত্রিতে বাঙালী-প্রবাসীর কাণে আগমনীর গান ; জানিনা এখানকার বাঙালী আমার আর মহেন্দ্রের সে-রাত্রির বিষাদস্পর্শকোমল আনন্দের ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন কিনা !

একটু পরেই আর একখানা গলা খাদসুরে তুনির কণ্ঠের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে শোনা গেল ; মনে হ'ল, সে গলাটি ভাবির ; সে তুনির সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে থাকতো।

গান তো আমাদের দু'জনের প্রাণ জাগিয়েছিল, কিন্তু এবার আর একজনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জঞ্জাল বাঁধালে। মতিসুরের শোবার জায়গা ছিল ঠিক আমাদের পাশের একটি আলাদা ঘরে, দরজাগুলো বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দু'খানা গলার আওয়াজে মতির গেছে ঘুম ভেঙে। মতি ছিল খুব পুরোণো, খুব বড় অ্যাক্টর ; অনেক ভালো ভালো পার্ট অ্যাক্ট ক'রে নাম নিয়েছে ; তার তোরাপ অতুলনীয়।

সে-কালে অ্যাক্টারে অ্যাক্টারে যে-সম্বন্ধ ছিল, তাকে বন্ধুত্ব ব'ললেও চলেনা, আত্মীয় কুটুম্বিতা ব'ললেও চলে না। তারা মা বাপ, ভাই বোন, সোমত্ত বউয়ের অসুখ হ'লে তাঁদের ঘরে একটা উঁকি মেরে মাত্র অপরাধী হ'য়ে, অ্যাক্টারদের কারুর যদি কিছু অসুখ হ'ত, তার তদ্বিরে গিয়ে দিনরাত প'ড়ে থাকতো ; কারুর বাড়ীতে কিছু নতুন খাবার জিনিষ তৈরী হ'লে লুকিয়ে এনে দু'চারজনে মিলে খেঁটে খেতো। অভিনয়-কার্য্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ ছিল, কিন্তু আর একজনের অভিনয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখলে প্রম্পটারের কাছ থেকে বই কেড়ে নিয়ে নিজে পার্ট ব'লে দিতো ; আবার কারুর সঙ্গে ঝগড়া হ'লে দাঁতে দাঁত দিয়ে বলতো—"তোর চোখদুটো উপড়ে নোবো।" মতি ওরি মধ্যে একটু বেশী তিরিক্ষি, আর মাঝে মাঝে ভারী এক বগ্‌গা হয়ে আমাদের চক্রের বাইরে গিয়ে পড়তো। অতো রাত্রে কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সে একেবারে চ'টে লাল ;—"ভদ্দর লোককে কি ঘুমুতে দেবেনা, এতো রাত্রে কার আবার গানের সখ পড় লা"—আর তার সঙ্গে দুটো একটা গালাগাল জুড়ে দিয়ে গর্জ্জন আরম্ভ ক'রে দিলে। আমরা চেঁচিয়ে বল্লম, "ওগো, তোমরা ও-ঘরে থামো, মতিবাবুর ঘুম হচ্ছেনা।" মতিবাবু চ'টেছেন শুনে এবং আমাদের মনের কথা বুঝে আগমনী ছেড়ে দিয়ে ওরা একখানা থিয়েটারের জানা-গান ধ'রলে ; সে-ঘরে আর জন-তিনচার অ্যাক্ট্রেস যারা শুতো, তারাও মতিবাবুকে প্রবোধ দেবার জন্যে কোরাসে গলা ছেড়ে দিলে। বোঝা গেল, তখন মতি বিছানায় উঠে বসেছে, আর "যাচ্ছি, ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস কচ্ছি, এসব কি ?" ব'লে তার তোরাপীগলায় চীৎকার আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। বাসার অনেকেই তখন জেগে প'ড়েচে। ম্যানেজারের ঘুম ভাঙিয়ে সেখানে নালিশ পৌঁছুবে, শোনবামাত্র কন্‌সার্টের ঘর থেকে কানাই, পাঁচু আর ত্রৈলোক্য বেরিয়ে পড়লো ; একজনের হাতে ক্ল্যারিওনেট্, আর একজন নিয়েছে কর্ণেট, আর ত্রৈলোক্য তার বাঁয়া-তবলা। দেখতে দেখতে বড় হলে মজলিস জ'মে গেল ; অপেরা মাষ্টার রামতারণের গলা আর বাজনার আওয়াজ কাণে যেতেই দশবারোজন পুরুষ আর প্রায় সব অ্যাক্ট্রেস-ই হলঘরে এসে গান ধ'রলে। রকম রকম গান, রকম রকম নকল আরম্ভ হ'লো ; নকলনেত্রী ক্ষেত্রমণি। বঙ্গের অভিনেত্রীকুলে ক্ষেতু ছিল নারীদেহে অর্দ্ধেন্দু ; এ-ছাড়া আর কোনো নামে এখনকার লোকের কাছে ক্ষেতুকে পরিচিত ক'ত্তে পারি না।

মতি তুলেচে ম্যানেজার অবিনাশ করকে ; তার ঘর থেকে হাত ধ'রে টেনে এনে আমাদের এই বাঁদরামি কাণ্ড দেখাচ্ছে। অবিনাশ একবার ম্যানেজারী গোছ একটু অভিনয় দেখাবার চেষ্টা ক'রতেই ক্ষেতু গোবিন্দ অধিকারীর দূতী-গিরির ধরণে একটি গান ধ'রে হাত জোড় ক'রে এমনভাবে তার দিকে এগুলো যে, সে দেখলে নীলকুঠীর ম্যানেজারও জল হয়ে যেতো, তা' থিয়েটারের ম্যানেজার যে খল্ খল্ ক'রে হেসে উঠবে তার আর আশ্চর্য্য কি !



পূজায় পবিত্র স্বদেশী এসেন্স

ব্যবহার করিয়া দেশীয় প্রতিষ্ঠানের কল্যান করুণ।

স্বদেশী দশ আনার এসেন্স বিদেশী দশ টাকার এসেন্সকে হার মানাইয়াছে।

পূজার উপহার ডালির শ্রেষ্ঠ মনোরম উপকরণ

অগুরিণ-সাহারা

অপরাজেয় অননুকরণীয় অতুলনায় সুগন্ধি

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া

১৯এ, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।



"চাঁদ তারা" মার্কা এলুমিনিয়মের বাসন ব্যবহার করুন।

সুন্দর, স্থায়ী, হালকা ও হাল্কা ব্যবহারে ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না। সকল কার্য্যে সমান উপযোগী।

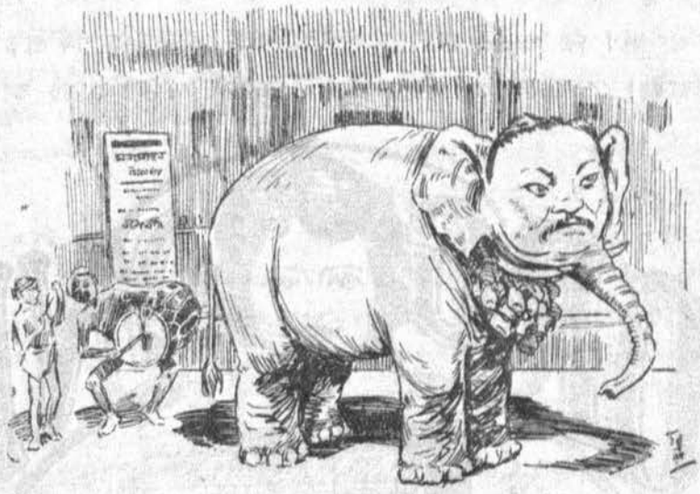
একমাত্র প্রস্তুতকারক—
দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কস
এজেণ্টস্—গোবর্দ্ধনদাস মাণেকলাল
৫৬।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা



চিত্রাভিনয়।—তৃতীয় দৃশ্য।

শ্রী অভিনেতা॥—"কী! শিশির ভাদুড়ী 'রমেশ'?—আমি থাকতে! (ভগ্নকণ্ঠে) অপরম্বা কিং তবিষ্যতি!

শ্রী অজ॥—"ব্যা—ব্যা—ব্যা-কুল হোয়ো না ভায়া, সবুরে ম্যাওয়া ফলে!"



চিত্রাভিনয়।—চতুর্থ দৃশ্য।

ট্যাঁড়াদার॥—"শ্বেতহস্তী! শ্বেতহস্তী!—আলিপুরে নয়—এবারে মনোমোহনে!"

"কাল সকালে ফার্ষ্ট থিং—আমার রেলভাড়া চাই—" ব'লে মতিভায়া মুখখানা পোঁ ক'রে হুঁকোটি হাতে বাগানের ধারে গিয়ে ব'সে রইলো।

রাত্তির তিনটের পর থেকে আরম্ভ ক'রে যতক্ষণ না বেন্দা ঘড়িতে ছ'টা বাজিয়ে ঘুম ভাঙার সময় জানিয়ে দিলে, ততক্ষণ আমরা 'সতী কলঙ্কিনী'র গান, 'আদর্শ সতী'র গান, "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ জ্বল" গান, আরও থিয়েটারী গান অনেক গাইলুম। কে একজন গোপালে উড়ের গান ধ'রতে বেলবাবু উঠে ভক্তির নাচ নাচলে, আর কালী নাচলে মালিনীর নাচ। কীর্ত্তনগান-ও বাদ গেল না। শেষ ভোর হ'তে, রাজবল্লভপাড়ায় যে প্রসিদ্ধ সখের পাঁচালীর দল ছিল, তা' থেকে "সকলি করিতে পারো শ্রীহরি, সকলি করিতে পারো শ্রীহরি"—এই গানটি গেয়ে মজলিস বরখাস্ত হ'ল। এ-গানে ম্যানেজার সাহেব-ও যোগ দিয়েছিলেন।

এক ষষ্ঠির রাত্রি আনন্দের উৎকণ্ঠায় জেগে কাটিয়েছি দশবৎসর বয়সের সময়, মাথার শিয়রে শান্তিপুরের কোঁচানো ধুতি-চাদরখানি আর চীনের বাড়ীর চক্‌চকে নূতন জুতো জোড়াটি রেখে, কলাবউ নাওয়ানোর ঢোলে প্রথম গিজ্‌দা-গিজোড় শোনবার অপেক্ষায়। আর এক সপ্তমীর রাত্রি বড় আনন্দে কাটিয়ে-ছিলুম আমার থিয়েটারী জ্ঞাত-ভাইবোনদের সঙ্গে গান গেয়ে বাঁকিপুরে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে পৌঁছে।

এই নিন মশাই, সে-কালের থিয়েট্‌ক্যাল অ্যালবাম থেকে খুলে নেওয়া একখানি ম্লানপ্রায় চিত্রপট, যখন বঙ্গের অভিনেতৃবর্গের নতুন রং-করা জীবন-পূজার মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত ছিল এক একটি আনন্দপূর্ণ মঙ্গলঘট; আর আজ তখনকার কাহিনী স্মরণ ক'রে শোনাতে শমনের গ্রাস হ'তে অবশিষ্ট রয়েছি আমি একমাত্র।

তটস্থ নট—

শ্রীঅমৃতলাল বসু

"বাউল" *

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

এ বড় বেজায় হ'লো—
বগা মোলো—
মাছের শোকে !
সেই খেদে এক বগ্‌লা বেঁড়ে—
উঠলো তেড়ে—
তমাল-ডালে নেশার ঝোঁকে !
ইসারায় গা' ছোড়েচে,
দু'কূলে দ' পড়েচে,
মরাগাঙে কোলাব্যাঙের হিড়িক বেড়েছে ;—
প্রাণ এবার থাকে কি যায়—
ধ'রেচে হায়—
কালোবরণ ছিনে-জোঁকে !!

* আসচে ১৬ই অক্টোবর লেখক রচিত "পিন্‌টুগোপাল" নামে যে নতুন প্রহসন "চিত্রাসংসদ" কর্তৃক বেতারে অভিব্যক্তিত হবে, গানখানি তারই অন্তর্ভুক্ত।

গান

শ্রীকালিদাস রায়

আজিকে বিরহে নিঠুর প্রেয়সী
তোমার মাঝারে বেঁধেছি বাসা,
মিলনে যে আশা মিটেনি রূপসী
বিরহে মিটিছে সে চির-আশা।

যবে কাছে ছিলে কাজের দোহাই
দিয়ে গৃহ-কাজে ঘুরিতে সদাই
আজিকে তাহার প্রতিফল দিতে
হয়েছি তোমার কর্ম্মনাশা।

পথের ধুলায় ধূসর করিয়া
এলায়ে দিয়াছি বেণীটি, প্রিয়া !
কপালের টিপ, ঠোঁটের রঙন
তুলিয়া লয়েছি চঞ্চু দিয়া।

শুনিতে না কানে ডাকিতাম কত,
আজিকে গর্ব্ব হয়েছে বিনত,
চোখে নাহি ঘুম কান পেতে রও
শুনিতে আমারি কূজন-ভাষা।

অর্গেন। ভারতে নূতন "অর্গে-া" মেসিনে প্রস্তুত অর্গেনা

অকাতর অর্থব্যয় ও প্রাণপাত পরিশ্রমে "অর্গেনার" রাড বোর্ড, একশেন প্রভৃতি মেসিনে প্রস্তুত করাইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নূতন ডিজাইন করিয়া বাহির করিয়াছি।

৩ অক্টেভ, ডবল রীড
সেগুন কাষ্ঠের বাক্সসমেত
মূল্য—৪৫৲

ঐ স্পেশাল
মূল্য—৫০৲

ঐ স্পেশাল, এক সেট
ব্যাসরীড যুক্ত (উদারা)
মূল্য—৫৫৲



৩॥ অক্টেভ, ডবল রীড
সেগুন কাষ্ঠের বাক্স সমেত
মূল্য—৬০৲

ঐ স্পেশাল
মূল্য—৬৫৲

ঐ স্পেশাল, এক সেট
ব্যাসরীড যুক্ত (উদারা)
মূল্য—৭০৲

অভাবনীয় সুযোগ ! ৺শারদীয়ার উপহার !
এই সুযোগ অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত পাইবেন !
প্রত্যেক অর্গেনার সহিত নিম্নলিখিত যে কোন একটি উপহার দেওয়া হইবে।

ফোন ৪৩৬ কলিঃ

বিনামূল্যে
এক বৎসরের "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা।" এই পত্রিকাখানিই বাঙ্গালার সঙ্গীত বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্রিকা। যদি কেহ একখানিমাত্র পুস্তকের সাহায্যে সকল প্রকার গীত বাদ্য সহজে কাহারও সাহায্য না লইয়া শিখিতে চান তবে এই পত্রিকাখানিই এক সময়ে খ্যাল, ঠুংরী, টপ্পা, ধ্রুপদ, সেতার, এস্রাজ, বেহালা, হারমোনিয়ম শিখাইবে। ১৩৩৫ সালের পূর্ণ একসেট পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।

বিনামূল্যে
একসেট
বাঁয়া তবলা

গ্রাম আবিদাস

আর.বি.দাস।

সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা ও
গ্রামোফোন কোং'র ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট।
৮ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"রমেশ" ও শিশিরকুমারের অভিনয়

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

—:০:—

গত মঙ্গলবার গিরিশ-স্মৃতি-বাসরে "প্রফুল্ল" অভিনীত হোয়ে গেল। সে রাত্রে অভিনয়ের দোষ-গুণ বিবেচনার সূক্ষ্ম-দৃষ্টিকে অন্ধ কোরে তর্ক-বিতর্কের ধূলা উড়লো। বিষয়-বস্তু শিশিরকুমারের রমেশ—অভিনয়। বিভিন্ন মতামতের সংঘাতে যে অমীমংসিত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হোয়েছিল—প্রকাশ্যে তাতে কোন অংশ গ্রহণ না করলেও মনের মধ্যে প্রশ্ন ওঠেনি, এ কথা বলতে পারিনে। এ ছত্র কয়টি নিজের সেই উপলব্ধিরই আত্মপ্রকাশ!

রমেশ চরিত্রের মধ্যে কি দেখি? দ্বন্দ্ব নেই, প্রতিঘাত নেই, জটিলতা নেই; আছে শুধু একটা নগ্ন diabolic tendency, যা আগাগোড়া প্রকট। রমেশ নিজের কাজ ছাড়া পরের কাজও ঢের করে—ঘটনাগুলোর পারম্পর্য্য দেয়, গতি দেয়, বৈচিত্র দেয়; plotকে ঘন কোরে তোলে; pathos কে দ্বিগুণ কোরে তোলে। এইখানেই তার সার্থকতা; এইটুকু কোরেই তার পরিসমাপ্তি।

শিশিরকুমারের অভিনয়ের মধ্যে সেদিন একটা নতুন রূপ দেখা গেল। সেটা তাঁর মোহ-নির্ম্মুক্ত নিষ্ঠা আর অবিচল সংযম। বারেকের জন্যেও অস্পষ্ট কোন অভিব্যক্তির দ্বারা তিনি দর্শক-বৃন্দের মন আকর্ষণ করবার চেষ্টা কোরে নাট্য-কলার মর্য্যাদার হানি করেন নি। রমেশের অভিনয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের বিরাটত্বকে কিছুমাত্র পরিস্ফুট না কোরে এই অনাড়ম্বর "Self-effacement"ই সেদিন বিশেষ কোরে চোখে পড়ছিল। নাট্য-জীবনে তাঁর সম্পূর্ণ নতুন অভিব্যঞ্জনা!

লোকে তাঁর রমেশের কাছ থেকে খুব বেশী কিছু আশা কোরে এসেছিল—Some sort of a Thriller! সঙ্গত হোক আর নাই হোক, দর্শক ভুলতে পারে এমন কিছু বিচিত্র pose যে তিনি অভিনয়ের মধ্যে চালিয়ে দিতে পারতেন না, একথা স্বীকার করি না; but he did not play to the gallery!

সস্তা সুনাম নেবার জন্যে অস্বাভাবিক অভিব্যক্তির মোহ কাটিয়ে যাবার ক্ষমতাই হচ্ছে শিল্পীর সকলের চেয়ে বড় পরিচয়। শিশিরকুমারের রমেশের অভিনয়ে সে পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি।

Ars est celare artem—কথাটা না মেনে অভিনয়ের মধ্যে দু চারটে clap-traps ঢোকাতে পারলে, যারা শিশিরকুমারের অভিনয়ের plainnessএ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন তাঁদের "বোধের ক্ষুধা" হয়ত মিটতো, চিত্ত-তৃপ্তিও ঘটতো; কিন্তু সত্য-সুন্দর আর্টের স্বর্ণ-বেদীতে রাঙতার আবর্জ্জনা তুলে দেওয়া হোতো; দর্শকের মনোরঞ্জন করা হোতো;—কলা-লক্ষ্মীর মুখে ম্লানিমা এঁকে দিয়ে—

এটা সবাইকার মনে রাখা উচিত, দর্শক অভিনেতা তৈরি করে না; ক্ষমতা যদি থাকে তাহ'লে যিনি সত্যকারের শিল্পী, তিনি তাঁর দর্শক তৈরি কোরে নেন। বাঙ্গালা নাট্য-মঞ্চের পাদ-প্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে শিশির কুমার এই শাশ্বত সত্যটা প্রমাণ কোরে দিয়েছেন বারবার—।

———

চলচ্ছবি-অভিনেত্রীর বিশেষত্ব

(শ্রীগিরিজাকুমার বসু)

—:০:—

আমরা যখন ভেবে দেখি যে বহু কিশোরী আর যুবতীকে চলচ্চিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হবার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় কিন্তু তার মধ্যে খুব কম সংখ্যকই 'ষ্টার' অভিনেত্রী হয়, তখনই আমরা বুঝতে পারি যে চিত্র-জগতে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর মর্য্যাদা লাভ করা ও তা' বজায় রাখা নিশ্চয়ই কোনো অসাধারণ বিশিষ্টতার উপর নির্ভর করে।

রঙ্গজগতের অভিনেত্রীর চেয়ে চিত্রজগতের অভিনেত্রীর পক্ষে জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখা যে অনেক বেশী কঠিন, এ বিষয়ে দু' মত থাকতে পারে না। উপর্য্যুপরি তিনখানি চিত্রনাট্যে খুব ভালো অভিনয় না ক'রলে, চলচ্চিত্রাভিনেত্রীর যশ ক্ষীণ হয়, নাম ডুবে যায়। কিন্তু দু' চারখানা নাটকে খারাপ অভিনয় কোরলেও, রঙ্গাভিনেত্রীর খ্যাতি অটল থাকতে পারে। ক্ষণিক নিন্দা হোতে পারে—এই মাত্র। একথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, তথাকথিত

চিরপরিচিত, চিরানুগৃহীত, চিরদিন আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্দ্ধিত
কলিকাতার সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ, সর্ব্ববিধ জামা কাপড় পোষাকের
সুসজ্জিত নিকেতন

ফ্রেণ্ডস সোসাইটি

(একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮

স্যার আশুতোষ বিল্ডিং, গোলদীঘি, কলিকাতা—বস্ত্র, জামা, পোষাক প্রভৃতি

৫৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ... ... জামা ও পোষাক।

ফ্রেণ্ডস সোসাইটীর জন্মাবধি আপনি ইহার পৃষ্ঠপোষক। চিরদিন আমরা সকল রকমে আপনার সন্তোষ বিধান করিয়া আসিয়াছি। আজও আমাদিগকে সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

ইহাই বিনীত নিবেদন।

অভিজ্ঞেরা যাই বলুন—অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব না থাকলে 'ষ্টার'-হওয়া বা 'ষ্টার' থাকা চিত্রাভিনেত্রীর পক্ষে সম্ভবই নয়।

এই গুণ বা বিশিষ্টতা কি? কাদেরই বা তা' আছে? সৌন্দর্য্য এর মধ্যে একটা বটে কিন্তু চলচ্চিত্রের স্বর্গধাম হলিউডে হোটেলে, টেলিফোনের আপিসে, দোকান ইত্যাদিতে এমন অনেক সুন্দরী মেয়ে কাজ কোর্‌ছে, যাদের সমকক্ষ সুন্দরী চলচ্ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদের মধ্যেও দেখা যাবে না। চলচ্ছবিতেই ছোটো খাটো বা ফাল্‌তো ভূমিকায় এমন অনেক সুন্দরী মেয়ে অভিনয় কোর্‌ছে, সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতা হোলে, বিচারকরা অনেক 'ষ্টারকে' বাদ দিয়ে যাদের পুরস্কার দিতেন। কিন্তু তারা বহু বছর অভিনয় কোরেও 'ষ্টার' গৌরব লাভ করে নি—আজো। মুখ আর শরীর দুই ধ'রেই এই সৌন্দর্য্যের কথা বোলেছি।

চিত্রজগতে সৌন্দর্য্যের একটা বিশেষ সংজ্ঞা আছে। কোন্ মেয়েকে কেমন দেখতে, এই ভাবে এখানে বিচার হয় না—বিচার হয় পর্দায় ছবি উঠলে কাকে কেমন দেখাবে সেই দিক দিয়ে। অধিকাংশ 'ষ্টার'-কেই বাস্তবজগতের চেয়ে চলচ্ছবিতেই বেশী ভালো দেখায়। অবশ্য এর বর্জ্জিত স্থল আছে।

'প্রেমের হাড়িকাট' (Love's Crucifixion) ও 'লাল জল-চাকা' (Monlin Ronge) নামক চিত্রনাট্য দুটিতে শ্রীমতী অল্‌জা সেকোয়া (Olga Tschechowa) নায়িকার অংশে অভিনয় কোরেছেন। তাঁর সত্যিকারের চেহারা সাদা চাদরে ফেলা চেহারার চেয়ে ভালো—এই রকম আরো কজনের আছে। মোটের উপর বেশ দেখ্‌তে, এমন মুখের দু একটা কলঙ্ক আলোক-চিত্রকরের নৈপুণ্যে ঢাকা দেওয়া যেতে পারে। আবার কাউকে সব দিক থেকেই ভালো দেখায় না। অনেক যশস্বিনী অভিনেত্রীর মুখের একটা দিকই কেবল চলচ্ছবিতে দেখানো হয়। চিত্রজগতে সৌন্দর্য্য থাকার চেয়ে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করাই হোলো বেশী দরকারী।

তিনটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। শ্রীমতী পোলা নেগ্রি, শ্রীমতী ডোলোরেস্ ডেল রায়ো, শ্রীমতী জেটা গুডল্ দেখতে খারাপ না হোলেও, নজর কোর্‌লেই বোঝা যায় যে, তাঁরা বাস্তবে যত সুন্দর, তার চেয়ে বেশী সৌন্দর্য্য তাঁরা ছবিতে প্রকাশ কোরতে পারেন। এঁদের তিনজনেরই চোখ খুব চমৎকার; সেটা খুবই গুণ সন্দেহ নেই। কিন্তু এঁদের প্রত্যেকেরই গাল ঈষৎ চোকা। খুব সামান্য—যাঁরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে এঁদের নজর করেন, তাঁরাই কেবল এটুকু ধ'রতে পারেন। কিন্তু এই ত্রুটির জন্যেই বিশেষ মানসিক উত্তেজনার সময় এঁরা তাঁদের মুখকে খুব ভারি ক'রতে পারেন—হাঁড়িপানা কোর্‌তে পারেন। যে ভাব তাঁরা প্রকাশ কোরতে চান, মুখটি তদুপযুক্ত ব্যঞ্জনার দ্বারা তাঁদের সে সময়ের ভাব সুন্দররূপে অভিব্যক্ত করে।

তার পরের গুণ হোলো অভিনয়-নৈপুণ্য। এইটের কথাই প্রথম বলা উচিত ছিল কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিকেই বোল্‌তে শোনা যায় যে অভিনেত্রীর প্রধান গুণ হোলো সৌন্দর্য্য, তাই সেইটের কথাই আগে বলা হোয়েছে। এমন দিন ছিল যখন প্রযোজকরা অভিনয়-নৈপুণ্যের উপরে সৌন্দর্য্যকে স্থান দিতেন, সেইজন্যে সেদিন মেরি পিক্‌ফোর্ডের মত দেখতে হবে এমন একটি মেয়ে সারা জগতে তাঁরা খুঁজে বেড়িয়েছিলেন।

চলচ্ছবির অভিনয়েও বিশেষ এক রকমের অভিনয়-কায়দা (technique) দরকার। কোনো শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর কৃতিত্ব কতটা তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের আর কতটা বা প্রযোজকের জ্ঞান বুদ্ধি কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে, তা' নিয়ে চিরদিনই তর্ক চ'ল্‌বে। এইমাত্র আপাততঃ বলা যায় যে, চিত্রনাট্যের অভিনয় ব্যাপার দিন দিনই উৎকৃষ্টতর হোচ্ছে, আর এখনকার প্রযোজকেরাও উঁচু রকমের অভিনয় অভিনেত্রীদের কাছ থেকে দাবী কোরছেন। রাতারাতি 'ষ্টার' হোয়ে গেলো এমন অভিনেত্রীর কথাও আমরা কাগজে প্রায়ই পড়ি। কিন্তু যদি বিশেষ তদন্ত করা যায় তো দেখা যাবে, এই সব ত্বরিতসৃষ্ট তারকা আগে থেকেই কিরণ সঞ্চয় কোর্‌ছিলো—যথাসময়ে লোকচক্ষুর কাছে তা প্রকট হোয়েছে মাত্র—সাধনাটা নিভৃতে হয় বোলে কেউ তার খবর রাখে না, প্রকাশটা হয় জনতার সামনে, তাই তারা জান্‌তে পারে।

অপেক্ষাকৃত আগেকার অভিনেত্রীদের মধ্যে শ্রীমতী পলিন ফ্রেডরিক, শ্রীমতী নর্‌মা ও কন্‌স্‌টান্স টালমাজ, শ্রীমতী লিলিয়ান ও ডোরথি গিস্, শ্রীমতী পোলা নেগ্রি এবং শ্রীমতী ক্লিস্ হেভার 'ষ্টার'-হোয়ে আজ পর্য্যন্ত 'ষ্টার'ই আছেন। এঁদের চেয়ে যাঁরা ছোটো তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী ডোলোরেস্ ডেল রায়ো, শ্রীমতী জ্যানেট গেনার ও শ্রীমতা গ্রেটা গুডল্ প্রভৃতি মাত্র কয়েকজন যথার্থ অভিনয় কোর্‌তে পারেন।

তার পরের গুণ হোলো ব্যক্তিত্ব। ইংলণ্ড ও আমেরিকার চলচ্ছবিতে এই রহস্যময় বিশেষত্বকে বলা হয় 'It'। শ্রীযুক্তা ইলিনর গ্লিন্ এই কথাটি খুব চালিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু কথাটি পুরোণো। এই 'It' যে ঠিক কি তা বুঝিয়ে বলা যায় না, 'Sex-appeal' (পুরুষত্ব বা নারীত্বের আবেদন), ব্যক্তিত্ব চমৎকারিত্ব এর যে কোনো নামই হোতে পারে। মোট কথা স্ত্রীলোকের পুরুষকে আর পুরুষের স্ত্রীলোককে আকর্ষণ করবার ক্ষমতাকে বলা হোচ্ছে 'It'। পুরুষকে আকর্ষণ করবার এই সূক্ষ্মশক্তি, চিত্রাভিনেত্রীর পক্ষে খুব

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

ড্রাম /৫ এবং /১০। আমরা আমেরিকা হইতে ঔষধাদি মেসার্স বোরিক এবং ট্যাফেল এবং জার্ম্মানীর ডাক্তার সোয়াবের নিকট হইতে আনাই।

সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স, পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউলস, পিলউল্‌স, ইত্যাদি বাজার অপেক্ষা সুলভ দরে বিক্রয় হয়। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স সুলভে পাওয়া যায়

কৃত্রিম দন্ত।

বিলাতী প্রত্যেকটীর মূল্য ৩৲ আমেরিকান প্রত্যেকটীর মূল্য ২৲

যন্ত্রণাবিহীন নিরাময়। বিচক্ষণ দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত তোলা ও পরিষ্কার করা হয়।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল-মসলা ব্যবহার করি এবং আমাদের মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ।

সুরেন্দ্র হোমিও ফার্ম্মেসী

ডেণ্টিষ্ট এণ্ড হোমিও ড্রাগিষ্ট

২ বউবাজার ষ্ট্রীট, (পশ্চাৎ) কলিকাতা।

স্বামী ব্যাপার। শ্রীযুক্তা গ্লিন বলেন, এর সব রকম দিক দিয়ে সবটা আছে শ্রীমতী ক্লারা বোর। টিকিট ঘরের আয়ও যখন শ্রীমতী বোর সম্বন্ধে এই উক্তির প্রবলভাবে সমর্থন করে, তখন আমরা শ্রীমতী ক্লারা বোকেই পুরুষের শ্রেষ্ঠতম চুম্বক বোলেই ধ'রছি—ব্যক্তিত্বের চরম উদাহরণ মান্‌ছি। মান্‌লেও, এর সংজ্ঞা ঠিক তাঁকে দেওয়া যায় একথা আমরা স্বীকার কোরতে পারছিনা কিছুতেই।



"শুভ-মিলন"—দুর্গেশনন্দিনী চিত্রনাট্যে

দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক—শ্রীমতী এ্যালিস জয়েস্ ও শ্রীমতী ক্লারা বো। মনোহারিত্ব ও মৃদুতাতেই শ্রীমতী জয়েসের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। তাঁকে বলা হয়েছে 'চিত্রজগতে সবচেয়ে বেশী লোকের ভালোবাসার পাত্রী (The most-loved woman in film-land) আর বলা হোয়েছে 'অজাতশত্রু অভিনেত্রী' (The actress without an enemy)। দুবার তিনি চলচ্ছবি থেকে বিদায় নিয়েছিলেন—দুবারই ফিরে এসে দেখলেন তাঁকে অভিনন্দিত কোরে স্বাগত জানাবার জন্যে জনসাধারণ অপেক্ষা কোরছে। চিত্রাভিনেত্রীর পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা!

শ্রীমতী ক্লারা বোর ব্যক্তিত্ব ভিন্ন রকমের। তিনি এক শ্রেণীর আধুনিক মেয়েদের প্রতিনিধি যাদের জীবন-যাত্রা অবাধ, যাদের বিরামহীন চাঞ্চল্য অনিবার 'জাজ্'-(Jazz) নৃত্যে উদ্বেল হোয়ে ওঠে।

শ্রীযুক্তা গ্লিন ব্যক্তিত্ব বা 'It' বোলতে যা বোঝেন তার তুলনা করা যেতে পারে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ উৎপাদক জলন্ত মশালের সঙ্গে—যে স্ফুলিঙ্গ মানসিক উত্তেজনার শিখাকে ক্ষিপ্র উজ্জ্বল করে—অবশেষে নিজের প্রচণ্ড তেজে নিজেই নিঃশেষ হোয়ে যায়। শ্রীমতী জয়েসের ব্যক্তিত্বকে উপমিত করা যেতে পারে কুঞ্জকাননের জ্যোৎস্নালোকিত উৎসের শীকর-ধারার সঙ্গে। এই উৎসের আশেপাশেই প্রেমের উদ্ভব হোতে পারে—রোম্যান্স অমর হোয়ে থাকতে পারে। 'সপ্তম স্বর্গে' (Seventh Heaven) শ্রীমতী জ্যানেট গেনারের ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনাও শ্রীমতী জয়েসের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির সমতুল্য।

'ব্যক্তিত্ব' মানে যাই হোক্, সৌন্দর্য্য ও তার প্রকাশ-ক্ষমতা, অভিনয়-নৈপুণ্য, এবং ব্যক্তিত্ব এই তিন হোলো শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর বিশেষত্ব, এটুকু মনে রাখলেই হবে—আর মনে রাখতে হবে এমন অনেকে আছে যারা মশালের চেয়ে কোয়ারাকেই বেশী পছন্দ করে।

প্রথম নাটক

(গল্প)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল—ডাক শোনা গেল—

আশা, আশা!

আশা হোগরিষ্ট দেহখানিকে কোন রকমে টানিয়া দোরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—এস, এস!

ইতিমধ্যে বিমল ঘরে ঢুকিয়া শায়িতা আশার হাত খানি ধরিয়া কহিল—আশা হয়ে গেছে, সব ঠিক হয়ে গেছে। আজ এই মাত্র ম্যানেজারের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা সব ঠিক হয়ে যেতেই ছুটে এসেছি তোমার কাছে।

আশা বিমলের হাতখানি নাড়িতে নাড়িতে কহিল—ভগবান তা'হলে এইবার আমাদের পানে মুখ তুলে চেয়েছেন। আমি কিন্তু বলেছি আগেই—সুদিন আসবেই আসবে, এমনি দুঃখ কি আর চিরদিন থাকতে পারে! যাক্,—এ যে দেখছি ঘামে নেয়ে উঠেছ একেবারে। তুমি জামা ছেড়ে ফেল, গা মুখটা মুছে ফেল আগে, তারপর সব শুনি—

বিমল জামা ছাড়িয়া গামছা দিয়া গা মুছিতে মুছিতে বলিল—আশা—নাটকখানা আমার থিয়েটারে নিয়েছে, দু'তিন দিন মধ্যেই রিহার্সেল চড়বে। পোষাক পরিচ্ছদ, দৃশ্যপট এ সবও তৈরীর ব্যবস্থা হচ্ছে। ম্যানেজার তো বল্লেন মাসখানেকের মধ্যেই সম্ভবতঃ অভিনয়ের জন্যে ঠিক হতে পারবে।

স্বামীর পানে গর্ব্বিতভাবে চাহিয়া আশা বলিল—তুমি এসে আমার পাশে বসে সব বল আমি শুনি। এ সব শুনতে আমার কেমন ভাল লাগছে। আজ যেন অনেকটা ভাল বোধ কচ্ছি—

বিমল আশার পাশে বসিয়া বলিল—আশা লক্ষ্মীটি আমার, আর কটা দিন মাত্র কষ্ট সয়ে থাক, তারপর নাটকের অভিনয় আরম্ভ হলেই আমাদের অবস্থা ফিরে যাবে। তখন তোমায় আমি এর চেয়ে অনেক সুখে আরামে রাখতে পারবো। অভাবে দারিদ্র্যে লক্ষ্মী আমার তুমি কি হয়ে গেছ, আবার অর্থ যদি হয়, সুখের দিন যদি ফিরে আসে, তবে তোমায় ভাল করে তোলাই যে আমার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য আশা!

আশা হাসিয়া বলিল—বেশ বেশ, তা তুমি কোরো। তার পর টাকা পয়সার কি ঠিক হোল থিয়েটারের সঙ্গে!

বিমল বলিল—সবই নির্ভর কচ্ছে—নাটক কেমন উৎরে যায় তারই উপরে। বেনিফিট নাইট তো পাবই—তার উপরে নাটক যত অভিনয় হবে রোজকার একটা কিছুও পাব—

আশা বলিল—বেশ, দেখো তোমার নাটক খুবই উৎরে যাবে, আমি বলছি।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানা আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল।

বিমল বলিল—নাটকখানা হয়ে গেলেই আমি তোমায় নিয়ে পুরী যাব, পুরীতে গেলে দেখো সেখানকার হাওয়া আর সমুদ্র স্নানেই তোমার শরীর ভাল হয়ে যাবে, আমি নিজে ধরে তোমায় সমুদ্র স্নান করাবো।

আশা হাসিয়া বলিল—আমারও সমুদ্র স্নান করা অভ্যাস আছে, সেবার যখন আমি পুরী ছিলুম তখন স্নানে যত আমোদ পেতুম এমন আমোদ আর কিছুতেই পাই নি।

বিমল বলিল—ওঃ, সে তো তোমার বিয়ের আগের কথা, আর তখন তোমার শরীরও তো ভাল ছিল, এমনি দুর্ব্বল তো আর হও নি।

আশা হাসিয়া স্বামীর হাতখানি ধরিয়া কহিল—আজকের আনন্দে আমার শরীরের দুর্ব্বলতার কথা অসুখের কথা সব ভুলেই গেছি যে, তা তোমার সঙ্গে স্নানে আমার যা আনন্দ হবে! এখন ভগবানের ইচ্ছায় তোমার বইখানির অভিনয় হয়ে যায়, আমি ভাল হয়ে উঠি—

বিমল স্ত্রীর পাশে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কহিল—আশা লক্ষ্মী আমার, তুমি ভাল হয়ে উঠবে, এত আশা আমার ভগবান কখনই নিরাশ করবেন না। তোমার ইচ্ছায় নাটকও উৎরে যাবে আমার দেখো! তুমি যে লক্ষ্মী আমার!

(২)

স্বামীর কৃতকার্য্যতায় আশার হৃদয় গর্ব্ব ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তার ম্লান গণ্ডে আবার লাল আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, দীপ্তি-হীন চোখে আবার যেন নূতন জ্যোতি আসিয়াছিল। অভাবের দিনে সুন্দরী আশার যে সৌন্দর্য্য ক্রমে ক্রমে ঝরিয়া পড়িতেছিল আজ আবার সুখের দিনের আগমন সম্ভাবনায় তাহাই ফিরিয়া আসিতেছে ভাবিয়া বিমল উৎফুল্ল হইতেছিল। বিমল মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া বলিত—হে ভগবান আমার আশা-রাণীকে আমার জীবনভোর ভোগ করিতে দাও—তাহাকে তোমার নির্ম্মম হস্তের পরশে আমার কাছ থেকে কাড়িয়া নিও না।

আশার কুহকে বিমল ভাবিত ক্ষয় রোগ হইতে আশা ক্রমে নব-জীবনের আলোক লাভ করিতেছে। কিন্তু এ কি সত্যই তাই, না উত্তেজনার আলো ও বর্ণ বৈচিত্র্য মাঝে মাঝে আশার দেহে ছাপ মারিয়া যাইতেছে! তবু বিমলের প্রেমিকের মন—সহস্র নিরাশার মধ্যেও আশার আলো আসিয়া ভালোবাসার জনের মঙ্গল কামনার মধ্য দিয়া চিত্তে শান্তি আনিতে চাহিতেছে। স্বামীর ভাব দেখিয়া আশা বলিত—নাটক অভিনয় হচ্ছে—সুদিন আসছে তবু আমার দিকে চেয়ে এত ভাবো কি?

চিন্তাচ্ছন্নভাবে বিমল বলিত—কিছু না—তুমি ভাল হয়ে ওঠ, লক্ষ্মী আমার!

(৩)

একদিন রাত্রে রিহার্সেল হইতে ফিরিতে বিমল সিঁড়ির উপর হইতেই ডাকিতেছিল—আশা আশা, দেখ আজ কি এনেছি তোমার জন্যে—

বিমল ঘরে ঢুকিতেই আশা হাত বাড়াইয়া বলিল—এস এস, দেখি কি এনেছ!

বিমল লাল, নীল নানা রঙের চিত্রবিচিত্র একখানি হ্যাণ্ডবিল আশার হাতে দিয়া বলিল—দেখ দেখি।

আশা কম্পিত হস্ত উঠাইয়া হ্যাণ্ডবিল খানি পড়িল। অভিনয়ের নাট্য-খানির বড় বড় অক্ষরগুলির উপরে তাহার স্বামীর প্রিয় নামটি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। আশা মুগ্ধ দৃষ্টিতে হ্যাণ্ডবিল খানি দেখিতে লাগিল, এত সুন্দর এত মধুর কোন জিনিষ বুঝি আর তাহার স্বামীও তাহাকে জীবনে উপহার দেয় নাই।

সুগভীর তৃপ্তির একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আশা কহিল—তা হলে এই শনিবারেই তো অভিনয় হচ্ছে। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও আমার বড় দুঃখ হচ্ছে যে তোমার নাট্যের প্রথম অভিনয় দিনে আমি বোধ হয় যেতে পারবো না। আচ্ছা তুমি আমায় ফেলে একলাটি যেতে পারবে তো—তোমার কেমন কেমন লাগবে না প্রিয়তম?

স্ত্রীর কথায় বিমল যেন চমকাইয়া উঠিল। আশাকে ছাড়িয়া যে তাহার প্রথম নাট্যের অভিনয় তাহাকে দেখিতে হইবে এ কথা সে একবারও ভাবে নাই। পত্নীর কথায় এই নির্ম্মম সত্যটা মনে জাগিতেই বিমল কহিল—তুমি—তুমি যাবে না, আমি একা যাব নাটক দেখতে? আমিও যাব না, আমি তোমার কাছেই থাকব রাণী আমার!

ম্লান হাসিয়া আশা কহিল—কি যে বল তুমি পাগলের মত—নিজের নাটকের প্রথম অভিনয় দেখতে যাবে না, সে কি কথা! ও সব কথা চলবে না, আমি জোর করে তোমায় পাঠিয়ে দেব!



সন্ধ্যা-দীপ

বিমল কহিল—কিন্তু আশা তোমায় এমনি রেখে আমার প্রথম নাট্যের প্রথম অভিনয় দেখেও যে আমি কিছু আনন্দ পাবো না।

আশা কহিল—কেন পাবে না, দেখো নাটক যখন জমে উঠবে, দর্শকেরা যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে করতালি দেবে, তোমায় অভিনন্দন করবে তখন দেখো কত ভাল লাগবে!

বিমল মলিন মুখে কহিল—কিন্তু আশা, তুমি তো জান সহস্র দর্শকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার চেয়ে তোমার সুন্দর হাসিটুকুর দাম আমার কাছে কত বেশী! আর দর্শকদের নিন্দা প্রশংসা সেও তুমি পাশে থাকলে আমি যে ভাবে সহ্য করতে পারবো তুমি পাশে না থাকলে কি আর তাই পারবো!

আশা সস্নেহে স্বামীর হাত খানি হাতে নিয়া বলিল—দেখো, দর্শকেরা

সকলে প্রশংসাই করবে, এই প্রথম নাট্যেই তোমার জয়জয়কার পড়ে যাবে।

বিমল আশার শুষ্ক ঠোঁটে নিজের ঠোঁট দুখানি রাখিয়া বলিল—তোমার জন্যেই যে এ নাটক রচিত হতে পেরেছে আশা আমার, এর প্রশংসা যে তোমারই প্রাপ্য

স্বামীর স্নেহ-পরশে গলিয়া আশ কহিল—তা আমার যা পাওনা সে আমি তোমার কাছ থেকেই সব বুঝে নেব, সেকি আর আমি ছেড়ে কথা কইব নাকি? অভিনয় দেখে এসে তখনি আমায় সব জানাতে হবে কিন্তু—

বিমল কহিল—বাঃ তা আবার জানাব না

ঠিক হইল বিমল তাহার নাট্যের প্রথম অভিনয় দেখিতে যাইবে।

(৪)

পরদিন প্রাতে ডাক্তার আসিয়া আশাকে দেখিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিবার পর গাড়ীতে উঠিবার সময় বিমল কহিল—কেমন দেখলেন আজ ডাক্তার বাবু—

ডাক্তার একটু থামিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—না—না, বিশেষ ভাল নয় বিমল বাবু! আর দেখবেন এ অবস্থায় কোন রকম সামান্য উত্তেজনার কারণও যেন না ঘটে! ক'দিন থেকে দেখছি ইনি অত্যন্ত উত্তেজনার ভেতর কাটাচ্ছেন, এ অবস্থায় এমন ব্যাপার সাংঘাতিক। তার উপর এখন এ রকম বদ্ধ নোংরা জায়গার চেয়ে কোন খোলা স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে এর একমাত্র চিকিৎসা। যত শীগ্‌গির পারেন তাই করুন। অবশ্য এখন এ রকম অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ভাল মন্দ যা হয় একটা কিছু বুঝতে পারবেন—তখন যেন আর দেরী করবেন না।

বিমল কহিল—হাঁ আমিও চেষ্টায়ই আছি।

ডাক্তার বলিলেন—হাঁ তাই দেখুন, আর কোন রকম উত্তেজনার কারণ যেন না ঘটে—সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

উভয়ে নমস্কার বিনিময় করিতে ডাক্তারের গাড়ী ছাড়িয়া গেল।

(৫)

বিমলের প্রথম নাট্যের প্রথম অভিনয়ের দিন। বিকেল হইতে আশা বিমলকে জামা কাপড় পরিয়া ঠিক হইতে বলিতেছিল। সন্ধ্যার প্রাকালে সে স্বামীর চুল গুলি নিজের হাতে ঠিক করিয়া দিয়া, তাহার রুমালে এসেন্স দিয়া বিদায় দিবার কালে কহিল—দেখো, নাটক হয়ে গেলে আসতে যেন আর এক মুহূর্তও দেরী করো না। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসো। আমি যে কি ভাবে অপেক্ষায় বসে থাকবো!

উত্তেজিত ভাবে আশা কথা কহিতেছিল। তাহার কাটাকাটা নিঃশ্বাস দ্রুত পড়িতেছিল, তাহার মুখখানি ক্ষণে ক্ষণে জবাফুলের মত লাল ও চক্ষু দুটি যেন জ্বলিতেছিল—

বিমল বলিল—নাটক হয়ে যাবা মাত্র আমি আসবো। লক্ষীটি তুমি, আমায় বিদায় দাও—

আশা মুখখানি বাড়াইয়া কহিল—একটা চুমো—

বিমল পত্নীকে চুমো দিয়া বাহির হইয়া যাইতে আবার ফিরিয়া চাহিল।

আশা কহিল যাও তুমি, এসো গিয়ে তাড়াতাড়ি—

বিমল কহিল—কেমন যেন তোমায় ছেড়ে যেতে পা চলছে না আজ, বল তো থাকি আশা।

বিমল ফিরিয়া আসিয়া পত্নীকে দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—এ কি আশা, তোমার চোখে জল—

আশা কহিল—না না—তোমায় ছেড়ে দিতে কেমন যেন মন চাইছে না—তাই—

বিমল কহিল—তবে বলতো আমি থাকি—

আশা বলিল—না না—আমি তোমার মুখ থেকে সব শুনবো যে। তুমি একটুও দেরী কোরো না যেন, আর নাটক হয়ে গেলে—সব এসে আমায় বলতে হবে কিন্তু! আমি জানি এ নাটক তোমার খুব প্রশংসা পাবে। দর্শকদের প্রশংসা আর করতালির চোটে আমায় আবার ভুলে থেকো না যেন!

আশা উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিল—বিমল পত্নীর কপোলে চুম্বন করিয়া ঘর ছাড়িয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

(৬)

বিমল একাকী বসিয়া তাহার প্রথম নাট্যের প্রথম অভিনয় দেখিতেছিল। দুই অঙ্ক হইয়া গেল, এইবার তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ। দর্শকেরা নীরবে শুনিতেছিল, অপ্রশংসার অসন্তোষ জ্ঞাপন কিম্বা প্রশংসার উচ্ছ্বাস ব্যঞ্জনা এখনো কিছু আরম্ভ হয় নাই। তৃতীয় অঙ্কই সব চেয়ে জম-জমাট। দু' একটি দৃশ্য হইতেই বোঝা যাইতে লাগিল যে দর্শকেরা নাটকখানি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতেছে।

বিমল অভিনয়ের কথা বা পাত্র পাত্রীর ভাবভঙ্গী কিছুই দেখিতেছিল না, দর্শকদের নিশ্বাসগুলি জমাট হইয়া যেন তাহার অন্তরের দুয়ারে ঘা মারিতেছিল। আর সে দেখিতেছিল তাহার স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে তাহার পত্নী আশার রোগকাতর শীর্ণ দেহখানি—আর সে চোখের সেই স্নেহ সোহাগ-ভরা দৃষ্টি।

চারিদিক হইতে শুধু শোনা যাইতেছিল—চমৎকার নাট্য, একেবারে নূতন ভাব, নূতন কল্পনা, সুন্দর-সুন্দর—কাণে এই শুনিতে শুনিতে কল্পনা-দৃষ্টিতে বিমল দেখিল প্রশংসা-বাণী শুনিতে শুনিতে তাহার আশা শ্বাসকষ্টের মধ্যেও যেন হাসিতে মুখখানি ভরাইয়া অসীম তৃপ্তিতে তাহার পানে চাহিল।

বিমল আর বসিতে পারিল না, বক্স হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া একেবারে রাস্তায় পড়িয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া বলিল—চালাও জোরে—

শীতের জমাট বাতাস ভেদ করিয়া ট্যাক্সি ছুটিয়া চলিয়াছে আর ট্যাক্সির ভেতরের আরোহীটির হৃদয়ও যেন সহস্র ভাবে বিভক্ত হইয়া উন্মাদ নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে।

ট্যাক্সি থামিতেই পাওনা চুকাইয়া দিয়া বিমল একেবারে দৌড়াইয়া নিজের ঘরে গেল। কেহ তাহার জন্যে জাগিয়া নাই, কেহ তাহাকে 'এস' বলিয়া ডাকিল না। মৃদু আলোতে বিমল দেখিল আশা তেমনি বিছানায় শুইয়া আছে—বিমল তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুমো দিল, আদর করিল, প্রিয় নাম ধরিয়া কতবার ডাকিল। কিন্তু সে একটি কথাও কহিল না। তেমনি নিস্পন্দ অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

প্রথমে বিমল ইহা লক্ষ্য করে নাই, পরে কম্পিত বক্ষে আলো উঠাইয়া তাহার আশার দেহখানি ভাল করিয়া দেখিল—কই সে ম্লান মুখের মৃদু হাসি, কই সে শীর্ণ বক্ষের আনন্দ স্পন্দন—কই বাহুর সে স্নেহ-পরশ—কোথায় চোখের সে চাহনী! নিদ্রা, চির-নিদ্রা? না উত্তেজনার পর অবসাদ! না তাহার বিজয়-মুহূর্তেই তাহার হৃদয়লক্ষ্মী তাহাকে ছাড়িয়া অনন্তের পথে যাত্রা করিয়াছে?

বিজয়-রজনীর গভীর নিশীথে বাক্যহীনা জীবন-সঙ্গিনীর নীলাভ তুষার শীতল মুখখানির উপর মুখ রাখিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে বিমল কহিল—আশা আশা, কথা কও—কথা কও।

কথা কেহ কহিল না—একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটা শুধু বিমলের জীবন-নাট্যের উপর দিয়া বিকট পরিহাস করিয়া বহিয়া গেল।

বাংলা নাটকের গোড়ার কথা

—ও ইংরেজী আদর্শ—

বিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এ,

বাংলা নাটকের গোড়ার শিশু-অবস্থাটা যাত্রা-নাটকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ইংরেজীতে যেমন মিষ্ট্রী, মিরাক্‌ল্ এবং মরালিটী বিষয়ক নাটক আছে, বাংলার যাত্রা-নাটকগুলিও—একেবারে হুবহু না হইলেও—মোটামুটি সেই পর্য্যায়ভুক্ত। উভয়শ্রেণীর নাটকই ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় গীতি-নাট্য।

ইংরেজী নাটকগুলির উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছিল যীশুখ্রীষ্টের জীবন এবং খ্রীষ্টান মহাপুরুষদিগের অলৌকিক কাহিনী হইতে আর বাংলা যাত্রা-নাটকগুলি লিখিত হইয়াছিল রামায়ণ ও মহাভারত হইতে। উভয়ের মধ্যে তফাৎ এই যে, ইংরেজীগুলির প্রচারক ছিলেন খ্রীষ্টান মিসনারীরা আর বাংলাগুলির প্রচারক দেশের সাধারণ লোক। দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে যাহাদের রঙ্গ-পিপাসা প্রবল ছিল তাহারাই একটা যাত্রার দল গড়িয়া পেশাদারী ভাবে দেশে দেশে ঘুরিত এবং সাধারণতঃ কোন উৎসব উপলক্ষে তাহাদের মধুর সঙ্গীতে ও অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করিত। খ্রীষ্টান মিসনারী-দের কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারটাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহা ছাড়া ইংরেজী নাটক যেমন গোড়ার যুগে ঐ সব মিষ্ট্রি নাটক হইতে গড়িয়া উঠিয়াছিল, বাংলা নাটকের ইতিহাস কিন্তু তাহা নয়। যাত্রা-নাটকের মধ্যে যদিও নাটকীয় অনেক বিশেষত্বই বর্ত্তমান ছিল, তথাপি ঐগুলিকে একটি বিশেষ শ্রেণী বলিয়া সরাইয়া রাখা হইয়াছিল। বাংলা নাটক গড়িয়া উঠিয়াছিল ইংরেজী প্রভাবের আব্ হাওয়ায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কলিকাতায় প্রথম ইংরেজী নাটকের অভিনয় হয়। তখন বাংলার রসিক-সমাজের মধ্যে এই অভিনয় একটা নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি করে। তাঁহাদের মধ্যে অভিনয় করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তখনও অভিনয়োপযোগী একখানিও নাটক প্রচলিত ছিল না। সেই জন্য ১৮৩২ খৃঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের অধিনায়কত্বে যখন একটা অভিনয়ের আয়োজন হয়, তখন তাঁহারা ভাল নাটক না পাইয়া উইলসন সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত "উত্তররাম-চরিতে"র অভিনয় করেন। কিন্তু সে অভিনয় সেরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ইংরেজী নাটকের অভিনয় তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে এক নূতন সাড়া আনিয়া দিয়াছিল, তাই যখন তাঁহারা নূতন নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন, ঐ আদর্শেই লিখিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে "ভানুমতি-চিত্ত-বিলাস" (মার্চ্চেণ্ট অব্ ভেনিসের অনুবাদ) নামক একখানি নাটক সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হইল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে আর একখানি নাটক বাহির হইয়াছিল, সেখানিকে আমরা বাংলার আদি নাটক বলিতে পারি। সেখানির নাম "ভদ্রার্জ্জুন"। যদিও এই নাটকখানির ভিতরে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের বড়ই অভাব ছিল, তথাপি এবং ইংরেজী আদর্শে রচিত হওয়াতে, ইহার একটি বিশেষ আদর হইয়াছিল। ইহার লেখক তারাচরণ শিকদার এই পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি সংস্কৃত নাটকের সব নিয়মই বর্জ্জন করিয়াছেন—অর্থাৎ সংস্কৃত নাটক-রচনার পদ্ধতি—নান্দী, সূত্রধার, নট, নটী, প্রস্তাবনা প্রভৃতি বাদ দিয়া ইংরেজী নিয়ম অনুসারে অঙ্ক এবং দৃশ্য বিভাগ করিয়া রচনা করিয়াছেন। লেখক দুঃখ করিয়া আরও লিখিয়াছেন যে, বাংলা নাটকের যেরূপ অভাব, তাহাতে এরূপ নূতন আদর্শে আরও নূতন নাটক রচিত না হইলে এই সাহিত্যের উন্নতির উপায় খুব কম।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন বাংলার সাহিত্য-গগনে এমন একজন শক্তিশালী নাট্যকার জন্মগ্রহণ করিলেন যে, তাঁহার জন্মগ্রহণের পর হইতে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের চেহারা একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রামনারায়ণের "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" প্রকাশিত হইল। এই নাটকখানি সংস্কৃত আদর্শে সমসাময়িক ঘটনা লইয়া লিখিত হইয়াছিল এবং ইহার ভিতরের সাংসারিক চিত্রখানি বেশ স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই নাটকে যে দোষ-ত্রুটি ছিল সেটি সংস্কৃত আদর্শকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে গিয়াই ঘটিয়াছিল। এই নাটকখানি সংস্কৃত আদর্শে লিখিত হইলেও, রামনারায়ণের "নবনাটক" ইংরেজী আদর্শেই রচিত হইয়াছিল। এই নাটকখানি পড়িলে বেন্ জোন্‌সনের 'টাউন এণ্ড কানট্রি গার্লস' মনে পড়িয়া যায়। রামনারায়ণ যদিও সংস্কৃতে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি 'নবনাটক' রচনা কালে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজীর সঙ্গে একটা সন্ধি করিয়াছিলেন। 'নান্দী', 'নট,' 'নটী' প্রভৃতি রাখিয়াও; তিনি ইংরেজী আদর্শ অনুসারে নাটকের দৃশ্য ও চরিত্র-সাজাইয়া ছিলেন।

ইহার পর আসিলেন মাইকেল। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মাইকেল ইংরেজী সাহিত্যের রচনা-পদ্ধতিকে হজম করিয়া বাংলা রচনা-পদ্ধতির একটা নূতন রূপ দিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইল। রাজা প্রতাপচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর হইলেন ইহার

গোল্ড মেডেল
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ



পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠাইবেন

অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা।
ষ্টাইল নং ৩এ—„ ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।
ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৩এ, কালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
ফোন নং—৩২৫৮

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট সংস্করণ
মাত্র ৭টী ঔষধ
মূল্য ১৲

বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

কর্ণধার। রামনারায়ণের "রত্নাবলী" অভিনয় হইবে ঠিক হইল, কিন্তু সেই সময়ে অনেক ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক অভিনয় দেখিতে আসিতেন বলিয়া মধুসূদনকে দিয়া উহার একটি ইংরেজী অনুবাদ করাইয়া লওয়া হইল। মধুসূদনের এই প্রথম বাংলা নাট্যশালার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তারপরে তিনি 'শর্ম্মিষ্ঠা' লিখিলেন। 'শর্ম্মিষ্ঠা' রচনার পর মাইকেল তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন যে শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের মধ্যে অনেক বিদেশী জিনিসকে তিনি স্থান দিয়াছেন। তিনি আরও লিখিলেন যে, বিদেশের ভাল জিনিসগুলিকে যখন অনায়াসেই এইরূপ ভাবে নিজের করিয়া লওয়া গিয়াছে, তখন সেইটিই নাকি বাঙ্গালা ভাষার সজীবত্বের মস্ত লক্ষণ।

—আর বেশীদূর যাইব না। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বাংলা নাট্যশালা ও বাংলা নাটক দুয়েরই গোড়াপত্তন হইয়াছিল ইংরেজী আদর্শে এবং ইংরেজী আদর্শেই আজ উহা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। ইংরেজী আদর্শে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই আজ বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে সম্মানের সহিত বাংলা-নাটকের অভিনয় হইতেছে!

প্রাচীন ভারতে রঙ্গালয়

—:০:—

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ,

প্রাচীন ভারতের রঙ্গালয়ের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার আছে। তাহা এত বিস্তৃত যে একটি প্রবন্ধে তাহার সমাপ্তি করা সম্ভব নহে। রঙ্গমঞ্চের কথা উঠিলে প্রথমে উহার পরিমাপের ও আকৃতির কথা মনে পড়ে। অতএব, বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাট্যশাস্ত্রোক্ত প্রেক্ষাগৃহের পরিমাপের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

নাট্যশাস্ত্রে মহর্ষি ভরত প্রেক্ষাগৃহের ত্রিবিধ সন্নিবেশের উল্লেখ করিয়াছেন :—

(১) **বিকৃষ্ট**—বিভাগতঃ কৃষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘ; সমকোণ চতুর্ভুজাকৃতি—অথচ সমচতুরস্র নহে। বিস্তার অপেক্ষা দৈর্ঘ্য অধিক—যাহাকে ইংরাজীতে **Rectangular** বলে;

(২) **চতুরস্র**—সমকোণ চতুর্ভুজাকৃতি—দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে সমান—**Square**;

ও (৩) **ত্র্যস্র**—ত্রিভুজাকৃতি, সমত্রিকোণ, সমত্রিবাহুক—অনেকটা **Equilateral Triangl** এর মত।

এই ত্রিবিধ সন্নিবেশ ছাড়া ত্রিবিধ প্রমাণ অর্থাৎ পরিমাণের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে :—

(১) **জ্যেষ্ঠ**, (২) **মধ্যম**, ও (৩) **কনিষ্ঠ**।

নাট্যশাস্ত্রের একটি পাঠান্তর পাওয়া যায়,* যাহাতে বলা হইয়াছে যে, বিকৃষ্টের প্রমাণ জ্যেষ্ঠ, চতুরস্রের মধ্যম ও ত্র্যস্রের কনিষ্ঠা। কিন্তু প্রসিদ্ধ টীকাকার আচার্য্য অভিনবগুপ্ত এ পাঠান্তরটির প্রামাণিকত্ব স্বীকার করেন নাই; অতএব ঐ তিনটি শ্লোকের ব্যাখ্যা তৎকৃত "অভিনব ভারতী"তে প্রদত্ত হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, বিকৃষ্টই জ্যেষ্ঠ পরিমাণ, চতুরস্রই মধ্যম ও ত্র্যস্রই কনিষ্ঠ—এরূপ বিভাগ করা সমীচীন নহে। পক্ষান্তরে বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র—ইহাদের প্রত্যেকটিই জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। অতএব, রঙ্গালয়ের নয় প্রকার ভেদ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া গ্রহণযোগ্য।

এই নয় প্রকার বিভিন্ন সংস্থানের রঙ্গালয়ের প্রত্যেকটি আবার হস্ত ও দণ্ডগত পরিমাপ ভেদে দ্বিবিধ। অতএব, রঙ্গগৃহের মোট ভেদ সমষ্টাদশটি :—

(১) জ্যেষ্ঠ বিকৃষ্ট—অর্থাৎ ১০৮ হাত দীর্ঘ ও ৫৪ হাত প্রস্থ;
(২) জ্যেষ্ঠ চতুরস্র—প্রতি পার্শ্ব ১০৮ হাত;
(৩) জ্যেষ্ঠ ত্র্যস্র—প্রতি পার্শ্ব ১০৮ হাত;
(৪) মধ্যম বিকৃষ্ট—৬৪ হাত × ৩২ হাত;
(৫) মধ্যম চতুরস্র—৬৪ হাত × ৬৪ হাত;
(৬) মধ্যম ত্র্যস্র—প্রতি পার্শ্ব ৬৪ হাত;
(৭) কনিষ্ঠ বিকৃ—৩২ হাত × ১৬ হাত;
(৮) কনিষ্ঠ চতুরস্র—৩২ হাত × ৩২ হাত;
(৯) কনিষ্ঠ ত্র্যস্র—প্রতি পার্শ্ব ৩২ হাত।

হস্তগত ভেদে আরও প্রেক্ষাগৃহ এই নয় প্রকার। এইরূপ দণ্ডগত ভেদে আরও নয় প্রকার। অতএব মোট ভেদ অষ্টাদশ প্রকার। এক দণ্ড চারি হস্তের সমান।

ইহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরিমাণ দেবগণের উপযোগী, মধ্যম নৃপগণের, এবং কনিষ্ঠ সাধারণ জনগণের উপযোগী বলিয়া কথিত হইয়াছে। মুনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, প্রেক্ষাগৃহের এতগুলি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে মধ্যম পরিমাণটিই প্রকৃষ্ট। কারণ, একমাত্র উহাতেই পাঠ্য ও গেয় বস্তু অত্যন্ত সুখশ্রাব্য হইয়া থাকে। প্রেক্ষাগৃহ যদি অধিক বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে রঙ্গমঞ্চটি প্রায়ই পিছনের দর্শকগণের নিকট হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। সুতরাং সে রঙ্গমঞ্চে নাট্য প্রয়োগ করিলে, অভিনেতৃদিগের কণ্ঠস্বর শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় না। আর শেষ পর্য্যন্ত সকলকে শুনাইবার উদ্দেশ্যে অভিনেতা যদি অধিক প্রযত্ন সহকারে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করেন, তাহা হইলে সে অভিনয় বিকৃতিভাব প্রাপ্ত হয়—স্বাভাবিক হয় না। তাহা ছাড়া অভিনেতার মুখগত ভাবের বিকাশ ও পরিবর্ত্তন, দূরবর্ত্তী দর্শকের চক্ষুতে স্পষ্ট প্রতিভাত না হওয়ায় সকলকে সমভাবে আনন্দদানে সমর্থ হয় না। অতএব প্রেক্ষাগৃহের মধ্যম পরিমাণই সকলের অভিলষিত। এই মধ্যম পরিমাণের মধ্যে আবার বিকৃষ্ট মধ্যম পরিমাণ (হস্তগত) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ ৬৪ হাত দীর্ঘ ও ৩২ হাত প্রস্থ প্রেক্ষাগৃহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। মুনি বলিয়াছেন :—

"চতুঃষষ্টি করান্ কুর্য্যাৎ দীর্ঘত্বেন মণ্ডপম্।
দ্বাত্রিংশতং চ বিস্তারান্মর্ত্যানাং যো ভবেদিহ॥"

(নাট্যশাস্ত্র, ২ অঃ। ২৬ শ্লোক)

ইহা অবশ্য মানবগণের উপযোগী। দেবগণের কথা স্বতন্ত্র।

* নাট্যশাস্ত্র (বরোদার সংস্করণ)—অধ্যায় ২, শ্লোক ১২-১৪—পৃষ্ঠা ৫১ এবং ২৪-২৬, পৃঃ ৫৪-৫৫।

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী

এবার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার— গরদের ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

স্বদেশী সিল্কের দাম খুব কমিয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

এন, এম্, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং

পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা

১১নং কলেজ স্কোয়ার. ক'লকাতা

আমাদের লেখকগণই আমাদের পরিচয়

সকলগুলি বইই সুন্দর ছাপা, সুদৃশ্য বাঁধাই. চমৎকার লেখা

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

পুষ্পপাত্র ১।০

সপ্তপাত ১।০

জয়শ্রী ।৵০ আনা

শ্রীবিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

শান্তা ১।০

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী প্রণীত

চামেলী ১৵১০

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

ফরাসী ষোড়শী ১৲ টাকা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

ঝড়ের যাত্রী ২৷৷০ টাকা

মালাচন্দন ১।০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

আঁধ ২৷৷০

স্ত্রীবুদ্ধি ১৸০

পিয়াসী ১।০

মৃণাল ১।০

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

বহুবচন ১।০ আনা

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

লীণার শিক্ষা ১৸০

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

খেয়া খেসারৎ ১।০

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

অজয় সিংহ ৩৲ টাকা

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রণীত

প্রবাসী ১৷৷০ আনা

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত

তন্বী ১০

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত প্রণীত

কমলের দুঃখ ২৲ টাকা

শ্রীভবানীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ভুলের ফল ১৲

৺রজনীকান্ত সেন প্রণীত

অমৃত-৷৷০ সদ্ভাবকুসুম-৷৷০

অভয়া-১৵০ শেষদান-১।০

আনন্দময়ী—১৲

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

জাপান ২।০

মোহম্মদ বরকতুল্লা প্রণীত

পারশ্য প্রতিভা ১।০

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী প্রণীত

মহাত্মা গান্ধী ।৵০

রা: শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর প্রণীত

সুবলসখার কাণ্ড ১৵০

ভয়ভাঙ্গ ৷৷৵০

শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত

পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র ২।০

শ্রীসুকুমরারঞ্জন দাস প্রণীত

ভাঙ্গাগড়া—।৵০

শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

দেবীর দুয়ারে—১৲

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

পল্লীচিত্র-২৲ পল্লীবৈচিত্র-২৲

পল্লীচরিত্র—১।০

ছেলেমেয়েদের বই—

অসংখ্য ছবি ! মজাদার গল্প !! চমৎকার ছাপা !!!

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

তালপাতার শিপাই—১৲

ঢেঁকির কীর্ত্তি-৸০

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী প্রণীত

লালটুপী-৷৷০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ফুলের পাখা-৷৷০

শ্রীমতী মনোরমা দেবী প্রণীত

ধ্রুব-৷৷০

জন্মাষ্টমী-১৷৷০

আমাদের দোকানে সকল রকম বাংলা বই পাওয়া যায়।

আমাদের কয়েকখানি ইংরেজী বই—

Politics of Boundaries by Prof. Benoy Kumar Sarkar	Rs. 3-8 as.
Greetings to Young India Do	Rs. 1
Rajha Ram Mohun Roy by Brojendranath Banerjee	Rs. 1-4 as.
All About the Khilafat by M. H. Abbas.	Rs. 2-4 as.

বাড়ী-ভাড়ার বিজ্ঞাপন

—:*:—

(শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)

পূজার ছুটির মাসখানেক পূর্ব্ব হইতে গৃহিণী জোর-তাগিদ সুরু করিয়াছিলেন, —এবারে শুন্‌চি না···পশ্চিমে যেতেই হবে। বাড়ী-টাড়ী ঠিক করো। খরচ হবে বলে পাশ কাটালে চলবে না!

গবর্ণমেণ্টের অফিসে চাকরি করি। মাহিনা আজকালের বাজারে মন্দ না হইলেও সঞ্চয় বড় থাকে না। কারণ, আমার গৃহিণীর মনটা ঠিক আমার ঘরের গৃহিণীর মতই নয়...বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ-পরিচয়, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি পড়ার দরুণ বিদ্যাসাগরী ষ্টাইলে গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ কেহ আসিয়া দুটো দুঃখের কাহিনী পাড়িলেই তাঁর মন বরফের মত গলিয়া যায়। দয়া-দাক্ষিণ্য তাঁর প্রচুর এবং তারই ফলে প্রথম সেই চাকরিতে ঢোকার মুখে আমার তোষাখানা যেমন ছিল, আজ মাহিনা বৃদ্ধি সত্ত্বেও ঠিক তেমনি... মানে, সঞ্চয় নাই এক কপর্দ্দক! শেষের সেদিন যদি সত্যই কখনও সহসা আসিয়া পড়ে তো ওয়ারিশনদের ভরসা লাইফ্-ইন্সিওরের টাকা। ব্রিটিশ রাজত্বের সুফল সম্বন্ধে যদি নাচঘর-সম্পাদক মহাশয় কখনো কোনো সন্দর্ভ লিখিবার অনুমতি দেন তো এই ইন্সিওরেন্স কোম্পানির নাম উল্লেখ করিব সর্ব্বাগ্রে। টেলিগ্রাফ, মোটর গাড়ী, রেলওয়ে-লাইন, জলের কল এ-সব তো তুচ্ছ বস্তু!

ছুটির আর পনেরো দিন মাত্র বাকী। গৃহিণীর তাগিদ-চক্র বাঁকা পথ ধরিয়া অবশেষে রোষের দাহ ছিটাইতে লাগিল! অস্থির!

কহিলাম—এই যে, জ্ঞানবাবুর বাড়ী আছে যোশিদিতে···তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে দেখচি।

গৃহিণী কহিলেন—ও সবে কাজ হবে না। বন্ধুদের জানি—বললেই বলবেন, তাই তো ভাই, দুদিন আগে যদি বলতে,—কাল একজনকে কথা দিয়েছি!

আমি কহিলাম—তাহলে?

গৃহিণী কহিলেন,—ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল। কারো খোসামোদের দরকার নেই। ভাড়া-বাড়ী ঢের মেলে।

আমি কহিলাম—তা মেলে। কিন্তু অনর্থক একটা বাজে খরচ!

গৃহিণী কহিলেন—ওঃ, কাজের খরচে তো একেবারে বালাখানা বানিয়ে তুলচো!

কহিলাম—তা বেশ, নয় গিরিজাকে বলি—কর্ম্মাটারে যদি···

গৃহিণী কহিলেন—আবার! লজ্জা করে না? সেবারে গিরিজাবাবু পুরী যাচ্ছিলেন, মনে নেই? সেই সুধীর বাবুর বাড়ী দেখা···যেমনি তাঁর গৃহিণীকে বললুম, তোমরা তো পুরী যাচ্ছো ভাই,তা কর্ম্মাটারের বাড়ী খালি আছে, ব্যবস্থা করে দাও না, ছেলেপিলে নিয়ে ঘুরে আসি। তিনিও বললেন, বেশ তো!

কথাটা মনে পড়িতেছিল না। কহিলাম—তারপর?

গৃহিণী কহিলেন—পরের দিন গিরিজাবাবু চিঠি লিখে পাঠালেন, পুরী যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি—আমরা কর্ম্মাটারেই যাচ্ছি!

ওঃ! কি আশ্চর্য্য স্মৃতি-শক্তি নারী-জাতির! নারী যদি পাশ কাটার দিকে ঝুঁকিত, তাহা হইলে ইউনিভার্সিটির গোল্ড-মেডেলগুলোর দিকে পুরুষ তাকাইতেও পারিত না।

গৃহিণী একখানা দৈনিক হিতৈষী আনিয়া সামনে রাখিলেন, কহিলেন, এই ছাখো বাড়ী-ভাড়ার-বিজ্ঞাপন।

অন্তরের কোন্ গোপন অতল তলে বেদনার কি আগুন জ্বলিয়া উঠিল! তারি বাষ্প আসিয়া দুই চক্ষুকে আক্রমণ করিল; দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইল। সেই ঝাপ্‌সা চোখেই বিজ্ঞাপন পড়িলাম,—

বাড়ী ভাড়া

গোমো রেলষ্টেশন হইতে বেশী দূরে নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাংলো। সামনে ফুলের বাগান। ভালো ইঁদারা আছে। শুইবার কামরা চারখানি; তদুপরি ড্রয়িং রুম, ডাইনিং রুম। রান্নাঘর স্বতন্ত্র। একখানি রিক্‌শ গাড়ীও ব্যবহারের জন্য পাইবেন। প্রচুর আলো-হাওয়া। ঠিক পাহাড়ের কোলে। নিকটে গোয়ালার বস্তী—ভালো দুধ মিলিবে। বাজার কাছে। ভাড়ার জন্য চিঠি লিখিয়া ব্যবস্থা করুন।

শ্রীচিন্তাহরণ পাত্র।

মিহিরপাড়া, বালি পোঃ আঃ।

গৃহিণী কহিলেন—কাল রবিবার। কালই গিয়ে কথা পাকা করে এসো।

মৌন রহিলাম। গৃহিণী সেটা সম্মতির লক্ষণ বুঝিলেন না; কহিলেন, গড়িমাশি করে যদি বাধা দাও তো জেনে রেখো, আমিও নোটিশ দিচ্ছি; কোথাও না হয় তো সেকেন্দ্রাবাদে যাবো দিদির কাছে। মেয়ে-জন্ম হয়েছে বলে সত্যিই কিছু বারো মাস ঘরে বন্ধ হয়ে পচে মরবো না, তেমন বাঁদী আমায় পাও নি!—

গৃহিণী সবেগে আরো নানা কথা বলিয়া চলিলেন। পনেরো বৎসরের সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে তাঁর দুঃখ-দৈন্য-দুর্দ্দশার সহস্র করুণ কাহিনী!

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী নই ও রাবড়ী!—এখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

কে বলিয়াছিল, ধোবার শত্রু নাই? সে কথা মিথ্যা···নয়তো যিনি এ কথা প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁর গৃহে স্ত্রী ছিল না! থাকিলে···

রবিবার ঘাড় ধরিয়া গৃহিণী বালি পোঃ আঃর অন্তঃপাতী মিহিরপাড়ায়



নৃত্যকলা বিমলা—দুর্গেশনন্দিনী চিত্রনাট্যে

পাঠাইলেন। চিন্তাহরণ পাত্র মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইল; কিন্তু চিন্তা তিনি বর্দ্ধিত করিয়া তুলিলেন, হরণের কোনো পন্থাই বাৎলাইতে পারিলেন না—অথচ আমার মত চিন্তাহরণের যোগ্য পাত্রও শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাত্র মহাশয়ের কাছে কোনোদিন সশরীরে আর হাজির হন নাই!

তিনি অসঙ্কোচে বলিলেন—তিন মাসের কম বাড়ী তি ন ভাড়া দিবেন না। বিশেষ বাঙালী ভাড়াটিয়ার জন্য তাঁর বাংলো তৈরী নয়। সাহেব-সুবোরাই ভাড়া লয়, এবং মোটা ভাড়া আদায় দেয়।

চিন্তাহরণের সত্য কথা গোপনের চেষ্টা বিলক্ষণ! সাহেব-সুবোরাই ভাড়া লয় তো দৈনিক হিতৈষীতে বিজ্ঞাপন দিয়াছ কেন বাপু? প্রশ্নটা কথায় কথায় আমার অলক্ষ্যে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। হাসিয়া চিন্তাহরণ কহিলেন—ওঃ!...তা, আমার এক জ্ঞাতি-সম্পর্কে সম্বন্ধী...তিনি হলেন ও কাগজের সম্পাদক। তিনি ধরলেন, পুজোর সময় একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিন্—নগদ সাড়ে পনেরো আনা মাত্র খরচ লেগেচে, ওদের ইঞ্চি-মাপের দাম কম। এ তো ষ্টেটসম্যান কি ইংলিশ-ম্যান নয়, তাই...

অর্থ সাফ হইয়া গেল।

বহু অনুনয়-বিনয়ে এক মাসের জন্য ভাড়া দিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন—মাসিক ভাড়া এক-শো হইতে বাহাত্তরে নামিলেন। কহিলেন—টাকা এনেছেন?

কহিলাম—সামনের হপ্তায় একদিন এসে···

বাধা দিয়া তিনি কহিলেন—তা বলে আমি চুপ করে বসে থাকবো না তো! ওই ফক্স-ক্রো কোম্পানীর বড় সাহেব ক্রো ভাড়া নেবে বলে লোক পাঠিয়েছিল—তা, আপনি বাঙালী, স্বদেশী লোক—পরিষার নিয়ে যাবেন! কাজেই। না হলে—

লোকটার পরণে খদ্দর নাই দেখিয়া বিস্মিত হইলাম! দেশের লোকের উপর এত টান, এমন দরদ—অথচ খদ্দর পরেন না!...

পরের দিন। অফিস পলাইয়া ৭২৲ নগদ গণিয়া দিয়া রসিদ লইলাম।

চিন্তাহরণ কহিলেন—কবে যাচ্ছেন?

কহিলাম—দু'দিন আগেই যাবো স্থির করেছি...বন্ধ হবে পঞ্চমীর দিন, আমি তৃতীয়ার দিনে বেরুবো।

চিন্তাহরণ কহিলেন—রাত্রের প্যাসেঞ্জারেই যাবেন—মেল পৌছোয় বড় বদ সময়ে, স্বাত বারোটায়। ছেলেপিলে নিয়ে···

তা ঠিক। কহিলাম—আপনার লোককে চিঠি লিখলে রিক্‌শখানা ষ্টেশনে আনে না?

চিন্তাহরণ কহিলেন—বেশ, আমি লিখে দেবো। কবে বেরুবেন, কোন্ ট্রেণে—আমায় জানাবেন। আমি তখনি চিঠি লিখে দেবো।

পকেট হইতে চারিটা পয়সা লইয়া তাঁর হাতে দিলাম, কহিলাম—চিঠির টিকিটের দামটা···

হাত পাতিয়া পয়সা চারিটা তিনি অম্লান বদনে গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, তাঁর বাংলার নাম পাট্রা ভিলা। আমি নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইলাম।

··· ··· ···

তৃতীয়ার দিন রাত্রের প্যাসেঞ্জারে রওনা হইলাম। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট লইতে হইল। সপুত্র গৃহিণী বুঝাইলেন—ইণ্টারের সঙ্গে প্রভেদ সামান্যই···এ এক-ভাড়ায় যাওয়া-আসা। তাছাড়া ইণ্টার ক্লাশ রিজার্ভ পাওয়া যাইবে না; তার উপর সেকেণ্ড ক্লাসে আরাম ঢের—এবং হাওয়া খাইবার জন্য খরচ করিতে বসিয়া দু'চার টাকায় দৃষ্টি-কৃপণতা করিতে নাই!

আমি চক্ষু মুদিয়া ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার উপরই সব ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

বেলা প্রায় সাতটায় ট্রেণ আসিয়া যথারীতি গোমোয় থামিল। ষ্টেশনে ফিরিওয়ালা হাঁকিতেছিল—পুরী-মিঠাই-গরম চা···কেলা—ভ্যালা কেলা···

সেদিকে নজর দিলাম না। চটপট নামিয়া পড়িলাম। ষ্টেশনের ত্রি-সীমানায় কোনো রিক্‌শ গাড়ীর চিহ্নমাত্র নাই! অজ্ঞাতে কেমন শিহরিয়া উঠিলাম।

ষ্টেশনে সংবাদ লইলাম, পাট্রা ভিলা কোনদিকে?

তারা হাঁ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। মর্ত্যধামে তিনি এখন পা দিয়াছেন তো! দেখি, যদি দয়া করেন! একটা কুলি কহিল, সে জানে, পাট্রা ভিলা কোথায়। কিন্তু সে যে বহুৎদূর!

বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল বেশী দূরে নয়। কিন্তু দূরত্বের আইডিয়া সকলের সমান নয়! কাজেই কুলির কথায় আশঙ্কা জন্মিল না!

প্রায় দু'ঘণ্টা হাঁটিয়া কুলি সমেত আসিয়া একটা প্রান্তরে দাঁড়াইলাম। অদূরে একটা বাংলোর কঙ্কাল...ভাঙ্গা ফটক...সাম্‌নে একরাশ জঙ্গল। বাংলোটার ছাদ ভাঙ্গা—ঘরে জানালা নাই, একদিকের দেওয়াল বেমালুম ধ্বসিয়া কাদা দেখা যাইতেছে!

কুলি কহিল—ওহি কোঠী বাবু···

এই কোঠী! এককালে হয়তো ছিল ··সেই আকবর বাদশার আমলে!

তার পর মাথার উপর দিয়া প্রচণ্ড সিপাহী বিদ্রোহ চলিয়া গিয়াছে···এবং এই তো সেদিন জার্ম্মাণ ওয়ার! কোঠী হয়তো তাদের চাপেই..গোয়ালা বস্তী কি,—তিন মাইলের মধ্যে একটা মানুষের মুখ দেখি নাই! জঙ্গলের ধারে একটা গাড়ীর চাকা ভাঙ্গা...বোধ হয় সেই রিক্‌শর শেষ-স্মৃতি-রেশ!

কুলি বাড়ীর মধ্যে আসিল—আমরাও তার অনুসরণ করিলাম। ছেলেমেয়েরা পায়ের ব্যথায় অনড়! কাঁদিয়া বকিয়া জ্বালাইয়া তারা সেই শূন্য প্রান্তরের প্রান্তে কেহ বসিয়া, কেহ বা শুইয়া পড়িল! গৃহিণীকে লইয়া আমি অগ্রসর হইলাম।

কুঠীর মধ্যে এখানে-সেখানে পোড়া কাঠ, মস্ত ক'টা হাড়ের টুকরা,.. এবং আরো কত কি আবর্জ্জনা। ইঁদারার জল কালো—মাকড়সার জালে পর্দ্দা রচিয়া রাখিয়াছে! চমৎকার! আলো-হাওয়া প্রচুর—কথাটা সত্য!

গৃহিণী কহিলেন—টাকা সব দিয়ে দেছ?

সভয়ে কহিলাম—হাঁ। ভাড়া আগাম নিয়েছে।

গৃহিণী আমার পানে তাকাইলেন। সে কি দৃষ্টি! মানুষের চোখে তেমন দৃষ্টি জীবনে এর পূর্ব্বে কুত্রাপি কখনো দেখি নাই! তিনি কহিলেন—তুমি পুরুষ মানুষ না? বাড়ী দেখা নেই, শোনা নেই···টাকা দিয়ে দিলে ফশ করে!···এখন উপায়?

চোখের সামনে ধূম্র পাহাড় মুহূর্ত্তে সরিশার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়া গেল···চারিদিকে হরিদ্রা-বর্ণের সরিশা ফুল দেখিতে লাগিলাম।···তার পর চেতনা ধীরে ধীরে যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিল।

যখন চেতনা ফিরিল, তখন চাহিয়া দেখি, ছেলেমেয়েরা পা ছড়াইয়া বসিয়া লুচি, আলুর দম আর হালুয়া খাইতেছে। কুঁজা উপুড় করিয়া শেষ জল-বিন্দুটুকু তাদের কণ্ঠতালু সরস আর্দ্র করিবার জন্য গৃহিণী ঢালিয়া দিতেছেন!...

তাদের আহারাদির পর গৃহিণী কহিলেন—ফেরবার ট্রেণ কখন্?

কহিলাম—জানি না।

—জানি না কি! টাইম-টেবিল ছাখো···

সেটা বিছানার মধ্যে বাঁধা হইয়া গিয়াছিল। দেখিতে হইলে বিছানার মোট খুলিতে হয়!···

মাথার উপর আকাশ কালো করিয়া মেঘ জমিয়া উঠিতেছিল। দেখিয়া গৃহিণী কহিলেন—চলো ষ্টেশনে। ওরে কুলি···

আবার সেই দীর্ঘ পথ! ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল। সকলে ভিজিয়া একশা!

মেজ মেয়ে কহিল—বাংলায় যাবে না?

গৃহিণী কহিলেন—না।

মনে মনে কহিলাম, সোনার বাংলা দেশ থাকিতে মানুষ মানুষের তৈরী ভাঙ্গা বাংলায় ঢুকিতে চায় কি সুখে!

সেজ মেয়ে বলিল—কোথায় যাচ্ছি বাবা?

মনে মনে কহিলাম, বানপ্রস্থে···

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলাম, পশ্চিমের হাওয়ার ফল মিলিয়াছে···সকলের শারীরিক উন্নতি হইয়াছে,—পা ফুলিয়া এতখানি! ছেলেমেয়েরা জুতা খুলিয়াছে। গৃহিণীও নাগরাটাকে খুলিয়াছেন, তাঁর দুই পায়ে এমন এমন ফোস্কা! কিন্তু এইখানেই শেষ নয়! এর পরও...যাক্, সে দুর্দ্দশার কাহিনী এখন আর বলিতে চাহি না। যাঁরা এ কাহিনী পড়িতেছেন, তাঁদের কেহ যদি আমার মত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া আগাম টাকা দিয়া কোথাও বাংলো ভাড়া লইয়া থাকেন···কেন তাঁদের প্রাণে আসের সঞ্চার করি!

কিন্তু একটা লাভ এই যে, পনেরো বৎসরের পর গৃহিণীর মুখে মিষ্ট মধুর বাণী লাভ করিয়াছিলাম, ষ্টেশনে আসিয়া··

তিনি স্নেহভরা কোমল কণ্ঠে বলিলেন—একটু কিছু মুখে দাও গো··· তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে বড্ড...শেষে কি···

ছেলেবেলায় স্কুলে পড়া সেই কবিতাটি মনে পড়িতেছিল—Our little words of kindness,

আকাশ ফাটিয়া তখনো বৃষ্টি ঝরিতেছে!···

আধুনিক নাটক

—:০:—

[শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী]

আধুনিক নাটক সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে যাওয়ার একটা মস্ত অসুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে আধুনিক নাটকের অনস্তিত্ব। রাম না জন্মাতে রামায়ণ-রচনা বরং সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু যে বস্তু আদৌ নেই, তার সমালোচনা ততো সহজ নয়।

বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র হ'তে আধুনিক কথা-সাহিত্যিক পর্য্যন্ত উপন্যাস-রচনার একটা সুনির্দ্দিষ্ট অথবা বিভিন্নমুখী ধারার সন্ধান পাই—তার বৈশিষ্ট্যও যেমন, বৈচিত্র্যও তেমনি। কিন্তু নাট্য-সাহিত্যের বেলায় তেমন কিছু পাই না। গিরিশচন্দ্রের পরে আর সকলে, একাদিক্রমে ও একই প্রয়োজনে, তাঁরই কায়দা-কানুন মেনে তাঁরই খাড়া-বড়ি-থোড় নানাভাবে ও ভঙ্গীতে চালাতে চেয়েছেন। একটি মাত্র ব্যতিক্রম—রবীন্দ্রনাথ।

এখানে বলে রাখা ভালো, গিরিশচন্দ্র বাংলার গ্যারিক্ হতে পারেন, কিন্তু বাংলার শেক্‌স্‌পীয়ার তিনি নন্। এই কারণে রঙ্গমঞ্চের তাগিদে তিনি যে-সব নাটক রচনা করেছেন, তা' অভিনয় ও নাট্যশালাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, নাট্যসাহিত্যের ভবিষ্যৎকে তেমনি পঙ্গু করে গেছে। নাট্যসাহিত্য রঙ্গালয়ের মুখাপেক্ষী হওয়ার ফলে এই হয়েছে যে,নাট্যপ্রতিভা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি—তাই তার না দেখি বৈচিত্র্য, না দেখি বৈশিষ্ট্য।

শেক্‌স্‌পীয়ার পাদপ্রদীপের মুখ চেয়ে নাটক লেখেননি, তাই তাঁর স্বাধীন প্রকাশনার অন্তরে যে প্রেরণা ছিল নব নব ধারায়, নব নব রূপে তার মুক্তি হোলো। তাই সেখানে শেক্‌স্‌পীয়ারের পরে দেখি, ইব্‌সেন্, মেটার্‌লিঙ্ক্, বার্ণার্ড শ, বেনাভেঁতে ও গল্‌সোয়ার্দ্দিকে—কিন্তু এখানে গিরিশচন্দ্রের পরে, এক রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, দ্বিতীয় কোন নাট্যরথীর সন্ধান মেলে না যার রচনা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে—এটা নতুন land mark।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করেছে কেবল মাত্র এই দাবীর জোরে কোনো নাটককে আধুনিক বলা চলে না। আধুনিক নাটকের অন্তত দুটি লক্ষণ থাকা চাই; প্রথম, তার নাট্যরূপে বিশিষ্ট নূতনত্ব; দ্বিতীয় তার নাট্য-রসে আজকের জীবন-সমস্যা। এ দুয়ের যে কোনো একটি লক্ষণ থাক্‌লেও তাকে সম্পূর্ণ আধুনিক নাটক বলা চল্‌বে না।

প্রথমে নাট্য-রূপের কথাই নেওয়া যাক্। রবীন্দ্রনাথ বলেন—কী বলা হোলো আর্টের দিক থেকে সেটা ততো বিচার্য্য নয়, যতটা কেমন করে' বলা হোলো—এইটে; বিষয়-বস্তুর চেয়ে তার রূপ-রচনা বড়।

শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের তুলনায় বার্ণার্ড শ ও গল্‌সোয়ার্দ্দির নাটকের বিষয়-বস্তু ও রচনা-রীতির পার্থক্য যথেষ্টই,—কিন্তু তাঁদের রচনায় রূপের তফাৎটাই বিশিষ্ট। শেক্‌স্‌পীয়ারের অনুকরণে গিরিশচন্দ্র নাট্যরচনা করেন বহু অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কে দৃশ্য-বিভাগ করে'; কিন্তু ইব্‌সেন্ করেন নাট্যরূপের নতুন আমদানি। তাঁর রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য অনেক-কিছু;—কিন্তু যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে তিনটি বা চারটি দৃশ্যে নাটকের সম্পূর্ণতা।

বিদেশে ইব্‌সেন্ প্রভৃতির যুগ আজ অতিক্রান্ত হতে চলেছে, যদিচ এদেশী নাট্যসাহিত্যে তার উদয়াভাস পর্য্যন্ত হলো না। আমাদের নাট্যলক্ষ্মী "উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা, অতি অকুণ্ঠিতা!" চিরন্তন শৈশব তাঁকে বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করচে। ভালোই সেটা!

ইব্‌সেনের একটা বৈশিষ্ট্য, তাঁর নাটকে স্থান, কাল ও ঘটনার অপূর্ব্ব সঙ্গতি—একই স্থানে একই বর্ত্তমানে—প্রায়ই দু'তিন দিনের মধ্যে, নাটকের সম্পূর্ণ ঘটনাটা ঘটেচে। আমাদের নাটকের এ-সব বালাই নেই। "ভীষ্মে" আমরা দেখি, নায়িকার দুটো জন্ম নিয়ে নাট্য-লীলা চলেছে, যিনি নায়ক তিনি তাঁর কৈশোরে অভিনয় করতে ষ্টেজে নেমে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বুড়ো হয়ে গেলেন—কিন্তু নাট্যস্রোতে কোনো বাধা-বিপত্তি ঘট্‌লো না! "চন্দ্রগুপ্তে" দেখি এ্যান্টিগোনাস্ এই গ্রীসে তাঁর মাতৃ-সন্নিধানে, আর এই তাঁকে দেখি ভারতবর্ষে। আমাদের দর্শকের নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিচার উপভোগ-শক্তির প্রশংসা করতে হয়!

বস্তুতপক্ষে, মানুষের জীবনে নাটকের টুক্‌রোটাক্‌রা এইরকম ছাড়া-ছাড়া-ভাবে কখনো ঘটেনা যে-সব টুক্‌রোগুলোকে একসঙ্গে জোড়াতালি দিলেই নাটক দাঁড়াবে। এভাবে মানুষের জীবনে যা ঘটে, তা হচ্ছে উপন্যাস,—এবং তা নিয়ে যা লেখা চলে তাও উপন্যাস। মানুষের জীবনে-নাটক আসে ঘূর্ণীর মতো—বেশীক্ষণ স্থিতি তার পক্ষে স্বাভাবিক নিয়ম নয়—এই অল্প সময়ের মধ্যে সে কতকগুলো জীবনে একটা ওলোট পালোট ঘটিয়ে যায়—এই ঘূর্ণীর স্রোতে কেউ ছিট্‌কে আসে, কেউ বা ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়—এই নিয়েই জীবনের কমেডি ও ট্রাজেডি।

এখানে কেউ হয় ত প্রশ্ন করবেন—সামাজিক নাটকে এটা চল্‌তে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক পৌরাণিক নাটকের বেলায় সময়-স্থান ও ঘটনার সঙ্গতি রাখা কি করে সম্ভব? যেখানে কতকগুলো ঘটনা বহুপূর্ব্বে ঘটে গেছে এবং যে তথ্য-গুলো এই নাটকীয় ঘটনার মৌলিক কারণ, সেখানে নাট্য-রচনায় এগুলো না ঘটিয়ে এড়িয়ে যাবার পথ কই?

এর জবাবে, ইব্‌সেনের পদ্ধতির দিকে আমি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ইবসেনের Warriors of Helgeland ঐতিহাসিক নাটক, এবং তারও কতকগুলো ঘটনা নাটক সুরু হবার পূর্ব্বে ঘটে গেছে যে ঘটনাগুলো এই নাটকের গতি ও সমাপ্তিকে প্রভাবিত করে আছে,—অথচ ইব্‌সেন্ সেই ঘটনা-গুলোকে প্রস্তাবনা-অঙ্ক হিসেবে পুনরায় না ঘটিয়ে, নাটকের পাত্রপাত্রীর মুখে বিবৃত করিয়েছেন, তাতে নাটকের গতির হানি হয়নি কিছুমাত্র, অথচ সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব বেড়েচে যথেষ্ট।

তবে কথা এই যে, ইব্‌সেনের পদ্ধতিটা সহজ নয়, একে আয়ত্ত করতে হলে' শক্তি ও সাধনার সঙ্গে প্রতিভা থাকা চাই। তাঁর Wild Duck-এ কী দেখি? —কতকগুলো লোকের জীবনে আগে একটা নাটক ঘটে গেছে, সেই নাটকটাকেই শেষের দিক থেকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত (unfold) করতে করতে গোড়ার দিকে আসা হোলো—তার ফলে ঘটে গেল আরেকটা নাটক। খাঁটি উপন্যাস লেখা খুবই শক্ত, কিন্তু এই ধরণের খাঁটি নাটক লেখা তার চেয়েও শক্ত।

অবশ্য এখানে কেবলমাত্র ইব্‌সেনের পদ্ধতির ইঙ্গিত করে আমি একথা বল্‌তে চাইছিনে যে তাঁরই অনুকরণে আধুনিক নাট্যকারকে কলম ধরতে হবে। কেননা শেক্সপীয়ারের নাট্য-রীতি-অনুসারে লিখলে যেমন তাঁর রচনাকে আধুনিক নাটক বলবো না, তেমনি ইব্‌সেনের নাট্যরূপ ধরে নিলেও না। তাঁকে তাঁর নিজের ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ নতুন রূপের উদ্ভাবনা করতে হবে, এবং তাঁর সেই অন্তরের পরিকল্পনাকে পরিমূর্ত্ত করতে হবে দীর্ঘদিনের ঐকান্তিক সাধনায়। তাঁর সম্মুখে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর এই প্রশ্নটি সর্ব্বদা জেগে থাকবে,—হে রূপকার, কোন্ নতুন রূপটি তুমি সর্ব্বকালের জন্য সৃষ্টি করলে?

কিন্তু কেবল রূপই তো সব নয়, রূপের পাত্রে তিনি কী বস্তু পরিবেষণ করতে চান্ তার ধারণাও তাঁর স্পষ্ট হওয়া দরকার।—

—ইংরেজীতে Drama ও play বলে দুটো শব্দ আছে—এই দুটো অর্থেই আমরা 'নাটক' কথাটিকে প্রয়োগ করে থাকি। Drama হচ্ছে রঙ্গমঞ্চ-নিরপেক্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে যার রচনা—যার অভিনয়ের যোগ্যতা রঙ্গমঞ্চকে অর্জ্জন করতে হবে; আর play হচ্ছে তাই যাকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের যোগ্য করে লেখা হয়েচে। play-বইয়ে, অভিনেতাদের সুবিধার জন্য মাপ-সই ভূমিকা বসাতে হয়; আর দর্শকদের খুসীর জন্য, তাগ্-মাফিক্ দিতে হয় প্রস্তাবনা, নৃত্য-গীত, ডুয়েট্, গাজনের সং, সঙ্গীত-সংগ্রাম, ম্যাড্‌সিন্, ডাইং স্পীচ্ ও উজ্জ্বল দৃশ্য ইত্যাদি। এককথায় প্লে-বই কাটে হাততালিতে; আর ড্রামা বই কাটে পোকায়, যেমন রবীন্দ্রনাথের রক্ত-করবী ও মুক্তধারা প্রভৃতি।

সুতরাং বাছাই করতে গেলে দেখ্‌তে পাব, আমাদের নাট্য-সাহিত্যে ড্রামা দুচারটি মাত্র, প্লে-ই সব। "প্রফুল্ল" নাটকে আমরা কী দেখি? যে-মা, আর সব ছেলের মুখ চেয়ে পুত্র-শোক পর্য্যন্ত হজম করেন, তিনি ছেলের দু-চার দিনের জেল হওয়াতে কী বিচিত্র পাগলামিই না সুরু করলেন! "দৃশ্য"-তৈরি করে' অভিনয় জমানোর জন্যই এই অস্বাভাবিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়েচে—আধুনিক নাটকে এ-সবের আশ্রয় নেই। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্রের সম্পূর্ণ স্বকীয় চেষ্টার ফল 'রমা'ও ঠিক এই রকম দর্শকের মুখ চেয়ে লেখা,—তার ফলে বইখানি drama হতে পারেনি, হাততালি-দৃশ্যে বোঝাই হয়ে, চলনসই রকমের play হয়েচে মাত্র।

আধুনিক নাট্যকারকে এই সুলভ যশের সরল পথ বর্জ্জন করে' নিজের জন্য নতুন পথ কেটে চল্‌তে হবে। নাট্যরূপের দিক দিয়ে তিনি যেমন আন্‌বেন নতুন-কিছু, নাট্যরসের উদ্বোধনের দিক দিয়েও তাঁর প্রয়োগ-কৌশলে থাক্‌বে অপূর্ব্ব-কিছু।

আধুনিক ঔপন্যাসিক, মানুষের জীবনে 'উপন্যাসকে' যে-রকম ঘট্‌তে দেখেন সেই রকম তাকে চিত্রিত করেন। আধুনিক নাট্যকারেরও উচিত হবে, মানুষের জীবনে "নাটক" যে রকমটা ঘটে থাকে, ঠিক তাকেই তাঁর নাটকে স্বাভাবিক প্রতিরূপে প্রকাশ করা। আর্ট ফোটোগ্রাফি নয়—এ কথা সত্য এবং অনেকে বলে থাকেন; কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, ফোটোগ্রাফি আর্টে পরিণত হতে পারে আর্টিষ্টের দৃষ্টি-নৈপুণ্যে ও সৃষ্টি-কৌশলে। সিনেমা-ফিল্‌ম তো আগাগোড়া ফোটোগ্রাফি ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু তা আর্ট নয়, এ কথা কে বল্‌বে?

নাট্য-রচনায় প্রথমে রূপের কথা। তিন চার ডজন দৃশ্য না থাক্‌লে এদেশে নাটক তৈরি হয় না, সেখানে আধুনিক নাটক একটি মাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ হবে। এই নাটকের অভিনয়ে সময় লাগবে না বেশি এবং এর মধ্যে নৃত্য-গীতাদি অনাবশ্যক বাহুল্য থাক্‌বে না আদৌ। স্থান-কাল-ঘটনার সঙ্গতি এত নিবিড় হবে যে নাট্যোল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ থাক্‌বে না এবং সুরু হবার পরে, একেবারে গিয়ে যবনিকাপাত হবে—মধ্যে কোনো সাময়িক বিরতি (interval) পর্য্যন্ত থাক্‌বে না।

তারপরে, রস-সৃষ্টির দিক দিয়ে স্থূলতর প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে রসোদ্বোধন করা এর কাজ হবে না—মানুষের সূক্ষ্মতর অনুভূতিতে আন্দোলন সৃষ্টি করাই হবে এর লক্ষ্য। পাত্র-পাত্রীরা বক্তৃতার চেয়ে ইঙ্গিত করবে বেশি, সমাধানের চেয়ে সঙ্কেত হবে বড়।.....

সাধারণ নাটকে প্রায়ই দেখা যায় একটি বা দুটি চরিত্র, আর সব চরিত্রের মাথা খেয়ে অসঙ্গত ভাবে বেড়ে উঠেচে—এবং বাকি চরিত্রগুলো সেই দুটি চরিত্রকে ফোটাবার জন্যই যেন আত্ম-সমর্পণ করেচে—'প্রফুল্লের' যোগেশকে ফোটাবার জন্য বেচারা রমেশ-সুরেশ প্রভৃতির প্রাণপণ চেষ্টা দেখলে দুঃখ হয়। আত্মোৎসর্গের দিক দিয়ে এটা খুব বড় আদর্শ—কিন্তু আধুনিক নাটক-রচনায় এই আদর্শকে আমল দেওয়া চল্‌বে না। এমন ভাবে চরিত্রগুলিকে সঙ্গতি

দিতে হবে যাতে তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকবে—প্রত্যেককেই নাটকে মুখ্যপাত্র বা পাত্রী বলে মনে হবে; যেমন দেখি গোর্কির Lower Depths-এ।

আসলে আধুনিক নাটকে চরিত্র-সৃষ্টির কোনো বাড়াবাড়ি থাকবে না—আধুনিক নাট্যকার মানুষের কতকগুলো type না দেখিয়ে, মানুষের life টাকেই বড়ো করে' দেখাবেন। এরপর ট্রাজেডি-রচনার সময়, যে মানুষটি বা যে দুটি নরনারী ব্যর্থ হয়ে গেল তাদের ওপরই কেবল দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, যে কারণে তারা ব্যর্থ হলো সেই অবস্থানের (situation) ওপর আলোকপাত করা অধিকতর আর্টিষ্টিক হবে।

'রমা'-নাটকের মধ্যে দৈবক্রমে এই আধুনিক লক্ষণটি আছে। রমা ও রমেশের ব্যর্থতার দিকে গ্রন্থকার তত বেশি জোর না দিয়ে, তারা যে কারণে ব্যর্থ হলো সেই পল্লীসমাজের পারিপার্শ্বিক চিত্রটাই বেশি করে' ফুটিয়েছেন,—কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রাহসনিক (farcical) রূপ দেওয়ার চেষ্টা করায় তাঁর ট্রাজেডির উদ্দেশ্যেরই অপঘাত ঘটেচে। এদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও সার্থক রচনা রবীন্দ্রনাথের "গৃহ-প্রবেশ"। একমাত্র এই বইখানিকেই আমরা "আধুনিক নাটক" বলে' অভিহিত করতে পারি।

আগে চরিত্রগুলোকে ফুটিয়ে তোলার জন্য কতকগুলো situation তৈরি করা হোতো এবং এখনও হয়; কিন্তু এর পরে কেবল situation-টিকেই ফুটিয়ে তোলার জন্যই কতকগুলো চরিত্রসৃষ্টি করা হবে। জীবনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে—নরনারী তার ঢেউ মাত্র; ঢেউকে একান্ত ভাবে দেখাবার কোনো সার্থকতা নেই, ঢেউগুলিকে ততখানি ও তেমনি ভাবে দেখাতে হবে যাতে তরঙ্গলীলা অতিক্রম করে' অখণ্ড জীবনধারার গভীর পরিচয় পাই। বিচিত্র কোণ থেকে বিচিত্র আলোকপাত করে' সেই বিচিত্র জীবনকেই সম্পূর্ণ ভাবে দেখাতে হবে তার প্রতিদিনের ব্যর্থতা ও সার্থকতার মধ্যে।

পূর্ণ থিয়েটার

ভবানীপুর, ফোন নং ৩৪ সাউথ

শনিবার ২০শে আশ্বিন আরম্ভ

সন্ধ্যা—৬-১৫ প্রত্যহ দুইবার, রাত্রি ৯॥০

সুপ্রসিদ্ধ ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট কর্তৃক চিত্রিত

কথা শিল্পী, সাহিত্যসম্রাট

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

দেবদাস

সুদীর্ঘ ৮ খণ্ডে সমাপ্ত

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দান—দেবদাস
বাঙ্গালা চলচ্চিত্রের রাজা—দেবদাস
বাঙ্গালীর অন্তরের নিধি—দেবদাস
নাম-ভূমিকায়—শ্রীযুত ফণী বর্ম্মণ
অন্যান্য ভূমিকায়—শ্রীযুত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুত নরেশচন্দ্র মিত্র
শ্রীমতী মায়া দেবী
ইত্যাদি—

শীতল আগুন

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(গল্প)

অনেক দিনের কথা।

চঞ্চলকুমারী অনুপম রূপসী, লাবণ্যময়ী তরুণী; সহরের বিখ্যাত অভিনেত্রী সে। তার রূপে মানুষের মন যেমন সে ভোলায়, গুণেও তেমনি মুগ্ধ করিয়া তোলে তাদের। তার নামে সহর-সুদ্ধ লোক ভাঙিয়া পড়ে থিয়েটারে; তার অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহ সহস্র কণ্ঠের প্রশংসা-গুঞ্জনে মুখরিত হইয়া ওঠে। সে যে আছে - সহরের মধ্যে একদণ্ড ভুলিতে দেয়না কাহাকেও। ধনীর মজলিসে, যুবকদের আড্ডায়, আপিসের বিরাম-কক্ষে,—সর্ব্বত্র তাহার সম্বন্ধে আলোচনা। ধনী-নির্ধন ছোট-বড় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সহরে এমন লোক খুব কমই আছে যে না অন্তত একবার থিয়েটারে গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ঐ দূর হইতেই দেখা! নিকটে গিয়া কাছে ঘেঁসিয়া বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে-সব ভক্তদের, তাহারা এই সহরের বিখ্যাত ধনী। মধ্যবিত্ত, গরীব গৃহস্থরা এ সৌভাগ্য কল্পনা করিতেও সাহস করে না। চঞ্চলকুমারীর দোষ কি? ধনীর পূজা গ্রহণ করিতে-করিতে তাহার আর সময়ই থাকে না দীন ভক্তদের প্রতি ক্ষণেকের তরে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার। কাজেই এক পক্ষ যেমন তাহার রূপের রসের স্পর্শে গদ-গদ হইয়া ওঠে আনন্দে, অন্য পক্ষ তেমনি দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এই কঠিন পাষাণী প্রতিমার পদতলে!

* * *

তাহারই এক দীন ভক্ত। তরুণ কিশোর সে। বুঝিতে পারে না সে তার রূপে মুগ্ধ, কি গুণে মুগ্ধ। প্রতি অভিনয়-রাত্রে স্বল্প মূল্যের আসনে বসিয়া দূর হইতে সে এক মনে অভিনয় দেখে আর তার সমস্ত হৃদয়-মন চঞ্চল হইয়া উঠে ঐ চঞ্চলকুমারীর রূপের ঝল্‌মলানিতে! অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরে—বুকের মধ্যে কেমন একটা শূন্যতা লইয়া। ঠিক বুঝিতে পারে না কেন এমন হয়; শুধু এইটুকু অনুভব করে যে একটা ব্যাকুলতা মনের মধ্যে গুমরিয়া ফিরিতেছে—চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া দুটো কথা কহিবার, তার বসন-অঞ্চলের একটু স্পর্শ পাইবার!

কিন্তু কেমন করিয়া তাহা হয়? চঞ্চলকুমারী যে-মধুচক্রে বাস করে, সেখানে প্রবেশের পথ কোথায় এই তরুণ তাহা খুঁজিয়া পায় না। অভিনয়ের শেষে বড়-বড় জুড়ি-গাড়ী আসিয়া থিয়েটারের সাম্‌নে দাঁড়ায়, তাহারই কোনোটাতে নিজের গছন্দমতো চঞ্চলকুমারী উঠিয়া বসে—পুষ্পাভরণে সজ্জিত হইয়া। হাতে ফুল, মাথায় ফুল, গলায় দোলে সাদা কুঁড়ির মিহি মালা—যেন জীবন্ত পুষ্পকুমারী! গাড়ী উধাও হইয়া চলিয়া যায়,—কোন্ দিকে কোন্ পথে—কে জানে? তরুণ ভক্ত আকুল নেত্রে চাহিয়া থাকে শূন্য রাজপথের দিকে অনেকক্ষণ! তার পর মন্থর গতিতে বাড়ী ফেরে। ইচ্ছা হয় চঞ্চলকুমারী যখন গাড়ীতে ওঠে একবার কাছে গিয়া তাহার চোখের সামনে দাঁড়ায়—সেই চোখের একটুখানি বিদ্যুৎ-আভার স্পর্শ বুকে মাখিয়া লয়; কিন্তু সোণার ঘড়ি ও ঘড়ির চেন-ওয়ালা বড়-বড় হোমরা-চোম্‌রা চেহারার সামনে, তাহার দীন বেশ লইয়া উপস্থিত হইতে তাহার সঙ্কোচ হয় অত্যন্ত।

এমনি করিয়া দিন কাটে। তাহার মনের আকুল অভিলাষ পূর্ণ হয় না;—কোনো দিন যে হইবে, তাহারও ভরসা হয় না। কিন্তু মন বলে, যদি কোনোদিন এই তরুণী রূপসীর সান্নিধ্য-লাভ ঘটে তবে বুঝি তাহার সমস্ত জীবন-যৌবন সার্থক ও ধন্য হইয়া উঠিবে! তাহার প্রাণের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে

এই বাসনাই তাহার প্রবল এবং প্রধান হইয়া রহিল যে ঐ রূপসী চঞ্চলকুমারীর কাছে যাওয়া তাহার কবে ঘটিবে—সে সুদিন কবে আসিবে! কিন্তু হায়..

* * *

অনেক দিনের পরের কথা।

মোহিনী ভট্টাচার্য্য সহরের মস্ত-বড় নাম-জাদা ডাক্তার। সারা দিন-রাত রোগী দেখিয়াও তাঁহার সময় কুলায় না। লোকের বিশ্বাস একবার মোহিনী ডাক্তার রোগীর দেহ স্পর্শ করিলেই রোগ নিরাময় হইয়া যায় সেইজন্য তাঁহাকে ডাকা-ডাকির অন্ত নাই। সারা দিন-রাত্রে তাঁহার আহার-নিদ্রার সময় অতি অল্পই থাকে। শরীরের খুবই কষ্ট হয় বটে—কিন্তু লোকের আকুতি-মিনতিতে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না, কাজেই তাঁহার নিজের শরীরের কষ্টেরও কোনো উপায় হয় না।

মোহিনী ডাক্তার একদিন শীতের সন্ধ্যায় অত্যন্ত অবসন্নভাবে বাড়ী ফিরিয়া বিশ্রামের আয়োজন করিতেছেন। আজ মনে-মনে স্থির সংকল্প কিছুতেই কোনো ডাকে আজ আর বাহির হইবেন না। কিন্তু ডাক আসিল। ডাক্তার সে ডাক ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু যে ডাকিতে আসিয়াছিল সে পুনরায় একখানা চিঠি লইয়া আসিল। অতি করুণভাবে লেখা সেই চিঠি। প্রত্যেক ছত্রে-ছত্রে মিনতি-ভরা,যেন একটি ব্যাকুল ভিক্ষা মূর্ত্তিমন্ত! চিঠি লিখিয়াছে এক রমণী; —অত্যন্ত পীড়িত সে। ডাক্তার না আসিলে—মৃত্যু তাহার নিশ্চিত! সে তাঁহার নিকটপ্রাণ ভিক্ষা চাহে! ডাক্তারকে উঠিতে হইল।

ডাক্তার আসিলেন—রোগীর গৃহে। মস্ত বাড়ি, সুসজ্জিত গৃহ। শয্যায় শয়ান এক প্রৌঢ়া রমণী। এককালে সে যে পরম-রূপসী ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বয়স কিম্বা রোগ সম্পূর্ণ হরণ করিতে পারে নাই।

ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন;—তাহার হাত, বুক, মাথা একে-একে স্পর্শ করিলেন। তাহার পর হঠাৎ তাহার চোখের উপর চোখ রাখিতে গিয়া নিভন্ত বিদ্যুতের একটা স্পর্শ-চমক তাঁহার বুকটাকে একবার নাড়া দিল। হঠাৎ মনে পড়িল, অনেক-দিনের ভুলিয়া-যাওয়া দুইটি চোখ। এ যেন ঠিক সেই চোখ!

ডাক্তার কাগজ-কলম লইয়া প্রেস্‌ক্রিপশন লিখিতে গিয়া প্রশ্ন করিল—"কি আপনার নাম?"

"চঞ্চলকুমারী!"

ডাক্তারের চোখের সামনেবহুদিন পূর্ব্বেকার এক চিত্র জাগিয়া উঠিল। রঙ্গমঞ্চ—অভিনয়—চঞ্চলকুমারী—আর তার এক তরুণ ভক্ত। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়িল তরুণ হৃদয়ের সেই ব্যাকুল বাসনা—একদিন যদি চঞ্চলকুমারীকে কাছে পাই—যদি একটুখানি তাহার স্পর্শলাভ ঘটে! আরো মনে পড়িল যে-রূপসী ছিল সেই তরুণ হৃদয়ের আরাধ্য, যাহার একটুখানি স্পর্শ ছিল তাহার চিরজীবনের কাম্য, যাহার একটুখানি চোখের ইসারার আহ্বান ছিল স্বর্গ, সেই বরেণ্য নারীর নিকট হইতে আহ্বানও আসিয়াছে, তাহার স্পর্শ লাভও ঘটিয়াছে আজ! কিন্তু হায়, সে দিনও নাই, সে তরুণ হৃদয়ও নাই—সে কামনার আগুনও শীতল হইয়া গিয়াছে।...একদিন যে-আহ্বান ছিল জীবনের সার্থকতার স্বপ্ন, আজ তাহার সফলতা—কি নিদারুণ ব্যর্থ!

আমার আত্মজীবনীর এক পৃষ্ঠা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-অ্যাট-ল'

বাল্যাবধি আমি পশ্চিমেই মানুষ। ৭।৮ বৎসর বয়সে আমায় কুকুরে কামড়াইয়াছিল, আমার বাবা মা আমাকে ঔষধ খাওয়াইবার জন্য গৌদল পাড়ায় আনিয়াছিলেন, সেই সুযোগে দিন কয়েকের জন্য আমরা কলিকাতাতেও আসিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথম যখন সজ্ঞানে কলিকাতায় আসিলাম, তখন আমার বয়স ১৮ বৎসর, সেই বৎসর পাটনা কলেজ হইতে আমি এক-এ পরীক্ষা দিয়াছি। ১৯৯১ খৃঃ আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই তালতলায় তাহার মামার বাসায় থাকিয়া স্কুলে পড়িত—আমিও সেইখানে গিয়া উঠিলাম।

আমার ভাইও তখন ভাল করিয়া কলিকাতা চিনিত না, তবু সে-ই পাণ্ডা হইয়া আমায় নানা স্থান ঘুরাইল। সাহিত্যের নেশা সে বয়সেই আমাকে ধরিয়াছিল; শুধু যে চিড়িয়াখানা যাদুঘর মনুমেণ্ট দেখিলাম, তাহা নয়—হাই-কোর্টে গিয়া লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া শ্যামলা-মাথায় হেম বাড়ুয্যেকেও দেখিয়া আসিলাম।

কলিকাতায় আসিয়াছি, থিয়েটর ত দেখিতে হইবে। শনিবারে এমারেল্ড থিয়েটরে কপালকুণ্ডলা। অন্য কোন্ থিয়েটরে কি ছিল স্মরণ নাই, সে সব পছন্দ হয় নাই,—বঙ্কিমবাবুর বই ফেলিয়া, অন্য কিছু দেখা ত চলে না!

ভাইকে বলিলাম, "ওহে, শনিবারে এমারেল্ড থিয়েটরে কপালকুণ্ডলা ত দেখতে হবে। তুমি বোধ হয় অনেক থিয়েটর দেখেছ, আমায় দেখাও!"

ভাই বলিল, "আমি আর কবে থিয়েটর দেখ্‌লাম? মামা থিয়েটরের উপর ভয়ানক চটা। বাড়ীর কোনও ছেলেপিলেকে তিনি থিয়েটর দেখতে দেন না।"

"তা হলে উপায়?"

"এক কায করা যাক্ এস। আমাদের ত একদিন আন্দুলে যেতে হবে। শনিবারে দুপুর বেলা খেয়ে-দেয়ে আমরা বলবো আন্দুল চল্লাম। দিনের বেলাটা কোনও রকমে কাটিয়ে রাত্রে থিয়েটর দেখে, রবিবার সকালে আন্দুলে যাওয়া যাবে। একটা দিন চুরি করতে হবে আর কি!"

"কিন্তু থিয়েটর ত সারা রাত হবে না ভাই! বাকী রাতটুকু কাটাব কোথায়?"

ভাই বলিল, "মনুমেণ্টের তলায় বেশ খানিকটে চবুতারা আছে দেখেছ ত? সেই চবুতারায় শুয়ে বাকী রাতটুকু কাটানো যাবে। গ্রীষ্মকাল, দিব্যি ময়দানের হাওয়ায় শুয়ে ঘুমোব।"

যথা পরামর্শ, কার্য্য করা গেল। "আন্দুল যাচ্ছি" বলিয়া দুই ভাই বাহির হইলাম। দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রতাপ, ইডেন গার্ডেনে গাছের তলায় ঘাসের উপর শুইয়া কাটাইয়া দিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেখান হইতে বাহির হইয়া, একটা ময়রার দোকানে বসিয়া জলযোগ করা গেল। সে দিনে কলিকাতায় চা চপ কাটলেটের দোকানের অস্তিত্ব ছিল না।

জলযোগ সারিয়া, ভাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এমারেল্ড থিয়েটর কোথায় হে?"

ভাই বলিল, "বিডন ষ্ট্রীটে।"

"বিডন ষ্ট্রীট চেনো তুমি?"

"না, লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে, যে ট্রামে ওঠা দরকার, সেই ট্রামে ওঠা যাবে।"

লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া, চিৎপুরের ট্রামে আমরা উঠিলাম। লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া, এক স্থানে নামাও হ'ল। কিন্তু এইটে বীডন ষ্ট্রীট বটে ত? আমি শুনিয়াছিলাম, কলিকাতায় অনেক গলি—গলি চেনা দুষ্কর। মোড়ে দাঁড়াইয়া এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মশাই, এটা কোন্ গলি?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া ভদ্রলোক ত চটিয়া আগুন! বলিলেন, "গলি! গলি কি মশাই? এটা গলি? এটা বীডন ষ্ট্রীট। বীডন ষ্ট্রীটকে আপনি বলেন গলি! আচ্ছা লোক ত মশাই!"—বলিয়া তিনি ঘৃণাভরে নিজ গন্তব্য পথ ধরিলেন।

লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া দুইজনে এমারেল্ড থিয়েটরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই থিয়েটরই একদিন ক্লাসিক থিয়েটর নাম ধারণ করিয়াছিল। তার পর উহাই হইল মনোমোহন, এখন নিউ মনোমোহন।

দুইজনে দুই খানি আট আনার টিকিট খরিদ করিলাম। থিয়েটর-প্রাঙ্গণ লোকে গিস্ গিস্ করিতেছে। এক যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মশাই, আট আনায় কোন্‌খানে যাবো?"

লোকটি বলিল, "আট আনার টিকিট? আচ্ছা আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্চি।"—বলিয়া সে আমাদের সঙ্গে লইয়া একটা সিঁড়ির নিকট গিয়া বলিল, "বরাবর এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যান্।"

আমরা দুইজনে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া যেখানে পৌছিলাম, সেখানে বিস্তর মহিলা বসিয়া। একজন রাগিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আ মোলো, এ মিন্‌যেগুলো এখানে এল কিজন্যে?"

তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম, আমাদিগকে নিরীহ পাড়াগেঁয়ে বুঝিয়া, সে আমাদের বিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, স্ত্রীলোকগণের বসিবার স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছে। এখনি হয়ত ইহারা চেঁচামেচি করিবে, থিয়েটরের কর্ত্তারা আসিয়া আমাদিগকে প্রহার করিয়া পুলিশের হস্তে দিবে। ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেল। আমরা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি নামিয়া, ধরা পড়িবার ভয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলাম।

তারপর, ভয় কাটিলে, ভাল করিয়া খোঁজখবর লইয়া যথাস্থানে গিয়া বসিয়া থিয়েটর দেখিলাম। খুব ভাল লাগিল ইহা বলা বাহুল্য। শুনিলাম বিখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্র বোস নবকুমার সাজিয়াছেন। শেষে কি একটা প্রহসনও ছিল তাহার নামটা ভুলিয়া গিয়াছি। "আস্ত বাঁদর" না ঐ-রকম কি একটা নাম।

রাত্রি দুইটার সময় থিয়েটর ভাঙ্গিলে, শয়ন করিবার জন্য আমরা মনুমেণ্টে গেলাম। বোধ হয় হাঁটিয়াই যাইতে হইয়াছিল। অত রাত্রে ট্রাম পাইব কোথা? বিশেষ তখন ঘোড়ার ট্রামের যুগ।

আন্দুলে গিয়া যাঁহাকে আমাদের থিয়েটর দেখার এই ইতিহাস বলিলাম, তিনি বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! অমন কাজও করে? ঐ মাঠে রাত্রে কত খুন হয়ে গেছে জান না? তোমরা যে খুন হওনি এই তোমাদের ভাগ্যি!"

ইহাই আমার কলিকাতায় প্রথম থিয়েটর দেখার ইতিহাস। অবশ্য মঞ্চস্থলে থিয়েটর তৎপূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম;—সে সব সখের দল।

গান

শ্রীমতী প্রভা

গজল।

মুক্ত তুমি নও তো—আমার
স্বপন-কারায় বন্দী গো!
সেই স্বপনের কারাতে আজ—
তোমায়-আমায় সন্ধি গো!
বিরহে আজ মিলন-প্রীতি—
ছায় ছুলিয়ে গোপন স্মৃতি—
মন-মরুতে ফুটায় কুসুম—
রঙীন্ ও সুগন্ধি গো!
ওগো কিসের তবে ভয়!
যদি সুখ-বিছানো নিঝুম নিশায়—
স্বপন সহায় হয়!
নাই-বা যদি কও গো কথা—
নাইকো ক্ষতি নাইকো ব্যথা—
স্বপন-রূপী তুমিই হবে—
আমার প্রতিদ্বন্দ্বী গো!

আনন্দ সংবাদ!

"নাচঘরে"র প্রতি গ্রাহকদের কৃপা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করছে। সেইজন্যে আমরা স্থির করেছি, ভবিষ্যতে "নাচঘরে"র আকার বাড়ানো হবে—আটপাতার স্থলে বারো পাতা। দাম কিন্তু বাড়বে না। ফলে "নাচঘরে"র জনপ্রিয়তাও আরো বাড়বে ব'লেই মনে করি। বিজ্ঞাপন-দাতারাও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে উপকৃত হবেন।

ছুটীর পর "নাচঘর" প্রথম বেরুবে ২৩শে কার্ত্তিক তারিখে।



স্বরলিপি

হারমোনিয়ম শিক্ষা

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আরম্ভ করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

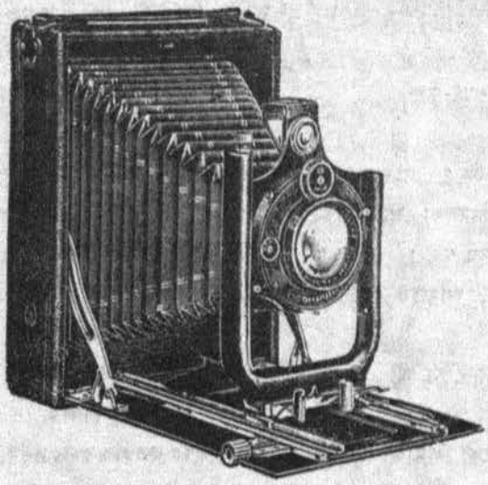


শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

(দানীবাবু)

নীল আকাশের বুকে জল হারা মেঘ—
সবুজের সমুদ্রে কাশের ঢেউ—
দীঘির বুকে শতদলের হাসি
শরতের এ সৌন্দর্য্য জয় করিয়া আপনার করিয়া
লইবার একমাত্র অস্ত্র—

ক্যামেরা



মরা বাঁচাইতে পারি

মৃতব্যক্তিকে সুস্থ সবল মানুষের ন্যায় বসাইয়া দিব।
অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া দিব।
সুন্দরের অপূর্ব্ব শোভ দিয়া দিব।
অথচ
চেহারা সম্পূর্ণ ঠিক বজায় থাকিবে।
এজন্য
বিবাহযোগ্যা মেয়েদের ফটো সকলে শুধু আমাদিগকে
দিয়াই তোলান।
দিনে রাত্রে
যে কোন সময় ফটো তোলাতে পারেন।

৫৲ টাকার ক্যামেরা হইতে আরম্ভ করিয়া সব চাইতে বেশী দামের ক্যামেরা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত।

ফোটোগ্রাফির যাবতীয় সরঞ্জাম, ফোটোগ্রাফি এবং সিনেমেটোগ্রাফি সম্বন্ধে উপদেশ পাইবেন।

নূতন শিক্ষার্থীদিগকে আমরা নিজেহাতে ধরিয়া ফোটোগ্রাফী শিখাই—বিনামূল্যে।

নামমাত্র দক্ষিণা দিলে আপনি সারা বছর ধরিয়া যত ফটো তুলিবেন তার সব আমরা নিজের খরচে ডেভেলপ্ করিয়া দিব।

আমাদের মেরামত বিভাগে ফটোগ্রাফি সিনেমাসংক্রান্ত যাবতীয় মেশিনারী ও বাইনাকুলার মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার যন্ত্র অতি নিপুণ কারিকর দ্বারা মেরামত করান হয়।

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিস

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮ ৭৪।১ হারিসন রোড, কলিকাতা।

দ্বিতীয় পক্ষ

(নাটিকা)

শ্রীনরেন্দ্র দেব

— পাত্র পাত্রী —

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ দাস, শ্রীযুক্ত সুকুমার দাস, সুকবি প্রিয়ঙ্কর রায়, শ্রীমতী রেবা, শ্রীমতী হৈমবতী, মুকুন্দ-চাকর সৈরভী-ঝী।

— দৃশ্য —

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ দাসের শয়ন-কক্ষ

দীন—আমাকে তোমার পছন্দ হ'য়েছে রেবা?

রেবা—হিন্দুর মেয়ের আবার পছন্দ-অপছন্দ কি? অভিভাবকেরা দয়া ক'রে যার হাতে তুলে দেবেন তাকেই স্বামী ও ইষ্টদেবতা জেনে জীবন যৌবন মন প্রাণ সবই তাঁর পায়ে সঁপে দিতেই তো আমাদের সৃষ্টি!

দীন—আহা, না না, তা বলছিনি; বলি, আমাকে তোমার মনে ধরেছে তো?

রেবা—সে ধরতেই হবে যে! নইলে হিন্দু স্ত্রীলোকের আর উপায় কি? আমরা যে সীতা-সাবিত্রীর জাত!

দীন—আহা, না না, সে কথা নয়, বলি, আমাকে তোমার অপছন্দ হয়নি তো? আমার চেহারটি দেখে তোমার মনের 'পকেট-বইয়ে' আমাকে "অমনোনীত" ব'লে টুকে রাখোনি তো?

রেবা—কেন, আপনার চেহারা তো মুটে-মজুরের মতন মনে হচ্ছে না!

দীন—আহা, না না,—তা বলছিনি। তুমি বড় ছেলেমানুষ, বুঝতে পারছোনা—

রেবা—সে তো জেনেই আমাকে বিবাহ করেছেন। সতেরো বছর বয়সে তো আর জোর ক'রে আমি আপনার মতো প্রাচীন হ'তে পারিনি—

দীন—তোমার মেজাজটা বড় তিরিক্ষি দেখছি! আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী হৈমবতী বড় ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ ছিল। সে কখনও স্বামীর মুখের উপর কথা বলতো না।

রেবা—তিনি যে সেকেলে মেয়ে ছিলেন; আমাদের মতো একালের মেয়েরা স্বামীর দুষ্টতা সহ্য করেনা, এমন কি আপনার মতো এত-বেশী বয়োজ্যেষ্ঠ হ'লেও—না!

দীন—(করুণভাবে) আমার বয়সটা কি তোমার কাছে খুবই বেশী ব'লে মনে হ'চ্ছে রেবা?

রেবা—আগে বলুন, আমাকে আপনার বড্ড ছেলেমানুষ বলে মনে হ'চ্ছে কেন?

দীন—(নীরব)

রেবা—আপনার নিজেই নিজেকে আমার চেয়ে অনেক বয়সে বড় ব'লে মনে হ'চ্ছে বুঝি?

দীন—আহা, না না, তা' নয়. আমি তো তোমাকে বড়-সড় মেয়ে দেখে বিবাহ ক'রে এনেছি, আমার সঙ্গে ঠিক সাজবে জেনেই। কিন্তু তোমার কথা-বার্ত্তা গুলো এখনও নেহাৎ ছেলেমানুষের মতো কাঁচা আছে যেন, সেই কথাই বলছিলুম।—

রেবা—তা, কি ক'রবো বলুন। আপনার মতো আমারও দাঁত না পড়লে আর চুল না পাকলে তো কথাবার্ত্তাগুলো অকালে পেকে উঠবে না!

দীন—আহা, না না, তা'নয়, তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছো না, আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী হৈমবতী আমি হাঁ ক'রলেই আমার কথা বুঝতে পারতো—

রেবা—তার কারণ, তিনি অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর ধ'রে আপনাকে হাঁ ক'রতে দেখেছিলেন!—আপনি যদি দয়া ক'রে আরও পঞ্চাশ বছর টেঁকতে পারেন, তাহ'লে আশা করি আপনি হাঁ না করলেও আমি আপনার কথা বুঝতে পারবো!

দীন—আহা, না না, তা পারবে বৈকি,—তা পারবে—নিশ্চয়ই! তোমার হাতের নোয়া আর সিঁথের সিঁদুরের জোর থাকে যদি, তাহ'লে আরও পঞ্চাশ বছর আমি অনায়াসেই বাঁচতে পারি। কিছুই বলা যায় না!

রেবা—হ্যাঁ, সেইটেই তো হয়েছে সব-চেয়ে বড় মুস্কিল! কিছুই বলা যায় না! নইলে আজ হৈমবতীর মতো স্ত্রীকে হারিয়ে আপনাকে আমার মতো এক অযোগ্যা অভাগীর পাণিগ্রহণ ক'রতে হবে কেন?—

দীন—আহা, না না, ছিঃ, ও-সব কথা ব'লতে নেই! তুমি অভাগী হবে কেন, তোমাকে বরং ভাগ্যবতী ব'লেই সবাই তোমাকে দেখে ঈর্ষ্যা ক'রছে! শুধু তোমার এক-গা হীরে-জহরতের গয়না নয়, আমার এ অগাধ সম্পত্তিও সমস্তই তোমার জেনে—

রেবা—কি সমস্ত? আপনি না ব'লেছিলেন আপনার প্রথম পক্ষের একটি খোকা আছে!

দীন—হ্যাঁ, তা তুমিই তো আজ থেকে তার মা হ'লে।

রেবা—কোথায় সে খোকা? আমি যে তাকে কোলে নিয়ে চুমু দিয়ে আদর করবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ ক'রছি—

দীন—(শুষ্কমুখে) আজ থাক্! দেখো, আমাদের আজ ফুলশয্যার দিন, এমন দিন মানুষের জীবনে একবারের বেশী দু'বার আসে না—

রেবা—কেন, আপনার জীবনেই তো এই নিয়ে দু'বার এলো, আরও কত লোকের তিনবার আসে—চারবার আসে—পাঁচবারও কখনও কখনও আসে!

দীন—(কুণ্ঠিত হ'য়ে) হ্যাঁ, পুরুষ মানুষ হ'লে বরঞ্চ আশা থাকে, কিন্তু ওই মেয়েদের বেলা—আমার হৈমবতী ব'লতো—গেলে আর হবে না! দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা আমার হৈম যেমন বুঝতো, তেমনটি কি আর কেউ বুঝবে? (দীর্ঘশ্বাস)

রেবা—না বুঝলেও আপনি আমাকে দোষ দিতে পারবেন না, কারণ দাঁত থাকতে তো আর আমাকে আনেন নি! আমাকে নিয়ে এসেছেন তো আপনার সব দাঁত বাঁধাবার পর—

দীন—আহা, না না, সে কথা নয়, তুমি আমার কথার ভাবটা ঠিক ধরতে পারলে না! হৈম হ'লে পারতো, আর সেই গুণেই তো তাকে আমি অতো ভালোবেসেছিলুম! হায়, তখন কে জানতো যে হৈম আমাকে এমন ক'রে ফাঁকি দিয়ে পালাবে? (দ্বিতীয় দীর্ঘশ্বাস)

রেবা—না, তিনি তো আপনাকে ফাঁকি দিয়ে পালাননি, তিনি নিঃশেষে নিজেকে ঢেলে দিয়ে তবে গেছেন! বরং আপনিই নাকি শুনছি সেই ঝড়ের রাত্রে অকৃতজ্ঞের মতো তাঁকে পদ্মার বুকে নৌকোর উপর ফেলে রেখে প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছিলেন—

দীন—আহা, না না, সে কথা নয়, তুমি একেবারেই ভুল শুনেছো। সেই ঝড়ের রাত্রে ভরা যখন প্রায় ডুবুডুবু, হাজার টাকা বখ্‌শিস করলে তবে আমি মাঝীদের ছোট নৌকায় ডাঙায় নামার বন্দোবস্ত করি। মাঝীরা বল্লে—'বাবু একজনের বেশী আমরা নিতে পারবো না, তা'হলে সকলেরই প্রাণ যাবে।' আমি হৈমকে বললুম—'হৈম, তুমিই যাও!' হৈম বললে—'ছিঃ, তাও কি হয়? মেয়েমানুষের প্রাণের আবার দাম কি? এ তুচ্ছ প্রাণ থাকলেও যা, গেলেও তা, কিন্তু তোমার বাঁচা দরকার, আমার ছেলের কে অভিভাবক হবে!' কিছুতেই হৈম শুনলে না, একরকম জোর ক'রেই ঠেলে আমায় ছিপে

তুলে দিলে—আর তারই একটু পরেই ভরাডুবি হয়ে গেল! সে কি আজকের কথা? আজ প্রায় দশ বৎসর হয়ে গেল সতী-সাধ্বী আমার সলিল-সমাধিতে শয়ান হয়েছে! (তৃতীয় দীর্ঘশ্বাস)

রেবা—আহা! ভাগ্যবতী বেঁচেছেন! স্বর্গে গিয়েছেন—

দীন—কেন? কেন রেবা? কেন তুমি এমন কথা বলছো—আমি তো আমার প্রাণের হৈমকে বহু যত্নে বহু আদরে রেখেছিলুম!

রেবা—(ব্যঙ্গ অনুকরণে) আহা না না—সে কথা নয়! বলছিলুম কি, তিনি স্বামীপুত্র রেখে সধবা অবস্থায় স্বর্গলোকে গঙ্গা লাভ করেছেন, একি কম ভাগ্যের কথা?—

(মুকুন্দ-চাকরের প্রবেশ)

মুকু—দাদাবাবু এসেছেন কর্ত্তা!

দীন—(একটু ত্রস্ত হয়ে) কখন এলো রে?

মুকু—এইমাত্র।

দীন—(নিম্নস্বরে) শুনেছে?

মুকু—হ্যাঁ।

দীন—কে ব'ললে?

মুকু—আমরা বলিনি কর্ত্তা, ওঁর সঙ্গে প্রিয়বাবুকে দেখলুম—সেই যিনি বই-টই লেখেন, তিনিই বলেছেন বোধ হয়। বিয়ের রাত্রে তো তাঁকেই আমরা সেই গালাগালির ছড়া ছাপা বিলি করতে দেখেছিলুম।

১৯২৯ সালের

মোসের ডায়েরী

সুন্দর কাগজে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই

নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দৈনিক জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ

কোহিনুর ডায়েরী—(পকেট ও পেন্সিল সহ) ১৷
লাইয়ার্স ডায়েরী— ১৷০
ডিংটু (Octavo) ডায়েরী—(এক পৃষ্ঠায় এক তারিখ) ২৷০
ঐ রটাং ইনটারলিভ্‌ড্‌ ৩৷০
ঐ এক পৃষ্ঠায় ২ তারিখ ১৷৷০
পকেট ডায়েরী—(এক পৃষ্ঠায় এক তারিখ) ৸০
ঐ ফ্লাপ্‌ড্‌, পকেট ও পেন্সিল সহ ১৲
ঐ এক পৃষ্ঠায় ২ তারিখ ৷৷০
ঐ ফ্লাপড্‌ ও পেন্সিল সহ ৷৷৹০
"জেম" ডায়েরী—(এক পৃষ্ঠায় এক তারিখ) ৷৷০
ঐ সুন্দর চামড়ার বাঁধাই (পেন্সিল সহ) ১৷০
ঐ এক পৃষ্ঠায় ২ তারিখ ৷/০
ঐ ঐ সুন্দর চামড়ায় বাঁধা (পেন্সিল সহ) ৸৵০
এভরিম্যানস ডায়েরী—(এক পৃষ্ঠায় এক তারিখ) ৸০

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স

বুকসেলার এণ্ড পবলিশরস্‌

৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

দীন—বটে! বেটাকে আট্‌কে ফেল্‌—(মুকুন্দের প্রস্থান)

(সুকুমার ও প্রিয়ঙ্করের প্রবেশ)

সুকু—বাবা—যা শুন্‌লুম তা কি—

দীন—(ব্যস্তভাবে) এই যে, খোকা এসেছিস্‌ বাবা? বাঁচলুম, তোরই জন্যে পথ চেয়ে বসেছিলুম—চল্‌, অনেক কথা আছে—

(তাড়াতাড়ি সুকুমারকে নিয়ে দীননাথের প্রস্থান)

প্রিয়ঙ্কর—দেবী, আমি আপনাকে এ মিসরীয় 'মমি'র কবল থেকে উদ্ধার ক'রে ধন্য হ'তে চাই!

রেবা—কে আপনি?

প্রিয়—শ্রীপ্রিয়ঙ্কর—

রেবা—ও, মাসিকের কবি না?

প্রিয়—আপনার অনুরক্ত ভৃত্য!

রেবা—আপনি কেমন ক'রে আমাকে উদ্ধার করবেন?

প্রিয়—আপনি এ শ্মশান পরিত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে চ'লে আসুন—

রেবা—তারপর? সমাজে যখন কুলটা ব'লে আমায় দুর্নাম রটবে?

প্রিয়—আমি আপনাকে বিবাহ ক'রে আপনার সে দুর্নামকে আবার সুনামে পরিণত করব!

রেবা—(স্মিত হাস্যে) আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমি বিধবা নই, সধবা! স্বামী বর্ত্তমান থাকতে সত্যন্তর গ্রহণ করতে পারিনি!

প্রিয়—তবে এ হতভাগা কবিকে আপনার বহুমূল্য বন্ধুত্ব উপহার দিন। আমিও আপনার সঙ্গে আপনার এই দুর্ভাগ্যের দুঃখকে ভাগ ক'রে নিয়ে ভোগ করবো—

রেবা—না না, আমার জন্য খামকা আপনি কেন কষ্ট পাবেন—

প্রিয়—কেন কষ্ট পাবো? (ভাবাবেগে) কষ্ট কি আজ পাচ্ছি? রেবা! রেবা! পাষাণী! প্রাণেশ্বরী! তোমাকে যে আমি অনেকদিন থেকেই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, তা কি আজও তুমি টের পাওনি! মাসিকে মাসিকে প্রতি মাসে যে তোমার নামে আমি সহস্র সহস্র কবিতা রচনা ক'রে আষাঢ়ের বৃষ্টিধারার মতন বর্ষণ করেছি! এই নরকচ্যুত বৃদ্ধ শয়তান টাকার জোরে তোমাকে চুরি ক'রে এনেছে, তাই তো আমার হারা প্রিয়াকে আমি আজ ছদ্মবেশে অহরণ ক'রে নিয়ে যেতে এসেছি—এসো, এসো দেবী—তোমাকে বিবাহ করবার সঙ্কল্প যে আমার জন্মাবধি ছিল প্রিয়তমে—'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'!

(সৈরভীর প্রবেশ)

সৈর—একটা ভিখিরী মাগী কেমন ক'রে অন্দরে ঢুকেছে, কিছুতেই বিদেয় হ'তে চাচ্ছে না, বলে আমি নতুন-বৌকে দেখে তার সঙ্গে দু'টো কথা ক'য়ে তবে যাবো!

রেবা—তাকে এখনি আমার কাছে নিয়ে এসো সৈরভী—

(সৈরভীর প্রস্থান)

প্রিয়—এ দাসানুদাসের প্রতি কী আদেশ দেবী?

রেবা—দাঁড়ান, এখন বিরক্ত করবেন না, আগে কাজ-কর্ম্ম সেরে নিতে দিন—

(সৈরভীর একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে নিয়ে প্রবেশ)

স্ত্রীলোক—তুমিই কি এ বাড়ীর নতুন-বৌ?

রেবা—হ্যাঁ, তোমার কি দরকার?

স্ত্রীলোক—চুপিচুপি ব'লবো, এদের সব বাইরে যেতে বলো।

প্রিয়—আচ্ছা, আমি এই পাশের ঘরে গিয়ে তোমার ধ্যানে নিমগ্ন হচ্ছি! (প্রস্থান)

রেবা—সৈরভী, একটু বাইরে যাও তো! (সৈরভীর প্রস্থান)

স্ত্রীলোক—আমি কে জানো?

রেবা—না।

স্ত্রীলোক—তুমি কি এ বিবাহে খুব সুখী হয়েছ?

রেবা—(ঢোক গিলে) হ্যাঁ, তা হই নি বললে তো ভাল শোনাবে না!

স্ত্রীলোক—তোমার স্বামীও তোমাকে পেয়ে বেশ সুখী হ'য়েছেন বোধ হয়?

রেবা—বোধ হয়, তবে—

স্ত্রীলোক—(সাগ্রহে) তবে কী? কী তবে?

রেবা—স্বামী তাঁর প্রথমা স্ত্রী হৈমবতীকে আজও ভুলতে পারেন নি।

স্ত্রীলোক—(আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে) সত্যি কথা ব'লছো?

রেবা—তোমার কাছে মিথ্যা ব'লে তো আমার কোনও লাভ নেই!

স্ত্রীলোক—কিন্তু, আমিই যে তোমার সেই সতীন হৈমবতী!

রেবা—(পরম বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে) সত্যি? তুমি—আপনি কি তবে জলে ডুবে মারা যান নি?

হৈম—না বোন্, ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন।

রেবা—তবে এতদিন আসেন নি কেন?

হৈম—স্বামীর উপরে অভিমান ক'রে!

রেবা—তাহ'লে আজই বা এলেন কেন?

হৈম—(সাশ্রু নেত্রে) স্বামী আবার বিবাহ করেছেন শুনে স্থির থাকতে পারলুম না—ছুটে এলুম, কিন্তু এখন এসে শুনছি বিবাহ হ'য়ে গিয়েছে—

রেবা—তাহ'লেই বা! (প্রণাম ক'রে) এসো দিদি এসো, তোমার ঘরে তুমি আসবে এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হ'তে পারে!? কিন্তু, যদি কিছু না মনে করো ভাই, একটু তোমায় পাশের ঘরে ব'সতে হবে। আমি এখনি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীতে মিলন করিয়ে বিদায় নেবো—

হৈম—সে কি ভাই? তা কি হয়? তুমি কোথায় যাবে?

রেবা—আমার জন্যে ভেবোনা দিদি। আমায় নিয়ে যাবার জন্যে লোক এসেছে। লক্ষ্মীটি, তুমি একটু পাশের ঘরে গিয়ে বোসো— (হৈমর প্রস্থান)

রেবা—কবি!

(প্রিয়র প্রবেশ)

প্রিয়—দেবী!

(দীনু ও সুকুমারের প্রবেশ)

দীনু—খোকা! প্রণাম করো, এই তোমার নতুন মা!

(সুকুমার রেবাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলে)

দীনু—রেবা, প্রিয়তমে, এই আমাদের খোকা—তোমার পুত্র—

রেবা—(সবিস্ময়ে) খোকা! এই খোকা! এত বড় ছেলে আপনার! আমি 'খোকা' শুনে মনে করেছিলুম বুঝি ছেলেটি ছোটো—

দীনু—(সলজ্জ ভাবে) আহা, মাতৃহারা পুত্র আমার! ওই হ'চ্ছে হৈমের প্রথম সন্তান। বাছা আমার এতকাল পরে মায়ের আদর পেয়ে সুখী হবে।

রেবা—যাট্ যাট্! মাতৃহারা হবে কেন? আজ বড় আনন্দের দিন। মাতৃহারা পুত্র আজ মা পাবে, পত্নীহারা বৃদ্ধ আজ স্ত্রীকে ফিরে পাবে!

দীনু—হ্যাঁ, তুমি আজ আমাদের পিতা-পুত্র উভয়কেই সুখী করেছো—

রেবা—করিনি এখনও,—এইবার করবো! আপনি ত হৈমকে খুব ভালবাসেন, খোকার মা'কে তো আজও ভুলতে পারেন নি!

দীনু—তা কি পারা যায় রেবা! প্রথম প্রেম—সে কি ভোলবার?

রেবা—আমি আজ আপনাকে বড় সুসংবাদ দিচ্ছি। আপনার হৈম বেঁচে আছে।

দীনু—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) আহা, তা যদি থাকতো!

রেবা—শুধু বেঁচে নেই, তিনি ফিরে এসেছেন—

দীনু—(শুষ্ক মুখে) কী বলছো রেবা?

রেবা—আজ আপনাদের মিলন করিয়ে দিয়ে আমি বিদায় নেবো—

দীনু—তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছিনি! রহস্য ব'লে মনে হ'চ্ছে!

রেবা—রহস্য নয়, রায়-বাহাদুর, তিনি পাশের ঘরে অপেক্ষা করছেন—খোকা! যাও তো বাবা, তোমার মাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো তো—

(সুকুমারের প্রস্থান)

দীনু—(শবের মতো বিবর্ণমুখে) হৈম কি সত্যি ফিরে এসেছে?

রেবা—সত্যি।

দীনু—কিন্তু, তাকে তো আমি আর গ্রহণ করতে পারবো না রেবা! সে এতদিন নিরুদ্দেশ ছিল—আর, তাছাড়া তোমাকে যখন মন্ত্র পড়ে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করেছি—

রেবা—আমার জন্যে ভাবনা নেই। আমাকে ইনি উদ্ধার করতে এসেছেন—

প্রিয়—না, না—আমি কেন?

রেবা—একটু আগে যে আপনি ব'লেছিলেন আমাকে আপনি প্রাণ দিয়ে ভাল বাসেন—আমাকে বিবাহ করবার জন্যে আপনার জন্মাবধি সঙ্কল্প ছিল—

প্রিয়—না না—সে—সে তো আপনাকে নয়—উনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি—ভয়ানক ভুল ক'রেছেন। আপনি কিছু মনে করবেন না, রায় বাহাদুর—

রেবা—ওঃ বুঝেছি, আপনি তা'হলে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'রতে এসেছিলেন—উঃ, আপনি এত বড় দুঃশ্চরিত্র!

দীনু—পাজি—ছুঁচো—চালাকী পেয়েছো তুমি—মুকুন্দ! মুকুন্দ!

প্রিয়—আজ্ঞে, আমার কোনও অপরাধ নেই, উনিই বলেছিলেন—আমাকে এ বুড়োর হাত থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাও—তা আমি রাজী হইনি—

রেবা—বটে! তুমি বলোনি যে "বুড়ো শয়তান টাকার জোরে তোমাকে চুরি ক'রে এনেছে—তাই ছদ্মবেশে আমার প্রিয়াকে আমি হরণ ক'রে নিয়ে যেতে এসেছি—

প্রিয়—কই, এ-সব কথা বলিছি ব'লে তো আমার স্মরণ হচ্ছে না—

(মুকুন্দের প্রবেশ)

দীনু—এই যে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—মুকুন্দ! এর ঘাড় ধ'রে জুতো মারতে মারতে বাড়ীর বার ক'রে দিয়ে আয় তো—

(প্রিয়ঙ্করের পলায়ন। মুকুন্দের পশ্চাদ্ধাবন)

রেবা—ছোকরা কি মিথ্যাবাদী—

দীনু—ছোকরা মাত্রেই ওই রকম হয় রেবা! তুমি কখনও ওদের কথা বিশ্বাস কোরো না—ওরা সব লম্পট, ব্যভিচারী!

(হৈমকে নিয়ে সুকুমারের প্রবেশ)

হৈম—(সরোদনে) স্বামী!

(দীনুর পদতলে পতন)

দীনু—(ভূত দেখার মতো চমকে উঠে) তাইত! এ যে সত্যিই হৈম!

রেবা—দিদিকে গ্রহণ করুন রায়-বাহাদুর! নইলে আমি কখনই আপনাকে ক্ষমা ক'রতে পারবো না!

দীনু—(হৈমকে হাত ধ'রে তুলে) প্রিয়ে, এতদিন স্বামী-পুত্রকে ভুলে কোথায় ছিলে পাষাণী?—

রেবা—খোকা! চলো বাবা, আমরা একটু ও-ঘরে যাই—

যবনিকা

চিত্রনাট্যের রূপকথা

—:০:—

'পাখ্না' (Wings) দেখলুম—খুব হৃদয়োত্তেজক বটে—বিমানের বিবিধ ব্যাপার, যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব দৃশ্যাবলীর মধ্যে চিত্রিত হোয়ে, এতে-ও দেখানো হোয়েছে। সামান্য একটু প্রণয়-কাহিনী এতে আছে বটে, সেটুকু না থাক্লেও চ'লতো। শ্রীযুক্ত রিচার্ড আর্লেন ও চার্লস্ রজার্স এবং শ্রীমতী জোবিনা ব্যাল্ষ্টন্ ও ক্লারা বো এতে প্রধান নায়ক নায়িকাদের ভূমিকা নিয়েছেন।

•



"শ্রীদুর্গা"র মহাসুরের ভূমিকায় প্রতিভাবান অভিনেতা
শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু লাহিড়ী

পিক্চার প্যালেসের 'কোয়ার্টার ব্যাক' আমাদের বেশ ভালো লেগেছে। নায়িকা ও নায়কের অংশে শ্রীমতী এস্থার র‍্যাল্ষ্টন্ ও শ্রীযুক্ত রিচার্ড ডিকস বেশ অভিনয় কোরেছেন। ফুটবল খেলার দৃশ্যে সত্যিই চঞ্চল হোয়ে উঠতে হয়।

•

পিক্চার হাউসের 'নীল দাড়ির সাত বউ'-এ (Bluebeard's Seven Wives) অনেকগুলি 'ষ্টার' এতে নেমেছেন—বেন্ লায়ন, ডোরথি সিবাষ্টিয়ান, ব্রান্ড স্যুইট, লয় উইলসান প্রভৃতি। বেন লায়ন নায়কের আর লয় উইলসান নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন। শ্রীমতী লয় উইলসানের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

•

'মর্য্যাদার দাম (Price of Honour) দেখান হোচ্ছে পার্ল সিনেমায়। শ্রীযুক্ত ম্যালকম্ ম্যাক্‌গ্রেগর ও শ্রীমতী ডোরথি রিভিয়ার নিয়েছেন এর দুটি প্রধান দুটি ভূমিকা। এই চিত্রনাট্যে সুন্দর অভিনয় কোরেছেন নায়িকার বাপের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত উইলিয়াম মড্।

•

'সরলা' ছ সপ্তাহ চ'ল্‌ছে। বাঙলার চলচ্চবি-দর্শকরা বাঙ্গালীর ছবিকে যে এমন ভাবে উৎসাহে সমৃদ্ধ কোরছেন, এ ঘটনা আশাপ্রদ। তবু আমাদের এখনো অনেক বাকী।

•

'প্রেমিক-যুগল'—নামক ছবিটিতে (Two Lovers) শ্রীযুক্ত রোণাল্ড কোল্‌ম্যান ও শ্রীমতী ভিলমা ব্যাঙ্কির সম্মিলিত অভিনয় শেষ হোলো। এঁরা দুজনে অতঃপর আর একই ছবিতে অভিনয় কোরবেন না।

•

দুর্জ্ঞেয় স্বভাব, রহস্যময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী মেরি ফিল্‌বিনের সঙ্গে শ্রীযুক্ত পল কোনারের বিয়ের ঠিক হোয়ে গেছে। শ্রীমতী হোলেন ইউনিভারস্যাল চিত্রসঙ্ঘের একজন বিশিষ্টা অভিনেত্রী—আর শ্রীযুক্ত হোলেন তারি অন্যতম প্রধান প্রযোজক-পরিদর্শক। আগামী অগ্রহায়ণ মাসেই এঁদের শুভ পরিণয় হবে।

•

আমেরিকার বিখ্যাত আন্তর্জাতিক পোলো খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত টমি হিচককের সঙ্গে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতী বিবি ড্যানিয়েল্‌সেরও বিয়ের ঠিক হোয়েছে। চিত্রজগতের লোকেরা ভূরিভোজনের জন্য উৎকণ্ঠিত আছেন বোধ হয়।

প্যারিসের প্রসিদ্ধ পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা-দক্ষ জাঁ পাতু বোলেছেন সব চেয়ে ললিত ও কমনীয় দেহ হোলো শ্রীমতী ইয়োলা ডাভ্রিলের (Yola D'avril)। সমস্ত প্যারিসের মধ্যে এ বিষয়ে ইনি অতুলনা। শ্রীমতী চিত্রনাট্যের একজন যশস্বিনী অভিনেত্রী—এখন আমেরিকায়। শ্রীমতী গ্লোরিয়া সোয়ান্‌সনের বিশেষ অনুরোধেই ইনি আমেরিকায় গেছেন। — গি —

নাচঘরের গল্প

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম-এ

প্রতিভা থাক্‌লে অভিনেতার ব্যবসায়ে যেমন রাতারাতি বিখ্যাত হওয়া যায় এমন বোধ হয় আর কোন ব্যবসায়ে হওয়া যায় না। আজ যে দীন-দরিদ্র হীন অবস্থায় কাল যাপন কর্‌ছে, কয়েক ঘণ্টা অভিনয়ের ফলে সে একেবারে প্রভূত মান যশ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। ইউরোপ আমেরিকায় এ ব্যাপারটা খুব বেশী প্রত্যক্ষ করা যায়। গ্যাব্রিক, মিসেস্ সিডন্স্ এবং এডমণ্ড্ কীনের অদৃষ্টে এইরূপ আকস্মিক সৌভাগ্যজনিত আনন্দ লাভ ঘটেছিল। কিন্তু তাই ব'লে সকলের ভাগ্যেই যে এমন ঘট্‌বে তা মনে করা ভুল। মিসেস্ সিডন্সের ভাগ্য তাঁর সহোদর কেম্বল্ লাভ করেননি। কেম্বল্ খুব ভাল অভিনেতা হ'লেও তাঁকে ধীরে ধীরে যশের উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে হ'য়েছিল।

যে বিজ্ঞাপন-পত্রে (play bill) গ্যারিকের অভিনয় প্রথম বিজ্ঞাপিত হ'য়েছিল তার একটা অনুবাদ আমি নিচে দিচ্ছি। 'সেকালের প্লেবিলে'র কতকটা পরিচয় এ-থেকে পাওয়া যাবে।—

১৯শে অক্টোবর, ১৭২১ গুড্‌ম্যান্‌স্ ফিল্ড্‌স্ (Goodman's Fields)

"আজ গুড্‌ম্যান্‌স ফিল্ড্‌সের ভূতপূর্ব্ব থিয়েটারে কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীতের



কর্ণের ভূমিকায় এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

একটা কন্সার্ট হইবে এবং তাহা দুই অংশে বিভক্ত থাকিবে।

টিকিটের মূল্য তিন, দুই ও এক শিলিং।

থিয়েটারের পাশে ফ্লিস টাভারনে (Fleece Tavern) বক্সের টিকিট পাওয়া যাইবে।

কন্সার্টের প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় হইবে, তাহার নাম রাজা তৃতীয় রিচার্ড।

(তাঁহার জীবন-কাহিনী ও মৃত্যু)

ইহাতে থাকিবে—ষষ্ঠ হেনরীর দুর্দ্দশার কথা, বালক রাজা পঞ্চম এডোওয়ার্ড ও তাঁহার ভ্রাতার হত্যার কাহিনী এবং রিচমণ্ডের আগমন ও রাজা রিচার্ডের বসওয়ার্থের যুদ্ধে পরাজয় ও মৃত্যুর বিবরণ।

ইহা ভিন্ন আরও নানা ঐতিহাসিক কথা থাকিবে।

রাজা রিচার্ডের ভূমিকায় অভিনয় করিবেন এমন একজন অভিনেতা, যিনি পূর্ব্বে আর কখনো কোন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন নাই।

রাজা হেনরী—মিষ্টার গিফার্ড্; রিচমণ্ড—মিঃ মার্সালে; পঞ্চম এডোয়ার্ড—মিস্ হিপ্পিলী; তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অব ইয়র্ক—মিস্ নেলোর্; বকিংহাম—মিঃ প্যাটারসন্ ইত্যাদি প্লে-বিলে আরও অনেক নাম আছে, সকলগুলি এখানে দিবার প্রয়োজন নাই।

আর লেডী অ্যানের ভূমিকা অভিনয় করিবেন মিসেস্ গিফার্ড।

নৃত্যরঙ্গ দেখাইবেন মাসও ফ্রোমেট, মাদাম ডুবাণ্ট্, মিস গ্রানিয়ার ও দুই মাষ্টার গ্রানিয়ার।

ইহার সহিত The Virgin Unmasked নামে একটি একাঙ্ক গীতিনাট্য অভিনীত হইবে। তাহাতে মিস্ হিপ্পিলী লুসীর ভূমিকা গ্রহণ করিবেন।

উক্ত ঐতিহাসিক নাটক ও গীতিনাট্যের অভিনয় দর্শকগণকে তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ বিনামূল্যে দেখান হইবে।

কন্সার্ট ঠিক ছয়টার সময় আরম্ভ হইবে।"

মিসেস সিডন্স খুব অল্প বয়সেই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হন। তখন তাঁর বয়স বারোর চেয়েও কম ছিল। তাঁর অভিনয়ের সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞাপন যা পাওয়া গেছে তা এই—

উস্‌টার, ১৬ই এপ্রিল, ১৭৬৭

"মিষ্টার কেম্বলের কমেডিয়ানের দল।

আগামী ২০শে এপ্রিল সোমবার কিঙ্‌স্ হেড থিয়েটারে ঠিক সাড়ে ছয়টার সময় একটি কন্সার্ট হইবে। টিকেট যথাস্থানে পাওয়া যাইবে। কন্সার্টের দুই অংশের মধ্যে একটি বিখ্যাত কমেডি অভিনীত হইবে, কিন্তু তাহার জন্য দর্শকগণকে কোন মূল্য দিতে হইবে না। কমেডির নাম—

টেম্পেষ্ট বা যাদু দ্বীপ।

[মিষ্টার ড্রাইডেন (Dryden) ও সার ডব্লিউ, ডে' বেনাণ্ট (Sir. W. D' Avenant) কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত আকারে সেক্সপিয়ারের নাটক]

দৃশ্যপট, কলকব্জা, সঙ্গীত, রাক্ষস, সাজসজ্জা, আসবাবপত্র প্রভৃতি সমস্তই নাটকের উপযোগী ও একেবারে নূতন। অ্যালোজো (ম্যাণ্টুয়ার ডিউক)—মিঃ কেম্বল; হিপোলিটো (একজন যুবক যে কখন কোন স্ত্রীলোক দেখে নাই)—মিষ্টার সিডন্স; ষ্টে-ফানো (ডিউকের জাহাজের অধ্যক্ষ)—মিষ্টার কেম্বল; অ্যাম্ফিট্রাইট্—মিসেস কেম্বল্; আরিয়েল—মিস্ কেম্বল্; মিল্‌চা—মিস এফ্ কেম্বল্।

প্রথমেই ভীষণ তরঙ্গাকুলিত ঝটকাময় সমুদ্রের দৃশ্য, তাহার মধ্যে রাজ্যাপহর্ত্তার জাহাজ জলমগ্ন হইবে এবং তাহার পরেই এক মনোহর অগ্নি-নির্ঝরের দৃশ্য দেখান হইবে। নাটকের শেষ-দৃশ্যে সুন্দর শান্ত সমুদ্রে বরুণদেব নেপচ্যুন ও তাঁহার মহিষী অ্যাম্ফিট্রাইট সমুদ্রাশ্ববাহিত রথে মারমেড ট্রাইটন প্রভৃতি বেষ্টিত হইয়া আবির্ভূত হইবেন।"

ঠিকগণ একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন, দুখানা বিজ্ঞাপনেই বলা হয়েছে নাটকের অভিনয় "বিনামূল্যে" দেখান হবে। এটা শুধু আইনলঙ্ঘনজনিত দণ্ড হ'তে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে একটা কৌশল। আইন যতই কড়া হোক, সেটা যে সহজেই এড়ান যেতে পারে এটা তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ ব'লে ধরা যেতে পারে। আর একটা কথা, দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে দেখা যাবে যে অভিনয়টি একপ্রকার পারিবারিক অভিনয় বললেই হয়—"কেম্বলের দল" প্রকৃত পক্ষে কেম্বল্-পরিবারের দল। এর অনেক পর ড্রিলেন থিয়েটারে মিসেস সিডন্স যখন অভিনয় করেন, তখন তাঁর প্রথম রজনীর অভিনয়ের বিজ্ঞাপনে তাঁর নাম দেওয়া হয় নাই। তাতে কেবল লেখা ছিল—

"পোসিয়া—একজন যুবতী মহিলা, এই তাঁহার প্রথম আবির্ভাব।"



অসম্পূর্ণ থাকবে

সঙ্গীতের আয়োজন

না হ'লে।

সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠাংশে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

গঠন পারিপাট্যে, সুরের মাধুর্য্যে ও স্থায়িত্বে অতুলনীয়।

বাছা বাছা মালমসলায় গড়া, কাজেই সহজে নষ্ট হয় না অথচ মূল্য সুলভ।





মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৪৮৭ বি.বি

শনিবার ২৭শে আশ্বিন রাত্রি ৭॥০ টায়
রবিবার ২৮শে আশ্বিন ম্যাটিনী ৫টায়

শ্রেষ্ঠ সাফল্যের জয়মাল্য-বিভূষিত
প্রেম ও ধর্ম্মমূলক নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

রাজা—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
সারঙ্গদেব—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
অরিন্দম—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চন্দন—শ্রীভুমেন রায় (এমেচার)
পুরোহিত—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
অন্ধকবি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
পিয়ারী—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা
অধীরা—শ্রীমতী শশিমুখী
সুবদনা—শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ)

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।
ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে. মিত্র, বি.এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নারায়ণায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড
ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার
১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্টীট, কলিকাতা

শনিবার, ১৩ই অক্টোম্বর, ২৭শে আশ্বিন সন্ধ্যা ৪॥০ টায়

১। দ্বিজেন্দ্রলালের
সাজাহান

সাজাহান—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
ঔরংজেব—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
দারা—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় সুজা—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
জাহানারা—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী
পিয়ারী—শ্রীমতী চারুশীলা
নাদিরা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
মহামায়া—শ্রীমতী প্রভা

২। গিরিশচন্দ্রের
বলিদান

করুণাময়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
দুলালচাঁদ—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
গোবি—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
সরস্বতী—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী কিরণ্ময়ী—শ্রীমতী প্রভা

রবিবার ১৪ই অক্টোবর ২৮শে আশ্বিন, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

শরৎচন্দ্রের
ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

রবীন্দ্রনাথের
শেষ-রক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয়:—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

IMPERIAL

পোড়ধড়

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৩০শে কার্ত্তিক
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

বিজয়ার অভিবাদন নিবেদন করছি।

*

ছুটির ভিতরে আমরা নানা রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়েছি। এক-সঙ্গে সে-সমস্তের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব খুব সংক্ষেপেই আমাদের মতামত জানাতে বাধ্য হলুম।

*

ষ্টার খুলেছেন অপরেশচন্দ্রের নূতন নাটক "ফুল্লরা"। এখানি ঠিক পুরো-পুরি নাটক নয়—অনেকটা 'মেলোড্রামা' ও গীতিনাটকের লক্ষণাক্রান্ত এবং "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" অবলম্বনে লিখিত।

*

"কবিকঙ্কণ চণ্ডী"র কালকেতু ও ফুল্লরার উপাখ্যানে নাটকীয় রস আছে যথেষ্ট পরিমাণে এবং শক্তিবান নাট্যকার তার সদ্ব্যবহার করতেও বিরত হন নি। অতীতের কাহিনীর সঙ্গে সুকৌশলে বর্ত্তমানের চিন্তাধারা মিলিয়ে এমন ভাবে তিনি নাটকের গতিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন যে, অভিনয় দেখতে দেখতে আমাদের মন প্রশংসায় ভ'রে উঠছিল।

*

নাটকের অধিকাংশই আমাদের খুব ভালো লেগেছে—কেবল প্রস্তাবনা ও উপ-সংহার ছাড়া। মূল আখ্যান বস্তুটির পক্ষে প্রস্তাবনা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং উপসংহার একান্ত মারাত্মক। এমন সুন্দর নাটকখানির সমাপ্তি যেমন উপভোগ্য হওয়া উচিত ছিল, মোটেই তা হয় নি।

*

স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদিত "কবিকঙ্কণ চণ্ডী"তে কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনীর উপসংহারের সঙ্গে এই নাটকের শেষাংশ মেলে না। আমরা আর কোন সংস্করণের "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" পড়ি নি। সুতরাং নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি না যে, নাট্যকার এখানে নিজের কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন কি না! অবশ্য, নিজের কল্পনার আশ্রয় নেওয়া কিছুমাত্র দোষের কথা নয়। সাধারণ কাহিনীকে নাট্যরূপ দিতে গেলে অনেক স্থলে বরং তা না করলেই চলে না। কিন্তু এ-রকম স্বাধীনতা তখনি উপভোগ্য হয়, সাধারণ কাহিনীকে যখন তা উচ্চতর শ্রেণীতে তুলতে পারে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে নাট্যকারের স্বাধীনতা নাটককে শ্রেষ্ঠতা দান করতে পারে নি। "ফুল্লরা"র শেষ-অংশ যদি আদ্য ও মধ্য অংশেরই মতন চমৎকার হ'ত, তা'হলে এ-নাটকখানিকে আমরা বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি স্মরণীয় রত্ন ব'লে গণ্য করতে পারতুম।



দ্বিজেন্দ্রলালের সীতায় রামের ভূমিকায়—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

*

শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর "কালকেতু" আমাদের বেশ লেগেছে। কিন্তু নাটকের শেষ-অংশ অনেকটা প্রহসনের মতন হওয়ার দরুণ তাঁর অভিনয়ও সমাপ্তির দিকে স্বাভাবিক ভাবেই ঝুলে পড়েছে এবং সেইজন্যে তাঁর সমগ্র অভিনয়ের মাধুর্য্যও রীতিমত আহত হয়েছে। অথচ এজন্যে তিনি নিজে দায়ী নন, কারণ তাঁর নিজের কর্ত্তব্যে তিনি কোন ত্রুটিই করেন নি।

*

কবিকঙ্কণের বিখ্যাত চরিত্র "ভাঁড়ু দত্ত" মনোরঞ্জনবাবুর অভিনয়-গুণে সরস সৌন্দর্য্যে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে—আমরা উপভোগ করেছি প্রাণ ভ'রে এবং হাস্য করেছি গাল ভ'রে! যুবরাজের ভূমিকায় সন্তোষবাবুর অভিনয়ও ভালো লাগল।

*

কিন্তু সব-চেয়ে সুন্দর হয়েছে ফুল্লরার ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালার অভিনয়। এ ভূমিকায় এর চেয়ে ভালো অভিনয় হয় না। আবার এ-কথাও

না ব'লে পারছি না যে, তাঁরই পাশে শ্রীমতী শান্তবালার "চণ্ডীকা"কে কী মলিনই মনে হ'ল!

*

"ফুল্লরা"র একটি প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে, তার প্রথম কয়েকটি নৃত্য। এমন সুন্দর ও নূতন ধরণের নাচ আমরা বাংলা রঙ্গালয়ে এর আগে দেখেছি ব'লে মনে হয় না। নর্ত্তকীদের দেহের গতি, বাহুর গতি ও চরণের গতি—সমস্তই কাব্যের ছন্দ ও সুষমাকে প্রকাশ করেছে। এবং ওরি-মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হয়ে উঠেছে শ্রীমতী নীহারবালার বিচিত্র নৃত্যকুশলতা। এবং তাঁর পরেই উল্লেখযোগ্য শ্রীমতী সরস্বতীর নাচ।

*

মনোমোহন থিয়েটারে আমরা ইতিমধ্যে "দক্ষযজ্ঞ", "চন্দ্রগুপ্ত", "মীরাবাঈ" ও "প্রফুল্লে"র অভিনয় দেখেছি! স্থানাভাবের জন্যে সব নাটকের সমস্ত দোষ-গুণের পরিচয় দেবার ব্যর্থচেষ্টা না ক'রে আমরা কেবল তাঁদের কথাই বলব, যাঁরা বিশেষ ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

*

একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য সমালোচকের মতে, যে-সব অভিনেতা কোন-একটিমাত্র ভূমিকায় খুব ভালো অভিনয় করেন বা বিশেষ একশ্রেণীর ভূমিকায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁরা উচ্চশ্রেণীর নট নন। নটের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর অভিনয়-বৈচিত্র্যে। সকল রকম ভূমিকার অভিনয়েই যিনি আর্টের নির্দ্দিষ্ট আদর্শকে খর্ব্ব করেন না, তাঁকেই বলি শক্তিধর অভিনেতা।

*

উক্ত সমালোচকের কথামত বিচার করলে, বাংলাদেশের ক-জন নট-নটী ধোপে টেঁকবেন, তা বলতে পারি না। কারণ এখানকার অধিকাংশ নট-নটীই এক-একটি ভূমিকায় নামজাদা হয়ে তারই দৌলতে ক'রে খান কিংবা বিশেষ বিশেষ রসের ক্ষেত্র ছাড়া আপনাদের বিশেষত্বের পরিচয় দিতে পারেন না। অবশ্য শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীর নট-নটীও যে এখানে নেই এ কথা বলি না; কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা পাঁচ-ছয় জনের বেশী হবেন না। এবং সেই জনকয়েক মাত্র অভিবাদ্য অভিনেতার মধ্যে একজনের নাম বিশেষ ক'রে আজ আমাদের মনে হচ্ছে। তিনি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।

*

নির্ম্মলেন্দু সম্বন্ধে এখন আর কোন নূতন পরিচয়ের দরকার করে না। তাঁর কণ্ঠ মধুর, আকৃতি সুন্দর, ভঙ্গী নিজস্ব ও ব্যক্তিত্ব অপূর্ব্ব। নিজের জোরে তিনি নিজের আসন দখল ক'রে নিয়েছেন—ঢ্যাঁড়াদারের ঢোল তাঁর নাম মহা-সমারোহে লোকের কাণে কাণে ঘোষণা ক'রে দেয়নি। ম্যাডানের কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে আবির্ভাবের আগে থেকেই আমরা তাঁর অভিনয়ের ক্রমোন্নতির ধারা লক্ষ্য ক'রে আসছি। এর মধ্যে তিনি হাস্য, করুণ, রুদ্র ও বীর প্রভৃতি যত-রকম সম্ভব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আপনার বহুমুখী শক্তির পরিচয় দিয়ে আমাদের চমৎকৃত করেছেন।

*

সংপ্রতি রমেশ, চাণক্য ও দক্ষের ভূমিকায় আমরা নির্ম্মলেন্দুর অভিনয় দেখলুম। রমেশের ভূমিকায় তাঁর সফলতা সকলেরই উপভোগ্য হয়েছে। তাঁর 'চাণক্য' সম্বন্ধেও এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বঙ্গ-রঙ্গালয়ে আবির্ভূত বহু 'চাণক্যে'র মধ্যেও তাঁর 'চাণক্য' মাধুর্য্যে সুন্দর হয়ে উঠেছে। তাঁর 'দক্ষ' দেখে অনেককে ঐ ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে দেখলুম। গিরিশচন্দ্রের গৃহীত অসংখ্য শ্রেষ্ঠ ভূমিকার অভিনয় আমরা দেখেছি বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর 'দক্ষে'র অভিনয় আমরা দেখিনি। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষ' সম্বন্ধে যে সব বর্ণনা আজ শুনছি, তা অতিরঞ্জিত কিনা বলতে পারি না। তবে এটুকু বলতে পারি যে, বাংলা রঙ্গালয়ে আজও গিরিশচন্দ্র অতুলনীয়। তাঁর সঙ্গে এখনকার যে কোন অভিনেতার তুলনা করতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। তাতে লাভ নেই; কিন্তু ক্ষতি এই যে, উপভোগের আনন্দ আর থাকে না।

*

আসছে রবিবারে নির্ম্মলেন্দু দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকে রামের ভূমিকা গ্রহণ করবেন। 'ষ্টার' কর্ত্তৃক 'সীতা' হরণের সময়েই এই ভূমিকায় তাঁর নামবার কথা ছিল—কিন্তু সে কথা তখন কার্য্যে পরিণত হয়নি। আজ এত দিন পরে তা সম্ভব হ'ল। আমরা তাঁর সফলতা কামনা করি।

*

"মীরাবাই"য়ের রাণা কুম্ভের ভূমিকায় নির্ম্মলেন্দুবাবুর অভিনয় আমরা দেখিনি, কিন্তু উক্ত ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ ঘোষের অভিনয় যতটা দেখলুম, মন্দ লাগল না। 'প্রফুল্লে' সুরেশের ভূমিকাতেও মনীন্দ্রবাবুর অভিনয় ভালো লাগল। একজন তরুণ অভিনেতাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গোস্বামী। "প্রফুল্লে'র কাঙালীচরণের ভূমিকায় আর সব অভিনেতাকেই বিকৃত কণ্ঠস্বরের আশ্রয় নিতে দেখেছি। কিন্তু গণেশবাবুর 'কাঙালীচরণ' এ বিষয়ে নূতনত্ব দেখিয়েছে, ফলে তা অধিকতর বিচিত্র হয়ে উঠেছে। "চন্দ্রগুপ্তে" গণেশবাবুর 'কাত্যায়ন' দেখে আমরা মুগ্ধ ও তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়েছি। 'দক্ষযজ্ঞে'র নন্দীর ভূমিকায় আর-একটি নূতন অভিনেতার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—নৈপুণ্য দর্শকদের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে।

*

মিনার্ভার 'সত্যের সন্ধান' একাই আসর মাৎ ক'রে আছে। তার সঙ্গে এই হপ্তাতেই জলধরবাবুরই একখানি সামাজিক প্রহসন—"ত্রিমূর্ত্তি"—খুলে কর্ত্তৃপক্ষ বোধ হয় পুরো বাজারটাই দখল করতে চান? আমরা আসছে বারে "ত্রিমূর্ত্তি" পরিচয় দেব।

*

নাট্যমন্দির শীঘ্রই যোগেশবাবুর "দিগ্বিজয়ী" খুলবেন। এই দিগ্বিজয়ী হচ্ছেন নাদিরশাহ—এবং শিশিরকুমার নিজেই তাঁকে রঙ্গমঞ্চের উপরে মূর্ত্ত করবার ভার নিয়েছেন। সুতরাং আশা করা অন্যায় হবেনা যে, এই ভূমিকায় তিনি আর-একটী অতুলনীয় ঐতিহাসিক চিত্র আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবেন। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

*

নাট্যমন্দিরের 'পুষ্পলতা'র অভিনয় দেখে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা এই কথাগুলি লিখেছেন (অবশ্য, এখানে এ-কথাও ব'লে রাখা দরকার মনে করছি যে, আমাদের সংবাদদাতার কতকগুলি মত আমরা সঙ্গত ব'লে মনে করি না।) :—

*

"নাট্যমন্দিরের অস্থায়ী কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে এ এক নতুন ব্যাপার! নাট্যজগতে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক অখ্যাত লেখকের আনকোরা নাটক দর্শকদের সামনে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে, এক রকম বিনা নোটীশেই উপস্থিত করা—তাও শিশিরকুমারের অনুপস্থিতিতে!—দুঃসাহস বটে!

*

"কলিকাতার আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিলাসব্যসনের যে ফল্গুধারা বয়ে যাচ্ছে, তারই ঘূর্ণীপাকে প'ড়ে কত ধনীর মুখ্য সন্তানকেই না পথে বসতে হয়! এই গোপালদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে, যাদের মতিগতি আসলে হয়ত ততটা জঘন্য নয়, মাত্র গুণধর বন্ধুদের অনুগ্রহেরই আতিশয্যে যারা সর্ব্বনাশের পাঁকে ডুবতে বসেছে, যারা হয়ত সময় থাকতে তেমন স্পর্শমণির ছোঁয়াচ পেলে আশ্চর্য্য রকম বদলে যেতে পারে!

*

"পুষ্পলতা'র নায়ক সন্তোষকুমার হচ্ছেন এই শ্রেণীর ব্যক্তি। সে ধনীর সন্তান, ধনীর জামাতা, অশিক্ষিত। হাতে অগাধ পয়সা; তাতে সে শুঁড়ির দেনা সুধছে, মাতাল প্রতিপালন কচ্ছে, আর রক্ষিতা পুষ্পলতার চরণে ষোড়শোপচারে পূজা দিচ্ছে। একটা Export-importএর কাজ আছে

বটে, কিন্তু গুটিকয়েক 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' বন্ধুর সুচেষ্টায় কিকিরে তাথেকে ইষ্টর চেয়ে অনিষ্টই হ'ল বেশী; হুণ্ডির টাকা শোধ না হওয়ার দরুণ ধন-মান সবই যখন যায় যায়, তখন দরদী মাতাল-বন্ধু নিখিলের সাহায্যে ও শ্বশুর জলধরবাবুর অনুগ্রহে কোনক্রমে সে নিষ্কৃতি পেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্ত্তনও হ'ল। অবশ্য এ পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্বাভাবিকতার বেশ একটু অভাব আছে ব'লে বোধ হ'ল। আর পরিবর্ত্তনের কারণও গভীরতরভাবে ফোটা উচিত ছিল। অশিক্ষিত হ'লেও সন্তোষের হৃদয় আছে, সে উচ্চবংশসম্ভূত; তাই সে তার সর্ব্বনাশকারী বন্ধু-আখ্যাধারী ব্যারিষ্টার মিঃ হালদার ও বি-এ ডিগ্রীধারী শ্রীমান রমেশচন্দ্রকে জেলে দিতে চাইলে না, কিন্তু দেশের রাজা তাঁদের শ্রীঘর বাসই উচিত বিবেচনা করলেন।

*

"এই মোটামুটি আখ্যানের আর এক দিকে আছে, নায়িকা পুষ্পলতার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও প্রেম। সে বারবনিতা; তবু সে সম্ভবতঃ নিজের অজ্ঞাতসারেই সন্তোষকে ভালোবেসে ফেলেছে। তাই সে যখন দেখলে, তারই জন্যে ধনীর দুলাল সর্ব্বনাশের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন তার বিবেকে আঘাত লাগল; সে সন্তোষের বিলাস-সহচরদের, সঙ্গিনী জিজিয়া বাইজীর, ও নিজের মায়ের সব-রকম অনুনয়-বিনয় ও পাপ-পরামর্শ অগ্রাহ্য ক'রে নিজে স'রে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে বাভিচার-বৃত্তিও ছেড়ে দিলে। শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো'র বিজলীবাই সত্যেনের জন্যে কাশীবাসী হয়েছিল, শ্রীমতী পুষ্পলতা তারও ওপর গেছেন, তিনি ব্যর্থপ্রেম ও আত্মগ্লানিতে পুরীর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন, সন্ন্যাসিনী বেশে। এ-রকম কল্পনায় সত্য না থাকলেও কবিত্ব আছে যথেষ্ট, সন্দেহ নেই।

*

"নাট্যমন্দির 'পুষ্পলতা'র পরিচয় দিয়েছেন, 'সামাজিক রঙ্গনাট্য' ব'লে। আমাদের মনে হয়, বইখানিকে 'সামাজিক চিত্র' বল্‌লে অধিকতর সঙ্গত হ'ত। কেননা নাটকখানির প্লট ত' রঙ্গের নামগন্ধ নেই, এমন কি কথার মধ্যেও দু-দশটা রঙ্গ-রসিকতা থাকলেও নীতি কথারই বেশী ছড়াছড়ি! নাট্যকার কালীকিঙ্করবাবু জলধর ও পুষ্পলতাকে দিয়ে যে সব কথা বলিয়েছেন, তা' একেবারে দস্তুরমত চাবুক; দর্শকরা পরিতৃপ্তির সঙ্গে তা' গ্রহণ করেছেন, এ কথা সে রাত্রের ঘন ঘন করতালিধ্বনি থেকেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এর মধ্যে গানের ভাগ বড় বেশী হয়ে পড়েছে। বইখানির মধ্যে আরো ক্রটি থাকলেও শিক্ষনীয় বিষয় আছে অনেক; বর্ত্তমানের শিক্ষিত বিলাসী সমাজ নিজের ব্রণ-ক্ষত স্পষ্ট দেখতে পাবেন।

*

"পুষ্পলতা'র অভিনয় মোটের ওপর চমৎকার হয়েছে বলা যায়। নায়ক সন্তোষকুমারের ভূমিকায় শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী তাঁর পূর্ব্ব যশ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সদবার একাদশীতে অটল, শেষ-রক্ষায় গদাধর প্রভৃতির মত সন্তোষের ভূমিকাও তিনি বেশ সহজ অনাড়ম্বর ভাবে অভিনয় করেছেন। জলধরবাবুরূপে শ্রীহীরালাল দত্তের অভিনয়ও সুন্দর হয়েছে; জামাতার বিপদে বিব্রত, একমাত্র কন্যার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা, সদাচারী ভদ্রলোক জলধরবাবুকে তিনি বেশ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। জলধরবাবুর ম্যানেজার হরেনের ছোট ভূমিকাটির (নটের নাম নাম জানি না) অভিনয়ও মন্দ নয়।

*

"বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার মিঃ হালদার রূপে শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়ের অভিনয়ে ভালো হ'লেও নিখুঁত হয়নি; মাঝে মাঝে বিবাহ-বিভ্রাটের মিঃ সিংয়ের ধরণের উচ্চারণ, আর মাঝে মাঝে সোজাসুজি উচ্চারণ করার কারণ কি, তা' তো বুঝতে পারলুম না। 'বিশ্ববিস্তাধারী' রমেশচন্দ্রের ক্ষুদ্র ভূমিকায় জীবনকুমার বেশ সোজাসুজিই অভিনয় করেছেন, তাঁর অভিনয় আমাদের ভালো লেগেছে।

*

"কিন্তু সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য করেছেন নিখিলের ভূমিকায় শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী; অমনভাবে চরিত্রকে ছাপিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে খুব কম অভিনেতাকেই দেখা যায়। শেষ-রক্ষায় চন্দরদারূপে শিশিরকুমার যে ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন, পুষ্পলতায় শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী নিখিলের ভূমিকায় তাথেকে কম কৃতিত্ব দেখান না। বাইজীর কক্ষে নিখিলের পরিহাস, বাগান-বাড়ীতে সন্তোষকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য তার আকুলতা, পরে পুষ্পলতার গৃহে তার দুঃখে দরদী নিখিলের সেই 'আমি চল্লুম' ব'লে pathos সৃষ্টি—চমৎকার চরিত্র-চিত্রণ, বিশ্বনাথবাবুর এ-রকম ধরণের প্রথম শ্রেণীর অভিনয় দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করেছি; তাঁর মধ্যে dramatic element আছে যথেষ্ট, মাত্র উপযুক্ত সুচিন্তিত অনুশীলনের ফলে তা' উৎকর্ষের চরমসীমায় গিয়ে উঠতে পারে, এই আমাদের বিশ্বাস।

*



স্বরলিপি

হারমোনিয়ম শিক্ষা

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ব করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্স

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

"স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে পুষ্পলতারূপে শ্রীমতী সরলার অভিনয় অতি সুন্দর হয়েছিল ; তাঁর গানও আমাদের ভালো লেগেছে। অসুবিধার মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর এখনও অতিমাত্রায় দুর্ব্বল। জিজিয়া বিবির ভূমিকায় শ্রীমতী নলিনী নাচে-গানে আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। পুষ্পলতার মাতা চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছিল শ্রীমতী সুশীলার সু-অভিনয়ে। মাত্র বিনীতার একটিমাত্র দৃশ্যের অভিনয় আমাদের ভালো লাগেনি। নাচওয়ালীরা খাসা, চমৎকার!

*

"সে দিন পুষ্পলতার সঙ্গে ছিল 'সীতা' ও 'নির্ব্বাচিত নৃত্যগীত'। 'সীতা'র অভিনয় আমরা দেখিনি। তবে 'নির্ব্বাচিত নৃত্যগীত' দেখে বেশ আনন্দ পেয়েছি;—বিশেষ ক'রে শ্রীশান্তশীল গোস্বামী 'শিব (অ), তুমি ববম্ ভোলা সেজ্যাছ' গানখানি গাজনের ধরনের নাচের সঙ্গে গেয়ে আমাদের চমৎকৃত ক'রে দিয়েছেন; অমন একটি অপূর্ব্ব জিনিস আমাদের চোখের সামনে ধরার দরুণ তাঁকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

———

আসছে হপ্তা থেকে "নাচঘরে"র আকার হবে বারো পাতা ক'রে। কিন্তু দাম বাড়বে না। শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর নূতন নাটকও আসছে বার থেকে সুরু হবে।

হাটের মাঝে নাটর খবর।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(এর মতামতের জন্য নাচঘর-সম্পাদক দায়ী নন।)

ডাক্তারী বিষবৃক্ষ

শহরের ছোটবড় ডাক্তারবাবুরা একত্র হয়ে প্রতিবৎসর একবার ক'রে রং মেখে মাচার ওপর চ'ড়ে নাচেন। এবারও তাঁরা নাচতে নেমেছিলেন নাট্যমন্দিরের মাচায়। পালা ছিল, বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ।

*

নাচটা ডাক্তার-বাবুদের পেশা নয় ব'লে তাঁরা বিনা পয়সাতেই নাচেন, এবং দর্শকদের পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ ক'রেই নিয়ে আসেন। কিন্তু নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা ক'রে বসাতে তাঁরা এখনও শেখেন নি। উল্টে 'এ দরজায় নয়, ও দরজায় যান' ইত্যাদি অসৌজন্য প্রকাশের দ্বারা মাননীয় অতিথি অভ্যাগতদের সহিত আজও অশিষ্ট ব্যবহার করাটুকু বর্জ্জন করতে পারেন নি।

*

কিন্তু ডাক্তার-বাবুদের ব্যবহারে যাঁরা চটেছিলেন তাঁরা বললেন, তাঁদের শোধরাবার কোনও আশা নেই! কারণ যাঁরা দু-রকমের নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপিয়ে বার করে তারা নাকি আর শোধরাতে পারে না! ক্যাম্পবেল হাঁসপাতালের ধোবার গাধাটার জন্যেও এঁরা সামনের সীট রিজার্ভ ক'রে রেখেছিলেন, কিন্তু বহু সুধী সাহিত্যিক ও রসবেত্তাকে এঁরা হরিঘোষের গোয়ালে ঠেলে দিয়েছিলেন। এঁদের কি নাবালকত্ব কোনদিন ঘুচবে?

*

কথাটা একটু ভেবে দেখবার মতো বটে! ডাক্তার-বাবুদের বিরুদ্ধে নিমন্ত্রিতদের খাতির অভ্যর্থনা ও বসানো নিয়ে এই যে invidious distinction করবার একটা বিশ্রী অভিযোগ এসেছে এটা অস্বীকার করা যায় না! অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আমরা তাঁদের এ কেলেঙ্কারী প্রত্যক্ষ ক'রে এসেছি! আশা করি আসছে বারে তাঁরা তাঁদের এ কলঙ্ক থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করবেন। লোককে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে অপমান করবার অধিকার ডাক্তার কবিরাজ কেন, কোনও ভদ্রলোকেরই নেই।

*

'বিষবৃক্ষে'র অভিনয়—অব্যবসায়ীদের পক্ষে—তাঁরা বেশ ভালই ক'রেছেন বলতে হবে। নগেন্দ্রদত্তের ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি একজন প্রকৃত রূপদক্ষ ব'লে মনে হ'লো। আগাগোড়া অতি সুন্দর স্বাভাবিক ও সংযত অভিনয় করেছেন। কোথাও ভাবের আতিশয্য বা প্রকাশের বাহুল্য দেখাবার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু দেবেন্দ্র দত্ত দেখে আমরা হতাশ হয়েছি! দেবেন্দ্র একজন confirmed মাতাল। Alcohol এর প্রভাব তার দেহে কিরূপ ভাবে ক্রিয়া করে, একজন ডাক্তারের সেটা জানা খুবই উচিত। কিন্তু ডাক্তারী বিষবৃক্ষের দেবেন্দ্র দত্ত একেবারে সিমলের বাজারের "লেলো মাতাল" হয়ে পড়লো দেখে আমরা দুঃখিত হয়েছি। এঁর কণ্ঠস্বরের দৈন্য বশতঃ গানও ভালো গাইতে পারেন নি।

স্ত্রীচরিত্রগুলির বেশ সুন্দর অভিনয় হয়েছে। হীরা ঝী ও সূর্য্যমুখীর তুলনা হয়না। কুন্দ ও কমলমণিও মন্দ হয় নি। কিন্তু হীরের আয়ী ও কৌশল্যার আমরা খুব বেশী প্রশংসা করতে পারলুম না, কারণ এ দুটি ভূমিকা আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল।

*

খুচরো ভূমিকার মধ্যে সুরেন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র আমাদের ভালো লেগেছে। কিন্তু হরদেব ঘোষালের ভূমিকায় বৃদ্ধযুবকটিকে অতিরিক্ত ছটফট ক'রে বেড়াতে দেখে আমরা তাঁকে পরেরবারে একটী ছোকরার ভূমিকায় নামতে অনুরোধ করছি।

*

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

রবীন্দ্র পরিষদ্

প্রেসিডেন্সী কলেজের জনকতক ছাত্র ও অধ্যাপকে মিলিত হয়ে সৎসাহিত্য আলোচনার জন্য সেখানে যে একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলেছেন, তারই নাম রবীন্দ্র পরিষদ্। এই পরিষদের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের কাব্য, গান উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এবং কথা ও কাহিনীর সম্যক চর্চ্চা; পঠন-পাঠন, গীত ব্যাখ্যা, আলোচনা ও অভিনয়।

এইভাবের আর একটি প্রতিষ্ঠানও প্রেসিডেন্সী কলেজের মধ্যে হয়েছে, সেটির নাম বঙ্কিম-শরৎ সমিতি। এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি যে ছাত্রদের শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধির পক্ষে প্রভূত সহায়ক তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু একই কলেজের মধ্যে বিভিন্ন নামে একই ধরণের দুটি প্রতিষ্ঠান থাকলে অনেক সময় পরস্পরের মধ্যে একটি দলাদলির ভাব সৃষ্টি হয় এবং সেটা ক্রমে দু' দলের মধ্যে একটা শত্রুতা নিয়ে আসে! আমাদের মনে হয় এদুটি প্রতিষ্ঠানকে এক ক'রে ফেলবার জন্য অধ্যাপক শ্রীকুমার বাবু ও চারু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত!

•

রবীন্দ্র পরিষদের ছেলেরা সেদিন একটি বৈঠক ডেকেছিলেন। কবিতা প্রবন্ধ গান বক্তৃতা প্রভৃতির সঙ্গে একটু অভিনয়ের আয়োজনও হয়েছিল। কিন্তু অভিনয় দেখে আমরা বেশ খুসী হ'তে পারলুমনা।

•

আমাদের ধারণা ছিল ছেলেরা লেখাপড়াতেই ফাঁকি দেয়, কিন্তু তারা যে আজকাল খেলাতেও ফাঁকি দিতে চেষ্টা করছে, সেটা জানা গেল রবীন্দ্র পরিষদের অভিনয় দেখে! history মুখস্ত না হ'লে বোঝা যায় যে ছেলেদের পক্ষে সেটা একটা শক্ত কাজ, কিন্তু part মুখস্ত না করবার কোনও সঙ্গত কারণ আছে বলেত' মনে হয় না।

•

প্রথমেই তাঁরা রবীন্দ্রনাথের "কর্ণ ও কুন্তী সংবাদ" অভিনয় করলেন। যে প্রিয়দর্শন সুকণ্ঠ ছেলেটি কর্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁর অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করেছে, কিন্তু কুন্তীদেবীর ভূমিকা যিনি অভিনয় করলেন, তিনি তাঁর অংশ আয়ত্ত করেননি ব'লে কেবলমাত্র হাস্যাস্পদ হয়েছেন।

•

কর্ণ ও কুন্তী সংবাদের পর ছেলেরা "গান্ধারীর আবেদন" অভিনয় করলেন। 'ধৃতরাষ্ট্র' ভূমিকায় যে ছাত্রটি অভিনয় ক'রতে নেমেছিলেন তিনি বেশ সু-অভিনয় করেছেন কিন্তু দুর্য্যোধন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করায় তেমন সুবিধা ক'রতে পারেননি। গান্ধারীর ভূমিকায় 'কুন্তীদেবী'ই দেখা দিয়েছিলেন কিন্তু কুন্তীর অপেক্ষা গান্ধারীর অংশে তিনি সু-অভিনয় করেছেন। ভানুমতীর অভিনয় ভালই হয়েছে কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত পুরুষোচিত ব'লে শুনতে খারাপ লাগছিল। যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী চলনসই রকম হয়েছে। শোনা গেল রবীন্দ্র পরিষদ শীঘ্রই বিসর্জ্জন অভিনয় করবেন।

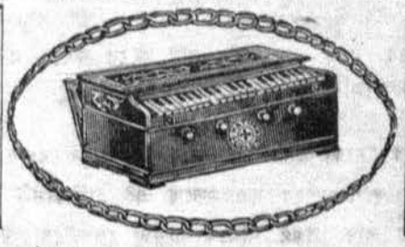
•

ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে ষোড়শী

প্রতিবৎসরের মতো হোষ্টেলের ছেলেরা তাদের মাঠে এক মস্ত পাল টাঙিয়ে এবার শরৎচন্দ্রের ষোড়শী অভিনয় করলেন। অভিনয় তাঁরা

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।
ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রিট কলিকাতা। ফোন নং—৩২৫৮

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট সংস্করণ
মাত্র ৭টী ঔষধ
মূল্য ১৲

বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।



"চাঁদ তারা" মার্কা এলুমিনিয়ম বাসন ব্যবহার করুন।
সুন্দর, হাল্কা, মূল্যও কম ব্যবহারে ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না। সকল কার্য্যে সমান উপযোগী।

একমাত্র প্রস্তুতকারক—
দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কস
এজেন্টস্—গোবর্দ্ধনদাস মাণেকলাল
৫৩।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একেবারে নেহাৎ তৃতীয় শ্রেণীর করেন নি। ইস্কুল কলেজের ছেলেরা এই অক্টোবর মাস পড়তে না পড়তেই চিরকাল যেমন থিয়েটারগ্রস্ত হয়ে থাকেন, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁদের অভিনয় প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই অশ্রাব্য ও অসহ্য হয়ে উঠলেও ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের ছেলেরা কিন্তু আমাদের অতটা হতাশ করেন নি।

*

হোষ্টেলের জীবানন্দ ও ষোড়শী নিতান্ত মন্দ হয়নি বলা যেতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক অভিনয়ে শিশিরবাবুকেও টেক্কা দিতে হবে, বোধ হয় এই রকম একটা কিছু প্রতিজ্ঞা ক'রে নামার জন্য হোষ্টেলের জীবানন্দটি মাঝে মাঝে নিজেকে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ ক'রে তুলছিলেন। তাঁর একথাটা জানা উচিত যে সবেরই একটা ওজন আছে। খুব সোজা ক'রে বলা মানেই সু-অভিনয় নয়। স্বর উঁচু নীচু ক'রে কথার মাত্রা ঠিক রাখা দরকার, নইলে সমস্ত জিনিসটাই বড় একঘেয়ে হয়ে উঠে।

*

সুকিয়া ষ্ট্রীটের "সান্ধ্য সমিতির" সুনাম এর মধ্যেই বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সভানেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানটি যে দিন দিন উন্নতিলাভ ক'রছে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল সেদিন "নাট্যমন্দিরে" তাঁদের "রঘুবীর" অভিনয় দেখতে গিয়ে!

*

নিমন্ত্রিতদের বসবার জন্য আসনের এঁরা যে সুবন্দোবস্ত করেছিলেন, এ পর্য্যন্ত আর কোনও অবৈতনিক সম্প্রদায় সেরূপ কখনও করেছিলেন ব'লে আমাদের জানা নেই। প্রত্যেক লোকটির জন্য তাঁরা নির্দ্দিষ্ট আসন চিহ্নিত ক'রে রেখেছিলেন। প্রত্যেক প্রবেশ-পত্রে আসনের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা ছিল। সভ্যেরা উপস্থিত থেকে প্রত্যেক লোককে সাদর অভ্যর্থনা ক'রে তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ আসটিতে নিয়ে গিয়ে বসাচ্ছিলেন। ঘন ঘন পান ও সিগারেট পরিবেশন ক'রে এবং গোলাপের ধারা বর্ষণে অভ্যাগতদের তাঁরা আপ্যায়িত করছিলেন। আরও একটা বৈশিষ্ট্য এই বসবার আসন নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে যে—তাঁরা বুদ্ধিমান ও সুবিবেচকের মতো প্রত্যেক দলের লোকগুলিকে তাঁদের সগোষ্ঠির সঙ্গে একত্রে ব'সে অভিনয় দেখার আনন্দ উপভোগের সুযোগ দেবার জন্য তাঁদের প্রায়ই পাশাপাশি বসাবার আয়োজন করেছিলেন। দর্শকদের মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সমাবেশ হ'য়েছে দেখা গেল। কয়েকজন য়ুরোপীয় ও জাপানী ভদ্রলোকও এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। এঁদের এই নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের বসাবার সুব্যবস্থার দিকে আমরা শহরের অন্যান্য ক্লাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি; বিশেষ ক'রে "ডক্টর্স এ্যামিউজমেণ্ট ক্লাব" যেন এঁদের কাছ থেকে এটুকু শিখে নেন আমাদের এই অনুরোধ!

*

এঁদের "রঘুবীর" অভিনয় দেখে আমরা প্রীত হ'য়েছি। শ্রীমান রতীন বন্দোপাধ্যায়ের 'রঘুবীরের' অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'রঘুবীরের ভূমিকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় দেখে আমাদের বারম্বার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অপূর্ব্ব অভিনয় মনে প'ড়ছিল। শিশিরবাবুর অবর্ত্তমানে তাঁর বিশেষত্বটুকু আর কেউ বোধ হয় দেখাতে পারবেনা ব'লে যাঁদের আশঙ্কা আছে আমরা তাঁদের অভয় দিয়ে বলছি যে, শ্রীমান রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সে অভাব অনায়াসে দূর ক'রতে পারবেন।

*

তারপরই শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পাত্রের "দেবল" ও অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের "অনন্তরাওয়ের" অভিনয় উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত মোহিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের "মাঝি" অপেক্ষা "কৃষক"ই অধিকতর উপভোগ্য হয়েছিল। উদাসীন ও পথিক বেশী শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্চঅঙ্গের সঙ্গীত সে রাত্রের অভিনয়কে আরও সুন্দর ও মধুর ক'রে তুলেছিল।

*

শ্রীমান প্রেমোৎপল বন্দোপাধ্যায়কে "শ্যামলী"র ভূমিকায় খুব ভাল মানায়নি বটে, কিন্তু তিনি অভিনয় করেছেন নিখুঁৎ, এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতীশ চন্দ্র রায়ের "সর্দার মল্লর" অভিনয়ও সর্ব্বজনের প্রশংসালাভে সমর্থ হয়েছিল। আমরা এই সমিতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

*

চিরপরিচিত, চিরানুগৃহীত, চিরদিন আপনাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় বর্দ্ধিত কলিকাতার সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ, সর্ব্ববিধ জামা কাপড় পোষাকের সুসজ্জিত নিকেতন

ফ্রেণ্ডস সোসাইটি

(একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮

স্যার আশুতোষ বিল্ডিং, গোলদীঘি, কলিকাতা—বস্ত্র, জামা, পোষাক প্রভৃতি

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা..... .....জামা ও পোষাক।

ফ্রেণ্ডস সোসাইটীর জন্মাবধি আপনি ইহার পৃষ্ঠপোষক। চিরদিন আমরা সকল রকমে আপনার সন্তোষবিধান করিয়া আসিয়াছি। আজও আমাদিগকে সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

ইহাই বিনীত নিবেদন।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

ড্রাম /৫ এবং /১০। আমরা আমেরিকা হইতে ঔষধাদি মেসার্স বোরিক এবং ট্যাফেল এবং জার্ম্মানীর ডাক্তার সোয়াবের নিকট হইতে আনাই।

সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স, পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউলস, পিলউল্‌স, ইত্যাদি বাজার অপেক্ষা সুলভ দরে বিক্রয় হয়। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স সুলভে পাওয়া যায়।

কৃত্রিম দন্ত।

বিলাতী প্রত্যেকটীর মূল্য ৩৲

আমেরিকান প্রত্যেকটীর মূল্য ২৲

যন্ত্রণাবিহীন নিরাময়। বিচক্ষণ দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত তোলা ও পরিষ্কার করা হয়।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল-মসলা ব্যবহার করি এবং আমাদের মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ।

সুরেন্দ্র হোমিও ফার্ম্মেসী

ডেণ্টিষ্ট এণ্ড হোমিও ড্রাগিষ্ট

১৬২নং বউবাজার ষ্ট্রীট, (পশ্চাৎ) কলিকাতা।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বীকিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই করা মাল মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না। অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

গ্রামোফোন ব্রাঞ্চ

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী

এবার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার—গরদের ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

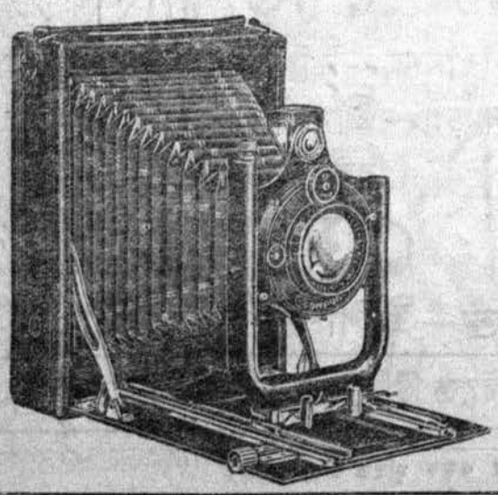
রেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

স্বদেশী সিল্কের দাম খুব কমিয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলকাতা।



নীল আকাশের বুকে জল হারা মেঘ—
সবুজের সমুদ্রে কাশের ঢেউ—
দীঘির বুকে শতদলের হাসি
শরতের এ সৌন্দর্য্য জয় করিয়া আপনার করিয়া
লইবার একমাত্র অস্ত্র—

ক্যামেরা

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিস

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮

৭৪।১ হারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

আনন্দ সংবাদ ! আনন্দ সংবাদ !!

বহুকাল পরে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে আবার

হাস্যরসের অবতারণা।

* হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরিলে

আমরা দায়ী হইব না।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি

শনিবার ১লা অগ্রহায়ণ রাত্রি ৭ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। "সত্যের সন্ধান" প্রণেতা

শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

নূতন সামাজিক প্রহসন

ত্রিমূর্ত্তি

(মহাসমারোহে ১ম ও ২য় অভিনয়)

২।

সত্যের সন্ধান

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ, কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার, ১৭ই নভেম্বর, ১লা অগ্রহায়ণ রাত্রি ৭॥০ টায়

১। ক্ষীরোদপ্রসাদের

রঘুবীর

রঘুবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

দুলিয়া—শ্রীগোপালদাস ভট্টাঃ

সখারাম—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

দেবল—শ্রীহীরালাল দত্ত

শ্যামলী—শ্রীমতী চারুশীলা

পরিবাণু—শ্রীমতী সুশীলাবালা

সখার মা—শ্রীমতী হরিসুন্দরী

২।

কুব্জ ও দরজী

কুব্জ—শ্রীব্রজবল্লভ পাল

দরজী—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

রবিবার ১৮ই নভেম্বর ২রা অগ্রহায়ণ ম্যাটিনী ৪ টায়

১। শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রী শিশিরকুমার ভাদুড়ী

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। রবীন্দ্রনাথের

শেষ-রক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
২৪শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৭ই অগ্রহায়ণ
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

মিনার্ভার সামাজিক প্রহসন "ত্রিমূর্ত্তি" দেখে এলুম। এখানি সামাজিক 'আলোকচিত্র' নয়—ব্যঙ্গচিত্র মাত্র। সমাজে যা দেখা যায়, এর মধ্যে অবিকল ভাবে তাই-ই দেখানো হয় নি। সাধারণতঃ অতিরঞ্জনই এর মূলসূত্র। এইটে মনে রেখেই "ত্রিমূর্ত্তি"র বিচার করতে হবে।

*

অনাদি, অনন্ত ও অব্যয়—তিনটি আধুনিক যুবক। তাদের প্রত্যেকের এক-একটি বিশেষ মত ছিল—একেলে অকালপক্ক ছাত্র-দার্শনিকদের যা বিশেষত্ব। সে মত-তিনটি হচ্ছে এই :—(১) নারীকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারলে জাতির উদ্ধার অসম্ভব। (২) বিধবাবিবাহ চালাতে হবে—প্রত্যেক পুরুষের উচিত একটি সধবা ও বিধবার পাণিপীড়ন করা; (৩) সবাই আবার কৃষিক্ষেত্রে ফিরে চল—আধুনিক যুগের উপযোগী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে কৃষিকার্য্যের অবস্থা উন্নত ক'রে তোলো।

*

উক্ত যুবক তিনটির সোনার স্বপন কেমন ক'রে দুঃস্বপনে পরিণত হ'ল, নাট্যকার জলধরবাবু তাইই দেখাতে চেয়েছেন। এবং এই ত্রিমূর্ত্তির সঙ্গে তিনি অপরূপ ভট্টাচার্য্য (সেকেলে বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষিত পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ), মহেশ্বর পঞ্চতীর্থ ও পদি-পিশি প্রভৃতি কয়েকটি জীবন্ত মূর্ত্তিকেও রঙ্গমঞ্চের উপর টেনে এনে দাঁড় করিয়েছেন। এবং অপরূপের কন্যা সুবাসিনীর চরিত্র স্বাভাবিক না হ'লেও, উপভোগ্য।

*

জলধরবাবুর শক্তিবান নাট্যকার এবং আমাদের নাট্যসাহিত্য যে তাঁর কাছে নূতন-কিছু আশা করতে পারে, "সত্যের সন্ধান" ও "ত্রিমূর্ত্তি"র ভিতরে সে-পরিচয়ের অভাব নেই। কিন্তু "ত্রিমূর্ত্তি"র মধ্যে শ্লীলতার বিরোধী এমন কতকগুলি গ্রাম্য ভাব ও ভাষা আছে, যা সহ্য করা সহজ নয়। এর দ্বারা প্রহসনের হাসি-সরস সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

*



সাজাহানের ভূমিকায়—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

বর্ত্তমান যুগে রচিত হ'লে "সধবার একাদশী" প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন বাজারে চলত বিনা সন্দেহ। প্রত্যেক যুগেরই একটি নিজস্ব ধর্ম্ম আছে, তাকে অবহেলা করলে লেখকরা রসিকের আসরে কদে পাবেন না। অবশ্য এমন প্রাকৃত জনের সংখ্যাও এখনো অল্প নয়, যাদের প্রধান আনন্দের উপাদান থাকে 'ডাষ্ট-বিনে'র মধ্যেই। কিন্তু তাদের জন্যে আছে বটতলার "কেয়াবাৎ মেয়ে," "মাগসর্ব্বস্ব," "চিচিংফাঁক" ও "গুপ্তগঙ্গায় পিণ্ডদান" প্রভৃতি প্রহসনের লেখকগণ। একালের সভ্যসমাজ চায় "ইণ্টেলেক্‌চুয়াল ফার্স"। প্রমাণ "চির-কুমার সভা"র জনপ্রিয়তা।

*

"ত্রিমূর্ত্তি"র স্থানে স্থানে যে গ্রাম্য ভাব ও ভাষা আছে, তা বাদ দেওয়া খুবই সহজ এবং তা বাদ দিলে এই সুন্দর প্রহসনখানি একেবারে নির্দ্দোষ হয়ে উঠবে। আমাদের নিশ্চিত আশা আছে যে, তৃতীয় বা চতুর্থ রাত্রি থেকে সংস্কৃত "ত্রিমূর্ত্তি" দর্শকদের আনন্দ বর্দ্ধন করবে।

*

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "অব্যয়ে"র ভূমিকায় যে সুন্দর অভিনয় করেছেন, তাতে বেশ বোঝা যায় সামাজিক চরিত্র-চিত্রণেও তাঁর ক্ষমতা অল্প নয়। এ-সব ভূমিকার বিপদ এই যে, নটেরা প্রায়ই ছ্যাবলামি ও ভাঁড়ামির নিম্নতম শ্রেণীতে নেমে পড়বার জন্যে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠেন। কিন্তু শরৎবাবুর বাহাদুরি এই যে, সর্ব্বদাই তিনি সে ফাঁদ এড়িয়ে চলেছেন। অনন্তের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহের অভিনয় যার-পর-নাই স্বাভাবিক ও মনোরম হয়েছে। অনাদির ভূমিকায় হীরালালবাবুও প্রশংসা লাভের যোগ্য—ভালো লাগ্‌ল না খালি পঞ্চম দৃশ্যে তাঁর স্থানবিশেষের অভিনয়-ভঙ্গি।

*

খুব চমৎকার হয়েছে কার্ত্তিকবাবুর "অপরূপ ভট্টাচার্য্য"—যেন একখানি জল্-জ্যান্ত ছবি! হাস্যরস সৃষ্টি করবার তাঁর যে অতুল ক্ষমতা এর আগেও আমরা বারংবার প্রত্যক্ষ ক'রে এসেছি, এবারেও তাথেকে কারুকেই বঞ্চিত হ'তে হবে না। অতি সাধারণ শুক্‌নো কথাগুলিও তাঁর মুখে কতটা অসাধারণ ও রসালো হয়ে ওঠে! এই তো পাকা নটের লক্ষণ! কেবল আমাদের

IMPERIAL

একান্ত অনুরোধ এই যে, দু-এক জায়গায় তিনি যেন তাঁর ভাবভঙ্গি আর-একটু সাবধানে প্রকাশ করেন—কারণ তা অশোভন আদিরসের ইঙ্গিত দেয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়ের "পঞ্চতীর্থ" অল্পের মধ্যে বেশ হয়েছে।

*

একফোঁটা ভূমিকা "পদি পিশি," শ্রীমতী নগেন্দ্রবালার নৈপুণ্যে তাও চমৎকার হয়ে উঠেছে—অতি চমৎকার! সুবাসিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী নবতারার অভিনয় সকলেরই ভালো লেগেছে। পঞ্চতীর্থের বিধবা কন্যার ভূমিকায় শ্রীমতী রেণুবালার অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী কুমুদিনীর "অপরূপ-গৃহিণী" ও একটি ছোট মেয়ের "সুহাসিনী"ও মন্দ নয়। আসল কথা, 'ত্রিমূর্ত্তির' অভিনয়ে মিনার্ভার যশোগৌরব কোথাও ম্লান হয় নি।

*

'সত্যের সন্ধানে" সেদিন শ্রীমতী উষার "অধীরা" দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলুম।

*

গেল শনিবারে লালা লাজপত রায়ের তিরোধানের জন্যে "নাট্যমন্দিরে"র অভিনয় বন্ধ ছিল। সহরের অন্যান্য রঙ্গালয়গুলি জাতীয় শোকের দিনে এমন সমবেদনা প্রকাশ করতে পারেন নি। এইখানেই অন্যান্য রঙ্গালয়ের সঙ্গে "নাট্যমন্দিরে"র পার্থক্য। নাট্যমন্দিরে জাতি তার প্রাণের সাড়া পায়। "ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে" দেখলুম, রবিবারে কোন দেশীয় রঙ্গালয় নাকি লালাজীর পরলোকগমনের জন্যে অভিনয়ের সময় তিন ঘণ্টা পিছিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে যে কোন্ রঙ্গালয়, তা জানি না।

*

গেল রবিবারে "নাট্যমন্দিরে" "বোড়শী" ও "শেষরক্ষা"র যে-অপূর্ব্ব অভিনয় হয়ে গেছে, তা অবর্ণনীয় বললেও অত্যুক্তি হবে না। শিশিরকুমার সেদিন যেন নিজেই নিজেকে পরাজিত করেছিলেন—তাঁর অন্যান্য দিনের অভিনয় সেদিনকার অভিনয়ের তুলনায় যেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। পুরাতন নাটকে তিনি যে সেদিন কত নূতনত্বের ও অভিনব ভাবের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তিনি নিজেই বোধ হয় তা জানেন না, কারণ গীতকারী পক্ষী তো নিজে বোঝে না, তার কোন্ তান বিশ্বের প্রাণকে অভিভূত করে!

*

এবং আসল কলাবিদের স্বভাবও হচ্ছে, এই গীতকারী পক্ষীর মতই। তার চারপাশে জড়ো হয়ে আমরা যদি যখন-তখন তাকে গাইতে আজ্ঞা করি, তাহ'লে সে হয়তো গান গাইতে বাধ্য হবে—কিন্তু সে-গান তার প্রাণের ভিতর থেকে বেরুবে না। নিজের খুসিতে যখন সে গান গায়, তখনি জ্যোৎস্না আরো-মধুর, পৃথিবী আরো-সুন্দর এবং কবির শ্লোক উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। শিশিরকুমারের সেদিনকার অভিনয় দেখে এই গীতকারী পক্ষীর কথাই মনে হচ্ছে।

*

"শেষরক্ষা"র চন্দ্রের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় সেদিন কোথাও অভিনয় ব'লেই মনে হয় নি। সেদিন তিনি রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে দর্শকদের সঙ্গে মিলে-মিশে একেবারে এক হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সেই বিচিত্র স্বাভাবিকতায় আকৃষ্ট হয়ে দর্শকরা পর্য্যন্ত অভিনেতাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এমন unity of action নাট্যমন্দিরেও আর কোনদিন দেখি নি। আশ্চর্য্য এই, দর্শক ও অভিনেতাদের এই অপূর্ব্ব মিলনে কোথাও কোন বেসুরো কলরব অভিনয়ের ছন্দভঙ্গ করে নি। হয়তো শিশিরকুমারের ব্যক্তিত্ব ছাড়া এমন অসাধ্য সাধন সম্ভব হ'ত না।

*

শ্রীমতী প্রভার শারীরিক অসুস্থতার জন্যে সেদিন "শেষরক্ষা"র ইন্দুমতীর ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রীমতী শেফালিকা। এই অতি-তরুণী অভিনেত্রীর শক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত মোহিত হয়েছি!

*

মনোমোহন রঙ্গালয়েও আর-একটি তরুণী অভিনেত্রীর দেখা পাওয়া গেছে—শ্রীমতী সরযু। "প্রফুল্ল" ও "দক্ষযজ্ঞ" নাটকে যথাক্রমে প্রফুল্ল ও সতীর ভূমিকায় তাঁর সহজ, অনায়াস ও সুমধুর অভিনয় দেখে বুঝেছি যে, চর্চ্চা না ছাড়লে রঙ্গালয়ের ইতিহাসে ইনি নিজের নাম লিখে যেতে পারবেন।

*



"চিত্রে কেলোর কীর্ত্তি"

"অরোরা সিনেমা কোম্পানী"র নূতন ছবি "কেলোর কীর্ত্তি" শেষ হয়েছে। আস্‌ছে চব্বিশে ডিসেম্বর শনিবার থেকে, ভবানীপুরের পূর্ণ থিয়েটারে তা দেখানো হবে। কেলোর ও মানকুমারীর ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত লালু বোস ও শ্রীমতী বেলারাণী অবতীর্ণ হবেন। শ্রীযুক্ত দেবী ঘোষ ও শ্রীযুক্ত ধীরেন দে এই ছবির আলোক-চিত্রকর। "কেলোর কীর্ত্তি" যে ছবির আসর মাৎ করবে, আমাদের কাছে কেউ কেউ এমন ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গেছেন। এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হ'লে খুসি হব। শোনা যাচ্ছে, অগ্রিম আসন বিক্রয়ের বহর দেখে কর্ত্তৃপক্ষ এখন থেকেই বেশ আশান্বিত হয়ে উঠেছেন।

অনেকদিন পরে শহরের উত্তর দিকে আবার চারটি বাংলা থিয়েটার এক সঙ্গে অভিনয় ক'রছেন।

*

কোনটি কেমন চ'লছে,—টিকিট ঘরের তহবিল কার কতটা ভারী হচ্ছে, সে খবর আমরা জানি না, তবে মূল্যে দিয়েই হোক্ আর বিনামূল্যেই হোক্ দর্শকের অভাব কোনও থিয়েটারেই বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

*

থিয়েটার দেখবার সখ আমাদের দেশের লোকের খুবই আছে, কিন্তু সেটা পয়সা দিয়ে নয়, 'পাশ' যোগাড় ক'রে!

*

অবশ্য, আমাদের দেশ দরিদ্র এ-কথা স্বীকার করি; পয়সার অভাব যে এখানে অধিকাংশ লোকেরই একথাও মিথ্যা নয়; যাঁদের যথার্থই অর্থাভাব অথচ অভিনয় দেখবার আগ্রহ অন্তরে একান্ত প্রবল, তাঁরা যদি 'পাশ' সংগ্রহ ক'রে থিয়েটার দেখতে আসেন, তাহ'লে তাঁদের খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। এবং থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ অভিনয়কলানুরাগী ও নাট্যশিল্পের ভক্ত সল্পবিত্ত রসবেত্তাদের যদি মাঝে মাঝে বিনামূল্যে ছাড়পত্র দেন তাতে আমাদের আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু "রোল্‌স রয়েস্" চ'ড়ে যাঁরা 'পাশে' থিয়েটার দেখতে আসেন তাঁদের আত্মসম্মানজ্ঞান ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির আমরা মোটেই প্রশংসা ক'রতে পারিনা। এবং এইসব ধনকুবেরদের 'পাশ' দিয়ে যে থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষরা আপ্যায়িত ক'রতে লজ্জিত হননা

তাতে তাঁদের বিবেচনা ও দূরদর্শিতা ঠিক যে ব্যবসায়ীর উপযোগী একথা মেনে নেওয়া চলেনা।

*

থিয়েটারওয়ালারা হয়ত' ব'লবেন যে—প্রয়োজন হ'লে যাঁদের কাছে আমরা টাকা ধার পাই, তাঁদের পাশ না দিলে যে উপায় নেই এবং কাউকে কাউকে নাকি ভবিষ্যতের আশায় গেঁথে রাখবার জন্য পাশ দিয়ে খাতির জমিয়ে রাখতে হয়। সুতরাং এটা তাঁদের সুবিবেচনা ও দূরদর্শিতারই পরিচায়ক। এ ছাড়া বন্ধু-বান্ধবদের খাতিরও তো এড়াতে পারা যায় না! অতএব, অবস্থা তাঁদের যতই ভালো হোক্, সে দেখতে গেলে চলেনা, 'পাশ' তাঁদের দিতেই হয়।

*

উত্তম কথা। কিন্তু, এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, টাকা যাঁরা ধার দেন, তাঁরা কি সুদ নেন না? তা যদি না নেন, তাহ'লে তাঁদের 'পাশ' দিতে তাঁরা বাধ্য বটে, কিন্তু যাঁরা সুদে টাকা খাটাবার উদ্দেশ্যেই অর্থসাহায্য করেন, তাঁদের তো পাশ চাইবার কোনও অধিকার থাকে না। তাঁরা যদি পাশের সুযোগ নিতে চেষ্টা করেন, তবে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষরা সেটা প্রত্যাখান করলে কিছু অন্যায় হবে ব'লে মনে হয়না। আর সুসম্পন্ন বন্ধু-বান্ধবের পাশের অনুরোধ এড়াতে না পারার চক্ষুলজ্জা তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। থিয়েটার তাঁদের ব্যবসা ও উপজীবিকা। ওটাতো তাঁদের একটা কিছু দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। তাঁরা যদি থিয়েটার না ক'রে কাপড়ের দোকান করতেন, বা চালের আড়ত খুলতেন, তাহ'লে বন্ধু-বান্ধবদের কি তাঁরা বিনামূল্যে অন্নবস্ত্র সরবরাহ করতেন? তা কখনই করতেন না, এবং বন্ধু-বান্ধবেরাও কোনওদিন সে সুযোগ নেবার ইচ্ছা থাকলেও সাহস করতেন না। আমোদ প্রমোদটাও মানুষের বেঁচে থাকবার পক্ষে একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস। ভাত-কাপড়ের মতো এটাও তাকে কিনতে হবে। অমনি দেওয়া, বা চাওয়া কোনটাই উচিত নয়।

*

কিন্তু, একথা আমাদের দেশের লোকেদের কিছুতেই মনে থাকেনা। ফাঁকি দিয়ে কিছু উপভোগ করবার প্রবৃত্তি আমাদের যেন মজ্জাগত! কোথায় কি অমনি পাবার সুযোগ ও সুবিধা আছে এটা যেন আমরা সন্ধান ক'রে ফিরি। বর্ত্তমানে থিয়েটারের 'পাশ' পাওয়াটা এখানে খুব সুলভ হয়ে পড়েছে, কাজে কাজেই তার চাহিদাও খুব বেশী! বিশেষ আবার এই 'পাশ' পাওয়ার একটা মস্ত অসৎ প্রভাব আছে এই যে, জীবনে আর কখনও পয়সা খরচ ক'রে টিকিট কিনে থিয়েটার দেখবার সাধুসঙ্কল্প আসেই না! বাঘ যেমন একবার নররক্তের আস্বাদ পেলে তারপর থেকে সে মানুষই খোঁজে, পশু আর ধরতে চায়না, এক্ষেত্রেও তেমনি লোকে একবার 'পাশে' থিয়েটার দেখে আসবার সুযোগ পেলে, বারবার সেই সুযোগই খুঁজে নেয়, টিকিট কিনতে আর চায় না! এমনকি তাদের আত্মীয় বন্ধু বা পরিচিত কেউ টিকিট কিনে থিয়েটার দেখতে যায় শুনলে তারা তাকে নিরুৎসাহ ক'রে এবং 'পাশ' যোগাড় ক'রে দেবার আশ্বাসও দেয়। টিকিট কিনে থিয়েটার দেখাটা তাদের কাছে তখন শুধু বোকামী নয়, একটা অন্যায় অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়!

*

ফলে, থিয়েটার দেখবার লোক যথেষ্ট থাকলেও চারটে থিয়েটার ঠিক ভালভাবে চলতে পারে, এরকম টিকিট-কিনে-আসবার দর্শক পাওয়া যায় না ব'লে, কিছু দিনের মধ্যেই একটা-না-একটা থিয়েটারের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে দেখা যায়। যতবারই এ-অঞ্চলে চারটে থিয়েটার চালাবার চেষ্টা হয়েছে ততবারই এই দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। তবে একথাও ঠিক যে, দরজা বন্ধ হবার আর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁদের টিঁকে থাকবার অযোগ্যতা।

*

যথেষ্ট মূলধন পশ্চাতে না থাকলে শূন্য প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে বেশীদিন তাঁরা যুঝতে পারেননা, এবং আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠে মরিয়ার মতো তাঁরা নিত্য নূতন নাটক খুলে ও জনপ্রিয় পুরাতন নাটকগুলির পুনরাভিনয় আয়োজন ক'রে দর্শক আকর্ষণ করবার বৃথা চেষ্টা করেন। এ যেন ঠিক সেই জলমগ্ন ব্যক্তির তৃণখণ্ড অবলম্বনে বাঁচবার চেষ্টা! কাজেকাজেই তাদের মৃত্যু হয় অত্যন্ত দীনতা ও অগৌরবের মধ্যে!

*

একখানি নূতন নাটক অভিনয় ক'রতে হ'লে যতদিন মহলা দেওয়া দরকার এবং যে পরিমাণ ব্যয় করা উচিত, সেখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে প্রয়োগ করবার জন্য, যে সম্প্রদায়ের সে টাকা নেই এবং সেজন্য অপেক্ষা করতেও যারা অক্ষম, তারাই চায় রাতারাতি বই খুলতে, এবং একেবারে নূতন বই খোলার চেয়ে জনপ্রিয় পুরাতন নাটকগুলির পুনরভিনয় করতেই তাদের আগ্রহ দেখা যায় খুব বেশী। অথচ একথাটা তাঁরা একবারও ভেবে দেখেননা যে, সে নাটকখানি যে একদিন জনপ্রিয় হয়েছিল—সে শুধু নাটকের গুণেই নয়, অভিনয়ের ঔৎকর্ষও তার একটা প্রধান হেতুর মধ্যে!

*

জনপ্রিয় নাটকগুলির পূর্ব্বের সে সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে, শুধু যে নূতন নাটকের চেয়েও তার জন্য বেশী পরিশ্রম ও অর্থব্যয় ক'রতে হবে তাই নয়, সম্প্রদায়ে সুনিপুণ রূপদক্ষ নটনটী থাকা প্রয়োজন, এবং এমন একজন অভিজ্ঞ প্রযোজক থাকাও দরকার যিনি সেই পুরাতন নাটকখানিকে বর্ত্তমান কালের দর্শকগণের রুচি অনুযায়ী অদল বদল ক'রে নিয়ে প্রয়োগ করতে পারবেন। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার ক'রতে হচ্ছে যে, একমাত্র নাট্যমন্দিরে এভাবের চেষ্টা একটু আধটু দেখা গেলেও আর অন্য কোনও রঙ্গালয়ই এদিকে লক্ষ্য রাখেননা। ফলে, পুরাতন গৌরব হারিয়ে তাঁদের নূতন নাটকগুলি দু'তিন রাত্রি পরেই গতায়ু হয়।

*

প্রসিদ্ধ নাট্যকারের রচিত কোনও সুবিখ্যাত পুরাতন নাটকের পুনরভিনয় করবার সময় তার কোনও স্থান পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন ক'রলে কেউ কেউ আজও কেঁদে ভাসিয়ে দেন। বলেন, ওরা অমুকের অপমান করেছে, অমুককে জবাই করেছে—হত্যা করেছে—বধ করেছে—আরও কত কি! এই সব রক্ষণশীল গোঁড়া লোক এটা বোঝেনা যে, বাংলা রঙ্গমঞ্চের বয়স আজ বাটের কোঠায় গিয়ে পৌঁছতে চলেছে। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে যে নাটক এ দেশের সে-কালের দর্শকদের আনন্দ দিতে পেরেছিল, যে অভিনয় ভঙ্গী তাদের মুগ্ধ করেছিল, আজকের দর্শক আর তারা নয়। চলচ্চিত্রের কল্যাণে আজকের দর্শকেরা জগতের শ্রেষ্ঠ নটনটীগণের অপূর্ব্ব অভিনয়-নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। আজ শুধু ধাপে ধাপে কণ্ঠস্বর উচ্চ হ'তে উচ্চতর ক'রে তুলে

সুরে চেঁচিয়ে গেলেই তারা মুগ্ধ হয়ে করতালি দেবেনা—আজকের দর্শকেরা চায় সত্যের বাস্তব অভিনয় এবং নাটকের আধুনিকত্ব।

*

সুতরাং পুরাতন নাটকের অভিনয়ে আজ সাফল্যলাভ করতে হ'লে দিতে হবে তাকে নূতন রূপ ও নব অভিনয়-ভঙ্গী। নাটক অভিনয়কে উপযোগী করবার জন্য তার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন কেবলমাত্র কাল-সম্মত নয়, তা নাট্যশাস্ত্রানুমোদিতও বটে! অভিনয়ের সময়-সংক্ষেপের দিক থেকে, অভিনেয় বিষয়ের রস ঘনীভূত করার দিক থেকে—ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতকে পরিমিত ব্যবধানে স্থাপন করবার জন্য, নাটকের চরিত্রগত ভাবের বিকাশকে সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার জন্য এবং সমগ্র অভিনয়টিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য প্রত্যেক নাট্যশালার প্রয়োগকর্ত্তার প্রধান কর্ত্তব্য অভিনেয় নাটকখানিকে কেঁটে ছেঁটে সাজিয়ে গুছিয়ে বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের উপযোগী ক'রে নেওয়া।

*

কিন্তু একাজ করবে কে? বাংলা রঙ্গমঞ্চে সেরকম প্রতিভাশালী প্রযোজক কে আছে? নাটক কেটে ছেঁটে বাদ দিতে ও বদলাতে হ'লে যে পরিমাণ শিক্ষার উৎকর্ষ ও নাট্যকলা সম্বন্ধে সূক্ষ্মরুচি ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার সে ক'জনের আছে? একমাত্র শিশিরকুমার ভাদুড়ী ছাড়া বাংলা রঙ্গমঞ্চে আমরা প্রযোজক হবার উপযুক্ত লোক তো আর কাউকে দেখতে পাইনি। প্রযোজক হ'তে হ'লে তাকে নাটক, দৃশ্যপট, সাজ-সজ্জা, অভিনয়-কৌশল ও নৃত্যগীত সমস্ত বিষয়েই অভিজ্ঞ হ'তে হবে। একাজ নটনায়ক (Actor Manager) না হ'লে অন্যের পক্ষে করা তত সহজসাধ্য নয়। শিশিরবাবু স্বয়ং নটনায়ক বলে তাঁর এ সুবিধা আছে। সেইজন্যই এক একখানি পুরাতন নাটক মধ্যে মধ্যে নাট্যমন্দিরে নবরূপে দেখা দেয়। শিশিরবাবু সব নাটকগুলির জন্য যে তেমন সময় ও উৎসাহ ব্যয় করেন না, এইটেই নাট্যামোদীদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

*

এই তো গেল পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়ের কথা। তারপর নূতন নাটক। সময় ও যুগের রুচিও প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন নাটক একমাত্র ষোড়শী ছাড়া আজ পর্য্যন্ত একখানিও আর রচিত হয়নি। নাটকের দিক দিয়ে সত্যিকারের নূতনত্ব যদি কিছু হ'য়ে থাকে তবে সে হয়েছে ওই ষোড়শীতেই। তার কারণ, শরৎচন্দ্র যখন শিবরামবাবুর আদরা নিয়ে 'ষোড়শী'কে নাট্যাকারে সৃষ্টি ক'রতে বসেন, তখন শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর হাত ধ'রে নাটকের অঙ্ক হ'তে অঙ্কে ও দৃশ্য হ'তে দৃশ্যান্তরে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছেন। এ সাহায্য না পেলে শরৎচন্দ্রের পক্ষে বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের অভিনয় উপযোগী এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক রচনা করা কখনই সম্ভবপর হ'তোনা। কারণ রঙ্গমঞ্চের হদিশ (Stage technique) না জানা থাকলে নাটক লেখা কঠিন হয়ে ওঠে।

*

এটা অর্থাভাবের যুগ। চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে লোকে economic pressureএ প'ড়ে পিষে ম'রে যাবার যো হয়েছে। এসময় নাটক রচনা করতে হ'লে নাট্যকারকে সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য রাখতে হবে নাটকের প্রয়োগব্যয় যাতে যথাসম্ভব কম হ'তে পারে। অর্থাৎ, তিনটি বা চারটি অঙ্কে এবং অনধিক এক একটি দৃশ্যে নাটকখানি শেষ করতে হবে, এবং একই দৃশ্যের পুনরাবির্ভাব থাকলে ব্যয় আরও সংক্ষেপ করা চলবে। কারণ, তখন মাত্র দুটি বা তিনটি দৃশ্যপট আঁকালেই সমগ্র নাটকখানি অভিনয় করা চল্‌বে। বারম্বার দৃশ্য-পরিবর্ত্তনে শুধু যে অসংখ্য দৃশ্যপট প্রস্তুতেরই ব্যয় হয় তাই নয়, নাটকের রসভঙ্গও হয় মারাত্মক রকম।

*

নূতন নাটকে আর একটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দরকার। অসাধারণ চরিত্র যেন নাটকে একটির বেশী না থাকে এবং তা অসাধারণ হ'লেও অস্বাভাবিক যেন কোথাও না হয়! কুশীলবদের সংখ্যা সমস্ত নাটকখানিতে জন আষ্টেকের বেশী না থাকলেই ভাল হয়; এবং তাদের প্রত্যেকের যেন কোনও না কোনও একটা বিশেষত্ব থাকে। নাটকে অলৌকিক ও দৈব ঘটনার সমাবেশ মোটে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। সস্তার হৈচৈওয়ালা জমাটি দৃশ্য (Cheap Sensation) যাতে বর্জ্জন করতে পারা যায় সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে অভিনেতারা উচ্চ অঙ্গের অভিনয়-কলা-নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পায় এমনি ভাবে চরিত্র-গুলি আঁকা দরকার; তা'হলে আর কোনও নাটকের সহজে মার খাবার ভয় থাকে না এবং নাট্য-সাহিত্যেরও দুর্গতি অনেকটা কমতে পারে।

*

কোনও নাটক খুব চ'লছে বা জমে গেছে দেখলেই নাটক হিসাবে যে সেখানি খুব ভালো, এ ভুল ধারণা আমাদের দেশে এখনও অনেকেই ক'রে থাকেন। প্রায়ই দেখা যায় যে নাটক হিসাবে যার কোনও মূল্য নেই এমন বইও খুব জমে গেছে এবং কাতারে কাতারে দর্শকের ভীড় লাগছে, আবার নাট্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ ব'লে গণ্য হ'তে পারে—এমন বইও মোটে জমলো না—এবং কেউ দেখতে এলো না, এমন দুর্ঘটনাও হ'তে দেখা যায়।

*

এই পার্থক্য বোঝাবার জন্য ইংরিজিতে বেশ একটি কথা আছে—Play! তাঁরা বলেন, এখানি ভালো 'ড্রামা' নয় বটে কিন্তু একটি চমৎকার 'প্লে'! ভালো 'নাটক' নয় কিন্তু; যে,—কি—তা' বোঝাবার আমাদের কোনও প্রতিশব্দ নেই। 'প্লে' বলতে আমা বুঝি অভিনয়—কিন্তু হিন্দীতে বলে 'খেল্'! 'নাটক' ও 'অভিনয়' ভাল কি মন্দ একথা বোঝাবার সময় আমরা যখন বলি নাটকখানি ভালো নয় বা কিছু হয়নি, কিন্তু অভিনয় খুব ভালো হয়েছে. তখন অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি মুখ টিপে হাসেন! অথচ নাটকখানি খুব ভালো, কিন্তু অভিনয় কিছুই হয়নি—একথা শুনলে তাঁদের বুঝতে কিছু অসুবিধা হয় না। মূঢ়তার যে সীমা নেই আমাদের।

*

এমনি করেই জানা-না-জানা অজ্ঞতা ও বিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের রঙ্গমঞ্চ কোনও রকমে এগিয়ে চলেছে,—সে যে খুব বেশী পেছিয়ে পড়ে আছে একথা সত্য হ'লেও তার ধীর-মন্থর অগ্রগতিকেও একেবারে অস্বীকার করা চলে না। তবে, একটা কথার এখানে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে যে, থিয়েটারের ম্যানেজারদের দোষেই অনেক সময় বহু নাটকের অকাল মৃত্যু ঘটে! যে লোক যে ভূমিকার উপযুক্ত তাকে সে অংশ অভিনয় করতে না দিয়ে তাঁরা তাঁদের অনুপযুক্ত প্রিয়পাত্র ও পাত্রীদের প্রধান প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ দিয়ে নাটকখানির দফা রফা ক'রে ছেড়ে দেন!

*

অনেক সময় তাঁরা মহলা দেবার উপযুক্ত সময় না দিয়েই প্রথম অভিনয় রাত্রির তারিখ ঘোষণা ক'রে বসেন। ফলে অপ্রস্তুত অবস্থায় প্রথম রজনীতে পাদপ্রদীপের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁরা যে অপযশ অর্জ্জন করেন তা থেকে সাত রাত্রেও আর মুক্ত হ'তে পারেন না। এই অপ্রস্তুত অবস্থায় অবতীর্ণ হওয়া এবং অক্ষম প্রিয়পাত্রীকে নায়িকার ভূমিকায় নামানোর বদ অভ্যাস দূর না হ'লে রঙ্গালয়ের উন্নতি বিলম্বসাপেক্ষই থেকে যাবে।

চাকার নিচে

(সামাজিক নাটক)

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

(সম্পাদকীয় মন্তব্য :—নাট্যমন্দিরের "ষোড়শী"র জন্যে শ্রীযুত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর নাম আজ সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। "ষোড়শী"র অবলম্বন শরৎচন্দ্রের "দেনা-পাওনা"। কিন্তু মৌলিক রচনাতেও শিবরামবাবুর হাত কেমন মিষ্ট ও দক্ষ, তার প্রমাণ দেবার জন্যেই আমরা তাঁর এই নাটকখানি ধারাবাহিক ভাবে "নাচঘরে" প্রকাশ করব। শিবরামবাবু এই নাটকখানি রচনা ক'রেছেন অতি-আধুনিক প্রথায়। এবং একটিমাত্র অঙ্কে, একটিমাত্র ঘরের ভিতরে, মোট তিন-চার ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তিনি আধুনিক জীবনের যে বিচিত্ররসসবহুল, অপূর্ব্ব ও জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন, আমরা আগে-থাকতে তার আভাস দিয়ে রসভঙ্গ করব না। পাঠকরা ধীরে ধীরে তার পরিচয় পাবেন এবং পরিণামে মুগ্ধ ও তৃপ্ত যে হবেন, সে-বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আমাদের কেবল এই অনুরোধ যে, নাটকখানি তাঁরা যেন গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত প'ড়ে তবেই এর দোষ-গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হন।)

নাটকের ঘটনাস্থল মফস্বলের কোন সহর। ঘটনাকাল——বর্ত্তমান। পাত্র-পাত্রীর পূর্ব্ব-পরিচয় অনাবশ্যক।

[হোষ্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শৈলেশ্বর বসুর বসিবার ঘর—ইহা আফিস হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এই ঘরখানি ঠিক মাঝে অবস্থিত, ইহার একদিকে বসুমহাশয়ের অন্দর-মহল, অপরদিকে ছাত্রাবাস—দুইধারের দুইটি দরজা এই দুইদিকের সহিত যোগরক্ষা করিতেছে। পিছনদিকে বাহিরে যাতায়তের সদর দ্বার, এবং একপাশে একটি বড় জানালা——জানালার ভিতর দিয়া অদূরে যে রাস্তা আছে তারই পরিচয়রূপে বাড়িগুলির একাংশ দেখা যাইতেছে।]

বসুমহাশয় টেবিলের ধারে বসিয়া এইমাত্র ডাকে যে-সব কাগজপত্র আসিল তাহা খুলিয়া দেখিতেছেন। অতসী জানালার বাহিরে রাস্তার দিকে একান্ত আগ্রহে চাহিয়া আছে—যেন কাহারো প্রতীক্ষা করিতেছে।

শীতকালের স্বল্পায়ু শেষ-বেলার সামান্য সূর্য্যকিরণ পথবর্ত্তী বাড়িগুলির উপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যাচ্ছন্ন হইয়া মিলাইয়া গেল।]

শৈলেশ্বর (একখানি চিঠি সদ্য শেষ করিয়া)। অতসী!—

অতসী (চকিত হইয়া)। কি দাদা?

শৈলেশ্বর (চিন্তান্বিত মুখে)। আলোটা জ্বালো তো দিদি! [একটু থামিয়া] যে অন্ধকার, কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।——

অতসী। অন্ধকার কই, এই ত সবে সন্ধ্যা হল দাদা। [আলো জ্বালিয়া দিল।

শৈলেশ্বর। এই সবে সন্ধ্যা হল। ও! [চিঠিখানি নাড়িতে নাড়িতে] তিনি আবার লিখেচেন অতসী।

অতসী। কে দাদা?

শৈলেশ্বর। তাঁর কথা তো তোমাকে বলেচি অতসী।

অতসী। নমিতা-দিদি?

শৈলেশ্বর। হাঁ তিনিই। [একটু থামিলেন] তিনি এবার এখানে আস্‌বেন বলে লিখেচেন।

অতসী। তাই নাকি? আস্‌বেন? ভালো হয় তাহলে।

শৈলেশ্বর। ভালো নয় অতসী। তাছাড়া, কিঙ্কর আমার বন্ধু—

অতসী। কিন্তু আমিও তো রয়েচি দাদা, এ ব্যাপারে কি তুমি আমার ওপর নির্ভর করতে পারোনা?

শৈলেশ্বর। পারিনে আবার! তুমিই তো আমার ভরসা দিদি, ষোলো বছর বয়সেই ছেলেরা মিত্র হয়ে ওঠেন চাণক্য ঋষি এইরকম নাকি বলে গেছেন, কিন্তু মেয়েরা যে তার কত আগেই অভিভাবিকার আসন দখল করেন সেটা তো তাঁর জানা ছিল না! কিন্তু তোমার নমিতাদিদিকে তো তুমি চেনো অতসী—!

অতসী। বড্ড একরোখা! যখন আমি বেথুনস্কুলে পড়ি তখন তিনি আমার ঢের সিনিয়র ছিলেন, তখন থেকেই তো তাঁকে জানি। বোর্ডিংএ একদিন এমন এক কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিলেন——। তাহোক্ দাদা, তিনি আসুন।—কতদিন পরে দেখা হবে। নিজের বোনের মতই আমাকে তিনি দেখতেন।

শৈলেশ্বর। তুমি বুঝতে পারচনা অতসী। এতদিন পরে———এখানে———তিনি————

অতসী। ভয় কি তাঁকে?

শৈলেশ্বর। না, ভয় তো তাঁকে নয়——তাঁর যে ঐ কী এক ধারণা হয়ে গেছে——

অতসী। তোমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েচে—তাঁর এই ধারণায় কথা বল্‌চ! এরই জন্যে ভাবনা?

শৈলেশ্বর। ভাবনার কথা বই কি অতসী। এই ধারণাটা তো তাঁর সত্যি নয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

অতসী। কিন্তু নমিতাদি তো বলেন—এটাই সত্যি। মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয়নি বটে কিন্তু মনের ওপরে মন্ত্রকে বড়ো বলেও তিনি মানেন না। আর তা ছাড়া তিনি বল্‌ছিলেন বিয়ের অনুষ্ঠানেরও প্রায় কিছুই ত্রুটি হয়নি। মন্ত্রটা সাম্‌নে না হোক্ পাশের ঘরেই পাঠ হচ্ছিল—

শৈলেশ্বর। সেটাই তো একটা প্রকাণ্ড ছেলেমানুষি অতসী। শোনো বলি তবে। সেদিন সন্ধ্যায় আমার খুড়তুত বোনের বিয়ে, নিমন্ত্রিত হয়ে নমিতারাও এসেছিলেন। পরের দিন পরীক্ষার তাড়া ছিল—আমি এ-ঘরে ঘাড় গুঁজে নোট মুখস্ত করচি, এমন সময়ে পাশের ঘরে শাঁখ বেজে উঠল্, তখন বোধ করি কন্যা-সম্প্রদান হচ্ছিল, চারিদিকে উলুধ্বনি—আমি হঠাৎ চম্‌কে মাথা তুলে দেখি নমিতা আমার গলায় একছড়া মালা দিয়ে আমাকে প্রণাম করচেন!

অতসী। নমিতাদিদি সে কথা আমাকে বলেচেন—

শৈলেশ্বর। আমি বল্লুম, নমিতা, এ কি কল্লে? সে একটু হেসে বল্লে—আজ গোধূলি-লগ্নে আমাদেরও বিয়ে হয়ে গেল। বলেই, আমার কাছে এক অদ্ভুত প্রার্থনা করল,—কিন্তু সে কথা থাক্।

অতসী। কিন্তু তুমি যে সেই মুহূর্ত্তে তাঁকে গ্রহণ করলে তোমার মুখভাবে তার পষ্ট স্বীকারের লক্ষণ তিনি দেখেছিলেন,—এটা কি সত্যি দাদা?

শৈলেশ্বর (একটু হাসিয়া)। তখনো যে আমার এতটা বয়স হয়নি অতসী! সেদিন সন্ধ্যায় চারিদিকের উৎসব-প্রবাহের উচ্ছ্বসিত মুহূর্ত্তে আমার এই মুখচোরা যদি কিছু স্বীকার করেই থাকে তার জন্যে তো আজ তাকে কোনোমতেই অপরাধী করতে পারিনে। কিন্তু আমি খুব ভেবেছিলুম—সমস্ত রাত পায়চারি করলুম আর ভাবলুম; তারপরদিনই সকালে গিয়ে তাঁকে জানালুম যে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি আরেকটি নারীকে ভালোবাসি এবং আমি তাঁর যোগ্য নই।

অতসী। কিন্তু তিনি তো সে কথা বিশ্বাস করেননি, আর এখনো করেন না! তোমার সঙ্গে কোনো নারীকে কখনো তিনি দেখেননি, কোনোদিন তোমার কাছে এমন কারও নামও তিনি শোনেননি। তিনি কেন, কেউই না;—আমি তো এতদিন আছি, কই, আমিও তো শুনিনি দাদা?

শৈলেশ্বর। সে কথা যে আমি কাউকে আজো বলিনি ভাই, শুন্‌বে কোত্থেকে। কিন্তু থাক্ সে কথা, তার পরে তো নমিতার সত্যিকার বিবাহই হয়েচে—

অতসী। না দাদা, সত্যিকার বিবাহ সেই তোমার সঙ্গেই, তারপরে যেটা সেটা কেবল বিধিসঙ্গত বিয়ে, তার বড় কিছুই নয়।

শৈলেশ্বর। পাগলী কোথাকার! এমন কথা বল্‌তে নেই—!

অতসী। সাপের খোলোসের চেয়ে সাপটা যদি বড় সত্য হয় দাদা, তবে কেন বল্‌তে নেই? কিন্তু সে তর্ক রইল, আমি শুধু এই ভেবে আশ্চর্য্য হই, নমিতাদিদি এটা পারলেন কি ক'রে? কোনো কোনো হতভাগীর কপালে বিপাকে পড়ে এই মিথ্যে অভিনয় হয়ত ঘটে, কিন্তু তাঁর তো এমন কোনো দায় ছিলনা—তাঁর ঘাড়ের ওপর ত বাপ-মা চেপে বসেছিলেন না। কেবল একটি ছোটো ভাই—।

শৈলেশ্বর। আমার মনে হয় কি দিদি, কেউ তাঁকে বাধ্য করেনি, তিনি নিজের খুসিতেই—। জানো তো তিনি কিরকম একরোখা ছিলেন, আর কিঙ্কর অনেকদিন থেকেই তাঁকে আবেদন জানাচ্ছিল, আমার কাছে হতাশ হয়ে ঝোঁকের মাথায় তিনি—

অতসী। তার আবেদনটাই গ্রাহ্য করে ফেল্লেন। হয়তো বা তাই হবে। কিন্তু তোমার মুখের অস্বীকার শুনে যে তোমার চোখের আবেদনটা তিনি দেখতে পান্‌নি এইটাই বা তুমি কি করে ভাবতে পারচ দাদা? মেয়েমানুষের দৃষ্টিকে ঠকানো কি এতই সহজ ভাবো? এই ত আমার কাছেই ধরা পড়ে গেছ?—

শৈলেশ্বর (বিব্রত হইয়া)। না, তুমি বড়ো অপ্রস্তুত করো অতসী, আমার কাজ আছে আমি চল্লুম—

[উঠিবার উদ্যম করিলেন।]

অতসী। না, না, বোসো দাদা, বোসো।

[অন্য কথা পাড়িবার চেষ্টা করিল]

কই, তাঁর কথা তো আমাকে কিছুই বল্লেনা—এই একমাত্র যাঁকে তুমি ভালোবেসেচ?

শৈলেশ্বর। তাঁর কথা! তাঁর কথা তো কিছুই আমি জানিনে অতসী! এইমাত্র জানি যে কেবল তিনি ছাড়া এই জীবনে আমার ভালোবাসার কেউ নেই—

অতসী। কে তিনি? কোথায় থাকেন দাদা?

শৈলেশ্বর। তাই ত জানিনে ভাই! যদি জান্‌তুম তবে ত তাঁকে এই ঘরে নিয়ে আসতুম। জানি একদিন তাঁকে আস্‌তে হবেই। আজন্ম তাঁর প্রতীক্ষাই তো করচি—তিনি আসবেন বলেই তো এ ঘরে আমি আর কাউকে আনিনি, আন্‌তে চাই না।

অতসী। কিন্তু এই ঘরে আমি তো আছি, আমাকে ত এনেচ।

শৈলেশ্বর। তুমি আর কদিন আছো, তোমাকে যে আর এক ঘরের সিংহাসনে গিয়ে বসতে হবে—এ তো আর মিছে কথা নয় অতসী?

অতসী। না দাদা!

শৈলেশ্বর। তোমার পাত্রও আমি স্থির ক'রে রেখেচি, শীঘ্রই জানতে পাবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা, স্বভাব চরিত্র সব দিক দিয়ে এমন সু-পাত্র যে, এবার আর সম্বন্ধ ভাঙ্‌তে হবে না।

অতসী। না দাদা!

শৈলেশ্বর। না কোন্‌টা? বিবাহটা না পাত্রটা?—

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

ড্রাম /৪ এবং /১০। আমরা আমেরিকা হইতে ঔষধাদি মেসার্স বোরিক এবং ট্যাফেল এবং জার্ম্মানীর ডাক্তার সোয়াবের নিকট হইতে আনাই।

সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স, পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউলস, পিলউল্‌স, ইত্যাদি বাজার অপেক্ষা সুলভ দরে বিক্রয় হয়। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স সুলভে পাওয়া যায়।

কৃত্রিম দন্ত।

বিলাতী প্রত্যেকটীর মূল্য ৩৲

আমেরিকান প্রত্যেকটীর মূল্য ২৲

যন্ত্রণাবিহীন নিরাময়। বিচক্ষণ দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত তোলা ও পরিষ্কার করা হয়।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল-মসলা ব্যবহার করি এবং আমাদের মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ।

সুরেন্দ্র হোমিও ফার্ম্মেসী

ডেণ্টিষ্ট এণ্ড হোমিও ড্রাগষ্ট

১৬২নং বউবাজার ষ্ট্রীট, (পশ্চাৎ) কলিকাতা।

অতসী। বার বার বিড়ম্বনা—এইটেই আর নয় দাদা!

[জানালার কাছে গেল।

শৈলেশ্বর। বিড়ম্বনা কেন হবে, নিজে যদি তুমি স্বয়ম্বরা হও? তাই আমি হতে দেব, এতদিন পরে তোমার দাদার সম্বন্ধে এই অনুদার ধারণাটা কি করে হোলো অতসী? আপনার-দাদা নই বলেই কি?

অতসী। যেদিন স্বয়ম্বরা হব, তার আগে তুমি বিয়ে দিচ্ছ না ত? তাহলে সে কথা সেই দিনই হবে, আজ তো নয়। আমি তোমার কনেটিকে না দেখে কিছুতেই নড়চি না, যতই তাড়াতে চাওনা কেন—বরং এই ঘরের দখল নিয়ে তাঁর সঙ্গে মামলা করব তবুও—। মামলায় জিত্‌ব আমিই; তা জানি,—অনেকদিনের দখলীস্বত্ব তো!

শৈলেশ্বর। আমার কনে! তুমি বল্‌চ কি অতসী?

অতসী। সেই যে তুমি যাকে বিয়ে করবে—যাকে এই ঘরে আনবে বলে আমাদের তাড়াতে চাচ্চো—

[দূর-পথে মোটরের 'হর্ণ' বাজিল]

শৈলেশ্বর। পাগলী মেয়ে আর কাকে বলে! আরে তিনি যে—। তবে বলি সব—তিনি হচ্চেন—

[পুনরায় 'হর্ণ' বাজিল]

অতসী (জানালার বাহিরে চাহিয়া সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল)। গেল গেল—সর্ব্বনাশ!

শৈলেশ্বর। কি হোলো, কি হোলো অতসী?

অতসী। একজন লোক!—

শৈলেশ্বর। য়্যাঁ?—

অতসী। একজন লোক রাস্তা পেরচ্ছিল এমন সময় মোটর চাপা পড়েচে। একেবারে চাকার নিচে—

শৈলেশ্বর। তাই নাকি? আহাহা! লোকটাকে দেখি গে—

[চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন

অতসী। একজন ভিখিরি!

শৈলেশ্বর। ওঃ, ভিখিরি! [পুনরায় বসিলেন।] বেচারা অনেক দিন থেকেই চাকার নিচে পড়েচে, আজ শুধু ওর জীর্ণ দেহটা পড়ল বৈ তো নয়!

অতসী (বাহিরে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল)। কী ভয়ানক!—

শৈলেশ্বর। ছেলেপিলেদের পথে-ঘাটে ছাড়া দায় হল দেখচি। রোজই এমনি দুটো-একটা ঘটচেই—।

[ছাত্রমহলের দিকের দরজায় করাঘাত হইল।

কে ও?

বিকাশ (নেপথ্যে)। আমি বিকাশ। ভেতরে আসতে পারি?

শৈলেশ্বর। বিকাশ? এসো এসো।

[যুবকটি ভেতরে আসিল, দরজাটা তার পিছনে খোলাই রহিল।

বিকাশ। টাইমটেব্‌ল্‌খানা দিতে এলুম।

শৈলেশ্বর (বইখানি হাতে লইয়া) এরই মধ্যে কাজ হয়ে গেল? কোথাও যাবে নাকি?

বিকাশ। কোথাও যাবো কি না বল্‌তে পারি না, তবে রাত্রের ট্রেণগুলো দেখছিলাম।

অতসী। আজ রাত্রেই? সমস্ত বড়দিনের ছুটিটা একলা হোষ্টেলে কাটিয়ে কাল যখন কলেজ খুলছে, এর মধ্যে হঠাৎ কোথায় যাবার কথা মনে পড়ল বিকাশবাবু?

শৈলেশ্বর। কলেজ কাল খুলবে বটে, কিন্তু বসবে সেই পরশু থেকে। কিন্তু ছেলেরা তো সব কালই এসে পড়বে। তোমাদের পরীক্ষা সুরু হবে না খুব শীঘ্রই?

অতসী। কলেজ খুললেই বোধ হয়?

বিকাশ। আমাদের জানিনে, তবে আমার পরীক্ষা আসন্ন বটে।

শৈলেশ্বর। (ঈষৎ বিস্ময়ে) তোমার পরীক্ষা?—

অতসী। (খোলা দরজার ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিল) একি? জিনিষ-পত্র সব গুছিয়ে ফেলেছেন দেখছি, সত্যিই যাচ্চেন তবে?

বিকাশ। যাচ্চি কিনা বল্‌তে পারিনে, তবে যাবার জন্যে প্রস্তুত থাকৃচি। কি জানেন অতসী দেবী, পৃথিবীটা একটা বিরাট প্লাটফর্ম্ম, কখন কার গাড়ী এসে পড়ে কিছু তো স্থির নেই, সব সময়েই যাবার জন্যে প্রস্তুত থাকা ভালো।



স্বরলিপি
হারমোনিয়ম শিক্ষা
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ব করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন
৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

শৈলেশ্বর। প্লাটফর্ম্ম!

অতসী। কিন্তু তাই যদি হয় বিকাশবাবু, তাহলে অপ্রস্তুত থাকাটা তো আরো ভালো, কেননা এমন ট্রেণ ফেল্ করলে দুঃখিত হবার কথা নয়!

বিকাশ। কিন্তু কোথায় যে প্লাটফর্ম্ম আর কোন্‌খানে যে রেলের লাইন তাই যে চোখে দেখা যায় না অতসীদেবী! এই ভাবচি নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়েচি, আর এই দেখি একেবারে চাকার নিচে—যখন উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই—

শৈলেশ্বর। হুঁ—চাকার নিচে!

বিকাশ। জিনিসগুলোর বাঁধাছাঁদা বাকি—

[ছাত্র-মহলের ভিতরে গিয়া পিছনে দরজা ভেজাইয়া দিল।

অতসী। টাইম্ টেবল্‌টা দেখি দাদা! [হাতে লইয়া খুলিয়া কি দেখিল।] আজ বিকেলের দিকে ত একটা ট্রেণ ছিল। তাহলে ত এতক্ষণে এসে পড়বার কথা!

শৈলেশ্বর। কে? অনিন্দ্য?

অতসী। (চকিত হইয়া) হ্যাঁ, অনিন্দাই ত!

শৈলেশ্বর। সে তো বিকেলে নয়, সন্ধ্যার ট্রেণে ফিরবে। কিন্তু অনিন্দ্যর কথা না, আর কারো কথা তুমি ভাব্‌চ। ...পুরুষ মানুষের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়াই কি এত সহজ অতসী? এইত আমার কাছেই ধরা পড়ে গেছ—

অতসী। না দাদা, সত্যি বল্‌চি, অনিন্দ্য ছাড়া আর কেউ নয়। আর কে আস্‌বে? কিন্তু সত্যি দেখ, অনিন্দ্য ত এই দুদিন মাত্র নেই, সমস্ত বাড়ীখানা যেন খাঁ খাঁ করচে।

শৈলেশ্বর। কলকাতায় যে-ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েচি তিনি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। সেখানে অনিন্দ্য নিজের বাড়ীর মতই আছে—বেশ ফুর্ত্তিতেই আছে। সে ত ঘর ছেড়ে কোথাও বেরুতে পারলেই বাঁচে। কি যে অসুখ হয়েচে তার কিছুই তো বোঝা যাচ্চে না।

অতসী। হয়তো কিছুই হয়নি, আমরা স্নেহের ভাবনায় কেবল বাড়িয়েই দেখচি।

শৈলেশ্বর। তাই হোক্ দিদি, তাই হোক্। ডাক্তারের রিপোর্টে যেন সেই সুসংবাদই লেখা থাকে। ওতো আমার ভাইপো নয়, ওই আমার ছেলে, আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন—

[স্নেহের উচ্ছ্বাসে স্তব্ধ রহিলেন।

অতসী (ক্ষণেক নীরবতার পর) আচ্ছা দাদা, শেষাদ্রিকে তোমার মনে পড়ে? শেষাদ্রিবাবু?

শৈলেশ্বর। একটু পড়ে বইকি। কেন বল্‌তো দিদি?

অতসী। এমনি।

শৈলেশ্বর। আগে ত এই হোষ্টেলেই ছিলেন, বিশেষ কারণে তাঁকে চলে যেতে হয়।

অতসী। তোমাকে অপমান করেছিলেন বলেইত?

শৈলেশ্বর। না, অপমান তিনি করেননি, তিনি তো অভদ্র নন। কিন্তু ভেতরের ঘটনা কেউ জানেনা, কাউকে বলিও নি। বল্‌লে 'এক্‌স্‌পাল্‌সনের' চেয়েও আরো বেশী অনিষ্ট হোতো। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ যে ভেঙে গেছে সে ভালোই হয়েছে।

অতসী। কিন্তু কেবল এখানকার পরিচয়ই ত নয়, ছেলেবেলা থেকেই তো তাঁকে জানি, আমার বাবা বহুদিন তাঁদের গ্রামে পোষ্টমাষ্টারি করেছিলেন—আমি তো ভাবতেই পারিনে এমন কোনো-কিছুর সঙ্গে তিনি জড়িত হতে পারেন যা প্রকাশ করাও লজ্জার—

শৈলেশ্বর। লজ্জার—তাতো আমি বলিনি অতসী। কিন্তু সে যে কী, তা তুমি জান্‌তে চেয়োনা। (একটু থামিয়া) যদি নিতান্তই শুন্‌তে চাও, আরেক দিন না হয় বলব এখন।

অতসী। আরেক দিন নয় দাদা, আজই শুন্‌ব।

শৈলেশ্বর। (একটু ভাবিয়া)। শেষাদ্রির একটা চিঠি আমার হাতে পড়েছিল। জানোই ত হোষ্টেলের ছেলেদের যত চিঠি আসে সব আমার হাত দিয়ে যায়। চিঠিখানার বিশেষত্ব ছিল, আমার একটু সন্দেহ হয়, অবসর সময়ে পড়ে দেখবার জন্যে কাছে রেখে দিই। জানোই ত প্রয়োজন বোধ করলে ছেলেদের চিঠি খোল্‌বার অধিকার আমার আছে।

অতসী। জানি দাদা, তার পর?

ক্রমশঃ

চিরপরিচিত, চিরানুগৃহীত, চিরদিন আপনাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় বর্দ্ধিত কলিকাতার সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ, সর্ব্ববিধ জামা কাপড় পোষাকের সুসজ্জিত

নিকেতন

ফ্রেণ্ডস সোসাইটি

(একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮

স্যার আশুতোষ বিল্ডিং, গোলদীঘি,

কলিকাতা—বস্ত্র, জামা, পোষাক প্রভৃতি

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা... .....জামা ও পোষাক।

ফ্রেণ্ডস সোসাইটীর জন্মাবধি আপনি ইহার পৃষ্ঠপোষক। চিরদিন আমরা সকল রকমে আপনার সন্তোষবিধান করিয়া আসিয়াছি। আজও আমাদিগকে সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

ইহাই বিনীত নিবেদন।

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

পকেট সংস্করণ

মাত্র ৭টী ঔষধ

মূল্য ১৷৷০ সওয়া ৪৲

বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

"সাজাহান"

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী বি-এ,

(সম্পাদকীয় মন্তব্যঃ—আমরা অহীনবাবু ও নির্ম্মলেন্দুবাবুর "সাজাহান" দেখিনি। সুতরাং এই প্রবন্ধের লেখক যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, তা কতটা সঙ্গত হয়েছে, বলতে পারি না। কিন্তু ব্যক্তিগত মতের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্যে আমরা এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করলুম।)

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের "সাজাহান" গতযুগে অভিনীত হ'য়েছে—এযুগেও হচ্ছে। গতযুগে সাজাহানের যা-কিছু দর্শনীয় ছিল—ঔরংজেব। ঔরংজেবের ভূমিকাটীর সুচারুরূপে অভিনয় করবার জন্যই ছিল অভিনেতাদের ঝোঁক এবং দর্শকমণ্ডলীও সন্তুষ্ট হ'ত ঔরংজেবের অভিনয় দেখেই—নাটকের মেরুদণ্ড "সাজাহানে"র ভূমিকাটী যেন তেন প্রকারেণ অভিনীত হওয়া সত্ত্বেও। এখন আর সেদিন নেই ; দর্শকগণ এখন আর ঔরংজেবের কুটীল দৃষ্টি দেখেই সন্তুষ্ট নয় ;—তারা রঙ্গালয়ে যায় "সাজাহানে"র অভিনয় দেখ্‌তে এবং ভূমকাটী সুঅভিনীত হ'লেই তাদের অর্থব্যয় সার্থক মনে করে।

এ পরিবর্ত্তন যে-রূপদক্ষ কর্ত্তৃক সংঘটিত হ'য়েছে সর্ব্বাগ্রে তাঁর নাম করা উচিত। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ই প্রথম এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে দর্শকবৃন্দের মন সাজাহান চরিত্রের দিকে আকৃষ্ট করেন। তার পর ক্রমান্বয়ে যুগপ্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে এর গৌরব শতগুণ বৃদ্ধি ক'রেছেন।

অহীন্দ্রবাবু প্রথম যখন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অসুস্থা বশতঃ সাজাহানের ভূমিকা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'ন, তখন লোকে সেই নূতন সৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হ'ল। অহীন্দ্রবাবুর নাম সাজাহানের ভূমিকায় বিখ্যাত হ'য়ে রইল।

তার পর নাট্যপ্রতিভাবতার শিশিরকুমার এই ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তিনি সাজাহান চরিত্রটী এমন অকল্পিত ভাবে ফুটিয়ে তুল্লেন যে লোকে সাজাহান চরিত্রে নিগূঢ় ভাবের সন্ধান পেয়ে পরিতৃপ্ত হ'ল।

শিশিরবাবুর পর মনোরঞ্জনবাবু এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে স্বীয় শক্তির পরিচয় দেন।

সর্ব্বশেষে নির্ম্মলেন্দুবাবু আবার নবভাবে সাজাহান চরিত্রের রূপদান ক'রে তাঁর বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

এই চারিজন নটের অভিনীত সাজাহানের মধ্যে কোন্‌টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সত্যকার সাজাহান তার বিচার হওয়া প্রয়োজন মনে করি। সে বিচার করতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দেখা উচিত সাজাহান-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কি এবং সেই বৈশিষ্ট্যটুকু কোন্ অভিনেতাদ্বারা কতখানি পরিমাণে প্রস্ফুটিত হ'য়েছে। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিত সাজাহানকে আমরা স্নেহশীল পিতা, প্রেমিক স্বামী, পুত্রহস্তে বন্দী-অসহায়, বৃদ্ধ, পঙ্গু সম্রাট্ বলেই জানি, স্নেহশীলতা ও প্রেমিকতা এই দুইটীই সাজাহান-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং পঙ্গুত্ব তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়—দৈহিক বৈশিষ্ট্য।

অহীন্দ্রবাবুর সাজাহান নিয়ে আলোচনা করলে দেখ্‌তে পাই তিনি পঙ্গুত্বটীকে ফুটিয়ে তুলেছেন নিপুণভাবে অর্থাৎ তিনি সাজাহানের দৈহিক বিশিষ্টতাটীকে যথার্থ রূপ দিতে পেরেছেন এবং অঙ্গসজ্জার দিক দিয়েও তিনি এমন শক্তির পরিচয় দিয়েছেন যার দ্বারা তাঁকে এই বিভাগের সর্ব্বোচ্চ স্থান নিঃসঙ্কোচে দেওয়া চলে। সাজাহান যে প্রেমিক ও স্নেহশীল ছিলেন তাহা অহীন্দ্রবাবুর সাজাহান দেখে সম্যক উপলব্ধি হওয়া কষ্টকর এবং তাহা প্রা অনুমান ক'রেই নিতে হয়। পিতা পুত্রহস্তে বন্দী, সেই অসহায় ভাবটীও তিনি যেরূপ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তদপেক্ষা আরও উৎকৃষ্টতর ভাবে যে ফুটানো যায় তা যাঁরা শিশিরবাবুর সাজাহান দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন। পঙ্গু বৃদ্ধ সাজাহানের আবৃত্তি যেরূপ হওয়া উচিত তিনি তদ্রূপ ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি সম্ভবতঃ তাঁর কণ্ঠস্বরের দোষে।

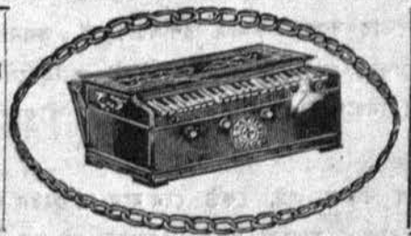
শিশিরবাবুর সাজাহান নিয়ে আলোচনা করলে প্রথমেই তর্ক উঠে তাঁর অঙ্গ-সজ্জা নিয়ে। আপত্তি ওঠে তাঁর দৈহিক পঙ্গুত্বের অভাব নিয়ে। কিন্তু যাঁরা আপত্তি তোলেন তাঁরা ভুলে যান—হয়ত অজ্ঞানতাবশতঃই—যে পক্ষাঘাত বল্‌তে শুধু অর্দ্ধাঙ্গের বা একাঙ্গীন পক্ষাঘাতই বোঝায় না, উহা সর্ব্বাঙ্গীনও হ'তে পারে। সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী চলৎশক্তিরহিতও হতে পারে, আবার সৃষ্টে কষ্টে ধীরে ধীরে চল্‌তেফিরতেও পারে। শিশিরবাবুর সাজাহানে আমরা এইসর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাতই দেখ্‌তে পাই। তিনি রঙ্গমঞ্চের উপর ধীরস্থির



একমাত্র প্রস্তুতকারক—
দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কস
এজেন্টস্—গোবর্দ্ধনদাস মাণেকলাল
৫৬।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—„ ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।
ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রিট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮

ভাবেই চলাফেরা করেন এবং তাঁর কথাবার্ত্তা চলাফেরার মধ্যে বেশ-একটা সামঞ্জস্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কাজেই যাঁরা শিশিরবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে তিনি Paralysis দেখান না, বা দেখাতে পারেন না, তাঁরা যেন একটু ভেবে দেখেন, অথবা সন্দেহ হ'লে কোনও অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত গ্রহণ করেন।

এইখানে একটি প্রাসঙ্গিক কথারই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা কর্‌তে চাই। অভিনয়ের সময় অভিনেতাদের অঙ্গসজ্জার দিকে বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখা খুবই প্রয়োজন, কিন্তু অঙ্গসজ্জা বা দৈহিক বিশিষ্টতারক্ষাই যে অভিনয়ের প্রাণ নয় তাও স্মরণ রাখা উচিত। সকল সময়ে হয়ত দৈহিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা নাও হ'তে পারে। রাবণের দশটি মুণ্ড ও কুড়িটি হস্ত রঙ্গমঞ্চে দেখানো সম্ভবপর না হ'লেও অভিনয়ের কোন ক্ষতিই হয় না। কাজেই অভিনেতাদের সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি রাখা উচিত, অভিনয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠার উপর। কোনও অভিনেতা যদি অঙ্গসজ্জা বা দৈহিক বৈশিষ্ট্যরক্ষা চলনসই রকমে ক'রেও অভিনয়ের চরিত্রটীকে সম্যকরূপে ফুটিয়ে তুল্‌তে সক্ষম হন, তাঁর অভিনয় সার্থক হ'য়েছে বল্‌তে হবে। শিশিরবাবু যদি এই সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত রোগ নাও দেখাতেন, তা সত্ত্বেও শুধু চরিত্র-সৃষ্টিতে তাঁর সাজাহান সর্ব্বোচ্চে স্থান পাবার যোগ্য হ'ত। পুত্রের প্রতি পিতা যে কত স্নেহশীল হ'তে পারে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা যে কত গভীর, সজ্ঞান-উন্মাদ ভাব যে কিরূপ তা শিশিরবাবুর সাজাহান দেখবার পূর্ব্বে যথার্থ অনুধাবন করা যায়নি। শিশিরবাবু যে সাজাহান-চরিত্রের যথার্থ রূপটী দিতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হয়েছেন এতে আর সন্দেহের মাত্র নাই এবং সেইজন্যেই তাঁর সাজাহানের স্থান সর্ব্বোচ্চে।

শিশিরবাবুর পর মনোরঞ্জনবাবু সাজাহানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাহা অন্যের কাছে অবগত হ'লেও, স্বচক্ষে যখন দেখিনি, তখন তাঁর সাজাহান নিয়ে আলোচনা করা অকর্ত্তব্য।

সর্ব্বশেষে নির্ম্মলেন্দুবাবুর সাজাহান আলোচ্য। নির্ম্মলেন্দুবাবুও অহীন্দ্রবাবুর ন্যায় অর্দ্ধাঙ্গীন Paralysis দেখান এবং একখণ্ড যষ্টির উপর দেহভার ন্যস্ত করেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে তুলনায় তাঁর অভিনয় অপেক্ষাকৃত নিরেস হ'লেও অহীন্দ্রবাবুর সঙ্গে তুলনা কর্‌লে দেখতে পাই, তাঁর সাজাহান যেন সত্যকার সাজাহানের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী। তিনি বাৎসল্য ভাবটী ও জ্ঞানী-উন্মাদের ভাবটী যেরূপ-ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন অহীন্দ্রবাবু সেরূপ নিপুণভাবে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না। বিশেষতঃ mad scene গুলিতে তাঁর অভিনয় অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছে এবং আরও হ'তে পারত যদি তিনি ভাবাধিক্যবশতঃ অহীন্দ্রবাবুর মত চীৎকার ও অত্যধিক অঙ্গ সঞ্চালন না কর্‌তেন। অহীন্দ্রবাবুর কণ্ঠস্বরের ন্যায় নির্ম্মলেন্দুবাবুর কণ্ঠস্বর সাজাহান-অভিনয়ে খাপ খায়না বটে, তথাপি নির্ম্মলেন্দুবাবু যে উচ্চাঙ্গের অভিব্যক্তি ও কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন-ক্ষমতা দেখিয়েছেন তার সঙ্গে একমাত্র শিশিরবাবুরই তুলনা চল্‌তে পারে। মোটামুটী দেখতে গেলে শিশিরবাবুর পরই যে নির্ম্মলেন্দুবাবুর সাজাহানের স্থান, এটা নিরপেক্ষ নাট্যরসিক দর্শকমাত্রই স্বীকার করবেন সন্দেহ নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই, কেউ যেন মনে না করেন আমি কোনও দল-বিশেষের লোক। সাধারণ দর্শক হিসাবেই এই ক্ষুদ্র আলোচনাটী করলুম —যদিও এ অসম্পূর্ণ আলোচনা সুসম্পূর্ণ করতে আরও অনেক কথাই লেখার প্রয়োজন।

পূর্ণ থিয়েটার

ভবানীপুর, ফোন নং ৩৪ সাউথ

প্রথমারম্ভ ঃ—শনিবার, ২৪শে নভেম্বর ১৯২৮

অরোরা সিনেমা কর্ত্তৃক চলচ্চিত্রে

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গচিত্র

কেলোর কীর্ত্তি

সুদীর্ঘ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত

বাঙ্গালা ও ইংরাজি টাইটেল সহ

প্রধান ভূমিকায়—লালু বোস্

নায়িকার ভূমিকায়—বেলা রাণী

বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তি—একমাত্র বাঙ্গালী

পরিচালিত বায়োস্কোপ হাউসে

প্রদর্শিত হইবে

বাঙ্গালায়—বাঙ্গালী পরিচালিত কোম্পানী কর্ত্তৃক

ইতিপূর্ব্বে—

কেলোর কীর্ত্তির

ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র কখনও প্রদর্শিত হয় নাই,

এ কথা উচ্চকণ্ঠে বলিতে আমাদের কোন

দ্বিধা নাই—

হাসির সপ্ত সমুদ্র

যদি কয়েক ঘণ্টা হাসির সমুদ্রে সন্তরণ

করিতে চান—

কেলোর কীর্ত্তি

দেখিতে কখনই দ্বিধা বোধ করিবেন না

আশা করি বাঙ্গালীমাত্রেই এই অপূর্ব্ব

কেলোর কীর্ত্তি

দেখিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে

ভুলিবেন না।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বীকিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই করা মাল মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন ২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মেয়র বলেন "কলিকাতার অভিভাবক সিল্কব্যবসায়ী"

এবার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার— গরদের ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

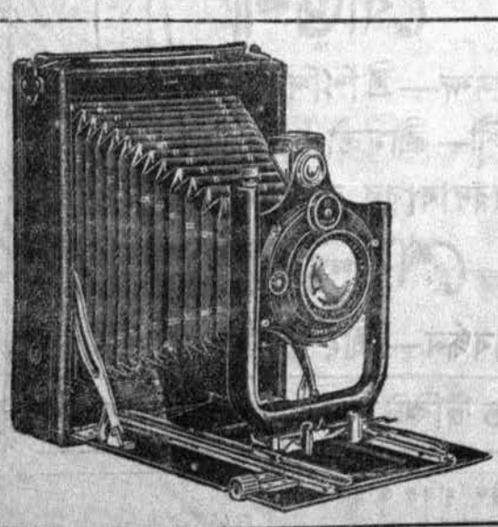
বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

স্বদেশী সিল্কের দাম খুব কমিয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার কলিকাতা।



হেমন্তের সোনালী আলোর আভা আপনার প্রত্যেকখানি স্ন্যাপকে উজ্জ্বল মধুরী মণ্ডিত করিবে। এমন দিনে আপনি কয়েক ঘণ্টার শিক্ষায় এমন চমৎকার ছবি তুলিতে পারিবেন যাহা অন্য ঋতুতে কোন উপায়েই সম্ভব হইবে না। হেমন্তের এমন মন ভোলানো আলোর সুযোগটি আপনি অবহেলা করিতে পারেন না।

—নিজের ফোটো— —এন্‌লার্জমেণ্ট—

ক্যামেরা

প্লেট—পেপার—ফিল্ম—মাউণ্ট—ডিশ ইত্যাদি—ইহার মধ্যে আপনার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আপনার চিরপরিচিত বিশ্বস্ত—

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিসকে

ভুলিবেন না

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

আনন্দ সংবাদ ! আনন্দ সংবাদ !!

বহুকাল পরে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে আবার

হাস্যরসের অবতারণা।

হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধারলে

আমরা দায়ী হইব না।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি

শানবার ৮ই অগ্রহায়ণ রাত্রি ৭ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। "সত্যের সন্ধান" প্রণেতা

শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

নূতন সামাজিক প্রহসন

ত্রিমূর্ত্তি

(মহাসমারোহে ৩য় ও ৪র্থ অভিনয়)

২।

সত্যের সন্ধান

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ, কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার, ২৪শে নভেম্বর, ৮ই অগ্রহায়ণ রাত্রি ৭॥০ টায়

১। ক্ষীরোদপ্রসাদের

রঘুবীর

রঘুবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

দুলিয়া—শ্রীগোপালদাস ভট্টাঃ

সখারাম—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

দেবল—শ্রীহীরালাল দত্ত

শ্যামলী—শ্রীমতী চারুশীলা

পরিবাণু—শ্রীমতী সুশীলাবালা

সখার মা—শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)

২।

কুব্জ ও দরজী

কুব্জ—শ্রীব্রজবল্লভ পাল

দরজী—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

রবিবার ২৫শে নভেম্বর ৯ই অগ্রহায়ণ, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রী শিশিরকুমার ভাদুড়ী

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। বরদাবাবুর নূতন গীতি-নাট্য

শেষ-রক্ষা

যশোবর্দ্ধন—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

মোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৭৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
২৫শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৪ই অগ্রহায়ণ
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—•:*:•—

অনেকের মুখেই শুনেছি, নাট্য-জগতে নূতন দলের দান নাকি এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেছে। কারণ তাঁরা আর বিশেষ-কিছু নূতনত্বের পরিচয় দিতে পারছেন না।

•

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এর দ্বারা নূতন দলের শক্তির অভাব প্রমাণিত হচ্ছে না। নূতনত্ব অর্থে আমরা এখানে যা বুঝি তা হচ্ছে বিস্ময়ের চমক। আসলে এঁরা বোধ হয় বলতে চান, নূতন দলের প্রধান অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাঁরা আর আমাদের চম্‌কে দিতে পারছেন না।

•

যা স্থায়ী, তার মধ্যে চমক নেই। স্থায়ী হ'লে বিদ্যুৎও আমাদের চম্‌কে দিতে পারত না। নূতন দল এখন স্থায়ী হয়েছে, আমরা মোটামুটি ভাবে তার শক্তির একটা সীমানির্দ্দেশ করতে পেরেছি—অন্ততঃ তার সাধনা ও আদর্শের রূপ আমাদের কাছে আর অজ্ঞাত নেই, কাজেই তাকে দেখলে মনে আর চমক লাগে না।

•

'কন্‌ভেন্সনে'র ও অনুকরণের মোহে আকৃষ্ট গড্ডরিকা-প্রবাহের মাঝখানে এই তরুণ দলের অগ্রদূত যখন বিচিত্র এক বিদ্রোহীর মত এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর সবটাই আমরা দেখলুম নূতনত্বের চমকে ভরা—তাঁর দেহের ভঙ্গী, তাঁর মুখের ভঙ্গী, তাঁর আবৃত্তির ভঙ্গী সমস্তই বিস্ময়জনক। সারা দেশে সাড়া প'ড়ে গেল।

•

সাহিত্যক্ষেত্রেও—এবং সকল আর্টের ক্ষেত্রেই—এই একই দৃশ্য দেখা যায়। ঈশ্বরগুপ্তের পর মাইকেল এবং মাইকেলের পর রবীন্দ্রনাথ এমনি চমক দিয়ে-



চিত্র-নাট্য বিষবৃক্ষে কুন্দ—শ্রীমতী প্রভা

ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরে এখনো আর কোন প্রতিভার উদয় হয়নি। রবীন্দ্রনাথকেও দেখলে আমরা আজ আর চমকিত হই না। এবং চমকিত হই না ব'লে আমরা এ কথাও বলি না যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নেই।

•

প্রথম পরিচয়ের চমক বেশীদিন থাকে না—অভ্যাস বিস্ময়কে কমিয়ে আনে। আমাদের নাট্যজগতে আমরা এখন নূতন দলকে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সে আমাদের মোহিত করলেও আর বিস্মিত করে না। এবং এজন্যে যারা তাকে নিন্দা করে তাদের বুদ্ধির গোড়ায় নিশ্চয়ই গলদ আছে।

•

দেখছি, আমাদের কোন পুরাতন-প্রিয় সংযোগী unity of action কাকে বলে তা জানেন না। তাই গতপূর্ব্ব রবিবারে "শেষরক্ষা"র অভিনয়ে শিশিরকুমার রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন ব'লে তাঁকে নিন্দা ও ব্যঙ্গ ক'রেছেন। তাঁকে জানাবার জন্যে ব'লে রাখি, শিশিরকুমার আকস্মিক খেয়ালে উৎসাহিত হ'য়ে কেবল সেই রাত্রেই এমন আচরণ করেননি। "শেষরক্ষা"র প্রায় প্রতি-অভিনয়েই "নাট্যমন্দিরে" এই আধুনিকতার লীলা দেখা যায়। এমন-কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতেও, "শেষরক্ষা"য় শিশিরকুমার ও অন্যান্য অভিনেতারা প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে নেমে এসে দর্শকদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেলামেশা ও আলাপাদি করেছিলেন এবং শিশিরবাবুর সাদর আহ্বানে দর্শকদের অনেকেও রঙ্গমঞ্চের উপরে গিয়ে গদাইচন্দ্রের বিবাহ-সভায় উৎসবে ও গানে যোগ দিয়েছিলেন।

•

এদেশে এ-সব দৃশ্য নূতন ব'লে অনেকের চোখে হয়তো বিসদৃশ লাগে। এদেশী নট-নটীরা দর্শকদের সংস্পর্শ থেকেও নিজেদের সন্তর্পণে আগ্‌লে রাখেন,

IMPERIAL

ফলে নট ও দর্শকের ভিতরে একতা ও সহানুভূতির যোত্রসূত্র দৃঢ়তর হবার অবকাশ পায় না।

*

কিন্তু এই যে Unity of action কথাটি, য়ুরোপে এটি এখন পুরাতন কথা এবং কিছুকাল আগে "নাচঘরে"ই এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা বেরিয়ে গেছে। রুশিয়া, জার্মানী ও ফ্রান্সের বিশ্ববিখ্যাত প্রয়োগকর্ত্তারা এখন এমন কৌশলে রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করেছেন, যার ভিতরে দর্শক ও নট আর পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন না; দর্শকদের মাঝখানেই এমন ভাবে অভিনয় চলে যে, দর্শকরা মনে করে না তারা অভিনয় দেখছে;—বরং তাদের মনে হয়, তারাও নাটকের পাত্র-পাত্রী ছাড়া আর কেউ নয়!

*

এই Unity of actionএর দিকেই দৃষ্টি রেখে নবযুগের য়ুরোপীয় নাটক রচিত হয়। বাংলাদেশে সে-রকম নাটকও নেই, তার উপযোগী রঙ্গালয়ও নেই। কেবল "শেষরক্ষা"র অভিনয়ে একটু-যা সুযোগ পাওয়া যায়, শিশিরকুমারও তার সদ্ব্যবহারের ত্রুটি করেন না। কোন কোন রাত্রে রঙ্গালয়ের গঠনের অসুবিধা দূর করবার জন্যে তিনি মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে সোপান-শ্রেণী স্থাপন করতে বাধ্য হন।

*

অতএব সহযোগী যেন বুঝে রাখেন যে, "শেষরক্ষা"র চন্দ্র যে দর্শকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, সেটা চন্দ্রবেশধারী অভিনেতার খেয়ালের উচ্ছ্বাস নয়। তিনি রঙ্গালয়ের মধ্যে এই ভাবেরই প্রতিষ্ঠা করতে চান, যে-অভিনয় হচ্ছে তার মধ্যে নটের স্থানে ও দর্শকের স্থানে কোন পার্থক্য নেই।

*

নাট্যমন্দিরে "দিগ্বিজয়ী"র মহলা চলছে মহা-উৎসাহে। "আলমগীরে"র পরে নূতন কোন ঐতিহাসিক নাটকে শিশিরকুমারের এই হচ্ছে প্রথম আবির্ভাব। আমরা এখনো মহলা দেখি-নি। তবে শুনেছি সমগ্র নাটকখানি নাকি ছয়টি মাত্র দৃশ্যে, সম্পূর্ণ-নূতন পদ্ধতিতে, আধুনিক যুগের উপযোগী ক'রে লিখিত হয়েছে। এবং শিশিরকুমার নিজেই বলেছেন, দিগ্বিজয়ীর ভূমিকায় তিনি নাকি অকল্পিত নূতনত্বের পরিচয় দেবেন। আমরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করি। কারণ আমরা জানি যে, নিজের শক্তি-সম্বন্ধে তাঁর কোন অন্ধ-বিশ্বাস নেই।

*

হাঁ, নিজের শক্তি-সম্বন্ধে তাঁর কোন অন্ধ-বিশ্বাস নেই। এ কথা খুবই সত্য। তিনি যা বলেন তা করতে পারেন—তাঁর প্রতিভার শেষ-সীমা এখনো কেউ দেখে নি, তাঁর বিচিত্রতার তালিকার তলায় এখনো 'ইতি' লেখবার সময় আসে নি। কিন্তু দুঃখ এই, সময়ে সময়ে তিনিও আমাদের ফাঁকি দিতে সুরু করেছেন। যতটুকু তিনি দিতে পারেন, সব-সময়ে তিনিও তা দেন না। এবং এ ফাঁকি রসিকমাত্রই ধ'রে ফেলেন। আমাদের এ অভিযোগ তাঁর পক্ষে হয়তো প্রীতিকর হবে না, কিন্তু এ-অভিযোগ মিথ্যা নয়।

*

শ্রীমতী কঙ্কাবতীর মেয়াদ তো এই মাসেই ফুরিয়ে যাবে। তারপরে কোন্ নাটকে, কি-রকম ভূমিকায় তিনি প্রথম রঙ্গাবতরণ করবেন? এম্‌নি প্রশ্ন মাঝে মাঝে শুনছি। আমরা আরো শুনেছি, কেবল অভিনয়ে নয়, আধুনিক সঙ্গীতেও তাঁর দক্ষতা যথেষ্ট। এ-কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে আশা করি এমন কোন ভূমিকাতেই তাঁকে নামানো হবে, যার মধ্যে তিনি নিজের নট-নিপুণতা ও সঙ্গীতকুশলতার পরিচয় দিতে পারবেন সমভাবেই। নাট্যমন্দিরে প্রথম শ্রেণীর গায়িকার অভাব আছে। শ্রীমতী কঙ্কাবতীর দ্বারা সে-অভাব পূর্ণ হ'লে খুসি হব।

*

একাধিক সহযোগী মতপ্রকাশ করেছেন, চীৎকার করার দিকে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর নাকি অস্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। আমরা সংপ্রতি তাঁর যে তিনটি ভূমিকা দেখেছি, তার মধ্যে তাঁকে বেখাপ্পা চীৎকার করতে শুনেছি ব'লে স্মরণ হচ্ছে না। কিন্তু তাঁর সব ভূমিকা আমরা দেখিনি, সুতরাং সহযোগীদের মত অভ্রান্ত কিনা জানি না। কিন্তু অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহ'লে তাঁকে সাবধান হ'তে অনুরোধ করি। কারণ নির্ম্মলেন্দুর শক্তি এমন খেলো নয়, যে গলাবাজির জোরে তাঁকে আসর জমাতে হবে। শিশিরকুমারের পরে অহীন্দ্রবাবুর সঙ্গে এখন তাঁর নামই আমাদের মনে আসে। বরং অহীন্দ্র বাবুর চেয়ে ঈশ্বরদত্ত আর একটি শক্তি তিনি বেশী-মাত্রায় পেয়েছেন। নানা ভূমিকার পক্ষে তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর অধিকতর উপযোগী। এমন মিষ্টি গলা তিনি চেঁচিয়ে ভাঙ্‌লে দুঃখিত হব।

*

শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের খবর কি? মাঝে শুনলুম, তিনি একটি নূতন সম্প্রদায় গঠন করেছেন এবং কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে অস্থায়ী ভাবে তার অভিনয় হবে। সম্প্রদায়ের প্রথম নাটকের নামও শুনেছিলুম। কিন্তু তারপর রাধিকাবাবুর আর কোন পাত্তা নেই। হঠাৎ তিনি এমন ভাবে আমাদের একঘরে করলেন কেন? মাঝে মাঝে খবরটা-আস্‌টা দিতে হয়, নইলে বিনি-খবরে আমাদের কাগজ চলে কেমন ক'রে?

*

সত্য কিনা জানিনা, কিন্তু লোকমুখে শুনলুম, মনোমোহনের 'বঙ্গে-বর্গী' প্রণেতার নূতন সামাজিক নাটক নাকি টেনিসনের "ডোরা"র ছায়াবলম্বনে লিখিত। "ডোরা" কি-উপায়ে শ্যামা বঙ্গবালায় পরিণত হবে তা অবশ্য আমরা জানিনা, তবে অন্তত এই আশায় আমরা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারি যে, 'পথের শেষে' হয়তো 'বঙ্গে-বর্গী'র উপদ্রব থেকে এবারে প্রাণে-প্রাণে রেহাই লাভ করব। উঃ, 'বঙ্গে'বর্গীর কথা মনে হ'লে আর জ্ঞান থাকে না! নিশিকান্তবাবু আমাদের কি মারই মেরেছেন!

*

মনোমোহনের নিকট-প্রতিবেশী মিনার্ভাই বা হার মানবেন কেন? মিনার্ভার বিপুল ভাণ্ডারেও যে সামাজিক নাটকের অনটন নেই তা দেখবার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ "জাতিচ্যুত"কে আসরে এনে কষ্ট দেবেন। "জাতিচ্যুত" যে কোন্‌জাতীয়, তা আমাদের এখনি জানবার কথা নয়। তবে যুগ যখন আধুনিক, তখন এই সর্ব্ব-জাতি-সমন্বয়ের আন্দোলনের দিনে "জাতিচ্যুত"কে পিছনে ঠেলে না রেখে মিনার্ভা সুবুদ্ধিরই প্রমাণ দিয়েছেন। মিনার্ভা অনেক দিন নূতন সামাজিক নাটকের অভিনয় দেখান নি, সুতরাং এদিক থেকেও তাঁরা জনসাধারণের কৌতূহল আকর্ষণ করতে পারবেন।

*

এবং ষ্টার খুলছেন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি নাটক। এটি নাকি দেবদাসী-সংক্রান্ত একটি মধুর কাহিনী—নাচে, গানে, ঘটনাপ্রবাহে ও অভিনয়ে খুবই জমে ওঠবার কথা। তা ছাড়া ভূপেনবাবুর নাটক সম্বন্ধে আর কোন কথা আমরা শুনি নি।

*

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সহরের চারটি রঙ্গালয়ই চারখানি নূতন নাটক নিয়ে অবিলম্বেই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবেন। এবং নট-নটীদের সুরে-বেসুরে চীৎকারের সঙ্গে মগজ-হীন কাগজওয়ালাদের ভাঙা চাকের

বাড়ি যে শীঘ্রই জনসাধারণের শ্রবণ বিদীর্ণ করবে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। কে জানে, কার পাল্লার কোন্ দিক ভারি হবে!

*

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র আমাদের একটি প্রশ্নের উত্তর দেবেন? 'নাচঘর' প্রথম বৎসর থেকেই দেখে আসছে, মাঝে মাঝে তিনি নূতন নাটক লিখবেন ব'লে উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, কিন্তু তাঁর সে-উৎসাহ অদ্যাবধি কলমের ডগায় আত্মপ্রকাশ করল না কেন? সময়, অর্থ ও আদর, তাঁর তো কিছুরই অভাব নেই, তবু এই জড়তার কারণ কি?

*

ভবানীপুরের পূর্ণ-থিয়েটারে 'অরোরা বায়স্কোপ কোম্পানী'র নূতন ছবি "কেলোর কীর্ত্তি" দেখানো হচ্ছে। আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েছিলুম এবং ছবিখানি স্বচক্ষে দেখবার আগ্রহও আমাদের ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্যে দুর্ভাগ্যক্রমে চিত্র-প্রদর্শনীর প্রথম দিনে আমরা যথাস্থানে উপস্থিত থাকতে পারি নি। তবে আমরা প্রতিনিধিকে পাঠিয়েছিলুম, এবং ছবিখানি দেখে তিনি খুব খুসি হয়ে এসেছেন।

*

আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি লিখেছেন :—

"পূর্ণ থিয়েটারে অরোরার নতুন ছবি "কেলোর কীর্ত্তি" দেখে এলুম। বাঙলা-দেশে তোলা, বাঙালী দ্বারা অভিনীত হাস্যরসপ্রধান ছবি বোধ হয় এই প্রথম। [প্রতিনিধির এ কথাটি ভুল। কারণ প্রথম বাংলা ছবিই ছিল হাস্যরসপ্রধান এবং তার প্রধান দুই ভূমিকা নিয়েছিলেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী। তারপর হাস্যার্ণব চিত্তরঞ্জন প্রভৃতিরও হাসির ছবি আছে। ইতি নাচঘর সম্পাদক] এবং এই একটি মাত্র কারণেই অরোরা সিনেমা কোম্পানী আমাদের কাছ থেকে বিশেষ প্রশংসা পাবার দাবী করতে পারেন।

*

"কেলোর কীর্ত্তির" প্রয়োগশিল্পী হচ্ছেন শ্রীযুক্ত সুধাংশু মুস্তফী। আমরা রঙ্গালয়ে যে "কেলোর কীর্ত্তি" অভিনীত হ'তে দেখি, ছবির "কেলোর কীর্ত্তি" হুবহু তাই নয়। যদিও ভূপেন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গচিত্র-খানিকেই অবলম্বন ক'রে ছবিটি প্রস্তুত হয়েছে, তবু ছবির গল্পটির ধারাবাহিকতা, সঙ্গতি, মনোহারিত্ব প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োগশিল্পী যে-ভাবে মূল বইয়ের অনেকাংশ পরিবর্ত্তন, ও পরিবর্জ্জন করেছেন, এবং দু'চারটে নতুন touch, নতুন চরিত্রের সমাবেশ ক'রে গল্পটাকে সাজাবার চেষ্টা করেছেন, তাতে ক'রে তাঁর উদ্যমের প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারা যায় না।

*

"অবশ্য ছবির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য নেই, একথা বলতে চাইনা। ছবির দু'এক জায়গা অনাবশ্যকও বোধ হ'ল। গল্পর শেষের দৃশ্যটি মোটেই ভাল লাগল না। কেলো আর মাসু হাত ধরাধরি ক'রে বাগানে বেড়াতে চলে গেল এবং তাই মাসুর বাপ, মামা দেখতে লাগল.—এর চেয়ে brilliant ending হওয়া উচিত ছিল। তবে প্রযোজনার মধ্যে দোষের চেয়ে গুণই বেশী এবং শীঘ্রই আমরা শ্রীযুক্ত সুধাংশু মুস্তফীর শিল্প-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতর নিদর্শন যে দেখতে পাব, এমন আশা রাখি।

*

"বাঙলা ছবির ফোটোগ্রাফি ক্রমেই উন্নত হচ্ছে দেখে খুসী হলুম। "কেলোর কীর্ত্তি"র গোটাকয়েক জায়গা অস্পষ্ট ও আব্‌ছা-পানা হ'লেও মোটের উপর ফোটোগ্রাফি বেশ ভালই হয়েছে বলতে হবে এবং এর জন্যে আলোক-চিত্রকর শ্রীযুক্ত দেবী ঘোষ ও শ্রীযুক্ত ধীরেন দে আমাদের ধন্যবাদভাজন। যতদিন-না আমাদের দেশে ষ্টুডিও অভিনয় সম্ভবপর হচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত ছবির ফোটোগ্রাফি নিখুঁত হ'তে পারে না। অথচ ষ্টুডিও-অভিনয়ের জন্যে যে-অর্থের প্রয়োজন, তা' ঢালতে পারেন এমন রসিক-ধনীর সন্ধান এখনও মেলেনি।

*

"চলচ্চিত্রে এই প্রথম অভিনয় করলেও কেলোর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত লালু বোস যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। দু'এক জায়গা ছাড়া কেলোর অভিনয় সর্ব্বত্রই স্বাভাবিক হয়েছিল ও দর্শকদের মধ্যে কেলো হাসির বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। কেলোর অভিনয় দেখে অনেককে বলতে শুনলুম, "ঠিক যেন দিশী হ্যারল্ড লয়েড।" চেষ্টা করলে শ্রীযুক্ত লালু বোস ভবিষ্যতে চিত্রজগতে যথেষ্ট নাম কিনতে পারবেন।

*

"শ্রীযুক্ত রমেশ দত্ত (চানি) সেজেছিলেন মধা চাকর। তাঁর প্রত্যেকটি চলন, চাউনি ও মুখভঙ্গি একেবারে উৎকল-দেশীয় অবতারদেরই মত। তাঁর সমগ্র অভিনয়টি সত্যই মনোরম। মাসুর বাপ দামোদর মিত্রের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সন্তোষ শীল বেশ সহজ স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। বনমালি দত্ত রূপে শ্রীযুক্ত চারু ঘোষের অভিনয় চলন-সৈ।

*

"মানকুমারী ওরফে মাসুর ভূমিকায় শ্রীমতী বেলারাণী নামে যে নবীনা অভিনেত্রীটি অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর ভবিষ্যৎ বেশ আশাপ্রদ ব'লেই মনে হয়। তাঁর অভিনয়-ভঙ্গিটি কোথাও আড়ষ্ট নয়, বেশ সহজ ও সরল। ছবিতে তাঁকে মানিয়েছিলও ভালো—কেবল সাগর-তটের দৃশ্য ছাড়া।

*

"বিন্দু বিলাসিনী নামে নতুন চরিত্র চিত্রণের ভার নিয়েছিলেন শ্রীমতী নীহারবালা। তাঁর অভিনয়ের সকলেই তারিফ করেছেন। দেশী ছবিতে বারবিলাসিনীর গৃহে যে-ঢঙের নৃত্যের অবতারণা করা হয়, তা চিরকাল একঘেয়ে ও অসুন্দর ব'লেই বোধ হয়েছে। কিন্তু শ্রীমতী নীহারবালা নৃত্যের মধ্যে যে-ঢঙ দিয়েছেন, তা' খুব উন্নত ধরণের না হ'লেও অন্ততঃ অসুন্দর নয় এবং নূতনত্বপূর্ণ।

*

"কেলোর ভগ্নী, বনমালি দত্তর স্ত্রী লক্ষ্মীমণির ভূমিকায় শ্রীমতী কমলাবালার অভিনয় আমাদের মোটেই ভালো লাগেনি।

*

"কেলোর কীর্ত্তি" চলচ্চিত্রপ্রিয় দর্শকদের আনন্দ দিতে পেরেছে দেখে খুসী হয়েছি। "কেলোর কীর্ত্তি" দেখে হাসির সমুদ্রে গা-ভাসান দেবার জন্যে পূর্ণ থিয়েটারে যে-ভাবে দর্শক সমাগম হচ্ছে, তাতে মনে হয় বইখানি ঐখানেই কয়েক হপ্তা চলবে। সহরের উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের দেখবার সুযোগ দেবার জন্যে অরোরা সিনেমা কোম্পানী একটা ব্যবস্থা করলে ভালো হয়, কেন না বইখানি দেখবার মত।"

*

বাঙালীর আর একটি বায়স্কোপ কোম্পানি নতুন খোলা হয়েছে—কোম্পানির নাম মোভি-প্রোডিউসার্স (Movie Producers)। কোম্পানির মালিক বাঙালী, এইটুকু জানতে পেরেছি, তবে তাঁর বা তাঁদের নাম এখনো আমাদের কাণে আসেনি। এঁরা প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পিয়ারী" অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন এবং 'পিয়ারী' নিয়েই এঁরা আসরে নামবেন। "পিয়ারী"র ছবি তোলা সুরু হয়েছে এবং ছবি তোলার কাজ এঁদের বেশ সন্তোষজনক ভাবেই নাকি চলেছে। পিয়ারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন শ্রীমতী চন্দ্রাবতী ও গায়ক অমলের ভূমিকা নিয়েছেন চিত্রশিল্পী শ্রীযুত অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

*

"ইণ্ডিয়ান্ কিনেমা আর্টস"ও একখানি নতুন ছবি তোলার কাজ শেষ করেছেন। তাঁদের শেষ-ছবি "নিষিদ্ধ ফলে"র মতন এ-ছবিখানিও জনপ্রিয় হ'লে খুসি হব। এর মধ্যে তাঁদের প্রধান অভিনেত্রী শ্রীমতী রেণুবালার সঙ্গে আছেন মিনার্ভার উদীয়মান অভিনেতা শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়। চিত্ররাজ্যে ভূমেনবাবুর নিপুণতা দেখবার জন্যে আমাদের আগ্রহ আছে যথেষ্ট। প্রবীণ আলোক-চিত্রকর শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সান্যাল যখন "কিনেমা আর্টসে"র এই নূতন ছবিখানি তুলেছেন তখন ফোটোগ্রাফি'র দিক দিয়েও নিশ্চয়ই তা উপভোগ্য হবার সম্ভাবনা।

*

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "নিষিদ্ধ ফলে"র সফলতা দেখে বলা যায়, তাঁর আরো যে-সব জনপ্রিয় ও চমৎকার ছোটগল্প আছে, তাথেকেও অনেক অপূর্ব্ব চিত্রনাট্য প্রস্তুত হ'তে পারে। আজকাল অনেকেই তো দেশী ছবি তুলছেন, প্রভাতকুমারের গল্পগুলি তাঁদের চোখে পড়ে না কেন? এ গল্পগুলির ভিতরে ছবির মালমশলা যত-বেশী আছে, সাধারণতঃ বাংলা গল্পে তা দুর্লভ।

*

প্রধান দুই ভূমিকায় শিশিরকুমার ও শ্রীমতী কঙ্কাবতীকে নিয়ে "ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট" রবীন্দ্রনাথের "বিচারক" গল্পের যে-ছবি তুলছেন, তার আধাআধি কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এই দলই আর-একখানি ছবি তুলছেন—"নতুন জামাই"। এখানি নাকি কৌতুক-চিত্র।

*

ম্যাডান থিয়েটার দুখানি নূতন ছবি আসছে ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বাজারে বার করবেন—"বিষবৃক্ষ" ও "শান্তি কি শান্তি।" ছবি-দুখানি যথাক্রমে "এম্প্রেস" ও "ক্রাউনে" দেখানো হবে। এবং এই দুখানি চিত্রেরই প্রয়োগকর্ত্তা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—যাঁর অসাধারণ প্রয়োগ-নৈপুণ্যে "জয়-দেব" চিত্ররাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করেছিল। একে বঙ্কিম ও গিরিশের আখ্যানবস্তু, তার উপরে জ্যোতিষবাবুর প্রয়োগপটুতা—চিত্রকে জয়যুক্ত করতে এমন মণিকাঞ্চনসংযোগ নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে না।

*

বিষবৃক্ষ-চিত্রনাট্যের ভূমিকালিপি; কুন্দনন্দিনী—শ্রীমতী প্রভা। সূর্য্যমুখী—শ্রীমতী নিভাননী। নগেন্দ্রনাথ—শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ বন্দোপাধ্যায়ও আর-একটি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। শান্তি কি-শান্তি চিত্রনাট্যের ভূমিকা-লিপি যতটুকু জানতে পেরেছি তা হচ্ছে এই:—প্রসন্নকুমার—দানীবাবু। যেঁচী—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়। মিঃ বসু—শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ বন্দোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীও একটি ভূমিকায় নামবেন। ছবি-দু'খান দেখে যথাসময়ে আমাদের মতামত প্রকাশ করব।

*

বিশ্ববিখ্যাত জার্ম্মান নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক জুডারমানের পরলোক-গমনের খবর শুনে নিশ্চয়ই রসিকমাত্রই দুঃখিত হবেন। কত নির্জ্জন রাত্রিই তাঁর কবিত্বমধুর রচনাকে সঙ্গী পেয়ে তন্ময় হয়ে ভোর ক'রে ফেলেছি। আমাদের আর কিছু নেই, জুডারমানের স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশে কেবল দু'ফোঁটা অশ্রু উপহার দিলুম।

*

বিলাতী নাট্যজগতে একটি কথার চলন আছে যে, চোখের আড়াল হ'লেই নট-নটীর প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। সংপ্রতি এর একটি মস্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে চিত্র-নট রুডল্ফ্ ভ্যালেন্টিনোকে এই সেদিন পৃথিবী মাথায় ক'রে নাচ্‌তে চেয়েছিল। কিন্তু আজ তাঁর শবের 'কফিন' খার-করা কবরে প'ড়ে আছে, অনাদরে! ধনকুবেরের দেশেও তাঁর এমন একজনও দানশীল ভক্ত বা বন্ধু নেই, যিনি তাঁর মৃতদেহের উপরে সামান্য একটি স্মৃতিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত! হায়, চপল যশ! —'দেহ-পট সনে নট সকলি হারায়'!

গান

(গজল)

শ্রীমতী প্রভা

সাকী তোর
রূপের দোলায়—
হৃদয় দোলায়—
ঢাল্ পিয়ালায়—
লাল্ পানি!

ওর মোর
পীতম্ কোথায়—
এই বাদলায়—
ভরুক্ চুমায়—
গাল্‌খানি!

চেয়ে দ্যাখ্,
বাদল্ নিশা—
সুরার তৃষা—
হারায় দিশা রে!

অঘুরান্
রঙের বাহার্
হিয়ায় আমার
রঙীন্ নেশার
আম্‌দানি!

বাদলে
মাতাল ধরা—
প্রেমের ছড়া—
ভুঁ ন ভরা রে!

সাকী মোর,
বুকের পরে—
প্রেম-দোদরে—
সুর-লহরে—
আন্ টানি!

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট কেসসহ
মাত্র ৭টী ঔষধ
মূল্য ১৫৲ সিক্স রুপিস

বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেকট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফাষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

চাকার নিচে

(সামাজিক নাটক)

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের শেষ-কথার পুনরাবৃত্তি :—

শৈলেশ্বর। (একটু ভাবিয়া) শেষাদ্রির একটা চিঠি আমার হাতে পড়েছিল। জানোই ত হোষ্টেলের ছেলেদের যত চিঠি আসে সব আমার হাত দিয়ে যায়। চিঠিখানার বিশেষত্ব ছিল, আমার একটু সন্দেহ হয়, অবসর সময়ে প'ড়ে দেখবার জন্যে কাছে রেখে দিই। জানোই ত প্রয়োজন বোধ করলে ছেলেদের চিঠি খোলবার অধিকার আমার আছে ?

অতসী। জানি দাদা, তারপর ?]

শৈলেশ্বর। তারপর শেষাদ্রি কি ক'রে জেনেছিল যে তার চিঠি এসেছে। আমার কাছে এসে চাইতে আমি তাকে বল্লাম, পরে দেব। চিঠিখানা আমি পড়তে চাই জানা মাত্রই সে সহসা আমাকে আক্রমণ ক'রে, দুই হাতে গলা টিপে ধ'রে চিঠিখানা আমার পকেট থেকে ছিনিয়ে নিলে।

অতসী। ছিনিয়ে নিলে ?

শৈলেশ্বর। পরে সে মাপ চেয়েছিল। কিন্তু আমি রাগের মাথায় তাকে 'এক্‌স্‌পেল' করে দিলুম। এখন বুঝেছি ভালো করিনি। কেননা তার বিশেষ দোষ ছিল না। আর সেই চিঠি—

অতসী (রুদ্ধনিশ্বাসে)। সেই চিঠিতে কি ছিল ? তুমি পড়েছিলে ?

শৈলেশ্বর। চিঠিতে যাই থাক্, আমার এ-বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ ছিল না যে জীবনে সে যে-ব্যাপারে আপনাকে জড়িয়েচে তাতে তোমাকে সেই সঙ্গে জড়াবার তার অধিকার নেই—

অতসী (ঈষৎ উদ্বেগে)। কী সেই ব্যাপার—একটু পরিষ্কার ক'রে বলো দাদা—

শৈলেশ্বর। আজই এতো ব্যস্ততা কি অতসী ? তুমি বা আমি আজই তো কোথাও চলে যাচ্চি না ?

অতসী (নিজেকে সাম্‌লাইয়া)। কেবল কৌতূহল দাদা !

শৈলেশ্বর। শেষাদ্রি কি তোমাকে আজো চিঠিপত্র লেখেন ?

অতসী (দ্বিধাভরে)। মাঝে মাঝে লেখেন—

শৈলেশ্বর। শেষাদ্রির অভিভাবক বা আপনার জন কেউ আছেন জানো অতসী ?

অতসী। বাবা যেখানে পোষ্টমাষ্টারি করতেন সেখানে এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় থেকে তিনি পড়তেন—সে ত আমার ছেলেবেলার কথা। তখনই শুনেছিলুম তাঁর এক দিদি ছাড়া আর কেউ নেই। আচ্ছা দাদা, তাঁর সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয়, তুমি কি রাগ করবে ?

শৈলেশ্বর। রাগ করব কেন তাই ? বরং তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি খুসীই হব। কিন্তু কি করতে আর এখানে আসবেন তিনি ?

অতসী। আসবেন দাদা, খুব শীঘ্রই হয়ত আসবেন।

শৈলেশ্বর। খুব শীঘ্রই ?···আজই কি অতসী ?

অতসী (ধরা পড়িয়া গিয়া)। কথা ছিল বটে, কিন্তু আজ বোধ হয় আর এলেন না।

শৈলেশ্বর (কি যেন আবিষ্কার করিয়াছেন, এই ভাবে)। তখন থেকেই ত আমি বল্‌চি অতসী, অনিন্দ্য নয়, আর কারো কথা তুমি ভাবচ, ছাখো ধরতে পেরেচি কিনা ! পুরুষমানুষের চোখকেই কি ফাঁকি দেওয়া যায় দিদি ?

[উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন।

অতসী। দাদা !

শৈলেশ্বর (স্নিগ্ধস্বরে)। দুষ্টু বোন্‌টি ! না, অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়েচে, এইবার একটু ঘুরে আসি।

[উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অতসী। তোমাকে না জানিয়ে তাঁকে আসতে লিখেচি এজন্যে তোমার দুষ্টু বোনটীকে ক্ষমা করলে ত দাদা ?

শৈলেশ্বর। ক্ষমা ? (তার পিঠে হঠাৎ চাপড় দিয়া) দুষ্টু বোনকে আমি কখনো ক্ষমা করিনে ; দুষ্ট বোনকে আমি ভালোবাসি।

অতসী (আদরে গলিয়া)। বেশিক্ষণ বাইরে থেকোনা কিন্তু। হিম পড়চে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।

শৈলেশ্বর। কিন্তু হিম কেবল পায়েই পড়বে, আমার টুঁটি টিপে ধরতে পারবে না।

[গলায় জড়ানো পশমের গলাবন্ধটা দেখাইলেন]

এখানে যে এই তোমার নিজের হাতের স্পর্শ আমাকে ঘিরে আছে। ভয় নেই, বেশী দূর যাবো না। কেবল ষ্টেশন পর্য্যন্ত—অনিন্দ্য এল কিনা দেখি।

[বাহির হইয়া গেলেন।

[ছাত্রমহল হইতে বিকাশ প্রবেশ করিল]

অতসী। কি বিকাশবাবু, আপনার বাঁধাছাদা সমাধা হল ?

বিকাশ। হল আর কোথায় ? মোটঘাট বাঁধ্‌তে গিয়ে দেখি নিজেই কখন বাঁধা পড়ে গেছি ; আগে নিজেকে খোলা দরকার।

অতসী। তাহলে খুলে ফেলুন।

বিকাশ। ওগুলো না হয় খুলে ফেল্‌ব—একদিনের বাঁধা, কিন্তু যেখানে অনেকদিনের বাঁধন, অতসী দেবি ?

চলচ্চিত্র জগতে

যুগপরিবর্ত্তন

শনিবার ৮ই ডিসেম্বর হইতে প্রথম আরম্ভ

ক্রাউন সিনেমায়

ম্যাডান থিয়েটার কোং লিঃ

গৃহীত

গিরিশচন্দ্রের

শাস্তি কি শান্তি

(ছায়াচিত্রে)

ও

ভবানীপুর

এম্প্রেস থিয়েটারে

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের

বিষবৃক্ষ

(ছায়াচিত্রে)

অতসী (তাহার উত্তর এড়াইবার জন্য দরজার ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিল)। সবই ত বেঁধেছেন, সমস্তই নিয়ে যাচ্ছেন নাকি?

বিকাশ। যাবার সময় সব নিয়ে যেতে পারব কিনা তাই ভাবচি—

অতসী। কেন, জিনিষপত্র তো খুব বেশী নয়?

বিকাশ। তা নয়, কিন্তু সব চেয়ে যা দামী জিনিষ তা তো রেখেই যেতে হবে।

অতসী। রাখবেন কেন, নিয়ে যাবেন!

বিকাশ। নিয়ে যাব? সত্যি নিয়ে যাব অতসী? সত্যি বল্‌চো তুমি?

অতসী। কি বল্‌চেন বুঝতে পারচি না।

বিকাশ। এতদিনেও না?—এখনো না?

অতসী। একটু একটু পারচি বোধ হয়।

বিকাশ। অতসী! তোমার সঙ্গে আমার কতদিনের মেশামিশি—

অতসী। সে কেবল আপনি অনিন্দ্যকে কতদিন থেকে প্রাইভেট পড়াচ্ছেন বলে। আপনি তো জানেন, দাদা আমাকে স্বাধীনতা দিলেও আমি হোষ্টেলের কোনো ছেলের সঙ্গে বড়-একটা মিশিনে; এবং আপনি ছাড়া আর কারোই সদাসর্ব্বদা এ-ঘরে আস্‌বার অধিকার নেই—

বিকাশ। কিন্তু আমি কি কোনদিন সেই অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেচি?

অতসী। না, সীমা লঙ্ঘন করেচেন বলিনে, কিন্তু আজ যেন সেই সীমাটাকেই বাড়িয়ে নিতে চাচ্ছেন!

বিকাশ। আমি তো সীমাটাকেই অধিকার করতে চাচ্চি অতসী, সীমাই যে আপনি ছাড়িয়ে যাচ্চে। বাস্তবিক, এক একটা বস্তুর সীমা যেন আর পাওয়াই যায় না।

অতসী। বিকাশবাবু, 'ফিলজফি' আমার 'সাবজেক্ট' ছিল না যে আপনার হেঁয়ালী বুঝতে পারব।

বিকাশ। কিন্তু তোমাকে যে আমার বোঝানো চাইই অতসী—অন্ততঃ একটা কথা।

অতসী। আজ হয়ত আপনি ভালো মত প্রস্তুত হতে পারেন নি; কাল সকালে না হয় একবার চেষ্টা করবেন।

বিকাশ। কাল? কাল কি তোমাকে পাবো?

অতসী (চমকিত হইয়া)। কেন, কাল কি আমি কোথাও চলে যাচ্চি?

বিকাশ। তুমি যাচ্চো না, কিন্তু কাল হয়ত আমি আর থাক্‌ব না—

অতসী। কিন্তু আবার শীঘ্রই তো ফিরে আস্‌চেন?

বিকাশ। তাও বল্‌তে পারিনে অতসী। আর তাছাড়া—যথার্থ কাল কোনোদিন আসে একথা আমি বিশ্বাস করতেই পারিনে। জীবনে অনেকবার তার প্রতীক্ষা করে ঠকেছি কি না—হয় তো ঠিক এখনই এসেচে, নয় তো আর কখনই ধরা দেবে না।

অতসী। কি বল্‌তে চান বলুন তবে।

বিকাশ। আমার তো মনে হয় কথাটা আমি বলেচি, কেবল তার জবাবটাই যেন পাইনি।

অতসী। খুসি হবেন কিনা জানিনে, কিন্তু জবাবটা আমি স্পষ্ট করেই বলি—এতদিন আপনার সঙ্গে আমার যে সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, আজ তার অন্যথা হবার মতো কিছু ঘটা তো উচিত নয়।

বিকাশ (সহসা অপ্রত্যাশিত আনন্দের আঘাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া)। বন্ধুত্বের সম্পর্ক? অতসী, সত্যি? বন্ধু? আমি তোমার বন্ধু, তুমি স্বীকার করচো?

অতসী (কিছু বিব্রত হইয়া)। হ্যাঁ, একজন বন্ধু বই কি—

বিকাশ। একশ জনের মধ্যে একজন হলেও আমার এ আনন্দের অবধি নেই। তুমিও আমার বন্ধু তো! ছাখো অতসী, আমি স্পষ্ট করে কথা বল্‌তে পারি নে, সেটা আমার অক্ষমতা, কিন্তু তাতে আমার কথার অর্থ তোমার কাছে একটুও ত অস্পষ্ট হয়নি। আমি তো এই অধিকারই তোমার কাছে চাইছিলুম—এর বেশী আর কি চাইতে পারি?

অতসী। তবে এখন তো নিশ্চিন্ত হয়েচেন? এখন তাহলে আমি যেতে পারি?

বিকাশ। হ্যাঁ, এখন তোমার ছুটি। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তকে মন্থন ক'রে যে অমৃত উঠল তাকে একাই আমি আরো কয়েক মুহূর্ত্ত রোমন্থন করতে চাই। কিন্তু বিষ উঠলেই যে ফেলে দিতুম তা মনে কোরো না অতসী,—বিষও অনেক



স্বরলিপি
হারমোনিয়ম শিক্ষা
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ব করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স
৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

সময়ে ফেলে দেবার জিনিষ নয়, অনেক সময় প্রায় সুধার মতই মর্ম্মান্তিক মিষ্টি—!

[অতসী অন্দর মহলের ভিতরে গেল]

আনন্দও যে অনেক সময় বেদনার মত আঘাত দেয় তা এর আগে কে জান্‌ত !

[শেষাদ্রি সদর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল।

শেষাদ্রি। অনধিকার প্রবেশ করিনি বোধ হয় ?

বিকাশ (হাসিয়া)। কিছুমাত্র না। অনধিকৃতকে অধিকৃত করাই যে তোমার কাজ। কিন্তু এত দেরি হোলো যে শেষাদ্রি ? তোমার না আজ দুপুরে আসার কথা ?

শেষাদ্রি। এক ব্যাটা সি-আই-ডি পিছু নিয়েছিল তাকে ফাঁকি দিয়ে আস্‌তেই ত দেরি হয়ে গেল।

বিকাশ (চক্ষুবিস্ফারিত করিয়া)। সি-আই ডি ! বল কি শেষাদ্রি ?

শেষাদ্রি। ভয় কি বিকাশ ? এ বিয়ের যে এই মন্ত্র !

বিকাশ। তোমার বিয়ে তুমি কর। আন্দামানের বাসরঘরটা আমার তেমন লোভনীয় ঠেক্‌চে না। তা, কি করে তাকে ফাঁকি দিলে ?

শেষাদ্রি। যে শ্যেন-দৃষ্টি—সহজে কি এড়ানো যায় ? দু-দুবার ট্রেন বদ্‌লাতে হয়েচে। দ্বিতীয় বারে করেচি কি, আমাদের গাড়ী প্লাটফর্ম্মে ঢুক্‌চে—আর একটা গাড়ী উল্টোদিকে ষ্টেশন থেকে ছেড়েচে, আমাদের গাড়ী থেকে নেমে সেই চলন্ত গাড়ীতে গিয়ে উঠে পড়লুম—সেই গাড়ীতেই ত আস্‌চি। কিন্তু যদি একটুর জন্যে ফস্‌কে যেত, যদি গাড়ীর হাতলটা ধরতে না পারতুম—

বিকাশ। তাহলে ?

শেষাদ্রি। এমন কিছু নয়—

বিকাশ। তবু ?

শেষাদ্রি। একেবারে সেই চলন্ত গাড়ীর চাকার নিচে।

বিকাশ (ক্ষণেক স্তব্ধ রহিয়া)। তোমাকে আস্‌তে লিখে অবধি এই ক'টা দিন আমি খুব ভেবেচি, আমি বলি কি, কাজ নেই ভাই একাজে। এ কেবল কারার লৌহ-প্রাচীরের পায়ে যৌবনের বলিদান !—

শেষাদ্রি। যত বড় সত্য তার তত বড় ব্যর্থতা—এই ট্রাজেডি নিয়েই মানুষের ইতিহাস। কিন্তু তোমার প্রাণে ভয় ঢুকল কবে থেকে ? তুমিই ত ছিলে বেশী সাহসী ? তুমিই ত বেশী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে ?

বিকাশ (সহসা)। আচ্ছা বিপ্লব সত্য, না যৌবন সত্য ?

শেষাদ্রি। সে তর্কের অবসর এখন নেই। জেলখানায় বসে তার মীমাংসায় মাথার চুল পাকানো যাবে,—এখন তোমাকে যার খবর নিতে লিখেছিলুম তিনি কি সত্যি সত্যিই বড়লোক ?

বিকাশ। মহিমবাবু বড়লোক বই কি।

শেষাদ্রি। কোথায় কত দূরে থাকেন তিনি ?

বিকাশ। এই যে, পাশের বাড়ীতে। এই দিকে—

[দুজনে জানালার কাছে গেল।

শেষাদ্রি। এই মস্ত বাড়ীটা ? সেবার এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল, তবু যদি একটুও জানতুম মহিমবাবু এত কাছে থাকেন ! যাক্, আজ সে ত্রুটি সেরে নেব।

[দুখানি চেয়ার লইয়া দুজনে বসিল।

বিকাশ। কিন্তু আমি বলি কি, কাজ নেই।

শেষাদ্রি। এতদূর এসে সব ঠিকঠাক্, এখন বল্‌চ কাজ নেই, পাগল হলে নাকি ?

বিকাশ। আমার আসল মন এতদিন যে ঘুমিয়েছিল তাতো জানতুম না। এখন সে জেগে আমাকে বড্ড ভাবিয়ে তুলেচে। কদিন থেকে আমার কেবলি মনে হচ্চে দেশ জয়ের চেয়ে একটা নারীর চিত্তজয় যেন ঢের বড় কাজ।

শেষাদ্রি (বিস্মিতভাবে)। নারীর চিত্ত জয় ?—

বিকাশ। আশ্চর্য্য হচ্ছ ? কেন কবি তো বলেচেন—

"রমণীর মন—

সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন॥"

শেষাদ্রি। কিন্তু কবি না বল্‌লেও এটা বিশ্বশুদ্ধ সবাই জানে যে নারীকে ধরতে যাওয়া কিছু নয়; তারাই ত ধরবার জন্য ফেরে,—কিন্তু মজা এই যে ধরতে গেলে ধরা দেয় না—।

বিকাশ। যাই হোক্, আমি অনুভব করেচি বিপ্লব-সাধনা আমার ধর্ম্ম নয়—। অনেকদিন তোমাদের দলে অনেক খেটেচি, এইবার তোমরা আমায় মুক্তি দাও।

শেষাদ্রি। মুক্তি ? দল থেকে মুক্তির মানে তো তুমি জানো ?

বিকাশ। মৃত্যু ? [হাসিবার চেষ্টা করিয়া] এ আমি কোনদিন বিশ্বাস করিনি। আমরা কখনো এত নিষ্ঠুর হতে পারি না।

শেষাদ্রি। নিষ্ঠুরতা কোথায়—এ তো কর্ত্তব্য। কিন্তু একথা কেন, তুমিও

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা ! সরপ্তে তৈরী দই ও রাবড়ী !—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে !

সুলভতায় অতুলনীয় !

আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ না, আমরাও তোমাকে বধ করচিনে। হ্যাঁ, একটা কথা এখনো তোমাকে বলিনি,—এই কাজ ছাড়া আমার আরো একটা কাজ আছে।

বিকাশ। আবার কি কাজ?

শেষাদ্রি। কাজ একটাই—তারপরের কাজ পলায়ন—আজ রাত্রেই পালাব, কিন্তু কেবল তুমি আর আমি নই, আরো একজন।

বিকাশ। তিনজন? আরেক জন কে?

শেষাদ্রি। বলচি শোনো—সে এক গোপন কাহিনী—

[সদর দরজার বাহিরে করাঘাত]

বিকাশ। খোলা আছে। ভেতরে আসুন।

[কিঙ্কর সরকার প্রবেশ করিলেন। শেষাদ্রিকে দেখিয়া যেন কিছু চকিতই হইলেন।—

শেষাদ্রিও তার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল]

কিঙ্কর। শৈলেশ্বরবাবু আছেন?

বিকাশ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া)। না, তিনি একটু আগে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

কিঙ্কর। ফিরতে তাঁর বোধ করি একটু রাতই হবে?

বিকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ—

কিঙ্কর। তাহলে [কিছুক্ষণ ভাবিল] কিছু পরেই আসব, সেই বেশ হবে। [বাহির হইয়া গেলেন।

শেষাদ্রি। তুমি একে চেনো নাকি?

বিকাশ। হ্যাঁ, তুমিও চেন বোধ হচ্চে।

শেষাদ্রি। এই ত সেই সি-আই-ডি। আমার পিছু নিয়েচে—

বিকাশ। দূর! যে স্কুল থেকে পাশ করে এই কলেজে এলাম ইনি সেখানকার সেকেণ্ড মাষ্টার—কিঙ্করবাবু।

শেষাদ্রি। তোমাদের স্কুলের ছেলেরা এক মাষ্টারকে একদা খুব উত্তম মধ্যম দিয়েছিল শুনিচি—

বিকাশ। এই কিঙ্করবাবুকেই।

শেষাদ্রি। তবেই ঠিক হয়েচে। লোকটা ছেলেদের খবর পুলিশে দিত! তাই মুষ্টিযোগের ওই ব্যবস্থা তারা করেছিল।

বিকাশ। মোটেই তা নয়, ছেলেদের খুব ফেল্ করাতেন বলেই—

শেষাদ্রি। যেজন্যেই মেরে থাকুক আর উনি যাই হোন্—যদি আমার পথে দাঁড়ান তবে আর ছেড়ে কথা নয়।—

[পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিল]

বিকাশ। সন্দেহ রাখা কেন—লোকটার অনুসরণ করে দেখি না, কোথায় যায়। চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়ে যাক্।

শেষাদ্রি। কোনো প্রয়োজন নেই। হাত গুণে বলে দিচ্ছি, সোজা থানায় গিয়ে উঠ্‌বে। বরং চল, সাম্‌নের কেবিনে চা-টা খেয়ে মেজাজ শরিফ করে আসা যাক্।

বিকাশ। তাই চল। চা খেয়ে তুমি এখানে এসে বিশ্রাম কোরো। আমার দুএকটা কাজ আছে বাইরে—একেবারে সেরে ফিরব।

[উভয়ে বাহিরে গেল।

ক্রমশঃ



"চাঁদ তারা" মার্কা এলুমিনিয়মের বাসন ব্যবহার করুন।
সুন্দর, স্থায়ী, হালকা ও ঝক্‌ঝকে ব্যবহারে ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না। সকল কার্য্যে সমান উপযোগী।

একমাত্র প্রস্তুতকারক—
দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কস
এজেন্টস্—গোবর্দ্ধনদাস মাণেকলাল
৫৬।১ ক্যানিংষ্ট্রীট, কলিকাতা

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রিট কলিকাতা। ফোন নং—৩৫৫৮

গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

১

(ভাটিয়ালী)

ও মোর, দেহের মাঝে মনের কুঠি,
তাইতে থাকে ছয়টা দামাল রে,
মনমাঝি তুই, সামাল সামাল রে!
তোর মন-বহরের সামনে ও ভাই,
দাঁড়িয়ে আছে উঁচু জাঙাল রে,
মনমাঝি তুই, সামাল সামাল রে!
ছয় দামালে কয় কি কাণে কাণে!
উজান-বেলায় ভাস্‌তে সোতের টানে (গো)
এই ভাটি-গাঙের আঘাটাতেই
একলা কেঁদে হই যে নাকাল রে,
মনমাঝি তুই, সামাল সামাল রে!
বাউলী হয়ে বৈঠা বেয়ে বেয়ে,
খুঁজচি তোমায় সকল নায়ের নেয়ে (গো),
ফের হালে পানী এনে আমার
দাও জুড়ে এই ভাঙা কপাল রে,
মনমাঝি তুই, সামাল সামাল রে!

২

(একটি উর্দ্দু গজলের ভাবানুসরণে)

জনম থেকেই বাজচে পায়ে
মায়ার শিকল শুন্‌চি আমি,
স্বপন-মদে মাতাল তবু,
নিত্যই ভুলি তোমার নামই!
সামনে জাগে তিমির-রাতি,
জাল্‌বে কে আর চাঁদের বাতি,
বন্দী আমি অন্ধ হয়ে,
চল্‌তে চরণ যায় যে থামি!
নরম ফুলের কলির মত,
মরম-কথা আছে যত,
চোখের জলে ভিজিয়ে তোমার
পায়ের তলায় রাখব স্বামী!

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

ড্রাম /৫ এবং /১০। আমরা আমেরিকা হইতে ঔষধাদি মেসার্স বোরিক এবং ট্যাফেল এবং জার্ম্মানীর ডাক্তার সোয়াবের নিকট হইতে আনাই।

সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স, পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউলস, পিলউল্‌স, ইত্যাদি বাজার অপেক্ষা সুলভ দরে বিক্রয় হয়। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স সুলভে পাওয়া যায়।

কৃত্রিম দন্ত।

বিলাতী প্রত্যেকটীর মূল্য ৩৲
আমেরিকান প্রত্যেকটীর মূল্য ২৲

যন্ত্রণাবিহীন নিরাময়। বিচক্ষণ দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত তোলা ও পরিষ্কার করা হয়।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল-মসলা ব্যবহার করি এবং আমাদের মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ।

সুরেন্দ্র হোমিও ফার্ম্মেসী

ডেণ্টিষ্ট এণ্ড হোমিও ড্রাগষ্ট

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (পশ্চাৎ) কলিকাতা।

চিরপরিচিত, চিরানুগৃহীত, চিরদিন আপনাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় বর্দ্ধিত কলিকাতার সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ, সর্ব্ববিধ জামা কাপড় পোষাকের সুসজ্জিত

নিকেতন

ফ্রেণ্ডস সোসাইটি

(একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮

স্যার আশুতোষ বিল্ডিং, গোলদীঘি,

কলিকাতা—বস্ত্র, জামা, পোষাক প্রভৃতি

এবং

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা..... .....জামা ও পোষাক।

ফ্রেণ্ডস সোসাইটীর জন্মাবধি আপনি ইহার পৃষ্ঠপোষক। চিরদিন আমরা সকল রকমে আপনার সন্তোষবিধান করিয়া আসিয়াছি। আজও আমাদিগকে সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

ইহাই বিনীত নিবেদন।

চিত্রনাট্যের রূপকথা

—:০:—

সকলকে বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছি। কল্‌কাতার বাইরে থাকার দরুণ এতোদিন চিত্রজগতের খবর দেওয়া হয়নি।

*

খবর দোবোই বা কি? ভালো ছবির অত্যন্তাভাব, তার জন্যে ভালো অভিনেতা অভিনেত্রীদেরো খ্যাতির উপযুক্ত অভিনয় দেখা যাচ্ছেনা। পিক্‌চার প্যালেসে 'ম্যান্‌ট্র্যাপ,' পার্লে 'ভাঁড়' (The Clown), প্যালেস অফ্‌ ভ্যারায়েটিজে 'ক্ষিপ্র' (Speedy), পিক্‌চার হাউসে 'সিল্কপরা পাপী' (Sinners in Silk), গ্লোবে 'জাতির প্রাণ' 'The Heart of a Nation) সবই দেখলুম।

*

এই-সব চিত্রনাট্যে অভিনেতা অভিনেত্রীদের ভিতর আছেন শ্রীমতী ডোরথি রেভিয়ার, শ্রীমতী ক্লারা বো, শ্রীমতী ইলিনর বোর্ডম্যান, শ্রীযুক্ত হ্যারল্ড লয়েড, শ্রীযুক্ত পার্সি মর্‌মণ্ট, শ্রীযুক্ত এ্যাডল্‌ফে মঞ্জু প্রভৃতি। পার্লের ছবিতে শ্রীমতী রেভিয়ারের ও পিক্‌চার হাউসের ছবিতে শ্রীযুক্ত মঞ্জুর অভিনয় ছাড়া আর কারুর অভিনয় আমাদের ভালো লাগেনি।

*

হলিউডে একখানি বাড়ী সম্প্রতি বিক্রী হোয়েছে, যার নতুন নামকরণ হোয়েছে 'আল্লাবাগ' (The Garden of Allah)। এই বাড়ীর অধিকারিণী একদিন ছিলেন শ্রীমতী আল্লা নাজিমোভা এবং এই বাড়ীতেই একদিন স্বর্গীয় রুডলফ্‌ ভ্যালেন্‌টিনো, শ্রীমতী নাটাশা রাম্‌ বোভাকে প্রেম-নিবেদন কোরে সফলকাম হন।

*

অচিরেই স্থানীয় গ্লোব মঞ্চে স-বাক্‌ চল-চ্চিত্র দেখানো ও শোনানো হবে। এই-সব কথাওয়ালা চলচ্ছবির নাম দেওয়া হোয়েছে 'Talkies'। ম্যাডান সম্প্রদায়ও এর ব্যবস্থা কোর্‌ছেন। আমরা কিন্তু ছবির সঙ্গে সুর বা স্বর না থাকাই পছন্দ করি।

*

শ্রীমতী ডোলোরেস ডেল্‌ রিয়ো যে এখানে আস্‌বেন সে খবর আমরা আগেই দিয়েছি। সেদিনও যাঁরা 'পুনরুত্থান' (Resurreetion) নামক ছবিখানি 'প্যালেস অফ ভ্যারাইটিজে' দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন এই ছবিতে নায়িকার অংশে শ্রীমতী রিয়ো নেমেছিলেন। শ্রীমতী জন্মেছিলেন মেক্সিকোর ডুরাঙ্গো নামক স্থানে।

*

জন্মের তারিখ উনিশশো পাঁচ খৃষ্টাব্দের তেস্‌রা আগষ্ট। তাঁর জনক-জননী স্পেনের লোক, তাঁর চুলের রং কালো, চোখের তারা কটা, দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি। তাঁর নামের ঠিক্‌ উচ্চারণ হোচ্ছে ডোল্‌-ওর-এজ (z) অর্থাৎ Dol-or-ez.

*

শ্রীমতী কলিন মুরের নবতম চিত্রের নাম হোলো 'প্রাণে প্রাণে'—(Heart to Heart).

—গি—

পূর্ণ থিয়েটার

ভবানীপুর, ফোন নং ৩৪ সাউথ

শনিবার ও রবিবার	অন্যান্য দিবস
৩, ৬-১৫ ও ৯-৩০ মিঃ	৬-১৫ ও ৯-৩০ মিঃ

দ্বিতীয় সপ্তাহ ঃ—শনিবার, ১লা ডিসেম্বর হইতে

অরোরা সিনেমা কর্ত্তৃক চলচ্চিত্রে

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গচিত্র

কেলোর কীর্ত্তি

সুদীর্ঘ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত

বাঙ্গালা ও ইংরাজি টাইটেল সহ

প্রধান ভূমিকায়—লালু বোস্‌

নায়িকার ভূমিকায়—বেলা রাণী

বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তি—একমাত্র বাঙ্গালী

পরিচালিত বায়োস্কোপ হাউসে

প্রদর্শিত হইবে

বাঙ্গালায়—বাঙ্গালী পরিচালিত কোম্পানী কর্ত্তৃক

ইতিপূর্ব্বে—

কেলোর কীর্ত্তির

ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র কখনও প্রদর্শিত হয় নাই, এ কথা উচ্চকণ্ঠে বলিতে আমাদের কোন দ্বিধা নাই—

হাসির সপ্ত সমুদ্র

যদি কয়েক ঘণ্টা হাসির সমুদ্রে সন্তরণ করিতে চান—

কেলোর কীর্ত্তি

দেখিতে কখনই দ্বিধা বোধ করিবেন না

আশা করি বাঙ্গালীমাত্রেই এই অপূর্ব্ব

কেলোর কীর্ত্তি

দেখিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে ভুলিবেন না।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের

সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই

সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য

অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

এবার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার—গরদের ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

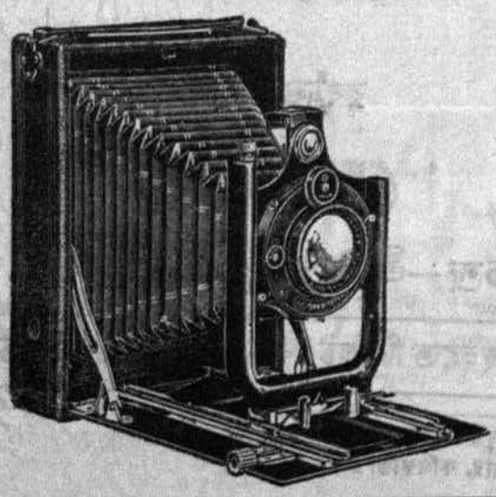
বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

স্বদেশী সিল্কের দাম খুব কমিয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলকাতা।



হেমন্তের সোনালী আলোর আভা আপনার প্রত্যেকখানি স্ন্যাপকে উজ্জ্বল মাধুরী মণ্ডিত করিবে। এমন দিনে আপনি কয়েক ঘণ্টার শিক্ষায় এমন চমৎকার ছবি তুলিতে পারিবেন যাহা অন্য ঋতুতে কোন উপায়েই সম্ভব হইবে না। হেমন্তের এমন মন-ভোলানো আলোর সুযোগটি আপনি অবহেলা করিতে পারেন না।

—নিজের ফোটো— —এনলার্জমেণ্ট—

ক্যামেরা

প্লেট—পেপার—ফিল্ম—মাউণ্ট—ডিশ ইত্যাদি—ইহার মধ্যে আপনার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আপনার চিরপরিচিত বিশ্বস্ত—

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিসকে

ভুলিবেন না

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮

৭৪।১ হারিসন রোড, কালকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

আনন্দ সংবাদ ! আনন্দ সংবাদ !!

বহুকাল পরে রঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে আবার

হাস্যরসের অবতারণা !

হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরিলে

আমরা দায়ী হইব না !

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি.বি]

শনিবার ১৫ই অগ্রহায়ণ রাত্রি ৭ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। "সত্যের সন্ধান"-প্রণেতা

শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

নূতন সামাজিক প্রহসন

ত্রিমূর্ত্তি

(মহাসমারোহে ৫ম ও ৬ষ্ঠ অভিনয়)

২। জলধরবাবুর সর্ব্বজনপ্রশংসিত

পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

আগ্রম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে, মিত্র, বি.এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নটনারায়ণায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার, ১লা ডিসেম্বর, ১৫ই অগ্রহায়ণ রাত্রি ৭॥০ টায়

যোগেশচন্দ্রের

সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

সীতা—শ্রীমতী চারুশীলা

রবিবার ২রা ডিসেম্বর ১৬ই অগ্রহায়ণ, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। শরৎ চন্দ্রের

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২। রবীন্দ্রনাথের

শেষ-রক্ষা

চন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ধর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
২৬শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২১শে অগ্রহায়ণ
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

কংগ্রেসে লম্পটের আসন আছে কি? কিন্তু অভিনেত্রীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ! লম্পট সেখানে কর্ম্মকর্ত্তা হ'লেও কেউ বিস্মিত হবে কি? কিন্তু অভিনেত্রী সেখানকার প্রদর্শনী-ক্ষেত্রেও কলাকুশলতা প্রকাশ করলে পাণ্ডাদের ভণ্ডামি নাকি অত্যন্ত মুখর হ'য়ে ওঠে!

•

কংগ্রেসের কর্তৃত্ব-ভার যে আজকাল 'জেকিল ও হাইড'দের হস্তগত হয়েছে, এ সত্য আমাদের অজ্ঞাত ছিল। যবনিকার আড়ালে অনেকে যে গুপ্ত অভিনয় করেন, তা স্বচক্ষে ও স্বকর্ণে দেখবার ও শোনবার সুযোগ পেয়েছি অনেকবার। তবে পরের কুৎসা ক'রে কাগজের কাটতি বাড়াবার ঝোঁক বা লোভ আমাদের নেই। কিন্তু সুনীতির ঢাকা-চাপা অবিচারের বিরুদ্ধে দু-চার কথা বলা দরকার মনে করি।



বিষ-বৃক্ষ চিত্রনাট্যের একটী দৃশ্যে—শ্রীমতী প্রভা

•

কংগ্রেসের সীমানার ভিতরে সাধারণ রঙ্গালয় অভিনয় করতে পারবে না, কর্ত্তারা নাকি এমনি হুকুম-জারি করেছেন। কারণ? সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীরা বারবনিতা।

•

প্রথমতঃ, ইংরেজী আইন দেখা যাক্। ইংরেজী আইন বোধ করি ভারতেও অভিনেত্রীদের বারবনিতা বলে না। অন্ততঃ 'সেন্সাস-রিপোর্টে' দেখি, অভিনেত্রীদের বারবনিতার কোঠার ভিতর ফেলা হয় না। তারা 'আর্টিষ্ট',—ললিত কলার চর্চ্চা তাদের জীবনের লক্ষ্য।

•

অন্য দিক থেকে বিচার করা যাক্। গণিকালয়ে যাচ্ছি মনে ক'রে কেউ রঙ্গালয়ে তাদের দেখতে যায় না। কংগ্রেসের অধিকাংশ কর্ত্তাই সপরিবারে রঙ্গালয়ে আসেন এবং তাঁরা যে রক্ত-মাংসের হীন ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্যেই সপরিবারে রঙ্গালয়ে আসেন এমন মনে করবারও কারণ নেই। বরং এইটেই ধ'রে নেওয়া স্বাভাবিক, রঙ্গালয়ে গিয়ে অভিনেত্রীদের তাঁরাও শিল্পী ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। ভাবলে, মা-বোন-স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁরা রঙ্গালয়ে আসতেন না। এবং দেশের অনেক বিখ্যাত মহাত্মা যে অভিনেত্রীদের সীতা-সাবিত্রী প্রভৃতি মনে ক'রেই পবিত্র আনন্দলাভ করেছেন, তারও প্রমাণের অভাব নেই।

•

সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীদের যখন 'আর্টিষ্ট' রূপেই দেখা হয়, তখন

IMPERIAL

কংগ্রেসের সীমানায় তাঁরা স্থণ্য বারবনিতায় পরিণত হবেন কেন? যেখানে দেশের বড় বড় মাথাওয়ালা লোকের মিলন, সেখানকার মনোবৃত্তি কি এতই জঘণ্য?

*

আবার দেখি, সাধারণ বারবনিতার উপরেও কংগ্রেসের পাণ্ডাদের অনুরাগ বড় কম নয়। কারণ যে-কোন সাধারণ বারবনিতা কংগ্রেসের প্রতিনিধি হ'তে পারে। এবং দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে সাধারণ বারবনিতারা (অভিনেত্রীরা নন) যখন একাধিক বার অর্থ সংগ্রহ করেছেন, কংগ্রেসের পাণ্ডারাই তখন সাগ্রহে হস্ত বিস্তার করতে একটুও লজ্জিত হন নি!

*

যে-জাতীয় ভাব প্রচারের জন্যে দেশে কংগ্রেসের এত আদর, রঙ্গালয়ও সেজন্যে দেশের কাছ থেকে সম্মানের দাবি করতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের আগে থাকতেই 'প্রতাপাদিত্য' থেকে সুরু ক'রে ঐ-জাতীয় নাটকের পর নাটক রচিত হয়ে সর্ব্বসাধারণের ভিতরে জাতীয় ভাবের বন্যা রঙ্গালয়ের সাহায্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। এবং এথেকে যে কাজ হয়েছে তার জন্যে অভিনেত্রীদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ থাকতে বাধ্য।

*

রাজনীতি-ক্ষেত্রে উপযোগী নেতার অভাবে বাংলা যে আজ ভারতের অনেক প্রদেশের চেয়ে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে, সে-সত্য অস্বীকার করবার কোন উপায়ই নেই। কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে—সাহিত্যে, চিত্রে ও অভিনয়ে বাংলা আজও আর-সব দেশকে পিছনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে।

*

সুতরাং "আত্মশক্তি"র এ-অভিযোগের ভিতরে অকাট্য যুক্তি আছে নিশ্চয়ই:—"বাঙলার রঙ্গমঞ্চ জাতীয় মহাসম্মেলনের ক্ষেত্রে—যেখানে বাঙলার সকল রকম আর্ট ও কালচারের সমাবেশ করবার সবিশেষ চেষ্টা চলছে—স্থান পায় নি শুনলে কার না বিস্ময়ের উদ্রেক হয়?"

*

"আত্মশক্তি" বিস্মিত হয়েছেন, আমরা বিস্মিত হয়েছি, এবং বোধ করি দেশের জনসাধারণও বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু এ বিস্ময় ব্যর্থ। কংগ্রেসের পাণ্ডারা এবারে রুচির প্রতি অতি-ভক্তির পরিচয় না দিয়ে ছাড়বেন না। 'জেকিল ও হাইড'দের জয় হোক্।

*

ভবিষ্যতে আমরা খালি একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিকে সচেতন রাখব। এর পরেও বর্ত্তমান কংগ্রেসের পাণ্ডাদের কেউ 'ফ্রি-পাসে'র ভিক্ষুক হয়ে 'বারবনিতা'-কলুষিত রঙ্গালয়ের দ্বারদেশে গিয়ে দণ্ডায়মান হন কি না?

*

আর্ট চিত্তোত্তেজক হয় না বটে, কিন্তু তার মধ্যে 'বিস্ময়' বা surprise একটা মস্ত কাজ করে। যে-আর্টে বিস্ময় কম, তার ভিতরে উপভোগের সুযোগও অল্প। এবং যে-কলাবিদ আমাদের বিস্মিত করতে পারেন না, তিনি শ্রেষ্ঠতম শ্রেণীর হ'লেও যোগ্য সমাদর লাভ করেন না।

*

সাহিত্যের আসরে দেখতে পাই, যুগে যুগে নব নব শক্তিধর আমাদের নূতন নূতন উপায়ে বিস্মিত করেছেন ব'লেই জনসাধারণের শ্রদ্ধার মুকুট অধিকার করতে পেরেছেন। চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্রের নানা-শ্রেণীর লিপি-কুশলতা আমাদের একসঙ্গে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে।

*

বহু-ব্যবহারে জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতা বা চিত্র বা সঙ্গীত আমাদের কাছে অনেকটা সাধারণ হয়ে আসে কেন? ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাদের ভিতরে আর নব নব বিস্ময় বাস করে না। আমরা তখন তাদের চেয়েও নিম্নশ্রেণীর কবিতা, চিত্র ও সঙ্গীত দেখলে বা শুনলে খুসি হয়ে উঠি, কারণ তারা তবু আমাদের কতকটা বিস্মিত করতে পারে।

*

ভাগ্যে আমাদের মন এই বিস্ময়কে খোঁজে, তাই তো সেক্সপিয়ার, দান্তে, গেটে, হুগো ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির পরেও আজ বার্ণার্ডস, হামজুন ও বোয়ার প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্যিকদের কোলাহল সাহিত্যরসিকরা সহ্য করতে পারছেন!

*

অন্যান্য আর্টের মত অভিনয়-কলারও ভিতরে এই বিস্ময়ের প্রাধান্য যথেষ্ট। গ্যারিক, এডমণ্ড্ কীণ, ম্যাক্রেডী, আভিং ও রবার্টসন প্রভৃতি বিলাতের প্রত্যেক যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা নব নব পদ্ধতি ও ভঙ্গিতে গুণীদের বিস্মিত ক'রেই সর্ব্বপ্রধান হয়ে উঠেছিলেন।

*

বাঙালী দর্শকদের চোখ আজ পুরাতন দলের নট-নটীদের কাছ থেকে ফিরে আসছে কেন? অভিনয়ের পুরাতন পদ্ধতি যে নিম্নতর শ্রেণীর, তা নয়। ঐ পুরাতন পদ্ধতিই তো কয়েক বৎসর আগে বাংলার গুণগ্রাহী রসিকদের মোহিত করত। এবং বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব তো পুরাতন পদ্ধতিরই ভিতরে সম্ভবপর হয়েছিল! কিন্তু সে পদ্ধতি যে শীঘ্রই অচল হয়ে পড়বে, তার নিশ্চিত পূর্ব্ব-লক্ষণ এখনি দেখা যাচ্ছে। এবং তার আসল কারণ হচ্ছে, অতি-পরিচয়ের ফলে পুরাতন পদ্ধতি আর আমাদের বিস্মিত করতে পারে না।

*

জনৈক সহযোগীকে প্রায়ই পুরাতন দলের সুখ্যাতি ও নূতন দলের কুখ্যাতি করতে দেখি। কিন্তু এ ব্যর্থ চেষ্টা খালি অশোভন নয়, অনাবশ্যকও বটে। কারণ বেদব্যাসের বচনের জোরেও পুরাতন পদ্ধতি আর টেঁকবে না। পুরাতন পদ্ধতি হয়তো খুবই ভালো এবং নূতন পদ্ধতি হয়তো খুবই খারাপ। তাঁর হুকুমই আমরা মেনে নিচ্ছি! তবু পুরাতন পদ্ধতির নির্ব্বাসন অনিবার্য্য। সেই বহু-ব্যবহৃত বিস্ময়হীন পদ্ধতি লোকের কাছে আজ একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। নূতন যুগ চায় নূতন ভঙ্গি, নূতন বৈচিত্র্য, নূতন বিস্ময়। যুগধর্ম্ম যখন বদলায়, তখন সে বাংলা সাপ্তাহিকের সম্পাদকের মুখাপেক্ষা করে না।

*

বিস্ময়ের জনক, নূতনত্ব। অতি-পুরাতনের ভিতরেও আমরা যে নূতনত্বের বিস্ময়কে খুঁজি তারও প্রমাণের অভাব নেই। বহু-অভিনীত পুরাতন ভূমিকা নিয়ে যখন কোন শ্রেষ্ঠ ও নূতন নট রঙ্গাবতরণ করেন, প্রেক্ষাগৃহে তখন অসংখ্য দর্শক ছুটে আসে অভাবিত বিস্ময়কে লাভ করবার লোভেই। সেক্সপীয়ারের হ্যামলেট এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শতাব্দীর পর শতাব্দীও হ্যামলেটকে পুরাতন করতে পারলে না। কোন শক্তিধর নূতন অভিনেতা হ্যামলেটের ভূমিকা গ্রহণ করলে আজও দর্শকের আসন খালি থাকে না। কারণ সকলেই আশা করে, নূতন হ্যামলেট নব নব বিস্ময়ের সন্ধান দান করবে।

*

সাহিত্যের অধিকাংশই বারংবার পাঠ ও আবৃত্তির ফলে বৈচিত্র্যকে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু নাটকের একটা মস্ত সুবিধা আছে। পাঠকদের খেয়ালের উপরেই তার জীবন নির্ভর করে না। প্রতি যুগে নূতন নূতন অভিনেতা যখন নূতন নূতন ভঙ্গি ও কৌশলে একই নাটকের পুনরভিনয় করেন, তখন খুব প্রাচীন নাটকও দর্শকদের বিস্মিত করতে পারে। মৃত নাট্যকাররাও সর্ব্বযুগেই জীবিত নট-নটীদের সাহায্যে নবজন্ম লাভ করেন। অন্যান্য বিভাগের কলাবিদের এমন সৌভাগ্য হয় না।

*

কিন্তু সর্ব্বযুগের নট-নটীরা যাঁর নাটকের অভিনয় করতে প্রলুব্ধ হয়ে উঠবেন, বিশ্বসাহিত্যে এমন নাট্যকারও দুর্লভ। এ-বিষয়ে সেক্সপিয়ারের প্রতিযোগী আর কেউ নেই। আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য নাটকগুলি কালের

থোপে নিশ্চয়ই টেঁকবে না। কারণ বর্ত্তমান যুগের নানা সমস্যাই তাদের অধিকাংশের প্রাণ। এবং সে-সব সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত।

•

সেক্সপিয়ার আলোচনা করেছেন, মানবজাতির চিরন্তন সমস্যা নিয়ে। পৃথিবীতে যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে, ততদিন সে-সব সমস্যারও সমাধান হবে না। তার নাটক তাই অমর।

•

কেবল নাটকে নয়, সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও আধুনিক শিল্পীদের দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। একালের অধিকাংশ সাহিত্য-শিল্পী এক এক যুগের কিংবা এক এক দেশের বিশেষ সমস্যা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন—সেগুলি সার্ব্বজনীনও নয়, সর্ব্বকালের উপযোগীও নয়। তাই আধুনিক সাহিত্য-শিল্পীদের যশের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।

•

কিন্তু সেকালের সাহিত্য-শিল্পীদের দেখুন! ব্যাস, বাল্মীকি, হোমার, কালিদাস, গেটে, দান্তে, শিলার ও হুগো প্রভৃতি! এঁরা সাধারণতঃ যে-সব মানুষ দেখিয়েছেন ও যে-সব সমস্যার পরিচয় দিয়েছেন, আসলে তারা কোন কালের বা কোন জাতির ভিতরে আবদ্ধ নয়। এঁরা তাই আজও বেঁচে আছেন।

•

গেল হপ্তায় মিনার্ভার "জাতিচ্যুত" সম্বন্ধে ভুল কথা লিখে ফেলেছি। ওখানি সামাজিক নয়, ঐতিহাসিক নাটক। খুব সম্ভব আসছে বাইশে ডিসেম্বর বা তার কাছাকাছি কোন তারিখে নাটকখানি খোলা হবে। জোর-মহলা চলছে।

•

এর মধ্যেই, এগারোই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীমতী আঙ্গুরবালার সাহায্য-রজনী উপলক্ষে মিনার্ভায় ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটক "বাঙ্গলার মনসদে"র প্রথম পুনরভিনয় হবে। অনেক কাল পরে "বাঙ্গলার মনসদে"র এই প্রথম অভিনয়! যাঁরা ক্ষীরোদপ্রসাদের ভক্ত, তাঁরা নিশ্চয়ই এই সুযোগের অপব্যবহার করবেন না—বিশেষ সেইসঙ্গে যখন "আত্মদর্শন"ও আছে! আশা করি "বাঙ্গলার মসনদ" এই এক রাত্রের পরমায়ু নিয়েই আত্মপ্রকাশ করবে না। "বাঙ্গলার মসনদ" আগে আমরা দেখি-নি, সুতরাং আমাদের দেখবার লোভও যে আছে, তাও স্বীকার করতে ক্ষতি নেই।

•

১৫ই ডিসেম্বর শনিবার 'মনোমোহন' খুলবেন "পথের শেষে।" এর প্রধান ভূমিকায় দানীবাবু আছেন বটে, কিন্তু শুনলুম এর মধ্যে নির্ম্মল-ইন্দুর উদয় কেউ দেখতে পাবেন না। এজন্যে দুঃখ নেই, কারণ প্রত্যেক নাটকেই তাঁকে নামিয়ে সস্তা ক'রে ফেলাও ঠিক নয় এবং সকল অভিনেতার পক্ষেই মাঝে মাঝে বিশ্রামেরও আবশ্যক যথেষ্ট।

•

অতিরিক্ত এবং অনবরত পরিশ্রমে শ্রেষ্ঠতম অভিনেতারও যে অধঃপতনের সম্ভাবনা, রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা এ-কথা বোঝেন না কেন? যন্ত্রেরও বিশ্রাম দরকার, মানুষের তো রক্ত-মাংসের দেহ! ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবিশ্রাম আর্টের চর্চ্চা করতে বাধ্য হ'লে শিল্পীর কাছেও ললিত কলার লালিত্য থাকে না এবং শিল্পীর সে-অবস্থার চেয়ে সাংঘাতিক আর-কিছুর কল্পনা করতে পারি না।

•

দেখছি, 'মনোমোহন' এইবারে নাটকের 'হরির লুট' দেবেন! "পথের শেষে" নূতনত্ব হারাবার আগেই, বড়দিনের ভিতরে নাকি "শিবাজী" নামে আর-একখানি নূতন ঐতিহাসিক নাটক খুলবেন। এই নাটকখানি লিখেছেন নাকি "আত্মশক্তি"র সম্পাদক, সুপরিচিত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। শচীনবাবুর নাট্যকার-রূপ আমরা দেখি-নি, কিন্তু তাঁর এ-রূপ যে বাঞ্ছনীয় হবে, এমন আশা রাখি।

•

আসছে হপ্তাতেই নাট্যজগতে "দিগ্বিজয়ী"র আবির্ভাব হবে। প্রধান পুরুষ-ভূমিকায় শিশিরকুমার ও প্রধান নারী-ভূমিকায় শ্রীমতী চারুশীলা দেখা দেবেন। নাটকখানিকে উপযোগী মহলা দিয়ে নিখুঁত ক'রে তোলবার জন্যে নাট্যমন্দির উপর-উপরি দুই বুধ ও বৃহস্পতিবারের নিয়মিত অভিনয় বন্ধ ক'রে রেখেছেন। নাট্যমন্দিরের এই ধারাবাহিক পরিশ্রম নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে না।

•

আসছে কাল থেকে ম্যাডানের ক্রাউনে ও এম্প্রেসে যথাক্রমে "শান্তি কি শান্তি" ও "বিষবৃক্ষ" চিত্রনাট্য খোলা হবে। ছবিদুখানির প্রয়োগকর্ত্তা শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্ব-যশ যে এবারেও অক্ষুণ্ণ থাকবে, আমাদের এমন আশা করা অশোভন হবে না।

•

অবশেষে খবর পাওয়া গেল.—রাধিকানন্দ অত্যন্ত জীবিত আছেন! এবং তিনি যে ইহলোকেই 'বাহাল-তবিয়তে' বিদ্যমান আছেন এবং অলস বা নিশ্চেষ্ট হয়েও ব'সে নেই, তা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত করবার জন্যে তাঁর নবগঠিত সম্প্রদায় নিয়ে ডিসেম্বর মাসেই নাট্যরসিকদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবেন। আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

•

রাধিকাবাবুর সর্ব্বপ্রথম অবলম্বন হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের একখানি সুমধুর নাট্যকাব্য। অভিনয়কে চিত্তাকর্ষক করবার জন্যে নাটকের ভিতরে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানও যোগ করা হয়েছে। এবং নৃত্যও বাদ পড়ে নি। নাচের পরিকল্পনা করেছেন আধুনিক নৃত্যে বিশেষজ্ঞ কোন বিখ্যাত কলারসিক।

•

এই নবগঠিত সম্প্রদায়ে শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং নবযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী ছাড়া আরও কয়েকজন তরুণ ও শক্তিশালী নট ও নটী যোগ দিয়েছেন, শুনলুম তাঁদের নট-নিপুণতাও উপভোগ্য এবং মূর্ত্তিও প্রশংসাযোগ্য। দৃশ্যপটের দিক দিয়েও এই অভিনয় দর্শক আকর্ষণ করবে,—কারণ শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশ-মত বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত যামিনী রায় এখানে তাঁর কবিত্বকোমল তুলির লীলা দেখাবেন। এ-সম্বন্ধে আরো কিছু বক্তব্য অদূর-ভবিষ্যতে জানাবার ইচ্ছা রইল।

নাটকের কথা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

নাটক যে সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ, একথা আমাদের দেশের শিক্ষিত জনসাধারণকে আজ আর বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়ত নেই; কিন্তু, গল্প উপন্যাস এমনকি কবিতা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধেরও তাঁরা যতটা সমাদর করেন, সেই অনুপাতে নাটক যে তাঁদের কাছে এখনও সমাদৃত হ'তে পারেনি একথা অস্বীকার করা চলেনা! তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তাঁরা নাটক পছন্দ করেন না বা অবহেলা করেন—তা নয়। তার কারণ, নাটক এখনও তাঁদের আকর্ষণ করবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি।

•

গত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা ক'রলে দেখতে পাওয়া যায় যে আমাদের কথা ও কাব্য সাহিত্য ক্রমোন্নতির দিকে যতটুকু অগ্রসর হ'তে পেরেছে, এই অর্দ্ধশতাব্দীর জীবনকালের মধ্যে এই দিক-থেকে সাহিত্যের যতখানি উদ্বর্ত্তন সম্ভব হয়েছে, নাট্যসাহিত্যের তা হয়নি। ফলে নাট্যসাহিত্য এদের তুলনায় এখনও অনেকদূর পিছিয়ে রয়েছে।

•

নাটকের এই দুরবস্থার কারণ কি? কথা ও কাব্য সাহিত্যের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে এদেশের নাটকও আজ অগ্রসর হ'তে পারেনি কেন? নাটক যখন সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ তখন তার অপর দুই শাখার মতো এও আজ ফলে ফুলে পল্লবে কিসলয়ে বিচিত্র বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ

হয়ে উঠলোনা কেন? এই-সব প্রশ্নের সমাধান করতে গেলেই রঙ্গালয়ের কথা প্রথমেই মনে আসে, কারণ, রঙ্গালয়ই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে নাটকের প্রকাশক, আশ্রয়দাতা, প্রতিপালক ও ভাগ্য-বিধাতা।

•

কাজেই এদেশেও নাটক রচনা সুরু হয়েছিল রঙ্গালয়েরই প্রয়োজন ও যোগ্যতার মুখ চেয়ে। এবং এখনও হচ্ছে সেই রঙ্গালয়েরই খেয়াল, খুশী ও নির্দ্দেশ মতো! নাট্যকার এখানে স্বাধীন নন! তাঁকে লেখনী চালনা করতে হয় নাট্যসম্প্রদায়ের সুবিধা অসুবিধা হিসাব ক'রে। তাঁর রচনা নাট্যসম্প্রদায়ের ইচ্ছামতোই নিয়ন্ত্রিত সংযত বা উচ্ছৃঙ্খল ও বাহুল্যদোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। কত যে নবীন নাট্যকারের রচিত নাটক তাদের বিয়োগান্ত রূপ বিসর্জ্জন দিয়ে মিলনান্ত হয়ে উঠেছে, কত যে গম্ভীর গুরু নাটক অসংখ্য গানের গজমতিহার গলায় দিয়ে প্রায় গীতিকাব্য হয়ে উঠেছে – নাট্য-সম্প্রদায়ের শাসন মেনে, তার সংখ্যা হয় না।

•

অনেকে হয়ত বলবেন, নাট্যকারেরা কেন এ হীনতা স্বীকার করেন? নাট্য-সম্প্রদায় তাঁদের নাটক অভিনয় করবার জন্যে নিজেদের মতন করে গ'ড়ে তুলুক। নাটক তাঁদের অদল-বদল করিয়ে নেবার অধিকার কি? তাঁদের এই স্পর্দ্ধাকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে নাট্যকাররাই দায়ী! তাঁরা যদি না ওঁদের কথায় চলতেন তাহলে তো আর তাঁদের নাটকের বিকৃতি সম্ভব হ'তোনা?

•

একথা হয়তো খুবই ঠিক, কিন্তু তাঁদের সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে নাটক কেবলমাত্র রচনা করেই মানুষ তৃপ্ত হ'তে পারে না। তার সার্থকতা নির্ভর করছে সেই নাটকের প্রকাশ্য অভিনয়ে। অগত্যা যিনি নাট্যকার তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন যাতে তাঁর নাটকখানি কোনও প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। এই সাধ ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার ঝোঁক তাঁদের এত বেশী প্রবল হ'য়ে ওঠে যে, তাঁরা নাট্য-সম্প্রদায়ের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুসারে তাঁদের নাটকখানিকে ঢেলে সাজতে বাধ্য হ'ন। নাট্য-সম্প্রদায়ের শাসন মানতে অসম্মত হ'লে তাঁদের নাটক বাতিল হবে যে!

•

নাটক বাতিল হওয়ার মানে তাঁদের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড ও উদ্যম নষ্ট হওয়া। সে নাটক ছাপবারও আর উৎসাহ থাকে না। কারণ নাটক নাকি আবার অভিনয় না হ'লে বিক্রয় হয় না! সুতরাং সজ্ঞানে অপব্যয় করবার মতো অর্থসামর্থ যাঁদের নেই তাঁরা আর তাঁদের অনভিনীত নাটক মুদ্রিত করতে সাহস করেন না। এই-সব নানা কারণে, নাটক অভিনয় হবে এই আশাটুকু পেলেই তিনি নাট্য-সম্প্রদায়ের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুসারে নাটকের সর্ব্বৈব পরিবর্ত্তন করতে একটুও ইতস্ততঃ করেন না!

•

আর একটা প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে, নামের মোহ! সার্থকতার দিক থেকে অভিনয় ব্যতীত নাটকের গত্যন্তর নেই এও যেমন একটা ভাববার কথা, তেমনি প্রাচীরপত্রে (প্ল্যাকার্ড), সংবাদপত্রে, বিজ্ঞাপনে, স্মারকপত্রে (হ্যাণ্ডবিলে) ও প্রমোদ-সূচীতে (প্রোগ্রামে) নাট্যকারের নাম ছাপা হবে, দর্শক ও অদর্শক সকলেই নামটার সঙ্গে পরিচিত হবে, আত্মপ্রচারের এত-বড় সুযোগ ও সুবিধার লোভ কি সহজে কেউ ছাড়তে পারে?

অতএব—"আরও গোটা-কয়েক গান বাড়িয়ে দিন, সখীর দলের জন্য নাচ সংযোজন করুন, রিলিফের জন্যে 'কমিক্ সিন্' থাকাও দরকার—মাঝে মাঝে। শেষটা স্বর্গে গিয়েও ওদের দুজনের (হিরো-হিরোইন) মিলন হ'লো এইটুকু দেখাবার জন্য সবশেষে একটা বেশ উজ্জ্বল দৃশ্য লিখে দিন। প্রত্যেক অঙ্কের শেষ-দৃশ্যে যবনিকা পতনের ঠিক আগেই এমন এক-একটা কিছু উত্তেজক দৃশ্য লিখে দিন যাতে বইখানা একেবারে গোড়া থেকেই জমে যাবে—'এ সব কথা শুনে তাঁরা তাঁদের নাটকে নাট্য-সম্প্রদায়ের আদেশ ও উপদেশ মতো অদল-বদল করতে একটুও আপত্তি করেন না।

•

একদল নাট্য-সম্প্রদায়ের এই হস্তক্ষেপ আছে আবার কোনও কোনও অভিনেতার ব্যক্তিগত অনুরোধ হচ্ছে নাট্যকারের আর এক বিপদ! তারা অনেক সময় নাট্যকারের বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে বলে—"সার্, আমার 'পার্ট'টা আর একটু বাড়িয়ে দিন, আপনার দুটি পায়ে পড়ছি! আমার 'কথা' বড্ড কম হ'য়েছে—আর 'প্রবেশ' আছে মোটে দু'বার!" নাট্যকার যদি বলেন "সেকি বাপু! তাও কি হয়? ও আর বাড়াবো কেমন করে?" অভিনেতা বলে "দোহাই সার্! এ আপনাকে করতেই হবে! নইলে আমি উঠ্‌বো না! আপনার দরজায় 'ধরনা' দিয়ে পড়ে থাকবো—বাড়ীতে গোহত্যা হবে কিন্তু!" অগত্যা এই মহাপাতক থেকে রক্ষা পাবার জন্যে নাট্যকারকে কোনও কোনও ভূমিকা আর একটু বাড়িয়ে দিতেই হয়!

•

এমনি-সব নানারকম আদেশ আর আবদারের ফলে নাটকখানি যে মূর্ত্তি ধারণ করে তা অভিনয়ের পক্ষে সুবিধাজনক হয় কিনা ভগবানই জানেন, কিন্তু সাহিত্য-হিসাবে তার আর বড় বেশী-কিছু মূল্য থাকে না। রঙ্গালয় যেখানে পেছিয়ে প'ড়ে থাকে নাটক সেখানে এগিয়ে যেতে পারে না। খেলো নাটকের কদর যেখানে বেশী, উচ্চশ্রেণীর নাটক সেখানে অনাদৃত হ'তে বাধ্য। এবং অভিনয়-কলার নব নব বিকাশ ও উন্নতিও সেখানে আশু সম্ভবপর হ'তে পারে না। নাট্য-সম্প্রদায় তাঁদের পূর্ব্বগামীগণের অনুসৃত পথে চলতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং প্রাচীন পদ্ধতিতে রচিত নাটক ও সেকালের অভিনয়-কলারই অনুমোদন ক'রতে শেখেন। নূতনকে আবাহন ক'রতে বা বরণ ক'রে নিতে তাঁরা ভয় পান।

•

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি :—

২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

তাঁদের এই দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ হ'চ্ছে, এদেশের রঙ্গালয় চিরদিন দর্শকদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী বই অভিনয় করারই পক্ষপাতী। দর্শকদের রুচি পরিবর্ত্তন করবার চেষ্টা বা সাহস তাঁদের নেই। উন্নত নাট্য-সম্প্রদায়ের একটা সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য যে উচ্চশ্রেণীর নাটক অভিনয় ক'রে দর্শক তৈরি ক'রে নেওয়া, এটা তাঁরা জানলেও এবং মানলেও নিজেদের সাফল্য সম্বন্ধে সবিশেষ সন্দিহান থাকেন ব'লে সেটা কোনও দিন পরীক্ষা ক'রে দেখতে চান না.—পাছে সেই অনিশ্চিত প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য্য হ'য়ে তাঁদের মারাত্মক 'ঘা' খেতে হয়!

•

আমাদের নাট্য-সাহিত্যের সব-চেয়ে বড় দৈন্য হচ্ছে তার বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাব! য়ুরোপ এদিক দিয়েও যে আমাদের অনেক অগ্রবর্ত্তী হয়ে আছে সেকথা বলাই বাহুল্য। তবে, শ্বেতাঙ্গরা হচ্ছে জীবন্ত জাতি, তাদের দেশে নব নব বিষয়ে নাটক রচিত হবার সুযোগ যতটা আছে আমাদের তা নেই, এও ঠিক বটে, তবু একথাও বলা চলে যে এখানেও এখনও এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা নিয়ে আজও কোনও নাটক রচিত হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বস্তির ছোটলোকদের জীবনযাত্রার বিচিত্র ব্যাপার নিয়ে কিম্বা ধনী ও মজুরদের সমস্যা নিয়ে কোনও নাটক রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেনি। যৌনতত্ত্ব (Sex Psychology) এবং অপরাধ-তত্ত্ব (Criminology) নিয়েও এ পর্য্যন্ত কোনও নাটক রচিত হয়েছে কি? সব-শেষে বলা যেতে পারে, দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতি ও স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টাকে ভিত্তি ক'রেও নাটক রচনা করবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। আমরা দেশের অনাগত নাট্যকারদের এই সকল বিষয় নিয়ে নূতন নূতন নাটক রচনা করতে অনুরোধ করছি।

চাকার নিচে

(সামাজিক নাটক)

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব দুই সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

[অতসী চিন্তিতমুখে অন্দর হইতে বাহিরে আসিল। টাইম্‌টেব্‌ল্‌খানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া একান্ত মনেযোগে কি দেখিতেছে, এমন সময়ে সদর দ্বার দিয়া শেষাদ্রি একাকী ফিরিয়া আসিল। চুপি চুপি আসিয়া পিছন হইতে অতসীর চোখ টিপিয়া ধরিল।

অতসী। চিনেচি মশাই, চিনেচি।

[শেষাদ্রি তার গালে একটা চুমু দিয়া চোখ ছাড়িয়া দিল।

শেষাদ্রি।—এতদিনের রাজকর!

অতসী। রাজকর যদি তো চুরি করে' নেওয়া কেন?

শেষাদ্রি। আইন-অমান্যর যুগ কিনা, জোর করে' খাজনা আদায় করতে সাহস হয় না।

অতসী। তাই নাকি মশাই? এতটা অহিংস হয়েচ কবে থেকে?

[ঘাড়ের একটা ক্ষতচিহ্ন দেখাইল]

এটা মনে পড়ে?

শেষাদ্রি। ছেলেবেলায় একবার অকারণ পুলকে তোমার ওখান থেকে খানিকটা মাংস খাম্‌চে তুলে নিয়েছিলাম, তারই দাগ না?

অতসী। ছেলেবেলায় তুমি কেমন শান্ত ছিলে আর নারীদের প্রতি কিরূপ শিষ্ট আচরণ করতে এটা তারই নমুনা!

শেষাদ্রি। বটে? ভারি যে বক্তৃতা দিচ্চ! নিজে বুঝি খুব লক্ষ্মীটি ছিলে? তুমিও ত আমাকে সুদ সমেত ফিরিয়ে দিতে পারতে। দাওনি কেন?

অতসী। কেন দিইনি, তা যদি বুঝতে না পেরে থাকো তো তোমার বুঝেও কাজ নেই।

শেষাদ্রি। কাজ নেই বই কি, গোপনে গোপনে জম্‌চে, ভবিষ্যতে ওই ছোট্ট হাতখানির কত মার যে এই কপালে আছে তা আমিই জানি! সে-সব সুদে-আসলে বেড়ে চলেছে।

অতসী। চক্রবৃদ্ধি হারে বুঝি?

শেষাদ্রি। এই চক্র যত বাড়ে তার চক্রান্তের বাইরে যেতে মন ততই চায় না। মনে হয় যুগ-যুগান্ত এই চাকার নিচেই পড়ে থাকি!

অতসী।—যেন মধুচক্র!

শেষাদ্রি। সত্যি অতসী, এই চক্র যেদিন থেকে সুরু হয়েচে সেদিন থেকে এর মধুসঞ্চয়ের আর শেষ নেই।—তাইত ভয় হয়—

অতসী। কি ভয়?

শেষাদ্রি। কখন কাটা পড়ে। এই বিড়ম্বিত পৃথিবীর কোথাও এতটুকু মধুর ভারও যেন সয়না। এই যেন নিয়তি।...আচ্ছা অতসী, এই মধুচক্র যেদিন প্রথম সুরু, সেদিনের কথা তোমার মনে পড়ে?

অতসী। সেই দুর্গাবাড়ীতে—বিজয়াদশমীর দিন।—তখন আমরা নেহাৎ ছোট ছিলাম—

শেষাদ্রি। ছেলেমানুষিটা কী করেছিলাম তোমার মনে আছে?

অতসী। মনে নেই আবার! ছেলেরা সব তুমুল উৎসাহে কোলাকুলি করছিল, কিন্তু তুমিও যেমন একধারে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়েছিলে আমিও তেমনি। সেখানে সবেমাত্র পোষ্টমাষ্টারি নিয়ে বাবা গেছেন, তখন কাউকেই চিন্‌তুমনা, তোমাকেও না।

শেষাদ্রি। তবে চিন্‌লে কেমন ক'রে?

অতসী। তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছিলে আর হাস্‌ছিলে—! প্রথম চোখের দেখাতেই আমাদের কেমন যে ভালো লাগ্‌ল!

শেষাদ্রি। আমরা যেন কিসের টানে কাছাকাছি এগিয়ে গেলুম!—

অতসী। আমিই তোমার বাহুতে ধরা দিলুম, কি, তুমিই আমাকে বুকে টেনে নিলে কিছু মনে পড়েনা, তবে মনে পড়ে অনেকক্ষণ আমরা আলিঙ্গনের মধ্যে ছিলুম —

শেষাদ্রি। তারপর কতদিনের কত বিচিত্র কাহিনী!—আনন্দ আর বেদনার মধুসঞ্চয়—

[উভয়ে স্মৃতিভারে ক্ষণেক স্তব্ধ রহিল]

অতসী। মানুষ পথে চল্‌তে চল্‌তে কতকগুলো হাসি কুড়িয়ে পায়, কিন্তু খানিকবাদেই ছাখে তা চোখের জল!

শেষাদ্রি। ভালোবাসার শেষে দুঃখবেদনাটাই থেকে যায় অতসী, সুন্দরের হাতের তাই যে চরম দান। পাত্রের সুধা যতই পান করবে ততই তার শূন্যতাটা বেড়ে যাবে—সেই শূন্যতাই তার আসল!

অতসী। পাত্রের শূন্যতা সওয়া যায়, কিন্তু সুধার শূন্যতা মানুষ সইবে কি করে?

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী!—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

শেষাদ্রি। আমার কেবলি মনে হচ্চে আজ যদি আমাদের মিলনের বিজয়াদশমী হত—

অতসী। এমন অমঙ্গুলে কথা বল্‌চ কেন?

শেষাদ্রি। না, আমি তা বল্‌চিনে। [একটু থামিয়া]—তেমন আত্মহারা নিবিড় স্পর্শ আর কি তুমি দিতে পারোনা অতসী?

[তাহাকে মুখ নিচু করিতে দেখিয়া]

না না, আমি তা বল্‌চিনে। আমি বল্‌চি কি, আমার শেষ চিঠিখানা তুমি পেয়েছিলে?

অতসী (হাসি চাপিয়া)। পেয়েচি—।

শেষাদ্রি। তাহলে তুমি তৈরি?

অতসী। তৈরি বই কি।

শেষাদ্রি। আজ রাত্রেই—রাত বারোটার ট্রেণে?

অতসী। বেশ।

শেষাদ্রি। শৈলেশ্বরবাবুকে না বলেই যাবে?

অতসী। তা ছাড়া উপায় কি?

শেষাদ্রি। আমাকে বিবাহ করার অপরাধে তোমাকে কি তিনি মার্জ্জনা করবেন?

অতসী। আমার দাদাকে তুমি চেনোনা, অত-বড় হৃদয় আর নেই। আর তিনি ত আমাকে স্বয়ম্বরা হবার হুকুম দিয়েইচেন, তখন রাগ করলে চল্‌বে কেন?

শেষাদ্রি (একটু থামিয়া)।—আচ্ছা, শৈলেশ্বরবাবু কি তোমাকে কিছু বলেন নি?

অতসী কি বল্‌বেন?

শেষাদ্রি। এই আমার বিষয়ে। আমি কী—এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি?

অতসী। না। হয়ত বল্‌তে চান্ নি।

শেষাদ্রি। তিনি কিছু জানেন না তাহলে। আমার সন্দেহ ছিল—যাক্। তিনি নাই জানুন, কিন্তু তোমাকে না জানিয়ে আমি পারব না।

[অতসী চিন্তিত মুখে চাহিয়া রহিল]

শেষাদ্রি। আমি, আমি বিপ্লববাদী—

অতসী। বিপ্লববাদী!..... [বিস্ময়ে ক্ষণেক স্তব্ধ রহিয়া]

ওঃ—তাই দাদা—

শেষাদ্রি। যখন কলেজে ঢুকি তখন থেকেই আমি এই দলের একজন ছিলুম। তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর বিপ্লব-সাধনাই আমার জীবনের ব্রত করেচি—

অতসী। বিপ্লব-সাধনা!—

শেষাদ্রি। বিয়ের সম্বন্ধ যখন ভেঙে গেল, তোমাকে পাবার আশা যখন রইল না—

অতসী। তখনই বুঝি নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার তোমার জন্মালো? তোমার এক দিদি ছিলেন না? তিনি কেমন করে তোমাকে এই সর্ব্বনাশের পথে যেতে দিলেন আমি তাই ভাবি। আমি হলে—

শেষাদ্রি। দিদি এর বিন্দুও জানেন না। তুমি তো জানো আমি বাড়ী যেতুম খুব কদাচ। বাবা মারা যাবার পর কাকা হলেন কর্ত্তা, তিনি সরকারী চাকুরে তিনি আমাকে দু'চক্ষে দেখতেন না, আমি ত তাঁকে নয়ই। তারপর শুনেচি দিদির বিয়ে হয়েচ—কিন্তু আমি আর যাই নি।

অতসী। তোমার আর এই সর্ব্বনেশে দলে থাকা হবে না—তা বলে দিচ্চি।

শেষাদ্রি। পাগল! এ যে আমার রক্তের সঙ্গে মজ্জার সঙ্গে মিশে গেছে—আর কি ছাড়া যায়?

অতসী। ভেবে দেখ শেষাদ্রি, এ পথ কোথায় গেছে—

শেষাদ্রি। হয় স্বাধীন ভারতবর্ষের দিকে, নয় আন্দামানের ওপারে—কিন্তু সেজন্যে ভাবিনে, বন্ধুর পথেই যার যাত্রা, সেই হতভাগ্যের জীবনসঙ্গিনী হবার আগে, তোমাকে ভাব্‌তে বলি—

অতসী। আমার ভাববার কিছু নেই, আমারো ঐ বন্ধুর পথেই যাত্রা।

শেষাদ্রি। আজ আমার কী আনন্দ অতসী! জীবন-মন্থনে যখন লক্ষ্মীকে পেয়েচি তখন সুধাও পাব। কি মনে হচ্চে জানো? আমার জীবনে যেন কোন বিশ্বকর্ম্মার জীবন সদ্য মুক্ত হোলো, আমি যেন মুঠোয় চেপে এই পৃথিবীকে নতুন করে গড়তে পারি। [অনিন্দ্য প্রবেশ করিল]



স্বরলিপি
হারমোনিয়ম শিক্ষা
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ত করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন
৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অনিন্দ্য। দিদি!

অতসী। এই যে অনিন্দ্য, দাদা তোমার জন্যে ভেবে ভেবে অস্থির—

শেষাদ্রি। একে ত কখনো দেখিনি। তোমার ভাই নাকি?

অতসী। না, আমি ওর মাসি-মা, দিদি এটিকে রেখে স্বর্গে গেছেন—তিনি আমাকে সর্ব্বদা দিদি দিদি করতেন—শুনে শুনে ছোটোবেলা থেকে ওরও তাই অভ্যেস হয়ে গেছে।

শেষাদ্রি। তা মন্দ কি! তোমাকে দিদি বলার প্রলোভন আমারও কম ছিল না, কিন্তু তা আমি দমন করেচি!

[জানালা পথে চাহিয়া]

বিকাশ আসচে। তার সঙ্গে আমার কাজ আছে। এখন যাই।

[বাহিরে গেল]

অনিন্দ্য। দিদি, আমি ষ্টেশন থেকে বেরচ্চি একটি মেয়ে আমাকে ওয়েটিংরুমে ডাক্‌লেন। তাঁর কাছে যেতেই কাকার নাম করে জিজ্ঞেস করলেন—বড়দিনে তিনি এখানেই আছেন কি আর কোথাও গেছেন।

অতসী। দাদার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন? কত বড় মেয়ে?

অনিন্দ্য। তোমার চেয়েও বড়ো! আমি বল্লুম—তিনিই ত আমার কাকা। তখন আমাকে কত আদর করলেন, খাবার খেতে দিলেন। তাঁর সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছিলাম। আমি আস্‌বার সময় বলে দিলেন, আবার দেখা হবে।

অতসী। তিনি কি তোমার সঙ্গেই গাড়ী থেকে নাম্‌লেন?

অনিন্দ্য। নামতে ত দেখিনি, কিন্তু আমার সঙ্গে আবার কি করে দেখা হবে দিদি?

অতসী। হয়ত এখানে আস্‌বেন।

অনিন্দ্য। এখানে? তাহলে ভারি চমৎকার হয় দিদি—

[শৈলেশ্বর প্রবেশ করিলেন]

শৈলেশ্বর। এই যে এখানে। ওর জন্যে কেবল হাসপাতাল আর থানা ছাড়া সহরে কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি।

অতসী। ওই দুটোই বা রাখ্‌লে কেন দাদা?

শৈলেশ্বর। ভয় ছিল, পাছে সেখানেই পেয়ে যাই—। অনিন্দ্য, সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরেচিস্ তো এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

অতসী। ওয়েটিং রুমে একটি মহিলা ওকে আট্‌কে রেখেছিলেন। বোধ হচ্চে নমিতা দিদি—

শৈলেশ্বর (সাগ্রহে)। নমিতা? নমিতাও এসেচেন নাকি?

অতসী। না আসেন নি। যদি তিনিই হন তবে নিশ্চয় আস্‌বেন।

শৈলেশ্বর। ওঃ, যদি তিনিই হন—! অনিন্দ্য, দেখি ডাক্তার কি রিপোর্ট দিলেন?

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

পকেট কেসসহ মাত্র ৭টী ঔষধ মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা

বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেকট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফাষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

অনিন্দ্য। ডাক্তার বল্লেন আমি ভালোই আছি কাকা। আর বল্লেন, রিপোর্ট আমাদের ডাক্তারের আছে পাঠিয়ে দিয়েচেন।

শৈলেশ্বর। তাই নাকি? তবে ত ডাক্তারের কাছে যেতে হল।

অতসী। একটু বোসোই না দাদা. একটু জিরোও। এই ত এতটা খোঁজা-খুজি ক'রে হয়রান হয়ে এসেচ। রিপোর্ট নিশ্চয়ই ভালো, নইলে ডাক্তারবাবু কি নিজেই আস্‌তেন না?— কিম্বা হয়তো, রিপোর্ট এখনো এসে পৌছয়নি—

অনিন্দ্য। কাকাবাবু, আমি তো ভালো হয়ে গেছি, এবার যত-খুসি বাইরে বেড়াব?

অতসী। না, বাইরে যেয়োনা। হিম পড়চে।

অনিন্দ্য। কিন্তু চাঁদের আলোও যে পড়চে দিদি—

[অসহায় উৎসুক দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিল]

অতসী। খেয়ে দেয়ে ঘুমুবি চল্।

অনিন্দ্য। আজ যে আমি ভালো হয়ে গেছি। আজ আবার ঘুমুব কেন? আজ সমস্ত রাত গল্প করব। কাকাবাবু, ঘুমোতে আমার ভয় করে—যদি না আর জাগি? স্বপ্নের ভেতর কারা আমায় যেন ভয় দেখায়, আমি কাকা কাকা বলে প্রাণপণে চেঁচাই, কিন্তু তুমি পাশে থেকেও যেন শুনতে পাও না।

শৈলেশ্বর। কই আমি তো কোনদিন শুনিনি,—ভয় কিসের অনিন্দ্য?

অনিন্দ্য। কিসের তা জানিনে, কিন্তু ভয় একটা আছেই।

অতসী। অনি, আজ তোর বিকাশদার কাছে পড়বিনে?

অনিন্দ্য। আজ আমার ছুটি। আচ্ছা কাকাবাবু আমাকে একটা করাৎ কিনে দেবে, আমি কাঠ চিরবো?

অতসী। করাতে কাঠ চিরবি!

অনিন্দ্য। পড়ার চেয়ে সে ঢের ভালো। না কাকাবাবু? নেপোলিয়নকে জানো দিদি? সে ছোট-বেলায় কাঠ চিরত, তার বাবা কাঠের মিস্ত্রি ছিল কিনা—

শৈলেশ্বর। কে বল্লে তোকে?

অনিন্দ্য। বিকাশদা। নেপোলিয়ন পৃথিবী জয় করেছিল, আমিও যদি কাঠুরের ছেলে হতুম আমিও করতুম।—

শৈলেশ্বর। কিন্তু নেপোলিয়নের বাবা তো কাঠের মিস্ত্রি ছিলেন না।

অনিন্দ্য। হ্যাঁ, ছিল, তুমি জানো না। কাকাবাবু, আমার কি ইচ্ছা করে বলবো?

শৈলেশ্বর। কি ইচ্ছে করে অনিন্দ্য?

অনিন্দ্য। ইচ্ছে করে সেই পুলের ধারে চলে যাই, সেখানে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করি। আমাকে একটা টুপি কিনে দেবে কাকা?

শৈলেশ্বর। তোমাকে সোনার মুকুট কিনে দেব অনিন্দ্য!

অনিন্দ্য। না, না, মুকুট নয়, টুপি—ভিক্ষের টুপি—

শৈলেশ্বর। ভিক্ষের টুপি কেন বাবা?

অনিন্দ্য। সেই টুপি পেতে ভিক্ষে চাইব। সে বেশ হবে, নয় কাকা? মুসোলিনীকে চেন তুমি? সে পুলের ধারে দাঁড়িয়ে টুপি হাতে ভিক্ষে করত, সেই ত আজ পৃথিবীটা চালাচ্ছে।

শৈলেশ্বর (হাসিয়া)। বিকাশবাবু এই সব বুঝি তোকে পড়ান?

অনিন্দ্য। বিকাশদা বলে আমিও ইচ্ছা করলে পৃথিবী জয় করতে পারি, আমার মধ্যে সেই শক্তি আছে। কিন্তু—আমার জীবন যে কারুরই সঙ্গে মিল্‌চেনা। [আগ্রহভরে] আচ্ছা কাকা, তুমি কি আমাকে পথের ধারে আবর্জ্জনার মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিলে?

[শৈলেশ্বরকে মাথা নাড়িতে দেখিয়া তাহার মুখের আলো নিবিয়া গেল]

কিন্তু যদি পেতে তো বেশ হত। জ্যাকি কুগানকে তারা এমনি পেয়েছিল। তাইত সে আজ পৃথিবী জয় করেচে—

[বিকাশ প্রবেশ করিল]

এইযে বিকাশদাদা। করেনি? কাকাবাবুকে বলো তো।

শৈলেশ্বর। তোমার ছাত্র যে এরই মধ্যে বিশ্বজয় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েচে বিকাশ?

[স্নেহভরে হাসিলেন]

[বিকাশ কিছু না বুঝিতে পারিয়া নির্ব্বাক্ চাহিয়া রহিল]

অনিন্দ্য। আমি কি কেবল পৃথিবী জয় করতে চাইচি, আমি যে তার কাছে ভিক্ষেও চাইচি—

বিকাশ। কি ভিক্ষে চাইচ অনিন্দ্য?

অনিন্দ্য। এমন একটা জীবন, যে খুসি হলে ভিক্ষেও করতে পারে, আবার খুসি হলে রাজ্যও চালাতে পারে—যার রোদে জলে হিমে ঠাণ্ডায় কোনো বারণ নেই; যেখানে খুসি যখন খুসি চলে যেতে পারে—সেই অনেক দূরের দেশে—এমন একটা জীবন, বিকাশদা।

শৈলেশ্বর (ম্লানমুখে)। তোমার কি কেবলি কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে অনিন্দ্য, এখানে আমাদের কাছে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না?

অনিন্দ্য (সোৎসাহে)। না কাকা! আমার কেবলি ইচ্ছে করে সেই সদর রাস্তার পুলের কাছে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করি। আমাকে যেতে দেবে কাকা?

[শৈলেশ্বর বিষণ্ণ মৌন মুখে নিরুত্তর রহিলেন]

বিকাশ। ছিঃ, তুমি ভিখিরি হতে যাবে কেন ভাই? ভিখিরিরা কেবল চাকার নিচে পড়ে, আজো একটা পড়েচে।

অনিন্দ্য। কে বল্লে? তবে সেই যে পুলের ধারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করত সে তবে চাকার ওপরে উঠ্‌ল কি করে?···

[সকলের নিরুত্তর স্তব্ধতা ভাঙিয়া]

বিকাশদা, আজ আমাকে সেই গল্পটা বল্‌বে?

বিকাশ। কি গল্প অনিন্দ্য?

অনিন্দ্য। সেই যে ইন্দ্রজিৎ চাঁদের আলোয় জেলে ডিঙি চড়ে নদীতে মাছ ধরতে যেত—

বিকাশ। ইন্দ্রজিৎ যে আজ মেঘের মধ্যে লুকিয়েচে ভাই।

অনিন্দ্য। মেঘের মধ্যে? সেখানে গেল কেন?

বিকাশ। মেঘটাও যে একটা নদী অনিন্দ্য, আকাশের ওপরে উল্টা ঢেউ,—

অনিন্দ্য। কিন্তু সেখানে কি মাছ আছে?

বিকাশ (অতসীর দিকে চাহিয়া)। তা যদি না থাকবে ভাই, তবে অর্জ্জুন কি করে মেঘলোকে মাছের চোখ বিঁধে পাঞ্চালীকে পেলে বলত?

অনিন্দ্য (মাথা নাড়িয়া)। হুঁ, তবে আছে। কিন্তু আমার কেবলি মনে হয় আমি যদি সেই ছোট্ট শ্রীকান্ত হতুম তাহলে রোজ ইন্দ্রজিতের সঙ্গে—। সে কী মজাই হোতো! কাকা, তুমি সেই গল্পটা পড়েচ?

শৈলেশ্বর। না, অনিন্দ্য।

অনিন্দ্য। বিকাশদার কাছে আছে, আমি আন্‌চি—

[বিকাশকে টানিয়া ছাত্রমহলের ভিতরে লইয়া গেল]

ক্রমশঃ

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

ড্রাম /৫ এবং /১০। আমরা আমেরিকা হইতে ঔষধাদি মেসার্স বোরিক এবং ট্যাফেল এবং জার্ম্মানীর ডাক্তার সোয়াবের নিকট হইতে আনাই।

সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স, পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউলস, পিলউল্‌স, ইত্যাদি বাজার অপেক্ষা সুলভ দরে বিক্রয় হয়। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স সুলভে পাওয়া যায়।

কৃত্রিম দন্ত।

বিলাতী প্রত্যেকটীর মূল্য ৩৲

আমেরিকান প্রত্যেকটীর মূল্য ২৲

যন্ত্রণাবিহীন নিরাময়। বিচক্ষণ দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত তোলা ও পরিষ্কার করা হয়।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল-মসলা ব্যবহার করি এবং আমাদের মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ।

সুরেন্দ্র হোমিও ফার্ম্মেসী

ডেণ্টিষ্ট এণ্ড হোমিও ড্রাগিষ্ট

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (পশ্চাৎ) কলিকাতা।

নিবেদন

শীতবস্ত্র ও পোষাক

খরিদ করিবার পূর্ব্বে

ফেণ্ডস সোসাইটির

বিপুল আয়োজন, সুলভ মূল্য ও ভদ্র ব্যবহার দেখিতে অনুরোধ করি।

বিভিন্ন রকমের শাল, আলোয়ান, পোষাক ও হোসিয়ারী দ্রব্যের বিচিত্র সমাবেশ।

(একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮

গোলদীঘির পশ্চিম,

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট,

চলচ্চিত্র জগতে

যুগপরিবর্ত্তন

শনিবার ৮ই ডিসেম্বর হইতে প্রথম আরম্ভ

ক্রাউন সিনেমায়

ম্যাডান থিয়েটার কোং লিঃ

গৃহীত

গিরিশচন্দ্রের

শাস্তি কি শান্তি

(ছায়াচিত্রে)

ও

ভবানীপুর

এম্প্রেস থিয়েটারে

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের

বিষবৃক্ষ

(ছায়াচিত্রে)



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

"গোল্ড মেডেল"

হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা

ষ্টাইল নং ৩এ—„ ৫০৲ টাকা

এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।

ন্যাশনাল হারমোনিয়ম কোং

৮এ, লালবাজার ষ্ট্রিট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮

পূর্ণ থিয়েটার

ভবানীপুর, ফোন নং ৩৪ সাউথ

শনিবার ও রবিবার	অন্যান্য দিবস
৩, ৬-১৫ ও ৯-৩০ মিঃ	৬-১৫ ও ৯-৩০ মিঃ

তৃতীয় সপ্তাহ ঃ—শনিবার, ৮ই ডিসেম্বর হইতে

অরোরা সিনেমা কর্ত্তৃক চলচ্চিত্রে

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গচিত্র

কেলোর কীর্ত্তি

সুদীর্ঘ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত

বাঙ্গালা ও ইংরাজি টাইটেল সহ

প্রধান ভূমিকায়—লালু বোস্

নায়িকার ভূমিকায়—বেলা রাণী

বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তি—একমাত্র বাঙ্গালী পরিচালিত বায়োস্কোপ হাউসে

প্রদর্শিত হইবে

বাঙ্গালায়—বাঙ্গালী পরিচালিত কোম্পানী কর্ত্তৃক

ইতিপূর্ব্বে—

কেলোর কীর্ত্তির

ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র কখনও প্রদর্শিত হয় নাই, এ কথা উচ্চকণ্ঠে বলিতে আমাদের কোন দ্বিধা নাই—

হাসির সপ্ত সমুদ্র

যদি কয়েক ঘণ্টা হাসির সমুদ্রে সন্তরণ করিতে চান—

কেলোর কীর্ত্তি

দেখিতে কখনই দ্বিধা বোধ করিবেন না

আশা করি বাঙ্গালীমাত্রেই এই অপূর্ব্ব

কেলোর কীর্ত্তি

দেখিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে ভুলিবেন না।

চাঁদ-তারা মার্কা এলুমিনিয়মের বাসন

পূজাপার্ব্বণ, উপনয়ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যাপারাদিতে ও
নিত্যনৈমিত্তিক প্রত্যেক কার্য্যে সমান উপযোগী।



"চাঁদ তারা"
বিশুদ্ধ
এলুমিনিয়মে প্রস্তুত
দেখিতে সুন্দর ব্যবহারে
ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না,
স্থায়ী ও হাল্কা। ভাঙ্গি-
বার বা নষ্ট হইবার
সম্ভাবনা নাই। উপ-
যোগিতায় অতুলনীয়,
অথচ মূল্য সুলভ।

তাই বাঙ্গালার গৃহে গৃহে
চাঁদ-তারার এত সমাদর।
মা লক্ষ্মীরা আজ চাঁদ-
তারার শতমুখে প্রশংসা
করিয়া থাকেন।

দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কসে প্রস্তুত

গোবর্দ্ধনদাস মানেকলাল, ৫৬।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

এবার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার—গরদের ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

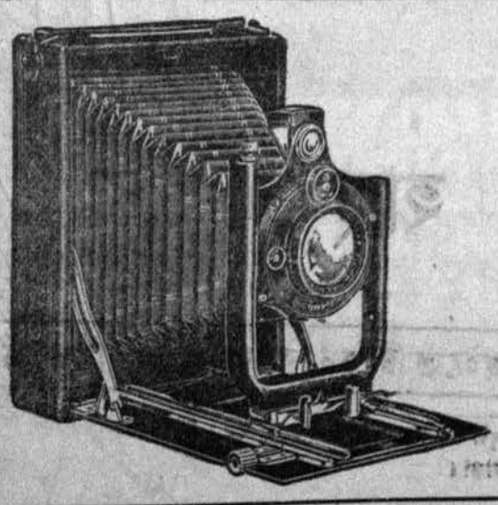
বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

স্বদেশী সিল্কের দাম খুব কমিয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।



হেমন্তের সোনালী আলোর আভা আপনার প্রত্যেকখানি স্ন্যাপকে উজ্জ্বল মাধুরী মণ্ডিত করিবে। এমন দিনে আপনি কয়েক ঘণ্টার শিক্ষায় এমন চমৎকার ছবি তুলিতে পারিবেন যাহা অন্য ঋতুতে কোন উপায়েই সম্ভব হইবে না। হেমন্তের এমন মন-ভোলানো আলোর সুযোগটি আপনি অবহেলা করিতে পারেন না।

—নিজের ফোটো— —এনলার্জমেণ্ট—

ক্যামেরা

প্লেট—পেপার—ফিল্ম—মাউণ্ট—ডিশ ইত্যাদি—ইহার মধ্যে আপনার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আপনার চিরপরিচিত বিশ্বস্ত—

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিসকে

ভুলিবেন না

ফোন নং বড়বাজার ৩৮-৩৮

৭৪।১ হ্যারিসন রোড, কলকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

আনন্দ সংবাদ ! আনন্দ সংবাদ !!

বহুকাল পরে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে আবার

হাস্যরসের অবতারণা !

হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরিলে

আমরা দায়ী হইব না !

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি.বি]

শনিবার ২২শে অগ্রহায়ণ রাত্রি ৭ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। "সত্যের সন্ধান"-প্রণেতা

শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

অপরূপ নূতন সামাজিক প্রহসন

ত্রিমূর্ত্তি

(মহাসমারোহে ৭ম ও ৮ম অভিনয়)

"ত্রিমূর্ত্তিতে" আছে—একটী বাপের এগারটী কন্যার রেজিমেণ্ট—একটী স্বামীর দুইটী স্ত্রী—একটী সধবা ও একটী বিধবা—

২। জলধরবাবুর সর্ব্বজনপ্রশংসিত

পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

হাঁদুবাবু, কার্ত্তিকবাবু, প্রভাতবাবু, শরৎবাবু, কৃষ্ণবাবু (অন্ধগায়ক), ভূমেন রায় (এমেচার), আঙ্গুরবালা, উষাবতী (পটল), রেণুবালা (সুখ) প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

আগ্রম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে. মিত্র. বি.এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার, ৮ই ডিসেম্বর, ২২শে অগ্রহায়ণ রাত্রি ৭॥০ টায়

১। শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

জীবানন্দ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

ষোড়শী—শ্রীমতী চারুশীলা

২।

আবু-হোসেন

রবিবার ৯ই ডিসেম্বর ২৩শে অগ্রহায়ণ ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। যোগেশচন্দ্রের

সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

সীতা—শ্রীমতী চারুশীলা

২।

হাসু-নো-হানা

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
২৮শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৭শে অগ্রহায়ণ
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

গেল-বারে আমরা রাধিকানন্দের দ্বারা গঠিত একটি কলা-সংসদের কথা বলেছি। শুনছি, এই নাট্য-সম্প্রদায় সহরে মাঝে মাঝে অভিনয় করবেন।

*

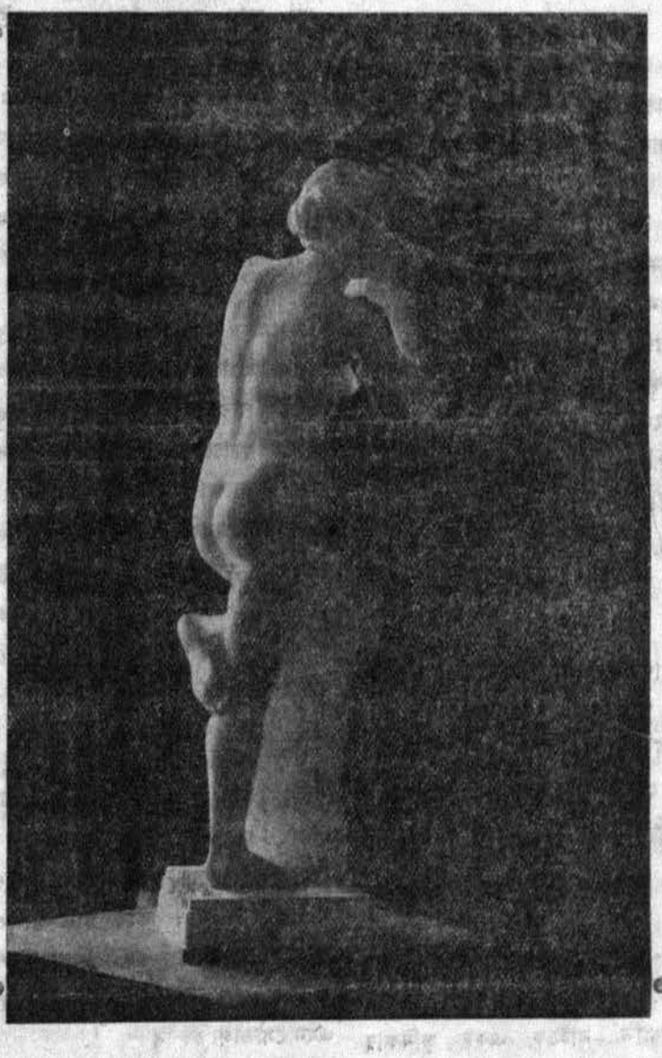
রাধিকানন্দের সম্প্রদায়ের ভিতরের বিশেষ খবর আমরা জানিনা। রাধিকানন্দ আমাদের আশা কতখানি পূর্ণ করবেন, সে-বিষয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। কিন্তু এইরকম সম্প্রদায়ের দ্বারাই নাট্যরসিকদের চিত্তক্ষুধা নিবারণের সম্ভাবনা থাকে অধিকতর।

*

স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালয়গুলিকে সর্ব্বসাধারণের মুখাপেক্ষা করতে হয় সম্পূর্ণভাবেই। তাঁরা এমন নাটকই নির্ব্বাচন করতে বাধ্য, যার মধ্যে সাধারণতঃ সূক্ষ্ম সাহিত্যরসের চেয়ে জনপ্রিয়তার উপাদান থাকে বেশী।

*

নিছক-সাহিত্যরসপ্রধান নাটকেরও চাহিদা এখানে আছেন, কিন্তু চার-পাঁচ রাতের অভিনয়ের পরে তাঁরা আর থিয়েটারের বিরাট জঠর ভরাতে পারেন না। "গৃহপ্রবেশ" প্রভৃতিতে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।



*

অথচ ঐ-শ্রেণীর নাটক যখন অস্থায়ী সম্প্রদায়ের দ্বারা তিন-চার রাত্রের জন্যে প্রকাশ্যে অভিনীত হয়েছে, কর্ত্তৃপক্ষকে তখন অর্থদানে ইচ্ছুক দর্শকের জন্যে একটুও ভাবতে হয় নি।

*

সুতরাং যে-সব নাটক হাটখোলার দর্শকদের পক্ষে 'গুরুপাক', অথচ ভাবে ও ভাষায় যারা অভিরাম, রামা-শ্যামার মুখরোচক না হ'লেও সাহিত্যের যারা উচ্চতরশ্রেণীর সম্পদ, অস্থায়ী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে অনায়াসেই তারা মাঝে মাঝে তিন বা চার রাত্রির জন্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। সে-ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ে তারা টাকাও আনবে, যশও আনবে।

*

একশো বা দুশো রাত একই নাটক ধারাবাহিক ভাবে অভিনয় করবার সুযোগকে সাধারণ রঙ্গালয়রা দুর্লভ সৌভাগ্য ব'লে মনে করেন। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবশ্য এমন মনে করাটা কিছুমাত্র দোষনীয় নয়। কিন্তু রঙ্গালয়ে যাবার সময়ে যাঁরা ঠিক মনে করেন না যে, 'বড়বাজারে যাচ্ছি', এবং বহু-পুরাতনী নাটকাভিনয়ে নটনটীদের যন্ত্রচালিতবৎ একঘেয়ে ভাবভঙ্গি যাঁরা বারংবার বাধ্য হয়ে সহ্য করতে নারাজ, বৈচিত্র্যমধুর নূতনত্বের মধ্যে যাঁরা নব নব সৌন্দর্য্যের বিস্ময়কে আবিষ্কার করতে ইচ্ছুক, দর্শকদের ভিতরে এমনধারা লোকেরও সংখ্যা কম নয়। একখানি নাটক পয়সা খরচ ক'রে দুবার দেখবার পরে নিশ্চয়ই আর তা দেখতে সাধ যায় না—বিশেষ কারণ ভিন্ন। কাজেই এরা দল দর্শক নূতন নাটকের অভাবে আর রঙ্গালয়ে যান না। অস্থায়ী সম্প্রদায়রা তিন-চার রাত অভিনয়ের পরেই আবার নূতন নাটক নিয়ে নেমে এইশ্রেণীর দর্শকদের আগ্রহ ও ধন্যবাদ অর্জ্জন করতে পারেন।

*

(প্রসঙ্গক্রমে এখানে ব'লে রাখি, আজকাল রঙ্গালয়ের চেয়ে চলচ্চিত্র যে-অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তার কারণ শুধু আসনের মূল্যের সুলভতা নয়;—চলচ্চিত্রে নিত্য-নব নাটকও মস্ত-একটা আকর্ষণ। চলচ্চিত্র-জগতে কোন নাটক জোর ক'রে দর্শকদের কাঁধের উপরে ব'সে থাকতে চায় না—

সিন্দবাদ-কথিত দ্বীপবাসী বৃদ্ধের মত! তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রঙ্গালয় তাই পদে পদে পরাজিত হচ্ছে।)

*

জনসাধারণের অবুঝ চোখ ভোলাবার ও তাদের সস্তা বাহবা পাবার জন্যে সাধারণ রঙ্গালয়ের অধিকাংশ পটকার দৃশ্যপটকে যতটা জমকালো ও বিবিধ বর্ণের 'প্রলাপে' পরিণত করতে চেষ্টা পান, কলাকমলার মুখরক্ষার জন্যে চেষ্টিত হন না ততটা পরিমাণে। অথচ এই দৃশ্যপটের রাজ্যে আসল কলাবতের কত পেলব স্বপ্ন সফল হবার সম্ভাবনা আছে! কিন্তু সত্ত্বাধিকারীদের মাড়োয়ার-থেকে-আমদানী রুচি এবং খোকা-ভুলানো ম্যাজিক দেখাবার পার্সী ঝোঁকের অত্যাচারে সে-স্বপ্নের ললিত সুষমা পাকা পটকারের বুকের ভিতরেই কাতর ভাবে লুকিয়ে থাকে।

*

বর্ত্তমান কালের কোন-একজন নাম-করা পটশিল্পীকে আমরা সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "দেখুন, রেখা আর রঙের ওপরে আপনার এতখানি দখল রয়েচে, আপনার পরিকল্পনার ক্ষমতারও অভাব নেই বুঝতে পারচি, কিন্তু 'গ্যালারি'র হাততালির দিকে আপনার এতটা লোভ কেন?" অত্যন্ত হতাশ ভাবে তিনি যা বললেন তার মানে দাঁড়ায়—'এ কেনর উত্তর আমি জানিনা —জানেন থিয়েটারের মালিক-মশাই!'

*

অস্থায়ী নাট্যসম্প্রদায়রা এইখানে রসিকগণকে কুরুচির গর্ভ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। কারণ তাঁদের দর্শক হবেন প্রায়ই বাছা বাছা সমজদাররা—বাজে চটক নয়, আসল কলাবস্তুই যাঁদের প্রধান প্রার্থনীয়। পৃথিবীর কলাজগতে নব নব যে-সব কারু-কৌশল ও ভাবপ্রকাশপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, তার প্রদর্শনী-ক্ষেত্র হবার পক্ষে অস্থায়ী নাট্যমঞ্চের উপযোগিতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। গর্ডন ক্রেগ নাট্যজগতে পটকারের যে স্বর্গ প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছেন, সমুদ্রের ওপারে "লিট্‌ল্ থিয়েটার"গুলিতে তার কতকটা বাস্তবে পরিণত হয়েছে, এবং এপারেও বর্ত্তমান যুগে তা সম্ভব হ'তে পারে কেবলমাত্র অস্থায়ী রঙ্গালয়ের দ্বারা।

*

এবং কল্পনা, কবিত্ব ও আধুনিক কলাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা থাকলে, দৃশ্যপট-বিভাগে যুগান্তর আনবার জন্যে অধিক অর্থব্যয়েরও আবশ্যক হবে না। 'গ্যালারি'-মাতানো 'সিন-সিনারি'র জন্যেই টাকা খরচ হয় অতিরিক্ত। কলালক্ষ্মী রৌপ্যমুদ্রার ভক্ত নন, তিনি দেখা দেন সুরুচি, সরলতা ও গর্ব্বহীন শোভনতার মধ্যে। আসল শিল্পী ধূলিমুঠিকে ক'রে তোলেন সোনামুঠি।

*

আমরা বিস্তৃতভাবে কিছু বললুম না—কেবল কতকগুলি ইঙ্গিত দিয়ে গেলুম। এবং ইঙ্গিত আরো অনেক বিষয়েও দেওয়া যায়—যেমন ধরুন, নট-নটীদের নিজেদের কথা। কোন-একখানি নাটকে একই ভূমিকায় রাত্রির পর রাত্রি ধ'রে ধারাবাহিকভাবে অভিনয় ক'রতে হ'লে নটের অবস্থা কতখানি শোচনীয় হয়ে ওঠে, দর্শকরা বোধ হয় তা আন্দাজ করতে পারেন না। যে স্ফূর্ত্তি ও তাজা মন কলাসৌন্দর্য্যের উৎস, তাঁদের ভিতরে তখন তা আর থাকে না। ভাবহীন চিত্তে (এবং প্রায়ই বিরক্ত ভাবে) দম-দেওয়া কলে-চলা পুতুলের মত তাঁরা যে তখন যেন-তেন-প্রকারে আপনাদের তিক্ত কর্ত্তব্য পালন ক'রে যান, এ-পরিচয় অনেকবারই পেয়েছি—ফলে তাঁদের সেই ব্যাগার-ঠেলা কাজ হয়ে দাঁড়ায় একান্ত প্রাণহীন ও অস্বাভাবিক। কিন্তু অস্থায়ী সম্প্রদায়ের অভিনেতৃগণকে এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ দুঃসহ শিল্পী-জীবন যাপন করতে হয় না।

*

শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় অস্থায়ী নাট্যসম্প্রদায় গঠন করেছেন শুনে আমরা আশান্বিত হয়েছি। এবং এটাও আমরা মনে করছি যে, এই নব-সম্প্রদায় নিশ্চয়ই কেবলমাত্র অর্থ-উৎপাদক যন্ত্র-বিশেষে পরিণত হবে না—কারণ শিল্প-রসিকদের প্রাণের আশা এইরকম সব সম্প্রদায়কেই নির্ভর করতে চায়। লোকে তাঁর কাছ থেকে অনেক-কিছুই প্রার্থনা করবে। এবং সে প্রার্থনা তিনি যদি পূর্ণ করতে পারেন তাহ'লে তাঁর টাকার থলিও যে অপূর্ণ থাকবে না, আমরা অনায়াসেই এমন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি।

*

শুনলুম, সংপ্রতি তিনি বোলপুরে গিয়েছিলেন,—রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি, উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ লাভের জন্যে। এবং শুনে খুব খুসি হলুম যে, কবিবরের কাছ থেকে ঐ-তিনটি দুর্লভ প্রার্থনীয়ই লাভ ক'রে তিনি আবার কলিকাতার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন—দ্বিগুণ উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে। তিনি কবিবরের "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যনাট্যখানি নূতন ভাবে অভিনয় করবেন এবং তার সঙ্গে যুক্ত হবে রবীন্দ্রনাথেরই অনেকগুলি মধুর সঙ্গীত। কয়েকটি গান কবি নিজেই পছন্দ ক'রে দিয়েছেন এবং সেগুলির সুর শুনিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অভিনয় হবার আগে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর নিপুণ শিক্ষকতার সাহায্য থেকেও রাধিকানন্দ বঞ্চিত হবেন না—দীনেন্দ্রনাথ এমন অভয়ও দিয়েছেন। রাধিকানন্দ ও জন-সাধারণের পক্ষে এ-সব যে যথাক্রমে সৌভাগ্য ও আশা-আনন্দের কথা, সেটা বলা বাহুল্য বোধ করি।

*

সংপ্রতি কোন কাগজে দেখলুম বলা হয়েছে যে, নাট্যজগতে হিন্দুযুগের রাজা-রাজড়াদের বেয়াড়া থিয়েটারী মামলী পোষাক ছাড়িয়ে শোভন ঐতিহাসিক পোষাক পরিয়েছেন, সর্ব্বপ্রথমে শিশিরকুমার। নবযুগের বাংলা রঙ্গালয় শিশির-কুমারের কাছে অনেক বিষয়েই ঋণী বটে। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর আগেই যে আর-একজন সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছিল সত্যের অনুরোধে সে কথা বলা দরকার মনে করি। তিনি স্বর্গীয় অমরেন্দ্র সিংহরায়—মিনার্ভার প্রতিভাবান শিল্পী। "লক্ষ্মণ সেন" নাটকে তিনি পাত্র-পাত্রীগণকে খাঁটি দেশীয় পোষাকই পরিয়ে নামিয়েছিলেন। এর আগেই 'য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে'র অভিনয়েও এই রুচিসঙ্গত পরিবর্ত্তন দেখা গিয়েছিল বটে, কিন্তু 'ইন্‌ষ্টিটিউট'কে সাধারণ রঙ্গালয় বলা চলে না!

*

অমরবাবুর কথা মনে করলে আজও দুঃখে বুকের কাছটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে। তাঁর মত সূক্ষ্মদর্শী কবি-পটকার বাংলা রঙ্গালয়ে আর দ্বিতীয় দেখি-নি। তরুণ বয়সে ও অকালে তাঁর পরলোকে প্রস্থান কেবল মিনার্ভা থিয়েটারের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কথা নয়, বাংলা রঙ্গালয়েরও পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর দুর্ঘটনা; তাঁর স্থান আজও পূর্ণ হয় নি।—তাঁর সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত তাঁর প্রতিভার দ্বারা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন—রঙ্গালয়ের আর কোন শিল্পীর এমন সৌভাগ্য হয়-নি।

*

ভাদুড়ী-মশাইয়ের কথা ছেড়ে দি,—তিনি না-হয় মানস-বসন্তের উপাসক, তাই হাড়-ভাঙা শীতেও "বসন্তলীলা" দেখাতে ইতস্ততঃ করেন না! কিন্তু আজ-কালকার কোকিলগুলো হ'ল কি? এই সেদিন শীতের রাত জেগে হাঁটুর বাত নিয়ে আমি যখন ক্রমাগত করেছি উহু-উহু-উহু,—আর মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না,—কাণের কাছে তখন দুটো ফাজিল কোকিল কিনা ভোর-না-হওয়া-পর্য্যন্ত অনবরত প্রাণপণে চেঁচিয়েছে—কুহু-কুহু-কুহু-কুহু! কবিরা কুহু শুনে মুগ্ধ হন। কিন্তু রাতের বেলায় দু-দুটো আধুনিক বসন্তসখাকে কাণের কাছে ছেড়ে দিলে তাঁরা কবিতা লেখেন কি লাঠি ধরেন, আমরা তা জানতে ইচ্ছা করি।

*

পত্র-বিশেষে এই আনন্দ-সংবাদটি বেরিয়েছে :—"বঙ্কিম-শরৎ-শোভিত সিংহাসনের ন্যায্য দাবী ভবিষ্যতে জলধর বাবুরই" ("সত্যের সন্ধান" প্রভৃতির লেখক)! আমরা জলধরবাবুর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তাঁর এই শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর জন্যে তিনি যেন অবিলম্বে ফুল-চন্দনের ব্যবস্থা ক'রে রাখেন।

*

আর-একজন সহযোগীর মতে, জলধরবাবু যখন "ত্রিমূর্ত্তি" লিখেছেন এবং উপেনবাবু যখন তা অভিনয়ের আয়োজন করেছেন, তখন তাঁরা নিশ্চয়ই 'নরাধম'। এবং "ত্রিমূর্ত্তি"র জন্যে হিন্দুর হিন্দুত্ব গেলেও যেতে পারে। জন-সাধারণের মত কি?

*

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব তাঁর গতবারে প্রকাশিত "নাটকের কথা"য় একটি বিষয়ের উল্লেখ করেন নি। নতুন ও যথার্থ নাট্যকারদের আত্মসম্মানজ্ঞানের অভাব নেই। কিন্তু আজকাল যাঁরা নতুন "নাটক" নিয়ে রঙ্গালয়ের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দেন, আসলে তাঁরা "নাট্যকার" কিনা সে-বিষয়েই আমাদের গভীর সন্দেহ আছে।

*

ঐ-সকল "নাটক" লেখকের অনেক পাণ্ডুলিপি অভিনয় হবার আগে আমাদের দেখবার সুযোগ হয়েছে। সেগুলি পড়বার বা শোনবার সময়ে আমরা সুধু কাঁদতে বাকি রেখেছি। কিন্তু সেই-সব চোখে-কান্না-জাগানো বইও অবাধ সংস্কারের গুণে যে-ভাবে অভিনীত হয়েছে, তা দেখে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি-নি। হয়তো সে সংস্কার অনেক সময়ে হয় হাস্যকর। কিন্তু সতেজ 'লঙ্কা-বাটা'র মতন তারা যে দর্শকের চক্ষুকে অশ্রুপূর্ণ করে না, এইটুকুই পরম লাভ নয় কি?

*

ক্রমাগত মুণ্ডর মেরেও গর্দ্দভকে যেমন অশ্বে পরিণত করা সম্ভব নয়, তথাকথিত লেখকদের হিজিবিজিগুলোকেও তেমনি নাটকে রূপান্তরিত করা অসম্ভব। এখানে রঙ্গালয়ের কর্ত্তাদেরও দোষ নেই। ভেড়ার কাছ থেকে সিংহের স্বভাব কে প্রার্থনা করে? ঐ-সব হিজিবিজির লেখকদের কাছ থেকেও নাট্যকারোচিত আত্মসম্মানবোধের আশা করা উচিত নয় এবং রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও তাঁদের নাট্যকারের উপযোগী সমাদর না করলে নিন্দাভাজন হবেন না। সম্মান তার কপালেই জোটে, যে তা লাভ করতে জানে।

*

তবে নরেনবাবুর কথার ভিতর সত্যও আছে বৈকি! নাট্যজগতে এমন লোকেরও অভাব নেই, রচনাশক্তি থাকলেও যাঁরা রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দাসখৎ লিখে দিতে অপ্রস্তুত নন। তাঁদের নাম আমরা করব না, কারণ তাঁরা সুপরিচিত ব্যক্তি!

*

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প থেকে রূপান্তরিত বিখ্যাত চিত্রনাট্য "নিষিদ্ধ ফল" অনেক টাকা দিয়ে কেনবার জন্যে আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ চিত্রব্যবসায়ীর দল প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন। প্রভাতকুমারের অপূর্ব্ব আখ্যান-বস্তু এবং প্রয়োগকর্ত্তার নৈপুণ্য—এই দুইয়ের গুণে ছবিখানি বাস্তবিকই লোভনীয় হয়ে উঠেছে!

*

চিত্রে 'বিষবৃক্ষ' ও 'শাস্তি কি শাস্তি' দেখবার জন্যে ম্যাডানের প্রদর্শনীতে ভিড় আর ধরছে না শুনে সুখী হলুম। প্রয়োগকর্ত্তা জ্যোতিষবাবুর আখ্যান-বস্তু নির্ব্বাচনে বাহাদুরি আছে বটে। ছবি-দুখানি আমরা এখনো দেখি-নি এবং আমাদের এ বিশ্বাস অটুট আছে যে, আমরা দেখবার আগে নিশ্চয়ই তাদের পরমাণু নিঃশেষিত হয়ে যাবে না। জ্যোতিষবাবুর কাজ ঠুন্‌কো হয় না।

*

মিনার্ভার "বাঙ্গলার মসনদ" ও "জাতিচ্যুত"—এই দুখানি নাটকে সেখানকার নূতন অভিনেতাদের অগ্নিপরীক্ষা হ'বে। এই দুই নাটকের অভিনয়ে তাঁরা যদি শক্তি-বৈচিত্র ও নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন, নাট্যজগতে তাঁদের আসন তাহ'লে নির্দ্দিষ্ট হয়ে যাবে।

*

আমরা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলুম যে, মিনার্ভা নাকি এখন সংস্কৃত "ত্রিমূর্ত্তি"র অভিনয় করছেন। এই সংস্কার কর্ত্তৃপক্ষের সৎরুচির প্রমাণ দিচ্ছে। নাটকের কোন্ কথা প্রকাশ্য অভিনয়ের সময়ে বেসুরো বা বেখাপ্পা শোনাবে, বই প'ড়ে বা মহলা দেখে প্রায়ই তা বোঝা যায় না। সেই জন্যে প্রথম রাত্রের অভিনয়ের জন্যে অনেক সময়ে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না। তারপর কোন্ কথা শ্রোতাদের মনের উপরে কেমন কাজ করছে তাই বুঝে পরিবর্ত্তন করলেই কোন নাটকের কোন অংশই আর আপত্তিকর হবার সম্ভাবনা থাকে না।

*

কিন্তু কোন কোন 'বাচনিক সমালোচক' দু'একটি বচনের জন্যে গোটা "ত্রিমূর্ত্তি"কেই ধূলিসাৎ ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। সমালোচনার এমন পদ্ধতি আমরা জানি না এবং কোন সভ্য দেশেই এমন পদ্ধতি চলতে পারে ব'লে বিশ্বাস করি না। দু-আনা দোষের জন্যে চৌদ্দআনা গুণকে বা এক ছটাক জলের জন্যে প্রায় সের-খানেক খাঁটি দুধকে ত্যাগ করবার পরামর্শ কেবল তাঁরাই দিতে পারেন, হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী রূপে যাঁরা অত্যন্ত কুবিখ্যাত হয়ে আছেন।

*

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি :—

২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

বাংলা রঙ্গালয়ের প্রথম অভিনয়-রজনী যে বিলাতের 'ড্রেস-রিহার্সালে'রও চেয়ে কম উপভোগ্য, সে কথা বলা বাহুল্য! এখানকার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ যদি ঐ রাত্রিটিকে শেষ-মহলা ব'লে গণ্য ক'রে, ঐ দিনে সর্ব্বসাধারণের পরিবর্ত্তে দেশের প্রসিদ্ধ নাট্যরসিক সাহিত্যিকগণকে এবং বিভিন্ন সংবাদ পত্রের সমালোচকগণকে আহ্বান করেন, তাহ'লে নাটকের ও অভিনয়ের অনেক দোষ যথাসময়েই সংশোধিত হ'তে পারে। শুনেছি বিলাতে এমন ব্যাপার সম্ভব হয়েছে। এখানেই বা হবে না কেন? এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ কি বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনে মত পরিবর্ত্তনে প্রস্তুত নন? কিন্তু প্রকাশ্য অভিনয়ের আগে এমন অপ্রকাশ্য সমালোচনার সুযোগ ও স্বাধীনতা দিলে তো তাঁদেরই ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা অধিক!

*

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু একখানি সামাজিক নাটক রচনা করেছেন। কোথায় তার অভিনয় হবে?

*

গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তির আবরণ-উন্মোচন-উৎসবে রবীন্দ্রনাথকে পৌরহিত্য করবার জন্যে অনুরোধ করা হবে। সাধু প্রস্তাব।

*

ষ্টারের দুই নূতন প্রাচীর-পত্রে দেখলুম—বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" ও শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের "শ্রীবৎস"। তার উপরে আছে ভূপেন্দ্রনাথের "নীলকান্তমণি"। নাট্যরসের ত্রিধারা!

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় নাট্যমন্দিরে গিয়ে পড়েছিলুম। বৈঠকখানায় ব'সে আছি। আচম্বিতে ছাদের উপরে সমতালে ভীষণ দুম্‌দাম্ শব্দ!—"ব্যাপার কি মশাই, ব্যাপার কি? এ ছাদ যে ভেঙে পড়বার যোগাড়, হ'ল কি? কেল্লার ফৌজ নাট্যমন্দির আক্রমণ করল নাকি?"—জবাবে শুনলুম—"মহলা চলচে! 'দিগ্বিজয়ী'র হবু-সৈন্যগণ ছাতের ওপরে 'ড্রিল' অভ্যাস করচে"—যে-জাতের সাজা-সেপাইদের এত উৎসাহ, কে বলে সে-জাত সামরিক জাত নয়? বুঝলুম, বাঙালীর আর ভাবনা নেই।

*

বে-বারের দিকেই ভামুড়ী-মশাইয়ের মত ঝোঁক! এবারে আর বুধ বা বৃহস্পতিবারে নয়,—আজ শুক্রবারেই নাট্যমন্দিরে "দিগ্বিজয়ী" জয়যাত্রা করবেন। ভূমিকালিপি এই:—নাদির শাহ—শিশিরকুমার। আলি আকবর—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী। সালে বেগ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী। রহমৎ—শ্রীরবি রায়। রেজা কুলি খাঁ—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী। মীর সা মেহেদী—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী। মহম্মদ সা—শ্রীশান্তশীল ভট্টাচার্য্য [illegible]দাৎ খাঁ—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল। আসবজা (?)—শ্রীরামময় ভট্টাচার্য্য। নেকৃকদম—শ্রীনৃপেশনাথ রায়। ভারত-নারী ও সিতারা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী। সিরাজী—শ্রীমতী চারুশীলা। সুলতানা বেগম—শ্রীমতী হরিসুন্দরী।

*

গেল রবিবার ৯ই ডিসেম্বর মাননীয় বিচারপতি শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে কলিকাতা য়্যুনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র-সভ্যেরা রবীন্দ্রনাথের "শেষরক্ষা" অভিনয় করেছিলেন। আমরা অনিবার্য্য কারণ বশতঃ এ অভিনয় দেখতে উপস্থিত হ'তে পারিনি। তবে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি তাঁর মতামত যা দিয়েছেন, তা' হচ্ছে সংক্ষেপে এই:—

*

"শেষরক্ষার অভিনয় মোটামুটি ভালই হয়েছে। সব চেয়ে ভাল হয়েছিল শিবচরণের ভূমিকায় কানাই বন্দ্যোর নিখুঁত অভিনয়। তারপরেই শৈলেন চৌধুরীর চন্দরদা'র নাম করা যেতে পারে। মুরারী ভাদুড়ীর গদাই আশাপ্রদ; বিনোদের ভূমিকায় নিতাই মিত্রের অভিনয় চলনসৈ।

*

"স্ত্রী-ভূমিকায় সবাইকে ভালই মানিয়েছিল; তবে প্রত্যেকেরই—এমন কি চওড়া লালপাড় শাড়ী-পরা ক্ষান্তমণির হাত পর্য্যন্ত একেবারে নিরাভরণা হওয়াটা বড়ই অশোভন ঠেকেছিল। প্রাণবল্লভ মুখোর ক্ষান্তমণির অভিনয় ভালো হ'লেও কিছু চটুল হওয়ার দরুণ ও মুখস্থর অভাবে নিখুঁতের পর্য্যায়ে উঠতে পারেনি। ইন্দু-রূপে অরুণ মুখো বেশ সুন্দর গান গেয়েছিলেন। অমর লাহিড়ীর কমলমণি একেবারে অচল।"

*

দিগ্বিজয়ী নাটকে, শুনচি, শিশিরকুমার নাচের মধ্যে একটা বিশেষ নূতনত্ব দেবার চেষ্টা করেছেন। সে বিশেষত্ব হচ্চে "অসি-নৃত্য"। "সিতারা" ভূমিকার যিনি অভিনয় করবেন, এই নাচটি তিনিই নাচবেন। যতদূর শুনচি তাতে অনুমান হয় এই নাচ কেবলমাত্র মঞ্চমঞ্চের ফাঁকিবাজি অসি-আস্ফালনে পর্য্যবসিত হবে না। যিনি নাচবেন, তাঁকে রীতিমত অসি-চালনা শেখানো হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে নৃত্যের ললিত ছন্দের গতি-ভঙ্গী।

নিবেদন

শীতবস্ত্র ও পোষাক

খরিদ করিবার পূর্ব্বে

ফ্রেণ্ডস সোসাইটির

বিপুল আয়োজন, সুলভ মূল্য ও ভদ্র ব্যবহার দেখিতে অনুরোধ করি।

বিভিন্ন রকমের শাল, আলোয়ান, পোষাক ও হোসিয়ারী দ্রব্যের বিচিত্র সমাবেশ।

(একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮

গোলদীঘির পশ্চিম,

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট,

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

ড্রাম /৫ এবং /১০। আমরা আমেরিকা হইতে ঔষধাদি মেসার্স বোরিক এবং ট্যাফেল এবং জার্ম্মানীর ডাক্তার সোয়াবের নিকট হইতে আনাই।

সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স, পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউলস, পিলউল্‌স, ইত্যাদি বাজার অপেক্ষা সুলভ দরে বিক্রয় হয়। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স সুলভে পাওয়া যায়।

কৃত্রিম দন্ত।

বিলাতী প্রত্যেকটীর মূল্য ৩৲

আমেরিকান প্রত্যেকটীর মূল্য ২৲

যন্ত্রণাবিহীন নিরাময়। বিচক্ষণ দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত তোলা ও পরিষ্কার করা হয়।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল-মসলা ব্যবহার করি এবং আমাদের মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ।

সুরেন্দ্র হোমিও ফার্ম্মেসী

ডেণ্টিষ্ট এণ্ড হোমিও ড্রাগিষ্ট

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (পশ্চাৎ) কলিকাতা।

চাকার নিচে।

(সামাজিক নাটক)

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব তিন সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের শেষ-কথার পুনরাবৃত্তি :—

অনিন্দ্য (মাথা নাড়িয়া)। হুঁ, তবে আছে। কিন্তু আমার কেবলি মনে হয় আমি যদি সেই ছোট্ট শ্রীকান্ত হতুম তাহলে রোজ ইন্দ্রজিতের সঙ্গে—। সে কী মজাই হোতো! কাকা, তুমি সেই গল্পটা পড়েচ ?

শৈলেশ্বর। না, অনিন্দ্য।

অনিন্দ্য। বিকাশদার কাছে আছে, আমি আন্‌চি—

বিকাশকে টানিয়া ছাত্রমহলের ভিতরে লইয়া গেল]

অতসী। কি ভাবচ দাদা? নমিতাদির কথা? হৈশানের তিনি যদি হন তবে ত—

শৈলেশ্বর। না, অতসী, তাঁর কথা ভাবি চিনে। ভাবচি এইযে এতদিনেও একটি ছোট্ট ছেলের হৃদয় জয় করতে পারলুম না, এই ব্যর্থতাটাই যেন আজ সব ছাপিয়ে উঠচে।

অতসী। অনিন্দ্যই তোমার চেখের মণি দাদা, আমরা—

শৈলেশ্বর। ঠিক বলেচিস্ দিদি, ওকে ছাড়া আমি দেখতে পাই না, ওরই ভেতর দিয়ে আমি জগৎটাকে দেখি—

অতসী। ওতো তোমার চোখে চোখেই আছে দাদা!

শৈলেশ্বর। জানিস্ অতসী, ওরই মধ্যে আমি বাঁচতে চাই, সার্থক হতে চাই, পরিপূর্ণ হতে চাই। ওই শিশুই আমার স্বর্গ, আমার ধর্ম, আমার তপস্যা—। কিন্তু ও কেবলি চলে যেতে চায়। ও যেন কোন্ বনের পাখী, ওর বাসা যেন সুদূরে—সেইখানেই সারাপ্রাণ ওর মনপ্রাণ পুছে রয়েছে।

অতসী। কেন দাদা, অনিন্দ্য তো তোমাকে ভালোবাসে—

শৈলেশ্বর। বাসে বটে; কিন্তু ওর ভালোবাসাই পেয়েচি, ওকেতো পাইনি। অতসী, ওনেচ ও পৃথিবীর কাছে ভিক্ষে চায়—কিন্তু যা চায় তা বোধ করি সমস্ত পৃথিবীরও ওকে দেবার সাধ্য নেই।

অতসী। একটা জীবন—।

শৈলেশ্বর। তাই বটে অতসী, ও যেন কেমন করে' বুঝতে পেরেচে ও আর বেঁচে নেই—

অতসী।—বেঁচে নেই?

শৈলেশ্বর। হ্যাঁ; তাই ও ফিরে কাঠুরের ছেলে হয়ে জন্মাতে চায়, সুস্থ সবল দেহে বাধাহীনতার ঐশ্বর্য্য নিয়ে। আমি সত্যি বল্‌চি অতসী, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কাঠুরের ছেলে হয়ে—আবর্জ্জনার গাদায় জন্মালে ও ঠিক বিশ্বজয় করত—

অতসী। কেন দাদা, কেন ভাবচ যে ও ভালো হয়ে উঠবে না?

শৈলেশ্বর। ওর বাবা যে কাঠুরে ছিলেন না ভাই।

অতসী। কাঠুরে না হোন্ তিনি সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তোমার মেসোর অগাধ সম্পত্তি সমস্তই তিনি উড়িয়ে যেতে পারেননি, ফেলে ছড়িয়েও যা রেখে গেছেন তাও লক্ষটাকার কম নয়,—অনিন্দ্যইত বড় হলে পাবে। এমন ভাগ্য কজনের হয় দাদা—

শৈলেশ্বর। হাঁ, সাবালক হলে একটা পৈতৃক সম্পত্তি পাবে বটে, কিন্তু আমার ভয় হচ্চে তার আগেই আরেকটা হস্তে পেয়ে গেছে—

অতসী। সে কি দাদা?

শৈলেশ্বর। অনিন্দ্যর বাবা মারা গেছলেন কিসে জানিস্ দিদি? যক্ষ্মায়।

অতসী। অ্যাঁ?

শৈলেশ্বর। আমার সম্ভ্রান্ত মাসতুত ভাই সেই পৈতৃকসম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গেছেন এই শিশুকে, দিয়ে গেছেন কেবল লাখটাকা নয়, লাখটাকা দামের জীবন্ত মৃত্যু।

অতসী।—জীবন্ত মৃত্যু?

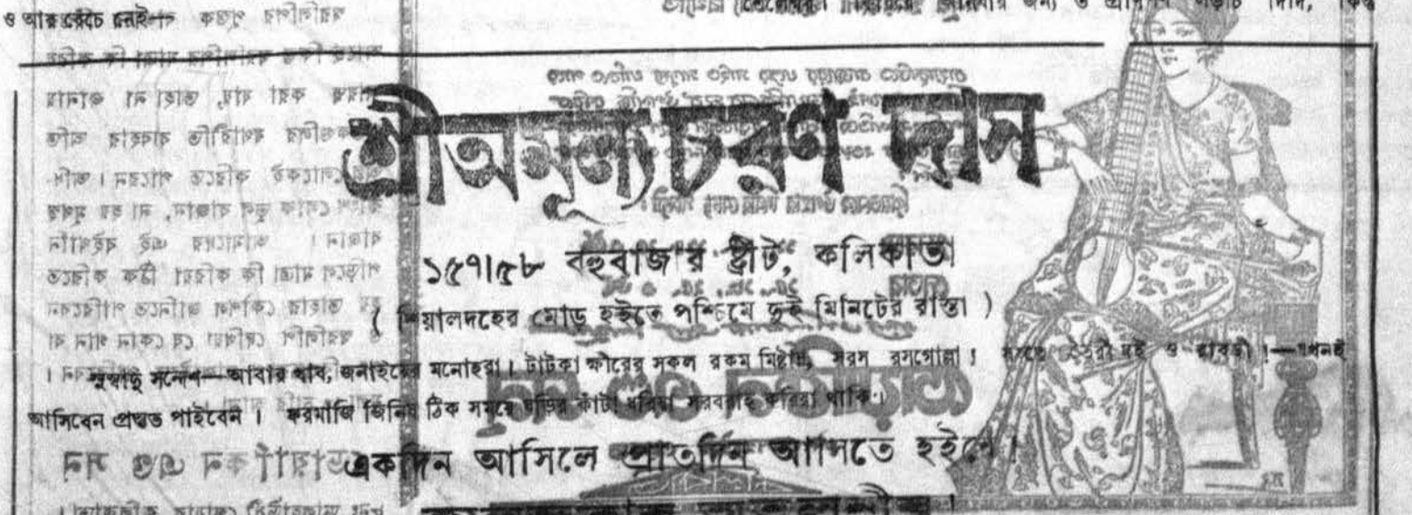
শৈলেশ্বর। তিনি ধনী ছিলেন বলেই লাখটাকা খরচ করে এই জীবন্ত মৃত্যু কিন্‌তে পেরেছিলেন, কাঠুরে হলে পারতেন না—অনিন্দ্য বনেদীবংশের ছেলে,—আর বনেদী ঘরের সমস্ত চাল তার বাবা নিখুঁত ভাবে পালন করতেন, বিলাস, ব্যসনের কোনে ক্রমেরই কোনদিন ব্যতিক্রম করেননি—

অতসী। দিদি কিছুই জানতে দিতেন না, এখন বুঝতে পারচি কেন তিনি অমন করে আপনাকে নিঃশেষ করেছিলেন—

শৈলেশ্বর। দুর্ভাবনা ভেবে ভেবে তোমার দিদির মাথা খারাপ হয়ে গেছল, আত্মহত্যা করে যন্ত্রণার রেখা টানতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু উঁচু বংশের বিরাট চাকা তো তাঁকে পিষেই ফেলেছে—তা চলে গেল ওই অসন্দগ্ধ শিশুর কচি বুকের ওপর দিয়ে।

অতসী। তবে কি অনিন্দ্যকে আমরা ফিরে পাবনা?

শৈলেশ্বর। ফিরিয়ে আনবার জন্য ত প্রাণপণ লড়চি দিদি, কিন্তু



পারবো কি? সব স্বাস্থ্যকর জায়গাতেই ওর হাওয়া বদ্‌লে এনেছি—কিন্তু কই—ওকেত স্বচ্ছন্দ করতে পারছিনে—

অতসী। কলকাতার ডাক্তার তো পরীক্ষা করে বলেচেন কোনো অসুখ নেই—?

শৈলেশ্বর। কিন্তু আমাদের ডাক্তার এখনো এলেন না কেন?

[অনিন্দ্য একখানা বই হাতে ফিরিয়া আসিল।

অনিন্দ্য। কাকাবাবু, এই বই। বিকাশদা আমাকে একেবারে দিয়ে দিলেন—বড়দিনের উপহার। আচ্ছা কাকা, এরপর থেকে দিন নাকি বড় হবে?

শৈলেশ্বর। সেই দিনেরই ত প্রতীক্ষায় আছি বাবা।

অনিন্দ্য। হলে আমায় দেখিয়ো কিন্তু। এটা তুমি পড়বে কাকা?

শৈলেশ্বর। তুমি পড়ে আমায় গল্প বোলো, সেই আমার শুন্‌তে ভালো লাগে।

অনিন্দ্য। আচ্ছা আমি এখন পড়িগে—

[অন্দর মহলের ভিতরে গেল।

অতসী। খাইয়ে শুইয়ে দিগে। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়বে।

[অনিন্দ্যর অনুসরণ করিল।

[শৈলেশ্বর ভাবনায় ডুবিয়া গেছেন, নমিতা সদর পথে নিঃশব্দে ঢুকিয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

নমিতা। শৈলেশ!

শৈলেশ্বর (চমকিত হইয়া)। কে?···নমিতা?

[দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

নমিতা, তুমি?

নমিতা। হাঁ। এতদিনে আমি এলাম—।

শৈলেশ্বর (দ্বিধা ভরে)। কিন্তু নমিতা, না এলেই যেন—

নমিতা। ভালো হোতো? কিন্তু ভালোই সব সময়ে সত্য হয় না শৈলেশ।

শৈলেশ্বর। কিঙ্করও এসেচেন ত? তিনি কোথায়?

নমিতা। কোথায় এক স্বদেশী ডাকাত ধরতে বেরিয়েচেন, তিনি জানেন না যে আমি এখানে। তাঁর বেরিয়ে যাবার পর আমি—

শৈলেশ্বর। এই এতটা পথ, একা? ভালো করনি, নমিতা, কিঙ্করত জানবেন।

নমিতা। জান্‌বেন বইকি শৈলেশ। বাড়ী ফিরেই জান্‌বেন। আমি চিঠিতে সব নিখে রেখে এসেচি। কেবল কোথায় গেলাম এই টুকুই জানাইনি, পাছে নিয়ে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে আসেন—

শৈলেশ্বর। তুমি কী সর্ব্বনাশ করে এসেচো নমিতা, আমি কিছুই বুঝতে পারচিনা—। তুমি কি, তুমি কি—?

নমিতা। আমি গৃহত্যাগ করে এসেচি।

শৈলেশ্বর। গৃহত্যাগ!—

নমিতা। গৃহ নয়, আমার কারাগার থেকে আমি জন্মের মত মুক্ত হয়ে এসেচি।

শৈলেশ্বর। কিন্তু এসেচ, এসেচ—কোথায়?

নমিতা। তোমার কাছে শৈলেশ।

শৈলেশ্বর। আমার কাছে! আমি চির-কুমার থাক্‌ব আমার এ সংকল্প তুমি জানো, কিন্তু তাও যদি বর্জ্জন করি তবু, তুমি যে সধবা—তোমার তো আর বিয়ে হতে পারে না।

নমিতা। হলেও সেটা মিথ্যে, এইত? এই সত্য আমি স্বীকার করেচি বলেইত এমন করে আস্‌তে পেরেচি,—তুমিও যদি অসংশয়ে জেনে থাক—

শৈলেশ্বর। তুমি কি পাগল হয়েচ নমিতা, কি বল্‌চ?

নমিতা। বল্‌চি তোমার সঙ্গে আমার যে পরিণয় হয়েছিল সেইটেই সত্য, তারপরে বিবাহের নামে যে আনুষ্ঠানিক অভিনয় হয়েচে তা তো আর সত্য হতে পারে না? মেয়েমানুষের একবারই বিয়ে হয়—

শৈলেশ্বর। নমিতা!

[চাহিয়া রহিলেন।···নমিতা সদর দ্বাররুদ্ধ করিয়া আসিল।

নমিতা। চারিপাশে সংস্কারের জাল বুনে ব্যর্থতার মাঝে আপনাকে



স্বরলিপি

হারমোনিয়ম শিক্ষা

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ব করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

বন্দী করে' নিষ্ফল আত্মপ্রসাদে মুগ্ধ রয়েচ, আমি এসেচি তোমাকে সেই মিথ্যার গণ্ডী থেকে মুক্ত করতে—।

শৈলেশ্বর। কিন্তু কোথায় মুক্ত করবে? সেওত আরেক মিথ্যার মধ্যে?

নমিতা।—আরেক মিথ্যার মধ্যে?

শৈলেশ্বর। কেন, তুমি তো জানো তোমাকে কতবার বলেচি আমি আরেকটি নারীকে ভালোবাসি,—আর আমার জীবনে সেইটেই সবচেয়ে বড় সত্য।

নমিতা। সব চেয়ে বড় হতে পারে, কিন্তু একমাত্র সত্য নয়। সেই অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্বিণীর প্রতি আমার আর কিছুমাত্র ঈর্ষ্যা নেই। কিন্তু শৈলেশ, আমাকেও যে তুমি ভালোবেসেছিলে এ সত্যই কি আজ অস্বীকার করতে পারো?

শৈলেশ্বর। করতে চাইনেত। মনেই তোমার আসন রইল, ঘরে তোমার আসন রচনা হবার তো নয়, নমিতা।

নমিতা। কেন নয়? এই ধারণাটাই তো তোমার ভুল শৈলেশ। যা সত্য তা ঘরে বাহিরে দেহে মনে সমান সত্য—সর্ব্বত্রই তো তাকে স্বীকার করতে হবে?

শৈলেশ্বর। কিন্তু সত্য বস্তুটি এত বিচিত্র, তাকে এতদিক দিয়ে দেখ্‌তে হয় এবং দেখতে গেলেই তার এত বিভিন্ন ও বিরোধী রূপ ধরা পড়ে যে তাকে আর কিছুতেই সত্য বলা চলে না। কিন্তু সে তর্ক এখন থাক্ না নমিতা, তুমিও শ্রান্ত হয়ে এসেচ, আর আজই তো চলে যাচ্চনা, কাল না হয় এর মীমাংসা হবে—

[দরজার বাহিরে করাঘাত হইল।

কে?···বোধহয় ডাক্তার। [ব্যস্ত হইয়া]—নমিতা, তুমি ভেতরে যাও, অতসী আছে—

নমিতা। অতসী? যার সঙ্গে অনেকদিন বেথুনবোর্ডিংএ ছিলাম, সেই অতসী?

শৈলেশ্বর। হ্যাঁ। ও আমার দাদার শালী। দাদা ও বৌদি মারা যাবার পর থেকে এখানেই আছে।

নমিতা। তাই নাকি? অতসী এখানে তাতো জান্‌তুম না।

[অন্দর মহলের ভিতরে গেল। শৈলেশ্বর দ্বার খুলিয়া দিতে শেষাদ্রি প্রবেশ করিল।

শৈলেশ্বর। একি? শেষাদ্রি যে।

[শেষাদ্রির অভিবাদনে তিনি প্রত্যভিবাদন করিলেন।

অতসী তোমার আসার কথা আমাকে বল্‌ছিলেন বটে।

শেষাদ্রি। তাঁকে আমার একটু দরকার—

শৈলেশ্বর। তার আগে তোমাকে আমার দরকার। তাছাড়া, অতসী এই মুহূর্ত্তে ব্যস্ত আছেন, তাঁর এক বাল্যসখী এইমাত্র এসেচেন—

[শেষাদ্রি কোনো জবাব দিলনা।

·····তোমার একখানা চিঠি আমার কাছে আছে।

শেষাদ্রি। আমার চিঠি?

শৈলেশ্বর। এখান থেকে তুমি চলে গেলে পর এখানা এসেছিল। তোমার ঠিকানা জান্‌তুম না বলে পাঠানো হয়নি—

[ড্রয়ার হইতে বাহির করিয়া দিলেন। শেষাদ্রি খাম ছিঁড়িয়া চিঠিখানি পড়িল।

শেষাদ্রি। এটা আপনি খুলে পড়েননি আশা করি? এমন অসঙ্গত প্রশ্ন করার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি, কিন্তু করতেও বাধ্য হচ্ছি।

শৈলেশ্বর। না, এ চিঠি আমি পড়িনি। তুমি যখন বোর্ডার নও তখন তোমার চিঠি পড়ার আমার অধিকার রইলনা। কিন্তু অনুমান করি, যে চিঠিখানা তুমি আমার কাছে কেড়ে নিয়েছিলে এটাও সেখান থেকেই আস্‌চে?

শেষাদ্রি। সেখানকারই বটে। এটা যে পড়েননি সেজন্য ধন্যবাদ। এটাতে গুরুতর কথা ছিল—

শৈলেশ্বর। থাকাই সম্ভব। কেননা এর আগের খানাতেও যে কথা ছিল তাও নিতান্ত লঘু বলা চলে না।

শেষাদ্রি (চকিত হইয়া)। সে চিঠিখানা কি—

শৈলেশ্বর। তোমার কেড়ে নেওয়ার আগেই আমার পড়া হয়ে গেছল। ভয় পেয়োনা, আমার থেকে তোমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নেই—

শেষাদ্রি। না, ভয় আমরা করিনে। আমারও সন্দেহ ছিল চিঠিখানা আপনি পড়েচেন। কিন্তু ভয়ের বাড়া অন্য কথাও আছে—

শৈলেশ্বর। সেই অন্য কথাটা সম্পর্কেই তোমাকে কিছু বল্‌তে চাই।—

শেষাদ্রি। কি বলুন।

শৈলেশ্বর। যে পথ তোমরা অনুসরণ করচ, আমার মনে হয় মানুষের মুক্তির দিকে সে পথ যায়নি—[শেষাদ্রিকে থামাইয়া] প্রতিবাদ কোরোনা, নিজেই ভেবে দ্যাখ। সেই চিঠিখানাতে কী লেখা ছিল বোধ করি ভুলে যাওনি, তাতে—

শেষাদ্রি। ডাকাতি করার কথা ছিল।

শৈলেশ্বর। হ্যাঁ, এবং পাশের মহিমবাবুর বাড়ীতেই। মহিম আমার বন্ধু, এবং তোমাকে আমি স্নেহ করতুম—সেইজন্যই তোমাকে এক্‌স্‌পেল্ করতে হোলো। তোমাকে ও মহিমবাবুকে বাঁচাবার জন্যই।

শেষাদ্রি। আমাকে বাঁচারার সদিচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সকলের মুক্তির জন্য জনকতকে আত্মবলি দিতে হবেই, চিরকালই দিতে হয়েচে, এ আমি জানি।

শৈলেশ্বর। জনকত আত্মদান করলেই সকলের আত্মলাভ হবে কিনা সংশয়ের কথা, কিন্তু এই ডাকাতি করাটা—

শেষাদ্রি। তাও দরকার—বিপ্লবের জন্যই, অভ্যুত্থানের জন্যই।

শৈলেশ্বর। ঝড়ের বিপ্লব ইতিহাসে অনেক হয়েচে, তাতে জঞ্জাল দূর হয়নি, এক জায়গা থেকে সরে অন্য জায়গায় দাঁড়িয়েচে মাত্র। [একটু থামিয়া] কি জানো শেষাদ্রি, চাই আলোর বিপ্লব—

শেষাদ্রি। কিন্তু তাতে কি দেশ স্বাধীন হবে?

শৈলেশ্বর। মানুষ স্বাধীন হবে।

শেষাদ্রি। আমাদের দেশের মানুষ?

শৈলেশ্বর। সব দেশের সব মানুষ—সব রকম বন্ধন থেকে। পৃথিবীর সব অধিবাসীর মুক্তি একসঙ্গে অপেক্ষা করচে—কিন্তু সেই দিনটির ইতিহাস এখনো রচিত হয়নি।

[বিকাশ ছাত্রমহল হইতে প্রবেশ করিল।

বিকাশ। শেষাদ্রি—! (শৈলেশ্বরকে দেখিয়া) আপনাদের আলোচনায় বাধা দিলুম বোধ হয়!

[ফিরিয়া যাইতেছিল—

শৈলেশ্বর। না, এমন কিছু আলোচনা নয়। কতকগুলো সহজ ও সত্য কথা। (শেষাদ্রিকে) আমার মনে হয়, এখনো ভুল পথে এতদূর গিয়ে পড়োনি যে ফেরাটাও তোমার ভুল মনে হবে। কথাগুলো ভেবে দেখো—

শেষাদ্রি। দেখ্‌ব বইকি সার্—

শৈলেশ্বর। আমাকে এখনি ডাক্তারের কাছে একবার যেতে হবে। (ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন) বোধহয় দেরি হয়ে গেল। আচ্ছা, ঘুরে আসি—

[বাহির হইয়া গেলেন।



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

বিকাশ। উনি তোমাকে ভুল পথের বিষয়ে সতর্ক করে গেলেন বুঝি? শুভ আশীষ বৃথা। যে পথের ধারে ফুল ফোটে তা ফুলের পথ হতে পারে, ভুলের পথ নয়।

শৈবাদ্রি। কিন্তু কাঁটার পথ তো বটেই?

বিকাশ। ফুলকে মর্ম্মান্তিক মিষ্টি করে তোলে কী জানো? তার রঙ্ নয়, গন্ধ নয়, পাপড়ি নয়, সে ঐ কাঁটা। শৈবাদ্রি, আমি বুঝতে পেরেচি তৃতীয় ব্যক্তি কে তোমার সঙ্গে আজ যাচ্চেন।

শৈবাদ্রি। কে?

বিকাশ। অতসী।...এই লক্ষ্যভেদ করতে পেরেচ বলে তোমায়কে অভিনন্দিত করি।

শৈবাদ্রি। কিন্তু তোমার মুখের ভাব তো অভিনন্দনের মতো লাগচেনা, যেন তোমারই বক্ষভেদ করেচি—?

বিকাশ। হয়ত করেচ।

শৈবাদ্রি। বল কি? তুমিও অতসীকে—?

[উভয়ে কথা কহিতে কহিতে ছাত্রমহলের ভিতরে গেল; অন্দরমহল হইতে নমিতা ও অতসী প্রবেশ করিল]

ক্রমশঃ

"সাজাহান"

(প্রতিবাদ)

শ্রীহরগোবিন্দ সেন

চুঁচুড়া হইতে অগ্রহায়ণের "নাচঘরে" শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রচন্দ্র বন্ধী বি, এ, নিশ্চন্দ্রেন্দু বাবুর তরফ থেকে দু-এক কথা বলতে গিয়ে,—দেখলাম, এক কথায় তিনি অভিনয়ের ব্যাখ্যা ক'রে বসেছেন। ব্যাখ্যা করবার অধিকার হয়ত সকলেরই আছে,—কিন্তু সেটা মেনে নেবার অধিকার বোধ হয় সকলের নিজস্ব। কে ভাল—কে মন্দ, এ বিচার আমি করব না। তাঁরই ব্যবহৃত অভিনয়ার্থ সম্বন্ধে (ব্যবহৃত-অভিনয়ার্থ সম্বন্ধে ?—মানে বোঝা গেল না! না: সং) দু এক কথা বলবার সম্মতি আমি সম্পাদক-মহাশয়ের নিকট চাচ্ছি। এই অর্থের কোথায় ফেলতে গিয়ে তিনি অহীন্দ্রবাবুর সাজাহানের ওপরে যে অবিচার করেছেন,—প্রসঙ্গক্রমে সে সম্বন্ধেও কিছু না বল্লে আমার বলার সঙ্গতি থাকবে না।

সাজাহান চরিত্রের বৈচিত্র কি? তিনি বলছেন,—"স্নেহশীলতা ও প্রেমিকতা এই দুইটিই সাজাহান চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং পঙ্গুত্ব তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়—দৈহিক বৈশিষ্ট্য।"

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আমরা দেখতে পাই, "মন"ই আগে পঙ্গু হয়, রোগ দেহে বিস্তারিত হয় পরে। সুতরাং পঙ্গুত্ব-কেবলমাত্র দৈহিক বৈশিষ্ট্য বল্লে ভুল বলা হবে। শুধু প্রদিক দিয়েও নয়,—সাজাহানের ঐ অসহায়-পঙ্গুত্ব-রূপ দেখেই আমাদের চক্ষু সজল হ'য়ে আসে। বিধাতার দেওয়া তাঁর ঐ পঙ্গুত্বের জন্য কণ্ঠার নিকট ব্যর্থ-আক্রোশ, আবার পরেই বেদনার ভারে শিশুর অসহায়-ক্রন্দন।—যেন তাঁর সমস্ত শক্তি ঐ বিধাতার অভিশাপে পঙ্গু হ'য়ে আজ তাঁকে বাঁধ করছে! যে পঙ্গুত্বের ওপর চরিত্রের এতখানি নির্ভর করছে,—আমার মনে হয়, অভিনেতার প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য ঐ পঙ্গুত্বই নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা।

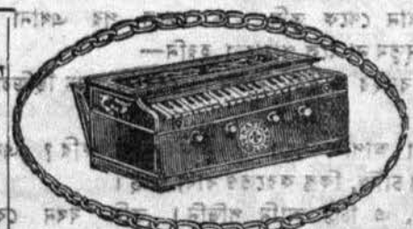
তারপর লেখক "প্রাসঙ্গিক কথারই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা" করতে গিয়ে বলছেন,—"অভিনেতাদের অঙ্গসজ্জার দিকে বা দৈহিক বিশিষ্টতা রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখা খুবই প্রয়োজন, কিন্তু অঙ্গসজ্জা বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য রক্ষাই যে অভিনয়ের প্রাণ নয় তাও স্মরণ রাখা উচিত। সকল সময়ে হয়ত দৈহিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা নাও হ'তে পারে।.....অভিনেতাদের সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি রাখা উচিত, অভিনয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠার উপর। কোনও অভিনেতা যদি অঙ্গসজ্জা বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা চলনসই রকমে ক'রেও অভিনয়ের চরিত্রটীকে সম্যকরূপে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হ'ন, তাঁর অভিনয় সার্থক হ'য়েছে বলতে হবে।"

অভিনেতার কাযই হ'লো তো এই—যে যা, তাকে নিজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা। যাকে আমরা চলিত কথায় বলি, "সাজা"। নেপোলিয়ান্ যদি নেপোলিয়ানের মতোনাই হ'লো,—তবে অভিনেতা যতই তার "প্রাণ-প্রতিষ্ঠা" করতে থাকুন, আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠই হ'য়ে উঠবে। কিসে দেখেছিলাম মনে নেই—নেপোলিয়ানের ভূমিকায় জগদ্বিখ্যাত অভিনেতা সার্ হেনরি আর্ভিংএর ছবি। আমার এক বন্ধু তলার ঐ 'আর্ভিং' নামটা চাপা রেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কার ছবি বলতে পার? আমি বলেছিলাম—কেন, নেপোলিয়ানের। এমন নিখুঁত ছবি,—যে কোন সন্দেহই তখন আমার মনে আসে নি। সত্যিকার অভিনেতা তো তিনিই, যিনি রূপও দেন সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও দেন। রূপ ছাড়া তো প্রাণ নয়, আর প্রাণহীন রূপও কঙ্কাল ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং অভিনেতার প্রথম কায হ'লো—রূপ-গ্রহণ, পরে প্রাণ দান। অঙ্গসজ্জার বিরুদ্ধে ওকালতি করতে গিয়ে লেখক মহাশয় উচ্ছ্বাসের মুখে ব'লে ফেলেছেন,—"শিশির বাবু যদি এই সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত রোগ নাও দেখাতেন, তা সত্ত্বেও শুধু চরিত্র-সৃষ্টিতে তাঁর সাজাহান সর্ব্বোচ্চে স্থান পাবার যোগ্য হ'তো।"

শিশিরবাবু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং চরিত্র-স্রষ্টা। আমরা বলি, তিনি এ ভুল করতেই পারেন না।

এইবার অহীন্দ্রবাবুর সাজাহান সম্বন্ধে কিছু বলব। মাত্র ৫টা দৃশ্যে যে সাজাহানকে তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন, তা শক্তিমান্ নট ছাড়া অন্যের অসাধ্য। তাঁর শেষ-দৃশ্যে,—"আহা, শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে!" ঔরংজীবের গত-পরিচয় আজ তাঁর কাছে ক্ষমা হ'য়ে ফুটে উঠলো—শুধু ভেসে উঠলো, সেই শীর্ণ মুখখানি। অহীন্দ্রবাবুর মুখের ঐ "শীর্ণ" কথাটী যেন স্নেহের মন্দাকিনী! তারপর—জহরতের সেই অভিশাপ-মুখ থেকে শঙ্কিত পুত্রকে রক্ষা করবার জন্য, অক্ষম-পিতার কি সে প্রচেষ্টা!—যেন জগতের ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করতে পক্ষীমাতা তার একমাত্র শাবককে ডানার আওতায়

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।
ইলেক্ট্রো আয়ুর্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট কেসেট মাত্র ৭টী ঔষধ মূল্য ৫৲
বিনামূল্যে কলেরা চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।
ইলেকট্রো আয়ুর্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

"গোল্ড মেডেল" হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন

অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন
ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।
ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৩এ, লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। ফোন নং—৩২৫৮

রক্ষা করছে! অথচ লেখক মহাশয় লিখেছেন,—অহীন্দ্র-সাজাহানের স্নেহশীলতা প্রায় অনুমান ক'রেই নিতে হয়!

নির্ম্মলেন্দুবাবুর অভিনয়, নাট্যজগতে বিশেষ স্থান অধিকার করুক—অ মরাও কামনা করি। কিন্তু ঐ বিশেষ স্থানটি অধিকার ক'রাতে অপরের মুখের স্তুতি-গান যে শেষে বিজ্ঞাপনী-প্রলাপ হ'য়ে দাঁড়ায়! লেখক-মহাশয় বল্‌ছেন,—অহীন্দ্রবাবুর সাজাহান অত্যধিক অঙ্গ সঞ্চালন দোষে দুষ্ট। আমরা তো দেখতে পাই, মাত্র বাঁ হাতটি তিনি সঞ্চালনের জন্য রেখেছেন। লেখকের মতে তাও নাকি অত্যধিক সঞ্চালিত! হায়রে অহীন্দ্র-ভাগ্য! আর এক জায়গায় লেখক বল্‌ছেন,—"অহীন্দ্রবাবুর কণ্ঠস্বরের ন্যায় নির্ম্মলেন্দুবাবুর কণ্ঠস্বর সাজাহান অভিনয়ে খাপ খায় না বটে, তথাপি নির্ম্মলেন্দুবাবু যে উচ্চাঙ্গের অভিব্যক্তি ও কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন-ক্ষমতা দেখিয়েছেন" ইত্যাদি—

কণ্ঠস্বরকে বাদ দিয়ে সাজাহান-অভিনয় কেমন ক'রে হ'তে পারে আমাদের জানা নেই। তাও আবার সেই স্বরের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! লেখকের কথাতেই বলি, তথাপি কণ্ঠহীন-সাজাহান কি ক'রে সত্যিকার-সাজাহান হ'লো?—জান্‌তে বড় কৌতূহল হয়। (এ কৌতূহল অন্যায়। কারণ ধীরেনবাবু কেবল বলেছেন, "নির্ম্মলেন্দুবাবুর কণ্ঠস্বর সাজাহান অভিনয়ে খাপ খায় না বটে" প্রভৃতি। তিনি এ কথা বলেন নি যে, নির্ম্মলেন্দুবাবুর সাজাহান কণ্ঠহীন সাজাহান।—নাঃ সঃ)

লেখক-মহাশয় যাই বলুন, তাঁর নির্ম্মলেন্দু-প্রীতি সকল দিক দিয়েই আমাদের কাছে ধরা পড়ছে। (নির্ম্মলেন্দু-প্রীতি কি মারাত্মক ও অমার্জ্জনীয় অপরাধ?—নাঃ সঃ) এমন কি ভাষার মুখেও তিনি আত্মগোপন কর্‌তে পারেন নি। একটা নমুনা দি;—তিনি বলছেন, অহীন্দ্রবাবুর পর "নাট্য-প্রতিভাবতার শিশিরবাবু এই ভূমিকা গ্রহণ কর্‌লেন। তিনি সাজাহান চরিত্রটি এমন অকল্পিত ভাবে ফুটিয়ে তুল্‌লেন যে লোকে সাজাহান-চরিত্রে নিগূঢ় ভাবের সন্ধান পেয়ে পরিতৃপ্ত হ'লো। শিশিরবাবুর পর মনোরঞ্জনবাবু এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে স্বীয় শক্তির পরিচয় দেন, সর্ব্বশেষে নির্ম্মলেন্দুবাবু আবার নবভাবে সাজাহান-চরিত্রের রূপদান ক'রে তাঁর বিশিষ্ট-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।"

একে নব ভাব, তার ওপর বিশিষ্ট শক্তি! আমরাও বিশেষ ক'রে তাঁকে অনুরোধ কর্‌ছি, ভাবাবেশে তিনি যেন আর এমন নব নব কথা না শুনান। নির্ম্মলেন্দুবাবুর প্রতিভা আছে এবং শক্তিও আছে,—তবুও তাঁরই নিজের মুখে শুনেছি—তিনি শিক্ষার্থী। আমরাও বলি,—তিনি শিক্ষার্থী।

[সম্পাদকীয় মন্তব্য:—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী ২৪ সংখ্যার 'নাচঘরে' নির্ম্মলেন্দু-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন ব'লে প্রতিবাদী হরগোবিন্দবাবু তাঁর উপরে দোষারোপ করেছেন। কিন্তু দুজনের লেখা পড়বার পরে আমাদের কাছে ধীরেনবাবুর 'নির্ম্মলেন্দু-প্রীতি'র চেয়ে হরগোবিন্দবাবুর 'নির্ম্মলেন্দু-বিদ্বেষে'র পরিচয়টাই বেশী ক'রে ফুটে উঠেছে। 'নির্ম্মলেন্দু-প্রীতি' সহনীয়, কিন্তু 'নির্ম্মলেন্দু-বিদ্বেষ' (কেবল নির্ম্মলেন্দু কেন, কারুরই প্রতি বিদ্বেষ) আপত্তিকর,—কারণ বিদ্বেষ নিয়ে বিচার চলে না। ধীরেনবাবুর মনে হয়েছে, অহীনবাবুর চেয়ে নির্ম্মলেন্দুবাবুর "সাজাহান" ভালো। এ মত তিনি অভ্রান্তও বলেন নি, সকলকে মানতেও বলেন নি এবং এ মত প্রতিষ্ঠার জন্যে অহীনবাবুকে কোথাও তিনি অশিষ্ট ভাষায় আক্রমণও করেন নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ধীনেবাবুর সুন্দর সংযম হরগোবিন্দবাবুর প্রতিবাদে নেই! তিনি যুক্তিহীন বাজে কথাও বলেছেন যথেষ্ট এবং অকারণে নির্ম্মলেন্দু বাবুকেও ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনাক্ষেত্রে টেনে এনে এমন-সব কথা শুনিয়ে দিয়েছেন, যা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুনো উচিত ছিল না! অহীনবাবু বা নির্ম্মল বাবু—আমরা কারুরই 'সাজাহান' যখন দেখি-নি তখন এ-ভূমিকায় কার অভিনয় ভালো তাও বল্‌তে পারব না। তবে এই দুই বাদী-প্রতিবাদীর কারুর মত সমর্থন করতে না পারলেও এটুকু বল্‌তে পারি যে, হরগোবিন্দবাবুর প্রবন্ধের ভিতরে অভিনয়-সম্বন্ধে কয়েকটি হাস্যকর মতামত আছে। সর্ব্বশেষে তিনি বলেছেন, নাট্যজগতে নির্ম্মলেন্দুবাবু শিক্ষার্থী। আমরা বলি, কেবল নির্ম্মলেন্দুবাবু নন, প্রত্যেক অভিনেতাই শিক্ষার্থী—তাঁদের শিক্ষাকাল জীবনে কখনো শেষ হয় না।]

গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

১

জাগ্‌চে আমার নয়ন-তারা,
জাগচে আমার আঁধার রাতি,
চাঁদের আঁখি পড়চে ঢুলে,
কার তরে আর মালা গাঁথি!
কোন্ চাতকের উদাস সুরে
আজকে আমার পরাণ ঝুরে,
বনের পথে নেইকো পথিক,
মিছেই ফুলের আসন পাতি!
ওগো আকাশ!—তিমির ঢালো,
দাও নিবিয়ে চাঁদের আলো!
মালার কুসুম যাক্ শুকিয়ে,
—নেই যে আমার রাতের সাথী!

২

মন যে আমার চাইচে কারে,
—যায় না জানা, যায় না জানা!
সে যে নদীর সোতের মত,
ডাক্‌লে কি যায় ফিরিয়ে আনা?
আলোর মত ছায়ার পানে ছুট্‌চে স্বপনে,
দিবস-বধূর মত কেঁদে খুঁজচে তপনে,
সাধলে অলি ফুলের মত
নীরব তানে বল্‌বে 'না—না'!
সে যেন রে দুখের গীতি—করুণ পূরবী,
সে যেন রে সুখের স্মৃতি—কুসুম-সুরভি!
মরুর মাঝে তরুকে চায়,
মানে না সে আমার মানা!

৩

সুন্দরী গো সুন্দরী!
—সুন্দরী!
কী বাণ তুমি রেখেচ সই,
ডাগর আঁখির তূণ ভরি,
—তূণ ভরি!

*

মঞ্জীরে কি মঞ্জু গীতি!
চঞ্চলিয়া স্বপ্ন-স্মৃতি
চিত্ত-মধুপ নৃত্য করে
গুঞ্জরি' আর গুঞ্জরি',
—গুঞ্জরি'!

*

দ্বন্দ্ব এ কি অন্তরে
ক্রন্দনহীন মন্তরে,
—মন্তরে!

*

বিশ্ব যেন নিঃস্ব হয়ে তোমায় চাহে গো!
মর্ম্মকানন মর্ম্মরিয়া কি গান গাহে গো!
দীপ্ত বালুর তপ্ত বুকে
পুষ্প ওঠে মুঞ্জরি',
—মুঞ্জরি'!

চাঁদ-তারা মার্কা এলুমিনিয়মের বাসন

পূজাপার্ব্বণ, উপনয়ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যাপারাদিতে ও
নিত্যনৈমিত্তিক প্রত্যেক কার্য্যে সমান উপযোগী।



"চাঁদ তারা"
বিশুদ্ধ
এলুমিনিয়মে প্রস্তুত
দেখিতে সুন্দর ব্যবহারে
ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না,
স্থায়ী ও হাল্কা। ভাঙ্গিবার বা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। উপযোগিতায় অতুলনীয়, অথচ মূল্য সুলভ।

তাই বাঙ্গালার গৃহে গৃহে চাঁদ-তারার এত সমাদর। মা লক্ষ্মীরা আজ চাঁদ-তারার শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কসে প্রস্তুত

গোবর্দ্ধনদাস মানেকলাল, ৫৬।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

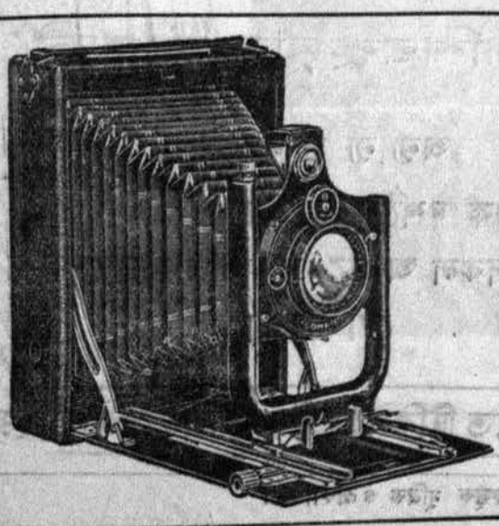
মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সূটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

আমরা কলিকাতার প্রদর্শনীতে স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্রের আয়োজন করিয়াছি দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।



হেমন্তের সোনালী আলোর আভা আপনার প্রত্যেকখানি স্ন্যাপকে উজ্জ্বল মাধুরী মণ্ডিত করিবে। এমন দিনে আপনি কয়েক ঘণ্টার শিক্ষায় এমন চমৎকার ছবি তুলিতে পারিবেন যাহা অন্য ঋতুতে কোন উপায়েই সম্ভব হইবে না। হেমন্তের এমন মন-ভোলানো আলোর সুযোগটি আপনি অবহেলা করিতে পারেন না।

—নিজের ফোটো— —এনলার্জমেণ্ট—

ক্যামেরা

প্লেট—পেপার—ফিল্ম—মাউণ্ট—ডিশ ইত্যাদি—ইহার মধ্যে আপনার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আপনার চিরপরিচিত বিশ্বস্ত—

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিসকে

ভুলিবেন না

ফোন নং বড়বাজার ৩৮-৩৮

৭৪।১ হ্যারিসন রোড, কলকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি.বি]

শনিবার ২৯শে অগ্রহায়ণ রাত্রি ৭ টায়

১। "সত্যের সন্ধান"-প্রণেতা
শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
নূতন হাস্যরসপূর্ণ সামাজিক প্রহসন

ত্রিমূর্ত্তি

(মহাসমারোহে ৯ম ও ১০ম অভিনয়)

২। জলধরবাবুর সর্ব্বজনপ্রশংসিত
পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

রবিবার ১লা পৌষ ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। ৺ক্ষীরোদপ্রসাদের
ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

বাঙ্গলার মসনদ

মালেকা—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা

২।

আবু-হোসেন

আবু—হাঁদুবাবু মশুর—কড়িবাবু
রোশেনা—আঙ্গুরবালা
দাই—শশীমুখী

আগ্রম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নমঃ নটবরায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর রাত্রি ৭॥০ টায়
শনিবার ১৫ই ,, ,, ৭॥০ টায়
রবিবার ১৬ই ,, ম্যাটীনী ৪॥০ টায়

১। যোগেশচন্দ্রের
নূতন ঐতিহাসিক নাটক

দিগ্বিজয়ী

(মহাসমারোহে প্রথম অভিনয়)

নাট্য ও নাট্যাভিনয় সম্পূর্ণভাবে নূতন যুগের উপযোগী। সুর, তান, লয়, নৃত্যচ্ছন্দ, অভিনয় ভঙ্গিমায়, সমগ্র অভিনয়টী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার চেষ্টা হইয়াছে। আমাদের অনুরাগী, নাট্যরসিক, সহৃদয় দর্শকবৃন্দ নাট্যমন্দিরের—বিশেষত্ব নাটক ও অভিনয়ের সর্ব্বত্র বিকশিত দেখিবেন।

দিগ্বিজয়ীর ভূমিকায়

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

অন্যান্য ভূমিকায়

সুরসিক দর্শকের প্রিয় ও পরিচিত
প্রায় সকল অভিনেতা অভিনেত্রীকেই
দেখিবেন।

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, মুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
২৮শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৬ই পৌষ
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

ভারত-সম্রাটের মেয়ের সঙ্গে নাদির সাহের ছেলের বিবাহ হবে। ভারত-সম্রাট পাত্রের বংশ-পরিচয় ও উর্দ্ধতন সাত-পুরুষের নাম জানতে চাইলেন। সম্রাটের দূতকে নাদির ঐ জিজ্ঞাসার যে উত্তর দিয়েছিলেন তা হচ্ছে এই :—

"Tell them that he is the son of Nadir Shah, the son of the sword, the grandson of the sword, and so on, till they have a descent of seventy, instead of seven generations."

নাদিরের মনের অনেকখানি পরিচয় ঐ-কথাগুলির ভিতরে প্রকাশ পেয়েছে। নাদিরের পরেই পৃথিবীর শেষ দিগ্বিজয়ী হচ্ছেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। তিনি যখন সম্রাট হন, তখন আপনাকে সম্ভ্রান্তবংশজাত ব'লে প্রমাণিত করবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন যৎপরোনাস্তি নাদিরের ধাত ছিল কিন্তু একেবারে আলাদা। দুনিয়া



যাদের ছোটলোক ব'লে ঘৃণা করে তাঁর জন্ম যে তাদেরই পর্ণকুটীরে, এ-কথা তিনি নিজেও কোনদিন ভোলেন নি এবং দুনিয়াকেও কোন দিন ভুলতে দেননি। ইতিহাস বলে, সম্রাট হ'য়েও নাদির নিজের বাল্য-জীবনের গল্প করতে ভালো-বাসতেন এবং নিজেকে ছোট লোকের ছেলে ব'লে সগর্ব্বে পরিচয় দিতেন। তাঁর কাছে অভিজাত্যের কোন মর্য্যাদাই ছিল না। মানুষের শ্রেষ্ঠত আত্মপরিচয়ে,—বংশপরিচয়ে নয়, এই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র।

নাট্যমন্দিরের "দিগ্বিজয়ী"তে দেখলুম, নাদির সাহের সেই আত্মশক্তিতে সমুজ্জল ঐতিহাসিক চিত্র হুবহু ফুটে উঠেছে। নাদির-চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে, আত্মশক্তির সাধনা। এবং নাট্যকার যোগেশ বাবু নানা ভাবে নানা দিক দিয়ে তাঁর সেই বিশেষত্বের বিকাশ দেখিয়ে নিজের সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রমাণ দিয়েছেন।

পারস্যের সন্তান হ'লেও নাদির জাতে ছিলেন তুর্কী। বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত তাঁর জীবন চিত্তোত্তেজক বিচিত্র ঘটনার সমারোহে অপূর্ব্ব

একদিকে অত্যাচারী আফগানগণ এবং আর একদিকে দুর্দ্ধর্ষ তুর্কীগণ এবং অন্যদিকে রুস-ভল্লুকের তীব্র, লুব্ধ দৃষ্টি! এরই ভিতর থেকে ডাকাতের সর্দ্দার নিরক্ষর নাদির সাহ কেমন কৌশলে আশ্চর্য্য বীরত্ব ও রাজনৈতিক বুদ্ধির দ্বারা অসহায় পারস্যের সিংহাসন উদ্ধার করেছিলেন এবং তারপর শক্তিহীন পারস্য-সম্রাটকে সরিয়ে কি-উপায়ে নিজেই মুলুকের অধিকারী হয়েছিলেন (১৭৩৬—৪৭ খৃষ্টাব্দ), ইতিহাসে তার সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে। কিন্তু "দিগ্বিজয়ী"র ভিতরে নাদির সাহের জীবনের সে-সব অধ্যায় নেই। নাদির এগারো বৎসর রাজত্ব করেছিলেন এবং প্রায় ষাট বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। যোগেশবাবু কেবল সম্রাট নাদিরকেই দেখিয়েছেন। নাদির-জীবনের শেষ এগারো বৎসরেই তাঁর নাটকের আরম্ভ ও সমাপ্তি।

*

অত্যন্ত অসময়ে মুদ্রিত "দিগ্বিজয়ী" হস্তগত হ'ল। এখন সমস্ত নাটক প'ড়ে আর মতপ্রকাশের সময় নেই। কাজেই নাটকের বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম সমালোচনা এখন সম্ভব নয়। দরকার হ'লে সে চেষ্টা ভবিষ্যতে করব। কেবল অভিনয়ের উপরে নির্ভর ক'রে নাটক সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে যেটুকু বর্ণনা চলে, এবারে খালি সেইটুকুই বলব।

*

নাদির সাহ মহা-মানুষ। এবং ইতিহাসেই তাঁর সে-মূর্ত্তি দেখা যায়। সুতরাং নাট্যকারও তাঁকে সেই রূপেই কল্পনা ক'রে তাঁর যে বিচিত্র দার্শনিকতা ও বাস্তব আদর্শ-বাদের পরিচয় দিয়েছেন, আমরা তার ভিতরে বিসদৃশ কিছুই পেলুম না। এবং ইতিহাসকে প্রায়-অক্ষুণ্ণ রেখেই নাট্যকারের যতটুকু স্বাধীনতা গ্রহণের অধিকার আছে, নাট্যকার কোথাও সে-অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেন নি।

*

ঐতিহাসিক নাদির সাহে দেখি, তাঁর এক হাতে সৃষ্টি এবং আর এক হাতে ধ্বংস। এই বিশেষত্বের ভিতর থেকে নাট্যকার নাদির সাহের যে পরস্পরবিরোধী দুমুখো ব্যক্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন, তাথেকে বুঝতে পারি মনোবিজ্ঞানে তাঁর দখল আছে কতখানি! প্রেম ও হিংসা, কঠোরতা ও কোমলতা, বিষ ও অমৃতের মধ্যে "দিগ্বিজয়ী"র হৃদয়ের জলন্ত উচ্ছ্বাস আমাদের মনকে বিভিন্ন ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে একেবারে অভিভূত ক'রে দিয়েছে! এই দেখি নাদিরকে বাঘের মতন ক্রূর, আগুনের মতন জ্বালাদায়ক, ভয়ানক, আবার তারপরেই দেখি তাঁকে শিশুর মতন সরল ও মিষ্ট, মরু-বাদলের ধারার মতন স্নিগ্ধ ও সুন্দর!—মৃত্যু ও জীবনের আলো এবং ছায়া—একসঙ্গে আবর্ত্তিত হচ্ছে! অদ্ভুত!

*

বর্ত্তমান যুগের উপযোগী আধুনিক ঐতিহাসিক নাটকের জন্যে আমরা অনেক দিন অপেক্ষা ক'রে ছিলুম। "দিগ্বিজয়ী"কে আমরা তারই অগ্রদূত রূপে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে অভ্যর্থনা ক'রে নিচ্ছি। ভবিষ্যতে "দিগ্বিজয়ী"র আধুনিকতার প্রমাণ দেবার ইচ্ছা রইল। যোগেশবাবু 'প্লে' লেখেন নি, তিনি চেষ্টা করেছেন উচ্চশ্রেণীর 'ড্রামা' লেখবার জন্যে এবং 'ইণ্টেলেক্ট'কে মর্য্যাদা দেবার জন্যে। এথেকে বোঝা যাচ্ছে, বাংলার জনসাধারণের ভিতরে যে মস্তিষ্কের অস্তিত্ব আছে এ-কথা তিনি বিশ্বাস করেন। তাঁর বিশ্বাস যে অভ্রান্ত, জনসাধারণ তার প্রমাণ দিতে পারে কিনা দেখতে চাই।

*

সমস্ত চরিত্রের ভিতর দিয়ে নাট্যকার নাদিরের 'আমিত্বে'র কি অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়েছেন! নাদিরের 'আমিত্ব'ই এই নাটকের মূল ভাব—নিজের দেহের শক্তি, নিজের জীবনীর শক্তি, নিজের আত্মার শক্তি—এর মধ্যেই মনুষ্যত্বের জাগরণ, বিশ্বের স্থিতিরহস্য, সভ্যতার কেন্দ্র!

*

নাট্যকার যে-চরিত্র নিয়ে নাটক রচনা করেছেন তার মধ্যে অনেক উত্তেজনা ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করবার সুযোগ ছিল। বাংলা দেশের তথাকথিত নাট্যকারগণ সাগ্রহে সে-সুযোগ গ্রহণ ক'রে একটা ভীষণ হৈ চৈ বাধিয়ে ও সস্তা বচন ঝেড়ে নাটককে রীতিমত জমিয়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু যোগেশবাবু সে-সুযোগ গ্রহণ করেন নি দেখে অনায়াসেই বলতে পারি, বাংলার নাট্যজগতে একজন নূতন ও প্রতিভাবান নাট্যকারের আবির্ভাব হয়েছে। "দিগ্বিজয়ী"র নাটকত্বের সামনে যোগেশবাবুর বিখ্যাত "সীতা"ও ম্লান হ'য়ে যাবে।

*

কিন্তু পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় বা নাটকের শেষ দৃশ্য সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। নাট্যকার এখানে পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনে সংযম রক্ষা করতে পারেন নি। যে-সব কথাবার্ত্তা এখানে আছে তার ভাব অনাবশ্যক নয় বটে, কিন্তু তা আরো সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল। এখানকার অভিনয়ের সময়ে বারংবার ধৈর্য্যহানি ঘটছিল—অবশ্য এটা আমাদের মনের দোষ কিনা জানিনা। মৌলানা রহমৎ খাঁর কথাগুলিও আরো সংক্ষিপ্ত হ'তে পারত এবং তার অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসেও শব্দ-নির্ব্বাচন শোভন ও স্থানোপযোগী ব'লে মনে হ'ল না। চতুর্থ অঙ্কেও পরিবর্জ্জনের দরকার। সিতারার শেষ-দুটি গান তুলে দিলে মন্দ হয় না—নাটকের ঘটনার ধারাকে তা বাধা দেয়।

*

এইবারে অভিনয়ের কথা। সর্ব্বপ্রথমে আমাদের মনে হচ্ছে, নট-নটীদের ব্যক্তিগত শক্তির দ্বারা নয়, তাঁদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা "নাট্যমন্দিরে"র ভিতরে এমন-একটি সুরুচিসঙ্গত ও কলাসম্মত পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি হয়, যার তুলনা অন্য কোন রঙ্গালয়ে পাওয়া অসম্ভব। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের আগে সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে এমন ভাবের শ্রী কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল—এদেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-আয়োজনের ভিতরেই এইরকম 'অ্যাটমস্‌ফিয়ারে'র অস্তিত্ব পাওয়া যায়। নাট্যমন্দিরের আসল গৌরব, বিশেষত্ব ও অতুলনীয়তাই হচ্ছে এইখানে এবং এই গুণেই সে শিক্ষিত-সমাজকে এত-বেশী আকৃষ্ট করে। কোন এক বা দুই বা ততোধিক নট-নটীর ভালো, মন্দ বা চলনসৈ অভিনয়ের তারতম্যের উপরেও "নাট্যমন্দিরে"র এই পারিপার্শ্বিক নির্ভর করে না—কারণ এটি একেবারে আলাদা জিনিষ, এটিকে সৃষ্টি করতে পারেন কেবলমাত্র প্রথমশ্রেণীর প্রয়োগকর্ত্তা—যাঁর রুচি আছে, রসবোধ আছে, 'কালচার' আছে। এবং এ-সব বিষয়ে বাংলা রঙ্গালয়ে "নাট্যমন্দিরে"র প্রয়োগকর্ত্তার যে তুলনা নেই, সে কথা বলা বাহুল্য।

*

"দিগ্বিজয়ী"র ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয়! কি ক'রে তার পরিচয় দেব,—অবর্ণনীয়কে কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়? তাজমহলের উপযোগী বর্ণনা আজও পাঠ করিনি—তাজমহলের স্রষ্টাও ভাষায় তাকে ফোটাতে পারতেন ব'লে বিশ্বাস করি না। "দিগ্বিজয়ী"র অভিনয়ও ঐ তাজমহলের মত। তা বর্ণনা করবার সাধ্য আমাদের নেই এবং শিশিরকুমার নিজেও তা কথায় প্রকাশ করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে আমরা দু-চারটে ইঙ্গিত দিয়েই কাজ সারতে চেষ্টা করব।

*

অনেকে আমাদের জিজ্ঞাসা করেছেন, নাদির সাহের ভূমিকায় শিশির-কুমারের অভিনয় কি আলমগীরের মতই ভালো হয়েছে? এ-সব জিজ্ঞাসার উত্তর নেই। কারণ যে-শিল্পীর এক সৃষ্টি আর এক সৃষ্টিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাঁর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবার অবকাশ আছে যথেষ্ট। আসল কলাবিদের প্রত্যেক সৃষ্টিই হয় আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তারা পরস্পরের সঙ্গে তুলনাবিহীন এবং নূতনত্বের বিস্ময়ে অপূর্ব্ব। রবীন্দ্রনাথের "হৃদয়-যমুনা" যদি "পরশ-পাথর" কিংবা "পরশ-পাথর" যদি "সোনার তরী"কে স্মরণ করিয়ে

দিত, তা'হলে তাদের আর নাম করবার দরকার থাকত না। "নাদির সাহ" যে "আলমগীরে"র মত হয় নি, এইটেই তার শ্রেষ্ঠতার বড় নিদর্শন।

*

কী সূক্ষ্ম এই "নাদির সাহের" অভিনয়! অসংখ্য স্থলেই শিশিরকুমার তাঁর মুহূর্ত্তস্থায়ী অঙ্গভঙ্গি বা কণ্ঠের সামান্য অর্দ্ধ স্ফুট ধ্বনির ভিতরে এমন বৃহৎ ভাব বা অর্থকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, বাংলা দেশের আর-কোন অভিনেতাকে তেমন চেষ্টা করতে দেখিনি। এবং তেমন চেষ্টা করবার মত মস্তিষ্ক তাঁদের আছে কি না, সেও একটা ভাববার কথা। গলা ও ছাদ ফাটানো চীৎকার এবং ব্যায়াম-বীরের মত লম্ফঝম্পের বিনিময়ে হাততালি সংগ্রহকেই যাঁরা নটজীবনের চরম সার্থকতা ব'লে মনে করেন, রঙ্গালয়ে ব'সে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করতে-করতেই অনায়াসে তাঁদের অভিনয় দেখা চলে। কিন্তু শিশিরকুমারের "নাদির সাহ" দেখতে গেলে দর্শকদের সর্ব্বদাই সজাগ ও প্রস্তুত থাকতে হবে। একটু অন্যমনস্ক হ'লেই অনেকখানি সৌন্দর্য্য থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা।

*

দর্শকদের ভিতরেও কি অধিকারী-ভেদ নেই? সকল দর্শকই টাকা খরচ করলেই রঙ্গালয়ে আসতে পারেন, কিন্তু সকল দর্শকই কি সব-রকম অভিনয় দেখবার সমান অধিকারী? আমাদের দৃঢ়-বিশ্বাস যে, নাদির সাহের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে অনেকে বলবে 'হেঁয়ালি'; অনেকে বলবে 'ছেলেখেলা'; আবার আজকাল শিশিরকুমারের সুখ্যাতি করা ফ্যাসান দাঁড়িয়ে গেছে ব'লে অনেকে মনে না বুঝেও মুখে শিশিরকুমারকে বাহবা দিতে ছাড়বে না। অথচ এদের ভিতরেই শিশিরকুমারকে আসর জমাতে হবে। শিল্পী কি অসহায় জীব!

*

প্রথম অঙ্কে নাদির সাহ যে-ভাবে সিতারার কাছে প্রেম-নিবেদন করেছে, তেমন অদ্ভুত ও মৌলিক উপায়ে যে স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ না ক'রেও প্রেম জানানো যায়, শিশিরকুমারের অভিনয় দেখবার আগে আমরা তা বিশ্বাস করতুম না। অতি সুন্দর, অতি সুন্দর! কৃত্রিম ও চেষ্টাকৃত দরদ দেখানো নেই, বিকৃত থিয়েটারী কণ্ঠস্বর নেই, দৃশ্যকে জমকালো করবার জন্যে হরেক-রকমের প্যাঁচ নেই, অথচ কত সহজে পৃথিবীর এই অতি-পুরাতন প্রেম নূতন রসের ধারায় দর্শকদের হৃদয়কে স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ ক'রে তুলেছে!

*

চতুর্থ অঙ্কের সর্ব্বশেষে ভারত-নারীর (এই ভারতনারী হচ্ছে নাট্যকারের বিচিত্র সৃষ্টি—অপূর্ব্ব মানসী প্রতিমা) করুণ আত্মনিবেদনের পরে নাদির সাহের সেই পা টান্‌তে টান্‌তে চলা যে কতখানি ভাবের সন্ধান দিয়েছে, রসিক দর্শক নিশ্চয়ই তা অনুভব করতে পারবে। সাধারণ অভিনেতা এখানে হয়তো প্রচণ্ড মুখভঙ্গি, পাঁচ-মিনিট ব্যাপী ছুটোছুটি ও হাত-পা সঞ্চালন ক'রে সমস্ত দৃশ্যটিকে 'মেলো-ড্রামাটিক' ক'রে তুল্‌তেন! কিন্তু শিশিরকুমার এ-স্থলে ইঙ্গিতেই যে সূক্ষ্ম ভাবের সুষমা ও করুণ রস সৃষ্টি করেছেন, বাংলার সাধারণ দর্শক তার কি মূল্য দেবে?

*

আমরা দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলুম, কিন্তু নাদির-ভূমিকার সর্ব্বত্রই এমনি সৌন্দর্য্যের কণা ছড়ানো আছে। একটি নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্যে শিশিরকুমার যে রীতিমত মস্তিষ্ক চালনা করেন, তার মধ্যে যতটুকু সম্ভাব্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুটিনাটি থাকে, তাঁর ভাবগ্রাহী চিত্ত যে সে-সমস্তের কিছুই ত্যাগ করে না, "দিগ্বিজয়ী" তার অন্যতম উদাহরণ। যশের শিখরে উঠলে অধিকাংশ কলাবিদ অসাবধান হন। তখন যেমন-তেমন ক'রে তাঁরা কাজ সারতে চেষ্টা পান—নিজের সুখ্যাতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'য়ে। এই অসাবধানতাই হয় তাঁদের অধঃপতনের হেতু। কিন্তু শিশিরকুমার এ-দলের বাইরে। তিনি আছেন বেদীর উপরেই—এখনো গ্যালারির ভিতরে নামতে সুরু করেন নি।

*

শিশিরকুমারের মতন ভাবব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর যে এখন আর কোন বাঙালী অভিনেতার নেই, এতদিনে তা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং তা নিয়ে আর বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু তবু এটা না উল্লেখ ক'রে পারছি না যে, নাদির-ভূমিকায় তাঁর এই বহু-প্রশংসিত কণ্ঠস্বরের লীলা হ'য়ে উঠেছে অধিকতর অভাবনীয় ও বিচিত্রগতিমধুর। সে যেন এক ধ্বনি-তরবারি—নিপুণ ওস্তাদের শাসনে লীলায়িত হচ্ছে অকল্পিত কৌশলে, বিদ্যুতের মত! ও কণ্ঠ রহস্যের ভাণ্ডার, ওর ভিতরে কী না সঞ্চিত আছে—বজ্রের নির্ঘোষ, বসন্ত-বায়ুর উচ্ছ্বাস, তপ্ত-মরুর আর্ত্তনাদ, কুঞ্জকাননের অস্ফুট মর্ম্মর-গীতি!

*

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি :—

২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

কে নাদির, কে শিশিরকুমার জানি না। ভূমিকার ভিতরে অভিনেতা ডুবে গেছেন, না অভিনেতার ভিতরে ভূমিকা লুপ্ত হয়ে গেছে? নাদির-সাহের ভূমিকায় আমরা নটের অভিনয় দেখি-নি, শতাব্দীর অন্ধকার ঠেলে ঐতিহাসিক নাদির সাহ চোখের উপরে জ্যান্ত হয়ে জেগে উঠেছে—তার রক্তের স্রোত, মাংসের তপ্ততা, হৃৎপিণ্ডের নৃত্য আমরা নিজেদের জাগ্রৎ অনুভূতির ভিতরে লাভ করেছি—আমরা বিস্মিত হয়েছি, শঙ্কিত হয়েছি, চমৎকৃত হয়েছি!—কিছুতেই মানব না, এমন নাদির সাহ আর কেউ দেখাতে পারে।

*

গৃহস্থের ছেলে নেপোলিয়ন সিংহাসনে ব'সে বড় বিপদে পড়লেন। রাজোচিত আদব-কায়দা, চলা-ফেরা, ওঠা-বসার ধরণ জানেন না। রাজসভায়, সম্ভ্রান্ত-সমাজে পদে পদে মুস্কিলে ঠেকতে লাগলেন। তখন আসলের জন্যে নকলের ডাক পড়ল। শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের আনিয়ে নেপোলিয়ন তাদের কাছ থেকে রাজোচিত আদব-কায়দা অভ্যাস করতে লাগলেন। তবু জীবনে তিনি আসল রাজার মতন হ'তে পারেন নি। দুঃখী নিম্নশ্রেণীর সন্তান নাদির সাহও সম্রাট হয়ে নেপোলিয়নের মতন আদব-কায়দা শিখেছিলেন, ইতিহাস এমন কথা বলে না। তার উপরে তিনি ছিলেন নিরক্ষর।

*



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

নাদির-চরিত্রের এই কথাটিও শিশিরকুমার এড়িয়ে যান নি। রাজপোষাকের হীরা-জহরত ঠেলে নাদিরের চাষাড়ে ভাব, বিদ্যাহীন মন ও ভদ্রতাহীন রুক্ষ প্রকৃতি ও অঙ্গভঙ্গি সর্ব্বদাই বাইরে বেরিয়ে এসেছে। অথচ তার ভিতর থেকেই নাদিরের ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্য্যাদা ও বুদ্ধির চাতুর্য্য যতটা প্রকাশ পাবার তা পেয়েছে। এর আগেই নাদিরের যে দু-মুখো ব্যক্তিত্বের কথা বলেছি, শিশিরকুমার তারও বিকাশ দেখিয়েছেন এমন যথাযথ ভাবে যে, তার চেয়ে নিখুঁৎ ক'রে আর দেখানো যেতে পারে না। তাঁর আর্টের আর-একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হচ্ছে, একাধারে তা অভিনয় ও চরিত্র-বিশ্লেষণ। তিনি মুখে কিছু ব্যাখ্যা ক'রে দেন না বটে, কিন্তু একটু মন দিয়ে তাঁর অভিনয় দেখলে প্রত্যেক দর্শকই অভিনীত চরিত্রের ভিতরের অর্থ পরিষ্কার রূপেই বুঝতে পারবেন।

•

"দিগ্বিজয়ী" নাটক ও তার প্রধান ভূমিকার অভিনয় সম্বন্ধে মোটামুটি যা বা বলবার ছিল, বললুম। এ-বিষয়ে আরো যা বক্তব্য আছে পর-সংখ্যায় তা বলব—সেই সঙ্গে অন্যান্য নট-নটীর অভিনয়ের কথাও আলোচিত হবে। তবে এ-কথাও আগে থেকেই ব'লে রাখি, এই নাটকে নাদির সাহই হচ্ছে একমাত্র ভূমিকা, যা বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য। এই অভিনয় দর্শনের প্রীতিপ্রদ স্মৃতি জীবনে কেউ ভুলতে পারবে না—কারণ এর মধ্যে বন্যার মতন বেগে ছুটেছে ভাবের প্রবাহের পর প্রবাহ, তড়িৎ-গতিতে ফুটে উঠেছে চিত্রের পর চিত্র! মরমী এর রস বুঝবেন, গুণী একে উপভোগ করবেন—আমাদের ভাষা বড় দীন, অনেক কথাই বলা হ'ল না, স্বচক্ষে না দেখলে এর যথার্থ মর্য্যাদা কেউ উপলব্ধি করতে পারবেন না।

•

মিনার্ভায় "বাঙ্গলার মসনদে"র পুনরভিনয় দেখলুম। নাটক নিয়ে কিছু বলবার দরকার নেই, কারণ এ নতুন নাটক নয়। অভিনয়ের কথাও খুব সংক্ষেপে আলোচনা করতে বাধ্য হলুম, কারণ এবারে অত্যন্ত স্থানাভাব।

•

এর প্রধান চরিত্র হচ্ছে সরফরাজ খাঁ। শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়ের এই ভূমিকাটি আমাদের বড় ভালো লেগেছে। তাঁর মতন তরুণ অভিনেতা যে চীৎকার বা অস্বাভাবিক আস্ফালন না ক'রে, কণ্ঠস্বরের উপভোগ্য পরিবর্ত্তনের দ্বারা উচ্চ শ্রেণীর ভাব প্রকাশ করেন, এটি অতিশয় আশা-আনন্দের কথা। আমাদের একটি সন্দেহ ছিল, বিশেষ এক শ্রেণীর ভূমিকা ছাড়া অন্য ধরণের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় হয়তো তেমন খুলবে না। কিন্তু তাঁর "সরফরাজ খাঁ দেখবার পরেও আমাদের সে-সন্দেহ আর নেই। এখন আমাদের বিশ্বাস হয়েছে, আরো কয়েকটি বিভিন্ন ভূমিকায় তিনি যদি এম্নিধারা শক্তি-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে পারেন, তাহ'লে বাংলা দেশের প্রথম চার-পাঁচজন শ্রেষ্ঠ নটের সঙ্গে অনায়াসেই তাঁর নাম করা চলবে। তাঁর বিষয়ে আরো-কিছু বক্তব্য ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে তা আর বলা হ'ল না।

•

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আলিবর্দ্দির ভূমিকায় উপযোগী অভিনয়ই করেছেন—যদিও তাঁর প্রথম অঙ্কের অভিনয় আমরা দেখিনি। ফকিরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহের শান্ত ও সংযত অভিনয় উপভোগ্য হয়েছে। কার্ত্তিকবাবুর 'উজির' চলনসৈ। সুরেনবাবুর "আলমচাঁদ" উল্লেখযোগ্য। নবীন নট শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র পাত্র ছেদন খাঁর ভূমিকায় আশাতীত নৈপুণ্য দেখিয়ে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। এই নূতন শিল্পীটির উপরে আমাদের দৃষ্টি রইল।

•

স্ত্রী-ভূমিকাগুলির অভিনয় দর্শকদের বিশেষরূপে অভিভূত করতে না না পারলেও মন্দ হয় নি। শ্রীমতী আঙুরবালার গান শোনবার ও মনে রাখবার মত। দৃশ্যপট চলনসৈ—কিন্তু কোন কোন খানি স্থানোপযোগী হয় নি। নবাবের প্রাসাদে আধুনিক চেয়ার ও ফকিরের পায়ে আধুনিক 'বার্শিস স্লিপার' দৃষ্টিকে আহত করেছে। পুরাতন নাটকের পুনরভিনয় হ'লেও এ-সব দিকে মিনার্ভার প্রয়োগকর্ত্তার দৃষ্টির সজাগতা প্রার্থনীয়।

•

আসছে কাল মিনার্ভা খুলবেন নূতন নাটক "জাতিচ্যুত"। ভূমিকালিপি এই :—যদুমল্ল—শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়। দীনরাজ—শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ। ইব্রাহিম খাঁ—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রাজা গণেশ—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল। গিরিনাথ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে। আজিম সা—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়। জীবন রায়—শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। তোরাপ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র পাত্র। আশমান-তারা—শ্রীমতী আশমান-তারা। নবকিশোরী—শ্রীমতী আঙুরবালা। ত্রিপুরাসুন্দরী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা। কল্যাণী—শ্রীমতী নবতারা। বৈষ্ণবী—শ্রীমতী উষা (পটল)। উমা—শ্রীমতী রেণুবালা। মেহেরী—শ্রীমতী ফিরোজাবালা (ভেলেনা)।

•

শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্প্রদায়ে একজন য়ুরোপে-শিক্ষিত বিখ্যাত চিত্রশিল্পীকে লাভ করেছেন। শুনছি, তাঁর সম্প্রদায় নাকি ইংরেজী নব বর্ষের প্রথম দুই দিনেই আত্মপ্রকাশ করবেন। সময় তাহ'লে নিকটেই?

গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

কে আমারে নিয়ে যাবে রূপসায়রের পারে.
রইতে আমি পারুচি না আর মাটির কা' ারে—
যাব, রূপসায়রের ধারে।

•

তপন যেথায় ঘুমিয়ে আছে
ছায়াময়ীর কায়ার কাছে,
আলোক যেথায় দ্যায় সাজিয়ে রাতের তারকারে—
সেথা, রূপসায়রের ধারে।

•

স্বপ্নে-গাথা নবীন নাবিক!
ওগো ধ্যানের কামনা!
নয়ন-জলের খেয়াঘাটে
একটিবার আজ নামো না!

•

চাঁদের আলোর অন্তরালে
উষা যেথায় হাস্য ঢালে,
শীতল শীতে মলয় যেথায় লুকোয় বারে বারে—
সেথা, রূপসায়রের ধারে।

নূতন নাটক! নূতন নাটক!!
সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
মীরাবাঈ
দাম—১৲
১১ নং কলেজ স্কোয়ার।
নাচঘর কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

অনিন্দ্য (লুব্ধ দৃষ্টিতে)। ও আমাকে ডাক্‌চে। আমার বড্ড মন কেমন করচে। আচ্ছা নমিতাদি, সেদেশেও চাঁদের আলো আছে?

নমিতা। কোন্ দেশে যাদু?

অনিন্দ্য। সেই যে দেশে তুমি একবার বেড়াতে গেছলে আজ বিকেলে গল্প বল্‌লে—যেখানে ট্রেনে যেতে যেতে পায়ের নিচে রামধনু দেখা যায়, আর জান্‌লা খোলা পেলে ঘরের মধ্যে মেঘ ঢুকে ঝম্ ঝম্ করে' বৃষ্টি হয়—সেই দেশে? আছে সেখানে চাঁদের আলো?

নমিতা। আছে বইকি মাণিক! আকাশেও আছে, আবার তোমার মত ছোট্ট ছোট্ট ছেলের মুখেও আছে—

অনিন্দ্য। সত্যি? আমার সে দেশে যেতে বড় ইচ্ছা করচে। কোথায় সে দেশ নমিতাদি?

নমিতা। দার্জ্জিলিঙ—

অনিন্দ্য। দার্জ্জিলিঙ্? সেখানে বুঝি দার্জ্জিলিঙ্ মেল্-এ চেপে যেতে হয়?—

নমিতা। হ্যাঁ, অনিন্দ্য।

অনিন্দ্য। তবে ত বেশ হয়েচে। দার্জ্জিলিঙ্ মেল্ যে আমাদের ষ্টেশন দিয়েই যায়। কেবল এক মিনিটের জন্যে দাঁড়ায়। কত দুপুর রাতে তার বাঁশী শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেছে—আচ্ছা নমিতাদি, আবার তুমি দার্জ্জিলিঙ্ যাবে?

নমিতা। যাব বই কি, চাঁদ।

অনিন্দ্য। আমিও তোমার সঙ্গে যাব, আমাকে নিয়ে যাবে?

নমিতা। কাকাবাবু তোমাকে ছাড়বেন?

অনিন্দ্য (কিছুক্ষণ ভাবিয়া মাথা নাড়িল)। না, তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাবো। সে দেশে ত আর ঠাণ্ডা নেই, তবে সেখানে গেলে কেনইবা কাকা রাগ করবেন? আমি সেখানে গিয়ে চিঠি লিখ্‌ব দিদিকে—কাকাকে নিয়ে চলে এসো। সে বেশ হবে।···আজই কেন চল না নমিতাদি?

নমিতা। আজই? আচ্ছা যাবো, কিন্তু তুমি আমাকে দিদি বল্‌তে পাবে না তাহলে।

অনিন্দ্য। তবে কী বল্‌ব?

নমিতা। কেন, মা?—আমাকে মা বল্‌তে পারো না?

অনিন্দ্য। মা? ধেৎ!

নমিতা (ক্ষুণ্ণ হইয়া)। তবে আমাকে কাকীমা বলো, কেমন?

অনিন্দ্য সেই ভালো, তোমাকে কাকীমাই বল্‌ব। আমার কাকাবাবু আছেন কিন্তু কাকীমা নেই যে।

নমিতা (অনিন্দ্যকে চুমু দিয়া)। আয়, অতসীকে দেখি—

[উভয়ে ভিতরে গেল। ছাত্রমহল হইতে শেখাদ্রি ও বিকাশ বাহিরে আসিল।]

শেখাদ্রি। তুমি কেন যে আমাদের দল ছাড়তে চাচ্ছো তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারচি না।

বিকাশ। আমার কি মনে হয় জানো? আমার মধ্যে পরিপূর্ণতার বীজ আছে, অপরকে আকর্ষণ করবার, জয় করবার শক্তি আমারও মধ্যে আছে—যেমন সকলেরই আছে—আমি সেই পরিপূর্ণতারই সাধনা করতে চাই একান্তে একাকী।

শেখাদ্রি। পাগল!

বিকাশ। এই কয়দিনের চিন্তায় চিত্তলোকে যে সম্পূর্ণ জীবনের আভাস পেয়েচি, এখন থেকে আমি সেই নতুন জীবনের সাধক হতে চাই—সেই জীবনকে আমার জীবনে সত্য করতে চাই। এখন থেকে আপনাকে দেহে-মনে-প্রাণে, কথায়-কাজে-চিন্তায়, সুন্দর করে' রচনা করব—আমি নিজেই হব নিজের স্রষ্টা। সুন্দর না হলে সুন্দরের বন্ধুত্বের যোগ্য হব কি ক'রে ভাই?

শেখাদ্রি। দেখ, তুমি যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের কথা বল্‌চ তা এক রহস্যময় বস্তু।—কেউ সারাজীবন শুকোবল সাধনা করেও এক বিন্দু পাচ্ছে না, আবার না চাইতেই কারু সর্ব্বাঙ্গে, সকল লীলায়, প্রতি মুহূর্ত্তেই এই অপরূপ বিস্ময় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌চে। এর রহস্যভেদ করতে পারলে এতদিন বৈজ্ঞানিকেরা পেটেণ্ট ওষুধের মত শিশি শিশি ঘরে ঘরে বিতরণ করতেন।



স্বরলিপি
হারমোনিয়ম শিক্ষা
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ব করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডোয়াকিন এণ্ড সন
৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

বিকাশ। তবু আমার মন বল্‌চে—এ হওয়া যায়। এপর্য্যন্ত যদি নাও হয়ে থাকে ভবিষ্যতে হবে—এইই ত মানুষের ভবিষ্যৎ—মানুষ নিজেকে মনের মত করে রচনা করবে—জীবনে, সাহিত্যে, সমাজে। আমার মধ্যে সেই সত্য যেন প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

শেষাদ্রি। তা তিনি যুগযুগান্ত অপেক্ষায় থাকুন! সত্য মহাশয়ের সবুর সয়, কিন্তু মানুষের সয়না। [হাতঘড়ি দেখিল] এসব উচ্চ অঙ্গের আলোচনা পথে হবে, এখন চট্ করে' আমার রিভল্‌ভারটা নিয়ে এসো তো।

[বিকাশ ছাত্র মহলের ভিতরে গেল; একটি হাতব্যাগ লইয়া অতসী প্রবেশ করিল]

এইযে অতসী, সময় বড় আর হাতে নেই। রাত বারোটার দার্জ্জিলিঙ মেলেই আমরা যাব। পথে গাড়ী বদ্‌লাব। তুমি তৈরি ত? তোমার জিনিষ-পত্র যা সঙ্গে নেবে গুছিয়েছ?

অতসী (হাতব্যাগটি তাহাকে দিয়া)। যা কিছু সঙ্গে নেবার এতেই রইল।

শেষাদ্রি। এই ছোট্ট হাতব্যাগে? কী আছে অতসী?

অতসী। তোমার চিঠিগুলো। কেবল এগুলোই নিলাম। আচ্ছা আমি এখন আসি, দিদি এসে পড়তে পারেন।

শেষাদ্রি। যথাসময়ে আমি হুইস্‌ল্ দেব, তুমি প্রস্তুত থেকো।

[অতসী প্রস্থান করিল। বিকাশ প্রবেশ করিল; রিভল্‌ভারটা লইয়া শেষাদ্রি হাতব্যাগটি তাহার হাতে দিল]

তোমার জিনিষপত্রের সঙ্গে এটাও বেঁধে নিয়ো। অতসীর।

[রিভল্‌ভারটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল; তারপরে উভয়ে জানালার কাছে গেল]

বিকাশ। নর্দ্দমার নল বেয়ে সেই তেতালায় উঠ্‌বে?

শেষাদ্রি। সেইটেই ত সহজ।

বিকাশ। দেখো খুব সাবধান। পড়ে গেলে—বুঝতেই তো পারচ!

শেষাদ্রি। তুমি এই জানালার কাছে কিম্বা আশেপাশেই কোথাও থেকো। প্রয়োজন হলে সঙ্কেত করতে পারি—

বিকাশ। তা থাকব। কিন্তু খুব সাবধান। মহিমবাবুর কাছে সব সময়ে গাদা পেস্তল, আর তাছাড়া তাঁর চাকর বাকর লোকজন বিস্তর।

শেষাদ্রি। কিচ্ছু ভেবনা, কোনো ভয় নেই—।

বিকাশ। আর দেখ, শুনেচি লোকটার যেমন অগাধ টাকা, তেমনি অব্যর্থ লক্ষ্য। একবার ডাকাত পড়েছিল, তিনি একা এক বন্দুকে দলকে-দল হটিয়েছিলেন—। খুব সাবধান।

শেষাদ্রি। তা বল্‌তে হবে না। এধারে তুমি একটু নজর রেখ। সেই টিক্‌টিকি ব্যাটার তো আর টিকি দেখ্‌চিনে—

বিকাশ। সে টিক্‌টিকি নয়—।

[শেষাদ্রি জানালায় উপরে উঠিল। বিকাশের চোখে ছলছল করিতে লাগিল]

থাক্ ভাই, কাজ নেই। মন বল্‌চে তোমাকে যেন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্চি। হয়ত আর আমাদের দেখা হবে না।···নেমে এস, কাজ নেই।

শেষাদ্রি (হাসিয়া)। পাগল!

[গবাক্ষপথে অন্তর্হিত হইল। বিকাশ কিছুক্ষণ ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া হাতব্যাগটি রাখিতে ছাত্রমহলে গেল। ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিতেই কিঙ্কর প্রবেশ করিলেন] ক্রমশঃ

— —

নিবেদন

শীতবস্ত্র ও পোষাক

খরিদ করিবার পূর্ব্বে

ফেণ্ডস সোসাইটির

বিপুল আয়োজন, সুলভ মূল্য ও ভদ্র ব্যবহার দেখিতে অনুরোধ করি।

বিভিন্ন রকমের শাল, আলোয়ান, পোষাক ও হোসিয়ারী দ্রব্যের বিচিত্র সমাবেশ

(একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮

গোলদীঘির পশ্চিম,

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট,

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

ড্রাম /৫ এবং /১০। আমরা আমেরিকা হইতে ঔষধাদি মেসার্স বোরিক এবং ট্যাফেল এবং জার্ম্মানীর ডাক্তার সোয়াবের নিকট হইতে আনাই।

সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স, পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউলস, পিলউল্‌স, ইত্যাদি বাজার অপেক্ষা সুলভ দরে বিক্রয় হয়। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স সুলভে পাওয়া যায়।

কৃত্রিম দন্ত।

বিলাতী প্রত্যেকটীর মূল্য ৩৲

আমেরিকান প্রত্যেকটীর মূল্য ২৲

যন্ত্রণাবিহীন নিরাময়। বিচক্ষণ দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত তোলা ও পরিষ্কার করা হয়।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল-মসলা ব্যবহার করি এবং আমাদের মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ।

সুরেন্দ্র হোমিও ফার্ম্মেসী

ডেণ্টিষ্ট এণ্ড হোমিও ড্রাগিষ্ট

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (পশ্চাৎ) কলিকাতা।

চাকার নিচে

(সামাজিক নাটক)

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব চার সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের শেষ কথার পুনরাবৃত্তি :—

বিকাশ।.....এই লক্ষ্য ভেদ করতে পেরেচ বলে তোমাকে অভিনন্দিত করি।

শোভন্দ্রি। কিন্তু তোমার মুখের ভাবে তো অভিনন্দনের মতো লাগচে না, যেন তোমারই বক্ষভেদ করেচি—?

বিকাশ। হয়ত করেচ।

শোভন্দ্রি। বল কি? তুমিও অতসীকে—?

উভয়ে কথা কহিতে কহিতে ছাত্রমহলের ভিতরে গেল; অন্দর মহল হইতে নমিতা ও অতসী প্রবেশ করিল।]

অতসী। নমিতাদি, সত্যি, আজো তোমার সেই কাণ্ড আমি ভুলতে পারিনি।

নমিতা। কি কাণ্ড ভাই?

অতসী। বোর্ডিংএ থাক্‌তে সেই দুপুর রাত্রে? দারোয়ান বেটা কোথায় গেছল, তার কচি ছেলেটা উঁচু মাচার উপর শোয়ানো, এদিকে হেড্‌মিষ্ট্রেসের বুল্‌ডগ্‌টা ছাড়া পেয়ে মাচাটা ধরবার জন্য কী লাফালাফি! কেবল আমরা দুজন বারন্দায় বেড়াচ্চি, কোথাও কেউ নেই। তোমার মনে পড়েনা?

নমিতা। ও সেই কাণ্ড? আরেকটু হলেই মাচাটার উপর উঠ্‌ত আর ছেলেটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলত। কী ভয়ানক কুকুর বাবা!

অতসী। কিন্তু তুমি তো দিদি প্রাণের একটুও মায়া না ক'রে সেকুড়েটার মুখ থেকে নিয়ে এলে, তোমার সাহস বটে দিদি!

নমিতা। নইলে ছেলেটা যে যেত। আমার তখন নিজের কথা মনেই ছিলনা অতসী। নামতে যদি আর একমিনিট দেরি হত তাহলে কি রক্ষে ছিল—?

অতসী। কিন্তু তার পরের কাণ্ডটা নমিতাদি? ওদিকে দারোয়ান বেচারা হায় হায় করচে, আর এদিকে তুমি ছেলেটাকে লুকিয়ে রেখেচ—

নমিতা। ছেলেটার ওপর ভারি মায়া পড়ে গেছল। কিন্তু তুমিইতো অবশেষে বলে দিলে; নইলে এমন জায়গায় ওকে লুকিয়ে রেখেছিলুম আর এত গোপনে খাওয়াতুম দাওয়াতুম যে কেউ টেরই পেতনা! সেদিন রাত্রে কি কুক্ষণেই যে তোর সঙ্গে—

অতসী। বল্‌তে বাধ্য হয়েছিলুম দিদি, নইলে আরো কী কেলেঙ্কারিটাই হোতো! আর পরের ছেলে নিয়ে তুমিই কি করতে নমিতাদি?

নমিতা। কেন? লুকিয়ে লুকিয়ে রেখে একদিন তেমনি লুকিয়ে বাড়ী নিয়ে আসতুম।

অতসী। তুমি তা পারতে নমিতাদি? চুরি করে'? এটা কি অন্যায় হোতো না? দারোয়ান বেচারা—]

নমিতা। কিন্তু আমিইতো ওকে বাঁচালুম। দারোয়ানের যদি ওর পর অধিকার থেকে থাকে তবে আমারই বা কি কম? তার ছেলেতো বুল্‌ডগের হাতেই মরেছিল, তারপরে যে বেঁচে রইল সে ত কেবল আমার। তোদের ন্যায়ের ধারা বুঝিনে অতসী।

অতসী। ন্যায় অন্যায় জানিনে দিদি, আইনে কিন্তু ওকে চুরিই বল্‌ত।

নমিতা। হ্যাঁ, এই আইনের নমুনা আজ যেমন একটা চোখে পড়ল, গাড়ীতে আস্‌তে আস্‌তে।

অতসী। কি দিদি?

নমিতা। একটা মুসলমান মেয়ে—বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হবে, সঙ্গে কেবল এক বছর-পাঁচেকের ছেলে, দিব্যি ছেলেটি!—বরাবর এক কামরায় আসচি, মাঝে এক ষ্টেশনে দেখি একজন মুসলমান ভদ্রলোক—হ্যাঁ, ভদ্রলোকের মতই পোষাক পরিচ্ছদ—দারোগা পুলিস সঙ্গে নিয়ে এসে মেয়েটির কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

অতসী। সে কি?

নমিতা। শুনলুম তিনিই ছেলেটির বাবা। কিন্তু মেয়েটির সে কী কান্না! ছেলেও তাকে ছাড়তে চায়না—দুজনে দুজনকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরেচে, কিন্তু পুলিশ শুন্‌বে কেন, আইনের কর্ত্তা তারা, মেয়েটির বুক থেকে ছেলেটাকে অকাতরে ছিঁড়ে নিল। আমি জিজ্ঞেস্ করলুম, ব্যাপার কি? ইন্‌স্‌পেক্‌টার বল্লে—ছেলেটাকে চুরি করে পালাচ্ছিল। জান্‌তে চাইলুত কে মেয়েটা—শুনলুম, ছেলের মা।

অতসী। ছেলের মা? মা নিজের ছেলে চুরি করে পালাচ্চে এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার!

নমিতা। এমনি অদ্ভুত ব্যাপারেই ত তোমাদের আইনের পুঁথি বোঝাই। ছেলেটার বাবা তার মাকে তালাক্ দিয়েচে, তাই তোমাদের

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

আইন বল্‌চে—ছেলেটা যার খেয়ালের সৃষ্টি, হল তারই সম্পত্তি,—আর যার রক্ত-মাংসের—তার নয়।

অতসী। এই দুর্ভাগা দেশে মনুর সত্ত্ব যে মনুষ্যত্বের চেয়ে বড় দিদি, স্রষ্টার বিধি যে শাস্ত্রের বিধানের কাছে কিছু নয়!

নমিতা। আমি স্রষ্টাও জানিনে, শাস্ত্রও জানিনে,—কেবল এই অন্তরের বিধি মানি—তাই আমার বিধাতা। এই বিধাতা আমাকে সেই শিশুর উপর অধিকার দিয়েছিলেন—! সেই ছেলেটির জন্যে আজো আমার মন কেমন করে, আজ নিশ্চয় সে বড় হয়েচে, হয়তো কোথাও দারোগানিই করচে; কিন্তু আজো যখন স্বপ্নে তার দেখা পাই, দেখি তেমনি ছোটোটিই আছে—

অতসী। পরের ছেলের মায়া ভুলতে পারচোনা দিদি, যখন নিজের হবে তখন বুঝবে নিজেরটি আরো কত মিষ্টি। ভগবানের কাছে কামনা করি, শীঘ্রই তোমার ঘর আলো ক'রে কোলজোড়া চাঁদমাণিক আসুক।

নমিতা। এসেছিল বোন্—এসেছিল তারা, দুটি চাঁদের মত শিশু—যেন দুছড়া যুঁই ফুলের মালা। কিন্তু হতভাগীর কোলে তারা বেশিদিন রইল না—যাঁর কোল থেকে এসেছিল তাঁর কোলেই ফিরে গেল—

অতসী। তুমি শিশুর জন্যে পাগল আর তোমারই—; তাঁর একি বিধান, দিদি!

নমিতা। এ আর তাঁর বিধান কি ভাই, এইত প্রকৃতির নিয়ম। তারা চলে গেছে এ বড় দুঃখ বটে, কিন্তু তারা বেঁচে থাকলে সে দুঃখ আরো কী ভয়ানক হত! নির্দ্দোষ তারা, সারাজীবন আরেকজনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে চল্‌ত!

অতসী (নিতান্ত বিস্ময়ে)। তুমি কি বলচ নমিতাদি?—

নমিতা। আরেকদিন বলব বোন্, সে ব্যথার ইতিহাস আরেকদিন।

[আপনাকে সামলাইয়া লইল]

তার আগে আমার বাল্যসখীর ইতিহাসটা শুনিয়ে নিই।

[অল্প একটু করুণ হাসিয়া]

মনে হয় তারও ব্যথার পুঁজি নেহাৎ হাল্‌কা নয়?

অতসী। নিশ্চয়ই নয় দিদি; কিন্তু আজ তোমাকে কাঁটার ইতিহাস শুনিয়ে দুঃখ দিতে চাইনে। আজ যেন আভাস পাচ্চি নমিতাদি, সকল কাঁটা ধন্য করে' গোলাপ বুঝি ফুটল! সেই গোলাপের ইতিহাসটাই আজ শোনো।—

নমিতা। না ভাই, গোলাপের ফোটায় আমার বিশ্বাস নেই। গোলাপের কেবল স্বপ্ন—এপর্য্যন্ত তার ইতিহাস রচিত হয়নি। বাগানে গোলাপ ফোটে বটে—কিন্তু জীবনে কখনো ফোটেনা, কিম্বা হয়ত ফুটতেই ঝরে' পড়ে—। মিথ্যে সুখের চেয়ে সত্যিকার দুঃখই আজ আমি চাই অতসী! কাঁটার কাহিনী শুনলেই বুকের তার গুলো ব্যথায় টন্‌টন্ করে' বেজে বলে—এ সত্যি, এ সত্যি, সারা দুনিয়ায় এই সত্যি।

অতসী। কিন্তু অন্ধকারইত একমাত্র সত্যি নয় দিদি, অন্ধকার যে সীমায় নিয়তই উত্তীর্ণ হচ্চে তাও তো তেমনি সত্যি।

নমিতা। এ তর্কও আজ থাক্ অতসী, আমার ইতিহাস শুনলে বুঝবে ভাই, এমন অন্ধকারও এই দুনিয়ায় আছে যার কাছে আলোর নিত্যকার পরাজয়টাই নিষ্ঠুর সত্য।—

[আরো কী বলিতেছিলেন, এমন সময়ে অনিন্দ্য মহা উৎসাহে প্রবেশ করিল।

অনিন্দ্য। দিদি, আমি পড়ে দেখ্‌লুম, ইন্দ্রনাথ তো কই মেঘের মধ্যে লুকোয় নি, তেমনি জেলে ডিঙি করে' মাছ শিকারে বেরিয়েচে—

অতসী। দ্যাখ্, কে এসেচেন, অনিন্দ্য।

অনিন্দ্য (দেখিয়া)। ও আপনি! দিদি, এঁর সঙ্গেইত ইষ্টিশনে দেখা। (নমিতাকে) বলেছিলেন বলে আমায় সঙ্গে দেখা করতে এলেন বুঝি? দিদি বল্‌ছিল আপনি নিশ্চয় আস্‌বেন।

অতসী। তুই নমিতাদির সঙ্গে ততক্ষণ গল্প কর্, আমি একটা কাজ সেরে আসি।

[অন্দর মহলের ভিতরে গেল।

অনিন্দ্য। আচ্ছা নমিতাদি, আপনি কি ক'রে জান্‌লেন এই বাড়ীতে আমি থাকি?

নমিতা। আমাকে 'আপনি আপনি' করতে পাবে না, দিদির মতো আমাকেও 'তুমি' বল্‌তে হবে।

অনিন্দ্য। 'তুমি' বল্‌ব? কেন নমিতাদি?

নমিতা। আপনার হতে চাই কিনা, তাই 'আপনি' হতে চাই না। আর কে আমাকে বাড়ী চিনিয়ে দিল বল্‌চ? কেন, চাঁদের আলো। চাঁদের আলো তুমি ভালোবাসো বল্‌ছিলে, চাঁদ তোমার বন্ধু,—সেই তোমার বাসা বলে দিলে।

অনিন্দ্য (অর্দ্ধেক বিশ্বাসে)। সত্যি নমিতাদি? কিন্তু আমি তো কোনোদিন চাঁদের আলো-কে কথা বল্‌তে শুনিনি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনিচি বোধহয় শুনিচি,—কিন্তু সে কথা কানে শোনা যায় না, মন দিয়ে শুন্‌তে হয়, না নমিতাদি?

নমিতা (জানালার বাহিরে চাহিয়া)। চাঁদের আলোয় পৃথিবীটা ভেসে যাচ্চে, দেখ্‌চ মণি?

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী পকেট সাইজ মূল্য মাত্র ৭টী ঔষধ কেসসহ

বিনামূল্যে কলেরা চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফাষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রিট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮

করুণ রস

(শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়)

যে যাই বলুক, করুণ রসের মত মিষ্টি—।

ঠিক যেন নিমপাতা কি চিরেতা।

তুমি পাগল। সে মধুর চেয়েও মিষ্টি, স্বর্গের সুধার চেয়েও মিষ্টি। কান্নার ভিতর যে কি সৌন্দর্য্য লুকিয়ে আছে—।

তুমি জন্ম জন্ম কান্না নিয়ে থাক, ভাই। আমরা যে কটা দিন আছি, হেসে খেলে যেতে দাও।

কিন্তু কান্না নইলে হাসি ফুটবে কার পাশে?

ফুটে কাজ নেই। হাসির কুঁড়ি নিয়েই আমরা খুসি। একবার আসল হাসির স্বাদ পেলে মেকিতে আর প্রাণ ভরত না।

চোখে লঙ্কা গুঁজে কান্না ত কান্না নয়, সে সুধু কান্নাকে উপহাস করা। পরের দুঃখে বুক ফেটে চোখ দিয়ে যে জল বেরোয় সেই হ'ল কান্না।

কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই—হাসতে হ'লে কাঁদতে হবে। সে আবার যেমন তেমন কাঁদা নয়—চোখ দিয়ে জল বেরোন চাই, বুক ফাটা চাই। চোখ রগড়ে জল বার করলে হবে না, কিল মেরে বুক ফাটালেও হবে না। পরের দুঃখে বুক ফাটবে! অর্থাৎ তোমার মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে পরের বুকে আগে দুঃখ ভ'রে দিতে হবে, না? সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কেউ এক মুঠোর সংস্থান করেছে—হয়তো নিজের জন্যে পারেনি, শিশু ছেলেমেয়েদের এক বেলার আধপেটার মত করেছে—সেটুকু কেড়ে নিয়ে তোমার পোলাও কালিয়ার উপকরণের যোগাড় করতে হবে; জীর্ণবস্ত্রখণ্ড দিয়ে লজ্জা নিবারণ ক'রে রেখেছে, সে টুকুও হরণ ক'রে, শীতগ্রীষ্মের তীব্রতার মাঝখানে, নির্লজ্জ লালসার উন্মত্ত চাহনির সামনে তাদের অনাবৃত রেখে তোমার বিলাস-সজ্জা তৈয়ার করতে হবে; আশ্রয় পর্ণকুটীর, সেখান থেকেও তাড়াতে হবে, সে টুকু ভেঙে চুরে তোমার অট্টালিকা ইমারতের উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। তাতেও আশ মিটল না! আহার নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, তবু হয় ত কেউ মনের সুখে আছে; কিন্তু সে সুখটুকুও তোমার প্রাণে সইছে না! তার প্রাণে দুঃখ ভ'রে তোমার বুক ফাটিয়ে চোখ দিয়ে জল বার ক'রে হাসি ফোটাতে হবে! হাসির বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে করে! স্বার্থপরতার, বিলাসের চূড়ান্ত সংস্করণের নাম করুণ রস—মরি, মরি, মরি!

তুমি নিতান্ত নীরস—!

আমার রসে কাজ নেই—।

মনে কর তোমার প্রিয়জনের শ্মশানের—

আমার প্রিয়জনও নেই, আর শ্মশানে যাক তাদের শত্রুরা।

ভেবে দেখ দেখি সেই স্মৃতির সৌরভ কত মধুর!

ফুলের সৌরভ বুঝতে পারি, কিন্তু স্মৃতির সৌরভ আমাদের স্থূল নাসিকায় পৌঁছোয় না—আর তার মাধুর্য্য উপভোগ করবার জন্যে একবারেই ব্যস্ত নই।

কিন্তু কি সুন্দর কল্পনা, একবার ভেবে দেখ দেখি।

অত ভাববার, সুস্থ শরীর ব্যস্ত করবার আমার দরকার কি? অলস চিন্তার আমি কোন সার্থকতা দেখি না। আচ্ছা, ওহে ভাবুক সুজন, এর converse case টা একবার তুমি ভেবে দেখ দেখি। মনে কর পরের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে তোমার বুকখানা দুঃখে উথলে উঠে একবার দশহাত কি একশ হাত হয়েছে।

কি বিরাট কল্পনা! কল্পনা করতে গেলেও কল্পনা আপনাকে হারিয়ে ফেলে। সে দৃশ্য কল্পনা করতেও পারা যায় না।

পারা যায় না, না ইচ্ছে করে না? পাহাড় ছেড়ে একটা মাটীর ঢিবি দেখেও উপমা দেবার সময় পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গটি পর্য্যন্ত বাদ যায় না; যারা জীবনে কখনও একটা ডোবাও দেখেনি, তারাও অনন্ত সাগরের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তনে শতমুখ। আর এর বেলা কল্পনা হারিয়ে যায়, তলিয়ে যায়। তোমাদের কল্পনাও বেশ হাতধরা দেখছি।

কল্পনা জিনিষটা কি আগে বোঝ। বোঝাও।

অন্তরের ভাবকে রস দেওয়া, নাম দেওয়া হচ্ছে কল্পনার কাজ।

বেশ!

যেমন কোন এক প্রণয়ী তার প্রিয়তমার পুণ্য প্রেমের করুণ স্মৃতি ফুটিয়ে তুললে তাজমহলের কল্পনায়। একেই বলে করুণ রস।

তাজমহল কি একটা কল্পনা? সেটা যে সত্য, বাস্তব।

সত্য হ'ক, মিথ্যা হ'ক, তাতে কিছু যায় আসে না। তার কল্পনা নিয়ে হচ্ছে কথা। একবার কল্পনা করতে চেষ্টা কর দেখি, সেই মর্ম্মরে গঠিত বিরাট সৌধ—আর সেটা তৈরি হয়েছে ইট পাথরে নয়, চুন-সুরকি দিয়ে নয়, শুধু চোখের জল দিয়ে।

এই বললে মর্ম্মরে গঠিত, আবার বলছ ইট-পাথরের গড়া নয়। কথাটা ঠিক পরিপাক ক'রে উঠতে পারলাম না।

মর্ম্মর মানে কি সেই মর্ম্মর? তা নয়। মর্ম্মের প্রতি অণু, প্রতি রেণু, প্রতি কণা, যা মূর্ত্ত হয় কেবল চোখের জলে।

বেশ গাইছ তার পর? আচ্ছা, এ তাজমহলটা নিশ্চয়ই আগ্রার সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তাজমহল নয়?

সেই তাজমহল—সম্রাট-প্রিয়ার সমাধিক্ষেত্র—একটা জীবন্ত করুণ রস!

সে জীবন্ত মূর্ত্তি দেখেছ কখনও?

নাই বা দেখলাম? কল্পনা করতে দোষ কি? একবার মানস-মন্দিরের সেই নিগূঢ়তম প্রদেশে সেই মূর্ত্তি ধ্যান ক'রে বসাতে চেষ্টা ক'রে দেখি—।

আমার অত ঝক্কমারিতে আবশ্যক কি? আমি ত কতবার দেখেছি—।

দেখেছ? কি দেখেছ শুনি?

দেখেছি একটা বিরাট অপরূপ সৌন্দর্য্য, মানুষের হাতের তৈরী একমাত্র সৃষ্টি, যেখানে বাস্তবের কাছে কল্পনা পরাভূত হয়েছে।

আর? আর সেই সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়ে কি ফুটে বেরুচ্ছে?

ফুটে বেরুচ্ছে সম্রাটের ঐশ্বর্য্য, মোগলের মহিমা, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।

তার পর? আর কিছু দেখতে পেলে না? কারুণ্যের একটা অফুরন্ত উৎস সেই মর্ম্মর প্রকার ভেদ করে—।

কই না, কিছু না। আর যদিও কারুণ্যের ছিটে ফোঁটা থেকে থাকে, তাও উঠে গেছে—pathos expires under the slow labour of the chisel! তুমি হয়ত বলবে চর্ম্মচক্ষু দিয়ে তা দেখা যায় না, তা দেখবার জন্যে আলাদা চোখ চাই। হতে পারে; হয়ত কবির সে কল্পনা-চক্ষু আমার নেই। কিন্তু যদি থাকত, তা হলেও কেমন করে করুণার উৎস খুঁজে পেতাম সেই কঠিন পাষাণের বুকে—যখন মনে হয়, যাকে স্মরণীয় করবার জন্যে এই বিরাট, কল্পনাতীত, অপার্থিব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি, সে সম্রাটের প্রণয়িনী নয়, হৃদয়েশ্বরী নয়, মানসমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নয়, কেবল হাজার দাসীর একজন দাসী মাত্র? নিষ্ঠাহীন প্রেম কল্পনা করবার মত অতখানি কবিত্ব আমার সত্যি সত্যিই নেই, তা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি!

তোমার যত রাজ্যের queer ideas—একেবারে সৃষ্টিছাড়া!

হতে পারে।

আচ্ছা, তোমার মতে তা হলে করুণ রসটা কি?

রসের ধার কখনও ধারি নি। তবু আমার মনে হয়, যখন দুঃখের ঘা লেগে অন্তর হতে অজস্র তরঙ্গ প্রবাহিত হয়—কল্পনার মধ্য দিয়ে নয়, কর্ম্মের মাঝখানে, উপভোগ করবার জন্যে নয়, পরের সেই দুঃখ দূর করবার জন্যে; তখনই আমরা যথার্থ করুণ রসের সন্ধান পাই।

তা হলেও তোমার মতেও ত দুঃখীর দুঃখটাই হচ্ছে করুণ রসের sine qua non?

সেটা করুণ রসের নয়, কোন এক বেআদব স্রষ্টার বেহায়া সৃষ্টির sine qua non; করুণ রস হচ্ছে তার প্রতিবাদ।

উল্টেই শোও আর পাল্টেই শোও, সেই পায়ের দিকেই পাশতলা। ঘুরিয়েই বল আর ফিরিয়েই বল, ঘুরে ফিরে সেই গোঁজের গোড়ায় আসতেই হবে। সেই পরের দুঃখ আর সেই প্রাণের প্রবাহ—তা হলে তোমার আর আমার মাঝখানে তফাৎ রইল কোনখানে?

তফাৎ থাকবার ত কোন করণ দেখি না। তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ—একই রক্তমাংস দিয়ে গড়া, একই হাসিকান্নার সাড়া সবার প্রাণকে সজীব ক'রে রেখেছে। আমার হাসি তোমাকে হাসায়, সেই হ'ল হাস্যরস; তোমার কান্না আমাকে কাঁদায়, সেই হ'ল করুণ রস।

চাঁদ-তারা মার্কা এলুমিনিয়মের বাসন

পূজাপার্ব্বণ, উপনয়ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যাপারাদিতে ও

নিত্যনৈমিত্তিক প্রত্যেক কার্য্যে সমান উপযোগী।



"চাঁদ তারা"
বিশুদ্ধ
এলুমিনিয়মে প্রস্তুত
দেখিতে সুন্দর ব্যবহারে
ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না,
স্থায়ী ও হাল্কা। ভাঙ্গি-
বার বা নষ্ট হইবার
সম্ভাবনা নাই। উপ-
যোগিতায় অতুলনীয়,
অথচ মূল্য সুলভ।

তাই বাঙ্গালার গৃহে গৃহে
চাঁদ-তারার এত সমাদর।
মা-লক্ষ্মীরা আজ চাঁদ-
তারার শতমুখে প্রশংসা
করিয়া থাকেন।

দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কসে প্রস্তুত

গোবর্দ্ধনদাস মানেকলাল, ৫৬।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফো —২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

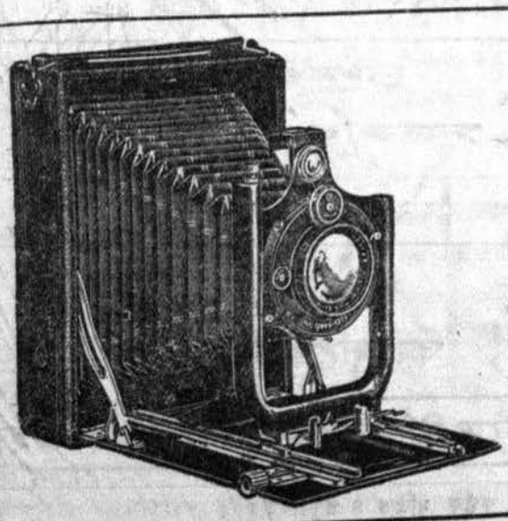
মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের
সিল্কের সূটের
ও সার্টের কাপড়
এবং অভিনব
ছাপান সাড়ী ও
মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

আমরা কলিকাতার
প্রদর্শনীতে স্বদেশী
সিল্কের অভিনব
বৈচিত্রের আয়োজন
করিয়াছি দেখিতে
অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলকাতা।



হেমন্তের সোনালী আলোর আভা আপনার প্রত্যেকখানি স্ন্যাপকে উজ্জ্বল মাধুরী মণ্ডিত করিবে। এমন দিনে আপনি কয়েক ঘণ্টার শিক্ষায় এমন চমৎকার ছবি তুলিতে পারিবেন যাহা অন্য ঋতুতে কোন উপায়েই সম্ভব হইবে না। হেমন্তের এমন মন-ভোলানো আলোর সুযোগটি আপনি অবহেলা করিতে পারেন না।

—নিজের ফোটো— —এনলার্জমেণ্ট—

ক্যামেরা

প্লেট—পেপার—ফিল্ম—মাউণ্ট—ডিশ ইত্যাদি—ইহার মধ্যে আপনার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আপনার চিরপরিচিত বিশ্বস্ত—

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিসকে

ভুলিবেন না

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮

৭৪।১ হ্যারিসন রোড, কালকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি]

শনিবার ২২শে ডিসেম্বর রাত্রি ৭ টায়
ও পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৪॥ টায়

জাতিচ্যুত

সোমবার ২৪শে ডিসেম্বর ম্যাটিনী ৪॥ টায়

বাঙ্গলার মসনদ

কিন্নরী

মঙ্গলবার ২৫শে ডিসেম্বর রাত্রি ৭ টায়

ত্রিমূর্ত্তি

সত্যের সন্ধান

বুধবার ২৬শে ডিসেম্বর ম্যাটিনী ৪॥ টায়

জাতিচ্যুত

আগ্রম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে. মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্টীট, কলিকাতা

বড়দিনের অভাবনীয় আয়োজন!

শনিবার ২২শে ডিসেম্বর রাত্রি ৭॥০ টায়
রবিবার ২৩শে .. ম্যাটিনী ৪॥০ টায়

দিগ্বিজয়ী

(মহাসমারোহে ৪র্থ ও ৫ম অভিনয় রজনী

সোমবার ২৪শে ডিসে ॥০ টায়

১। যো
২। শেষরক্ষা

মঙ্গলবার ২৫শে ডিসেম্বর বেলা ২ টা

দিগ্বিজয়ী

বুধবার ২৬শে ডিসেম্বর দুইবার অভিনয়

প্রথম অভিনয় বেলা ২ টা

সীতা

দ্বিতীয় অভিনয় রাত্রি ৮ টায়

আলমগীর

বৃহস্পতিবার ২৭শে ডিসেম্বর বৈকাল ৪॥০ ট

১। চন্দ্রগুপ্ত
২। সধবার একাদশী

শুক্রবার ২৮শে ডিসেম্বর রাত্রি ৭॥ টায়

১। রঘুবীর
২। আবুহোসেন

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্টীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
২৯শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২০শে পৌষ
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

গেলবারেই "দিগ্বিজয়ী"র আলোচনা-প্রসঙ্গে নাট্যমন্দিরের প্রয়োগকর্ত্তার পারিপার্শ্বিক সৃষ্টির ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছি। এবারে প্রথমেই "দিগ্বিজয়ী"র প্রয়োগ-পটুতা নিয়ে আলোচনা করব।



*

আমরা বহুবার বলেছি, পূর্ব্ব-যুগের বাংলা রঙ্গালয়ে আংশিক ভাবে প্রয়োগপটুতা বর্ত্তমান থাকলেও, তার ভিতরে প্রায়-পূর্ণতার শ্রী দিয়েছেন সর্ব্বপ্রথমে শিশিরকুমার। 'প্রায়-পূর্ণতা' বললুম এইজন্যে যে, য়ুরোপীয় প্রয়োগপটুতার যে-বর্ণনা পড়ি বা শুনি, বাংলা দেশে এখনো তা সম্ভব হয় নি। এবং শীঘ্র তা সম্ভব হবার সম্ভাবনাও দেখছিনা।

*

কারণ য়ুরোপের কোন-একটিমাত্র বিখ্যাত রঙ্গালয়ের ভিতরে যত উচ্চ শ্রেণীর নট-নটী, গায়ক-গায়িকা, সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষক, আলোক-কালোয়াত, চিত্রশিল্পী, নাট্যকার ও গীতিকবি প্রভৃতি (এবং সর্ব্বোপরি অর্থের ও সুরুচির প্রাচুর্য্য) আছে, সমস্ত বাংলা রঙ্গালয়ের সম্মিলিত শক্তিও তার ধারণা করতে পারবে না। সুতরাং এদেশে এখনো নিখুঁৎ প্রয়োগকৌশল দেখবার আশা করাও পাগলামি ব'লে মনে হয়।

*

অথচ এই অসম্ভবের দেশেও সর্ব্বপ্রথমে শিশিরকুমার "সীতা" নাটকে প্রয়োগ-শিল্পীর রাজ্যে যতখানি অগ্রসর হয়েছিলেন, সকলের মনেই তা অকল্পিত বিস্ময় ও সৌন্দর্য্যের সঞ্চার করেছিল। এবং প্রয়োগপটুতার হিসাবে শিশিরকুমার আবার আমাদের বিস্ময়চকিত করেছেন, এই "দিগ্বিজয়ী"র অভিনয়ে।

*

"সীতা"র দৃশ্যপট-বিভাগে যে-প্রয়োগপটুতা প্রকাশ পেয়েছিল, তার প্রভাবে অন্যান্য বাংলা রঙ্গালয়েরও দৃশ্যপটসজ্জায় অল্পবিস্তর নূতনত্ব ও পরিবর্ত্তন এসেছে। কিন্তু "দিগ্বিজয়ী"র দৃশ্যপটসজ্জা আবার এক নূতন দিক দিয়ে অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছে। এর অধিকাংশ দৃশ্যপট দেখেও মনে হবে না, তার মতন পট আর কোথাও দেখেছি। সেগুলি কেবল সুরুচিসঙ্গত ও কালোপযোগী নয়, সে-গুলি নূতন সৃষ্টি। শিশিরকুমারের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছেন ব'লে আমরা নাট্যমন্দিরের মঞ্চশিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও পটকার শ্রীযুক্ত জহুরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

*

তারপর পরিপার্শ্বিকের কথা। এক্ষেত্রে নাট্যমন্দিরের প্রয়োগকর্ত্তা যে সূক্ষ্ম কলাজ্ঞান ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই। প্রথমেই দেখি নাদির সাহের শিবির। আসল শিবির—বিশাল ও বিচিত্র। মাঝখানে শিবির থেকে নির্গমনের পথ—অনেক দূরে চ'লে গেছে। এবং সেই পথেরও দু-পাশে আরো কয়েকটি শিবির-কক্ষ। এই পথের ভিতরেই দৃশ্যটির আসল সৌন্দর্য্য লীলায়িত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রেক্ষাগৃহের পার্শ্ববর্ত্তী আসনশ্রেণী থেকে পথের ভিতরকার দৃশ্যটি ভালো ক'রে দেখা যায় না। নাদির সাহের প্রস্থানের পর আহ্‌মেদ আবদালীর ভেরীনিনাদের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হঠাৎ যখন জাগরণের সাড়া জেগে ওঠে—দূরে, নিকটে, আশেপাশে দামামা ও ভেরীর মুখরতা, গতির চপলতা, পথ দিয়ে সৈন্যদের আনাগোনা ও কুচকাওয়াজ প্রভৃতি—তখনি নাট্যমন্দিরের কৌশলী প্রয়োগকর্ত্তার অস্তিত্ব বড় বেশী ক'রেই অনুভব করা যায়। অদ্ভুত সে সামরিক চঞ্চলতা!

*

তৃতীয় অঙ্কের দিল্লীর চাঁদনীচক রুকনোদ্দৌলা মসজিদের চত্তর-দৃশ্য প্রথম দৃষ্টিতে খুবই সাধারণ ব'লে মনে হয়। কিন্তু এ দৃশ্যের ভীষণ ও ভয়াল ভাব জেগে ওঠে সেই মুহূর্ত্তে, আচম্বিতে,—নাদির সাহ যখন দিল্লীর নাগরিকগণকে হত্যা করবার আদেশ দেন। রঙ্গমঞ্চের উপরে দলে দলে লোক এনে এখানে যদি একটা মস্তবড় খুনোখুনির অনুষ্ঠান করা হ'ত, তাহ'লেও দিল্লীর সেই চিরস্মরণীয়, বিরাট হত্যাকাণ্ডের যথার্থ রূপ দেখানো যেত না—কারণ রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। শিল্পী শিশিরকুমারও সে ব্যর্থ চেষ্টা করেন নি। পৃষ্ঠপটে আকস্মিক অগ্নিশিখার একটুখানি রাঙা আভাস, নেপথ্য থেকে দামামা, ভেরীর নিনাদ

এবং জেতা ও বিজেতার বিজয় ও আর্ত্ত ধ্বনি—তাও অল্প বা অর্দ্ধ স্ফুট—ব্যাস্, আর কিছু নয়! বাকিটুকুর জন্যে রসিক দর্শকের কল্পনা-শক্তির উপরে নির্ভর করা হয়েছে। কিন্তু সরল উপায়েই নাট্যমন্দির যে অসাধারণ ভাবের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, তার সামনে প্রত্যেক দর্শককেই অভিভূত ও আত্মহারা হ'তে হবে। বাংলা রঙ্গমঞ্চে এমন কলাসম্মত দৃশ্যের তুলনা নেই।

*

আমরা মাত্র দুটি দৃশ্যের উল্লেখ করলুম, কিন্তু "দিগ্বিজয়ী" অভিনয়ের সর্ব্বত্রই প্রয়োগকর্ত্তার এমনি অপূর্ব্ব কৌশল দেখা যায়। এবং এ কথা বল্‌লেও মিথ্যা বলা হবে না যে, স্থানে স্থানে অভিনয়ের প্রয়োগনৈপুণ্য নাটকের চেয়েও প্রধান হয়ে উঠেছে। আলোকপাতকৌশলেও নাট্যমন্দির আলোচ্য অভিনয়ে আপনার অদ্বিতীয়তা প্রমাণিত করতে পেরেছেন।

*

গত বারেই দিগ্বিজয়ীর ভূমিকায় শিশিরকুমারের অতুলনীয় অভিনয়ের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি, এবারে অন্যান্য নট-নটীর কথা কিছু-কিছু বলব। নাদিরসাহের পরেই যে-দুটি পুরুষ-ভূমিকার অভিনয় উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে,আলী আকবর (শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী) ও সালে বেগ (শ্রীযুক্তবি খনাথ ভাদুড়ী)। আলি আকবর হচ্ছেন ইরাণী অভিজাত—নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছোটলোকের ছেলে নাদিরসাহের আজ্ঞাবহ হ'তে বাধ্য। আলি আকবর "সাফাভী-রাজবংশের প্রতিহিংসার জন্য" নাদিরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন, সুতরাং নিত্যদৃষ্ট নাটুকে দুরাত্মার দলে তাঁকে ফেলা চলে না। যোগেশ-বাবুর মৌখিক অভিনয়ে ও ভাবের অভিব্যক্তিতে আলি আকবরের চরিত্র খুব উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাঁর চলা-ফেরা ও অঙ্গভঙ্গির ভিতরে যেন ভাঁড়ামির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়—এজন্যে আলি আকবরের অভিজাত-সুলভ ব্যক্তিত্ব অনাহত থাকে নি। আবৃত্তির সঙ্গে এদিকেও একটু দৃষ্টি দিলে যোগেশবাবুর অভিনয় নিখুঁৎ হবে।

*

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথের "সালে বেগ" চমৎকার হয়েছে। নাদির সাহ ছিলেন আদর্শবাদী সালে বেগের মানসপুত্র, এবং (তাঁরই ভাষায়) নাদির তাঁর "কল্পনাকে রূপ দিতে দিতে" চলেছিলেন। কিন্তু দিল্লীর নৃশংস-হত্যাকাণ্ডের পরে পশুশক্তিগর্ব্বিত কঠোর বাস্তবের আঘাতে সালে বেগের কবিত্বপেলব আদর্শ যখন চুরমার এবং তাঁর মানবের মুক্তির স্বপ্ন যখন বিলুপ্ত হয়ে গেল, তখন বিশ্বনাথের অভিনয় সত্যসত্যই মর্ম্মস্পর্শী ও উচ্চশ্রেণীর হয়েছিল। বিশ্বনাথের স্নিগ্ধকোমল, মিষ্ট অথচ গম্ভীর-প্রশান্ত কণ্ঠস্বর তাঁর গৃহীত ভূমিকার সঙ্গে ঠিক খাপ খেয়ে গেছে। দ্বিতীয় অভিনয়-রাত্রে তাঁর কণ্ঠে যে অতিরিক্ত সুরের লীলা ছিল, পরে তার প্রভাব থেকে তিনি প্রায় মুক্ত হয়েছেন দেখে সুখী হলুম। বিশ্বনাথকে অভিনয়-সজ্জায় মানিয়েছিলও সুন্দর। তাঁর 'সালে বেগ' ও যোগেশবাবুর 'আলি আকবর' (সামান্য ত্রুটি থাকলেও) "দিগ্বিজয়ী"র অভিনয়কে অধিকতর উপভোগ্য ক'রে তুলেছে,—শিশিরকুমারের আওতায় থেকেও ফুটে ওঠা কত কঠিন, একথা যাঁরা জানেন, এই দুই অভিনেতার কৃতিত্ব তাঁরা বুঝতে পারবেন।

*

অন্যান্য পুরুষ-ভূমিকাগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। শ্রীযুক্ত জীবনকুমার গাঙ্গুলী নিয়েছেন আমেদ-খাঁর ভূমিকা। তাঁর বলিষ্ঠ, সুগঠিত আকৃতি সামরিক পরিচ্ছদের সম্মান রক্ষা করেছে এবং নাদির সাহের আবৃত্তির পাশে তাঁর দ্রুত-উচ্চারিত বাক্যাংশ বেশ-একটি 'কন্‌ট্রাষ্ট' সৃষ্টি করেছে। কিন্তু দেহকে সৈনিকোপযোগী সতেজ ও সরল করতে গিয়ে স্থানে স্থানে তিনি যেন কিছু আড়ষ্ট হয়ে পড়েছেন। এই দোষটুকু বাদ দিলে তাঁর অভিনয়কে অনায়াসেই ভালো বলা চলে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়ের গৃহীত রহমতের ভূমিকায় স্মরণীয় কিছু দেখাবার সুযোগও নেই এবং তিনিও তা দেখাতে পারেন নি। মোটের উপরে রহমতের ভূমিকাটি হচ্ছে নাটকের ভাব থেকে ভাবান্তরে গমনের সেতু মাত্র। রেজা কুলীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় হয়েছে নির্দ্দোষ এবং এর পরেও তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু বলবার দরকার নেই। শ্রীযুক্ত রামময় চক্রবর্ত্তীর 'আসফজা' ও শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র পালের 'সাদৎ-আলি' অল্পের ভিতরে সুন্দর ফুটেছে—বিশেষ ক'রে তাঁদের ভাবভঙ্গি। শ্রীযুক্ত অমলেন্দু লাহিড়ী "মির্জ্জা মেহেদী"র ভূমিকায় সামরিক সাগর-কল্লোলের ভিতরে সুমধুর নির্ঝর-ধারার মত কলহাস্যধ্বনি জাগ্রৎ করেছেন। আমরা তাঁর অভিনয় উপভোগ করেছি।

*

অধিকতর ক্ষুদ্র পুরুষ-ভূমিকাগুলিতে এঁদের অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়েছে :—শ্রীযুক্ত নৃপেশনাথ রায় (নেক্‌কদম), শ্রীযুক্ত শচীদুলাল দে (আগাবাসী) ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (নাসিরুল্লা)। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গোস্বামীর (মহম্মদ শাহ) অভিনয় আরো উন্নত হওয়া উচিত।

*

নারী-ভূমিকায় সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর 'সিতারা' ও 'জনৈক রমণী'। নাট্যমন্দিরে যোগ দেবার পর শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী কোন নূতন নাটকে যোগ্য ভূমিকার অভাবে এতটা বেশী ফুটে উঠতে পারেন নি। সিতারার ভাব, ভঙ্গি ও অভিনয় প্রতি মুহূর্ত্তেই শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর রসসৃষ্টি করবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছিল। নাদির সাহের প্রতি সিতারার প্রেম, শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা প্রভৃতি শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী কেবলমাত্র তাঁর নিপুণ ও ভাবাভিরাম দৃষ্টির সাহায্যেই এমন নিশ্চিতরূপে প্রকাশ করেছিলেন যে, অধিকাংশ স্থলেই তিনি যেন কথা না কইলেও চলত! সিতারার চরিত্র তাঁর নাটনিপুণতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

*

ঐ ভূমিকাতেই তাঁর "অসি-নৃত্য"ও "দিগ্বিজয়ী"র অন্যতম দ্রষ্টব্য ব্যাপার। পুষ্পাঘাতকাতর বাঙালীর রঙ্গমঞ্চে তরবারির যথাব্যবহার কখনো দেখি-নি। রঙ্গমঞ্চে আসল অসি-যুদ্ধ প্রথম দেখান বোধ হয় শিশিরকুমারই, দ্বিজেন্দ্র-লালের "সীতা"র অভিনয়ে। এর আগে বাংলা রঙ্গালয়ে অসি নৃত্য দেখাবার চেষ্টা দু-একবার হ'য়েছে বটে, কিন্তু সে চেষ্টা এতটা দুর্ব্বল ও হাস্যকর যে, উল্লেখযোগ্যই নয়। কিন্তু সিতারার অসি-নৃত্য মোটেই সে-শ্রেণীতে পড়ে না। এর ভিতরে ফাঁকি নেই, এ একেবারে আসল তরোয়ালের নাচ! এবং এই নাচে শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর কৃতিত্ব ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি দেখে আমরা শুধু মুগ্ধ হইনি, বিস্মিতও হয়েছি।

*

তেমনি অপূর্ব্ব শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর "জনৈক রমণী"র ভূমিকা। এ ভূমিকায় তিনি যে দরদ, করুণ রস ও স্বর-বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলেন, প্রস্তরীভূত হৃদয়েও তা অনুভূতির সৃষ্টি করবে। এই ভূমিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর অভিনয় অধিকাংশ দর্শকের চোখেই অশ্রুর উৎস খুলে দেয়। তাঁর অভিনয় স্মরণীয় হয়েছে।

*

সিরাজী বেগমের ভূমিকায় শ্রীমতী চারুশীলার অভিনয়ও বেশ হয়েছে। নিজের আভিজাত্য-গর্ব্ব তিনি বিশেষ ভাবেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন এবং স্থানে স্থানে তাঁর মূক অভিনয়ও উপভোগ্য। কিন্তু অতিরিক্ত ভাব-প্রকাশের চেষ্টার জন্যে স্থলবিশেষে তাঁর অভিনয় উচিতমত স্বাভাবিক হয় নি। আমাদের বিশ্বাস, শ্রীমতী চারুশীলার মতন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর পক্ষে এই ত্রুটিটুকু শুধ্‌রে নেওয়া কিছুমাত্র শক্ত হবে না।

*

সুর-সংযোজক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারকে এবারে আমরা খুব সুখ্যাতি করতে পারলুম না। "দিগ্বিজয়ী"র প্রথম দুটি গানের সুর চলনসৈ এবং শেষ-তিনটির সুর মনের ভিতরে কোনই ভাবের সৃষ্টি করে না। অভিনয়ের সঙ্গে যে বংশীধ্বনি শুনলুম তা মিষ্টি লাগল এবং এজন্যে আমরা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী ঘোষের নাম সুখ্যাতির সঙ্গে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য মনে করি।

*

সর্ব্বশেষে জিজ্ঞাস্য, নাট্যকার যোগেশবাবু যে ভূমিকায় লিখেছেন, "দিগ্বিজয়ী" রচনায় তিনি Ibsenian Technique অবলম্বন করেছেন, তার কারণ কি? Ibsenian Technique বলতে তিনি যে কি বোঝেন, তাঁর নাটকের ভিতরে সে পরিচয় পেলুম না। আর একটি কথা। যে-নাটকের আগাগোড়া গদ্যে লেখা, তার মাঝখানে আচম্‌কা কবিতার উচ্ছ্বাস কেন?

*

"দিগ্বিজয়ী" নিয়ে দু-বারে আমরা যে দীর্ঘ আলোচনা করলুম, তার দ্বারা আমরা এই কথাই বোঝাতে চাই যে, বাংলার নাট্যজগতে "দিগ্বিজয়ী"র নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তিনটি কারণে:—তা নাটকত্বে শ্রেষ্ঠ, প্রয়োগ-পটুতায় তুলনাহীন ও অভিনয়ে পরম-সুন্দর। আমরা অসঙ্কোচে বলতে পারি, সকল শ্রেণীর দর্শকের হৃদয়কেই "দিগ্বিজয়ী" অন্ততঃ একদিক-না-একদিক দিয়ে পুলকরসে স্নিগ্ধ ক'রে তুলবে।

*

বাংলাদেশে ভালো নাটকের অভাব নিয়ে প্রায়ই হাহাকার শোনা যায়। কিন্তু সংপ্রতি এমন হাহাকারের সুযোগ নেই। কারণ সহরের তিনটি রঙ্গালয়েই এখন এমন তিনখানি নূতন নাটকের অভিনয় চলছে, যাদের স্থান সাধারণ শ্রেণীর উপরে। ষ্টারের "ফুল্লরা", নাট্যমন্দিরের "দিগ্বিজয়ী" ও মিনার্ভার "জাতিচ্যুত" নাটক-হিসাবে বাস্তবিকই সুখ্যাতি লাভের যোগ্য।

*

মিনার্ভার "জাতিচ্যুত" দেখলুম, কিন্তু ছাপানো নাটক আজও হাতে আসে নি। এজন্যে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও নাট্যকারগণকে আমরা একটি কথা বলা দরকার মনে করি। তাঁরা আমাদের কাছ থেকে নাটকের সমালোচনা আশা করেন। কিন্তু মুদ্রিত নাটক অনেক সময়ে আমাদের হাতেই আসে না এবং এলেও এমন অসময়ে আসে যে, নাটক নিয়ে বিস্তৃত ভাবে কোন কথা বলে চলে না, কারণ স্মৃতির সাহায্য সব-সময়ে নিরাপদ ও নির্ভর-যোগ্য নয়। অভিনয়ে "জাতিচ্যুত" তার উপভোগ্য নাটকত্বে আমাদিগকে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু সেখানি কেন যে ভালো নাটক, আপাততঃ তা নিয়ে আলোচনা করতে ভরসা হচ্ছে না। মুদ্রিত নাটক হস্তগত হ'লে সে আলোচনা করব।

*

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।



বিনামূল্যে কলেরা চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

"আত্মশক্তি"র চন্দ্রশেখরকে "জাতিচ্যুত" নাটক-হিসাবে তেমন আকৃষ্ট করেনি। বোধ হয় তিনি প্রথম রাত্রের অভিনয় দেখেছেন। আমরা শুনেছি, তাড়াতাড়িতে পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও মহলার অভাবে এবং দৃশ্য-সংস্থাপনের বিশৃঙ্খলায় "জাতিচ্যুতে"র নাটকত্ব সেদিন মোটেই বিকসিত হ'তে পারে নি। দ্বিতীয় রাত্রের অভিনয় দেখে নাটকখানি আমাদের ভালো লেগেছিল। "আত্মশক্তি"র সমালোচনা প'ড়ে আবার একদিন অভিনয় দেখলুম। কিন্তু নাটকখানি সেদিনও ভালো লাগল। চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিগত মত আমাদের বিরোধী হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, আর একবার "জাতিচ্যুত" দেখলে নাটকখানি তাঁরও ভালো লাগবে।

*

প্রস্তুত হবার আগে নাটক খোলার জন্যে আমরা মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষকে সুখ্যাতি করতে পারলুম না। প্রথম রাত্রের দর্শকদের মতামতের উপরে অনেক সময়েই যে নাটকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, ব্যবসা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েও আমোদের রঙ্গালয়ের পরিচালকেরা সে কথা ভুলে যান কেন?

*

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি:—

২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

অতঃপর "জাতিচ্যুতে"র অভিনয়ের কথা। অভিনেতাদের মধ্যে চারজন বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—শ্রীযুক্ত ভূমেন রায় (যদুনারায়ণ), শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (এব্রাহিম), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ ব্রাহ্মণ গিরিনাথ) ও শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ (দিনরাজ)।

*

যদুনারায়ণের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়ের ক্রমবর্দ্ধমান যশ ম্লান হয় নি, উজ্জ্বলতরই হয়েছে। প্রত্যেক ভূমিকার ধারণায় তিনি যে নূতন ভঙ্গিতে ভাবের অভিব্যক্তি দেখাতে পারছেন, এইটেই তাঁর পক্ষে সব চেয়ে গৌরবের কথা। যদুনারায়ণের রাজোচিত ব্যক্তিত্ব ও তাঁর স্নেহ-প্রেম আশা-হতাশা এবং সুখ ও দুঃখের নিখুঁৎ প্রতিচ্ছবি শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়ের অভিনয়ে রূপ-রেখায় প্রস্ফুট হয়েছে। আবৃত্তির মধ্যেও স্বরের উত্থান-পতন ও অনায়াস লীলার মাধুর্য্য এবং সেই সঙ্গে মানা-সৈ অঙ্গভঙ্গির সৌন্দর্য্যও উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতন নবীন অভিনেতার ভিতরে যে অনুকরণের ছাপ্ নেই এটাও তাঁর শক্তির নিদর্শন। ভূমেনবাবুর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নেই,—তাঁর তারকা এখন নিশ্চয়ই ঊর্দ্ধগামী।

*

অভিনয়ের সুষমা আর একদিক থেকে মধুরতর ক'রে তুলেছেন এব্রাহিমের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এ-রকম ভূমিকা জমিয়ে তোলা বড় শক্ত কাজ। কারণ এব্রাহিম নাটকে দুরাত্মা না হ'লেও বাঙালী দর্শকদের সহানুভূতি লাভ করা তার পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু এ ভূমিকায় শরৎবাবুর কলানৈপুণ্য এমন চমৎকার হয়েছে যে, দর্শকদের সহমর্ম্মিতা থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি। কিন্তু তাঁর অঙ্গভঙ্গি আর আবৃত্তির কৌশল শেষের দিকে আর-একটু পরিবর্ত্তিত এবং চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তাঁর দৈহিক চাঞ্চল্য আর-একটু অল্প হ'লে এই ভূমিকার অভিনয় নির্দ্দোষ হয়ে উঠবে।

*

কৃষ্ণবাবু গিরিনাথের ভূমিকায় আমাদের মনকে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছেন। পৃথিবীর রঙ্গালয়ের ইতিহাসেও কোন অন্ধ কলাবিদ যে এমন কঠিন ভূমিকা অভিনয় করতে পেরেছেন। এ-কথা পড়িনি। এবং কৃষ্ণবাবুও যে এত সুন্দর অভিনয় করতে পারেন, এ-কথা এই প্রথম জানলুম। তাঁর আন্তরিকতা অসাধারণ এবং এইজন্যেই এখনো আমাদের চোখের সামনে তাঁর অভিনয়ের ছবি জেগে রয়েছে, যেন এক অশ্রুর স্বপ্ন! আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে, নিয়তির নিষ্ঠুরতায় তিনি অন্ধ; নইলে তাঁর শক্তির মধ্যে আরো কত সম্ভাব্য ছিল, আমরা তা কল্পনা করতে পারছি না। এ ভূমিকায় তিনি সুরে যে গান গেয়েছেন, তা গান বলতে আমরা যা বুঝি ঠিক তাই নয়—ভাগ্যাহতের হৃদয়োচ্ছ্বাসকেই সুরের সাহায্যে তা প্রকাশ করেছে এবং এ-হিসাবে গানগুলিও অভিনয়ের সঙ্গে ঠিক খাপ খেয়ে গেছে।

*

শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহের গৃহীত "দিনরাজ" একটি সরল, সহজ ও সুন্দর চরিত্র এবং এটিকে ফোটাবার জন্যে প্রভাতবাবু যে অভিনয় করেছেন তাও হয়েছে সরল, সহজ ও সুন্দর। তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে কল্যাণীর কাছে দিনরাজের হৃদয়-নিবেদন বেশ সরস ও মধুর, দর্শকরা উপভোগ করেছে।

*

এর পরেই উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়ের অভিনয়, ন্যায়রত্নের ভূমিকায়। সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উদারতা, সঙ্কীর্ণতা, মহত্ত্ব ও অন্ধ রক্ষণশীলতা প্রভৃতি দোষ-গুণ সুরেনবাবুর স্বাভাবিক অভিনয়ে সুন্দররূপে প্রকাশ পেয়েছে। রাজা গণেশের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পালের অভিনয়ে বাক্যাংশ বেশ, কিন্তু অঙ্গ-সঞ্চালনে শ্রীছাঁদ কম। একটি ক্ষুদ্র বালিকার দ্বারা অভিনীত অনুপনারায়ণের ভূমিকা খুব ভালো লাগল। বাটুর আবির্ভাব কৌতুককর বটে।

*

স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে সব চেয়ে প্রশংসাযোগ্য হয়েছে শ্রীমতী নগেন্দ্রবালার "ত্রিপুরাসুন্দরী"। পেলব মাতৃত্বের সঙ্গে হিন্দু নারীত্বের দ্বন্দ্ব—ধর্ম্মের সঙ্গে মর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত অপূর্ব্ব নিপুণতার সঙ্গে শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা চোখের সামনে জাগিয়ে তুলেছেন। তাঁর অভিনয়কে কোথাও অভিনয় ব'লে সন্দেহ হয়নি।

*

শ্রীমতী নবতারার "কল্যাণী" দিব্যি হয়েছে—শান্ত ও মিষ্ট। শ্রীমতী রেণুবালার "উমা" অল্পের ভিতরেই সুন্দর ফুটেছে—করুণ রসে মনকে ভিজিয়ে দেয়। শ্রীমতী "আশমানতারা" মন্দ নয়, কিন্তু ভূমিকাটি শ্রীমতী উষাকে দিলে অভিনয় হ'ত উচ্চতর। শ্রীমতী আঙুরবালার "নবকিশোরীর ভূমিকাও সুন্দরতর হওয়া উচিত ছিল, যদিও তাঁর অভিনয় নিন্দা-করবার-মতও হয় নি। কিন্তু গানে তিনি নিজের মর্য্যাদা রেখেছেন।

*

"জাতিচ্যুতে"র অভিনয়ে কয়েকখানি নূতন দৃশ্যপট দেখলুম, তাতে পটকার পটলবাবুর সুদক্ষ হস্তের ছাপ আছে, কিন্তু প্রয়োগকর্ত্তার মস্তিষ্কের পরিচয় নেই। অবশ্য সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিকে তা মুগ্ধ করতে পারে, কিন্তু এখানে "আত্মশক্তি"র সমালোচক যে বলেছেন "দৃশ্যপটাদি ও সাজসজ্জা স্থানকালপাত্রের উপযোগী হয়েছে", এ মত আমরা মানতে পারলুম না। কারণ নাট্যকার না ব'লে দিলে দৃশ্যপটাদি দেখে কারুর পক্ষে আন্দাজ করাই অসম্ভব যে, নাটকের ঘটনাস্থান হচ্ছে প্রাচীন গৌড়। নাটকের গানগুলি ভালো লেখা হয় নি। এবং এযুগেও 'হ'তে'র সঙ্গে 'রাতে'র, 'বাঁশী'র সঙ্গে 'বসি'র এবং 'মনে'র সঙ্গে 'পানে'র মত এক অক্ষরের মিল একেবারে অচল। কোন কোন গীতে গানের গঠন নেই এবং কোন কোন গীত দীর্ঘতাদোষদুষ্ট। কোন কোন গীতে একাধিকবার এক মিল ব্যবহার করা হয়েছে। গানগুলিতে ভাবের দোষও অনেক দেখানো যায়, কিন্তু তার আর দরকার নেই।

*

উপরের দোষগুলি বিশেষজ্ঞের আলোচ্য, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে "জাতিচ্যুত" যে তার নাটকীয় সৌন্দর্য্যে (যা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব) এবং অভিনয়-সৌন্দর্য্যে উপভোগ্য হবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। আমাদের কথা সত্য কিনা পাঠকরা তা পরীক্ষা করতে পারেন।

*

ইতিমধ্যে আমরা এই কয়টি অভিনয় দেখে এসেছি। (১) ষ্টারের "রজনী" ও "শাঁখের করাত"। (২) মনোমোহনের "পথের শেষে"। (৩) এম্পায়ারে রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের "চিত্রাঙ্গদা"। এবারে অত্যন্ত স্থানাভাব, আসছে বারে আমরা ঐ-সব অভিনয়ের সমালোচনা প্রকাশ করব।

*

বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে গত সপ্তাহে "নাচঘর" প্রকাশিত হয়নি।

নূতন নাটক। নূতন নাটক॥

সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মীরাবাঈ

দাম—

১১ নং কলেজ স্কোয়ার।

নাচঘর কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

ড্রাম /৫ এবং /১০। আমরা আমেরিকা হইতে ঔষধাদি মেসার্স বোরিক এবং ট্যাফেল এবং জার্ম্মানীর ডাক্তার সোয়াবের নিকট হইতে আনাই।

সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স, পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউলস, পিলউল্‌স, ইত্যাদি বাজার অপেক্ষা সুলভ দরে বিক্রয় হয়। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স সুলভে পাওয়া যায়।

কৃত্রিম দন্ত।

বিলাতী প্রত্যেকটীর মূল্য ৩৲

আমেরিকান প্রত্যেকটীর মূল্য ২৲

যন্ত্রণাবিহীন নিরাময়। বিচক্ষণ দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত তোলা ও পরিষ্কার করা হয়।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল-মসলা ব্যবহার করি এবং আমাদের মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ।

সুরেন্দ্র হোমিও ফার্ম্মেসী

ডেণ্টিষ্ট এণ্ড হোমিও ড্রাগিষ্ট

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (পশ্চাৎ) কলিকাতা।

চাকার নীচে

(এক অঙ্কে ও একটিমাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ সামাজিক নাটক)

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব পাঁচ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের শেষ কথার পুনরাবৃত্তি :—

বিকাশ। যাক্ ভাই, কাজ নেই। মন বলচে তোমাকে যেন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্চি। হয়ত আর আমাদের দেখা হবে না।...নেমে এস, কাজ নেই।

শেষাদ্রি (হাসিয়া)। পাগল!

গবাক্ষ-পথে অন্তর্হিত হইল। বিকাশ কিছুক্ষণ ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতসীর হাত-ব্যাগ্‌টা রাখিতে ছাত্রমহলে গেল। ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিতেই কিঙ্কর প্রবেশ করিলেন।]

কিঙ্কর। শৈলেশ্বর ফিরেচেন?

বিকাশ। এসেছিলেন, আবার বেরিয়েচেন। এতক্ষণে ফেরার সময় হয়েচে।

কিঙ্কর। তাহলে অপেক্ষাই করি—[চেয়ার টানিয়া বসিলেন। বিকাশ সদর পথে বাহির হইয়া গেল, কিঙ্কর তৎক্ষণাৎ উঠিয়া জানালার কাছে গেলেন এবং বাহিরে তার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।]

বিকাশ দেখি, মহিমবাবুর বাড়ীর দিকে তাকিয়ে আছে—

[ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া]

শেষাদ্রি কি তাহলে ওখানেই? তাই হবে।...দেখিগে।

[কিঙ্কর বাহির হইবে, এমন সময়ে শৈলেশ্বর প্রবেশ করিলেন।

শৈলেশ্বর। এই যে কিঙ্কর। জানি তোমাকে আস্‌তেই হবে। এক্ষুনি তোমাকে লিখ্‌ছিলুম, কিন্তু বারো ঘণ্টাও তর্ সইলনা, ছুটে এসেচ।

কিঙ্কর (আশ্চর্য্য হইয়া)। আমি আস্‌ব জান্‌তে নাকি?

শৈলেশ্বর। একেই বলে প্রেম! রাণী এলে তাঁর কিঙ্করটিও যে আস্‌বেন তা আর হাত গুণে জান্‌তে হয় না!

কিঙ্কর। কি বাজে বক্‌চ, তোমার সঙ্গে আমার গুরুতর কথা আছে।

শৈলেশ্বর। দোহাই তোমার, ছেলেমানুষি কোরো না। শরতের সহজ স্বচ্ছ মেঘকে গুরুতর করে তোলার কিছু নেই—তার গর্জ্জনও নেই, বর্ষণও নেই—তার কেবল চপল লঘু নৃত্য।

কিঙ্কর। অবাক্ করলে! তামাসার কথা নয়, সত্যিই গুরুতর ব্যাপার—

শৈলেশ্বর। লঘু-গুরু জ্ঞান কি আর তোমার আছে? মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর দেখি—তাহলেই দাম্পত্য কলহ সম্পর্কে বনবাসী ব্রহ্মচারী মহর্ষিরা যে তত্ত্ব কথা বলে গেছেন তার মর্ম্ম উপলব্ধি হবে।

কিঙ্কর। বাক্য ব্রহ্ম, সুতরাং অক্ষয় অব্যয়—যত খুসি খরচ করতে পারো, ফুরোবে না, কিন্তু তার অর্থ না থাকলেই অনর্থ ঘটে!

শৈলেশ্বর। নারীর মন কেমন জানো? জলে থাক্‌লে ডাঙায় আস্‌তে চায়, আবার ডাঙায় থাক্‌লে জলের জন্যে তার মন কেমন করে। এতদিন তাদের একটির সঙ্গে ঘর করেও যদি তাদের মন না বোঝো—

কিঙ্কর। ভালো বিপদ! নারীর মনোবৃত্তি সম্বন্ধে তোমার Sermon কে চাইচে যে তুমি চার মণ মোহমুদ্গর আমার ঘাড়ে চাপাচ্চ? এখন আমার কথাটা শোনো, আমি খানিক আগে আরেকবার এসেছিলুম, তুমি ছিলেনা—

শৈলেশ্বর। ডাক্তারের কাছে গেছলুম, তাঁকে পেলুম না, কিন্তু এখানে না বসে এতক্ষণ কোথায় ছিলে? অত্যন্ত চটে মটে পথে পথে ঘুরছিলে বুঝি?

কিঙ্কর। যখন চোখে চোখে দেখা হ'ত তখন ঢের ঘুরেচি, এখন আর পথে পথে ঘোরার বয়স নেই, অবসরও কম। এতক্ষণ ছিলাম পুলিস সাহেবের বাসায়, তারপর তাঁকে নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে—

শৈলেশ্বর। সেখানে কেন?

কিঙ্কর। আরে, জানোনা বুঝি? মা ার ছেড়ে আমি যে পুলিসে-কাজ নিয়েচি।

শৈলেশ্বর। তাই নাকি? দেখ্‌চি নমিতার মতো তুমিও একটি Surprise packet. কিন্তু মাষ্টারি ছাড়লে কেন?

কিঙ্কর। ছেলেরা বড্ড পেছনে লেগেছিল।

শৈলেশ্বর। তাই বুঝি এবার তাদের পেছনে লাগ্‌লে? Noble Revenge!

কিঙ্কর। ছাড়তে বাধ্য করলে, এমনকি শেষটা আমাকে খুন করবার ষড়যন্ত্র! বাংলার শিশুরা যে দৌরাত্ম্যের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা নিয়ে জন্মায় তা এমন কে জান্‌ত!

শৈলেশ্বর। তাই বুঝি জীবনে শিশুপাল বধের ব্রত নিলে?...যাক্, দুটো কাজে তফাৎ বড় নেই হে—মাষ্টারের কাজ গাধা পিটে ঘোড়া করা, আর পুলিসের কাজ ঘোড়া পিটে গাধা করা,—দুইই পিটুনি।

কিঙ্কর। কিন্তু যাই বল, দুদলের কাজের সামঞ্জস্যে বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা পাচ্ছে—আসলে যে গাধা সেই গাধাই থেকে যাচ্ছে!

[হোষ্টেলের চাকর প্রবেশ করিল]

চাকর। বাবু!

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শ্যালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ী—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

শৈলেশ্বর। কিরে? চূণকাম ধোয়া মোছা শেষ? ঘর গুলো সব সাজানো হয়েচে? মিস্ত্রিদের মজুরি চুকিয়ে দিয়েচিস্?

চাকর। সন্ধ্যার আগেই। চৌকি, টেবিল গুলোও সব সাজানো হোলো। আপনি একবার দেখবেন না?

শৈলেশ্বর (উঠিলেন)। চল্, দেখি—

কিঙ্কর (ব্যস্ত হইয়া)। কোথায় চল্লে আবার?

শৈলেশ্বর। কাল সব ছেলেরা ফিরবে, এই কদিন হোষ্টেলের ঘর গুলোর কলি ফেরান হচ্ছিল। কেমন হয়েচে দেখিগে—

কিঙ্কর। আমার কথাটা শেষ করে যাও, আসল কথা তো এখনও পাড়িইনি—

শৈলেশ্বর। ব্যস্ততার কোন দরকার নেই, সমস্ত আসল কথা যিনি আস্‌লেই ফুরোয়, আমি এসেই তাঁর সঙ্গে মিলন করিয়ে দেব। ততক্ষণ একটু জিরোও।

[শৈলেশ্বর ও চাকর ছাত্রমহলে গেলেন।

কিঙ্কর। ভালো লোকের পাল্লায় পড়িচি! বিপদ বাহোক্!

[অন্দর মহল হইতে নমিতার প্রবেশ।

নমিতা। শৈলেশ!

[কিঙ্করকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

কিঙ্কর (একান্ত বিস্ময়ে) একি! তুমি এখানে!

নমিতা। কেমন ক'রে জানলে, এখানে এলে কি করে?

কিঙ্কর। আমারো ত তাই প্রশ্ন! শৈলেশ্বর কি এতদিনে আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ আবিষ্কার করলে নাকি!

নমিতা। আমার চিঠি পাওনি? তোমার টেবিলে রেখে এসেচি।

কিঙ্কর। বাড়ী ফিরে' পাব বোধকরি। কিন্তু তার জন্যে তত ব্যস্ত নই—

নমিতা। না পেয়েচ ভালোই হয়েচে। আজ তোমাকে সমস্ত খুলে বলব,—যা চিঠিতে লেখা ছিলনা, যা কোনদিন তোমাকে বলিনি। তারপর তুমি যা ভালো বোঝো কোরো।

কিঙ্কর। সব কথার আগে এই কথাটা বলে বাঁচাও, এখানে হঠাৎ কেন?

নমিতা। সব কথা শুন্‌লেই বুঝতে পারবে।—আমাদের বিবাহের আসরে শৈলেশ্বর যে গানটা গেয়েছিল তোমার মনে আছে?

কিঙ্কর।—"একদা তুমি প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে, বসেচ ফুলসাজে সে কথা কি গেছ ভুলে!"—রবিবাবুর এই গানটা। এতদিনেও ভুলতে পারিনি এইজন্যে যে এটা ভোলা শক্ত—তোমারো এবং আমারো।

নমিতা। তা বটে।—এত গান থাকতে এই গানটাই শৈলেশ কেন গাইল, ফুলশয্যার রাত্রে বারবার এই কথাটাই তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে—

কিঙ্কর। করেছিলুম, ফুলশয্যাটা কাঁটার শয্যার মতো ঠেক্‌ছিল বলেই।

নমিতা। সেদিন আমি কোনো জবাব দিইনি, আজ আমি সেই গানটারই জবাব দিতে এসেচি—সেই গায়ককে।

কিঙ্কর। কি জবাব?

নমিতা। ভুলিনি—কেবল এই কথাটা।

কিঙ্কর। আর আমাকে একবারে জবাব দিলে?

নমিতা। তুমি এত সহজে ব্যাপারটা নেবে আমি আশা করিনি।

কিঙ্কর। শৈলেশ আমার জন্যে স্বার্থত্যাগ করতে পারে আর আমি তার জন্যে পারিনে?

নমিতা। পারলে সুখের, কিন্তু সত্যি কথাটা শুনেই কোরো। তোমার সঙ্গে বিবাহের আগে শৈলেশের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল, কাজেই সমাজ-মতে আমাদের বিবাহ সিদ্ধ নয়।

কিঙ্কর (কিছুমাত্র আশ্চর্য্য না হইয়া)। সিদ্ধ না হোক, আমাদের বিবাহটা কাঁচাই রইল; কিন্তু আমরা এতদিন যে একত্র বাস করলুম, এর জন্যে তুমিত সমাজ মতেই পতিতা বলে গণ্য হবে।

নমিতা। তোমার কথায় আমার ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ল। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, এক জায়গায় পিছল ছিল, পড়ে গেলুম। চারি দিকে লোক দাঁড়িয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল, সমালোচনা কর্‌তে লাগ্‌ল, আমার পা মচকে গিয়ে উঠতে পার্‌ছিলুম না, কিন্তু কেউ উঠ্‌তে সাহায্যও করল না। সহসা একজন বুড়ো ভদ্রলোক এসে আমাকে বল্লেন, বাছা, পড়ে গেছ—তুমি পতিতা। ব্যথা করছিল বলেই হোক্ বা তাঁর কথা শুনেই হোক্ আমি কাঁদতে লাগলুম। তিনি আমাকে তুলে ধরে বল্লেন, এই যে দাঁড়িয়ে গেছ, আর তুমি পতিতা নও। আমি সেই কথাই তোমাকে আজ বলি, এতদিন পতিতা ছিলুম বটে, কিন্তু এখন দাঁড়িয়েছি, আর পতিতা নই। এখন রাস্তা দিয়ে যারা চল্‌ছে আমি তাদেরই একজন।

কিঙ্কর। বেশ, তবে আমার কথা শোনো। ফুলশয্যার পরদিনই শৈলেশকে ওই গানটার মর্ম্ম জিজ্ঞেসা করি। গানটার সুর আমার মনের অসুরকে জাগিয়ে তুলেছিল।—এবং বুঝতেই পারচ সুরাসুরের দ্বন্দ্বে আমার অবস্থাটা কেমন মর্ম্মান্তিক দাঁড়িয়েছিল।

নমিতা। সে কি বল্লে?

কিঙ্কর। সে যা বল্লে তাতে বুঝলুম শঙ্করাচার্য্য যথার্থই বলে গেছেন—অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্। তোমার সঙ্গে বিবাহের অভিনয়ের কোনো কথাই সে গোপন করেনি।

নমিতা। বিবাহের অভিনয়!—

কিঙ্কর। সে ত তাই বল্লে। কিন্তু আমার মনে হয় অভিনয়টা সুরু হোলো যবনিকার পর—আমাদের ঘরের নেপথ্যে। যখন জগৎসিংহ রঙ্গমঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নমিতা। কথা কাটাকাটি করতে চাই নে, আমি স্থির করেচি তোমার বাড়ী আজ থেকে আর আমার বাড়ী নয়।

কিঙ্কর। বেশ ত, থাকোনা দিন-কত এখানে। শৈলেশ ভদ্রলোক—আমি বল্লে হয়ত তার আপত্তি হবে না, কিছুদিন থেকে তোমার মনটাও ভালো নেই, হাওয়া বদ্‌লানোর কাজ হবে।

নমিতা (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল)। কেন তুমি আমার সর্ব্বনাশ করলে!

কিঙ্কর। আরে কাঁদ কেন? আমি কি করলুম? তুমি যা করবে তাতেই ত আমি রাজি।

নমিতা (বাষ্পরুদ্ধস্বরে)। কেন তুমি বিয়ে ক'রে আমার জীবনটা ব্যর্থ করে দিলে?



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

কিঙ্কর। বিয়ে-করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার নয়, তুমিও যে করেছিলে। একই অপরাধের আসামী হয়ে, অভিযোগও করচ, আবার ফাঁসিও দিচ্চ!

নমিতা। সবারই কোলজোড়া চাঁদমাণিক আছে, আমার খোকা যদি না বাঁচে আমি বাঁচব কি নিয়ে?

কিঙ্কর। এ ত ভগবানের হাত নমিতা, দুজন বাঁচেনি বলে যে কেউই বাঁচবে না তা কে বল্লে?

নমিতা। ডাক্তার বলেচেন আমার ছেলে কখনো বাঁচবে না, আর যদি কদাচিৎ বেঁচে যায় সে সুস্থও হবে না, সুশ্রীও হবে না।—

[কিঙ্কর ক্ষণেক গম্ভীর ম্লানমুখে নীরব রহিল। ক্ষণেক স্তব্ধতার পর—

কিঙ্কর। ডাক্তার বলেচে!···কেন, তা কিছু বলেচে?

নমিতা। সমস্তই তিনি বলেচেন, কিছুই গোপন করেন নি।

[একটু থামিয়া।

কেন এ পাপ করেছিলে?

কিঙ্কর (মাথা নত করিয়া ভাবিল)। তুমি সব জেনেচ তাহলে!

নমিতা। সব জেনেচি। কিন্তু যদি জান্‌তে না হ'ত—!

কিঙ্কর। হয়ত আমার বড় দোষ ছিল না। বিয়ের আগে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে গান বাজনা শুন্‌তে 'তাদের' কাছে যেতুম—তারা বল্‌ত নির্দ্দোষ আমোদ। তারপরে মুহূর্ত্তের ভুল—সে আমার যৌবনের অপরাধ নমিতা!

নমিতা। এই মুহূর্ত্তের ভুল সারাজীবন টেনে চল্‌তে হবে?

কিঙ্কর। হ্যাঁ, যদি ছেলেপিলে হয়—বাঁচে, তবে বংশানুক্রমে—

নমিতা (শিহরিয়া)। কী ভয়ানক!—

কিঙ্কর। একটু আগে তুমি বল্‌ছিলে যে ইচ্ছে করলেই কেউ আর পতিত নয়, কিন্তু সে মনের দিক দিয়েই সত্যি—দেহের দিক দিয়ে পড়লে কি আর ওঠা যায়? মনের আঘাত সারে হয়ত, কিন্তু দেহের আঘাত—পক্ষাঘাত?

[নমিতা নীরব।

কিঙ্কর। তুমি হয়ত বল্‌বে নিজে নষ্ট হয়ে কেন তোমাকে নষ্ট করতে গেলুম—বিবাহের অধিকার তো আমার ছিল না। কিন্তু নমিতা, তোমাকে আমি চেয়েছিলুম কেবল তোমারই জন্যে, তোমার ছেলের জন্যে নয়—এই কথাটা তুমি আমার বিশ্বাস কোরো।

নমিতা। কিন্তু আমি যে—

কিঙ্কর। প্রলোভনে পড়ে জীবনের প্রথম ভুল করেছিলুম, বিবাহ করে' দ্বিতীয় ভুল করা আমার উচিত ছিল না।·· ·· আমায় ক্ষমা কর তুমি!

[নমিতা চোখে আঁচল চাপিতে চাপিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কিঙ্কর গম্ভীরমুখে স্তব্ধ রহিলেন। ক্ষণেকপরে সাধারণ-পরিচ্ছদধারী এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল।

সেই ব্যক্তি। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু আছেন?

কিঙ্কর। শৈলেশ্বরবাবু? তিনি ভেতরে; কি দরকার?

সেই ব্যক্তি। আমি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে আস্‌চি, তাঁর কম্পাউণ্ডার। তাঁর ছেলের এই রিপোর্টখানা কলকাতা থেকে এসেচে, তাঁকে দেবেন। ডাক্তার বাবু বল্লেন একঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদে 'কল্' থেকে ফিরে এখানে আস্‌বেন।

কিঙ্কর। দেখি রিপোর্ট—

[খামখানা লইয়া বাস্কেটে রাখিয়া দিলেন।

সেই ব্যক্তি (চলিয়া যাইতেছিল)।

কিঙ্কর (কি ভাবিয়া)। ওহে শোনো শোনো, একটা কাজ পারবে?

সেই ব্যক্তি (ফিরিয়া দাঁড়াইল)। কি কাজ বলুন।

কিঙ্কর (পকেট হইতে একখানা নোট বাহির করিলেন)। দশটা টাকা পাবে, একটা জরুরি চিঠি এক্ষুণি পুলিস সাহেবের হাতে পৌঁছে দেবে? পারবে?

সেই ব্যক্তি (লুব্ধ নেত্রে)। কেন পারবো না মশাই, খুব পারবো।

[কিঙ্কর তাড়াতাড়ি কি লিখিয়া কাগজখানা ও ও নোটটা সেই ব্যক্তির হাতে দিল।

কিঙ্কর। খুব জরুরি, এক্ষুণি যাও—খোদ্ সাহেবের হাতে, মনে থাকে যেন।

সেই ব্যক্তি (নমস্কার করিয়া)। আমি ছুটে যাচ্চি—

[প্রস্থান করিল।

কিঙ্কর। কর্ত্তব্য আগে। মহিমবাবুর বাড়ীতে নাটকের কোন্ অঙ্ক সুরু হয়েচে দেখি গে, বোধ হয় যবনিকাপাতের দেরি নেই—আমি গেলেই হবে।

[বাহির হইলেন।

ক্রমশঃ



স্বরলিপি

হারমোনিয়ম শিক্ষা

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ব করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডেয়ার্কিন এণ্ড সন

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

চাঁদ-তারা মার্কা এলুমিনিয়মের বাসন

পূজাপার্ব্বণ, উপনয়ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যাপারাদিতে ও
নিত্যনৈমিত্তিক প্রত্যেক কার্য্যে সমান উপযোগী।



"চাঁদ তারা"
বিশুদ্ধ
এলুমিনিয়মে প্রস্তুত
দেখিতে সুন্দর ব্যবহারে
ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না,
স্থায়ী ও হাল্কা। ভাঙ্গি-
বার বা নষ্ট হইবার
সম্ভাবনা নাই। উপ-
যোগিতায় অতুলনীয়,
অথচ মূল্য সুলভ।

তাই বাঙ্গালার গৃহে গৃহে
চাঁদ-তারার এত সমাদর।
মা-লক্ষ্মীরা আজ চাঁদ-
তারার শতমুখে প্রশংসা
করিয়া থাকেন।

দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কসে প্রস্তুত

গোবর্দ্ধনদাস মানেকলাল,৫৬।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাকঘর

—:০:—

মহাশয়,

সিনেমা, থিয়েটার সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ আপনাদের 'নাচঘর'এ যেমন মানায়, তেমনটি আর কোন কাগজেই নয়। তাই নিচের লেখাটুকু প্রকাশ করবার ভার আপনাদের ওপরেই দিলুম।

সহরের দুই প্রান্তে Madan কোম্পানীর দুটো সিনেমাতে অর্থাৎ ক্রাউনে এবং এম্প্রেসে যথাক্রমে 'শান্তি কি শান্তি' এবং 'বিষবৃক্ষ' দেখান সুরু হয়েছিল। দুটিতেই বিশেষতঃ ক্রাউনে অসম্ভব রকম জনসমাগম হচ্ছিল। যিনি সে দৃশ্য দেখেছেন তিনিই স্বীকার করবেন যে, বাঙালী আর যাতেই কেন হোক্ না, স্ফূর্ত্তির জন্যে দু'পয়সা খরচ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। আমোদ-প্রমোদের যে আদৌ প্রয়োজনীয়তা নেই একথা অবশ্য আমি বল্‌চি না, বরং জীবন ধারণের সকল রকম উপায়ের মধ্যে ওটাও একটা। কিন্তু, আমি জিজ্ঞাসা করি, আত্মসম্মান যেখানে ক্ষুণ্ণ, সেখানে আমোদ-প্রমোদের স্থান কোথায়, এবং তার মূল্য কতটুকু? কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বল্‌চি।

'জয়দেব,' 'দুর্গেশনন্দিনী,' প্রভৃতি বইগুলি যখনই ম্যাডান কোম্পানী বের করেচেন, তখনই দেখা গেছে প্রথম কিছুদিন টিকিট ঘরের সাম্‌নে অসম্ভব জনতা। যেখানে ৬ টায় Performance আরম্ভ হবার কথা, সেখানে অন্ততঃ তার তিন ঘণ্টা আগে থেকেই দর্শকদের আগমন সুরু হয়; আর যখন টিকিট ঘর খোলা হয় তখন ত একরকম "Survival of the Fittest" ব্যাপার। সে রাস্তা দিয়ে চলে কার সাধ্য? গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম, বাস্ সব বন্ধ। জানালা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই একখানা প্লাকার্ড দর্শকদের চোখের সামনে হাজির করা হয় আর তা'তে লেখা থাকে 'চতুর্থ শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী বন্ধ হইয়া গিয়াছে।' বাস্তবিক অত-শীঘ্র চার আনা, আট আনার টিকিট শেষ হয়ে যায় কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ থাক্‌লেও, সে সম্বন্ধে আমি কিছুই বল্‌ব না। কারণ তাঁরা যখন ব্যবসা করতেই বসেচেন তখন ও-রকম ব্যাপার ত স্বাভাবিক। তবে আমি বলতে চাই যে ম্যাডান কোম্পানী এ যাবৎ নিম্নশ্রেণীর দর্শকদের সুবিধার জন্য কতটুকু চেষ্টা করেচেন? এই রকম জনতার মধ্যে থেকে যাঁরা টিকিট কিনে সফল হয়ে বেরিয়ে আসেন, তাঁদের চেহারার এবং জামা-কাপড়ের অবস্থা দেখলে চোখে জল আসে। এমন কি টিকিট কিনতে গিয়ে কেউ কেউ যে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেছে—এ দৃষ্টান্তও আমি স্বচক্ষে দেখেচি। এর ওপর 'আবার টিকিট ঘরের ভেতর থেকে (কখনও কখনও বাইরে থেকেও) টিকিট ক্রয়েচ্ছু দর্শকদের ওপর ডাইনে ও বামে চাবুক! আমার কথায় যাঁদের বিশ্বাস হবে না, তাঁদেরকে আমি সন্ধ্যার কিছু আগে অনুগ্রহ ক'রে ক্রাউন-এর সাম্‌নে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে অনুরোধ করচি।

আমি জান্‌তে চাই Madan Co. এর কর্ত্তারা কোন্ সাহসে জনসাধারণের ওপর চাবুক চালান? তাঁরা কি ভুলে যান যে এই জনসাধারণই যদি ক্ষুব্ধ হয়ে একযোগে Cinemaয় যাওয়া বন্ধ ক'রে দেয়, তা হ'লে তাঁদের ব্যবসার অস্তিত্ব একদিনে লোপ পেয়ে যায়?

এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে কাগজে অনেক লেখালেখি হয়েচে। কিন্তু তা'তে ফল হয়েচে এই যে তাঁরা আট আনার অধিক মূল্যের টিকিট বিক্রয়ের সে রকম ব্যবস্থা করেন নি। আর ক'রবেন ব'লেও বোধ হয় না।

তাঁদের এটা মনে থাকা উচিত যে থার্ড ক্লাস রেলওয়ে প্যাসেঞ্জারদের মত এই চার আনা, আট আনায় টিকিট ক্রয়কারী দর্শকরাই তাঁদের সিনেমাগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেচে।

আর আমার দেশবাসীকে—বাঙালীকে—বলি 'ভাই, তোমার বায়স্কোপ দেখার সখ কি এতই প্রবল যে, আত্মসম্মানের বিনিময়েও তাকে মেটাতে হবে?' আমি বঙ্কিমচন্দ্রের কি গিরীশচন্দ্রের বই বুঝি না, আমি Production ভাল কি মন্দ জানি না, Photography সুন্দর কি অসুন্দর তাও জানতে চাই না—আমি শুধু এই বুঝি যে,—ব্যবসাচ্ছলে আমারই বাংলার টাকা দু'হাতে লুটে নিয়ে যাবে, আর আমারই ওপর চাবুক চালাবে—এ আমি কোন মতেই সহ্য ক'রব না।

তাই বলচি, Cinema-going public এর মধ্যে যাঁর এতটুকু আত্মসম্মান-বোধ আছে, তিনিই Madan কোম্পানীর এই উদ্ধত ব্যবহারের প্রতিকারে সচেষ্ট হবেন এবং যতদিন না কর্ত্তারা এই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর দর্শকদের সুবিধার দিকে নজর দেবেন, ততদিন তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখবেন না। ইতি—

শ্রীসুনীল বসু বি-এ,

নিবেদন

শীতবস্ত্র ও পোষাক

খরিদ করিবার পূর্ব্বে

ফেমাস সোসাইটির

বিপুল আয়োজন, সুলভ মূল্য ও ভদ্র ব্যবহার দেখিতে অনুরোধ করি।

বিভিন্ন রকমের শাল, আলোয়ান, পোষাক ও হোসিয়ারী দ্রব্যের বিচিত্র সমাবেশ

(একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮

গোলদীঘির পশ্চিম,

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট,

"গোল্ড মেডেল"

হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা

ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা

এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং

৩এ, লালবাজার ষ্ট্রিট কলিকাতা। ফোন নং—৩২৫৮

ভারতীয় নাটক ও তাহার উৎপত্তি

[শ্রীনীহাররঞ্জন মিত্র বি, এ]

পৃথিবীতে বর্ত্তমান যুগে যত সভ্যজাতি আছে তাহাদের মধ্যে হিন্দুগণ সভ্যতায় সকলের অপেক্ষা প্রাচীন। এই জাতি সুদূর অতীতের অন্ধকারময় যুগ হইতেই জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম্মচর্চ্চা প্রভৃতিতে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেমন একদিকে বেদ, বেদান্ত, দর্শন প্রভৃতিতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন তেমনি আবার অন্যদিকে সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য, গীত প্রভৃতি ললিতকলাসমূহে সমান উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। নাট্যশাস্ত্রেও যে তাঁহারা কতদূর উন্নত ছিলেন কালিদাস, ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি জগতের সমক্ষে আজও তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন।

সৃষ্টির কোন্ আদিম যুগে যে ভারতীয় আর্য্যগণ নাটকের প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা আজিও কেহ সম্যক্ জানিতে পারে নাই। ঋগ্বেদের কতকগুলি শ্লোক কথোপকথনচ্ছলে লিখিত আছে। ঐগুলিকেই আমরা ভারতীয় নাটকের প্রথম সৃষ্টি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। অভিনীত নাটকের সৃষ্টিকাল আজিও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভাষাতত্ত্ব এবং প্রবাদাবলী আমাদিগকে ইহার মূল অনুসন্ধানে অনেকটা সহায়তা করে।

সংস্কৃত ভাষায় "নৃৎ" ধাতু নৃত্য করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃত ভাষায় "নৃৎ" ধাতুটি "নাট" এইরূপে উচ্চারিত হয়। এই "নাট" শব্দ হইতেই "নট" এবং "নাটক" শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি। বর্ত্তমান কালে ভারতে যেরূপ নৃত্য প্রচলিত আছে প্রাচীনকালে ঐরূপ নৃত্যের সহিত হস্তপদের সঞ্চালনদ্বারা মূক অভিনয়ের ভঙ্গী করা হইত। তৎপরে উহার সহিত সঙ্গীত যুক্ত করা হয়। নাটকের সৃষ্টিকর্ত্তা মহর্ষি ভারত সংস্কৃত ভাষায় "নট" শব্দটি "অভিনেতা" অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু কতকগুলি ভাষায় ঐ শব্দটি "গায়ক" অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরবর্ত্তী কালে উহার সহিত কথোপকথন সংযুক্ত করা হয়। "গীতগোবিন্দ" এবং বঙ্গদেশীয় যাত্রাগানসমূহই প্রাচীন যুগের নাটকাবলীর প্রতিরূপ। পরে গীতিকাব্য এবং কথোপকথনের সংমিশ্রণের দ্বারাই নাটক পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।

"খ্রীষ্টের জন্মের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত পাতঞ্জলির "মহাভাষ্য" পাঠে জানা যায় যে "কংসবধ" ও "বলিবন্ধন" নামক নাটকদ্বয় সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। এতদ্দেশে কিম্বদন্তী আছে যে মহর্ষি ভারতের তত্ত্বাবধানে দেবগণের সম্মুখে "লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর" নামক নাটক অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। নৃত্যগীতসহযোগে যে সমস্ত গীতিকাব্য অভিনীত হইত শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার প্রণয়িনী রাধিকাই সে সকলের নায়করূপে চিত্রিত হইতেন। "গীতগোবিন্দ" এবং আধুনিক "যাত্রা" সমূহের অধিকাংশ শ্রীকৃষ্ণের জীবনের নানা ঘটনা লইয়া গঠিত। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয় যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার প্রচলন দ্বারাই ভারতীয় নাটকের বিবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। প্রাচীন নাটকাবলীর অধিকাংশই ধর্ম্মমূলক এবং সেগুলি দেবগণের নানা উপাখ্যান লইয়া রচিত। এই সমস্ত নাটক অভিনেতৃবর্গের দ্বারা নৃত্যগীত সহকারে অভিনীত হইত। ভারতীয় নাটকের এই ক্রমোন্নতি যে অসংখ্য নাটকাবলীতেই দৃষ্ট হয় তাহা নহে, পরন্তু নাটের গঠন ও লিখন সম্পর্কীয় নিয়মাবলী সম্বলিত যে সমস্ত দেশীয় গীতিকাব্য সমালোচনা বিষয়ক পুস্তিকাসমূহ আছে তাহাতেও ইহা পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃত নাটকের কয়েকটি বিশেষত্বসূচক লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(ক) বিয়োগান্ত নাটকের সম্পূর্ণ অভাব :—প্রতি নাটকে সুখ ও দুঃখ, মিলন ও বিচ্ছেদ সমানভাবে অঙ্কিত হয়। বিদূষক নাটকের একটি প্রধান চরিত্র। সে তাহার স্বভাব-সুলভ রসিকতার দ্বারা সুখদুঃখপূর্ণ নাটকের অভিনয়কে জীবন্ত ও মধুময় করিয়া তোলে। নায়ক-নায়িকা প্রথমে বিচ্ছেদের দুঃখময় সাগরে নিক্ষিপ্ত হইলেও মধুময় মিলনেই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে। আরও সংস্কৃত নাটকে কখনও হত্যা, মৃত্যু প্রভৃতি বিষাদময় ঘটনা থাকে না এবং অভিনেতৃবর্গের অভিনয়কালীন সংযত ব্যবহার তৎকালে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল।

(খ) গদ্যপদ্যে সংমিশ্রণ :—সংস্কৃত নাটক সমূহে অভিনেতৃবর্গের গদ্য উক্তির সহিত পদ্য উক্তির বাহুল্য দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত কবিতা সাধারণতঃ চারি পংক্তিতে লিখিত হয়। নানা ছন্দে লিখিত এই সমস্ত কবিতায় কোন ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র, কোন বিগত ঘটনা অথবা কোন আগামী ঘটনার ছায়া বিবৃত থাকে।

(গ) বিভিন্ন ব্যক্তির মুখের বিভিন্ন ভাষা :—সংস্কৃত নাটকে নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগণের সামাজিক মর্য্যাদানুসারে বিভিন্ন ভাষা তাহাদের মুখে সন্নিবেশিত হইত। নায়ক, ব্রাহ্মণ, রাজা এবং স্ত্রীলোক ও নীচজাতীয় লোক সমূহ প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিত।

অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকে প্রেমই বর্ণিতব্য বিষয়। রাজা অথবা রাজকুমারই নায়করূপে এই সমস্ত নাটকে বর্ণিত হন। এই সমস্ত নায়কগণ পূর্ব্বপরিণীতা একাধিক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতেও পুনরায় কোন সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া তাহার প্রেমে পতিত হন। নায়িকা প্রথমতঃ নিজ প্রেম গোপন রাখিয়া নায়ককে দীর্ঘশ্বাস ও হা হুতাশে নিক্ষেপ করেন। মিলনের বিলম্বহেতু উভয়েই রুশ হইতে থাকেন। পরিশেষে বিদূষক অথবা নায়িকার সখীগণদ্বারা তাঁহাদের মিলন সংঘটিত হয়। এইরূপে নাটকের মধুময় পরিসমাপ্তি হয়।

প্রত্যেক সংস্কৃত নাটকে একটি করিয়া প্রস্তাবনা থাকে। এই প্রস্তাবনায় আরম্ভে দর্শকগণের কল্যাণের নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হয়। ইহাকে "নান্দী" কহে। তারপর নাট্যাধ্যক্ষ এবং একজন নট অথবা নটীর সহিত কথোপকথন আরম্ভ হয়। ইহাতে নাটকের বিষয় কিছু বলা হয় এবং নাট্যকারকে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। অভিনেয় নাটকের এক ব্যক্তির প্রবেশের দ্বারা এই কথোপকথনের শেষ হয়। সংস্কৃত নাটক অঙ্ক এবং গর্ভাঙ্ক সমূহে বিভক্ত থাকে এবং অঙ্ক সমূহের সংখ্যা এক হইতে দশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অঙ্ক সমূহ নানা দৃশ্যে বিভক্ত থাকে এবং প্রত্যেক দৃশ্যে একজনের "প্রবেশ" এবং একজনের "প্রস্থান" থাকে। এক অঙ্ক শেষ না হইলে রঙ্গমঞ্চ কখনও শূণ্য থাকে না অথবা স্থান কালের পরিবর্ত্তন হয় না।

এক অঙ্ক শেষ হইলে পুনরায় নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মধ্যস্থলে এক বা একাধিক ব্যক্তির স্বগতোক্তি অথবা কথোপকথন থাকে। ইহাকে "বিষ্কম্ভক" অথবা "প্রবেশক" বলে। এই সমস্ত নাটকে স্থান-কালের ঐক্য লক্ষিত হয় না। নাটকের ঘটনাবলী যদিও তেমন সন্তোষজনক হয় না তথাপি ইহার মধুময় পরিণতি বড়ই প্রীতিকর এবং নাটকের শেষে নাট্যোল্লিখিত কোন কোন চরিত্রের দ্বারা জাতির কল্যাণের নিমিত্ত প্রার্থনা বা আশীর্ব্বাদ একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়।

এই প্রসঙ্গে তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিলে বোধ হয় বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্ত্তমান যুগে রঙ্গমঞ্চ বলিলে যাহা বুঝায় মধ্যযুগে প্রকৃত পক্ষে তাহার কিছুই ছিল না। রাজপ্রাসাদের নাটমন্দিরে সাধারণতঃ নাটকাদি অভিনীত হইত। রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্দেশে একখানি যবনিকা লম্বিত থাকিত। তাহার মধ্যভাগ বিদীর্ণ। যবনিকার পশ্চাদ্দিক হইতে সাজসজ্জা পরিয়া মধ্যদেশ হইতে যবনিকা দুই দিকে অপসৃত করিয়া অভিনেতৃগণ মঞ্চমধ্যে প্রবেশ করিত। অতি সাধারণ দৃশ্যাবলী ব্যবহৃত হইত। মঞ্চসজ্জার অভাবে অনেক দৃশ্য প্রদর্শিত হইত না—সুতরাং অধিকাংশস্থলেই দর্শকগণকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। সিংহাসন, নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য দ্রব্য মধ্যে মধ্যে দেখান হইত। দেবাদিগণের রথ প্রভৃতি যানবাহনাদিও কল্পনা করিয়া লওয়া হইত।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন —২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

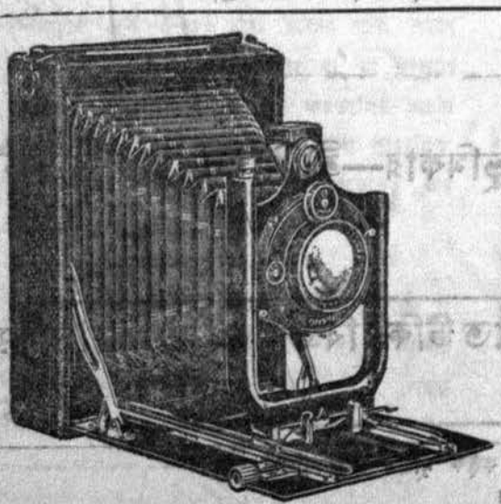
মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের
সিল্কের সূটের
ও সার্টের কাপড়
এবং অভিনব
ছাপান সাড়ী ও
মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

আমরা কলিকাতার
প্রদর্শনীতে স্বদেশী
সিল্কের অভিনব
বৈচিত্রের আয়োজন
করিয়াছি দেখিতে
অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।



হেমন্তের সোনালী আলোর আভা আপনার প্রত্যেকখানি স্ন্যাপকে উজ্জ্বল মাধুরী মণ্ডিত করিবে। এমন দিনে আপনি কয়েক ঘণ্টার শিক্ষায় এমন চমৎকার ছবি তুলিতে পারিবেন যাহা অন্য ঋতুতে কোন উপায়েই সম্ভব হইবে না। হেমন্তের এমন মন-ভোলানো আলোর সুযোগটি আপনি অবহেলা করিতে পারেন না।

—নিজের ফোটো— —এনলার্জমেণ্ট—

ক্যামেরা

প্লেট—পেপার—ফিল্ম—মাউণ্ট—ডিশ ইত্যাদি—ইহার মধ্যে আপনার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আপনার চিরপরিচিত বিশ্বস্ত—

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিসকে

ভুলিবেন না

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮

৭৪।১ হ্যারিসন রোড, কলকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি.বি]

নূতন নাটক ! নূতন নাটক !!

শনিবার ২১শে পৌষ রাত্রি ৭ টায়

১। জলধরবাবুর নূতন সামাজিক প্রহসন

ত্রিমূর্ত্তি

২। প্রেম ও ধর্ম্মমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

রবিবার ২২শে পৌষ, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ এম, এ প্রণীত

নূতন মর্ম্মস্পর্শী ঐতিহসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

জাতিচ্যুত

বাঙ্গলার অতীত ইতিহাসের গৌরবময় পৃষ্ঠা হইতে সঙ্কলিত—হিন্দুসমাজের কঠোর অনুশাসনের এক চিরন্তন করুণ কাহিনী।

জাতিচ্যুত

হিন্দুশাস্ত্রের কঠোর শাসনে পরিচালিত অলঙ্ঘ্য সমাজ বিধির নির্ম্মম পেষণে নিপীড়িত সমাজতাড়িত নর-নারীর এক মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ !!

দেখিবার—ভাবিবার—হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার জিনিষ !

আগ্রম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে. মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ২১শে পৌষ, রাত্রি ৭॥০ টায়

দিগ্বিজয়ী

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রবিবার ২২শে পৌষ, ম্যাটীনী ৪॥০ টায়

দিগ্বিজয়ী

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৭শে পৌষ
১৩৩৫



শ্যামোহিনী—(শ্রীজগদীশ ফিল্ম কোং)

নাট্য-জগৎ

—:০:—

"পথের শেষে" হচ্ছে মনোমোহনের নূতন নাটক। এর মূল আখ্যান-ভাগের ভিত্তি টেনিসনের "ডোরা" নামে গাথা বটে, কিন্তু তার আসল যে-বিশেষত্ব, সেই ডোরার সুন্দর চরিত্রটিই এই নাটকের ভিতরে নেই।

*

তার বদলে এই নাটকের মধ্যে আছে হত্যা, বিষ, ছোরা, ষড়যন্ত্র, উন্মাদ রোগ, পতন-ও-মৃত্যু, পরস্ত্রী বা বিধবা উপভোগ, শিক্ষিতা নারীর গীত ও নৃত্য, অনাহারে মৃত শিশুর মুখে রক্তের পাত্র ধারণ প্রভৃতি অশুদ্ধি বৈচিত্র্য—অর্থাৎ যা না থাকলে 'পিট' ও 'গ্যালারী'র ভিতরে করতালির প্রচণ্ড উৎসাহ জাগ্রৎ হয় না। নাটকখানি সামাজিক বটে, কিন্তু "বঙ্গে-বর্গী"-প্রণেতার শীলমোহর এর যত্র-তত্র!

*

এর মধ্যে পুরাতন অনেক নাটকের পাত্র ও পাত্রীকেও আনাচ-কানাচ থেকে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবে উঁকি ঝুঁকি মারতে দেখা যায়। পরন্তু ভিখারিণী রাধাকে নাট্যকার কোন ছদ্মবেশ পরাতেও চেষ্টা করেন নি—"শান্তি কি শান্তি"র হরমণি কেবলমাত্র নাম বদ্‌লে দিব্য সপ্রতিভ ভাবেই "পথের শেষে" এসে দাঁড়িয়েছেন। নাট্যকার তাঁর নাটক জমাবার জন্যে কোন পাথর ওল্টাতেই ভুলে যান নি। অতএব আমরা যদি তাঁর এই প্রাণপণ চেষ্টার নিন্দা করি, তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে ক্ষমা করবেন না। সুতরাং সে চেষ্টার দরকার নেই।

*

ইংরেজীতে যাকে বলে bloody melo-drama, য়ুরোপেও আগে তার আদরের অভাব হয় নি। আমাদের ভালো লাগুক্ আর নাই লাগুক্, বাংলা দেশে এখনো সে-শ্রেণীর নাটক নিশ্চয়ই অর্থপ্রসব করতে পারবে। কারণ দেশের রুচি কতখানি বদ্‌লেছে, আমরা আজও তার সঠিক হিসাব পাইনি। 'মনোমোহন' এই সুযোগে যদি দু-পয়সা ক'রে নিতে পারেন, আমরা তাহ'লে দুঃখিত হব না।

*

সাধারণতঃ এ-শ্রেণীর নাটক রোমাঞ্চকর ঘটনার দৌলতেই জ'মে যায়, তাই বিশেষ ভাবে নট-নটীর মুখাপেক্ষা করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনোমোহনের কর্তৃপক্ষ সু-অভিনয় ও সুন্দর মঞ্চসজ্জার দ্বারা নাটকখানিকে জমিয়ে তুলতে অমনোযোগী হন নি। পত্রান্তরে প্রকাশ, দৃশ্যপট ও মঞ্চসজ্জার তদ্বির করেছেন শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে আমরা তাঁর সুরুচি ও সৌন্দর্য্যবোধের প্রশংসা করি। যদিও তিনি মুক্তা ছড়িয়েছেন, বেণাবনে।

*

নলিনী এ নাটকের নায়ক বটে, কিন্তু এর প্রধান চরিত্র হচ্ছে জমিদার দুর্গাশঙ্কর রায়। এবং এই ভূমিকাটি গ্রহণ করেছেন দানীবাবু। তাঁর অভিনয় আমাদিগকে যথেষ্ট আনন্দদান করেছে, স্থানে স্থানে মনে হচ্ছিল আমরা যেন পুরাতন দানীবাবুকে আবার ফিরিয়ে পেয়েছি। কঠোর প্রতিজ্ঞার সঙ্গে স্নেহকাতর পিতৃত্বের দ্বন্দ্ব বিচিত্রভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তাঁর করুণ অভিনয় অনেক দর্শকেরই চক্ষু শুষ্ক রাখে না। দানীবাবুকে দেখে সেদিন বারংবার মনে হচ্ছিল, সুপ্ত সিংহ আবার যেন জেগে উঠেছে!

*

নলিনী চরিত্রটিকে আবেষ্টন ক'রে সমস্ত নাটকের আখ্যানবস্তু গ'ড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু আসলে নলিনী চরিত্রটি বড় নয়, এই ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর দেখা পাওয়া যায় মাত্র তিন বার। কিন্তু এই তিন বারেই নির্ম্মলেন্দু তাঁর তিনরকম রসসৃষ্টি করবার শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—হাস্য, করুণ ও বীভৎস। মেলো-ড্রামাটিক ঘটনা-ধারার মধ্যে তাঁর শেষ-আবির্ভাব হ'লেও, এখানে তাঁর অভিনয় ও মুখভঙ্গি হ'য়েছে উচ্চশ্রেণীর। নলিনীর অর্দ্ধ-উন্মত্ত আর্ত্ত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি নির্ম্মলেন্দুর মুখ-পটে এমনভাবে বিকসিত হয়ে ওঠে যে, দর্শকের চিত্ত স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। মরা ছেলেকে নিজের বুকের রক্ত পান করাবার চেষ্টার মত অস্বাভাবিক ব্যাপারও যে সহনীয় হয়, সে কেবল নির্ম্মলেন্দুরই অভিনয়-গুণে। তাঁর শেষ-আবির্ভাব যেমন ভীষণ, তাঁর প্রথম আবির্ভাব আবার তেমনি মধুর। সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে নলিনীর প্রেমস্নিগ্ধ কৌতুক-লীলা আমাদের ভারি ভালো লেগেছে। নির্ম্মলেন্দুর প্রতিভা যে প্রথম শ্রেণীর উপযোগী, এই নাটকে তাঁর প্রথম ও শেষ আবির্ভাব দেখলেই তা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

*

তার পরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হচ্ছে যোগেশ (শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ) ও অনাদি (শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দে)। এই দুটি চরিত্র হচ্ছে পরস্পরবিরোধী—একটি সু ও একটি কু। কাজেই দুই অভিনেতাই দুই দিক দিয়ে আপন আপন শক্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যোগেশ হচ্ছে চিরপরিচিত নাটুকে দুরাত্মা—অর্থাৎ মানুষ-বেশে সম্পূর্ণ অমানুষ। মণীন্দ্রবাবুও তাঁর চোখের ক্রূর দৃষ্টি, মুখের কপট কথা প্রভৃতির সাহায্যে যোগেশের সয়তানীকে রীতিমত প্রকাশ করেছেন। এবং অনাদি হচ্ছে চিরপরিচিত নাটুকে মহাত্মা। এ ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথের অভিনয় সত্যসত্যই সুখ্যাতিযোগ্য।

*

ছোট ছোট পুরুষ-ভূমিকার ভিতরে এই কয়টির অভিনয় উল্লেখযোগ্য, নিধুখুড়ো (জিতেনবাবু,) নিবারণ (রমেশবাবু) ও যজ্ঞেশ্বর (বঙ্কিমবাবু)। শ্যামা ও গোবিন্দ ভৃত্যের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় সুন্দর হয়েছে—বিশেষ ক'রে মর্ম্মস্পর্শী হয়েছে সতীশচন্দ্রের আন্তরিকতার অভিব্যক্তি।

*

স্ত্রী-ভূমিকার ভিতরে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন পারুলের ভূমিকায় শ্রীমতী সরযুবালা। এই নূতন অভিনেত্রীটির কথাগুলি যেমন মিষ্টি, তাঁর অভিনয়ও তেমনি আনন্দদায়ক। এঁকে মনোমোহন থিয়েটারের সুন্দর আবিষ্কার বলা যায়। নাট্য-জগতে ইনি যে নিজের পথ কেটে নিতে পারবেন, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত, কারণ আজ পর্য্যন্ত যতগুলি ভূমিকায় এঁর অভিনয় দেখলুম তার প্রত্যেকটি হয়েছে উপভোগ্য। আমরা এঁকে অভিনন্দন দিচ্ছি।

*

শ্রীমতী প্রকাশমণির "সুখদা" বেশ হয়েছে। শ্রীমতী সুবাসিনীর "রাধা" গানে সুমধুর, অভিনয়ে চলনসৈ। ললিতা ভূমিকার নাচের পরিকল্পনায় আর-একটু মার্জ্জিত রুচি ও বৈচিত্র্যের পরিচয় থাকা উচিত ছিল,—যেহেতু ললিতা নাকি 'আধুনিক শিক্ষিত মহিলা'! তার গানের সুরও ভূমিকার উপযোগী হয় নি, অভিনয় চলন-সৈ।

*

মনোমোহন থিয়েটারে কোন বিশেষ প্রয়োগকর্ত্তা আছেন কিনা জানি না। থাকলে, তাঁকে একটি কথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। ব্যক্তিগত ভাবে আপন আপন ভঙ্গিতে এখানকার অনেকেই সু-অভিনয় করেন, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে কেউ সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টা প্রায়ই করেন না। প্রয়োগকর্ত্তার আসল কাজ হচ্ছে এইখানে—সমস্ত অভিনয়কে বিশেষ বিশেষ নাটকে তিনি বিশেষ বিশেষ সুরে বেঁধে দেন। 'হার্ম্মনি' না থাকলে সমগ্রতার শ্রী ফোটে না এবং কোন অভিনয় সকল দিক দিয়ে অখণ্ড বা পরিপূর্ণও হয়ে ওঠে না।

*

ষ্টারের নূতন "রজনী" দেখলুম। শুনছি এই "রজনী" নাকি নূতন ক'রে নাটকাকারে রূপান্তরিত হয়েছে। "রজনী"র পুরাতন নাট্যরূপ কেমন ছিল জানি না। কারণ আমরা তা দেখি-নি। তবে ষ্টারের "রজনী" যে বেশ-একটি সহজ,সরল ও সুন্দর রূপ লাভ করেছে, তা আমরা অনায়াসে বলতে পারি। বিশেষ ক'রে উপভোগ্য তার অনাড়ম্বর ও সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি—এখানে নাট্য-রূপদাতার পরিপক্ক রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

*

কিন্তু একটি কথা। এখনকার দর্শকদের খেয়ালকে তৃপ্ত করবার জন্যে পুরাতন নাটক বা নাটকীয় উপন্যাসকে একেলে ক'রে তোলা উচিত কি? আধুনিক যুগের উপযোগী করা এক, কিন্তু একেলে ক'রে তোলা আর এক কথা। পুরাতন নাটক প্রভৃতিকে এমন সাবধানে আধুনিক যুগের উপযোগী ক'রে তোলা চাই, যাতে ক'রে তার প্রাচীনতার পারিপার্শ্বিক নষ্ট হয়ে যাবে না। ষ্টারে "রজনী"র হীরালালকে "আর্ট ফর আর্ট্‌স্ সেক্" প্রভৃতি অস্কার ওয়াইল্ডের মূলমন্ত্র কপ্‌চাতে শুনি এবং বিংশশতাব্দীর ফ্যাসন-সুলভ এমন আরো কথা সে অনায়াসেই আউড়ে যায়, উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রের ভিতরে যা শোভন নয়। নাট্যরূপদাতার এ স্বাধীনতা আমরা সমর্থন করি না।

*

"রজনী"র অভিনয় ভালো হয়েছে। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী অতি নিপুণতার সঙ্গে অমরনাথের চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চের উপরে 'প্যাচে'র উপদ্রব আজকাল অসহনীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু অহীনবাবু সে ধার মাড়ান নি। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তিনি সোজাসুজি অভিনয় ক'রে গিয়েছেন—যাত্রার সুর, হাত-পা ছোঁড়া বা রকম-বেরকমের মুখভঙ্গি নেই, অথচ অমরনাথের মনুষ্যত্ব, হতভাগ্য জীবন ও সকরুণ আত্মত্যাগ একান্ত সরল ভাবে ফুটে উঠে আমাদের ভাবের ঘরে পুলক-বেদনার সৃষ্টি করেছে।

*

এই সহজ অভিনয়-ভঙ্গিই হচ্ছে, ভবিষ্যতের ভঙ্গি। বাংলা দেশে সাধারণতঃ যে মেলোড্রামাটিক ভঙ্গি অনুসৃত হয়,য়ুরোপে উচ্চশ্রেণীর নাট্যাভিনয়ে ইতিমধ্যেই তা অচল হয়ে পড়েছে। রং-চড়ানো অভিনয় পার্সী থিয়েটারেই চলুক্—বাংলা রঙ্গালয়ে তা আর মানায় না, কারণ ভারতবর্ষের মধ্যে সব-চেয়ে রসিক জাতি ব'লে বাঙালীর আত্মাভিমান আছে। যাঁর সৃষ্ট চরিত্র অহীনবাবু ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্র ব'লেছিলেন, "সরলতাই ভাষার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার"।

তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি ক'রে আমরাও বলতে চাই, "সরলতাই আর্টের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার"। কারণ স্বাভাবিকতার আসন সরলতার মধ্যে এবং স্বাভাবিকতাই হচ্ছে অভিনয়ের প্রাণ। অমরনাথের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুর সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পেয়ে আমাদের মন প্রসন্ন হয়েছে।

*

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর "হীরালাল" হয়েছে সব দিক দিয়েই পরম সরস। দর্শকরা খালি হেসেছে আর হেসেছে। অথচ দর্শকদের হাসাবার জন্যে মনোরঞ্জনবাবু কোথাও মূল চরিত্রের সৌন্দর্য্যহানি করেন নি। এই বিশেষত্ব তাঁরই যোগ্য। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তীর "রামসদয়" বেশ হয়েছে, এ-শ্রেণীর ভূমিকা অভিনয়ে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার সিংহও শচীন্দ্রনাথের ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

*

গোপাল বসুর, রাজচন্দ্রের, জনার্দ্দন ঠাকুরের ও বেদানন্দের ভূমিকায় যথাক্রমে কুমার শ্রীযুক্ত কনকনারায়ণের, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাসের, শ্রীযুক্ত ননীলাল মল্লিকের ও শ্রীযুক্ত তুলসী চক্রবর্ত্তীর অভিনয় হয়েছে—চলনসৈ।

*

শ্রীমতী নীহারবালার "লবঙ্গলতা" দিব্যি হয়েছে—কথা বলবার গুণে ও ভাবের অভিব্যক্তিতে। তিনি প্রাণের দরদ দিয়ে অভিনয় করেন, তাই বিফলতার দুর্নাম তাঁকে সহ্য করতে হয় না। রজনীর ভূমিকায় শ্রীমতী সুশীলা প্রমাণিত করেছেন যে, উদীয়মান অভিনেত্রীদের ভিতরে তাঁর স্থান আর অনির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত নয়। যার চোখ আছে তার পক্ষে এই অন্ধ ফুলওয়ালীর ভূমিকা স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় করা সহজ নয়। কিন্তু শ্রীমতী সুশীলা এই কঠিন পরীক্ষায় সুখ্যাতির সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর অন্ধজনোচিত প্রায়ভাবহীন মুখ ও বেদনা-করুণ কণ্ঠস্বর সকলেরই মনকে অভিভূত করে। চাঁপার ভূমিকায় শ্রীমতী সরস্বতীর অভিনয় ভালো লাগল,—এই আর একটি তরুণী নটী, অভিনয়-আসরে ধীরে ধীরে যিনি তৈরি হয়ে উঠছেন।

*

ষ্টারের বড়দিনের কৌতুকনাট্য "শাঁখের করাত" সত্যসত্যই কৌতুক-রসের উৎস। যশস্বী নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-ধরণের হাস্যনাট্য রচনায় সিদ্ধহস্ত। বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ গুরুগম্ভীর লেখকের তথাকথিত মহানাটকগুলিকে আমরা যে-পরিমাণে ভয় করি, ঠিক সেই পরিমাণেই ভালোবাসি এইরকম চটুল ও হাস্যতরল অ-মহানাটকগুলিকে। কারণ এরা আমাদের অবসর-মুহূর্ত্তগুলিকে নিশ্চিন্ত, মধুর ও রঙিন ক'রে তোলে। দু-এক জায়গায় দু-একটি আদিরসাত্মক ইঙ্গিত বাদ দিলে এই কৌতুকনাট্যখানি অধিকতর রুচিসঙ্গত হয়ে উঠবে। মোটের উপরে "শাঁখের করাতে"র অভিনয়ও হয়েছে প্রীতিকর ও হাস্যোৎপাদক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা "প্রোগ্রাম" সংগ্রহ করতে পারি-নি, তাই পাত্র-পাত্রীর নামের অভাবে অভিনয়ের বিস্তৃত সমালোচনা সম্ভব হ'ল না।

*

রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের (এম্পায়ারে) "চিত্রাঙ্গদা" দেখতে গিয়েছিলুম। এবং ফিরে এসেছি একটি উপভোগ-মধুর রজনীর স্মৃতি হৃদয়ে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরসপ্রধান নাটিকা সাধারণ ভাবে আবৃত্তি করলেই সাহিত্যরসিকের চিত্ত পরিতৃপ্তিতে পরিপুর হয়ে ওঠে এবং তাঁর গান সাধারণ গায়ক-গায়িকার মুখে শুনলেই সুরের বিচিত্র লীলায় ঘুমন্ত কল্পনাকে জাগিয়ে দেয়;—তার উপরে যদি রাধিকানন্দের মতন শক্তিধর শিল্পীর মধ্যস্থতায় বিশ্বকবির গীতিবহুল নাট্যকাব্যের রস আস্বাদ করবার দুর্লভ সুযোগ পাওয়া যায়, তাহ'লে আনন্দের পাত্র পূর্ণ না হওয়াই অসম্ভব।

চিত্রাঙ্গদার প্রধান রস কাব্যরস এবং নাটকের ছদ্মবেশে এখানি কাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সাধারণ রঙ্গালয়ে এর উপযোগিতা অল্প, কারণ জন-কয়েক বাছা বাছা কাব্যপ্রিয় ছাড়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত "চিত্রাঙ্গদা" আর কারুর মনকে খুসি করবে না। "চিত্রাঙ্গদা"র যা ক্রিয়া, তা হচ্ছে ভাবের ক্রিয়া এবং এদেশী নাট্যজগতে যা ক্রিয়া নামে বিখ্যাত, তার সঙ্গে এর সঙ্গে তফাৎ হচ্ছে আকাশ-পাতাল। কাজেই যখনি শুনলুম রাধিকানন্দ "চিত্রাঙ্গদা" অভিনয় করবেন, তখনি মনে হ'ল, তিনি আগুন নিয়ে খেলা করতে নামছেন।

*

সুখের কথা, ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতির কথা ছেড়ে দিয়ে বলতে পারি যে, তাঁর এই প্রথম অনুষ্ঠান ব্যর্থ হয় নি। শুনলুম প্রথম রজনীতে নানা কারণে অভিনয় তাঁর নিজেরই মনের মত হয় নি। কিন্তু আমরা দ্বিতীয় রজনীর দর্শক হয়ে "চিত্রাঙ্গদা"র অভিনয়ে কোন বড় গলদ দেখতে পাই নি। অভিনয় আমাদের ভালোই লেগেছে—এমন-কি আর এক রাত্রি "চিত্রাঙ্গদা" দেখবার লোভও হৃদয়ে পোষণ করি।

*

নিছক কাব্যরস রঙ্গালয়ের দর্শকের ভালো লাগে না। হয়তো এইজন্যেই "চিত্রাঙ্গদা"র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি বিখ্যাত গান সংযুক্ত হয়েছে। তার ফলে আখ্যান ও ভাবের ধারা কিঞ্চিৎ আহত হ'লেও অন্যদিক দিয়ে সকলের উপভোগের মাত্রা বেড়েছে যথেষ্ট। গানগুলির সঙ্গে সখীবৃন্দের ভাবোপযোগী অঙ্গলীলা, ভঙ্গিমাধুর্য্য ও স্থানে স্থানে নাচের ইঙ্গিত থাকার দরুণ সকলেরই চিত্ত তুষ্ট না হয়ে পারেনি।

*

প্রধান ভূমিকায় প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী আপন নামের মর্য্যাদা কোথাও ক্ষুণ্ণ করেন নি। চিত্রাঙ্গদার তেজের দীপ্তি, প্রেমের নম্রতা, রূপহীন তনুর অন্তরালে যৌবনের নব-জাগরণ এবং ধার-করা রূপের জন্যে তার আত্মগ্লানি—শ্রীমতী সুশীলার ভরাট কণ্ঠের মনোহর আবৃত্তির ও ভাবভঙ্গির ভিতরে এ-সমস্তই রূপে-রসে ফুটে উঠেছে। নিজের ছদ্মবেশ সরিয়ে অর্জ্জুনের পদতলে তার আত্মনিবেদনের সময়ে শ্রীমতী সুশীলা সকলেরই প্রশংসার অঞ্জলি লাভ করেছিলেন। তাঁর মতন অভিনেত্রী যে রাংলা রঙ্গালয়ের রত্ন, এ-কথা স্বীকার করতে আমাদের একটুও সঙ্কোচ নেই।

*

অর্জ্জুনের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দকেও আগে ষ্টারের আসরে দেখেছিলুম। কিন্তু এবারকার অভিনয়ের কাছে তাঁর পূর্ব্ব-অভিনয় পরিম্লান হয়ে গেছে,—নিজেকে তিনি নিজেই হারিয়ে দিয়েছেন! বিশ্রামের ফলে তাঁর কণ্ঠস্বর সুন্দর ও উন্নত হয়েছে, এম্পায়ারের মতন সুবৃহৎ প্রেক্ষাগারেও তাঁর সমস্ত কথা সব জায়গা থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। তাঁর সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা বাহুল্য;—মোট কথা, তাঁর "অর্জ্জুন" দেখে আমরা পরম আনন্দিত হয়েছি।

*

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি :—

২১২ং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

কয়েকজন নূতন ও সুদর্শন নট ও নটী এই অভিনয়ে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এঁদের ভিতরে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গাঙ্গুলী (মদন) ও শ্রীমতী প্রভার (বসন্ত) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা উচিত। বসন্তবাবুকে এতদিন আমরা সুদক্ষ ও শক্তিমান চিত্রশিল্পী ব'লেই জানতুম। কিন্তু তিনি যে এমন চমৎকার গান গাইতে পারেন তা আমাদের জানা ছিল না। তাঁর অভিনয় মন্দ হয় নি; এবং তা আরো ভালো হ'ত যদি তাঁর আবৃত্তি এত বেশী সুর-প্রধান হয়ে না উঠত। তিনি যে-ধরণের আবৃত্তি করছিলেন সাহিত্য-সভাতেই তা শোভন, রঙ্গমঞ্চের উপরে নয়। কারণ রঙ্গমঞ্চের উপরে তিনি তো একাকী নন, সহ-অভিনেতার সঙ্গে তাঁকে যে থাপ্ খাইয়ে চল্‌তে হবে! শ্রীমতী প্রভার স্বল্প অভিনয় ও নৃত্য-গীতে ভাবভঙ্গির লীলা উৎসাহলাভের যোগ্য। আর-একটি বালিকার (নাম জানি না) গান ও ভাবাভিনয় ঘন ঘন করতালি-ধ্বনির দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল।

*

আমরা শুনে সুখী হলুম যে, শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় শীঘ্রই একখানি নূতন ও বৃহৎ নাটক নিয়ে জনসাধারণের সামনে আবার আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনি যে সফল হবেন, আমাদের এ ভরসা আছে।

*

নাট্যমন্দিরে "দিগ্বিজয়ী" প্রতি রাত্রেই বিপুল জনতার সামনে অভিনীত হচ্ছে। মিনার্ভার "জাতিচ্যুত"ও অসংখ্য দর্শক আকর্ষণ করছে। "নাচঘর" যে অযথা প্রশংসা করে না, এই দুখানি নাটকের জনপ্রিয়তাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

*

সেদিন আমরা এক স্বপ্নসম্ভব ভাবের প্রতিমাকে চোখের উপরে আকার ধরতে দেখে এসেছি। তিনি আনা পাব্‌লোভা। আসছে বারে আমরা তাঁর নৃত্যকাব্যের রূপ বর্ণনা করব।

*

বোম্বাইয়ের শ্রীজগদীশ ফিল্ম কোম্পানী" ভারতীয় চিত্রনাট্যের বাজারে দিনে দিনে অধিকতর বিখ্যাত হয়ে উঠছে। এবারে "নাচঘরে"র প্রথম পৃষ্ঠায় উক্ত কোম্পানীর "বিশ্বমোহিনী" নামক চিত্রনাট্যের প্রধান ভূমিকায় শ্রীমতী গহরের ছবি প্রকাশিত হ'ল। ভবিষ্যতে আমরা "শ্রীজগদীশ ফিল্ম কোম্পানী"র কৃতকার্য্যতার পরিচয় দান করব।

*

এত দিনের পর!—এত দিনের পর গিরিশ-পার্কে গিরিশ-প্রতিমার উপর থেকে ময়লা কাপড়ের ঘেরাটোপ তুলে নেওয়া হয়েছে! এবং মহাকবিকে এই পর্দ্দা-প্রাচীরের বাইরে এনে বাঙালী জাতির কাছে ধন্যবাদভাজন হয়েছেন, কাশীমবাজারের সাহিত্যরসিক মহারাজা বাহাদুর। সভায় সময়োপযোগী বক্তৃতা, সঙ্গীতাদি হয়েছিল। মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্যে সভায় অসংখ্য দেশনেতা, সাহিত্যসেবক, অভিনেতা ও অভিনেত্রী সমবেত হয়েছিলেন এবং সভার কার্য্য যে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে সুসম্পাদিত হয়েছিল, সে-বিষয়েও কিছু মাত্র সন্দেহ নেই। অমর নট-নাট্যকারকে বাঙালী জাতি যে দেশের গৌরব ব'লে মনে করে, গিরিশচন্দ্রের এই মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা তারই জলন্ত নিদর্শন।

*

গতবারে "নাচঘরে"র প্রথম পৃষ্ঠায় ষ্টারের "ফুলরা"র যে অভিনয়-চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল, ভ্রমক্রমে তা উল্লেখ করা হয় নি।

প্রবীণ ও নবীন

(শ্রীমণিলাল ব্রহ্ম)

আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যে নবীনের সঙ্গে প্রবীণের স্থান সমান ধাপে রেখেই অনেকে উভয়ের ভিতরে তারতম্য আনিয়ে নিজেদের সমালোচক বলে জানান দেন। তাঁরা বোঝেন না যে প্রকৃত সমালোচক হ'তে গেলে একটা প্রধান জিনিষ আমাদের প্রথমে নজরে রাখতে হ'বে—সেটা হচ্ছে সমসাময়িকত্ব। আধুনিক নাট্যজগতে এই প্রবীণ আর নবীন নিয়ে ভয়ানক মারামারি লেগে গেছে; প্রবীণ আর নবীনের ভিতর যে কতটা সময়ের পার্থক্য সেটা বুঝতে অনেকেই পাচ্ছেন না—তাঁরা কেউ চান সেই পুরোণোকে আঁকড়ে থাকতে এই নতুনকে পায়ে ঠেলে, আবার কেউ চান নতুনকে উঁচুতে তুলতে প্রবীণকে পিশে ফেলে। এই দুই রকম অন্তর্দৃষ্টিই ভুল আর সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। যদি আমরা প্রকৃত সমালোচনার দিক দিয়ে যেতে চাই তাহ'লে এই প্রবীণ আর নবীনের ভিতরে কোন ভালমন্দ বিচারই কর্ত্তে পারি না। এ বিচারের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুয়ের ভিতরে সময়ের পার্থক্য। আজকাল প্রায়ই তর্ক ওঠে দানীবাবু ও শিশিরবাবুর ভিতরে কে অভিনয়ে বড়। অনেকে বলবেন যে দানীবাবুই বড়, আবার কেউ বলেন যে শিশিরবাবুই শ্রেষ্ঠ। আর এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের ভিতরে এমন একটা বিতৃষ্ণা তাঁদের প্রকৃতি জন্মিয়ে দেয়, যে তাঁরা একজনকে সম্মানের চোখে দেখেন আর অপরকে সে-রকমে দেখেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি আমরা ভালরকম বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বলব এরকম প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই, কারণ এ অবান্তর—অর্থহীন। দানীবাবু ও শিশিরবাবু এক সময়েরই অভিনেতা নন। যদি দুজনেই সমসাময়িক হতেন তাহলে দুজনার ভিতরে ভালমন্দ বিচার করা মোটেই অসঙ্গত হোত না; কিন্তু দানীবাবু সেই পুরোনো যুগের আর শিশিরবাবু এই তরুণ যুগের—এই দুয়ের ভিতরে অনেক সময়ের পার্থক্য। দানীবাবুর সময় যেরকম অভিনয়ের ধারা ছিল তা একেবারেই বদলে গেছে—কালের প্রবর্ত্তনে। সে সময় যে রকম অভিনয়-ধারা ছিল সেই অনুযায়ী দানীবাবুর অভিনয়ও উচ্চাঙ্গের ছিল; আর এখন যেমন অভিনয়-ধারার প্রবর্ত্তন হয়েছে সেই অনুপাতে শিশিরবাবুরও অভিনয় উঁচুদরের—আবার শিশিরবাবুর যুগও চলে যাবে অন্য এক প্রতিভাবানের আবির্ভাবে। যত দিন যাচ্ছে ততই নতুনের আবির্ভাব হচ্ছে পুরোনোর সংস্কারের জন্যে। সুতরাং এই নতুন আর পুরোনোকে আমরা যেন এক সঙ্গে মিলিয়ে না দি। পুরোনো চিরদিনই পুরোনো আর নতুন চিরদিনই নতুন। এদের মেশালে চলবে না। যেমন মাইকেল—রবীন্দ্রতে, বঙ্কিম—শরৎএ, সেক্সপীয়র—গিরিশচন্দ্রে কোনও পার্থক্য আনা যেতে পারে না তেমনি এই দুই প্রথিতযশা নটযুগলের ভিতরেও কোনও তারতম্য আনা যেতে পারে না। উভয়েই অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা—একজন তাঁহার বিজয়রথ প্রাচীনের ভিতরে সগর্ব্বে চালিয়ে এসেছেন আর একজন নবীনের ভিতরে সবুজের অভিযান কর্চ্ছেন—সাদরে অভিনন্দিত হয়ে। এঁদের দুজনকেই নটশ্রেষ্ঠ বলে আমরা সম্মান কোরবো তবে আরও বেশী কোরব তাঁকে যিনি প্রবীণ—যিনি শত বাধাবিপদের ভিতরেও তাঁর রথ চালিয়ে এসে নবীনের পথ আগের চেয়ে সোজা ক'রে দিয়েছেন, যুগধর্ম্মের সাহায্য নিয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সাধারণের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান কেবল একজনই পেয়ে থাকেন; এঁরা বোঝেন না যে উভয়েরই সম্মান তাঁদের অভিনয়-চাতুর্য্যের জন্যেই। উপরন্তু এঁরা আরও একটু আশ্চর্য্য রকমের ভুল ক'রে বসেন প্রবীণকে অতি হীন চোখে দেখে—এই নবীনের সামনে। এই শিশির-যুগেই এরকম ভুলের প্রাচুর্য্য বেশী। অনেকে প্রবীণ নটশ্রেষ্ঠ দানীবাবুকে এত হীন নজরে দেখেন এই শিশিরবাবুর সামনে, যে সে কেবল তাঁদের হীন দৃষ্টিরই প্রমাণ দিয়ে দেয়।

চাকার নিচে

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের শেষ-কথার পুনরাবৃত্তি :—

কিঙ্কর। খুব জরুরি, এক্ষুনি যাও—চিঠিটা খোদ্ পুলিস সাহেবের হাতে, মনে থাকে যেন।

সেই ব্যক্তি। আমি ছুটে যাচ্চি—(প্রস্থান করিল)

কিঙ্কর। কর্ত্তব্য আগে। মহিমবাবুর বাড়ীতে নাটকের কোন্ অঙ্ক সুরু হয়েচে দেখিগে, বোধহয় যবনিকা পাতের দেরি নেই—আমি গেলেই হবে। (বাহির হইলেন)।]

বিকাশ বাহির হইতে আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, এমন সময় ছাত্রমহল হইতে শৈলেশ্বর প্রবেশ করিলেন।

শৈলেশ্বর (প্রসন্ন তৃপ্তিতে)। ঘরগুলো কেমন হয়েচে দেখেচ বিকাশ! বেশ পরিচ্ছন্ন নয় কি? যেন নতুন বাড়ীর মত ঝক্‌ঝক্ করচে—! ছেলেরা কাল হোষ্টেলে পা দিয়েই কেমন আশ্চর্য্য হবে আমি তাই ভাব্‌চি—যেন কারাগার থেকে প্রাসাদ!

বিকাশ। কিন্তু সার্, প্রাসাদ থেকে কারাগার—তাও কেবল এক পা'র ব্যবধান!

শৈলেশ্বর। মেঝেগুলো সিমেণ্টেড্ হয়েচে, দেয়ালে চুণবালি পড়ল, চারিদিকের বনজঙ্গল পরিষ্কার—ছেলেদের অভিভাবক হয়ে থাকা তো মুখের কথা নয়। এই যে একটি ছেলে সেদিন inflamation of lungsএ মারা গেল—তার কারণ কি জানো? ডাক্তার আমাকে বলেচেন।

বিকাশ। কিন্তু এই বাজে খরচটা তো কর্ত্তৃপক্ষ মঞ্জুর করবেন না। আপনারই পকেট থেকে দিতে হবে।

শৈলেশ্বর। তা হবে, কিন্তু আমার নিজের স্বার্থ যে একেবারে নেই তা মনে করোনা। অনিন্দ্য—অনিন্দ্য ত এই আবহাওয়াতেই বাড়বে।—

বিকাশ। তার জন্ত আপনি ভাবেন কেন? সেত বেশ আছে, বাহির থেকে তাকে ত অসুস্থ দেখায় না—

শৈলেশ্বর। তাই ত ভাবনা। ছোটোখাটো অসুখগুলো সোরগোল ক'রে এসে পড়ে, লড়াই ক'রে তাদের হটানো যায়। কিন্তু বড় বড় অসুখের ভারী চাল—এসেচে কি না বোঝবার যো নেই; যখন যায় একেবারে সমস্তটা নিয়ে যায়। বিকাশ, তুমি ঘূর্ণধরা বাঁশ দেখনি?……এই লম্বা থামখানা আবার কোত্থেকে এল?…

[বাস্কেট হইতে থামখানা তুলিলেন। নমিতাকে আসিতে দেখিয়া, বিকাশ সদর-পথে বাহিরে গেল।]

নমিতা। শৈলেশ!

শৈলেশ্বর (থামখানা বাস্কেটে রাখিয়া দিলেন)। কি নমিতা? কিঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়েচে?

নমিতা। হয়েচে।

শৈলেশ্বর। বোঝাপড়া চুকল ত? এই সব দাম্পত্য-কলহ সম্বন্ধে, জানি, শাস্ত্রকার সত্য কথাই বলে গেছেন—বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া।

নমিতা। লঘু ক্রিয়া কি না বল্‌তে পারিনে, তবে বোঝাপড়া একটা চুকেচে; আমাকে মুক্তি দিতে তাঁর প্রবল আপত্তি নেই—

শৈলেশ্বর। বল কি? অমৃতে অরুচি?

নমিতা। অমৃত নিঃশেষ, এখন মন্থনে কেবল হলাহলই উঠ্‌চে—

শৈলেশ্বর। কিন্তু কিঙ্কর তো সে-রকম নয়—

নমিতা। সেরকম নয় বলেই ত আমাকে ছাড়তে পারচে,—সে জানে একজনের কাছে যা বিষ হয়ে উঠেচে, আরেক-জনের কাছে তাই অমৃত, যেমন মহাদেবের কাছে।

শৈলেশ্বর। গর্ব্বের কথা, গৌরবের কথা বটে। এবং আনন্দিতও হতে পারতুম, কিন্তু নমিতা, আমি ত মহাদেব নই, অতি সাধারণ মানুষ।

নমিতা। আমিও ত মহাদেবী নই, অতি সাধারণ নারী, তবে আমাকেই কেন গণ্ডী দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখবে?

শৈলেশ্বর। সমস্যার কথা নমিতা, সে তুমি বুঝবে না। আমাদের এই সনাতন ধর্ম্মে অন্য সমাজের মত বিবাহচ্ছেদের ব্যবস্থা নেই যে একজন পরিত্যাগ করলেই আরেকজন তাকে গ্রহণ করতে পারে।

নমিতা। বিবাহ না হোক্, আমরা একত্র বাস করব।

শৈলেশ্বর। রক্ষিতার মত?

নমিতা। হিন্দুনারীর একদল রক্ষিতা, আরেক-দল সুরক্ষিতা—তফাৎটা কি খুব বেশী ভাবো?

শৈলেশ্বর। নমিতা, তুমি পাগল, তফাৎ কোথায় এখন তুমি বুঝবে না—যে-দশজনের মধ্যে বাস করতে হবে তারাই একদিন বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু তর্ক থাক্, আমার প্রথম যৌবনের প্রিয়াকে এত নিচুতে নামাতে পারব না আমি কিছুতেই—

নমিতা। কিন্তু যেখানে নামাতে ভয় পাচ্চ সেটা নরক নয়—সেইখানেই স্বর্গ,—স্বর্গের আনন্দ, অমৃত, উৎসব, দেবশিশু—সব সেখানেই।

শৈলেশ্বর। পারব না আমি, স্বর্গের লোভেও নয়—

নমিতা। আমার প্রথম যৌবনের প্রণয়ীকে এতদিন পরে এত ভীরু দেখ্‌ব আমি মনে করিনি—

শৈলেশ্বর। তুমি আমাকেও পাগল করে দেবে নমিতা। কি—কি—কি চাও তুমি আমার কাছে?

নমিতা। একটি সুস্থ সবল সুন্দর শিশু—

[শৈলেশ্বর নিষ্পলক চাহিয়া রহিল, কথা ফুটিল না।]



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

পকেট সংস্করণ মূল্য মাত্র ৭টী ঔষধ ১৲ মাত্র

বিনামূল্যে কলেরা চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফাষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

—দেবে, দেবে শৈলেশ, দেবে আমাকে তেমনি একটি সোণার খোকা? আমার খেলার জন্যে আকাশের চাঁদের একটুকুরো, দেবে আমার হাতে তুলে?

শৈলেশ্বর। সেই আকাশের চাঁদকে নামাবে কোথায়—পৃথিবীর অবজ্ঞা অবহেলা, অনাদরের মধ্যে? এই ধূলার ধরণীতে তার জন্য কি কোথাও একটুখানি জায়গা আছে? মায়ের বাহু দিয়ে কদ্দিন তাকে ঘিরে রাখবে নমিতা?

[নমিতা নীরব।]

—তবে শোনো যে কথা কাউকে কোনোদিন বলিনি তাই বলি—আমার মার কাহিনী। তাহলে বুঝবে আমার ছেলের মাকে কেন তার ঠাকুরমার মত করতে চাই না।

[ক্ষণেক স্তব্ধ রহিলেন।]

—মা যখন আমাকে ছেড়ে যান তখন আমি ছ'বছরের, কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ে বাবা ও মার মনের মিল ছিল না, যতদিন তাঁরা একত্র ছিলেন একটি দিনের জন্যও সুখশান্তি পাননি—

নমিতা। অনুস্বর বিসর্গ দিয়ে দুটো জীবন জোর ক'রে জুড়ে দেওয়াই যায়, তাদের অন্তরের সুরে মেলানো যায় না—

শৈলেশ্বর। শুনেচি বাবা নাকি শেষটা মদ ধরেছিলেন, মাতাল হয়ে মাকে খুব মারধোর করতেন। অভাগিনী মার আমার কোনো দোষ ছিল না, খুব অসহ্য না হলে তিনি বাবার কিছুর প্রতিবাদ করতেন না, কিন্তু বাবাই তাঁর জীবন দুর্ব্বিহ করে তুলেছিলেন—। অবশেষে এক রাত্রি থেকে তাঁকে আর পাওয়া গেল না।—

নমিতা। কি হোলো তাঁর?

শৈলেশ্বর। বাবা বলতেন,—তাঁর কোনো বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন! কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো? মুক্তির জন্য তিনি মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন—তাই সর্ব্বনাশের নেশায় পাগল হয়ে বেরিয়েছিলেন—

নমিতা। এই যদি আমাকে গ্রহণ করার তোমার সবচেয়ে বড় বাধা হয় তবে বলি যে আমিও খুব উঁচুতে নই; আমিও এমনই একটি পতিতা মায়ের মেয়ে—

শৈলেশ্বর। নমিতা!—

নমিতা। এক শীতের রাত্রে তাঁকে বাবা পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। বাবা সমাজ মানতেন না, কেবল নিজেকে মানতেন—তাঁর কারুকে কোনো পরোয়া ছিল না।...বাবা বলতেন, পাছে সমাজ পায়ে দলে এই ভয়ে নিজেরাই নিজেদের দলচি—কিন্তু দলবার এতটুকু শক্তি ঐ সমাজের আর নেই। হাতীর মত দেখতে বটে, কিন্তু মমির হাতী!

শৈলেশ্বর। হয়ত সত্যি নমিতা, আমাদের সমাজ, আমরা কোন্‌কালে হয়ত ছিলাম বেঁচে,'—কিন্তু এখন সব মমি। কিন্তু তাই যদি হয়—

নমিতা। (শ্লেষাত্মক সুরে) তুমি সাধু পিতার ছেলে, সমাজকে ভয় ক'রে চলো তুমি, আমি চলিনে। আমার বাপ মা সাধু না হোন্, মানুষ ছিলেন—অতি সাধারণ মানুষ—এই আমার গর্ব্ব। ঘর ছেড়ে বেরিয়েচি বলে তুমি দোষ দিচ্চ, কিন্তু আমার মাও ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন—ঘর ছেড়ে বেরনোর বীজ যে আমার রক্তে—তাকে আমি অতিক্রম করব কি ক'রে, আর করারই আমার কী দরকার?

শৈলেশ্বর। নমিতা, নমিতা, তাই হবে। আমরা যদি পতিতা মায়েরই সন্তান হই, পাতিত্যই যদি আমাদের মজ্জাগত সত্য হয়—পাতিত্য-পঙ্ক ছাড়িয়ে ওঠা যদি আমাদের অসম্ভবই হোলো,—তবে তাই হোক্ নমিতা। কিন্তু এখানে না, এই ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে দশজনের মধ্যে নয়,—চলো আমরা চলে যাই সমাজের বাইরে, বহুদূর দেশে অন্য কোথাও—

নমিতা। (আনন্দে) সত্যি বলচ শৈলেশ, সত্যি আমরা যাব?

শৈলেশ্বর। সত্যি না ত কি? যে ধূলায় আমরা জন্মেচি, সেই ধূলাতেই পড়ে থাকব, সেইখানেই আমাদের সন্তানকে উত্তীর্ণ করে দেব। আমাদের মা যে ধূলায় পড়ে রইলেন, তাঁকে নিয়ে উঠতে পারতুম ত উঠতুম—তাঁকে ছাড়িয়ে উঠতে আমরা চাইনে।

নমিতা। কিন্তু ধূলার সম্বল বড় কম সম্বল নয়, শৈলেশ। খুব নিচুতে আছে বটে, কিন্তু আছে বলেই উঁচুতে ফল ধরচে, ফুল ফুটচে।

শৈলেশ্বর। কিন্তু একটা কথা নমিতা, আমার মা যে কোথায় তা জানিনে, তোমার মা-কে আমাদের সঙ্গে নেব।

নমিতা। তিনিত নেই।

শৈলেশ্বর। কেন, তাঁর কি হল?

নমিতা। আমার যখন ন বছর বয়স, আর আমার ভাইটির বয়স বছর চার, সেই সময়ে একদিন কি নিয়ে বাবার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া বাধল। বাবা ছিলেন ভালোমানুষ ত ভালো মানুষ, কিন্তু রাগলে যম! একেবারে বাঘের মত হিংস্র হয়ে উঠতেন—যে গোঁ ধরতেন তা থেকে নড়ায় কার সাধ্যি!—ঝগড়ার ফলে বাবা ভয়ানক রেগে গেলেন, একটি মাত্র বস্ত্রে মাকে ঘর থেকে বের ক'রে দিলেন। সেদিনও ছিল শীতের এক রাত্রি—বাইরে হু হু বাতাস, ঘরে হাড়-কাঁপুনি ঠাণ্ডা!—

শৈলেশ্বর। বল কি? একি সম্ভব?

নমিতা। সেই দেশেই সম্ভব যেখানে নারীকে আজীবন রুদ্ধ ঘরের

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শ্যামলদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে।

সুলভতায় অতুলনীয়!

ভিতর বন্দী রেখে তাকে অকস্মাৎ একদিন একান্ত অসহায়, অপরিচিত ও অনাত্মীয় পথে বিসর্জ্জন দিতে সমাজের একটুও বাধে না।—

শৈলেশ্বর। তারপর, নমিতা, তারপর?

নমিতা। তারপর? আমার আজো মনে পড়ে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মা-আমার কত কেঁদে কেঁদে আমাদের দুটিকে চাইছিলেন—কিন্তু রুদ্ধ দ্বার তাঁর মুখের উপর থেকে আর খুলল না। শেষ রাত পর্য্যন্ত হাহাকার ক'রে কোথায় যে তিনি চলে গেলেন আর তাঁর দেখা পাইনি। এখনো যেন দরজায় তাঁর করাঘাতের শব্দ শুনতে পাই!—সে রাত্রে দুই ভাই বোনে কী কান্নাই কেঁদেছিলুম। শিরীষ কিছু বোঝেনি কিন্তু সে-ও কাঁদ্‌ছিল।

শৈলেশ্বর। আমি কিন্তু তারপরেও মার দেখা পেয়েছিলুম—তখন আমি সতের কি আঠারো। ছ' বছরের সময় মা ছেড়ে গেছলেন, তবু দেখা মাত্রই তাঁকে চিন্‌লুম। কি ক'রে জানো? আমার এক জন্মদিনে তাঁর কাছে এক লকেট্ উপহার পেয়েছিলুম—তাতে ছিল তাঁর ফটো। দিন রাত সেই ছবিখানি দেখে-দেখে মাকে আমার মুখস্থ হয়ে গেছল। আর তা ছাড়া মা-ও কিছু বদ্‌লাননি—

নমিতা। আশ্চর্য্য ত! তারপর?

শৈলেশ্বর। ভিখারিণীর বেশে মা এসেছিলেন—কেবল আমাকে একটিবার দেখতে। আমার অভাগিনী মা! আমাকে স্পর্শ করতে সাহস হচ্ছিল না, অথচ মুখে চোখে সেই ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছিল। আমি তাঁর পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করলুম, বল্লুম, চিনেচি, তুমি আমার মা।...তখন তিনি আমাকে কোলের ওপর টেনে নিলেন, তাঁর দীর্ঘ বিরহের রুদ্ধ স্নেহের যত সমাদর সব নিঃশেষে আমার ওপর ঢেলে দিলেন। সেই দিনটির স্মৃতিই আমার সব চেয়ে বড় সুখ। তারপরে বল্লেন—

[চুপ করিয়া যেন নিজের মধ্যে কী খুঁজিতে লাগিলেন।

নমিতা (সাগ্রহে)। কি বল্লেন?

শৈলেশ্বর। আমাকে ছোট বেলায় যে ছেড়ে গেছলেন আমার কাছে তার মার্জ্জনা চাইলেন। আমি তাঁর চোখ মুছিয়ে বল্লুম, আর যেন আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।—নমিতা, রক্ত-মাংসের যে অপরাধ, তার বিচার করবার অধিকার স্বয়ং স্রষ্টারই নেই ত, যে-ছেলে সেই মার রক্তমাংস নিজের দেহে বহন করচে সে করবে তাঁর অপরাধের বিচার? বিচার ক'রে দেব দণ্ড কিম্বা করব মার্জ্জনা, এত বড় স্পর্দ্ধা হবে আমার?

নমিতা। তারপরে কি হল?

শৈলেশ্বর। মা একটুখানি মাথা গুঁজবার জায়গা চেয়েছিলেন কিন্তু বাবা তাঁকে একটা রাতও থাকতে দিলেন না। মাকে দেখেই তিনি আগুন হয়ে উঠলেন। মা বাড়ীর দাসীবৃত্তি করে থাকবেন, চারুরাণীদের সঙ্গে শোবেন—কেবল আমাকে দুবেলা দেখতে পাবেন—এই জন্য!—

নমিতা। এতটুকু কৃপাও বাবা তাঁকে কর্‌লেন না?

শৈলেশ্বর। (বেদনায় অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া) না।—এতদিন পরে আমাকে পেয়ে ছেড়ে যেতে মার বুক ফেটে যাচ্ছিল, মাকে নিয়ে পৃথক্ থাকতে চাইলুম, বাবা আমাকে খুব মারলেন আর মাকে তাড়িয়ে দিয়ে মদ খেতে আরম্ভ করলেন।

[সহসা আর্ত্তনাদে ফাটিয়া

কী ভুলই করেচি নমিতা, কী ভুলই করেচি, কেন সেদিন মার সঙ্গে বেরিয়ে গেলুম না।

[একটু থামিয়া

কেন পারিনি জানো নমিতা? মাকে বের ক'রে বাবা ভেতর থেকে চাবি এঁটে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার গায়ে ত ছিল অসুরের মত বল, আমি ত সহজেই তাঁকে পরাস্ত করে চাবি কেড়ে নিতে পারতুম। তবু কেন পারিনি?

[অর্থ হীন হাস্য করিতে করিতে

কি জানো নমিতা? পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতার শিরশ্ছেদ করেছিল, বোধ হয় সেই পুণ্য রক্ত ধমণীতে বইছিল বলেই—

[শোকে মুহ্যমান হইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন]

ক্রমশঃ

— —



স্বরলিপি

হারমোনিয়ম শিক্ষা

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ত করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডেয়ার্কিন এণ্ড সন্স

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

ফোনোগ্রাফ ব্রাণ্ড

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সূটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

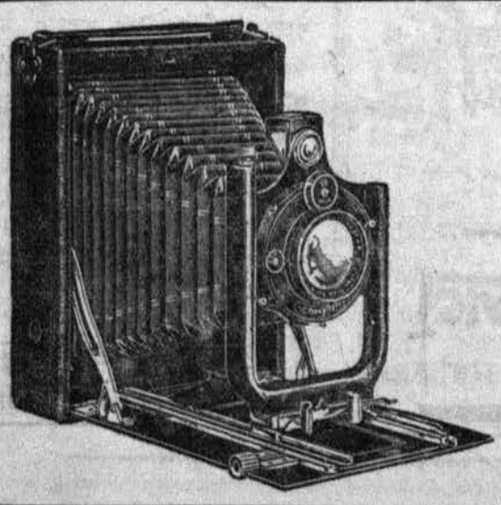
বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

আমরা কলিকাতার প্রদর্শনীতে স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্রের আয়োজন করিয়াছি দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।



হেমন্তের সোনালী আলোর আভা আপনার প্রত্যেকখানি স্ন্যাপকে উজ্জ্বল মাধুরী মণ্ডিত করিবে। এমন দিনে আপনি কয়েক ঘণ্টার শিক্ষায় এমন চমৎকার ছবি তুলিতে পারিবেন যাহা অন্য ঋতুতে কোন উপায়েই সম্ভব হইবে না। হেমন্তের এমন মন-ভোলানো আলোর সুযোগটি আপনি অবহেলা করিতে পারেন না।

—নিজের ফোটো— —এন্‌লার্জমেণ্ট—

ক্যামেরা

প্লেট—পেপার—ফিল্ম—মাউণ্ট—ডিশ ইত্যাদি—ইহার মধ্যে আপনার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আপনার চিরপরিচিত বিশ্বস্ত—

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিসকে

ভুলিবেন না

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮

৭৪।১ হ্যারিসন রোড, কালকাতা।

ডাকঘর

—:০:—

(১)

"নাচঘরে"র ২৮শ সংখ্যায় হরগোবিন্দবাবুর "প্রতিবাদ" পড়লাম। ধীরেনবাবুর সঙ্গে তাঁর মত-ভেদ হয়েছে কেন? এই প্রশ্নের একটা উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করব। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তির ওপর বিশেষ বিশেষ চরিত্রের অভিনয় ভালো লাগা না লাগা নির্ভর করে—তাঁদের cherished ideasএর মাপকাঠিতেই সাধারণতঃ তাঁরা অভিনয়ের বিচার ক'রে থাকেন। একথা আমি বিশেষ ক'রে তাঁদের সম্বন্ধে বলছি না—প্রায় সকলের সম্বন্ধেই একথা খাটে।

ধীরেনবাবুর "নির্ম্মলেন্দু-প্রীতি" এবং হরগোবিন্দবাবুর "নির্ম্মলেন্দু-বিদ্বেষের" কারণ খুঁজতে গেলে এই কথাটাই সকলের আগে মনে হয় যে, একজন চান অভিনীত চরিত্রের মধ্যে একটা সুসঙ্গত interpretation এবং অন্য জন চান impersonification। এ ধারণা—জানি না এ ভ্রমাত্মক কি না—আমার হয়েছে হরগোবিন্দবাবুর এই কথা গুলিতে:—"অভিনেতার কাযই হ'ল তো এই—যে যা তাকে নিজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা। যাকে আমরা চলিত কথায় বলি 'সাজা'। তাঁর Napoleonএর উদাহরণে ধারণাটা আর একটু দৃঢ় হয়। অবশ্য তিনি যদি tacitly "acting is impersonification"—এ কথা না ব'লে থাকেন, আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছি।

সে কথা যাক। অভিনয় কি হওয়া উচিত—interpretation কি impersonification—সে সম্বন্ধে আপনি "নাচঘরের" গত কয়েক সংখ্যায় বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন। আমি সে সম্বন্ধে শুধু গ্লোরিয়া সোয়ানসনের একটি উক্তি নজীর হিসেবে quote করতে চাই—"Acting is interpretation and not impersonificetion" (কথাটা গেল বছরকার "নাচঘরের" কোন একটা সংখ্যায় 'চিত্রজগতে' পেয়েছি)। অভিনেতার কর্ত্তব্য কি—তার উত্তর হিসেবে কথাটা খুব দামী। বাস্তবের সঙ্গে এর বেশ একটা সঙ্গতি দেখতে পাই। শিশিরবাবু, তিনকড়ি বাবু প্রমুখ বিশিষ্ট অভিনেতাগণের চাণক্য বিভিন্নরূপে আমরা দেখি—অথচ সব কটি চাণক্যই আমাদের ভালো লাগে। উপরন্তু নরেশবাবুকে বাদ দিলে আর কোনো চাণক্যই "নীর্ণকায়" নয়।

আমার এখানেই এ চিঠি শেষ করা উচিত ছিল। কিন্তু একটা কথার পুনরুল্লেখ না করলেই নয়—সত্যিই যদি হরগোবিন্দবাবুর উক্তির inferenceএ আমার ভুল হয়ে থাকে, আমি আমার সমস্ত কথা ফিরিয়ে নিতে রাজী আছি। সে বিচারের ভার আপনার ও মাননীয় পাঠকবৃন্দের হাতে দিলাম। আপনার যদি একথা মনে হয় যে হরগোবিন্দবাবুর লেখা থেকে impersonificationএর কথা উঠতেই পারে না তাহলে দয়া ক'রে এ চিঠিটা ছাপবেন না।

শ্রীমলয় সেনগুপ্ত

(২)

নিভৃত নিরালায় সুদূর পল্লীগ্রামে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' ও 'মুকুটে'র যে অভিনয় দেখে এসেছি তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় স্থান দিলে অত্যন্ত বাধিত হবো।

কবির 'মুকুট' বিশেষতঃ 'ডাকঘরে' কী রূপ দেবেন পল্লীগ্রামের শিশু শিল্পীরা সে বিষয়ে আমর বেশ কৌতূহল ছিলো। নানা রকম দামী দামী আর ভেলভেট মোড়া কুশান চেয়ার এবং কৌচ এবং বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত প্রেক্ষাগৃহ দেখে বেশ আনন্দ পেলাম। প্রথমেই মুকুটের অভিনয় হোলো—দশ বছরের বালক শ্রীমান শিশিররঞ্জনের রাজধরের অভিনয় দেখে মন উল্লসিত হোয়ে উঠ্‌লো। তার সহজ ও সাবলীল গতিশ্রী, তার ক্রূরতা ও অনুতাপ যেন মূর্ত্ত হোয়ে উঠেছিলো। তারপরেই যুবরাজের ভূমিকায় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অনিলকুমার ঘোষের ভূমিকা ও শ্রীমান্ রেণুরঞ্জনের ও নীহাররঞ্জনের যথাক্রমে ইন্দ্রকুমার ও ইষা খাঁর ভূমিকা সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ ক'রেছিলো। ইন্দ্রকুমারের নির্ম্মল পরিহাস, তার দাদার ওপর অভিমান ও শেষে তার উন্মত্ততা অতি সুন্দর। আর বেচারী যুবরাজ! সহজ ও সরল মানুষ, সংসারের কুটিলতায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সকলের প্রতি সমান ভালবাসা—এই ভাবটি অতি সুন্দর ফুটে উঠেছিলো। ইষা খাঁর মৃত্যু-দৃশ্যে দুই জনের শেষ বিদায় চাওয়া ও অস্ফুট আর্ত্তনাদে সকলেই ব্যথিত হোয়ে উঠেছিলেন। শেষে যুবরাজের মৃত্যু-দৃশ্যে সকলেরই অন্তরাত্মা হাহাকার ক'রে উঠেছিলো।

এরপর অভিনয় হোলো 'ডাকঘর'। পর্দ্দা উঠ্‌তেই মনে মনে প্রযোজক শ্রীযুক্ত বাবু সত্যরঞ্জন মল্লিক ও সুহাসচন্দ্র মজুমদারকে ধন্যবাদ দিলাম। কী সূক্ষ্ম কলাজ্ঞান! ঘরখানি কী সুন্দর সাজানো। তারপর শ্রীমান্ শিশিরের 'অমল গুপ্ত' দেখে শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অনিলকুমার ঘোষকে তাঁর শিক্ষকতা

"গোল্ড মেডেল"
'হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্দ্ধার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।
ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রিট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮

এবং তাঁর মাধব দত্তের অপূর্ব্ব অভিনয়কেও বার বার ধন্যবাদ দিলাম। ছোটো ছোটো ভূমিকার মধ্যে শ্রীমান্ অমিয়প্রসাদের 'প্রহরী' অতি সুন্দর হোয়েছিলো। শ্রীমান্ বসন্তরঞ্জনের দইওয়ালা ও শ্রীমান্ প্রশান্তরঞ্জনের 'মোড়ল', প্রত্যেকটি খুব স্বাভাবিক হয়েছিলো। তারপর কুমারী হেলেনের সর্ব্বাঙ্গ ফুলের গহনায় সাজানো আর তার সুন্দর চেহারা অপূর্ব্ব হোয়েছিলো। দূর থেকে "ভোরের বেলায় কখন এসে" গানটি গাইতে গাইতে আসা এবং সেই সময়ে focusএর সুন্দর effect হোয়েছিলো। অমলের "আমি চঞ্চল হে" গানটিও অতি সুন্দর। অন্যান্য ভূমিকা চলন-সৈ, কিন্তু মূল অভিনয়ের কোথাও রসহানি হয়-নি, উপস্থিত রসবেত্তারা একথা বার বার জানিয়েছিলেন। কেবল Stage management মোটেই ভালো হয়-নি, এর জন্যে অভিনয়ের ধারা মাঝে মাঝে বেশ আহত হ'য়েছিলো।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

(৩)

গত সপ্তাহের "নাচঘরে" সুনীলবাবু লিখিত বাঙ্গালী দর্শকবৃন্দের চাবুক খাওয়ার কথা প'ড়ে বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হ'তে হয়। সুনীলবাবু যা লিখেছেন তা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। তাঁর লেখার সত্যতা আমরাও উপলব্ধি ক'রেছি, আমরাও ও-বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী।

তাঁদের শারীরিক ও জামা কাপড়ের অবস্থা দেখে, সুনীল বাবুর চোখে জল এসেছিল কিন্তু আমাদের চোখে জল আসে আজ আমাদেরই অবস্থা দেখে, এই মনে ক'রে যে পরাধীনতার নিষ্পেষণে আমরা জড়, পঙ্গু। সামান্য একটু আনন্দ উপভোগ ক'রবো, সেখানেও আমরা নির্ব্বিঘ্ন নই।

পার্শী Madan Co. আমাদের এ দুর্ব্বলতার সম্যক্ পরিচয় পেয়েছে। সেজন্য যাদের অন্নে তাঁরা পুষ্ট তাদেরই উপর দোষী, নির্দ্দোষী নির্ব্বিচারে অবাধে চাবুক চালাতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে তাঁদের এই প্রতিষ্ঠা, গৌরবের দৃঢ় ভিত্তি এই নিরীহ, কর্ম্মক্লান্ত, আমোদপ্রমোদপ্রিয় নিম্ন শ্রেণীর দর্শকবৃন্দের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর ক'রে। তবে এটাও তাঁরা বেশ বুঝেছেন যে বাঙ্গালীর আত্মসম্মান, জাতীয়তাবোধ বা একতা ব'লে কিছু নেই। বারে বারে অপমানিত হ'য়েও সেই ক্ষণিক আনন্দ ভোগের জন্য তারা লালায়িত। সেই মনে ক'রে এ ঘৃণ্য নীতির অনুসরণ আজ কিছুদিন থেকেই তাঁরা কচ্ছেন। নিম্ন শ্রেণীর দর্শকবৃন্দের সুবিধার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন সুবন্দোবস্ত তাঁরা করেন নি। তাই বলি, বাঙ্গালী, এমন ভাবে তোমাদের আত্মমর্য্যাদাকে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে আর জলাঞ্জলি দিও না। অনেক সহ্য ক'রেছ, এবার এই জঘন্য অপমানের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস অর্জ্জন ক'রতে হবে।

সুনীলবাবু লিখেছেন যে "জন সাধারণ যদি ক্ষুব্ধ হ'য়ে একযোগে Cinemaয় যাওয়া বন্ধ করে দেয় তাহ'লে তাঁহাদের ব্যবসার অস্তিত্ব একদিনে লোপ পেয়ে যায়।" আমাদেরও ঐ এক কথা। গর্ত্তের সাপকে খোঁচাতে-খোঁচাতে একবার সে বেরিয়ে আসবেই আসবে।

শেষে একথাও ব'লতে হয়, যেখানে একজনের আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ সমস্ত জাতির প্রাণে তার আঘাত লাগা উচিত। এখানে নিম্নশ্রেণীর দর্শকবৃন্দের আত্মসম্মান যতটুকু ক্ষুণ্ণ অন্যান্য শ্রেণীর দর্শকবৃন্দেরও ঠিক তাই; তাঁরাও যেন ভুলে না যান যে তাঁদের পিঠে চাবুক পড়েনি ব'লে তাঁরা এ অপমানের ভাগী নন। তাঁরাও এ লাঞ্ছনায় সমান ভাগে ভাগী।

তাই সুনীলবাবুর সঙ্গে আমরাও একযোগে ইচ্ছা করি, বাঙালীর মর্য্যাদা-জ্ঞান একটু জাগ্রত হোক্! যারা আমাদের টাকার কাঙাল, তারা যাতে আর মাথায় না ওঠবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, আমরা অবিলম্বে যেন সেই ব্যবস্থা করতে পারি।

শ্রীসন্তোষকুমার সেন

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

ড্রাম /৫ এবং /১০। আমরা আমেরিকা হইতে ঔষধাদি মেসার্স বোরিক এবং ট্যাফেল এবং জার্ম্মানীর ডাক্তার সোয়াবের নিকট হইতে আনাই।

সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স, পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউলস, পিলউল্‌স, ইত্যাদি বাজার অপেক্ষা সুলভ দরে বিক্রয় হয়। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স সুলভে পাওয়া যায়।

কৃত্রিম দন্ত।

বিলাতী প্রত্যেকটীর মূল্য ৩৲
আমেরিকান প্রত্যেকটীর মূল্য ২৲

যন্ত্রণাবিহীন নিরাময়। বিচক্ষণ দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত তোলা ও পরিষ্কার করা হয়।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল-মসলা ব্যবহার করি এবং আমাদের মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ।

সুরেন্দ্র হোমিও ফার্ম্মেসী

ডেণ্টিষ্ট এণ্ড হোমিও ড্রাগিষ্ট

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (পশ্চাৎ) কলিকাতা।

নূতন নাটক! নূতন নাটক!!

সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মীরাবাঈ

দাম—

১১ নং কলেজ স্কোয়ার।

নাচঘর কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

মনোমোহনে "সীতা"

(প্রাপ্ত)

(শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়)

ইডেন গার্ডেনের একজিবিসন গ্রাউণ্ডে শিশিরকুমার দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতার" অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন। সে অভিনয় যে দেখেছে তার পক্ষে পুনরায় সে 'সীতার' অভিনয় দেখ্‌বার একটা কৌতূহল হয় বটে কিন্তু নাট্য মন্দিরের 'সীতা' অভিনয় দর্শকের মনের উপর এম্‌নি একটা রেখাপাত করে—যার পরে আর 'সীতা' অভিনয়ে অন্য কোনও নূতনত্বের সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

তবুও নির্ম্মলেন্দুবাবুর মত অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতার প্রয়োজনায় দ্বিজেন্দ্র লালের 'সীতা'র পুনরায় অভিনয় হচ্ছে শুনে সেদিন মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলাম।

প্রথমে ছিল শ্রীপদ মুখোধ্যায়ের নোতুন ব্যঙ্গ-নাট্য "স্বয়ম্বরা"—এটা Satireও ঠিক নয় আবার একে Burlesqueও ঠিক বলা যায় না। নাট্যকার এই নাটকখানির অভিনয় দ্বারা যে সমাজ সংস্কারের যে মহৎ সঙ্কল্প করেছেন তা সার্থক হয়নি বলেই আমি মনে করি। তা ছাড়া রুচিবিগর্হিত, তৃতীয় শ্রেণীর ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অভব্য ইঙ্গিতের দ্বারা নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়েছে মনে হয়। তবে এ কথাও মনে হয় যে কিছু কিছু অংশ নির্ম্মমভাবে বাদ দিয়ে দেড় ঘণ্টার অভিনয়ে রূপান্তরিত করতে পারলে—কিছু দিন চল্‌তে পারে। —কিন্তু 'সীতার' মত ভাল নাটকের অভিনয়ের পূর্ব্বে "স্বয়ম্বরা"র আয়োজন করে কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবসা-বুদ্ধিরও পরিচয় দেননি—তার প্রমাণ আমরা টিকিট-ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছি। 'সীতা' প্রোগ্রামে দ্বিতীয় স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে শুনে অনেকেই ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছেন।

যাক্, ৯টার পরে 'সীতা'র যবনিকা উত্তোলন করা হ'ল।

শিশিরবাবু প্রথম দৃশ্যেই একটা surprise দিয়ে—শ্রোতার মনকে বিহ্বল করে দিয়েছিলেন—দুর্ম্মুখের বার্ত্তাজ্ঞাপন শেষ হয়েছে—চার ভাই যেন আকস্মিক বজ্রপাতে সমাচ্ছন্ন। পটোত্তলনের সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র অনুভূতি মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

নির্ম্মলেন্দু বাবু—'সীতা' নাটকখানিকে আগাগোড়া Psychological side থেকে সাজিয়েছেন—অভিনয়ও সেইভাবে হয়েছে—আমাদের মনে হয়—action অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকে emotionএর স্থানই বেশী—নির্ম্মলেন্দুবাবু এই দিকটা গ্রহণ ক'রে প্রযোজনায় সার্থক হয়েছেন বলে মনে করি। নাটকীয় emotionকে রূপে রসে সঞ্জীবিত ক'রে নির্ম্মলেন্দুবাবু আপন কৃতিত্বে আমাদের মুগ্ধ করেছেন।

নির্ম্মলেন্দুবাবুর "রাম" যেমন শিশিরকুমারের "রাম" ভোলাতে পারেনি—তেমনি একটি মুহূর্ত্তের জন্যও শিশিরবাবুর "রাম" নির্ম্মলেন্দুবাবুর "রাম"কে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। তাই মনে হয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে দু'জনের যোগ্যতা তুলনাযোগ্য না হলেও সমানভাবে প্রশংসার্হ, সন্দেহ নেই।

যে দৃশ্যে নিদ্রাহীন রাম তন্দ্রাভিভূত হয়—সীতাকে স্বপ্নে মূর্ত্ত দেখে শয্যা ত্যাগ ক'রে ভূলুণ্ঠিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন—সে দৃশ্যে নির্ম্মলেন্দুবাবু যে সূক্ষ্ম রসানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন তা' শ্রেষ্ঠ অভিনেতার বহু সাধনার ফল। Emotional tensionএর তীব্রতায় তিনি দর্শকদের অভিভূত করতে পারেন – এ প্রমাণ তাঁর অন্য ভূমিকাতেও পেয়েছি।

এমনই ভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্য বিচার করলে দেখা যায়—নির্ম্মলেন্দুবাবু অসন্দিগ্ধভাবে তাঁর সুনাম রক্ষা করেছেন।

প্রধান ভূমিকায় আর যাঁরা নেমেছিলেন—তাঁদের সকলের অভিনয় আমাদের ভালই লাগ্‌ল। বিশেষতঃ 'বাল্মীকি'র ভূমিকায় গণেশচন্দ্র গোস্বামীর অভিনয়—অতি চমৎকার। বাল্মীকি-চরিত্রের উদার ও স্নেহপ্রবণ ভাবটি তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই অভিনেতার কণ্ঠস্বরের তেজ ও মাধুর্য্য আছে।

শূদ্রকের ভূমিকায় মণিবাবুর অভিনয় ভাল হয়নি, বিশেষতঃ তাঁর কর্কশ কণ্ঠস্বর গৃহীত ভূমিকার স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করেছে মনে হয়।

বাঙলা রঙ্গমঞ্চে সুদর্শনা অভিনেত্রী যে প্রকার দুষ্প্রাপ্য তা'তে 'সীতা'কে দেখে আশ্বস্ত হলাম। এই নতুন অভিনেত্রীর মধ্যে সুনাম অর্জ্জন করবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। মাণ্ডবীর ভূমিকায় আশালতার অভিনয় বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। অভিনেত্রী আঙ্গুরবালার লবের ভূমিকা খুবই প্রাণস্পর্শী হয়েছিল।

যোগেশবাবুর সীতায় সংস্কৃত বেদ গানের বাঙলা তর্জ্জমা গাওয়া হয়—সেটা প্রয়োগকৌশলের দিক থেকে সার্থক হয় নি। নির্ম্মলেন্দুবাবু মাত্র সংস্কৃত গান বজায় রেখে নিজের রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

শেষ দৃশ্য-সজ্জায় যথেষ্ট অর্থব্যয় করা হয়েছে মনে হ'ল, কিন্তু প্রযোজনার দিক থেকে এর অনেকখানি উৎকর্ষ সাধন করবার আছে।

[মনোমোহনের "স্বয়ম্বরা" বা "সীতা" আমরা দেখিনি। উপাসনা-সম্পাদক সুকবি সাবিত্রীবাবু সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত, তাই তাঁর লেখাটি ছাপালুম বটে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের জন্যে "নাচঘরে"র কোন দায়িত্ব নেই। আর-একটা কথা—যোগেশবাবুর সীতায় কেবল সংস্কৃত বেদ গানের বাংলা তর্জ্জমা গাওয়া হয় না, সংস্কৃতও গাওয়া হয়। এবং "সীতা" নাটকে বেদগানে প্রবর্ত্তনা শিশিরকুমারেরই কৃতিত্ব এবং নির্ম্মলেন্দুবাবু তাঁরই অনুসরণকারী। ইতি। নাচঘর-সম্পাদক।]

নিবেদন
শীতবস্ত্র ও পোষাক
খরিদ করিবার পূর্ব্বে
ফ্রেণ্ডস সোসাইটির
বিপুল আয়োজন, সুলভ মূল্য ও
ভদ্র ব্যবহার দেখিতে অনুরোধ করি।
বিভিন্ন রকমের শাল, আলোয়ান,
পোষাক ও হোসিয়ারী দ্রব্যের বিচিত্র
সমাবেশ
(একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)
ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮
গোলদীঘির পশ্চিম,
৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট,

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি.বি]

শনিবার ২৮শে পৌষ রাত্রি ৭ টায়

১। জলধরবাবুর অপরূপ সামাজিক প্রহসন

ত্রিমূর্ত্তি

২। জলধরবাবুর

প্রেম ও ধর্ম্মমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

রবিবার ২৯শে পৌষ, ম্যাটিনী ৪৷৷ টায়

সহস্র সহস্র দর্শকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মুখর

নূতন মর্ম্মস্পর্শী ঐতিহসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

জাতিচ্যুত

রাজা গণেশ—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
আজিম শা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
যদুমল্ল—শ্রীভূমেন রায় (এমেচার)
দিনরাজ—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
জীবনরায়—শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
এব্রাহিম—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গিরিনাথ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
ন্যায়রত্ন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
ত্রিপুরাসুন্দরী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা
নবকিশোরী—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা
কল্যাণী—শ্রীমতী নবতারা
আসমান—শ্রীমতী আসমানতারা
উমা—শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ)

আগ্রম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে. মিত্র, বি.এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ২৮শে পৌষ, রাত্রি ৭৷৷০ টায়

দিগ্বিজয়ী

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রবিবার ২৯শে পৌষ, ম্যাটীনী ৪৷৷০ টায়

দিগ্বিজয়ী

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৫ই মাঘ
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

স্বপ্ন !—কবির বাঁশরী যে-স্বপনের গান গায়, মাধবীর আঁচলে শুয়ে ফুল যে-স্বপনকে দেখে, চাঁদের চোখে যে-স্বপন জ্যোছনার তুলিকা বুলিয়ে দেয়, সেই স্বপ্নের রূপসায়রে আমরা স্নান ক'রে স্নিগ্ধ হ'য়ে এসেছি।

*

চিরন্তন নারীত্বের প্রতিমা, এই আনা পাব্‌লোভা ! অমর যৌবনের প্রতীক তাঁর তনু তনুলতা ! দীর্ঘ চুয়াল্লিশটি বসন্ত (তাঁর জন্ম ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারীতে) কাল-সাগরে ডুবে গেছে, কিন্তু সে-দেহে আজও প্রৌঢ়ত্ব একটি লেখা লিখতে পারে নি। তরুণীদের মাঝ খানে তাঁর শোভন তারুণ্য যেন অধিকতর গৌরবে লীলায়িত হয়ে ওঠে।

*

বিচিত্র সে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস—অপূর্ব্ব সে যৌবনের খেলা ! উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভাকে দেখি-নি। ষোড়শী-পাব্‌লোভাকেও দেখি-নি। কিন্তু আজ্‌কের এই পাব্‌লোভার চেয়েও তাঁরা যে বেশী-সুন্দর ছিলেন, এ-কথা একবারও মনে হয় না !

*

অথচ সাধারণ ভাবে খুঁটিয়ে বিচার করলে পাব্‌লোভাকে মোটেই তিলোত্তমা ব'লে ভ্রম হবে না। রামা-শ্যামার দৃষ্টি তাঁর নাক-চোখ-মুখের আর গড়নের অনেক খুঁৎ হয়তো আবিষ্কার ক'রতে পারে। কিন্তু মোমের পুতুলের মতন নিখুঁৎ রূপসীদের দেহ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজ্‌লেও যে জীবন্ত সৌন্দর্য্যকে পাওয়া যাবে না, পাব্‌লোভার দেহে দেখি তারই অফুরন্ত ভাণ্ডার। এবং এই অলোকসাধারণ সৌন্দর্য্য বন্দী হয়েছে কেবল শিল্পীর জীবনব্যাপিনী সাধনার মধ্যেই !

*



নর্ত্তকী পাব্‌লোভা

আর্ট অসাধ্য সাধন করতে পারে। পাব্‌লোভা তারই প্রসাদে পরমা রূপসী।

*

বর্ত্তমান কালে নাচ বলতে বাংলা দেশে বিশেষ-কিছুই বোঝায় না। নাচ বলতে কেউ বুঝবেন থিয়েটারি নাচ বা খেম্‌টা নাচ, কেউ বুঝবেন পুতুল-নাচ এবং কেউ কেউ ভূতের নাচ, বাঁদর নাচ বা ভালুক-নাচ বুঝলেও আমরা বিস্মিত হব না। কিন্তু আসলে নাচ বলতে যে কি বোঝাতে পারে, মড অ্যালেন, নিজিনিস্কি, রোশেনারা ও আনা পাব্‌লোভা প্রভৃতি শিল্পীরা মাঝে মাঝে কল্‌কাতায় এসে তারই জলন্ত প্রমাণ দিয়ে গিয়েছেন।

*

ভারতেও এখনকার যাঁরা সত্যিকার নাচিয়ে, বংশানুক্রমে যাঁরা ভারতীয় নৃত্যের অবদান কোনক্রমে রক্ষা ক'রে আসছেন, তাঁদেরও অনেকের নাচ দেখবার সুযোগ হয়েছে। সে-সব নাচ দেখেও যে খুসি হই নি, তা বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু উচ্চতর কবিত্বের অভিব্যক্তিতে, অভাবিত কল্পনার উচ্ছ্বাসে যে আনন্দাতীত আনন্দকেও লাভ করা সম্ভব হয়, আমাদের আধুনিক মস্তিষ্ক সে-সব নাচের ভিতরে তার সন্ধান পায় নি। এটা ভারতীয় নৃত্যের দোষ নয় ভারতীয় নর্ত্তকদের দোষ।

*

সম্প্রতি কলকাতার নব্যশিক্ষিতাদের ভিতরে আর-এক ধরণের নাচের চলন হয়েছে—যার উৎপত্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভঙ্গিমার মিলনে। এর মধ্যে উচ্চতর ভাবাভিব্যক্তির চেষ্টা থাকলেও এ-চেষ্টা নৃত্য-বিজ্ঞানের অনেক ধারাই মানে না। এ-শ্রেণীর নাচকে আমরা উৎসাহের দ্বারা ক্রমোন্নতির সুযোগ দিতে রাজি আছি, কিন্তু এখনো কখনওত নৃত্য ব'লে মানতে প্রস্তুত নই।

*

পাব্‌লোভার নৃত্যের প্রধান বিশেষত্ব, তার মধ্যে ভাবুকতা, কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য এক সূত্রে গাঁথা। তার প্রত্যেক পরিকল্পনা সৃষ্টির আনন্দে ভরা। নৃত্য মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম (প্রমাণ, অবোধ শিশুও খুসি হ'লে নাচে) বটে, কিন্তু মানুষ যখন তাকে কৃত্রিম বা 'আর্টিফিসিয়াল' ক'রে তোলে, বাঁধা-ধরা গণ্ডীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে ফেলে, তখনি তার নাম হয়, আর্ট। যিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী, তিনি বিধি-নিষেধের বন্ধনের মধ্যেও থাকেন স্বাধীন ভাবে এবং আর্টকে ফিরিয়ে আনেন আবার সেই স্বাভাবিকতার দিকেই। 'আর্টিফিসিয়ালিটি'র ভিতরে বা অস্বাভাবিকতার ভিতরে—অর্থাৎ আর্টের মধ্যে—এম্‌নি স্বাভাবিকতার বিকাশ দেখিয়ে, ভাবুকতা, কবিত্ব ও সৌন্দর্য্যের সঙ্গে নব নব সৃষ্টির অপূর্ব্ব আনন্দকে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করতে পেরেছেন ব'লেই আনা পাব্‌লোভা আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী ব'লে সম্মান লাভ করেছেন।

*

বছর কয়েক আগে আর একজন মাত্র নর্ত্তকের নাম ছিল পাব্‌লোভার উপরে। তিনিও জাতিতে রুস, নাম ওয়াজল্যাভ্‌ নিজিনিস্কি। কিন্তু তাঁর করুণ জীবন নিয়ে এখানে আলোচনা করবার দরকার নেই। কারণ তিনি এখন মৃত।

*

নৃত্যশিল্পীর হাত, পা ও দেহের দিকেই সাধারণতঃ সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু পাব্‌লোভার নাচে কেবল হাত, পা ও দেহের দিকে চাইলেই চলে না, তাঁর চোখদুটিও প্রধান দর্শনীয় বস্তু। সে চোখও সুধু নৃত্যশীলই নয়, পরন্তু তাদের ভিতর দিয়ে পাব্‌লোভার সমস্ত আত্মা এবং নৃত্যের সমস্ত রহস্য যেন আত্ম-প্রকাশ করে। তাঁর নাচের অর্থ খোঁজ্‌বার জন্যে সমালোচকের দরকার হয় না, কারণ তাঁর চোখই সমস্ত অর্থ মৌন ভাষায় ব্যাখ্যা ক'রে দেয়। "The Swan", "The Fairy Doll" ও "Autumn Leaves" প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নৃত্যে পাব্‌লোভার চোখের বিশেষ বিশেষ ভাব লক্ষ্য না করলে তাঁর নাচের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্যই মাঠে মারা যায়। এদেশী নর্ত্তকীরা তো দূরের কথা, এদেশী কোন শ্রেষ্ঠ অভিনেতারও এমন অদ্ভুত ভাবপ্রকাশক চক্ষু আমরা দেখি নি। তাঁর মুখের সব-চেয়ে-বড় বিশেষত্ব, ঐ দুটি চোখ!

*

আনা পাব্‌লোভা কোথাও কথার সাহায্য নেন না বটে, কিন্তু ভাবাভিনয়ে তিনি বোধ করি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম অভিনেতার সমকক্ষ। এ হিসাবে তিনি খালি নর্ত্তকী নন, অভিনেত্রীও বটে। এবং আমাদের বিশ্বাস, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী না হ'লে শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী হওয়াও অসম্ভব।

*

নৃত্যনাট্য যে কি বস্তু, আনা পাব্‌লোভার সম্প্রদায়ে অভিনীত Ballet-গুলিই তার উদাহরণ। প্রত্যেক Balletই অল্পের ভিতরে সম্পূর্ণ এক-একখানি নাটক। তার কোনখানি হাসিতে রঙিন, কোনখানি অশ্রুজলে করুণ। এ-রকম Ballet য়ুরোপে খুবই পরিচিত, কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ে এখনো অজানা ব্যাপার।

*

পাব্‌লোভা দু-বার কলকাতায় এসেছেন, দুবারেই তাঁর অনেক নাচ দেখলুম। তাঁর নৃত্যের বৈচিত্র্য অসাধারণ। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই নাচ তিনি নিয়েছেন এবং নিজের প্রতিভার মহিমায় সেগুলিকে অপূর্ব্ব-সুন্দর ক'রে তুলেছেন। ভারতের মত অপরিচিত দেশের নাচও তাঁর চোখের আড়ালে যায় নি। তাঁর গত বারের ভারত-ভ্রমণের ফল, "কৃষ্ণ ও রাধা", "হিন্দুবিবাহ" ও "অজন্তার ফ্রেস্কো" প্রভৃতি নৃত্য। শেষোক্ত নাচটি কলকাতায় দেখানো হয় নি। ভারতীয় Balletএর দৃশ্যপট পরিকল্পনায় বিদেশী হয়েও পাব্‌লোভা যে রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, আমাদের স্বদেশী প্রয়োগকর্ত্তারা আজও সে-পরিচয় দিতে পারেন নি।

*

পাব্‌লোভার প্রতিভার সংস্পর্শে এসে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রত্যেক নর্ত্তক ও নর্ত্তকীই সাধারণ আদর্শের উপরে উঠতে পেরেছেন। তাঁদের সকলেরই নাচের technique এতটা নিখুঁৎ যে, সাধারণ দর্শকরা সহজে বুঝতে পারবেন না, পাব্‌লোভার সঙ্গে তাঁদের আসল তফাৎ ঠিক কোন্‌খানটিতে! কি পুরুষ আর কি নারী,—সকলেরই চরণ এমন লঘু অথচ ক্ষিপ্র যে, দেখলে অবাক মানতে হয়! পাব্‌লোভার সম্বন্ধে পড়লুম, "The lightness of her step reminds one of a bird" প্রভৃতি। কিন্তু তাঁর দলের অধিকাংশ লোক সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তাদের কারুর মতন হাল্কা-পা একজন নর্ত্তকও যদি বাংলা রঙ্গালয়ে থাকৃত, আমরা তাহ'লে নিজেদের ভাগ্যবান জ্ঞান করতুম!

*

পাব্‌লোভার নাচে আর এক উপভোগ্য ব্যাপার হচ্ছে 'অর্কেষ্ট্রা'। এবং বিলাতী নাচের একটি প্রধান অঙ্গের মত, এই 'অর্কেষ্ট্রা'। খালি অঙ্গের মতন নয়, নাচের মৌন ভাষার ভিতরে একটি কথিত ভাষার মতনও বটে। 'অর্কেষ্ট্রা'কে বাদ দাও, বিলাতী নাচের প্রাণ আর থাকবে না। 'অর্কেষ্ট্রা' যেন নাচকে ব্যাখ্যা করে এবং নাচ যেন 'অর্কেষ্ট্রা'কে ব্যাখ্যা করে—এবং নাচ যখন মেটায় চোখের ক্ষুধা, 'অর্কেষ্ট্রা' তখন মেটায় কাণের ক্ষুধা। ঘুঙুরের দ্বারা এ-দেশে ক্ষীণভাবে কাণকে তৃপ্ত রাখবার চেষ্টা করা হয় এবং দেশী নাচের সঙ্গে একটু-আধটু যন্ত্র-সঙ্গীতও থাকে বটে, কিন্তু নৃত্যকে যথার্থরূপে অলঙ্কৃত করবার জন্যে তাকেই যথেষ্ট বলতে পারি না। দেশী নাচও 'অর্কেষ্ট্রা'র সাহায্যে যে কতখানি জীবন্ত হয়ে ওঠে, আমরা তার দু-একটা দৃষ্টান্ত জানি।

*

বিখ্যাত কলা-সমালোচক Carl Van Vechten নিজিনিস্কি সম্বন্ধে বলেছেন, "His dancing is accomplished in that flowing line, without a break between poses and gestures, which is the despair of all novices and almost all other *virtuosi*. After a particularly difficult leap or toss of the legs or arms, it is a marvel to observe, how, without an instant's pause to regain his poise, he rhythmically glides into the succeeding gesture." পাব্‌লোভারও ঠিক এই আশ্চর্য্য শক্তি আছে। উপর-উপরি তিন-চারটি অতি উচ্চ, দুঃসাধ্য (কিন্তু সুদর্শন) লম্ফ ত্যাগ ক'রে, নিঃশব্দে রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করতে-না-করতেই, এমন অনায়াসে এবং এমন তাড়াতাড়ি তিনি পরবর্ত্তী ভঙ্গিতে গিয়ে পড়েন যে বিস্মিত না হয়ে থাকা অসম্ভব। না জানি দেহের উপরে তাঁর আর্টের দখল কতখানি!

*

পাব্‌লোভা যেন একটি জ্যোৎস্না-বিদ্যুতের শিখা;—যেন এক-অঞ্জলি নির্ম্মল নির্ঝর-ধারা;—যেন পাপিয়ার একটি শরীরিণী রাগিণী! নৃত্যশীলা পাব্‌লোভাকে দেখলে মনে হয়, অর্দ্ধ-মানবী অর্দ্ধ-দেবীর মত! তাঁর প্রায়-বায়বীয় দেহ ধরণীর আবেষ্টনে ধরা দিলেও তাঁর পদ্মপেলব চরণ যেন ধরার ধূলাকে স্পর্শ করে না—শরতের লঘু ও স্বচ্ছ মেঘের মতন লীলায়িত হয়ে চোখের সামনে দিয়ে তিনি ভেসে যান আর ভেসে যান—যত দেখি, দেখার সাধ আর মেটে না, মনের ভিতরে একটা অতৃপ্তি থেকেই যায়।

*

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের নিখুঁৎ অভিনয় যেমন আমাদের মনে কল্পনার ইন্দ্রজাল রচনা করে, আমাদের ভাবুকতার খোরাক যোগায় ও সুন্দরের চিত্র-শালা দেখায়, পাব্‌লোভার নৃত্যকাব্যও ঠিক তেম্‌নিধারা ভাব ও কল্পনা জাগানো বৈচিত্র্যে ভরা। আসল আর্টের কাজই তো তাই। "The ennobling

effect of all great and perfect art, after the primary emotion, seems to be to set our minds wondering in a thousand channels, to suggest new outlets. Pater's experience before the Monna Lisa is only unique in its intense and direct expression."

*



পাব্‌লোভা ও তাঁর প্রিয় কুকুর

কোন কবি, কোন গায়ক বা কোন চিত্রকর শ্রেষ্ঠ কলাসুষমার সামনে ভাবাভিভূত হ'লে সেই ভাবকে বিভিন্ন উপায়ে অভিব্যক্ত না ক'রে পারেন না। পাব্‌লোভার নৃত্য যে-ভাবের জন্ম দেয়, তার প্রেরণায় চিত্রকর বর্ণের ও সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য জ্ঞানের একটি নূতন আভাস লাভ করবেন, গায়ক ছন্দের একটি নূতন সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করবেন এবং কবি নূতন শব্দচয়নে আগ্রহ প্রকাশ করবেন—অথবা পুরাতন শব্দের মধ্যে নূতন অর্থ লক্ষ্য করবেন। রঙে, সঙ্গীতে, ছাঁদে, গতিলীলায়, উদার কল্পনায় এবং অনন্ত কবিত্বে পাব্‌লোভা আমাদের মনের ভিতরে যে বিচিত্র জগৎ সৃজন ক'রে গেলেন, তার ভিতরে যেন সৃষ্টি-প্রভাতের শিশু-আনন্দ চঞ্চল পুলকে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে, সেখানে কুৎসিতের নাম কেউ শোনেনি, সন্ধ্যার অন্ধকারকে কেউ দেখেনি, ধূলার নোংরা ছোঁয়া কেউ পায় নি—সেখানে ঝরণার কলগীতি নাচছে, সমুদ্রের নীলিমা নাচছে, বনের শ্যামলিমা নাচছে—এবং মৃত্যুন্মুখ মরালের চোখের জল? সূর্য্যকরে তাও নাচছে!

*

পাব্‌লোভার নাচ যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কাছে এই লেখনীর সাহায্য অনাবশ্যক। এবং পাব্‌লোভার নাচ যাঁরা দেখেন নি, লেখনীর সাহায্য নিলেও তাঁরা কিছুই বুঝবেন না। সুতরাং সে বৃথা চেষ্টা আর করব না। যে "imaginative actuality"র চপলাচমক আমরা দেখলুম, এ জীবনে তাকে আর কখনো ভুলব না।

*

পাব্‌লোভার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই:—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী মাসে সেণ্টপিটার্সবার্গে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সের সময়েই তিনি মেরিয়ান্স্কি থিয়েটারের সঙ্গে সংযুক্ত ইম্পিরিয়াল ব্যালেট স্কুলে (নৃত্য-বিদ্যালয়ে) ভর্ত্তি হন এবং শিক্ষা সাঙ্গ ক'রে পরে উক্ত রঙ্গালয়ের প্রধান নর্ত্তকীর স্থান লাভ করেন। তারপরে তিনি সম্রাটের নিজস্ব ইম্পিরিয়াল অপেরা হাউজেও নব নব নৃত্যকাব্য রচনা ক'রে অধিকতর প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন।

*

বিলাতে তাঁর প্রথম আবির্ভাব হচ্ছে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, বিখ্যাত মাইকেল মর্ডকিনের সঙ্গে লণ্ডনের প্যালেস থিয়েটারে। তাঁর তখনকার বিখ্যাত নাচ হচ্ছে Lex Papillons, Le Cygne ও Valse Caprice প্রভৃতি। ঐ বছরেই ডিয়াঘিলেভের রুস ব্যালেটের সঙ্গে তিনি পারী সহরে আত্মপ্রকাশ করেন—Les Sylphides, Pavillon d' Armide ও La Nuit Egyptienne প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে। তারপরই তিনি আমেরিকার নিউ ইয়র্কে গিয়ে উক্ত নাচ গুলির সঙ্গে Coppeliaরও নৃত্যাভিনয় প্রদর্শন করেন। তারপর নিয়মিত ভাবে লণ্ডনে অবতীর্ণ হ'য়ে আবার তিনি আমেরিকায় যান। ১৯২৩, ১৯২৪ ও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর নিজের দলের সঙ্গে Dionysus, Don Quixote, Amarilla, The Fairy Doll ও অন্যান্য চিত্রনাট্যে কভেণ্ট গার্ডেন অপেরা হাউসে অবতীর্ণ হন। বছর-ছয়েক আগে তিনি প্রথম ভারতবর্ষে আসেন। তা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নিজের দলের সঙ্গে বেড়িয়ে এসেছেন। এবারকার পৃথিবী ভ্রমণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নাকি তাঁর নৃত্য-ব্যবসায় পরিত্যাগ করবেন।

*

অন্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র দে এতদিন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক রূপে সুপরিচিত ছিলেন, সংপ্রতি মিনার্ভার "জাতিচ্যুত" নাটকে গিরিনাথের ভূমিকায় অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়ে নট-সমাজেও তিনি খ্যাতির আসন লাভ করেছেন এবং সে-পরিচয়ও যথাসময়ে দেওয়া হয়েছে। এমন ক্রিয়াবহুল ভূমিকায় কোন অন্ধ নটের সফল আবির্ভাবের কথা আগে আমরা শুনি-নি। তাই আনন্দের সঙ্গে গিরিনাথের ভূমিকায় কৃষ্ণবাবুর একখানি ছবি এই সংখ্যায় প্রকাশ করলুম।



গায়ক-কবি কৃষ্ণচন্দ্র

*

প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি, গেল হপ্তায় আর-একবার "জাতিচ্যুতে"র অভিনয় দেখে আমরা অধিকতর সুখী হয়েছি। এ-কথাও বলতে পারি, এইবারে "জাতিচ্যুতে"র অভিনয় যেমনটি হওয়া উচিত, তেমনি হয়ে উঠেছে। অভিনয়ের সময়ে আনুষঙ্গিক যন্ত্রসঙ্গীত ও আলোকপাতকৌশল আরো উন্নত হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ-দৃশ্যের নূতন পরিবর্ত্তনও প্রয়োগকর্ত্তা কালীপ্রসাদবাবুর রসজ্ঞানের পরিচয় দেয়।

*

শ্রীযুত ভূমেন রায় যে নিজের ভূমিকায় ধারণা নিয়ে এখনো মাথা ঘামাচ্ছেন,

তাঁর অভিনয়ের ক্রমোন্নতি দেখে সেই প্রমাণই পেলুম—তাঁর অভিনয়ে এখন আর কোন ত্রুটি নেই বললেই হয়। শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ ও শ্রীমতী নগেন্দ্রবালার প্রশংসিত ভূমিকাও অধিকতর প্রশংসাযোগ্য হয়েছে। আলোচ্য রাত্রে নবকিশোরীর ভূমিকায় শ্রীমতী শশীমুখীর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য এইজন্যে যে, মহলা না দিয়েই হঠাৎ অভিনয় করতে আহূত হয়ে নূতন ভূমিকাটির মধ্যে তিনি প্রাণ সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রশংসনীয় অভিনয়ের ভিতরেও আমরা যে দু-একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছিলুম, তাথেকে তিনি এখনো মুক্ত হন নি দেখে দুঃখিত হলুম। সম্ভবতঃ আমাদের মতামত তিনি নগণ্য ব'লে মনে করেন। তা, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস থাকা ভালো!

শুনছি, রাধিকানন্দ-সম্প্রদায় "কাল-পরিণয়" অভিনয় করতে প্রস্তুত হচ্ছেন। এতদিন পরে "কাল-পরিণয়" আর কি জনতার আগ্রহ বর্দ্ধন করবে? আমরা সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচন-শক্তির প্রশংসা করতে পারলুম না। রাধিকানন্দের কাছ থেকে আমরা এমন আধুনিকতা চাই—যা একাধারে উন্নত রুচি ও কলা-জ্ঞানের পরিচায়ক।

নর্ত্তকী আনা পাব্‌লোভা

৫ই জানুয়ারী ১৯২৯ সাল!···

ভারতের রূপ-ইতিহাসে এই স্মরণীয় দিনটির স্মৃতি মণির মতন অনন্ত গৌরবে চিরকাল ধ'রে জেগে থাকবে!···



পাব্‌লোভার নাচ

ঐ দিনটীতে ভুবন-বিখ্যাত নর্ত্তকী আনা পাব্‌লোভা দ্বিতীয়বার ভারত-ভ্রমণের সময়ে তাঁর মহিমময় নৃত্য-রূপের পরিচয় দেন—কলিকাতার রঙ্গমঞ্চকে চঞ্চল চরণের স্পর্শে জীবন্ত ক'রে!···সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর স্বামী এবং ম্যানেজার মিঃ ভি, ড্যান্‌ডার!···অনেক মান্য-গণ্য ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ ক'রতে গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমার জন্মভূমি হচ্ছে রুশিয়া। কিন্তু ইংলণ্ডকেই আমি আমার বাসভূমি ক'রে নিয়েছি। আমার দীর্ঘ ভ্রমণগুলির অবকাশ-সময়ে আমি আমার লণ্ডনের বাড়ীতেই থাকি।"

তাঁর বাল্যজীবনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হ'লে, তিনি বলেন, "আমার মা একদিন আমাকে এক বড়দিনের ভোজে নিয়ে যান। এই ব্যাপারটাই আমার জীবনকে সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে ঘুরিয়ে দেয়। সেখানে মা আমাকে "ঘুমন্ত সুন্দরী"র মুগ্ধকর একটি নাচ দেখান। সেই নাচ দেখেই, ভবিষ্যতে একজন নর্ত্তকী হবার সঙ্কল্প আমার মনের মধ্যে জাগে। কিন্তু মা আমার ছিলেন বিধবা,—বড় গরীব! এত গরীব যে, আমাকে রাজকীয় এ্যাকাডেমীতেই যেতে হয়েছিল। সেণ্টপিটার্সবার্গের রাজকীয় নৃত্যের জন্যে কৃতজ্ঞতার ঋণ যে আমার কত, সে কথা আমি কখনো ভুলতে পারি না!"

তাঁর আর্ট-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ভারতে কি এত-বেশী সঙ্গীত চর্চ্চা হয়,—প্রচুর নৃত্য নয়? ঠিক। তবুও ভারতবর্ষে নৃত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট কিছুই পাওয়া যায়,—যদি সে বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা করা হয়!

"ব্রহ্মদেশীয় নৃত্য হচ্ছে স্পষ্টাস্পষ্টি জিমনাষ্টিকের কসরতের মতন এবং তার প্রাচ্য রূপের সঙ্গে যেন রুশীয়-কৃষাণের ছন্দ জড়িয়ে আছে! আর, ভারতীয় নর্ত্তকীদের নাচ হচ্ছে ছন্দ ও সুষমায় ভরা; এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত আছে রেখার সঙ্গতি ও নানা ভঙ্গির গতি-লীলা। ভবিষ্যতে এ-নৃত্যের উন্নততর পরিণতি আছে। এবং গানের মতই এর এক নৃত্যের ছন্দ আর এক নৃত্যের ছন্দের



হিন্দু নর্ত্তকী-বেশে পাব্‌লোভা

সঙ্গে বেশই মিলে যাবে।" ভারতীয় নারীদের দেহের রূপ ও গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে, পাব্‌লোভা বলেন যে, এর মধ্যে একটা সুন্দর আর্ট ঘুমিয়ে আছে।

"তোমাদের আছে সুন্দর সঙ্গীত, সুন্দর পোষাক এবং সুন্দর বর্ণজ্ঞান। তোমাদের কাব্যগীতিকা ছন্দসুন্দর অভিব্যক্তির উপযোগী। তোমরা মন দিলে তোমাদের যা সুন্দর আছে, তাকে আরও সুন্দর ক'রতে পারো। পাব্‌লোভা দুঃখের সঙ্গে বলেন যে, "ভারতীয় নর্ত্তকীরা 'ব্যালেটে'র দিক দিয়ে নতুন কিছুই দিতে পারেন নি! তাঁর দুটী নৃত্য—"রাধা-কৃষ্ণ" এবং "একটী হিন্দু বিবাহ" সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এদেশবাসীদের মনে মাত্র প্রেরণা জাগানোতেই ও-নৃত্যের সার্থকতা। এই দুটী নৃত্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল যে, তা নিশ্চয়ই ভারতীয় দর্শকদের সন্তুষ্ট ক'রবে! 'ব্যালেটে'র আকারে এই রকম একটি খাঁটী হিন্দু-আর্ট দেখাবার চেষ্টা এই প্রথম!" —ভারত—

চাকার নীচে

(একাঙ্ক সামাজিক নাটক)

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব সাত প্রকাশিতের পর)

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের শেষ-কথার পুনরাবৃত্তি :—শৈলেশ্বর। মা একটুখানি মাথা গুঁজবার জায়গা পেয়েছিলেন কিন্তু বাবা তাঁকে একটা রাতও থাকতে দিলেন না। মাকে দেখেই তিনি আগুন হয়ে উঠ্‌লেন। মা বাড়ীর দাসীবৃত্তি করে খাবেন, চাকরাণীদের সঙ্গে শোবেন—কেবল আমাকে দুবেলা দেখ্‌তে পাবেন—এই জন্যে!—

নমিতা। একটুকু কৃপাও বাবা তাঁকে করলেন না?

শৈলেশ্বর। (বেদনায় অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া)। না।—একদিন পরে আমাকে পেয়ে ছেড়ে যেতে মার বুক ফেটে যাচ্ছিল, মাকে নিয়ে পৃথক্ থাকতে চাইলুম, বাবা আমাকে খুব মারলেন আর মাকে তাড়িয়ে দিয়ে মদ খেতে আরম্ভ করলেন। (সহসা আর্ত্তনাদে ফাটিয়া) কী ভুলই করেছি নমিতা, কী ভুলই করেছি, কেন সেদিন মার সঙ্গে বেরিয়ে গেলুম না। (একটু থামিয়া) কেন পারিনি জানো নমিতা? মাকে বের করে' বাবা ভেতর থেকে চাবি এঁটে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার গায়ে ত ছিল অসুরের মত বল, আমি ত সহজেই তাঁকে পরাস্ত করে চাবি কেড়ে নিতে পারতুম। তবু কেন পারিনি? (অর্থহীন হাস্য করিতে করিতে) কি জানো নমিতা? পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতার শিরশ্ছেদ করেছিল, বোধ হয় সেই পুণ্যরক্ত ধমনীতে বইছিল বলেই—শোকে মুহ্যমান হইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল]।

নমিতা (সান্ত্বনার সুরে)। তোমার কি দোষ শৈলেশ? পতিতা স্ত্রীকে ঘরে স্থান দিতে তোমার বাবা হয়ত এতটা কঠোর হতেন না—কিন্তু সমাজই তাঁকে এমন ক'রে তুলেছিল। আবার সমাজও হয়ত এতটা কঠোর নয়—তোমার বাবার মত লোকেরাই তাকে এমন করে' তুলেছেন। এই নিয়তি-চক্র!

শৈলেশ্বর। নিয়তি-চক্রই বটে নমিতা, নিয়তি-চক্রই বটে! নিয়তই সমাজের চাকার তলায় এ রকম কত প্রাণই পিষ্ট হচ্চে আমরা খবরও রাখি না! দশজন একজোট হলেই কি একজনকে পিষবার তাদের অধিকার জন্মায়?

[কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া

নমিতা, তুমি কখনো কাউকে চাকার তলায় পড়তে দেখেছ? আমি দেখেছি। এক বিরাট লোহার কারখানা দেখতে গেছলাম—কারখানা তো নয় একটা সহর, হাজার হাজার কুলী সেখানে খাটচে। আমারই সামনে একটা মেশিনের চাকায় একজনের কাপড় আটকে গেল—বেচারা টের পেতে না পেতেই যন্ত্রটা তাকে নির্ম্মম আলিঙ্গনের মধ্যে টেনে নিয়েছে—কয়েক মুহূর্ত্তের ব্যাপার! বেরিয়ে আস্‌বার জন্যে কুলীটার কী প্রাণপণ চেষ্টা! যখন তার একটা হাত কাটা পড়েচে তখনো বেরিয়ে আস্‌তে চাইচে, যখন একখানা পা কাটা পড়ল তখনও—কিন্তু যখন—ওঃ!·····কুলীটার মুখে আমার মার মুখের ছবি দেখেছিলুম—মাকে যখন বের করে দেয় তখনকার!

নমিতা (আর্ত্তস্বরে)। ও মা—মা গো!

[নমিতা শিহরিয়া উঠিল।

শৈলেশ্বর। যাবার সময় মা বলে গেছেন, আমার আরো দুটি ভাই বোন আছে, তাদের যেন নিজের কাছে এনে রাখি। কিন্তু তারা যে কোথায় এখনো জানিনে। তাদের যদি পেতুম, তবু আমার এই জীবনে একটা সান্ত্বনা থাকৃত যে মার একটা সেবাও আমার দ্বারা হল, একটা আজ্ঞাও তাঁর পালন করলুম।

নমিতা। তারপর আর তাঁর দেখা পাওনি?

শৈলেশ্বর। না। তারপরে তাঁর কী হতে পারে সেই সর্ব্বনাশের কথা ভাবলেও বুকের রক্ত শুকিয়ে ওঠে!—তারপরে এমন অবস্থায় নারীর যে গতি হতে বাধ্য—!

নমিতা। তেমন দুর্গতি হয়েচে কেন ভাবচ? তিনি তো আত্মহত্যা করতেও পারেন!

শৈলেশ্বর। না, তা করবেন না, মা যে আমাকে ভালোবাস্‌তেন। যাবার সময় বলে গেছেন, আমার সঙ্গে মিলনের জন্য তিনি বেঁচে থাকবেন।..আর, কত বেশী মূল্য দিয়েই যে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হয়! আত্মহত্যার চেয়েও বড় ট্রাজেডি, কি জানো নমিতা, আত্মাকে হারানো।·····অভাগিনী মা আমার!...

নমিতা। তুমি কি পরে আর কখনো তাঁর খোঁজ করনি?

শৈলেশ্বর। হাঁ, বাবা মারা যাবার পরেই।···কলকাতার সব বাড়ীউলীর আড্ডা নিজে খুঁজে দেখেছি—কোনো খোঁজ পাইনি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন দেখা পাবই, একদিন তাঁকে আস্‌তে হবেই। আমার পতিতা মা তো মাতৃত্বে কারু চেয়ে খাটো নন! মাকে নিয়ে আমি থাকব। যে সুখশান্তির মরীচিকার পেছনে সারাজীবন ছুটেছেন, পান নি—তাই মাকে দেব। নমিতা, তোমাকে আমি কতদিন বলেচি, আরেকটি নারীকে আমি ভালোবাসি—বলিনি? সেই নারী, সেই নারী—আমার আত্মার আত্মীয়

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শ্যালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

নমিতা (শৈলেশ্বরের মুখে হাত চাপা দিয়া)। না না,—আমি তোমার স্ত্রী, আমি তোমার স্ত্রী—

শৈলেশ্বর (হাতখানি অত্যন্ত আদরে ধরিয়া)। স্ত্রী নয়, স্ত্রী নয়—তার চেয়েও প্রিয়, তার চেয়েও আত্মীয়, তুমি আমার সহোদরা।

[নমিতার মাথাটি হাতের মধ্যে লইলেন।

আমার বোনের বিয়ের সন্ধ্যায় তুমি আমার কাছে কি চেয়েছিলে মনে পড়ে? একটি চুমো। আমি দিইনি, দিতে পারিনি।

[নমিতার ললাট চুম্বন করিলেন।

আজ আমি তাই দিয়ে আমার সহোদরাকে প্রথম অভিনন্দিত করলুম।

নমিতা (কাঁদিয়া ফেলিল)। এ কী করলে, এ কী করলে?

শৈলেশ্বর। আজ কাঁদবারই দিন এসেছে বটে, ভাইবোনে আজ খুব কাঁদ্‌ব। (হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল) হ্যাঁ, আমার সেই ভাইটি?

নমিতা (চোখ মুছিয়া)। শিরীষ? শিরীষ আমার বিয়ের আগেই কোথায় গেচে কেউ জানে না। দূর দেশে এক আত্মীয়ের বাসায় থেকে পড়ত—সেখান থেকেই নিরুদ্দেশ—

শৈলেশ্বর (তৃপ্তি কিছুমাত্র কমিল না)। তা হোক্, তাকে খুঁজে বের করব। যখন বোন পেয়েচি, ভাইও পাব,—মাকেও পাবো—এইবার আমার পাবার দিন এসেচে।

[অত্যন্ত আবেগে চোখে জল আসিল, তাহাই গোপন করিতে ভিতরে গেলেন। কিঙ্কর সদর পথে ঢুকিল।

কিঙ্কর। শৈলেশ কোথায়?

নমিতা (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে)। তোমাকে কি আমি পুলিসে কাজ নিতে দিতুম? কেবল শিরীষকে খোঁজার সুবিধা হবে বলেইত? কিন্তু কই তাকে খুঁজে আন্‌লে, কোথায় আমার সেই ভাইটি?

[চোখে আঁচল চাপিল।

কিঙ্কর (বুঝিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ অপ্রস্তুতের মত রহিল)। নমিতা, আমি তো খোঁজার কোনো ত্রুটি করিনি, তুমি যেমন চেহারার বর্ণনা দিয়েচ সেই রকম ছেলেটিকে খুঁজে বের করবার জন্য দেশের সমস্ত পুলিস ষ্টেশনে খবর পাঠিয়েচি, আমি নিজেও চেষ্টা কম করিনি। কিন্তু জানোতো মুস্কিল হয়েচে কোন্‌খানে, তোমার ভাইয়ের যে একটা ফটো নেই—।···কিন্তু সে কথা এখন কেন?···শৈলেশ্বর কোথায়?

[কোনো জবাব না দিয়া নমিতা ভিতরে চলিয়া গেল। কিঙ্কর বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে শৈলেশ্বর আসিলেন।

কিঙ্কর। এই যে শৈলেশ। সেই কথাটা—

শৈলেশ্বর (ম্লান হাসিয়া)। এখনো কি সেটা শেষ হয়নি ভাই?

কিঙ্কর। এ পর্য্যন্ত পাড়তে দিলে কই? এখন শোনো, এই হোষ্টেলে বিকাশ বলে একটি যুবক থাকে, আবার শৈবাদ্রি নামে আজ তার এক বন্ধু এসেচে। এদের দুজনকে আমি গ্রেপ্তার করতে চাই। বল্‌তে গেলে এই জন্যই আমার এখানে আসা। তোমাকে জানানো উচিত বলেই জানালুম।

শৈলেশ্বর। ও, বুঝেচি। কিন্তু গ্রেপ্তার না করলেই কি নয়?

কিঙ্কর। তুমি জানো না,—তারা বিপ্লববাদী। তাদের গ্রেপ্তার করবার আগে একবার হোষ্টেলটা সার্চ্চ করতে চাই—হোষ্টেল মানে কেবল বিকাশের ঘরটা। আমার মনে হয় তারা অস্ত্র শস্ত্র আম্‌দানি করেচে।

শৈলেশ্বর। সার্চ্চ করে কিছু না পেলে ত তাদের গ্রেপ্তার করবে না? অনর্থক দুটি ছেলেকে প্রথম যৌবনেই কেন অকাল মৃত্যুর পথে ঠেলে দেবে?

কিঙ্কর। না পেলে পরে সে বিবেচনা। কিন্তু আমার বিশ্বাস পাবই। তা'দের গ্রেপ্তার আর সার্চ্চের ওয়ারেণ্টগুলো তুমি দেখ,—

[কতকগুলি কাগজ দেখাইল।

শৈলেশ্বর। অন্তত তুমি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসেচ দেখ্‌চি। ঐ সঙ্গে আমার খানাও বের করে ফেল—আছে নাকি সঙ্গে? বিপ্লবীদের আশ্রয় দিই, সেও ত কম অপরাধ নয়—পেনালকোডের পাতায় তারও একটা ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়।

কিঙ্কর। তুমি সঙ্গে এসো—খানাতল্লাসীর সাক্ষী হবে।

শৈলেশ্বর। কিন্তু আরেকজন সাক্ষীও ত দরকার? নমিতাকে সঙ্গে নেওয়া যাক্—?

কিঙ্কর। তুমি এলেই হবে। তুমি একাই এক শ'!

শৈলেশ্বর (যাইতে যাইতে)। কিন্তু দেখ, কথা দিয়েচ, কিছু না পেলে ওদের অনর্থক হ্যারাস্ করবে না। তুমি আমার অনেকদিনের বন্ধু, তোমার কাছে এ আশাটুকু করতে পারি।

[উভয়ে ছাত্র-মহলের ভিতরে গেল।

আমার মা, আপনার মা!

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

ড্রাম /৪ এবং /১০। আমরা আমেরিকা হইতে ঔষধাদি মেসার্স বোরিক এবং ট্যাফেল এ ... ডাক্তার সোয়াবের নিকট হইতে আনাই।

সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স, পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউলস, পিলউল্‌স, ইত্যাদি বাজার অপেক্ষা সুলভ দরে বিক্রয় হয়। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স সুলভে পাওয়া যায়।

কৃত্রিম দন্ত।

বিলাতী প্রত্যেকটীর মূল্য ৩৲

আমেরিকান প্রত্যেকটীর মূল্য ২৲

যন্ত্রণাবিহীন নিরাময়। বিচক্ষণ দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত তোলা ও পরিষ্কার করা হয়।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল-মসলা ব্যবহার করি এবং আমাদের মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ।

সুরেন্দ্র হোমিও ফার্ম্মেসী

ডেণ্টিষ্ট এণ্ড হোমিও ড্রাগিষ্ট

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (পশ্চাৎ কলিকাতা।)

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

পকেট কেসসহ মূল্য মাত্র ৭টী ঔষধ ১৲

বিনামূল্যে কলেরা চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

নমিতা। তাই তুমি আমাকে বিয়ে করোনি? মাকে ভালোবাসো বলে'?

শৈলেশ্বর। তাই, নমিতা, তাই। বিয়ে করলে সমাজের কাছে, গোষ্ঠীর কাছে, পরিবারের কাছে বাঁধা পড়তে হয়—তাই আমি বিয়ে করিনি। আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মার জন্যে প্রতীক্ষা করব, তবু মা আস্‌বেন না? মা আমাকে জীবন দিয়েছিলেন, আমি তাঁকে নবজীবন দেব, এই হবে আমার প্রতিশোধ।

নমিতা। কিন্তু সমাজকেও প্রতিশোধ দিতে হবে, এটাও যেন ভুলোনা।

শৈলেশ্বর। হ্যাঁ—সে শোধ তুল্‌ব আমরা দুজনে।

নমিতা। আমরা দুজনে? হ্যাঁ, আমরা দুজনেই ত।

শৈলেশ্বর। আমরা দুজনে, এবং আমাদের ভাবী সন্তানেরা মিলে। বংশানুক্রমে আমাদের এই দেনাপাওনা মিটতে হবে।

নমিতা। বংশানুক্রমে?—তাইত বটে। আমাদের এখান থেকে যাওয়া স্থির হল তাহলে! কিন্তু কোথায় গিয়ে বাস করব শৈলেশ?

শৈলেশ্বর। কোথায় আবার? এইখানে, এই সমাজের বুকে;—তার হাড় পাঁজরার মধ্যে ক্ষয়রোগের মত আমরা বাসা নেব।

নমিতা। কিন্তু ক্ষয়রোগ ত নয়, শৈলেশ, বিধাতার দেওয়া এ যে অক্ষয় রোগ,—এইত চিরদিনের স্বাস্থ্য।

শৈলেশ্বর। রোগই হোক্, স্বাস্থ্যই হোক্—আমাদের এই পুঁজি। সমাজই আমাদের এই দিয়েচে, এই দিয়েই আমরা তাকে আক্রমণ করব।

নমিতা। এর সংঘর্ষে তার মৃত্যু হবেনা শৈলেশ, সে নবজীবন পাবে।

শৈলেশ্বর। পাবে কি পাবে না তা আমাদের ভাবনা নয়! যে প্রাসাদ থেকে বঞ্চিত ক'রে আমাদের মাকে তারা ধূলায় ঠাঁই দিলে, আমাদের নিষ্কলঙ্ক সন্তানের জন্যে যে ধূলায় আসন তারা পেতে রেখেচে—সেই ধূলাতেই তাদের সবাইকে টেনে আন্‌ব। সেই প্রাসাদের ভিত্তিমূলে হবে আমাদের আঘাত—একদিন তার উঁচু মাথা ধূলায় লুটিয়ে পড়বেই।

নমিতা। সেদিন দেখতে পাব সেই প্রাসাদেরও অস্থিপঞ্জরে ছিল কেবল ধূলা। ধূলাই ছদ্মবেশে আপনাকে গোপন ক'রে উঁচু মাথায় দাঁড়িয়েছিল, আজ ধূলায় ধূলা হয়ে মিশে গিয়ে নিজের সত্য পরিচয় পেল সে।

শৈলেশ্বর। তার পরিচয় তাকে দেওয়াই হবে আমাদের প্রতিশোধ নমিতা।

নমিতা। হ্যাঁ, তাই হবে। কিন্তু কই মার ফটোটাতো আমাকে দেখালে না। সেই লকেটটা কোথায়?

শৈলেশ্বর। দেখবে—দেখবে নমিতা, দেখবে আমার মা-কে?

[জামার বোতাম খুলিয়া কণ্ঠ হইতে লকেটটা উন্মোচন করিলেন।

মা আমার অসামান্যা রূপসী ছিলেন—এই ছাখো।

নমিতা (বিস্ময়-বেদনার চমকে)। এ যে আমার মা!

শৈলেশ্বর। য়্যাঁ? তোমার মা? নমিতা, নমিতা, তোমারও মা? (আনন্দে সমস্ত মুখ ভরিয়া উঠিল) তুমি তবে আমার—

(আগামী দুই সংখ্যায় সমাপ্ত হইবে)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি :—

২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।



ডেয়ার্কিনের—

ভারতীয় সঙ্গীত যন্ত্র

মধুর সুরঝঙ্কার সুরের জন্য বিখ্যাত

ডেয়াকিন এণ্ড সন্

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা

স্বরলিপি

হারমোনিয়ম শিক্ষা

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আরম্ভ করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।৹ চারি আনা।

ডেয়ার্কিন এণ্ড সন

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

চাঁদ-তারা মার্কা এলুমিনিয়মের বাসন

পূজাপার্ব্বণ, উপনয়ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যাপারাদিতে ও
নিত্যনৈমিত্তিক প্রত্যেক কার্য্যে সমান উপযোগী।



"চাঁদ তারা"
বিশুদ্ধ
এলুমিনিয়মে প্রস্তুত দেখিতে সুন্দর ব্যবহারে ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না, স্থায়ী ও হাল্কা। ভাঙ্গিবার বা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। উপযোগিতায় অতুলনীয়, অথচ মূল্য সুলভ।

তাই বাঙ্গালার গৃহে গৃহে চাঁদ-তারার এত সমাদর। মা-লক্ষ্মীরা আজ চাঁদ-তারার শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কসে প্রস্তুত

গোবর্দ্ধনদাস মানেকলাল, ৫৬।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতীয় নৃত্য ও সঙ্গীত

—•—

(শ্রীভারতকুমার বসু)

কলা সঙ্গত অভিব্যক্তি এবং রস-সঙ্গত লীলার দিক দিয়ে ভারতীয় নৃত্য ও সঙ্গীত হচ্ছে একান্তই হিন্দুদের সম্পত্তি! তিনটী বিভিন্ন দিক্—কণ্ঠ-সঙ্গতি, যন্ত্র এবং নাট্যে এই সঙ্গীতের বিকাশ হয়। এই জন্য এটীকে শ্রাব্য (কণ্ঠ বা যান্ত্রিক) ও দৃশ্য (নাটকীয়)-সঙ্গীত যুক্ত ভারতীয় চিত্র এবং কাব্যকলার সমন্বয় বলা চ'লতে পারে! কিন্তু যদিও এই দৃশ্য অর্থাৎ নাট্য-সঙ্গীতের মধ্যে অভিনয় এবং নৃত্য অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে আছে, তবুও এই সঙ্গীতই ভারতের আর্টিষ্ট-জীবনের অভ্যুত্থানের সময়ে এবং এখানকার ধর্ম্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে সংলিপ্ত নৈতিক কাহিনীর রসানুভূতি জাগিয়ে তোলবার সময়ে একদিন অনেক কাজ ক'রেছিল!

দৃশ্য-সঙ্গীত গীত হবার সময়ে দুটী জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। একটী :—বহু-সুর (মিশ্রসুর)। এবং আর একটী :—সুর-সঙ্গতি। এই দুটী জিনিষ ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে এমনভাবে গাঁথা হ'য়ে গেছে যে, তা কখনো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না।···

গান, বাদ্য এবং নৃত্য—এই তিনটী জিনিষ হচ্ছে দৃশ্য-সঙ্গীতের অঙ্গ। শাস্ত্রকার গানের সংজ্ঞা দিচ্ছেন :—

"রঞ্জকঃ স্বর-সন্দর্ভঃ গীতম্ ইতি অভিদীয়তে!"

এ থেকেই সঙ্গীত-সুরের ক্রম-লীলার রস-সৌন্দর্য্য অনেকটা অনুভব করা যায়। নাচের সময়ে সঙ্গীতের অনুসরণে যে-সুর বাজে, সেই সুরই হচ্ছে সেই সময়কার প্রধান সুর। এবং অপ্রধান হচ্ছে সেই সুর, যা অঙ্গের অভিব্যক্তির তাল রেখে চলে মাত্র; গানের কাহিনী প্রকাশ করে না। এস্থলে প্রথম সুরটী হচ্ছে মনস্তত্ত্ব-জ্ঞাপক এবং দ্বিতীয় সুরটী হচ্ছে "গণিত শাস্ত্র ব্যাপক" (Mathematical Extension)।···প্রথম সুর এখানে চায় সময়ের পরিব্যাপ্তি। এবং দ্বিতীয় সুর গোণে—পা-ফেলার মাপ। এ ছাড়াও আর একটী সুর আছে। তা—সঙ্গীতের ভাব-গভীরত্ব প্রকাশ করে। এবং লোকে তার পরিচয় পায়—বাদ্য-বাদনের সময়ের ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে। এই জন্য, সঙ্গীত-সঙ্গতির বিষয়ে একেবারেই না জেনে, অথবা অল্প জেনে, কোন লোকেরই গান রচনা করা উচিত নয়। এবং এইমত চললে, গানের একঘেয়েমীকে বেশই এড়িয়ে চলা যায়। তার পর এটাও জেনে রাখা উচিত যে, ভারতীয় সুর-সঙ্গতি ফাঁকা একের মধ্যে জড়িয়ে নেই! একের মধ্যে বহুকে নিয়ে আছে!···

ভারতীয় সঙ্গীত ঠিক একসুরভুক্তও নয়, অথবা সম্পূর্ণরূপে বহুসুরভুক্তও নয়। এবং একে ঠিক ভাবের ধারাবাহিকতার মধ্যেও ফেলা যায় না! আর্টের দিক দিয়ে হয় ত এর যথাযথ সঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু রসানুভূতির দিক দিয়ে ব'লতে গেলে ব'লতে হয়, এ হচ্ছে এককালে তিনটী সুরের সমন্বয়-স্থলের চেয়েও বেশী-কিছু!···এবং এই বেশী-কিছুর মধ্যেই যে সৌন্দর্য্য আছে, সেইটীই হচ্ছে ভারতীয় সঙ্গীতের আসল প্রাণ!···

এ সুর-সমন্বয়ের মধ্যে আসল গানখানিই প্রধান কাজ করে! লীলায়িত হ'য়ে সুর-সঙ্গতির সমস্ত ধারাকে সংযত ক'রে রাখে তা,—ঠিক যেমন দেহের মধ্যে আত্মা প্রবিষ্ট হ'য়ে, তার (দেহের) প্রত্যেকটী সঞ্চালনের উপর শাসন বিস্তার করে। এই ব্যাপারটী বেশই বুঝতে পারা যাবে একটী নৃত্য-ব্যাপার থেকে। কারণ, বাদ্যের তালে তালে যখন নৃত্য হয়, তখন এই তাল অথবা ছন্দের জন্যে আসল গানখানিকে যে একান্ত আবশ্যক। এইজন্যই বোধ হয় সঙ্গীত-শাস্ত্রকার লিখে গেছেন :—

"নৃত্যং বাদ্যানুগং প্রোক্তং বাদ্যং গীতানুবর্ত্তী চ অতুগীতং প্রধানত্বাৎ" ইত্যাদি।

—অর্থাৎ, নৃত্য যেমন বাদ্যকে অনুসরণ করে, এবং বাদ্য যেমন গানকে অনুসরণ করে, সেইরকম সঙ্গীত-কলার মধ্যে আসল গানটীই হচ্ছে প্রধান জিনিষ!···এবং কার্য্যতঃ এটী সমস্ত সঙ্গীতবিদই মেনে এসেছেন!

একটা চল্‌তি কথা আছে—"সঙ্গত্ করো!"—এর অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল—"একসঙ্গে যাও, পিছু পিছু যাও এবং একত্রীভূত করো!"—অন্য এক কথায় এর অর্থ হ'তে পারে এই,—"প্রদত্ত সুরের মধ্যে সঙ্গতি আনো!"

সঙ্গীত-কলার মধ্যে প্রধানতঃ যেটী দরকারী জিনিষ, তা হচ্ছে গান অর্থাৎ রচনা। এই গানের মধ্যে যখনি কোন অতি-সুন্দর সুর সংযুক্ত হবে, তখনি বুঝতে হবে, এ-সুর অনুপ্রেরণা-প্রসূত। এবং এর মূল্য নির্দ্ধারিত হবে ঠিক সেই সময়েই যখন এ—অন্যান্য সুরের সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ধারানিবদ্ধভাবে লীলায়িত হবে।···এক কথায় বলা যেতে পারে, এ থেকে যে-জিনিষ বেরুবে, তা হবে বহুর সমন্বয়।···

ভারতীয় "বিধিবদ্ধ সঙ্গীত" অথবা "মার্গ" সঙ্গীতের মধ্যে যে-সমস্ত সুরের বিকাশ হয়, তা যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচায়ক। এদের লীলার মধ্যে বেশ একটী শৃঙ্খলা আছে। এবং তাতে যেন তাদের নিজস্ব ছাপ এবং সৌন্দর্য্য বজায় থাকে।

কাব্যের মত সুরও একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা থাকে। এই সময়টুকুর মধ্যেই আর্টিষ্ট সমস্ত ভাবকে প্রকাশ করে। তার প্রকাশ-কাজ যখনি শেষ হয়, তখনি সুরের হয় "পূর্ণচ্ছাস্" অর্থাৎ ইতি!

"শ্বাস্"—অর্থে সুরের "ফাঁককেই" বোঝায়! গায়ক এই সময়ে একটু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয় অথবা বিশ্রাম করে।

সবশুদ্ধ চাররকমের শ্বাস্ আছে :—"অপশ্বাস", "সশ্বাস্", বিশ্বাস্" এবং "পূর্ণচ্ছাস্"। এগুলি যথাক্রমে প্রায় কমা, সেমিকোলন্, কোলন্ এবং পূর্ণচ্ছেদই বোঝায়। এইজন্য, যথার্থ উচ্চারণের দিকে দৃষ্টি রেখে, খুব মনোযোগী হ'তে হয়, যাতে না গানের বাণীর মধ্যে উক্ত কোনও চিহ্ন উহ্য অথবা অন্যায়-ব্যবহৃত হয়! কারণ তা না হ'লে, গীতিকার যা ব'লতে চেয়েছেন, তার ঠিক উল্টো অথবা বিকৃত অর্থটাই প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। নীচেকার উদাহরণ থেকেই এটী বেশ বুঝতে পারা যাবে :—

"সিজার ঢুকলো; মাথায় তার শিরস্ত্রাণ, পায়ে তার জুতা, ডানহাতে তার তরবারী, কপালে তার ভ্রুকুটি।"—এটি একেবারে স্বতন্ত্র এ থেকে :—"সিজার ঢুকলো মাথায়, তার শিরস্ত্রাণ পায়ে, তার জুতা ডান হাতে, তার তরবারী কপালে, তার ভ্রুকুটি।"

এ থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, চিত্রাঙ্কনের মধ্যে প্রত্যেকটী খুঁটিনাটি যেমন লক্ষ্য করা উচিত, ঠিক তেমনি গানেরও প্রত্যেকটী বিষয়ের দিকে বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার।

গান,—কবিতার মত কল্পনাকে প্রচার করে না। কিন্তু তার চেয়েও অনেক দামী ও অনেক সুন্দর জিনিষ প্রকাশ করে,—সুরের সঙ্গে লীলায়িত হ'য়ে অন্তরের কথা, অন্তরের কাহিনী শ্রোতাদের শুনিয়ে। সুতরাং গান গাইবার আগে লক্ষ্য রাখতে হবে গানের রচনার দিকে। এই রচনার মধ্যে যদি ত্রুটি থাকে, তা হ'লে সে-গানের লীলা কখনই সার্থক হবে না।



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ডাকঘর

—:০:—

"দিগ্বিজয়ী"

মহাশয়, বলা বাহুল্য যখনই 'নাট্যমন্দিরে' কোনও নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয় তখনই সৃষ্টি করে নাট্যোমোদীদের ভিতর এক অদ্ভুত চাঞ্চল্যের। অভিনীত হবার বহু আগেই এ-কাগজে—সে-কাগজে 'দিগ্বিজয়ীর' এলোমেলো ছিটেফোঁটা সংবাদ, সৃষ্টি করেছিলো কী এক রঙ্গীন নেশা আপনি তা জানেন। রোজই ভাবছিলুম আস্‌চে বার দেখব, কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহের নাচঘর প'ড়ে কিছুতেই আর থাক্‌তে পারলুম না এবং as a necessary consequence দেখে এলুম রি পাঁচজন বন্ধু মিলে। কতো যে সুবিধে হয়েছিলো অভিনয় দেখতে—'নাচঘর' পড়া থাকায়—ওর প্রত্যেকটি বর্ণনা মিলে গেছে হুবহু দিগ্বিজয়ীর অভিনয়ের সাথে। আপনার critical (not fault-finding) spiritয়ের সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারছি না। 'নাদির'-চরিত্রের Dual personalityর অপূর্ব্ব Tragedy শিশিরবাবুর অভিনয়ে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। The Son of the Swordয়ের চতুর্দ্দিকে ঘিরে আছে জননীর কোমল বাহুর নিবিড় বাঁধনের মতো the invisible safe guards of manhood. মানব-হৃদয়ের পেলবতার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য এবং তার বাহিরের প্রচণ্ড পার্থিব শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত নাদির-চরিত্রের Key note। বাহিরে তার রূপ দেওয়া, সে যে কী শক্ত ও তা দিতে গেলে কত-বড় শিল্পীর প্রয়োজন শিশির-বাবুর অভিনয় না দেখলে তা বুঝতেই পারা যায় না। প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি দর্শকদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে তিনি শুধু অভিনেতাই নন, তিনি একজন স্রষ্টা এবং মস্ত-বড় স্রষ্টা। একখানা শতছিন্ন মলিন বস্ত্র পরে এসে Stageএ দাঁড়ালেই যেমন দারিদ্রের রূপ দেওয়া হয় না, আরও কিছুর প্রয়োজন এবং সেইখানেই শিল্পীর বিশেষত্ব, তেমনই রাজ পোষাক পরলেই যে রাজা হওয়া যায় না এটা 'বাঙ্গলার রঙ্গালয়ে'র অন্যান্য অভিনেতারা বোধ করি একটু কমই বোঝেন। আমরা অনুরোধ কচ্ছি তাঁদের শিশিরবাবুর অভিনয় দেখাতে। নাদির-চরিত্রের greatness ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল হয়ে তার অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের বিপুল শক্তিতে। শিশিরবাবুর অভিনয়ে নাদির চরিত্রের একটা spiritual insight—realisation of innerself—"আমি নাদির শাহ্" জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। নাদিরের তথা শিশিরবাবুর first entranceএ দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—'বল বীর উন্নত মম শির"। Selfকে entirely divorce ক'রে নাটকের characterএর সাথে যে একেবারে merged হয়ে যাওয়া—সে এক শিশিরবাবুতেই সম্ভব। নাদিরের হৃদয়ের অন্তর-তম প্রদেশে বয়ে যায় নির্ঝরণী-ধারা—কুলুকুলু তানে, কিন্তু তা'র বাহিরের প্রবল শক্তি হয়ত বা তা শুনেও শোনে না। জনৈক নারী ("The Symbl of oppressed womanhood")—র অভিশাপকে যদিও নাদিরের প্রবল বহিঃশক্তি দলিত পেষিত ক'রে চলে যায়, তবু তা যে তাঁর মানব-হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে কতো বড় আঘাতই করেছে—যাকে কোন মতেই উপেক্ষা করা চলে না—তা শিশিরবাবুর অভিনয়ে চমৎকার ফুটে উঠেছে। 'সিতারা'কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা,অভিজাত্য-গর্ব্বের বিরুদ্ধে নাদিরের indignant protest, 'দিগ্বিজয়ী'র অভিনয়ে আর-একটা জিনিষ—oppesser and the oppressedয়ের ভিতর একটা new light—ভাববার কথা—হয়ত আমাদের national lifeএ রেখা পাত করবে। নাদির-চরিত্রের আর একটা chracteristic, যা শিশিরবাবুর সমগ্র অভিনয়ে—বিশেষ করে নাদিরের death sentenceএ—ফুটে উঠেছে সেটা হচ্ছে—"জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন"। শিশিরবাবুর অভিনয় সমস্ত custom এবং convention ছুপায়ে দলে-পিষে "দিগ্বিজয়ী"র মতোই নাট্যজগতের বুকের উপর দিয়ে সগর্ব্বে চলে গেছে। মোটের উপর "দিগ্বিজয়ী"র ভূমিকায় শিশিরবাবুর অভিনয়—বাংলা রঙ্গমঞ্চের উপরে একটা অভূতপূর্ব্ব, অতুলনীয় ঘটনা।

শ্রীশচীন দাসগুপ্ত

নূতন নাটক ! নূতন নাটক !!

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

দিগ্বিজয়ী

১নং কলেজ স্কোয়ার

নাচঘর কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

নিবেদন

শীতবস্ত্র ও পোষাক

খরিদ করিবার পূর্ব্বে

ফেমাস সোসাইটির

বিপুল আয়োজন, সুলভ মূল্য ও ভদ্র ব্যবহার দেখিতে অনুরোধ করি।

বিভিন্ন রকমের শাল, আলোয়ান, পোষাক ও হোসিয়ারী দ্রব্যের বিচিত্র সমাবেশ

(একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮

গোলদীঘির পশ্চিম,

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট,

"গোল্ড মেডেল"

হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা

ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা

এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং

৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। ফোন নং—৩২৫৮

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লূট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের
সিল্কের সূটের
ও সার্টের কাপড়
এবং অভিনব
ছাপান সাড়ী ও
মারাঠী সাড়ী

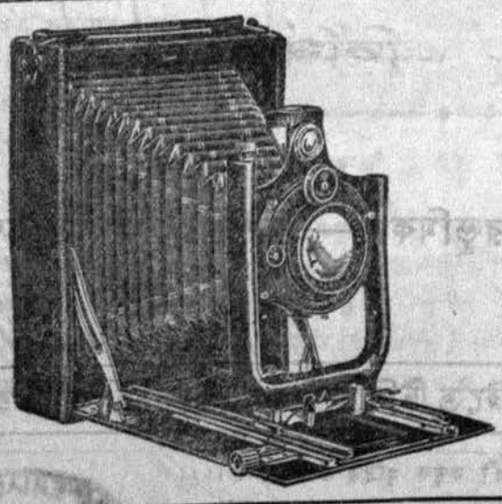
বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

আমরা কলিকাতার
প্রদর্শনীতে স্বদেশী
সিল্কের অভিনব
বৈচিত্রের আয়োজন
করিয়াছি দেখিতে
অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলকাতা।



হেমন্তের সোনালী আলোর আভা আপনার প্রত্যেকখানি স্ন্যাপকে উজ্জ্বল মাধুরী মণ্ডিত করিবে। এমন দিনে আপনি কয়েক ঘণ্টার শিক্ষায় এমন চমৎকার ছবি তুলিতে পারিবেন যাহা অন্য ঋতুতে কোন উপায়েই সম্ভব হইবে না। হেমন্তের এমন মন-ভোলানো আলোর সুযোগটি আপনি অবহেলা করিতে পারেন না।

—নিজের ফোটো— —এনলার্জমেণ্ট—

ক্যামেরা

প্লেট—পেপার—ফিল্ম—মাউণ্ট—ডিশ ইত্যাদি—ইহার মধ্যে আপনার যে কোনটির প্রয়োজন হইলে আপনার চিরপরিচিত বিশ্বস্ত—

ইলেক্‌ট্রো ফোটো সার্ভিসকে

ভুলিবেন না

ফোন নং বড়বাজার ৩৮৩৮

৭৪।১ হ্যারিসন রোড, কলকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি]

শনিবার ৬ই মাঘ, রাত্রি ৭ টায়

পরদিন রবিবার ৭ই মাঘ, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

সহস্র সহস্র দর্শকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মুখর

নূতন মর্ম্মস্পর্শী ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

জাতিচ্যুত

রাজা গণেশ—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
আজিম শা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
যদুমল্ল—শ্রীভূমেন রায় (এমেচার)
দিনরাজ—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
জীবনরায়—শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
এব্রাহিম—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গিরিনাথ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
ন্যায়রত্ন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
ত্রিপুরাসুন্দরী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা
নবকিশোরী—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা
কল্যাণী—শ্রীমতী নবতারা
আসমান—শ্রীমতী আসমানতারা
উমা—শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ)
অনূপ—শ্রীমতী দুনিয়াবালা

আগ্রম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে. মিত্র. বি,এ,—প্রোপ্রাইটর

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ৬ই মাঘ, রাত্রি ৭॥০ টায়

দিগ্বিজয়ী

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রবিবার ৭ই মাঘ, ম্যাটীনী ৪॥০ টায়

দিগ্বিজয়ী

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৩২শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১১ই মাঘ
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

ইংরেজীতে interpretative art বলতে বুঝায় নাচ-গান-অভিনয় প্রভৃতি। এই-সব আর্টের সমালোচনার সার্থকতা নিয়ে একটু আলোচনা করব।

*

সময়ে সময়ে আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক সমালোচকেরই একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে, নাচ-গান-অভিনয় প্রভৃতি ছাড়া আর-কিছুরই আলোচনা না-করা। তার প্রথম কারণ, কেবল এদেশে নয়—সকল দেশেই, aesthetic আলোচনার ক্ষেত্রে আর-সকল আর্টের চেয়ে নাচ, গান ও অভিনয় কলা সম্বন্ধেই জন-সাধারণের জ্ঞান সব-চেয়ে সীমাবদ্ধ।

*

তার দ্বিতীয় কারণ, interpretative আর্টের বাইরে যে creative বা সৃজনক্ষম কলাবিদরা থাকেন, তাঁরা সমালোচকের কোন তোয়াক্কাই রাখেন না। নিজেদের কথা তাঁরা নিজেরাই বলতে পারেন। যে-কোন বই ও ছবি বা তার প্রতিলিপি পড়বার বা দেখবার সুযোগ আছে সকল লোকেরই। কিন্তু ষ্টানিসলাভ স্কি, আর্ভিং, ডিউজ, সারা বার্ণার্ড, মেল্‌বা, প্যাটি, শালিয়াপিন ও মেরি গার্ডেন প্রভৃতি নট-নটী ও গায়ক-গায়িকাদের দেখবার সুযোগ পৃথিবীর সব দেশের সব লোকের হয় না। পাবলোভার মতন সকল নর্ত্তক ও নর্ত্তকীও পৃথিবী ভ্রমণ করেন না।



কল্যাণী ও দেবযানের ভূমিকায় শ্রীমতী নবতারা ও শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ
(মিনার্ভার "জাতিচ্যুতে"র অভিনয়ে)

আর ভবিষ্যতের কথাই যদি ধরা যায় তাহ'লে বলতে হয়, সৃজনক্ষম কলাবিদের অর্থাৎ কবি ও চিত্রকর প্রভৃতির সমসাময়িক সমালোচনার আবশ্যকতা আছে খুবই অল্প। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, হোমার, সেক্সপিয়ার বা ফিডিয়াসের সময়ে লেখক-সমালোচক বোধ হয় ছিল না। থাকলেও, সে-সব সমালোচনা পড়বার জন্যে লোকের আজ কোনই আগ্রহ হ'ত না। আমাদের আগ্রহ হয়, তাঁদের মূল গ্রন্থ বা ভাস্কর্য্য দেখবার জন্যেই। এ-সব ক্ষেত্রে কাব্য, চিত্র বা ভাস্কর্য্য বেঁচে থাকে চিরকাল, কিন্তু সমসাময়িক সমালোচনা মারা পড়ে অল্পকালের মধ্যেই।

*

গায়ক, নর্ত্তক ও অভিনেতা তুলনায় মাত্র কয়েক স্থানে কয়েক বৎসরের জন্যে আবির্ভূত হন। এবং যে-সব দর্শক ও শ্রোতা তাঁদের কাজ উপভোগ করবার সৌভাগ্য পান, তাঁদের সংখ্যাও যথেষ্ট নয়। কাজেই জনসাধারণ চায় সমালোচকদের মুখে তাঁদের কথা শুনতে।

*

আর ভবিষ্যতের কথা তুললে বলতে হয়, গায়ক, নর্ত্তক ও অভিনেতা অমর হ'তে পারেন, কেবল সমালোচনারই সাহায্যে। প্রাচীন ভারতে যখন রঙ্গালয় ছিল তখন শ্রেষ্ঠ অভিনেতারও অভাব ছিল না নিশ্চয়। কিন্তু আজ কেউ তাঁদের নাম পর্য্যন্ত জানে না, কারণ নাট্যজগতে সমালোচন-সাহিত্যের অস্তিত্ব তখন ছিল না। এবং গ্যারিক, কীন ও ম্যাক্রেডীর প্রতিভার বিশেষত্ব কে আজ জানতে পারত, সমালোচকরা তাঁদের কথা নিয়ে যদি না আলোচনা করতেন?

*

IMPERIAL

এদেশের অভিনেতারা আপনাদের সমালোচকদের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর জীব ব'লে মনে করেন এবং বলা বাহুল্য সমালোচকদের তাঁরা সুনজরেও দেখেন না। ভুল! সমালোচকদের মতন স্থিতরক্ষক বন্ধু তাঁদের কে আছে? ঐ যে রঙ্গালয়ে ব'সে শত শত দর্শক তাঁদের অভিনয় দেখে বাহবা আর হাততালি দিচ্ছে, ওদের তোষামোদে আজ তাঁরা জাঁকে ডগমগ হয়ে উঠতে পারেন এবং সমালোচকদের জাহান্নমে পাঠাবার রাস্তাও বাৎলে দিতে পারেন—কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পরে তাঁদের এই দর্পিত দেহপটই বা কোথায় থাকবে, ঐ-সব বাহবা আর হাততালিই বা কোথায় থাকবে আর তাঁদের সাধনার কাহিনীই বা কোথায় থাকবে? এখনকার সমালোচকরাও তখন থাকবেন না বটে, কিন্তু এখনকার সমালোচনা তখনো থাকবে। এবং তখনকার লোক এখনকার সেই সমালোচনার ভিতরেই কালের যবনিকা সরিয়ে তাঁদের অন্বেষণ করবে।

*

তাই বার্নার্ড শ'য়ের মতন আর-একজন য়ুরোপীয় সমালোচকও অভিনেতাদের সম্বোধন ক'রে পরিহাসচ্ছলে বলেছিলেন, "ওহে অভিনেতারা, ওগো রূপসী নটীরা! সাবধান বন্ধুগণ, আমাকে চোখ রাঙিয়ো না—আমাকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য কোরো না! যদি যশ চাও, পৃথিবীতে অমর হ'তে চাও, তবে আমাকে ঘুষার বদলে ঘুষ দাও, আমার সম্মানের জন্যে, রসনা পরিতৃপ্তির জন্যে ডিনারের টেবিল সাজাও, ব্রাণ্ডি-শ্যাম্পেনের বোতল খোলো এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু ব'লে আমাকে সহাস্যে আলিঙ্গন দান কর! তোমাদের থিয়েটারে দয়া ক'রে আমি যে পা'য়ের ধুলো দি, এ তোমাদের মতন ক্ষণস্থায়ী জীবের পরম সৌভাগ্য! আমার নাকের উপরে যদি তোমাদের ক্ষুদ্র থিয়েটারের দরজা বন্ধ ক'রে দাও, আমিও তাহ'লে তোমাদের নাকের উপরে বৃহৎ বিশ্বের দরজা বন্ধ ক'রে দেব। অতএব খোসামোদ কর, খোসামোদ কর, সকলে আমার খোসামোদ কর!"

*

তা, কৌতুকের কথা থাক্। আমাদের মোদ্দা কথা হচ্ছে, পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে creative আর্টের চেয়ে interpretative আর্টের ক্ষেত্রেই সমালোচকের আবির্ভাব অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও সুফলদায়ক। এবং creative আর্ট সমালোচককে গ্রাহ্যও করে না, কিন্তু interpretative আর্ট তাঁর সাহায্য একান্ত ভাবে প্রার্থনা করে।

*

সকল সমালোচনাই সৃজনক্ষম রচনা নয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক ভালো সমালোচনাই তা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর কারণ হচ্ছে, "all good writing should be self-expression and the subject treated and the form into which it is cast are mere matters of convenience."

*

এক দিক দিয়ে কাব্য, উপন্যাস ও নাটক এবং প্রবন্ধের ভিতরে বিশেষ পার্থক্য নেই। কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের মতন যে-কোন প্রবন্ধও সৃজনক্ষম হ'তে পারে। এবং বিখ্যাত সমালোচকদের রচনা ছাড়া অন্য জায়গাতেও সমালোচনা থাকতে পারে। ডোষ্টোএভ্স্কির "The House of the Dead" নামে উপন্যাসকে সমালোচন-গ্রন্থ বললে ভুল বলা হবে না। পুস্কিন যা দেখান নি, ডোষ্টোএভ্স্কি তাইই দেখাতে চেয়েছেন। সময়-বিশেষে মানুষ কি অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়, তিনি তারই সমালোচনা করছেন।

*

টুর্গেনিভ একবার ফ্লবেয়ারকে লিখেছিলেন, "There is no longer any artist of the present time who is not also a cirtic". এইসঙ্গে তিনি এ-কথাও বলতে পারতেন যে, কলাবিদ মাত্রই সমালোচক হ'লেও, সমালোচক মাত্রই কলাবিদ নন।

*

"নাচঘরে"র বিস্তৃত সমালোচনায় আমরা আর্টের ছাপ্ দিতেই চেষ্টা করি,—চেষ্টা মাত্র। অবশ্য সে-চেষ্টা সফল হয় কিনা সেটা জনসাধারণের বিবেচ্য। কিন্তু বাংলা দেশের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায় যে-সব সমালোচনা প্রকাশিত হয়, আর্টের ছাপ্ তো দূরের কথা, তাদের মধ্যে এমন চেষ্টারও নামগন্ধ দেখতে পাই না। এ-সব সমালোচক কোনদিন রচনা-রীতি শিক্ষা করেছেন ব'লে সন্দেহ হয় না। তাঁদের লেখার ভিতরে নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গি বা সুরুচি বা শব্দ চয়নের বা সাজানোর কৌশলও থাকে না এবং আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁরা নব নব সৌন্দর্য্যসৃষ্টিরও চেষ্টা করেন না। তাই তাঁদের সমালোচনা সাময়িক হিজিবিজিতে পরিণত হয়, সাহিত্যপদবাচ্য হয় না। কাজেই অভিনেতাদের পক্ষে এ-শ্রেণীর সমালোচককে ভয় বা ভক্তি করবারও কোন দরকার থাকে না।

*

লিওনার্ডো ডা ভিন্সির "মোনা লিসা"র সম্বন্ধে ওয়াল্টার পেটারের লিখিত সমালোচনা প'ড়ে দেখুন। সৃজনক্ষম সমালোচনার আদর্শ ব'লে আমরা সেটিকে গ্রহণ করতে পারি। "মোনা লিসা"র চিত্র যে আজ পৃথিবীতে সার্ব্বজনীন প্রশংসা অর্জ্জন করেছে, পেটারের সমালোচনা তার অন্যতম প্রধান কারণ। শুনেছি, লিওনার্ডোর এই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকেই ভাবে-বিভোর হয়ে পেটারের সমালোচনার অংশবিশেষ প্রকাশ্যে আবৃত্তি না ক'রে পারেন না। চিত্রকরের মতন সমালোচকও এখানে প্রধান হয়ে উঠেছেন এবং সমালোচ্য আলেখ্যের মতন সৃজনক্ষম সমালোচনার শব্দচিত্রও এখানে নব নব সৌন্দর্য্যের সন্ধান দেয়।

*

সকল কলাবিদই যে-কোন উপায়ে, যথেচ্ছ ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু নিজেদের প্রকাশ করতে না পারলে কেউ তাঁদের কলাবিদ বলবে না। কেবল এই উপায়েই তাঁরা নিজেদের ও পাঠকদের ভিতরে সংযোগ-সেতু স্থাপন করতে পারবেন। কেবল এই উপায়েই তাঁরা ভাবের সৃষ্টি করতে পারবেন। এবং তাঁরা যদি ভাব সৃষ্টি করতে পারেন, তাহ'লে যে ভাবে বা যে-আকারেই তাঁরা আত্মপ্রকাশ করুন, তা নিয়ে আমরা কেউই মাথা ঘামাতে চাইব না।

*

আমাদের এই মত কেউ মানুন আর নাই মানুন, কিন্তু এটা সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে, interpretative আর্ট সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা মাত্রই creative হ'তে বাধ্য। কারণ interpreter অর্থাৎ গায়ক, নর্ত্তক বা নটের আর্টের অস্তিত্ব কোন-একটি নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তের মধ্যেই এবং একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে মাত্র। অতএব গায়ক, নর্ত্তক ও অভিনেতাদের সম্বন্ধে যিনি কিছু লিখতে চান, তিনি তাঁদের কোন বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তির জন্যেই ব্যবহার করবেন—চিত্রকর যে-ভাবে ব্যবহার করেন তাঁর চিত্রাদর্শ বা 'মডেল'কে।

*

খালি এদেশে নয়, পাশ্চাত্য জগতেও এটা একটা নির্দ্ধারিত সত্য যে, সাধারণতঃ গায়ক, নর্ত্তক ও অভিনেতারা কেবল সেই-সব সমালোচনাই পছন্দ করেন, যার মধ্যে তাঁদের সুখ্যাতি আছে। এই বিশেষত্বের সঙ্গত কারণেরও অভাব নেই। সমালোচনার ভিতরেই তাঁদের অস্তিত্ব। যে-দেশের লোক তাঁদের দেখেনি তারা এবং যে-সময়ে তাঁরা থাকবেন না সেই ভবিষ্যতের লোকেরা, সমালোচকেরই কথার প্রতিধ্বনি ক'রে তাঁদের ভালো বা মন্দ বলবে।

*

সৃজনক্ষম কলাবিদ অর্থাৎ কবি বা চিত্রকররা বিরুদ্ধ সমালোচনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হ'তেও পারেন। কারণ তাঁদের কার্য্যে প্রতিভার প্রসাদ থাকলে বিরুদ্ধবাদী সমালোচকদের অত্যাচারে তা কখনো মরে না। বিরুদ্ধ সমালোচনা

সাময়িক মাত্র, কিন্তু প্রতিভাবান কবি বা চিত্রকরের কার্য্য সার্ব্বকালিক। সৎ কাব্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা তার প্রচারেরই সহায়তা করে—কারণ বিরুদ্ধবাদী সমালোচক সে ক্ষেত্রে জনসাধারণের চক্ষুকে জাগায় এবং আলোচনার জনক হয়।

*

কাব্যবিশারদের "মিঠে-কড়া" ও দ্বিজেন্দ্রলালের "কাব্যে দুর্নীতি" পড়লে সকলেরই মনে রবীন্দ্রনাথের "কড়ি ও কোমল" এবং "চিত্রাঙ্গদা" পড়বার বাসনাই বেশী-ক'রে জেগে উঠবে। দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনা এখনি অতীতের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" কি কখনো অতীত কাহিনীতে পরিণত হবে?

*

বিরুদ্ধ সমালোচনা সাহিত্যক্ষেত্রেও সময়ে সময়ে 'ট্রাজেডী'র সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু তার বিপরীত দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয়। James Branch Cabell তাঁর পরবর্ত্তী পুস্তকের শেষ-ভাগের বিজ্ঞাপনে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থগুলির বিরুদ্ধ সমালোচনাও উদ্ধার ক'রে দিয়েছেন। ফলে নিন্দিত বইগুলির কাট্‌তি বেড়েছে বৈ কমেনি!

*

অমর গায়িকা মেল্‌বার জীবনচরিতকার Agnes G. Murphy বলেন, "সংবাদপত্রের সমালোচকদের সামনে মেল্‌বা কখনো দেখা দিতেন না। কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে সমালোচকেরা প্রীত হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাঁকে প্রশংসা করতে বাধ্য হবে।" আবার এমন সমালোচকেরও অভাব নেই, যাঁরা গায়ক, নর্ত্তক ও অভিনেতার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করতে অত্যন্ত নারাজ।

*

কোন কলাবিদের দ্বারা আহারের জন্যে নিমন্ত্রিত হ'লেও সমালোচক যে তাঁর সুখ্যাতি করতে বাধ্য হন, এ কথা আমরা মনে করি না। (আমি নিজের কথা বলতে পারি। এমন অনেক কবি বা নট আছেন যাঁদের কাব্য বা অভিনয় আমি ভালোবাসি না। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে যাঁদের সাহচর্য্য আমার খুব ভালো লাগে। সমালোচক হয়েছি ব'লে তাঁদের উপভোগ্য বন্ধুত্বে আমি বঞ্চিত হব কেন?)

*

কিন্তু সমালোচকের সঙ্গে গায়ক, নর্ত্তক ও নটের ঘনিষ্ঠ আলাপ থাকা শুধু উচিত নয়, পরন্তু তার ফলে সমালোচনাই উন্নত হয়। কলাবিদদের নিজেদের মুখ থেকে সমালোচক ইঙ্গিত, সঙ্কেত ও প্রেরণা লাভ ক'রে নিজের জ্ঞানকে উন্নত ক'রে তুলতে পারেন অধিকতর। বারংবার তাঁদের নাচ ও অভিনয় দেখে এবং গান শুনেও সে-উপকার হয় না। কলাবিদরা যে সব সময়ে সত্য বলেন তাও নয়, এবং সব-সময়ে সত্য বলবার শক্তি বা সচেতনতাও তাঁদের না থাকতে পারে। তবু সকল কলাবিদেরই শ্রবণযোগ্য আত্মপরিচয় কিছু-না-কিছু থাকেই থাকে।

*

আজীবন যাঁরা নৃত্য, সঙ্গীত বা অভিনয় নিয়ে কঠিন সাধনা করেন, আপন আপন আর্টের গুপ্তকথা, তার বাধা-নিষেধ, সীমা ও কৌশল তাঁরা যতটা নিখুঁৎ ভাবে জানতে পারেন, তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত না হ'লে, তফাতে থেকে কোন সমালোচকেরই পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সে-সব জানা সম্ভব নয়। অনেক সময়ে যে-জ্ঞান অর্জ্জন করতে সমালোচকের বৎসরের পর বৎসর কেটে যায়, কলাবিদের সঙ্গে চেনাশুনা থাকলে হয়তো তিনি এক দিনেই সেই জ্ঞানের অধিকারী হ'তে পারেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা এই কথাগুলি বলছি। কলাবিদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত, তবে তৃতীয় শ্রেণীর নয়,—প্রথম শ্রেণীর কলাবিদের দ্বারাই সমালোচকের উপকারের সম্ভাবনা!

*

আগেই বলেছি, নিজের নিজত্বকে প্রকাশ করাই কলাবিদ-সমালোচকের বড় কর্ত্তব্য। বাংলার সমালোচক-মহলে এই বিশেষ গুণটির অভাব যে কত বেশী, সংপ্রতি আনা পাব্‌লোভার আগমনে তা স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ পেয়েছে। দেখলুম, পাব্‌লোভার বাঙালী সমালোচকদের কেউ পাব্‌লোভা-সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রচারিত পুস্তিকা থেকেই সবটা উদ্ধার ক'রে দিয়ে নিজের (?) বক্তব্য শেষ করেছেন, কেউ কতকগুলো সুলভ উচ্ছ্বাস ও বিশৃঙ্খল বাকচাতুরীর দ্বারা পাব্‌লোভাকে বাহবা দিয়েছেন, কেউ বা 'কলমে'র পর 'কলম' ভরিয়েও পাব্‌লোভার কোন বিশেষত্বরই পরিচয় দিতে পারেন নি। এবং অধিকাংশই যে-সব কথা বলেছেন, তা যে-কোন ভালো নর্ত্তকীর সম্বন্ধেই বলা যায়। পাব্‌লোভার নাচ দেখে সকল সাধারণ দর্শকই যা বলতে পারে তাঁরা তার বেশী কিছু বলতে যে পারেন নি, তার আসল কারণ হচ্ছে, পাব্‌লোভার নাচ নিয়ে তাঁরা নিজেরা বিশেষ ভাবে এমন-কিছু চিন্তা করেন নি, যার দ্বারা সমালোচক ও অসমালোচকের মধ্যগত পার্থক্য বুঝতে পারা যায়। সমালোচক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন প্রাকৃতজনসুলভ ব্যবহার গৌরবজনক নয়।

*

বাংলা রঙ্গালয়গুলিতে ইতিমধ্যে যে-সব নূতন নাটকের অভিনয় হ'য়ে গেল, একে একে তাদের পরিচয় আমরা গত কয় সপ্তাহে দিয়েছি। নাট্য-হাটে হাঁটাহাঁটি ক'রেও বিশেষ আর কোন নূতন তথ্য আমরা আবিষ্কার করতে পারি নি। গুজবের বাজারেও নীরবতা বোধ হয় মন্দা পড়বে।

*

বড় দিনের মর্ম্মরের প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে। কারণ প্রত্যেক রঙ্গালয়েরই প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের আসনগুলিতে শূন্যতার দাবি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে। অদূর-ভবিষ্যতে সে নিষ্ঠুর শূন্যতাকে তাঁরাই পূর্ণ করবার ভার নেবেন, শূন্য-পকেটে নিমন্ত্রণ-পত্র হস্তে রঙ্গালয় অভিমুখে ধাবমান হওয়া যাঁদের ব্যবসা।

*

শ্রীমান রবীন্দ্রমোহন রায় তাহ'লে 'মনোমোহনে' যোগ দিলেন? জনৈক বিখ্যাত নট-বন্ধুর মতে, 'মনোমোহন' হচ্ছে "হাউস অফ ভ্যারাইটিস," কারণ এখানে অনেক 'ষ্টাইল' বা ভঙ্গির বৈচিত্র্য উপভোগ করা যায়। অতঃপর এখানে নিশ্চয়ই শিশির-সুলভ ভঙ্গিও আত্মপ্রকাশ করবে, কারণ রবীন্দ্রমোহন হচ্ছেন শিশিরকুমারেরই হাতে-গড়া ছাত্র।

*

ইতিমধ্যে 'মনোমোহনে'র কর্ত্তৃপক্ষ রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়কেও রাধিকানন্দ-হীন করবার জন্যে বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হয়েছিলেন। রাধিকানন্দ কিন্তু সম্প্রদায়ের আগা থেকে নিজের নামকে লুপ্ত করতে রাজি হন নি।

*

ভালো কথা!—রাধিকানন্দ জানিয়েছেন, আপাততঃ "কাল পরিণয়" অভিনয় করবার জন্যে তাঁর কোনই আগ্রহ নেই। সর্ব্বপ্রথমে অভিনয়ের জন্যে তিনি শ্রীযুক্ত জ্যোতি বাচস্পতি লিখিত "নিবেদিতা" নামে যে নূতন নাটকখানি নির্ব্বাচন করেছেন, সংপ্রতি আমরা তা শ্রবণ করেছি। নাটকখানির ভাব, ভাষা ও আখ্যান-বস্তুর সৌন্দর্য্য অসাধারণ এবং নাট্যকারের বিশেষ প্রতিভার পরিচায়ক। সুঅভিনীত হ'লে নাটকখানি "নাট্যমন্দিরে"র "যোড়শী"র মতই উত্তেজনার সঞ্চার করবে। আপাততঃ এইটুকু আভাসই যথেষ্ট।

*

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার কাছে আমরা খবর পেলুম, "রাধিকানন্দনবাবু গিরিশচন্দ্রের একখানি নাটক সম্পূর্ণ নতুন-ভাবে তৈরী ক'রে অভিনয় করবেন।—এই নাটকের নাম আমরা শুনিনি কিন্তু এইটুকু জানতে পেরেছি যে শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কুমার গোপিকারমণ রায় মহাশয় তাতে একটি শ্রেষ্ঠ

ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। আমরা কুমার-বাহাদুরের অভিনয়-দক্ষতার কথা লোকপরম্পরায় শ্রুত আছি কিন্তু তা দেখবার সুযোগ এখনও আমাদের ঘটে ওঠেনি—আমরা তাঁর অভিনয় দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব রইলুম। দেশের অভিজাত সম্প্রদায় যদি এই ভাবে আমাদের রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন, তাহলে তার ভবিষ্যৎ যে সমুজ্জ্বল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।"

*

নাট্যমন্দিরে "দিগ্বিজয়ী"র পরেই অভিনীত হবে যোগেশচন্দ্রের নূতন সামাজিক নাটক। এই নূতন নাটকের বিশেষ আকর্ষণ হবে শিশিরকুমারের সঙ্গে শ্রীমতী কঙ্কাবতীর রঙ্গাবতরণ। কিন্তু তার আগেই তিনি "দিগ্বিজয়ী"রই একটি ভূমিকায় আসছে কালই পাদ-প্রদীপের সামনে প্রথম দেখা দেবেন।

*

এবং মিনার্ভায় "জাতিচ্যুতে"র পরেই অভিনীত হবে, "জাতিচ্যুত"-প্রণেতার নূতন একখানি গীতিনাটিকা। শুনছি, এই নব-নাটিকার অভিনয়কে সকল দিক দিয়ে নূতনত্বে স্মরণীয় ক'রে তোলবার জন্যে কোন যত্নেরই অভাব হবে না। মিনার্ভার কালিপ্রসাদবাবু নাকি এখন থেকেই কোমর বাঁধবার চেষ্টা করছেন।

*

ওদিকে 'ষ্টারে'র হাতে "শ্রীবৎস" এবং "মনোমোহনে"র হাতে "শিবাজী"। তাহ'লে নূতনত্বের ধাক্কা সাম্‌লাতে-না-সাম্‌লাতেই রঙ্গ-সিন্ধুতে আবার নূতন ঢেউ ওঠবার সম্ভাবনা আছে? ফলে দর্শকদের পকেটের স্ফীতি কম্‌বে এবং সমালোচকদের পরিশ্রম বাড়বে।

*

"সেই পুরাতন কথা!"—আমরা নাকি 'নাট্যমন্দিরে'র "স্তাবক"! কারণ বোধ হয় সংপ্রতি আমরা সহরের প্রত্যেক রঙ্গালয়েরই অভিনয়ের সুখ্যাতি করেছি (যাঁদের বিজ্ঞাপন পেয়েছি তাঁদেরও, যাঁদের বিজ্ঞাপন পাইনি তাঁদেরও)? কারণ যাই হোক্, নিন্দুকদের জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, গালাগালিতেও তাঁরা একঘেয়ে পুরাতন কান্নাই কাঁদেন কেন? আমরা গালাগালি ভক্ষণ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই—যদি তার মধ্যে মৌলিকতার রসান থাকে। এই বড় দুঃখ, অদ্যাবধি গালাগালিতে কলাকৌশল ও নূতনত্বের পরিচয় দিয়ে কেউ আমাদের খুসি করতে পারলে না! তেমন প্রতিযোগী পেলে দিন-কয়েকের জন্যে সানন্দে লেখনী-যুদ্ধ ক'রে পাঠকদের ও নিজেদের জীবনের একঘেয়েত্বের মাত্রা কিঞ্চিৎ কমিয়ে আনতে পারি। কিন্তু হায় রে ভাঙা বরাত!

*

পাই এমন-সব নগণ্য প্রতিযোগী, যাদের নাম করতেও লজ্জা হয়, যাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধরতেও ঘৃণা হয়! তাদের বক্তব্যে সেই পুরাতন কথা, সেই পুরাতন ভাব, সেই পুরাতন অভদ্রতা, অশ্লীলতা ও যুক্তিহীনতা। তাই যুদ্ধের আহ্বানে আর সাড়া দিই না। কারণ এদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে নিজেকেই শুধু নীচু হ'তে হয় না, পাঁক থেকে তুলে এদেরও উঁচু জায়গায় স্থাপন করা হয়।

*

একাধিক পত্রপ্রেরক আমাদের প্রশ্ন করেছেন, "দিগ্বিজয়ী"র নাদির সাহ পিস্তলের একাধিক গুলি খেয়েও কেমন ক'রে বেঁচে থাকেন?—কেমন ক'রে যে বেঁচে থাকেন তা নাট্যমন্দিরের নাদির সাহই বলতে পারেন। তবে আমরা এইটুকুই জানি যে, শরীরের অপ্রধান স্থানে একাধিক গুলির দ্বারা আহত হয়েও মানুষ একেবারে কাবু না হ'তেও পারে। এ-রকম প্রশ্নের বিশেষ কোন সার্থকতা নেই। বরং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এরূপ প্রশ্ন হওয়াই স্বাভাবিক যে, নাদির সাহের সময়ে পারস্য দেশে এমন রিভলভার ছিল কিনা, যাথেকে উপর-উপরি অতগুলি গুলি ছোঁড়া চলত? রঙ্গমঞ্চের উপরে সালে বেগের হাতে যা থাকে, সেটি হচ্ছে একেবারে আধুনিক রিভলভার! অথচ ইতিহাস বলে যে, ব্যবহারযোগ্য সর্ব্বপ্রথম রিভলভার নির্ম্মিত হয়, আমেরিকার কোল্ট সাহেবের দ্বারা, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে।

*

মিনার্ভার "জাতিচ্যুতে"র অভিনয়েও ঠিক এমনিধারাই একটি কাল-বিভ্রাট দেখা যায়। রঙ্গমঞ্চের উপরে রাজা গণেশের যুগে আধুনিক দেশলাইয়ের বাক্স আবির্ভূত হয়! এর পরে অন্য কোন রঙ্গমঞ্চে কোন্‌দিন হয়তো দেখব, আকবর বাদ্‌সা কাঁচি-মার্কা সিগারেট টান্‌তে টান্‌তে দেওয়ানী খাসে প্রবেশ করছেন!

*

গুজব-স্রষ্টা সংবাদ দিলেন, সহরে অন্ততঃ একটি রঙ্গালয়ের ভিত্ রীতিমত টলমল করছে। কার কপাল পুড়বে, তাই ভাবছি।

*

মধুরকণ্ঠ গায়ক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় গানের আসর তথা সংসার-আশ্রম থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। পণ্ডিচারীতে অরবিন্দের আশ্রয়ে অতঃপর তিনি যোগ-সাধনায় নিযুক্ত হবেন। দিলীপকুমারের এই অভাবিত বৈরাগ্যে আধুনিক বাংলা সঙ্গীতের যে যথেষ্ট ক্ষতি হ'ল, তা আর বলা বাহুল্য। খাঁটি দেশীয় সঙ্গীতের প্রচার কল্পে তাঁর মতন যোগ্যতা, উৎসাহ ও একনিষ্ঠতা বর্ত্তমানে আর কারুর তো দেখতে পাই না। গায়ক হিসাবে তিনি প্রশংসনীয় ছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গীত প্রচারক হিসাবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

বিধবা ধরণী তুষারের গান গায়—
রহি রহি মূরছায় গো!
চাঁদের প্রদীপে আলোক নেইকো হায়—
জ্বলিয়া নিবিয়া যায় গো!

*

কোকিলের ঘুম ভাঙেনাকো আর ফুলেল স্বপন দেখে,
মধুপ-বঁধুয়া গাহেনা রাগিনী, পরাগ-আতর মেখে!
রাতের শেফালী সকালে মরণ চায়—
খ'সে পড়ে কুয়াশায় গো!

*

কবির কাহিনী বলেনাকো মোর বংশী,
কেহ নাই হাহা, মরা মরমের অংশী!

*

সোনায় পীতম ভুলেচে অতীত, গেছে কোন্ পরবাসে,
মাধবীর স্মৃতি ঝরা-পাতা শুধু ঝরে মোর আশেপাশে!
কেঁদে কেঁদে বলে শীতের হিমেল বায়—
সে কোথায়, সে কোথায় গো!

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি :—

২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

চাকার নীচে

(একাঙ্ক সামাজিক নাটক)

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব আট সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—"চাকার নীচে"র গতবারে প্রকাশিত অংশ পাঠ ক'রে লেখক শিবরামবাবু আমাদের কাছে এই গুরুতর অভিযোগ জানিয়েছেন—"এই সংখ্যার কাগজে আমার নাটকটার যে দুরবস্থা হয়েছে সেদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ('নাচঘরে'র) পঞ্চম পৃষ্ঠার পর ষষ্ঠ পৃষ্ঠার অংশটি গিয়ে ছাপা হয়েছে সপ্তম পৃষ্ঠায় এবং সপ্তম পৃষ্ঠার অংশটি এসেছে ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়। পাঠকদের অসুবিধার কথা ছেড়ে দিলেও, নাটকের বিশেষ অংশের effect এর ফলে যে একেবারে নষ্ট হয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য এবং পঞ্চম পৃষ্ঠার শেষ লাইনে, "সেই নারী, সেই নারী—আমার আত্মীয়" এই বাক্যাংশের পরে "আমার মা, আমার মা!" এই কথাগুলি বসিবে।—লেখকের অভিযোগ সত্য। আমরা কোনরকম ওজর না দেখিয়ে এমন সাংঘাতিক ভ্রমের জন্যে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ইতি

নাচঘর-সম্পাদক।]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের শেষ-কথার পুনরাবৃত্তি :—

শৈলেশ্বর। সার্চ্চ করে' কিছু না পেলে ত তাদের গ্রেপ্তার করবে না? অনর্থক দুটি ছেলেকে প্রথম যৌবনেই কেন অকাল মৃত্যুর পথে ঠেলে দেবে?

কিঙ্কর। না পেলে পরে সে বিবেচনা। কিন্তু আমার বিশ্বাস পাবই। তাদের গ্রেপ্তার আর সার্চ্চের ওয়ারেণ্ট গুলো তুমি দেখ,—(কতকগুলি কাগজ দেখাইল)

শৈলেশ্বর। অন্তত তুমি অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে' এসেচ দেখচি। ঐ সঙ্গে আমার খানাও বের করে' ফেল—আছে নাকি সঙ্গে? বিপ্লবীদের আশ্রয় দিই, সেও ত কম অপরাধ নয়—পেনালকোডের পাতায় তারও একটা ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়!

কিঙ্কর। তুমি সঙ্গে এসো—খানাতল্লাসীর সাক্ষী হবে।

শৈলেশ্বর। কিন্তু আরেকজন সাক্ষীও ত দরকার? নমিতাকে সঙ্গে নেওয়া যাক্?

কিঙ্কর। তুমি এলেই হবে। তুমি একাই একশ'।

শৈলেশ্বর (যাইতে যাইতে)। কিন্তু দেখ, কথা দিয়েচ; কিছু না পেলে ওদের অমর্থক হায়রাস্ করবে না। তুমি আমার অনেকদিনের বন্ধু, তোমার কাছে এ আশাটুকু করতে পারি। (উভয়ে ছাত্রমহলের ভিতরে গেল।]

[অতসী উদ্বিগ্ন মুখে প্রবেশ করিয়া টাইম্‌টেবলের পাতা খুলিয়া দেখিতেছে, এমন সময়ে অনিন্দ্যর প্রবেশ।]

অনিন্দ্য। দিদি!

অতসী (চোখ তুলিয়া চাহিল)। কিরে, তুই এখনো ঘুমুস্‌নি?

অনিন্দ্য। ঘুম পাচ্চে না যে। চারিদিকে চাঁদের আলো—! তুমি কী পড়চ দিদি?

অতসী। অনিন্দ্য, বিকাশবাবুর এক বন্ধু এসেচেন,—তাঁকে দেখেচিস্?

অনিন্দ্য। কই না ত। কখন এলেন?

অতসী। বাইরে গিয়ে একবার ছাখ্‌না তিনি কি করচেন। দেখ্‌তে পেলে ডাকিস্, আর না পেলে বিকাশবাবুকে জিজ্ঞেস করবি—কোথায় তিনি।

অনিন্দ্য (দুই চোখে চাহিয়া)। কিন্তু বাইরে যে হিম পড়চে দিদি! তোমরা যে বাইরে যেতে মানা করেচ।

অতসী। একবারটি গেলে কিছু হবে না। লক্ষিসোনা!

অনিন্দ্য। না দিদি, ঠাণ্ডা লেগে আমার অসুখ করবে।

অতসী। তবে যেতে হবে না তোকে।

অনিন্দ্য। না না, যাব বই কি, একবারটি যাব। চাঁদের আলোয় গা-ধোয়া হবে, অম্‌নি বিকাশদাকেও ডেকে আন্‌ব।

অতসী। বিকাশবাবুকে নয়, তার বন্ধুকে।—বুঝিস্‌নে বোকা?

অনিন্দ্য (মাথা নাড়িয়া)। হ্যাঁ, বুঝিচি। এখন বলনা দিদি তুমি ওই বইখানাতে কি দেখ ছিলে?

অতসী। দেখ্‌ছিলুম দার্জ্জিলিঙ মেল্ কখন এখান দিয়ে যায়।

অনিন্দ্য। (সাগ্রহে)। কখন যায় দিদি?

অতসী। আর ঘণ্টা দুই পরে যাবে।

অনিন্দ্য। আমি আজ নমিতাদির সঙ্গে দার্জ্জিলিঙ্ যাব।

অতসী। শীতকালে দার্জ্জিলিঙ্ যায় বোকা? আর নমিতাদি আজ যাবে তোকে কে বল্লে?

অনিন্দ্য। আমি যদি তাঁকে সঙ্গে নিই আর কাফীমা বলে ডাকি তাহলেই নমিতাদি যাবেন। তা—আমি রাজি হয়েচি।

অতসী। বটে? কিন্তু দাদা তোকে নমিতাদির সঙ্গে ছেড়ে দেবেন?



স্বরলিপি

হারমোনিয়ম শিক্ষা

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ত করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডেয়ারকিন এণ্ড সন

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অনিন্দ্য। তাইত হয়েচে ভাবনা। নমিতাদিকে যে কাকা চেনেন না, কিন্তু নমিতাদি খুব ভালো লোক, নয় দিদি? আমার সঙ্গে দেখা করতে ইষ্টিশান্ থেকে এলেন, বেশ কিন্তু!

অতসী। নমিতাদির সঙ্গে কেন দাদার আলাপ করিয়ে দে না!

অনিন্দ্য। সে সময় আর নেই দিদি, দার্জ্জিলিঙ্ থেকে এসে করিয়ে দেব। এখন আমি এই ভাব্‌চি, নমিতাদির সঙ্গে ত কাকা আমায় যেতে দেবেন না. তার চেয়ে আমি নমিতাদির আগেই ষ্টেশনে গিয়ে বসে থাক্‌লে হয় না দিদি? নমিতাদি এলে দুজনেই গাড়ীতে উঠে পড়ব?

অতসী। নমিতাদি যেদিন যাবেন সেদিন না হয় তাই করিস্। এখন ঘুমুবি চল্।.....আচ্ছা, অনিন্দ্য, কাল যদি ঘুম থেকে উঠে দেখিস্ আমি নেই, তোর দুঃখু হবে?

অনিন্দ্য। আচ্ছা দিদি, তুমি যদি ঘুম থেকে উঠে দ্যাখো আমি নেই, তোমার মন কেমন করবে আমার জন্যে?

অতসী। করবে না? তোকে আমি কত ভালোবাসি—

[তাহাকে চুম্বন করিল।

অনিন্দ্য। আমিও তোমাকে ভালোবাসি দিদি!—

[সেও অতসীকে চুমু দিল

কিন্তু আমি কাকাকেও ভালোবাসি আর নমিতাদিকেও;—আচ্ছা নমিতাদির কি হয়েচে দিদি, বিছানায় পড়ে পড়ে কেবল কাঁদচেন?

অতসী। কাঁদচেন কিরে?

অনিন্দ্য। হ্যাঁ, ভয়ানক। আমি জিজ্ঞেস কর্‌লুম, তিনি বল্লেন পেট কামড়াচ্চে তাই। আচ্ছা দিদি, বড় হলে' কি আর পেট কামড়ায়? কাকার, কি, তোমার তো কখনো কামড়ায় না?

অতসী (ব্যস্ত হইয়া)। চল্ দেখিগে, কি হয়েচে।

[অতসী ও অনিন্দ্য অন্দর মহলের ভিতরে গেল। ছাত্রমহল হইতে শৈলেশ্বর ও কিঙ্কর বাহিরে আসিলেন, কিঙ্করের হাতে অতসীর হাতব্যাগ্]

শৈলেশ্বর। যাকে বলে পর্ব্বতের মূষিক প্রসব!—যাক্, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল!

কিঙ্কর। এই ব্যাগ্‌টার ভেতরে incriminating কিছু পাওয়া যেতে পারে।

শৈলেশ্বর (গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরিয়া) যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ!

[কিঙ্কর ব্যাগটাকে ভাঙ্গিয়া খুলিল। কাগজ পত্র গুলো নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল]

কিঙ্কর। আরে, এ যে দেখ্‌চি কতকগুলো প্রেমপত্র!

শৈলেশ্বর। বোধ হচ্চে যেন তোমার উদ্দেশে লেখা নয়?

কিঙ্কর। নাঃ! আমি ভাব্‌চি রিভলভার কার্টিজ্ এ গুলো সব গেল কোথায়?

শৈলেশ্বর। কাম্‌স্‌কাট্‌কা থেকে যে সব অস্ত্র-শস্ত্র আম্‌দানি করেছিল, লোপাট্‌কায় চালান দিয়েচে হয়ত!

কিঙ্কর। একটা নোটবুক, কি, নক্সা, কি, নামের তালিকা পেলেও যে চল্‌ত—

শৈলেশ্বর। অন্তত পক্ষে একখানা গীতা কি গীতাঞ্জলি—!

কিঙ্কর। আর টিপ্পনি কাট্‌তে হবে না। (বাস্‌কেট্ হইতে খামখানা তুলিয়া)। এই চিঠিখানা দেখেচ—ডাক্তারের কাছ থেকে এসেচে, তোমার ভাইপোর রিপোর্ট।

শৈলেশ্বর (ব্যস্ত ভাবে)। দেখি দেখি—

[খামখানা কাড়িয়া লইলেন এবং খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখ রক্তহীন ম্লান হইয়া উঠিল।]

সর্ব্বনাশ!—

কিঙ্কর। কি হয়েচে, কি—কি?

শৈলেশ্বর। অনিন্দ্যর থাইসিস্!—

[বিভ্রান্তের মত অন্দর মহলের ভিতরে চলিলেন। কিঙ্কর অনুসরণ করিল।

[অনিন্দ্য চোরের মত পা টিপিয়া বাহিরে আসিল, তাহার বগলে একটি ছোটো পুঁটুলি—তেমনি পা টিপিয়া চারিদিকে চাহিয়া চুপি চুপি সদর পথে বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণপরে সদর দ্বার দিয়া বিকাশ ব্যস্তভাবে ঢুকিল ও জানালার সন্নিকটে গেল।

পর মুহূর্ত্তেই একটি থলি হাতে শেখাদ্রি জানালা পথে ভিতরে লাফাইয়া নামিল।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

ড্রাম /৫ এবং /১০। আমরা আমেরিকা হইতে ঔষধাদি মেসার্স বোরিক এবং ট্যাফেল এবং জানার ডাক্তার সোয়াবের নিকট হইতে আনাই।

সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স, পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউলস, পিলউল্‌স, ইত্যাদি বাজার অপেক্ষা সুলভ দরে বিক্রয় হয়। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স সুলভে পাওয়া যায়।

কৃত্রিম দন্ত।

বিলাতী প্রত্যেকটীর মূল্য ৩৲
আমেরিকান প্রত্যেকটীর মূল্য ২৲

যন্ত্রণাবিহীন নিরাময়। বিচক্ষণ দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত তোলা ও পরিষ্কার করা হয়।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল-মসলা ব্যবহার করি এবং আমাদের মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ।

সুরেন্দ্র হোমিও ফার্ম্মেসী

ডেণ্টিষ্ট এণ্ড হোমিও ড্রাগিষ্ট

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (পশ্চাৎ কলিকাতা।)

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

পকেট বক্স মূল্য ১৲ টাকা

মাত্র ৭টী ঔষধ সমেত

বিনামূল্যে কলেরা চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

বিকাশ। তোমাকে কার্ণিশ বেয়ে নাম্‌তে দেখে আমার বুক কাঁপছিল—

শেষাদ্রি। বাড়ীটা বড্ড উঁচু।...এদ্দিকে পুলিশে সব জেনেচে, কিঙ্কর আস্ত সি-আই-ডি, ওখানে গেছ্‌ল।

বিকাশ। বল কি? তবেত সর্ব্বনাশ!

শেষাদ্রি। সে সমস্ত জান্‌তে পেরেচে, আমাদের ফাঁসাবার প্রমাণপত্র সব তার হাতে। অন্তত তার কথা শুনে তাই মনে হ'ল...সে কোথায়?

বিকাশ। একটু আগে এসেছিল, এখন সে বাইরে। যাক্ এর মধ্যেই আমরা পালাব। আমি মোটর তৈরি রেখেচি—। দরজাটা বন্ধ করে দিই—

[সদর দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ করিল

কিন্তু কি ব্যাপার বল তো?

শেষাদ্রি। আর কি ট্রেন ধরা যাবে?

বিকাশ। ষ্টেশন দিয়ে নয়, পুলিশ যখন জেনেচে তখন সেখানে ফাঁদ পাততে কতক্ষণ? মোটরে করে' পুলের ধারের রাস্তা দিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ!—

শেষাদ্রি। বেশ তাই। কিন্তু অতসীকে খবর দিতে হয়—

বিকাশ। আপনি বাঁচলে রক্ষে! আমি বলি—অতসীকে কাজ নেই।

শেষাদ্রি। পাগল! রাজকন্যা না পেলে অর্দ্ধেক রাজত্বও যে ফাঁকি!

বিকাশ। রাজকন্যা পেতে গেলে স্বয়ং রাজা পেয়ে বস্‌বেন! রাজার আতিথ্য স্বীকারের আমার একটুও বাসনা নেই—

শেষাদ্রি। আরে ভয় কি?—

[রিভলভার দেখাইল

ইনি আছেন কি জন্যে? সীতা উদ্ধার করতে গেলে দশাননের মুণ্ডপাতে পেছলে চল্‌বে কেন?

(আগামী বারে সমাপ্য)

চিত্রনাট্যের রূপকথা

—০—

অনেক দিন ক'লকাতার বাইরে ছিলুম তাই চিত্রনাট্যের বিষয়ে কিছু লেখা হোয়ে উঠেনি। শুভ ইংরাজী নববর্ষের প্রথম মাসেই আবার তা সুরু করা গেলো। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পূর্ব্ব ত্রুটির জন্যে মার্জ্জনা চাইছি।

*

গেল সপ্তাহে পিকচার হাউসে, প্যালেস অফ্ ভ্যারায়েটিজে, প্লোবে ও পিক্‌চার প্যালেসে—সব জায়গাতেই ভালো ছবি দেখানো হোয়েছে। পিক্‌চার হাউসে 'বিপজ্জনক মেয়ে' (The Dangerous Maid) নামক ছবিটিতে শ্রীমতী কন্‌ষ্টান্স টাল্‌মাজ তাঁর স্বভাবসুলভ চটুল অভিনয় ছেড়ে গুরুগম্ভীর অভিনয়ে এই প্রথম অবতীর্ণ হোয়েছেন এবং তাতে কৃতকার্য্যও হোয়েছেন। নায়কের অংশে শ্রীযুক্ত কন্‌ওয়ে টার্লের যতোটুকু অভিনয় কর্ব্বার মতো আছে, সেটুকুতে তিনি সফল হোয়েছেন।

*

প্লোবের 'ক্ষীয়মান জাত' (The Waning Sex) নামক ছবিতে বর্ত্তমানের স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সঙ্গে সাম্যের যে দাবী কোরেছেন তাতে কার জয় হোয়েছে তাই চিত্রিত হোয়েছে। মেয়েদের দিক্ থেকে নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী নরমা শিয়ারার পুরুষোচিত কাজে বিশেষ নৈপুণ্য দেখালেও, শেষকালে দেখা গেলো পুরুষেরই জয় হোয়েছে। পুরুষদের এই বিজয়-গর্ব্বের প্রতিনিধি, নায়কের অংশে শ্রীযুক্ত কন্‌রাড্ ন্যাগেল্!

*

কিন্তু সব-চেয়ে ভালো ছবি হোলো পিক্‌চার প্যালেসের 'বাঁচার কাঙাল' (Beggars of Life) আর প্যালেস্ অফ্ ভ্যারায়েটিজের 'সপুত্র সরেল' (Sorrel & Son)। পূর্ব্বোক্ত চিত্রনাট্যে শ্রীযুক্ত ওয়ালেস্ বিমারী প্রাণখোলা সদানন্দ মহৎ আত্মা দস্যু-নায়কের ভূমিকায় যে চারু অভিনয় কোরেছেন সে রকম উঁচুদরের অভিনয় কচিৎ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত রিচার্ড আর্লেন ও শ্রীমতী লুইসি ক্রক্‌স্‌ও এতে সুন্দর অভিনয় কোরেছেন। দুজন হতচ্ছাড়া গৃহহীন স্নেহহীন যুবক-যুবতীর ঘটনাচক্রে সহসা পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা ও প্রেম, বিচিত্র দৃশ্যাবলীর ভিতর দিয়ে যে সহজ সরল ভাবাভিব্যক্তির দ্বারা চিত্রিত হোয়েছে তা মনোমুগ্ধকর।

*

জনকরূপী নায়কের ভূমিকা নিয়ে শ্রীযুক্ত এইচ, বি, ওয়ার্ণার "সরেল এণ্ড সান্" ছবিতে অপূর্ব্ব-সুন্দর অভিনয় কোরেছেন। অনেক রকমের প্রেমের চিত্র রঙ্গমঞ্চে ও চিত্রের চাদরে প্রদর্শিত ও চিত্রিত হোয়েছে কিন্তু মায়ের দ্বারা পরিত্যক্ত ছেলের জন্যে স্নেহসিক্ত হৃদয় বাপ কি কোরতে পারে, কতো বড়ো স্বার্থ-বিসর্জ্জন ও আত্মত্যাগ তার পক্ষে সম্ভব, তার কি অতুলন ছবিই শ্রীযুক্ত ওয়ার্ণার এই চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন!

*

স-স্বর চিত্র দেখা গেলো উপভোগ কর্ব্বার মতো জিনিস বটে। যাঁরা এই সব চিত্র দেখেননি ও শোনেননি তাঁদের ব্যাপারটা বোঝানো জটিল। আমরা সকলকে এই রকম চিত্র শুনে আস্‌তে বলি—দেখা তো সঙ্গে সঙ্গে হবেই।

*

'কেবল আমি' (Only Me) নামক দু-রিলের একখানি ছবিতে শ্রীযুক্ত লুপিনো লেন ভূমিকা-লিপির অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়েছেন। একই ছবিতে পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং বিশেষ বিশেষ তেইশটি স্বতন্ত্র ভূমিকায় তিনি নেমেছেন—বহুমুখী প্রতিভার এর চেয়ে বড়ো উদাহরণের কথা আমাদের জানা নেই।

*

লস্ এঞ্জেলেসের পোষ্টমাষ্টারের হিসাব এই যে, শ্রীমতী ক্লারা বো প্রতিমাসে তাঁর ভক্ত বা অনুরাগীদের কাছ থেকে তেত্রিশ হাজার সাতশোখানি চিঠি পান। ভাব্‌তেও মাথা গুলিয়ে যায়।

—গি—

—০—

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—„ ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রিট কলিকাতা। ফোন নং—৩ ৫৮

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের

সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই

সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য

অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শ্যালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সংস্থে তৈরী দই ও রাবড়—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সুটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

আমরা কলিকাতার প্রদর্শনীতে স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্রের আয়োজন করিয়াছি দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

রস-সৃষ্টি

(শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়)

আজকালকার সাহিত্য আমার দু'চক্ষের বিষ, পড়লে পায়ের নখ থেকে চুলের ডগ পর্য্যন্ত জ্ব'লে যায়।

সাহিত্য-বেচারার অপরাধটা কি বল! তাকে না হয় তোমার পায়ে ধ'রে মাপ চাইতে বলব।

কেবল প্রেমের গল্পের ছড়াছড়ি। প্রেমের গল্প আমার একবারেই ভালো লাগে না। তার চেয়ে ভূতুড়ে গল্প, ঠাকুরমার গল্পও ঢের ভালো লাগে।

প্রেমের গল্পই বা কি দোষ করলে?

সেই একঘেয়ে থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়, অরুচি ধরে গেছে।

অর্থাৎ এক কথায় লেখকের অক্ষমতা। সে কোন নতুন জিনিষ দিতে পারছে না, এই। দোষ প্রেমের নয়, গল্পেরও নয়; সে দোষ লেখকের। আবার কোন প্রতিভাশালী লোকের হাতে কলম পড়লেই—।

তাতেই বা কি হবে? নতুন জিনিষ ও-নিয়ে আর লেখবার কিছু নেই। সবরকম সম্ভব এবং অসম্ভব দিক থেকে ওর আলোচনা হয়ে গেছে। আর মনে কর, সেই মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে, কত কাল আর চলবে?

এ কথা যে বলে, মানুষের মনের সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। মানুষের মন যে অপার, অনন্ত, অতল, এ কথা সে ইয়ত্তাই করতে পারে নি। সজীব প্রাণে প্রেম কেন, যে কোন ভাবই কত অসংখ্য রূপে ফুটে ওঠে, সে কি কেউ ফুরিয়ে শেষ করতে পারে? নদীতে যতক্ষণ স্রোত থাকে—সেই একই নদী, কিন্তু যে জলকণাসমষ্টির দ্বারা তার দেহ গঠিত, তাদের প্রত্যেকেই প্রতি মুহূর্ত্তে নতুন হয়ে উঠছে। এ মুহূর্ত্তে যারা এখানে, পর মুহূর্ত্তে তারা আর সেখানে নেই, অনেক দূরে এগিয়ে গেছে, আবার নব নব কণা এসে তাদের স্থান অধিকার করছে। কিন্তু সেই স্রোত যখন মরে যায়, তখনই জল এক জায়গায় জমে পচতে থাকে।

একেই বলে ধান ভানতে শিবের গীত। হচ্ছিল সাহিত্যের কথা, তার মাঝখানে নদী এল কোথা থেকে?

আমার ভুল হয়েছে, মাপ কর ভাই। আমি চুপ করছি।

চুপ করবে কেন? যে কোথা হ'ল, সেই কথাই হ'ক। মানুষের মন চুলোয় থাক গে। সাহিত্যের কথা হ'ক।

সাহিত্যের পিতৃকুল না মাতৃকুল, কোন কুলের কথা হবে? আর মানুষের মন বাদ দিয়ে—।

যাক গে। আচ্ছা, সাহিত্যের কাজটা কি?

আমার মতে সাহিত্যের কাজ হচ্ছে রসসৃষ্টি।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ মনের ভাবকে মূর্ত্ত করা, অরূপকে রূপ দেওয়া।

তা হলে তোমার মতে সাহিত্য হচ্ছে একপ্রকার ঘোর পৌত্তলিকতা?

কেন?

যে জিনিষের রূপ নেই, তার মূর্ত্তি গড়াই ত পৌত্তলিকতা—যেমন নিরাকার ভগবানের আমরা খড়মাটী দিয়ে মূর্ত্তি গড়ে গড়ে পূজো করি বলেই ত সাহেবরা আমাদের ঘেন্না করে।

সাহেবদের ভালো বলা আর ঘেন্না করাই কি সৎ অসতের মাপকাটি?

শুধু সাহেবরা কেন, সব লোকেই—যাদের পেটে একটু কালির আঁচড় আছে, তারাই ঘেন্না করে।

কথাটা নতুন শুনলাম বটে।

কেন, কথাটা সত্যি নয় কি?

মোটেই নয়। ধ্যানের পরিণতি হয় রূপে।

তা কি ক'রে হবে? এই দেখ না, রূপ দিতে গিয়ে আমরা এক ভগবানকে কত অসংখ্য রূপে কল্পনা করি।

তা না ক'রে একটা রূপে কল্পনা করলেই কি ঠিক হ'ত না?

নিশ্চয়।

সেটা তা হলে তাঁর কোন্ রূপ?

যেটা হয় একটা।

ঐ যেটা-হয়-একটা নিয়েই ত গোল। তোমার যেটা-হয়-একটা এক রকম, আমার যেটা-হয়-একটা আর এক রকম; এই রকম অসংখ্য মানবের অসংখ্য যেটা-হয়-একটা। তাই তাঁর অনন্ত রূপ। আর অরূপ আর অনন্ত রূপ একই কথা দাঁড়ায়—এটা শুধু কবির কল্পনা বা ভাবের গাঁজাখুরি নয়, গণিত-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ক'রে প্রমাণিত করা হয়েছে। অন্যদিকে মনিষী হার্বার্ট স্পেন্সার evolution মানে বলছেন, একত্ব থেকে বহুত্বে যাওয়া, যুগপৎ একীকরণ ও পৃথকীকরণের সাহায্যে; এই একত্ব হচ্ছে অনির্দ্দিষ্ট ও অসংলগ্ন আর এই বহুত্ব হচ্ছে নির্দ্দিষ্ট ও সংলগ্ন। তাঁর ভাষাটা খটমঠ হলেও কথাটা ঠিক। উপনিষদের "একোঽহম্ বহু স্যামঃ" কথাটাও মনে পড়ে যায়।

অত গোলমালে যাবার দরকার কি? তিনি যখন অরূপ, বেশ ত রূপ না দিলেই হ'ত।

বেশ। রূপ না দিয়ে ধ্যান করতে চেষ্টা ক'রে দেখ। "চক্ষু বুজিয়া কি দেখিতেছ—অন্ধকার দেখিতেছি,"—এই দাঁড়াবে।

কেন, গুণের সাহায্যেও ত ধ্যান করা যেতে পারে। তাঁর ত অনেক গুণ।

তাঁর অনন্ত গুণই থাক বা তিনি নির্গুণই হ'ন; একই কথা। কিন্তু গুণের সাহায্যে কি ক'রে ধ্যান করবে শুনি।

যেমন ধর, তিনি দয়াময়।

বেশ। কিন্তু দয়াময় দয়াময় ব'লে চীৎকার ক'রে গলা ফাটিয়ে ফেললেও তাঁর দয়া হবে কি না, তাঁর দিকে এক পাও যেতে পারা যাবে কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। দয়াময় কল্পনা করা খুব সহজ, কিন্তু এই কল্পনার উপর ধ্যান স্থির থাকতে পারে না, যতক্ষণ না মানসচক্ষে দয়া-ঘন মূর্ত্তি ফুটে ওঠে। একটা আধার, একটা নাম—a local habitation and a name—না পেলে



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

নূতন নাটক! নূতন নাটক!!

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

দিগ্বিজয়ী

১১নং কলেজ স্কোয়ার

নাচঘর কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

ভাব আকাশকুসুমে—airy nothingএ—পর্য্যবসিত হয়। সাহিত্যে অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়, ভাব ঠিক রূপময় হয়ে ওঠেনি, একটা অনির্দ্দিষ্টতা, একটা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে; তাতে ক'রে ঠিক সম্যক রসবোধ হয় না।

তা হলে তুমি বলছ চুণ সুরকি দিয়ে কোনরকমে একটা ঠাকুর গড়তে পারলেই ধ্যান হয়ে গেল?

চুণ-সুরকি দিয়ে ঠাকুর গড়ে কিনা জানি না বা "কোন রকমে" একটা ঠাকুর গড়ার কথাও আমি বলিনি। আমি বলছিলাম অন্তরের ঠাকুরের কথা—যাতে প্রাণের ভাব মূর্ত্ত হয়, ব্যক্ত হয়ে ওঠে।

যথা—।

যেমন অনন্তের কল্পনায় নীলিমা চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—অনন্ত অম্বরও নীল, অপার অম্বুধিও নীল—যেমন জ্যোতিঃস্বরূপের ধ্যানে পীতবসন সেই চোখকে ঝলসে দেয়। তাই অনন্ত জ্যোতিঃস্বরূপ পরমপুরুষের ধ্যান পরিণতি লাভ করে যখন আমরা তাঁর নব-নীরদ-শ্যাম, পীত-ধড়া-ঠাম মূর্ত্তির দেখা পাই। এ মূর্ত্তি চুণ-সুরকি দিয়ে গড়তে হয় না; আমাদের মাঝখানেই আছে, প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হ'ল। আমরা ঋষিদের কাছ থেকে যে সব মন্ত্র পেয়েছি, সে সব তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন; তাই তাঁদের মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষ বলে; মন্ত্রস্রষ্টা বা মন্ত্ররচয়িতা বলে না। একে পৌত্তলিকতা বলতে হয় বল, পুতুল-পুজো বলতে হয় বল বা যে নাম দিতে চাও দাও।

কিন্তু আবার সেই ধ্যান ভানতে শিবের গীত এসে পড়ল। হচ্ছিল স্থূল সাহিত্যের কথা, তা থেকে তুমি যত রাজ্যের আধ্যাত্মিক কথা এনে ফেললে।

কথাটা আমি এনে ফেলিনি, তুলেছ তুমি। আর কথাটা যতটা অবান্তর মনে করছ, তাও নয়। কারণ সাহিত্যের প্রাণ হচ্ছে রস, আর রসের সমগ্রতা হচ্ছেন তিনি—রসো বৈ সঃ। তাই আমাদের দেশে কানু ছাড়া গীত নেই। কিন্তু সাহিত্য যে স্থূল, এ কথাটা একটা নতুন কথা বটে।

না না, স্থূল মানে কি সেই স্থূল? তা নয়, তবে জিনিসটা মোটের উপর ত ইহলোকের, ইহকালের—পরলোকের, পরকালের ত নয়; তাই বলছিলাম।

ইহলোকেরও নয়, পরলোকেরও নয়; ইহকালেরও নয়, পরকালেরও নয়। এ সর্ব্বলোকের, সর্ব্বকালের।

কি রকম?

যা নিত্য, সত্য, শাশ্বত, তাই হচ্ছে সুন্দর; তাই কবি একটা সুন্দর সামগ্রীকে চিরন্তন আনন্দ ব'লে গেছেন। এই সৌন্দর্য্য প্রকাশের নাম আর্ট বা রস সৃষ্টি, আর আর্টের সূক্ষ্মতম নিদর্শন সাহিত্য।

একেবারে জলবৎতরলম ক'রে দিলে আর কি!

তা করতে পারিনি মানছি, কিন্তু করতে চেষ্টা করছি।

বেশ! ক'রে যাও!

সবাই আমরা আনন্দ পাই আর এই আনন্দের সন্ধানে সৌন্দর্য্য খুঁজে বেড়াই। চারিদিকে সৌন্দর্য্য; কিন্তু যাই তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে যাই, অমনি সে পালিয়ে যায়। জ্যোৎস্নার হাসি, বিহগের গান, কুসুমের সৌরভ—সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য ছড়ানো, সৌন্দর্য্য মাখানো। কিন্তু দেখতে দেখতে হাসি অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, গান স্তব্ধতায় ঢাকা পড়ে, গন্ধ গন্ধবহ বিস্মৃতির অন্তরালে নিয়ে যায়। রূপ নইলে সৌন্দর্য্য, সুন্দরের ভাব ফোটে না। তাই এই ক্ষণস্থায়ী রূপকে জীর্ণ বস্ত্রের মত নিক্ষেপ ক'রে ভাবকে, সৌন্দর্য্যকে চিরন্তন নব রূপে মণ্ডিত করা, চিরন্তন নব জীবন দান করা, আবার রক্তমাংস দিয়ে সাজানো, হচ্ছে আর্টের তথা সাহিত্যের কাজ। যেটাকে আমরা সাহিত্যের সৃষ্টি বলি, বাস্তবিক সেটা একটা পুনঃ সৃষ্টি। প্রকৃতি যা সৃষ্টি করে (produces) আর্ট তার পুনঃ সৃষ্টি করে (reproduces)। যখন আমরা বলি যে আর্টের অমুক সৃষ্টিটা খুব স্বাভাবিক (natural) হয়েছে, আমরা বলতে চাই যে সেটা মোটেই স্বাভাবিক হয় নি, খুব artistic হয়েছে। কথাটা শুনতে হেঁয়ালির মত, কিন্তু একটুও মিছে নয়। আর্টের এই পুনঃসৃষ্টির নামই রস-সৃষ্টি। প্রাকৃত সৃষ্টির সঙ্গে তার তফাৎ এই—।

কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টিই কি যথেষ্ট নয়? আবার এই পুনঃসৃষ্টির—যাকে তুমি বলছ রসসৃষ্টি, তার প্রয়োজন কি?

সেই কথাই ত বলছিলাম। মনে কর তুমি একজনকে ভালোবাস আর সে খুব সুন্দরী। প্রাকৃত সৃষ্টিতে তার রূপ চিরকাল থাকবে না, তোমার ভালোবাসাও চিরকাল থাকবে না। কিন্তু রসসৃষ্টিতে কি তার রূপ কি তোমার ভালোবাসা কিছুই লয় বা ক্ষয় পাবে না। এইটুকুই রসসৃষ্টির সান্ত্বনা, আর এইখানেই প্রকৃতির উপর আর্টের টেক্কা মারা!

ডাকঘর

গত ২৭শে অগ্রহায়নের "নাচঘরে" জনৈক ভদ্রলোক আমার লিখিত সাজাহান-সমালোচনার একটী প্রতিবাদ লিখেছেন। এ প্রতিবাদকে প্রতিবাদ না ব'লে বিবাদ বলাই সঙ্গত। প্রতিবাদের অর্থ বিবাদ নয়,—সুযুক্তি দ্বারা বিরুদ্ধমত খণ্ডনের নাম প্রতিবাদ।

ভদ্রলোকটী দেখ্‌ছি কোনও অজ্ঞাত কারণ বশতঃ নির্ম্মলেন্দুবাবুর প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ন। নির্ম্মলেন্দুবাবুর সাজাহান অভিনয়ের প্রশংসা আমি করেছি; তিনি যদি তাঁর অভিনয় সমালোচনা ক'রে হীন প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হ'তেন তবে আপত্তির কোন কারণই ছিল না। কিন্তু তা না ক'রে তিনি অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে অকারণে নির্ম্মলেন্দুবাবুর অভিনয়কে নয়—নির্ম্মলেন্দুবাবুকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁর প্রতিবাদ পত্রখানিতে যদি নির্ম্মলেন্দু-বিদ্বেষ-রহিত অহীন্দ্র-প্রীতি দেখতে পেতুম, তবে অসন্তুষ্ট হবার কারণ ছিল না কোনই। যা হ'ক লেখক-মহাশয় অহীন্দ্রবাবুর অভিনয় সম্বন্ধে যা লিখেছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে ক'রে আমি শুধু এখানে চেষ্টা করব অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর যে কতকগুলি ভুল ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে সেগুলি নির্ম্মূল করতে।

নিবেদন
শীতবস্ত্র ও পোষাক
খরিদ করিবার পূর্ব্বে
ফেণ্ডস সোসাইটির
বিপুল আয়োজন, সুলভ মূল্য ও
ভদ্র ব্যবহার দেখিতে অনুরোধ করি।
বিভিন্ন রকমের শাল, আলোয়ান,
পোষাক ও হোসিয়ারী দ্রব্যের বিচিত্র
সমাবেশ
(একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)
ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮
গোলদীঘির পশ্চিম,
৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট,

তিনি অঙ্গসজ্জাকে অভিনয়ের মধ্যে প্রাধান্য দিতে গিয়ে যেরূপ হাস্যকর মত ব্যক্ত ক'রেছেন তা খণ্ডন করতে হ'লে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ব'লে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে ইচ্ছা করি।

অভিনয়ের ব্যাখ্যা আমি করিনি,—সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে যা' চিরন্তন সত্য আমি শুধু লিখেছি তাই। এখনও সেই কথাটাই ভেঙ্গে বল্‌ব—পুনরুক্তি দোষ ঘটা সত্ত্বেও।

দেহের সহিত মনের সম্বন্ধ—স্থূলের সহিত সূক্ষ্মের সম্বন্ধ—চির পুরাতন কথা। লেখক মহাশয় দেহ ও মনের এই সম্বন্ধ নিয়ে বিচার করতে গিয়ে এমন একটী অপূর্ব্ব, অদ্ভুত হাস্যকর মত প্রকাশ করেছেন যে জন্য তাঁর বিচার বুদ্ধির শত সহস্র প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারলুম না। দেহ ও মনের সম্বন্ধ নিয়ে চারি প্রকার মত দৃষ্ট হয়—Dualism, Materialism, Idealism এবং Parallelism; এই ক্ষুদ্র লিপিতে সে সকল মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা অসম্ভব। কাজেই সাধারণ বুদ্ধিতে যেটুকু বিচার করা চলে সেইটুকুই এখানে বিচার্য্য।

লেখক মহাশয় এককথায় অভিনয়ের ব্যাখা ক'রেছেন—"সাজা"। কিন্তু অভিনয়ের এত সোজা মানে কোনও কালে কোনও দেশে কোন শ্রেষ্ঠ নট বুঝেছেন কি না সন্দেহ। অবশ্য অভিনয় করতে হ'লে সাজ্‌তে হবে; কিন্তু শুধু ভালরূপে সাজ্‌তে জান্‌লেই অভিনেতা বা অভিনেত্রী হওয়া যায় না। তাই যদি হয় তবে জেলেপাড়ার সংওয়ালারা বড় বড় অভিনেতা এবং "নৈশ-কামিনী"রা বড় বড় অভিনেত্রী।

বর্ত্তমান যুগে দেখ্‌তে পাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল অঙ্গসজ্জা করতে পারেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসু। কিন্তু তাই বলে নাট্য জগতে ইঁহাদের স্থান সর্ব্বোচ্চে নয়। স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী স্বর্গীয় গিরিশ ঘোষ অপেক্ষা অঙ্গসজ্জায় অধিকতর দক্ষ ছিলেন; তথাপি গিরিশের নিম্নেই তাঁর স্থান। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের অঙ্গসজ্জা মোটেই প্রশংসনীয় নয়; তাই ব'লে যদি কেউ তাঁকে অহীন্দ্রবাবু অথবা অমিতাভবাবুর নিম্নে স্থান দিতে ইতস্ততঃ না করে তবে তাহার বহরমপুর গমনই একান্ত কর্ত্তব্য।

অভিনেতার প্রধান কর্ত্তব্য অভিনয়ের চরিত্রটীকে নিজের মধ্য দিয়ে মূর্ত্ত ক'রে তোলা। তা করতে হ'লে তাকে শুধু সাজ্‌বার বিদ্যাটা আয়ত্ব করলে চল্‌বে না। যে আবৃত্তি তাঁর অভিনয়কে সাহায্য করবে বার-আনা তা তাঁকে শিক্ষা করতে হবে কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে। শুধু অঙ্গসজ্জা অথবা আর কিছুতে "প্রাণ-অতিষ্ঠের" হয়ে ওঠে ইহা বুঝ্‌তে অধিক দূর যাওয়ার প্রয়োজন নাই। নেপোলিয়ানবেশী কোনও অভিনেতা যদি রঙ্গমঞ্চের উপর ক্রমাগত তিন চার ঘণ্টা চলাফেরা করতে থাকেন তবে দর্শকের প্রাণ তুষ্ট হবে কি অতিষ্ঠ হবে তিনি তা নিজে একবার পরখ ক'রে দেখ্‌তে পারেন, তবে অভিনেতার "সাজা"র সাধ যে দ্বিতীয়বার আর হবে না ইহা সুনিশ্চিত। আমার জানা আছে এক সময়ে এক অঙ্গ-সজ্জাদক্ষ অভিনেতা ভয়ঙ্কর নিয়ে একটী সুদীর্ঘ ভূমিকা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়ে দর্শকের কাছে বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হ'য়েছিলেন। অপর পক্ষে আবৃত্তিদক্ষ সুকণ্ঠ অভিনেতার লাঞ্ছিত হবার সম্ভাবনা নাই বল্লে মিথ্যা কথা বলা হয় না। এরূপ অভিনেতা খুব ভালরূপ অঙ্গসজ্জা না ক'রেও কেবলমাত্র তাঁর মধুর আবৃত্তি দ্বারা দর্শককে মুগ্ধ ক'রে রাখ্‌তে পারেন ইচ্ছানুযায়ী সময় পর্য্যন্ত। ইহার একটী প্রমাণ গ্রামোফোন! এইখানে আমি শুধু "সাজা"র সহিত আবৃত্তির তুলনা করলুম মাত্র। অঙ্গভঙ্গীর সহিত তুলনা করলেও আবৃত্তির স্থানই উপরে। কারণ বায়স্কোপে অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অভিনয় হ'লেও উহা রঙ্গালয়ের অঙ্গভঙ্গী নয় এবং শুধু অঙ্গভঙ্গী দ্বারা অভিনয় বোঝা দুঃসাধ্য বলে "টাইটেলে"র সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। যে কোনও অভিনেতার সাজাহান রঙ্গমঞ্চে যেরূপ অভিনীত হয় ঠিক সেইরূপ অবিকল ছবির পর্দ্দায় তুলে দেখান হ'লে বিনা পয়সাতেও দর্শক জুটবে কি না সন্দেহ, অথচ পয়সা খরচ ক'রে শুধু আবৃত্তি শোন্‌বার লোকের অভাব যে মোটেই হয় নি এরূপ দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে বহুবার।

নাট্যোৎপত্তির যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখ্‌তে পাই তখন অভিনয় হত আবৃত্তিকে প্রধান অবলম্বন ক'রে। সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের অন্যান্য উপাদান গুলি অভিনয়ান্তর্গত হ'তে লাগল এবং অভিনয় স্থান পেল আর্টের আসনে। কাজেই এই আবৃত্তির প্রতি বিশেষ রূপে লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক অভিনেতারই সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। পরে অঙ্গভঙ্গীও তৎপরে অঙ্গসজ্জার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। অর্থাৎ প্রথম রস-বস্তুর প্রতি, পরে তার প্রকাশ-ভঙ্গীর প্রতি। একটী গৃহ প্রস্তুত করতে হ'লে প্রথমেই আমরা সেই গৃহখানিকে সুসজ্জিত করতে অসম্ভব চেষ্টা করি না। গৃহ সুসজ্জিত করি গৃহের সমস্ত কার্য্য সমাপনান্তে। কিন্তু আবৃত্তিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অঙ্গভঙ্গী ও অঙ্গসজ্জাও যে একেবারে উপেক্ষা করা উচিত নয় এ কথা স্মরণ রাখা উচিত প্রত্যেক নট শিল্পীর। কারণ রূপের ভিতর দিয়েই করতে হবে তাঁদের রসসৃষ্টি।

"যিনি রূপ দেন সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও দেন" তিনি সত্যিকার অভিনেতা ইহা অস্বীকার করবার হেতু নাই। "রূপ ছাড়া প্রাণ নয়" এ কথা যথার্থ, কিন্তু প্রাণই যদি থাকে তবে সুরূপ না হ'য়ে চলনসই রূপ থাকলেও আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে কি? সেই জন্যই অভিনেতার মুখ্য কর্ত্তব্য হচ্ছে অভিনেয় চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা তা সুরূপ কিংবা চলনসই-রূপ পরিগ্রহ করেই হ'ক। নাট্যাচার্য্য, গণও সেই জন্যই শিক্ষার্থীকে সর্ব্ব প্রথমেই অঙ্গসজ্জা না শিখিয়ে শেখান আবৃত্তি-পদ্ধতি।

যিনি আবৃত্তি, অঙ্গভঙ্গী অঙ্গসজ্জায় অভিনেয় চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং রসসৃষ্টি করতে সমান দক্ষ তিনিই হচ্ছেন perfect নট। সেরূপ নট আমাদের দেশে আছেন কিনা জানি না। নট শ্রেষ্ঠ শিশিরকুমারের আর সবই আছে—নাই শুধু তাঁর অঙ্গসজ্জার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি। তা যদি তিনি করতে পারতেন তবে সোনায় সোহাগা হ'ত। শিশিরকুমারের অভিনয় যেন শাঁখা-সিন্দুর পরিহিতা অনিন্দ্য সুন্দরী হিন্দুসতী—আপন সৌন্দর্য্যে আপনি মুগ্ধা—বহির্প্রকাশে উদাসীনা। তাঁর মধুর রসে রসায়িত অভিনয় মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে রূপেরই ভিতর দিয়ে যদিও সে রূপ "ঘসে-মেজে" রূপ নয়। অহীন্দ্র বাবু কিন্তু অভিনয়ের বাহিরের দিকটার প্রতি (অর্থাৎ অঙ্গসজ্জা প্রভৃতি) ঝোঁক দেন অধিক—তাঁর কর্কশ কণ্ঠস্বর এবং আবৃত্তিতে উপযুক্ত দক্ষতার অভাব হেতু। সেই জন্যই তাঁর অভিনয় হ'য়ে দাঁড়ায় যেন সেই সব রমণীর মত যাঁরা তাঁদের সুনিপুণ অঙ্গসজ্জা দ্বারা নিজেদের অসৌন্দর্য্য গোপন রেখে কপট সৌন্দর্য্যে পুরুষের চোখ প্রতারিত করে তাদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হন অস্থায়ীভাবে যে ভূমিকার অভিনয় করতে হবে অঙ্গসজ্জা যে হুবহু তার অবয়বের সহিত মিলিয়ে করতে হবে এবং সকল সময়েই যে সেরূপ করা সম্ভবপর তা সুনিপুণ অঙ্গসজ্জাবিদ্ অহীন্দ্রবাবুও স্বীকার করেন না; এবং সেই জন্যই তিনি রাবণের ভূমিকায় দশমুণ্ড কুড়িহস্ত নিয়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন না এবং চাণক্যের ভূমিকাতেও কদাকার ব্রাহ্মণরূপে দর্শক সমক্ষে দেখা দেন না। শিশিরবাবু অঙ্গসজ্জার প্রতি কথঞ্চিৎ উদাসীন হ'লেও তিনি তাঁর সুমধুর অতুলনীয় আবৃত্তির সহিত অসামঞ্জস্য ঘটান না। নির্ম্মলেন্দুবাবুর মধ্যেও আমরা এই গুণটী দেখতে পাই—তিনি শিশিরকুমারেরই পথের পথিক ব'লে—অভিনয় সম্বন্ধে তিনি শিশিরকুমারের মতাবলম্বী ব'লে। অহীন্দ্রবাবু পারেন তাঁর সুনিপুণ অঙ্গ-সজ্জা নিয়ে প্রথম আবির্ভাবে দর্শককে চমকিত করতে। অভিনয়ের যা প্রধান অবলম্বন কণ্ঠস্বর ও আবৃত্তি তাতে তিনি এদেশের অনেকেরই চেয়ে নীচে। অহীন্দ্রবাবুর এই দৈন্য সাধারণ দর্শকের চোখে ধরা পড়ে না তাঁর বাহিরের রাজকীয় সৌন্দর্য্যের জন্য। তথাপি অহীন্দ্র বাবুর স্থান নাট্যজগতে যে মনোরঞ্জনবাবু প্রভৃতির উপরে তা শুধু তিনি তাঁর নিজস্ব নিয়ে গৌরবান্বিত বলে, অপেক্ষাকৃত অধিক সৃষ্টি-শক্তিতে শক্তিমান বলে। অহীন্দ্রবাবুর সাজাহান কেন যে আমার নয়ন মুগ্ধ করতে সমর্থ হ'লেও মর্ম্ম স্পর্শ করতে পারেনি, তা বোধ হয় এখন কারুরই বুঝ্‌তে কষ্ট হবে না।

আমি আর অধিক অগ্রসর হ'তে ইচ্ছা করি না। আমার মন্তব্যগুলি আমি কাউকে অভ্রান্ত সত্য ব'লে মেনে নিতে বলি না। কোথাও যদি আমার ভুল মত প্রকাশিত হ'য়ে থাকে অনুগ্রহ ক'রে কেউ যদি তা সংশোধন ক'রে দেন তা হ'লে বিশেষ বাধিত হব। ইতি

বিনীত

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী বি-এ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি.বি]

শনিবার ২৬শে জানুয়ারী, রাত্রি ৭ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৪॥ টায়

জাতীয় গৌরবে সমুজ্জ্বল—বাংলার একমাত্র

সময়োপযোগী পঞ্চাঙ্ক নাটক

জাতিচ্যুত

রাজা গণেশ—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
আজিম শা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
যদুমল্ল—শ্রীভূমেন রায় (এমেচার)
দিনরাজ—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
জীবনরায়—শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
এব্রাহিম—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গিরিনাথ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
ন্যায়রত্ন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
ত্রিপুরাসুন্দরী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা
নবকিশোরী—শ্রীমতী শশিমুখী
কল্যাণী—শ্রীমতী নবতারা
আসমান—শ্রীমতী আসমানতারা
উমা—শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ)

আগ্রম টিকট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে. মিত্র, বি.এ,—প্রোপ্রাইটর

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ১৩ই মাঘ, রাত্রি ৭॥০ টায়

দিগ্বিজয়ী

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রবিবার ১৪ই মাঘ, ম্যাটীনী ৪॥০ টায়

দিগ্বিজয়ী

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ধর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৯শে মাঘ
১৩৩৫



বোম্বাইয়ের "শ্রীজগদীশ ফিল্ম কোম্পানী"র "দ্বারকাধীশ" চিত্রনাট্যের একটি দৃশ্য (ভিতরে চিত্র-পরিচয় দেখুন)

নাট্য-জগৎ

—:•:—

মঞ্চচিত্রে আলোক হচ্ছে আত্মার মত। শিল্পীর হাতে পড়লে তা তুলিকারও চেয়ে দরকারি হয়ে ওঠে। শূন্যতার মধ্যেও আলোক নাট্যরস সৃষ্টি করতে পারে।—এই হ'ল বিশেষজ্ঞের মত।

•

নাট্য-জগতের সর্ব্বশেষ আবিষ্কার হ'চ্ছে, আলোকরাতকৌশল। Hiram K. Moderwell তাঁর The Theatre of Today পুস্তকে বলেছেন, "There is a living principle in lighting, second only to that of the actor himself."

•

এদেশী রঙ্গালয়ে নূতন দলের আবির্ভাবের সঙ্গে আলোকপাতকৌশলের অনেক উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু এ উন্নতিও আংশিক মাত্র। তার কারণ আলোক-বিভাগে বাংলা দেশে এখনো এমন কোন শিক্ষিত শিল্পী দেখা দেন নি, অ্যাডল্‌ফ আপ্পিয়া, ডেভিড বেলাস্কো, আর্থার হপকিন্স ও রবার্ট ই জোন্স প্রভৃতির সঙ্গে যাঁদের তুলনা চলতে পারে। তবু বাঙালী প্রয়োগ-কর্ত্তাদের দৃষ্টি যে এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে, এইটুকুই আশার কথা।

•

বিশ বছর আগেকার বাংলা রঙ্গালয়ের কথা মনে হ'চ্ছে—'ফুটলাইট' প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল যখন শুধুই রঙ্গমঞ্চকে আলোকিত করবার জন্যে। সে আলো মরা আলো। আলোকের দ্বারা যে অভিনয়ের সমস্ত রসই সূক্ষ্মভাবে ফোটানো যায়, এ কথা কেউ তখন ভাবতেও পারত না। ঝোলানো 'পৃষ্ঠপটে'র (backdrop) সমতল ক্ষেত্রে আঁকা গাছপালা, মাঠ-পাহাড় ও রাস্তা-বাড়ীর উপর সমান

IMPERIAL LIBRARY

ভাবে পাদপ্রদীপের তীব্র একঘেয়ে আলো গিয়ে পড়ত। ফলে মঞ্চের উপরকার আসবাব ও মানুষের দেহের ছায়া খাড়াখাড়ি ভাবে দৃশ্যপটের অধিকাংশ ঢেকে সমস্ত স্বাভাবিকতা নষ্ট ক'রে দিত। প্রত্যেক দৃশ্যে অঙ্কিত বিষয়ের উপযোগী আলোক-ছায়ার সন্নিবেশ ছিল তখন কল্পনাতীত ব্যাপার।

*

রঙ্গমঞ্চের উপরে আলোককে যথাযোগ্য অধিকার দান করেছেন, সর্ব্বপ্রথমে অ্যাডল্‌ফ আপ্পিয়া। জাতিতে তিনি ইটালিয়ান-সুইস। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান ভাষায় এ-সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন। ওয়াগনারের গীতিনাট্যগুলির অভিনয়ই তাঁর আলোচ্য ছিল বটে, কিন্তু তাঁর মতামত পরে যে-কোন নাটকের অভিনয়ে যে-কোন প্রয়োগকর্ত্তা হাতে-নাতে কাজে লাগাতে পেরেছেন।

*

সে-যুগের রঙ্গালয়ের প্রধান যে ভুল, আপ্পিয়ার সূক্ষ্মদৃষ্টি তা ধ'রে ফেলেছিল। তা হচ্ছে "dead setting"এর মাঝখানে সজীব অভিনেতৃগণের আবির্ভাব। কৃত্রিম পারিপ্রেক্ষিত ও আঁকা পৃষ্ঠপটের সামনে জীবন্ত নট-নটীদের আনাগোনা যে কতটা অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে, এখনো বাংলা রঙ্গমঞ্চে তার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। আপ্পিয়া দেখালেন, রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য-সংস্থানের মধ্যে গভীরতা থাকা চাই। পরন্তু কাঠের বা ক্যাম্বিসের তৈরি পাহাড় এবং পিচবোর্ডের গাছপালা জীবন্ত অভিনেতার সঙ্গে খাপ খেয়ে কিছুতেই বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে পারে না।

*

অতএব দৃশ্য-সংস্থানের মধ্যে পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করতে হবে। রঙ্গমঞ্চের স্বভাবানুকারী "পৃষ্ঠভূমি"কে (background) অধিকতর মার্জ্জিত, সরল, নাটকীয়, কোমল ও সুন্দর ক'রে তুলে জীবন্ত অভিনেতাদের সঙ্গে তার যোগসাধন করতে হবে—কিসের সাহায্যে? না, রঙ্গমঞ্চের অন্যতম জীবন্ত সৌন্দর্য্যের—অর্থাৎ আলোকের দ্বারা।

*

আপ্পিয়া কেন যে নটের পরেই আলোককে স্থান দিয়েছেন, সে-যুগে কেউ তা বুঝতে পারে-নি। সকল দিকে উন্নত বর্ত্তমান যুগেরও কাছে আপ্পিয়ার মত সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয় নি। অথচ নিজের কথাকে কি-উপায়ে কাজে খাটানো যায় তা ভাবতে গিয়ে সেকালের লোক হয়েও আপ্পিয়া একালের আলোকপাতকৌশলের theory, practice ও mechanismএর পূর্ব্বাভাস দিয়ে গিয়েছেন!

*

আপ্পিয়ার যুগে রঙ্গমঞ্চকে আলোকধারায় স্নাত করবার উৎস ছিল চারটি :—(১) মাথার উপরে 'বর্ডার লাইট', (২) নীচে 'ফুটলাইট', (৩) দুই পাশে 'স্পট্ লাইট' বা 'বাঞ্চ্ লাইট' এবং (৪) পিছন অর্থাৎ স্বচ্ছ পর্দ্দার আড়াল থেকে নিক্ষিপ্ত আলোক। 'বর্ডার লাইট' ও 'ফুটলাইটে'র দ্বারা ছায়াহীন flat আলোকের সৃষ্টি হ'ত। পিছনকার স্বচ্ছ পর্দ্দার আড়াল থেকে নিক্ষিপ্ত আলোকেরও দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্যসিদ্ধি হ'ত না। 'বর্ডার' ও 'ফুট' 'লাইটে'র মধ্যে অল্প যা-কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করত 'স্পট্ লাইট' ও 'বাঞ্চ লাইট'। কিন্তু মাত্র একদিক থেকে এদের আলো এসে উৎপাদন করত—ছায়া।

*

এবং এই ছায়ার মধ্যে 'বর্ডার লাইট' ও 'ফুটলাইট'কে কোমলতর ও নিয়মিত ক'রে আপ্পিয়া মঞ্চজগতে এক অভিনব স্বাভাবিকতার প্রকাশ দেখাতে চেয়েছিলেন। 'ফুটে'র ও 'বর্ডারে'র সুবিস্তৃত আলোকের দ্বারা দৃশ্য চোখের আড়ালে লুকাবে না। এবং 'স্পটে'র ও 'বাঞ্চে'র সরাসরি আলো নাটকীয়তার উপাদান যোগাবে। আপ্পিয়ার এই প্রাচীন মত হয়েছে একেবারে আধুনিক যুগের উপযোগী। একালের প্রয়োগকর্ত্তারা যে 'ফুটলাইট'কে প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে সরিয়ে মাথার উপরে 'বর্ডার লাইটে'র স্থানে বিশেষ শক্তিশালী incandescent light ব্যবহার করবেন, আপ্পিয়া আগে থাকতেই যেন তা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন!

*

আপ্পিয়া দৃশ্যপটেরও সুন্দর পরিকল্পনা করেছেন এবং আলোকের বিভিন্ন গতির উপযোগী ক'রে কি-কৌশলে দৃশ্যের বিভিন্ন বস্তু সাজালে নাট্যকারের ক্রিয়াকে অভিনেতারা অধিকতর সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তাও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। ওয়াগনারের Siegfriedএর অরণ্য-দৃশ্যের বর্ণনা-প্রসঙ্গে আপ্পিয়ার কথা শুনলে বোঝা যায়, তিনি কেবল দৃশ্যের জন্যেই দৃশ্য সৃষ্টি করতে চান নি—নাটককে ফোটাবার জন্যেই তাঁর পরিকল্পনা। "আমরা অরণ্যের 'ইলিউসান' সৃষ্টি করব না;—তার বদলে আমরা সৃষ্টি করব অরণ্যের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষের 'ইলিউসান'।" তিনি বলছেন, "When the forest trees, stirred by the breeze, attract the attention of Siegfried, we, the spectators, should see Siegfried bathed in the moving lights and shadows, and not the movement of rags of canvas agitated by stage tricks. *The scenic illusion lies in the living presence of the actor.*"

*

আপ্পিয়ার মত নিয়ে আরো অনেক কথা বলবার আছে; কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে সে-সব কথা তেমন রুচিকর হবে না ব'লে এখানে আর উল্লেখ করা হ'ল না। কিন্তু Tristan নাটকের শেষ-দৃশ্যে আপ্পিয়ার পরিকল্পনার আভাস এখানে দিলুম। পাঠকরা দেখবেন, আলোক ও ছায়া এখানে নাটকীয় ক্রিয়াকে কতখানি অগ্রসর ক'রে দিচ্ছে।

*

দৃশ্যের প্রথমেই দেখা গেল, ট্রিষ্টান একটি ছায়ামধুর প্রান্তে শায়িত। তাঁর দেহের উপরে গাছপালার ছায়া,—সূর্য্যকর কেবল তাঁর চরণ স্পর্শ করছে। তাঁর শক্তি যেমন ধীরে ধীরে জাগছে, সূর্য্যকরও তেমনি ধীরে ধীরে ক্রমেই দেহের উপরে উঠছে—যখন রূপসী ইজোল্ড এলেন, রৌদ্র তখন ট্রিষ্টানের মাথার উপরে পর্য্যন্ত গিয়ে উঠেছে—প্রেমিক-প্রেমিকাকে সে যেন স্নেহের ধারায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। তারপর সূর্য্য ধীরে ধীরে স'রে গেল—কেবল যে-পথ দিয়ে অন্যান্য অভিনেতারা আসবে তার উপরে একটি উজ্জ্বলতার অবকাশ রেখে। ধীরে ধীরে আলোক ম্লান হয়ে যাচ্ছে, ক্রমে সমস্ত দৃশ্যটি গোধূলির গাঢ়তায় মিলিয়ে গেল। তারপর এই নিশ্চিন্ত শান্তিপূর্ণ ও সঙ্গতিসুন্দর দৃশ্যের উপরে যখন যবনিকা পড়তে সুরু করল, তখন অস্ত-সূর্য্যের শেষ শিখার আভায় দেখা যেতে লাগল, সুধু ইজোল্ডের বস্ত্রের শুভ্রতার আভাসটুকু।

*

আপ্পিয়ার প্রতিভার প্রসাদেই আমরা প্রথম জানতে পেরেছি, নট-নটীর সঙ্গে আলোকও অভিনয় করে, আদ্য, মধ্য ও শেষ লীলার সঙ্গে সেও নাটকীয় ক্রিয়া অনুসারে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হয়, জীবন্ত অভিনেতার চারপাশের দৃশ্যও জড়ের মতন না থেকে, আলোকপাতকৌশলে ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে ও গতিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। বাংলা রঙ্গালয়ের কোন কোন অভিনয়ের স্থান-বিশেষের দৃশ্যপটে এমনি গতির ইঙ্গিতমাত্র ফোটাবার চেষ্টা হয়তো হয়েছে, কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে প্রত্যেক দৃশ্যপটেই এমন গতির চাঞ্চল্য আজও দেখানো হয় নি।

*

মোটকথা, রঙ্গমঞ্চের সকল ব্যাপারেই—অভিনয়ে, গানে ও গানের সুরে—এমন-কি দৃশ্যসংস্থানের ভিতরেও action ও movement থাকা চাই।

আপ্লিয়া বলেন, "রঙ্গালয়ে আমরা চাই নাটকীয় ক্রিয়াকে ঘনীভূত ক'রে তুলতে। রঙ্গালয়ের উপরে নটের উপস্থিতিই নাটকীয় ক্রিয়ার কারণ —নটকে বাদ দিলে কোন ক্রিয়াই সম্ভব নয়।"—কিন্তু জীবন্ত নটের এই ক্রিয়াচঞ্চল আবির্ভাবের সময়ে চারিদিকের দৃশ্য যদি তুলির রেখার ভিতরে আড়ষ্ট হয়ে থাকে, তা'হলে সে-কৃত্রিমতা অভিনয়ের সকল স্বাভাবিক ক্রিয়াই নষ্ট ক'রে দেয়। এই স্থিরতা বা কৃত্রিমতা দূর করতে পারে, কেবল আলোকের লীলা।

*

বাংলা রঙ্গালয়ের হাম-বড়া প্রয়োগকর্ত্তারা আমাদের এই আলোচনা দয়া ক'রে পড়বেন কি না জানি না, কিন্তু পড়লে উপকৃত হবেন। একমাত্র শিশিরকুমারের রঙ্গালয়েই আলোকপাতকৌশলের ভিতরে অপেক্ষাকৃত কলাসম্মত ও ভাব-নিয়মিত আধুনিকতা প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়, এখানকার অন্যান্য প্রয়োগকর্ত্তারা এলোমেলো ও যথেচ্ছ ভাবে আলো নিয়ে খুব-খানিকটা ছেলেখেলা ক'রেই ভাবেন, এদিকে তাঁদের আর জুড়ী নেই। আপ্লিয়ার মত জানা থাকলে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁরা একটা দৃশ্যের শেষ-পর্য্যন্ত স্থিরভাবে বিশেষ-একটা আলোক-রেখারও সন্নিবেশ করতেন না। তাঁদের বুঝা উচিত যে, প্রকৃতির ভিতরে আলোক কখনই স্থির ভাবে থাকে না। তার ভিতরে গতি আছে, পরিবর্ত্তন আছে, ম্লানিমা আছে, ঔজ্জ্বল্য আছে। তার এই সদা-পরিবর্ত্তনশীল চাঞ্চল্যকে যিনি নাটকীয় ক্রিয়া বা বিভিন্ন রসের উপযোগী ক'রে প্রকাশ করবেন না, তাঁকে আমরা প্রয়োগকর্ত্তা ব'লে মানব না। সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্ব্বোধ ও বিশুষ্ক হলেও তথাকথিত বাঙালী প্রয়োগকর্ত্তাদের শিক্ষার জন্যেই আমরা আলোকপাতকৌশলের গুপ্তকথা নিয়ে এখানে আংশিক ভাবে এই আলোচনা করলুম। এবং এই বিষয়ে দরকার হ'লে আমরা যে-কোন লোককে ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য করতে পারি—কারণ এ-সম্বন্ধে এমন আরো-অনেক জানবার কথা আছে, যা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলা সম্ভব নয় এবং যা না জানলে আলোকপাতের ভিতরে একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না।

*

'ফুটলাইট' বা পাদপ্রদীপের আলোর বিরুদ্ধে য়ুরোপীয় রঙ্গমঞ্চ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বহুকাল পূর্ব্বেই। এমন কি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দেও পাদপ্রদীপকে নির্ব্বাসিত করবার প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু তখন "মাথার উপরকার পাদপ্রদীপ" (!) বা 'বর্ডার লাইটে'র ও সমস্যার কথা কারুর মনে পড়ে নি। এই বর্ডার-লাইট একে তো ভিত্তিতলের চেয়ে ছাদকে বেশী উজ্জ্বল ক'রে তোলে, তার উপরে 'ফুটলাইটে'র সঙ্গে মিলিত হয়ে অভিনেতার মুখকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ক'রে আনে। ডেভিড বেলাস্কো সর্ব্বপ্রথমে (১৮৭৯ অব্দে) সান ফ্রান্সিস্কো সহরে মোর্সের 'প্যাসান প্লে'তে 'বর্ডার লাইট'কে বাদ দেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ফুটলাইট'কেও ত্যাগ করেন। 'প্রসিনিয়ামে'র পরেই প্রথম বা "কস্সার্ট" 'বর্ডারে' তিনি দশ বা বারোটি বড় বড় incandescent lamp ঢাকুনীর আড়ালে রেখে 'বর্ডার লাইট' ও পাদপ্রদীপের অভাব পূরণ করেন। তারপর চলন্ত অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে আলোক ফেলবার জন্যে তিনি আরো-কতগুলি ছোট ছোট আলোকও কাজে লাগান। য়ুরোপীয় রঙ্গালয়ে এখন বেলাস্কোর এই প্রথাই অনুসৃত হয়। এ-বিষয়ে আরো অনেক খুটিনাটি আছে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের সে-সব কথা না জানলেও চলবে। অতএব আলোকের কথা এইখানেই শেষ করলুম।

*

"নাচঘরে"র প্রথম পৃষ্ঠার ছবিখানি বোম্বাইয়ের "শ্রীজগদীশ ফিল্ম্ কোম্পানী"র *"দ্বারকাধীশ" চিত্রনাট্য থেকে গৃহীত। ছবির বামদিকের* অভিনেতার নাম শ্রীযুক্ত প্রমথ বসু। ডানদিকে শ্রীমতী কাদম্বরী। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র রায়।

*

অভিনেতাদের নাম দেখেই পাঠকরা বুঝতে পারবেন যে, সুদূর বোম্বাই প্রদেশেও বাঙালী নটরা চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে আপনাদের নিপুণতার পরিচয় দিচ্ছেন। "শ্রীজগদীশ ফিল্ম্ কোম্পানী"র নট-নটীর ভিতরে মিস কুমুদিনী, মিস মনোরমা ও মিস শান্তকুমারী প্রভৃতিরও নাম দেখলুম। এঁরাও বাঙালী কিনা বলতে পারি না, তবে এইটুকু জানি যে, কলকাতা থেকে কোন কোন অভিনেত্রীও বোম্বাই-অঞ্চলে গিয়েছেন।

*

ভারতীয় চিত্রনাট্যের বাজারে "শ্রীজগদীশ ফিল্ম কোম্পানী"র স্থান এখন সব-উপরে বললেও অত্যুক্তি হবে না—কারণ শুনতে পাই এই দল নাকি ছবি তোলবার জন্যে সব-চেয়ে আধুনিক উপায় অবলম্বন করেন এবং এঁদের 'ষ্টুডিও' বা চিত্রস্থানের বিপুলতা নাকি অতুলনীয়। "বিশ্বমোহিনী", "দ্বারকাধীশ", "গৃহলক্ষ্মী", "ভিখারিণী রাজকুমারী", "তার পিতার সম্মান", "সমসের-প্রতিজ্ঞা" ও "প্রেম-শিখা" প্রভৃতি চিত্রনাট্যের জন্যে এঁরা যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। এঁদের কয়েকখানি চিত্রনাট্যের আখ্যানভাগ আমরা পড়বার সুযোগ পেয়েছি। সেগুলি কলিকাতা সহরে জনপ্রিয় হওয়ারই সম্ভাবনা। এঁরা এ-অঞ্চলে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেন না কেন?

*

সংপ্রতি কলিকাতা সহরের অলিগলিতে রংবেরঙের নাম নিয়ে চিত্রনাট্যের সম্প্রদায় গজিয়ে উঠেছে। যত ছিল ন্যাড়া-বুনে, সব হ'ল কীর্ত্তনে? ব্যাঙের ছাতার মতন এদের সংখ্যাধিক্য বিস্ময়কর এবং নেই-মামার চেয়ে কাণা-মামাও আশ্বাসজনক বটে, কিন্তু বায়স্কোপের ছবি তোলা কি ছেলেখেলার মতই সহজ? প্রাণপণে দাঁত বার ক'রে মুখ খিঁচুতে পারে এম্‌নি জনকয়েক লোক এবং একটা ভাঙা ক্যামেরা যে-কোন উপায়ে সংগ্রহ করতে পারলেই কি চিত্রনাট্য-সম্প্রদায় গ'ড়ে তোলা যায়? চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে আমরা বাঙালীর প্রাধান্য দেখলে খুসি হব নিশ্চয়ই এবং এ-বিভাগে নব নব সম্প্রদায়ের উৎসাহবর্দ্ধন করতেও আমরা নারাজ নই, কিন্তু এত-বড় একটা বিষয় নিয়ে যাঁরা তরল খামখেয়ালীর পরিচয় দেবেন, তাঁদের যে কি-ভাবে সংবর্দ্ধনা করা উচিত তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

*

কেবল বাঙালীর মূলধনে প্রতিষ্ঠিত ও যথার্থ উৎসাহ লাভের যোগ্য দুটি সম্প্রদায়ের নাম আমরা জানি, তাঁরা "ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট" ও "অরোরা বায়স্কোপ কোম্পানী"। কিন্তু প্রথমোক্তটির কাজ শিশিরকুমারের হাতে প'ড়ে কচ্ছপ-গতিতে চলছে এবং শেষোক্তটির মালিক মনোমোহন থিয়েটারের গুরুভারের তলায় প'ড়ে প্রায়-আড়ষ্ট হয়ে আছেন। বাকি আছেন বাঙালী-মস্তিষ্কের দ্বারা পরিচালিত আর একটিমাত্র সম্প্রদায়—"শঙ্করাচার্য্য" ও "নিষিদ্ধ ফল" প্রভৃতি প্রকাশিত ক'রে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু আপাততঃ এ-দলের ভিতরেও তো কিছুমাত্র কর্ম্ম-ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না!

*

অর্থাৎ বাংলার চিত্রনাট্যজগতে হাতী-ঘোড়ারা এখন কোন্ অতলে অদৃশ্য হয়ে আছে, ভেড়ারা খালি চীৎকার করছে—কত জল, কত জল ব'লে!

*

যে-সব কাগজে বাংলা রঙ্গালয়ের সমালোচনা বেরোয়, তাদের অধিকাংশেরই ভিতরে দেখছি গালাগালির মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সমালোচনা মানে কি গালাগালি? প্রবলতর দ্বিতীয় রিপুর মহিমায় অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তি ধারণ করতে না পারলে কি সমালোচক হওয়া যায় না? এবং যাঁদের বিশেষ ক'রে গালাগালি দেওয়া হয় সেই অভিনেতারা কি তথাকথিত সমালোচকদেরই মতন ভদ্রসন্তান নন? খারাপ অভিনয় নিন্দার বিষয় বটে। এবং সেজন্যে একটু-আধটু রঙ্গ-*ব্যঙ্গও মন্দ নয়। কিন্তু নিন্দা ও রঙ্গব্যঙ্গ বলতে তো গালাগালি বোঝায় না!*

*

বার্ণার্ড শ' যখন নিয়মিত ভাবে নাট্যসমালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন নিন্দনীয় নট-নটীর প্রতি তিনি বেছে বেছে রঙ্গ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণ

ভাবে পাদপ্রদীপের তীব্র একঘেয়ে আলো গিয়ে পড়ত। ফলে মঞ্চের উপরকার আসবাব ও মানুষের দেহের ছায়া খাড়াখাড়ি ভাবে দৃশ্যপটের অধিকাংশ ঢেকে সমস্ত স্বাভাবিকতা নষ্ট ক'রে দিত। প্রত্যেক দৃশ্যে অঙ্কিত বিষয়ের উপযোগী আলোক-ছায়ার সন্নিবেশ ছিল তখন কল্পনাতীত ব্যাপার।

*

রঙ্গমঞ্চের উপরে আলোককে যথাযোগ্য অধিকার দান করেছেন, সর্ব্বপ্রথমে অ্যাডল্‌ফ আপ্পিয়া। জাতিতে তিনি ইটালিয়ান-সুইস। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান ভাষায় এ-সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন। ওয়াগনারের গীতিনাট্যগুলির অভিনয়ই তাঁর আলোচ্য ছিল বটে, কিন্তু তাঁর মতামত পরে যে-কোন নাটকের অভিনয়ে যে-কোন প্রয়োগকর্ত্তা হাতে-নাতে কাজে লাগাতে পেরেছেন।

*

সে-যুগের রঙ্গালয়ের প্রধান যে ভুল, আপ্পিয়ার সূক্ষ্মদৃষ্টি তা ধ'রে ফেলেছিল। তা হচ্ছে "dead setting"এর মাঝখানে সজীব অভিনেতৃগণের আবির্ভাব। কৃত্রিম পারিপ্রেক্ষিত ও আঁকা পৃষ্ঠপটের সামনে জীবন্ত নট-নটীদের আনাগোনা যে কতটা অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে, এখনো বাংলা রঙ্গমঞ্চে তার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। আপ্পিয়া দেখালেন, রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য-সংস্থানের মধ্যে গভীরতা থাকা চাই। পরন্তু কাঠের বা ক্যাম্বিসের তৈরি পাহাড় এবং পিচবোর্ডের গাছপালা জীবন্ত অভিনেতার সঙ্গে খাপ খেয়ে কিছুতেই বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে পারে না।

*

অতএব দৃশ্য-সংস্থানের মধ্যে পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করতে হবে। রঙ্গমঞ্চের স্বভাবানুকারী "পৃষ্ঠভূমি"কে (background) অধিকতর মার্জ্জিত, সরল, নাটকীয়, কোমল ও সুন্দর ক'রে তুলে জীবন্ত অভিনেতাদের সঙ্গে তার যোগসাধন করতে হবে—কিসের সাহায্যে? না, রঙ্গমঞ্চের অন্যতম জীবন্ত সৌন্দর্য্যের—অর্থাৎ আলোকের দ্বারা।

*

আপ্পিয়া কেন যে নটের পরেই আলোককে স্থান দিয়েছেন, সে-যুগে কেউ তা বুঝতে পারে-নি। সকল দিকে উন্নত বর্ত্তমান যুগেরও কাছে আপ্পিয়ার মত সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয় নি। অথচ নিজের কথাকে কি-উপায়ে কাজে খাটানো যায় তা ভাবতে গিয়ে সেকালের লোক হয়েও আপ্পিয়া একালের আলোকপাতকৌশলের theory, practice ও mechanismএর পূর্ব্বাভাস দিয়ে গিয়েছেন!

*

আপ্পিয়ার যুগে রঙ্গমঞ্চকে আলোকধারায় স্নাত করবার উৎস ছিল চারটি :—(১) মাথার উপরে 'বর্ডার লাইট', (২) নীচে 'ফুটলাইট', (৩) দুই পাশে 'স্পট্ লাইট' বা 'বাঞ্চ্ লাইট' এবং (৪) পিছন অর্থাৎ স্বচ্ছ পর্দ্দার আড়াল থেকে নিক্ষিপ্ত আলোক। 'বর্ডার লাইট' ও 'ফুটলাইটে'র দ্বারা ছায়াহীন flat আলোকের সৃষ্টি হ'ত। পিছনকার স্বচ্ছ পর্দার আড়াল থেকে নিক্ষিপ্ত আলোকেরও দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্যসিদ্ধি হ'ত না। 'বর্ডার' ও 'ফুট' 'লাইটে'র মধ্যে অল্প যা-কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করত 'স্পট্ লাইট' ও 'বাঞ্চ লাইট'। কিন্তু মাত্র একদিক থেকে এদের আলো এসে উৎপাদন করত—ছায়া।

*

এবং এই ছায়ার মধ্যে 'বর্ডার লাইট' ও 'ফুটলাইট'কে কোমলতর ও নিয়মিত ক'রে আপ্পিয়া মঞ্চজগতে এক অভিনব স্বাভাবিকতার প্রকাশ দেখাতে চেয়েছিলেন। 'ফুটে'র ও 'বর্ডারে'র সুবিস্তৃত আলোকের দ্বারা দৃশ্য চোখের আড়ালে লুকাবে না। এবং 'স্পটে'র ও 'বাঞ্চে'র সরাসরি আলো নাটকীয়তার উপাদান যোগাবে। আপ্পিয়ার এই প্রাচীন মত হয়েছে একেবারে আধুনিক যুগের উপযোগী। একালের প্রয়োগকর্ত্তারা যে 'ফুটলাইট'কে প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে সরিয়ে মাথার উপরে 'বর্ডার লাইটে'র স্থানে বিশেষ শক্তিশালী incandescent light ব্যবহার করবেন, আপ্পিয়া আগে থাকতেই যেন তা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন!

*

আপ্পিয়া দৃশ্যপটেরও সুন্দর পরিকল্পনা করেছেন এবং আলোকের বিভিন্ন গতির উপযোগী ক'রে কি-কৌশলে দৃশ্যের বিভিন্ন বস্তু সাজালে নাট্যকারের ক্রিয়াকে অভিনেতারা অধিকতর সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তাও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। ওয়াগনারের Siegfriedএর অরণ্য-দৃশ্যের বর্ণনা-প্রসঙ্গে আপ্পিয়ার কথা শুনলে বোঝা যায়, তিনি কেবল দৃশ্যের জন্যেই দৃশ্য সৃষ্টি করতে চান নি—নাটককে ফোটাবার জন্যেই তাঁর পরিকল্পনা। "আমরা অরণ্যের 'ইলিউসান' সৃষ্টি করব না;—তার বদলে আমরা সৃষ্টি করব অরণ্যের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষের 'ইলিউসান'।" তিনি বলছেন, "When the forest trees, stirred by the breeze, attract the attention of Siegfried, we, the spectators, should see Siegfried bathed in the moving lights and shadows, and not the movement of rags of canvas agitated by stage tricks. *The scenic illusion lies in the living presence of the actor.*"

*

আপ্পিয়ার মত নিয়ে আরো অনেক কথা বলবার আছে; কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে সে-সব কথা তেমন রুচিকর হবে না ব'লে এখানে আর উল্লেখ করা হ'ল না। কিন্তু Tristan নাটকের শেষ-দৃশ্যে আপ্পিয়ার পরিকল্পনার আভাস এখানে দিলুম। পাঠকরা দেখবেন, আলোক ও ছায়া এখানে নাটকীয় ক্রিয়াকে কতখানি অগ্রসর ক'রে দিচ্ছে।

*

দৃশ্যের প্রথমেই দেখা গেল, ট্রিষ্টান একটি ছায়ামধুর প্রান্তে শায়িত। তাঁর দেহের উপরে গাছপালার ছায়া,—সূর্য্যকর কেবল তাঁর চরণ স্পর্শ করছে। তাঁর শক্তি যেমন ধীরে ধীরে জাগছে, সূর্য্যকরও তেমনি ধীরে ধীরে ক্রমেই দেহের উপরে উঠছে—যখন রূপসী ইজোল্ড এলেন, রৌদ্র তখন ট্রিষ্টানের মাথার উপরে পর্য্যন্ত গিয়ে উঠেছে—প্রেমিক-প্রেমিকাকে সে যেন স্নেহের ধারায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। তারপর সূর্য্য ধীরে ধীরে স'রে গেল—কেবল যে-পথ দিয়ে অন্যান্য অভিনেতারা আসবে তার উপরে একটি উজ্জ্বলতার অবকাশ রেখে। ধীরে ধীরে আলোক ম্লান হয়ে যাচ্ছে, ক্রমে সমস্ত দৃশ্যটি গোধূলির গাঢ়তায় মিলিয়ে গেল। তারপর এই নিশ্চিন্ত শান্তিপূর্ণ ও সঙ্গতিসুন্দর দৃশ্যের উপরে যখন যবনিকা পড়তে সুরু করল, তখন অস্ত-সূর্য্যের শেষ শিখার আভায় দেখা যেতে লাগল, সুধু ইজোল্ডের বস্ত্রের শুভ্রতার আভাসটুকু।

*

আপ্পিয়ার প্রতিভার প্রসাদেই আমরা প্রথম জানতে পেরেছি, নট-নটীর সঙ্গে আলোকও অভিনয় করে, আদ্য, মধ্য ও শেষ লীলার সঙ্গে সেও নাটকীয় ক্রিয়া অনুসারে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হয়, জীবন্ত অভিনেতার চারপাশের দৃশ্যও জড়ের মতন না থেকে, আলোকপাতকৌশলে ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে ও গতিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। বাংলা রঙ্গালয়ের কোন কোন অভিনয়ের স্থান-বিশেষের দৃশ্যপটে এমনি গতির ইঙ্গিতমাত্র ফোটাবার চেষ্টা হয়তো হয়েছে, কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে প্রত্যেক দৃশ্যপটেই এমন গতির চাঞ্চল্য আজও দেখানো হয় নি।

*

মোটকথা, রঙ্গমঞ্চের সকল ব্যাপারেই—অভিনয়ে, গানে ও গানের সুরে—এমন-কি দৃশ্যসংস্থানের ভিতরেও action ও movement থাকা চাই।

আপ্পিয়া বলেন, "রঙ্গালয়ে আমরা চাই নাটকীয় ক্রিয়াকে ঘনীভূত ক'রে তুলতে। রঙ্গালয়ের উপরে নটের উপস্থিতিই নাটকীয় ক্রিয়ার কারণ —নটকে বাদ দিলে কোন ক্রিয়াই সম্ভব নয়।"—কিন্তু জীবন্ত নটের এই ক্রিয়াচঞ্চল আবির্ভাবের সময়ে চারিদিকের দৃশ্য যদি তুলির রেখার ভিতরে আড়ষ্ট হয়ে থাকে, তা'হলে সে-কৃত্রিমতা অভিনয়ের সকল স্বাভাবিক ক্রিয়াই নষ্ট ক'রে দেয়। এই স্থিরতা বা কৃত্রিমতা দূর করতে পারে, কেবল আলোকের লীলা।

*

বাংলা রঙ্গালয়ের হাম-বড়া প্রয়োগকর্ত্তারা আমাদের এই আলোচনা দয়া ক'রে পড়বেন কি না জানি না, কিন্তু পড়লে উপকৃত হবেন। একমাত্র শিশিরকুমারের রঙ্গালয়েই আলোকপাতকৌশলের ভিতরে অপেক্ষাকৃত কলাসম্মত ও ভাব-নিয়মিত আধুনিকতা প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়, এখানকার অন্যান্য প্রয়োগকর্ত্তারা এলোমেলো ও যথেচ্ছ ভাবে আলো নিয়ে খুব-খানিকটা ছেলেখেলা ক'রেই ভাবেন, এদিকে তাঁদের আর জুড়ী নেই। আপ্পিয়ার মত জানা থাকলে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁরা একটা দৃশ্যের শেষ-পর্য্যন্ত স্থিরভাবে বিশেষ-একটা আলোক-রেখারও সন্নিবেশ করতেন না। তাঁদের বুঝা উচিত যে, প্রকৃতির ভিতরে আলোক কখনই স্থির ভাবে থাকে না। তার ভিতরে গতি আছে, পরিবর্ত্তন আছে, ম্লানিমা আছে, ঔজ্জ্বল্য আছে। তার এই সদা-পরিবর্ত্তনশীল চাঞ্চল্যকে যিনি নাটকীয় ক্রিয়া বা বিভিন্ন রসের উপযোগী ক'রে প্রকাশ করবেন না, তাঁকে আমরা প্রয়োগকর্ত্তা ব'লে মানব না। সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্ব্বোধ ও বিশুষ্ক হলেও তথাকথিত বাঙালী প্রয়োগকর্ত্তাদের শিক্ষার জন্যেই আমরা আলোকপাতকৌশলের গুপ্তকথা নিয়ে এখানে আংশিক ভাবে এই আলোচনা করলুম। এবং এই বিষয়ে দরকার হ'লে আমরা যে-কোন লোককে ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য করতে পারি—কারণ এ-সম্বন্ধে এমন আরো-অনেক জানবার কথা আছে, যা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলা সম্ভব নয় এবং যা না জানলে আলোকপাতের ভিতরে একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না।

*

'ফুটলাইট' বা পাদপ্রদীপের আলোর বিরুদ্ধে য়ুরোপীয় রঙ্গমঞ্চ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বহুকাল পূর্ব্বেই। এমন কি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দেও পাদপ্রদীপকে নির্ব্বাসিত করবার প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু তখন "মাথার উপরকার পাদপ্রদীপ" (!) বা 'বর্ডার লাইটে'র ও সমস্যার কথা কারুর মনে পড়ে নি। এই বর্ডার-লাইট একে তো ভিত্তিতলের চেয়ে ছাদকে বেশী উজ্জ্বল ক'রে তোলে, তার উপরে 'ফুটলাইটে'র সঙ্গে মিলিত হয়ে অভিনেতার মুখকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ক'রে আনে। ডেভিড বেলাস্কো সর্ব্বপ্রথমে (১৮৭৯ অব্দে) সান ফ্রান্সিস্কো সহরে মোর্সের 'প্যাসান প্লে'তে 'বর্ডার লাইট'কে বাদ দেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ফুটলাইট'কেও ত্যাগ করেন। 'প্রসিনিয়ামে'র পরেই প্রথম বা "কন্সার্ট" 'বর্ডারে' তিনি দশ বা বারোটি বড় বড় incandescent lamp ঢাকুনীর আড়ালে রেখে 'বর্ডার লাইট' ও পাদপ্রদীপের অভাব পূরণ করেন। তারপর চলন্ত অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে আলোক ফেলবার জন্যে তিনি আরো-কতগুলি ছোট ছোট আলোকও কাজে লাগান। য়ুরোপীয় রঙ্গালয়ে এখন বেলাস্কোর এই প্রথাই অনুসৃত হয়। এ-বিষয়ে আরো অনেক খুটিনাটি আছে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের সে-সব কথা না জানলেও চলবে। অতএব আলোকের কথা এইখানেই শেষ করলুম।

*

"নাচঘরে"র প্রথম পৃষ্ঠার ছবিখানি বোম্বাইয়ের "শ্রীজগদীশ ফিল্ম্ কোম্পানী"র "দ্বারকাধীশ" চিত্রনাট্য থেকে গৃহীত। ছবির বামদিকের অভিনেতার নাম শ্রীযুক্ত প্রমথ বসু। ডানদিকে শ্রীমতী কাদম্বরী। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র রায়।

*

অভিনেতাদের নাম দেখেই পাঠকরা বুঝতে পারবেন যে, সুদূর বোম্বাই প্রদেশেও বাঙালী নটরা চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে আপনাদের নিপুণতার পরিচয় দিচ্ছেন। "শ্রীজগদীশ ফিল্ম্ কোম্পানী"র নট-নটীর ভিতরে মিস কুমুদিনী, মিস মনোরমা ও মিস শান্তকুমারী প্রভৃতিরও নাম দেখলুম। এঁরাও বাঙালী কিনা বলতে পারি না, তবে এইটুকু জানি যে, কলকাতা থেকে কোন কোন অভিনেত্রীও বোম্বাই-অঞ্চলে গিয়েছেন।

*

ভারতীয় চিত্রনাট্যের বাজারে "শ্রীজগদীশ ফিল্ম কোম্পানী"র স্থান এখন সব-উপরে বললেও অত্যুক্তি হবে না—কারণ শুনতে পাই এই দল নাকি ছবি তোলবার জন্যে সব-চেয়ে আধুনিক উপায় অবলম্বন করেন এবং এঁদের 'ষ্টুডিও' বা চিত্রস্থানের বিপুলতা নাকি অতুলনীয়। "বিশ্বমোহিনী", "দ্বারকাধীশ", "গৃহলক্ষ্মী", "ভিখারিণী রাজকুমারী", "তার পিতার সম্মান", "সমসের-প্রতিজ্ঞা" ও "প্রেম-শিখা"প্রভৃতি চিত্রনাট্যের জন্যে এঁরা যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। এঁদের কয়েকখানি চিত্রনাট্যের আখ্যানভাগ আমরা পড়বার সুযোগ পেয়েছি। সেগুলি কলিকাতা সহরে জনপ্রিয় হওয়ারই সম্ভাবনা। এঁরা এ-অঞ্চলে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেন না কেন?

*

সংপ্রতি কলিকাতা সহরের অলিগলিতে রংবেরঙের নাম নিয়ে চিত্রনাট্যের সম্প্রদায় গজিয়ে উঠেছে। যত ছিল ন্যাড়া-বুনে, সব হ'ল কীর্ত্তনে? ব্যাঙের ছাতার মতন এদের সংখ্যাধিক্য বিস্ময়কর এবং নেই-মামার চেয়ে কাণা-মামাও আশ্বাসজনক বটে, কিন্তু বায়স্কোপের ছবি তোলা কি ছেলেখেলার মতই সহজ? প্রাণপণে দাঁত বার ক'রে মুখ খিঁচতে পারে এম্‌নি জনকয়েক লোক এবং একটা ভাঙা ক্যামেরা যে-কোন উপায়ে সংগ্রহ করতে পারলেই কি চিত্রনাট্য-সম্প্রদায় গ'ড়ে তোলা যায়? চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে আমরা বাঙালীর প্রাধান্য দেখলে খুসি হব নিশ্চয়ই এবং এ-বিভাগে নব নব সম্প্রদায়ের উৎসাহবর্দ্ধন করতেও আমরা নারাজ নই, কিন্তু এত-বড় একটা বিষয় নিয়ে যাঁরা তরল খামখেয়ালীর পরিচয় দেবেন, তাঁদের যে কি-ভাবে সংবর্দ্ধনা করা উচিত তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

*

কেবল বাঙালীর মূলধনে প্রতিষ্ঠিত ও যথার্থ উৎসাহ লাভের যোগ্য দুটি সম্প্রদায়ের নাম আমরা জানি, তাঁরা "ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট" ও "অরোরা বায়স্কোপ কোম্পানী"। কিন্তু প্রথমোক্তটির কাজ শিশিরকুমারের হাতে প'ড়ে কচ্ছপ-গতিতে চলছে এবং শেষোক্তটির মালিক মনোমোহন থিয়েটারের গুরুভারের তলায় প'ড়ে প্রায়-আড়ষ্ট হয়ে আছেন। বাকি আছেন বাঙালী-মস্তিষ্কের দ্বারা পরিচালিত আর একটিমাত্র সম্প্রদায়—"শঙ্করাচার্য্য" ও "নিষিদ্ধ ফল" প্রভৃতি প্রকাশিত ক'রে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু আপাততঃ এ-দলের ভিতরেও তো কিছুমাত্র কর্ম্ম-ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না!

*

অর্থাৎ বাংলার চিত্রনাট্যজগতে হাতী-ঘোড়ারা এখন কোন্ অতলে অদৃশ্য হয়ে আছে, ভেড়ারা খালি চীৎকার করছে—কত জল, কত জল ব'লে!

*

যে-সব কাগজে বাংলা রঙ্গালয়ের সমালোচনা বেরোয়, তাদের অধিকাংশেরই ভিতরে দেখছি গালাগালির মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সমালোচনা মানে কি গালাগালি? প্রবলতর দ্বিতীয় রিপুর মহিমায় অগ্নিশর্ম্মা-মূর্ত্তি ধারণ করতে না পারলে কি সমালোচক হওয়া যায় না? এবং যাঁদের বিশেষ ক'রে গালাগালি দেওয়া হয় সেই অভিনেতারা কি তথাকথিত সমালোচকদেরই মতন ভদ্রসন্তান নন? খারাপ অভিনয় নিন্দার বিষয় বটে। এবং সেজন্যে একটু-আধটু রঙ্গ-ব্যঙ্গও মন্দ নয়। কিন্তু নিন্দা ও রঙ্গব্যঙ্গ বলতে তো গালাগালি বোঝায় না!

*

বার্ণার্ড স' যখন নিয়মিত ভাবে নাট্যসমালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন নিন্দনীয় নট-নটীর প্রতি তিনি বেছে বেছে রঙ্গ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণ

নিক্ষেপ করতেন। সে-সব ব্যঙ্গ-বাণ যার গায়ে গিয়ে লাগত, তার ছটফটানি কিছুকাল আর সারত না। তার তীব্রতাও সকলের কাছে চিরস্মরণীয় হবার যোগ্য। এবং সেইটুকুই কি যথেষ্ট নয়? কারণ তার উপরেও গালাগালি দিলে সমালোচক খালি খেলো হয়েই পড়েন না, তাঁর সমালোচনাও হয় অস্পৃশ্য এবং মেথর ডাকিয়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলবার যোগ্য।

*

নাট্যসমালোচনা করা হয় রঙ্গালয়ের উন্নতির জন্যে। সংযত ভাষায় কারণ দেখিয়ে মন্দকে মন্দ বললে নিন্দিত ব্যক্তি খুসি না হ'লেও সমালোচকের উপরে চটতে পারেন না তো বটেই, বরং নিজের দোষ সুধরোবার জন্যেই সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে থাকেন। আমাদের কথা যে কাল্পনিক নয়, দীর্ঘকাল নাট্যসমালোচনা ক'রে বহুবার তার প্রমাণ পেয়েছি। কিন্তু গালাগালি দিয়ে সমালোচক কখনোই মন্দকে ভালো করতে পারবেন না—তার ফলে নিন্দিত ব্যক্তি কেবল ক্রোধে আত্মহারাই হয়ে উঠবেন, নিজের দোষ সম্বন্ধেও সচেতন হবার চেষ্টা করবেন না। সমালোচককে তিনি ঘৃণার চোখে দেখবেন, তাঁর যে-কোন সৎকাজের প্রস্তাবকে তুচ্ছ ব'লে উড়িয়ে দেবেন। তাহ'লে সমালোচনায় লাভ?

*

নট-নটীরা অভিনয় করেন না, পকেট কাটেন না, কারুর গলায় ছুরি দেন না এবং কংগ্রেস প্রভৃতির নামে দেশের টাকা জলেও ফেলেন না—লোককে তাঁরা খালি একটু আনন্দ দিতে চান। এ চেষ্টায় বিফল হ'লেও তাঁদের প্রতি কি কারুর এমন-সব বিশেষণ প্রয়োগ করবার অধিকার আছে—যা শুনলে দাগী চোর, পুরাণো গাঁটকাটা এবং ফাঁশীতে-মৃত ঠগীর বুকেও উত্তেজনার সঞ্চার হয়?—সাপ্তাহিকের গালিপ্রিয় সমালোচকরা রাগ করবেন না, কিন্তু বাঙালী-মস্তিষ্কের যে অপব্যবহার আজকাল তাঁরা করছেন, তা দেখলে নাট্যসমালোচনার ক্ষেত্র থেকে সসম্মানে স'রে দাঁড়াতে ইচ্ছা হয়—কারণ আমরাও নাট্যসমালোচক, আমাদেরও তো লোকে তাঁদের মতন একই পালোকেয় পাখী ব'লে মনে করতে পারে?—লজ্জার কথা, কলঙ্কের কথা!

*

বড়দিনের আমোদের উৎপাতের পর কলকাতার রস শুকিয়ে যায়। তাই এই সময়ে সহরের রঙ্গালয়ের মালিকদের মনে পল্লীপ্রীতি জেগে ওঠে—মফস্বলের অটুট পকেট ফুটো করবার জন্যে। কলকাতার প্রত্যেক রঙ্গালয়ই অতঃপর কিছুকাল ধ'রে ঘন ঘন অভিনয় বন্ধের বিজ্ঞাপন প্রচার করবেন, অথবা সহর ও মফস্বল—দুয়েরই মাথায় দুই পা রেখে টাল সাম্‌লাবার চেষ্টা করবেন। মিনার্ভা ইতিমধ্যেই অগ্রণী হয়ে বুধ ও বৃহস্পতিবারের জন্যে ঝাঁপ তুলে বরিশাল আক্রমণ করেছেন এবং অন্যান্য রঙ্গালয়গুলিও পোঁটলা-পুঁটলী বেঁধে পা বাড়িয়ে ব'সে আছেন।

*

মনোমোহন থিয়েটার তো ফি হপ্তাতেই নূতন নূতন নট-নটীকে দলে টানছেন! কিন্তু তাঁদের এতগুলি নট-নটীকে ব্যবহার করবার মতন নূতন নাটকের নাম আমরা শুনতে পাচ্ছি না কেন? "শিবাজী"র কথা উঠেছে বটে, কিন্তু এখনো সে নাটক নাকি মহলার আসরেই নামানো হয় নি!

*

মিনার্ভার "জাতিচ্যুত" বোধ হয় কর্তৃপক্ষকে মন্দা বাজারেও তুষ্ট করতে পারছে? প্রমাণ—শনি ও রবি, দুই দিনেই তার অভিনয়।

*

শুনলুম, গেল শনি ও রবি বারে শ্রীমতী কঙ্কাবতীর প্রথম রঙ্গাবতরণ দেখবার জন্যে "নাট্যমন্দিরে" অসম্ভব জনতার সমাবেশ হয়েছিল। একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও পারিবারিক কারণে ঐ দুই দিনই আমরা তাঁর অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আশা করি আসছে হপ্তায় তাঁর অভিনয় দেখতে যেতে পারব।

*

শ্রীমতী কঙ্কাবতী নাকি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের ভাব ফুটোতে পারেন অসাধারণ রূপে। আমাদের রঙ্গালয়ে এ-শ্রেণীর গায়িকার অভাব ছিল অত্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের গান ও সুর হাল্‌কা যেন ফুলের সুবাসের মত, পেলব যেমন ঊষার প্রথম আলোর মত, মধুর যেন মাধবীর নিঃশ্বাসের মত এবং করুণ যেন অস্ত-চাঁদের শেষ-কিরণের মত! বাংলা রঙ্গালয়ের অধিকাংশ গায়ক-গায়িকার চীৎকারপটু কর্কশ কণ্ঠের কসরৎ তারা সইতে পারে না। এমন আশা করতে পারি কি, শ্রীমতী কঙ্কাবতীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান শোনবার সময়ে কবি আর্থার সিমন্সের এই ভাব-জাগানো সজীব পংক্তিগুলি আমাদের মনের খেলাঘরে খেলা ক'রে বেড়াবে?—

"She sings of life, and mirth and all that moves
Man's fancy in the carnival of loves;
And a chill shiver takes me as she sings
The pity of unpitied human things"—প্রভৃতি।

গান

—:—

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

কতদিন, বল আরো কতদিন
গানের মালিকা গাঁথিতে হবে—
শোনো লীলাবতী, যূথী কি মালতী
ফোটে না আমার ফুলের টবে!

*

আঁখি-পিয়ালায় সুরা ভ'রে আলি!
হাহা-করা বুকে কেন দাও ঢালি?
পূর্ণিমা-হারা চাঁদের মতন
যৌবন-স্মৃতি কাঁদে নীরবে!

*

অধরে ফুটিয়ে নিতি রাঙা হোরী,
আজো মধুবনে খেলে কত গোরী,
দেখিতে ঊষার গোলাপী স্বপন
আজিও তপন আসে পূরবে—

*

তারি মাঝে ভাঙা তনু-বেণু নিয়ে,
আরো কত কাল গান গা'ব প্রিয়ে?
রাতের বেহাগ লাগিবে না ভালো,
ভৈরবী গাও তোমরা যবে!



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

চাকার নীচে

(এক অঙ্কে ও একটি মাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ সামাজিক নাটক)

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব নয় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের শেষ-কথার পুনরাবৃত্তি :—

বিকাশ। তোমাকে কার্ণিশ বেয়ে নাম্‌তে দেখে আমার বুক কাঁপছিল—

শেষাদ্রি। বাড়ীটা বড্ড উঁচু।...এদিকে পুলিশে সব জেনেচে, কিন্তু আশু সি-আই-ডি, ওখানে গেছল।

বিকাশ। বল কি? তবেত সর্ব্বনাশ!

শেষাদ্রি। সে সমস্ত জান্‌তে পেরেচে, আমাদের ফাঁসাবার প্রমাণপত্র সব তার হাতে। অন্তত তার কথা শুনে তাই মনে হ'ল...সে কোথায়?

বিকাশ। একটু আগে এসেছিল, এখন সে বাইরে। যাক্ এর মধ্যেই আমরা পালাব। আমি মোটর তৈরি রেখেচি—। দরজাটা বন্ধ করে দিই—

(সজোর দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ করিল)

কিন্তু কি ব্যাপার বল তো?

শেষাদ্রি। আর কি ট্রেন ধরা যাবে?

বিকাশ। ষ্টেশন দিয়ে নয়, পুলিশ যখন জেনেচে তখন সেখানে ফাঁদ পাততে কতক্ষণ? মোটরে করে' পুলের ধারের রাস্তা দিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ!—

শেষাদ্রি। বেশ ভাই। কিন্তু অতসীকে খবর দিতে হয়—

বিকাশ। আপনি বাঁচলে বাপের নাম! আমি বলি—অতসীকে কাজ নেই।

শেষাদ্রি। পাগল! রাজকন্যা না পেলে অর্দ্ধেক রাজত্বও যে ফাঁকি।

বিকাশ। রাজকন্যা পেতে গেলে স্বয়ং রাজা পেয়ে বস্‌বেন! রাজার আতিথ্য স্বীকারের আমার একটুও বাসনা নেই—

শেষাদ্রি। আরে ভয় কি?—

(রিভলভার দেখাইল

ইনি আছেন কি জন্যে? সীতা উদ্ধার করতে গেলে দশাননের মুণ্ডপাতে পেছলে চলবে কেন?]

বিকাশ। থলিতে কি? টাকা?

শেষাদ্রি। এই ক'টি টাকা নিয়ে আমি আস্‌ব? এতে কেবল মোহর—আস্‌রফি—! প্রত্যেকটি মোহরে আমাদের বিপ্লবের স্বপ্ন যেন মূর্ত্তি নিয়েচে!

বিকাশ। বলকি? কার্য্যোদ্ধার তাহলে! আমি বাইরে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্কেতের অপেক্ষা করছিলাম—।

শেষাদ্রি। কোনো দরকারই হয়নি। মহিমবাবু লোকটি ভারি ভদ্র।

বিকাশ। আগাগোড়া বলো, শুনি!

শেষাদ্রি। নর্দ্দমার নল বেয়ে ত তেতালায় উঠ্‌লুম, আস্তে আস্তে যে ঘরটায় আলো জ্বল্‌ছিল তার পর্দ্দার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখি ভদ্রলোক এক গ্লাস ডাবের জল নিঃশেষ করে পাত্রটা খানসামার হাতে ফিরিয়ে দিলেন, বল্লেন, দরকার হলে ডাক্‌ব এখন।

বিকাশ। তারপর?

শেষাদ্রি। চাকরটা চলে গেল; পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি, অনেকক্ষণ কাট্‌ল, দেখি ভদ্রলোকের ঘুমোবার নামটি নেই। শেল্‌ফ্ থেকে মোটা মোটা বই বের করছেন, পড়চেন, দাগ দিচ্ছেন, খাতায় লিখ্‌চেন—কেবল এই। আমি আর অপেক্ষা না ক'রে নিঃশব্দে রিভলভার হাতে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

বিকাশ। তারপর, তারপর?

শেষাদ্রি। এলার্ম বেল্‌টা তাঁর হাতের কাছেই ছিল, ইচ্ছে করলে যে কোনো মুহূর্ত্তেই টিপ্‌তে পারতেন, কিন্তু ওটা তিনি স্পর্শই করলেন না। আমাকে দেখে একটু হেসে বল্লেন, তুমি বুঝি স্বদেশী ডাকাত? বটে?

বিকাশ। তুমি কি বল্লে?

শেষাদ্রি। আমি যথারীতি রিভলভার উঁচিয়ে সিন্দুকের চাবি চাইলুম—তিনি একটুও ভয় পেলেন না। কেবল আরেকটু হেসে চাবিটা ফেলে দিলেন। সেই ঘরটিতে তিনটে সিন্দুক, আর তিনটে বইয়ের আল্‌মারি—

বিকাশ। তুমি তখন চাবি নিয়ে একটা সিন্দুক খুলে ফেল্লে আর থলে বোঝাই করতে মন দিলে?

শেষাদ্রি। মন দেব দেব করচি এমন সময়ে চাকরটা একখানা কার্ড নিয়ে ঘরে ঢুকল। আমাকে দেখে বেটা ত অবাক! কার্ডখানা দেখে তিনি নিয়ে আস্‌তে হুকুম দিলেন, আর আমাকে বল্লেন, ওহে, তোমার একজন বন্ধু আস্‌চেন—পুলিশ কর্ম্মচারী। তুমি একটু ওই পর্দ্দাটার আড়ালে দাঁড়াও।

বিকাশ। তোমার অবস্থা তখন সাপে ছুঁচো ধরার মত, কি বলো? তারপর?

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

পকেট সংস্করণ মাত্র ৭টী ঔষধ মূল্য ১৲ ডাঃ মাঃ ৸৹

বিনামূল্যে কলেরা চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

ড্রাম ⁄৸ এবং ⁄১০। আমরা আমেরিকা হইতে ঔষধাদি মেসার্স বোরিক এবং ট্যাফেল এবং জার্মার ডাক্তার সোয়াবের নিকট হইতে আনাই।

সর্ব্বপ্রকার হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স, পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউলস, পিলউলস, ইত্যাদি বাজার অপেক্ষা সুলভ দরে বিক্রয় হয়। কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স সুলভে পাওয়া যায়।

কৃত্রিম দন্ত।

বিলাতী প্রত্যেকটীর মূল্য ৩৲

আমেরিকান প্রত্যেকটীর মূল্য ২৲

যন্ত্রণাবিহীন নিরাময়। বিচক্ষণ দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত তোলা ও পরিষ্কার করা হয়।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল-মসলা ব্যবহার করি এবং আমাদের মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ।

সুরেন্দ্র হোমিও ফার্ম্মেসী

ডেণ্টিষ্ট এণ্ড হোমিও ড্রাগিষ্ট

৫৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (পশ্চাৎ কলিকাতা।)

শেষাদ্রি। তারপর শেষাদ্রির নেপথ্যে অবস্থান, রঙ্গমঞ্চে কিঙ্করের প্রবেশ। তাকে দেখে আমি ত চমৎকৃত! বহুক্ষণ ধ'রে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা ক'রে মহিমবাবুকে ধনে প্রাণে রক্ষা করতে চাইলেন। কী আকুতি! তদুত্তরে মহিমবাবু ড্রয়ার থেকে একটা পিস্তল বের করে বল্লেন, ধন্যবাদ, আপনার কষ্ট স্বীকারের কোনো প্রয়োজন নেই, এতদ্বারা আত্মরক্ষা করতে আমি অভ্যস্ত। —অগত্যা ম্লানমুখে বাবাজীর প্রস্থান!

বিকাশ। এবং তোমার পুনঃ প্রবেশ!

শেষাদ্রি। একটা সিন্দুক খুলে দেখি, অজস্র টাকা! একদম্ বোঝাই! যখন থলে ভরে নিয়েচি, ভদ্রলোক মৃদু হেসে আরেকটা সিন্দুক দেখিয়ে বল্লেন, ওটা খুল্‌লে কেবল মোহর পেতে, আর তাতে বোধহয় তোমার সুবিধা হোতো!

বিকাশ। তাই না কি? ভদ্রলোক তাই বল্লেন?

শেষাদ্রি। হ্যাঁ, তারপরে আমার রিভলভারটা নিয়ে পরীক্ষা করলেন, শেষে আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে একটু হেসে বল্লেন, এপথে দেশের মুক্তি হবেনা, ত্রিশকোটি লোক চল্‌তে পারে এতবড় পথ চাই।—এই বলে মোটা বইখানা টেনে নিয়ে ঝুঁকে পড়তে লাগ্‌লেন।

বিকাশ। আশ্চর্য্য ত! তুমি কি কর্লে তারপর?

শেষাদ্রি। আমি আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌লুম। তারপরে নমস্কার করে বল্লুম—তবে আসি। তিনি শুন্‌তে পেলেন না বোধহয়,—বই নিয়ে একেবারে তন্ময় হয়ে গেছেন। আমি চলে এলুম।

বিকাশ। বল কি হে? একি আরব্য উপন্যাসের দিন ফিরে এল নাকি?

[রিভলভার হাতে কিঙ্কর অন্দর মহল হইতে আসিল।

কিঙ্কর। ফিরে এল বই কি বিকাশ! আলাউদ্দীনের প্রথম প্রদীপ ঘষলে ধনরত্ন আস্‌ত বটে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রদীপে কেবল দৈত্য! এবার সেই দৈত্যের আবির্ভাব!

[সদর দ্বারের অর্গল মোচন করিল।

বিকাশ। আপনি? আপনি ভেতরে ছিলেন!

কিঙ্কর। তুমি শেষাদ্রি, তুমি বিকাশ, তোমাদের দুজনকেই আমি criminal conspiracyর অভিযোগে গ্রেপ্তার করলাম। ওয়ারেণ্ট আমার কাছে আছে—

বিকাশ (আত্মগত)। কারাগার—নির্ব্বাসন!—(হাসিবার ভঙ্গীতে) চরম পরিপূর্ণতা—!

[শেষাদ্রি এতক্ষণ কি করিবে ঠিক পাইতেছিল না, এখন মোহরের থলিটা মেঝের মধ্যখানে ছুঁড়িয়া ফেলিল; মোহর গুলি ঝম্‌ঝম্ করিয়া উঠিল, কতকগুলি মোহর ছড়াইয়া পড়ল—সেইদিকে কিঙ্করের বিস্মিত দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার অবসরে—শেষাদ্রি তাহার রিভলভার বাহির করিয়া কিঙ্করের ললাট লক্ষ্য করিল।

শেষাদ্রি। আমার জন্যে হাতকড়ি রা কারাগার এখনো তৈরি হয়নি। আমি মেরে মরব!

[মোহরের ঝনৎকার শব্দে আকৃষ্ট হইয়া নমিতা ও অতসী প্রবেশ করিল।—অতসী স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।—নমিতা গিয়া শেষাদ্রিকে আচ্ছাদন করিয়া দাঁড়াইল।

নমিতা (কিঙ্করকে)। ওগো, এ যে আমার ভাই! এই শিরীষ!—

কিঙ্কর (বিস্মিত)। এই শিরীষ!—একেই ধরতে বেরিয়েছি, এই ডাকাতটিকে!—

[একটু থামিয়া

নমিতা, এতদিনে তোমার ভাইকে ধরে দিয়েচি। কিন্তু—

[হাসিবার চেষ্টা করিয়া

আমার brother-in-lawই বটে!

[রিভলভার নামাইল।

শেষাদ্রি। দিদি, তোমার স্বামী?

[রিভলভার ফেলিয়া দিল।

বিকাশ। Brother-out-law!

নমিতা। শিরীষ, ভাই, আমার মাথা খেতে কেন একাজ করলি?

[শৈলেশ্বর প্রবেশ করিলেন।

শৈলেশ্বর। এ কী?—শিরীষ,—শিরীষ বলে কাকে ডাক্‌লে নমিতা?

নমিতা। এই যে—

[শেষাদ্রিকে দেখাইল।

শৈলেশ্বর (অত্যন্ত আনন্দে)। এই—এই আমার ভাই? আমার সহোদর? এই সুন্দর সুঠাম স্বেচ্ছাচারী যুবক! এই আমার ভাই, নমিতা? (কিঙ্করকে) তুমি বুঝি একে ধরেচ? কিন্তু এ ত শৃঙ্খলে বাঁধবার নয়, এযে বাহু দিয়ে বাঁধবার।

কিঙ্কর। কিন্তু আমাকে তোমরা সমস্যায় ফেল্‌লে! একদিকে His Majesty, অন্যদিকে Her Majesty—বিপদ আমার কোনোদিকেই কম নয়, আমি এখন কি করি?

শৈলেশ্বর। Ladys' first! কি করবে আবার? মধুরেন সমাপয়েৎ!

কিঙ্কর। সমাপ্তিটা আমার হাতেই নির্ভর করচে কিনা! তোমরা বোঝোনা, দেশে যে বিরাট শাসনযন্ত্র চল্‌চে আমি তার একটি চাকামাত্র। নিজের ইচ্ছায় চলবার যো কি আমার আছে!

নমিতা। কেন এ সর্ব্বনাশ করলি, ভাই!

কিঙ্কর। এ মন্থনে ত দেখা যাচ্চে চিরদিন কেবল গরলই উঠ্‌চে। কেন এ সব তবে?

শেষাদ্রি। গরল উঠ্‌চে সে গরল আমরা নিজেরাই পান করচি। কিন্তু যদি কোনোদিন অমৃত ওঠে তার অধিকারী হবে সমস্ত দেশবাসী।

নমিতা (কিঙ্করের কাছে নতজানু হইয়া)। তুমি এদের ছেড়ে দাও। এতদিন পরে ভাইটিকে পেলুম—

[চোখে অশ্রু ভরিয়া উঠিল।

কিঙ্কর। আমি ছেড়ে দিচ্চি, কিন্তু ছেড়ে দেওয়া বোধকরি আর আমার হাতে অপেক্ষা করে' নেই!—

শেষাদ্রি। আমরা এখনো পালাতে পারি—

বিকাশ। বাইরে মোটর দাঁড়িয়ে—

কিঙ্কর। কিন্তু তেমনি দাঁড়িয়ে আরো অনেকে! পুলিস পাহারোলা

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৩এ, লালবাজার ষ্ট্রিট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮

বাড়ী ঘেরাও করে আছে, পুলিসসাহেবও এসে পড়লেন বলে'।

[ঘড়ি খুলিয়া দেখিল।

বিকাশ (হতাশভাবে)। তবে পাকা দশবছর! শেষাদ্রি, বলি, শিরীষ—সেই যে কবিতাটা আমরা খুব উৎফুল্ল হয়ে আবৃত্তি করতাম,—সেটা যে আমাদের জীবনেই এত কঠোর সত্য হ'য়ে দেখা দেবে কে জান্‌ত! সেই যে কোন্ কবির রচনা!—

"নির্ব্বাসনের দণ্ড শিরে তাঁহারি জয় গান গাহো,
ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙ, হেঁইয়া হো!"

শেষাদ্রি। অতসী, বিদায়! চিরবিদায়।

অতসী। আমি প্রতীক্ষা করব, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত। তুমি এসো, তুমি এসো।

শেষাদ্রি (ম্লান হাসিয়া)। হাঁ, যদি ফিরে আসি—

অতসী। নমিতাদি, গোলাপ ফুটেচে এ-স্মৃতি কি পৃথিবীতে কারু নেই? গোলাপের শুধুই স্বপ্ন?

নমিতা (কাঁদিতে কাঁদিতে)। শিরীষ—ভাই—!

শেষাদ্রি। বিদায়, দিদি!

অতসী। গোলাপের যদি কেবল স্বপ্নই হয়, গোলাপ যদি নাই ফোটে তবু সেই স্বপ্নের-স্মৃতি কে কেড়ে নেবে? এই ভুবনে সেই কি কম?

[ডাক্তার সদর দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন।

শৈলেশ্বর। এই যে ডাক্তার!—আমার অনিন্দ্যকে তুমি বাঁচাও!

ডাক্তার। হুঁ, তার কথাই বল্‌তে এসেচি। এখানে আসবার জন্যে বাড়ী থেকে বেরিয়েচি, দেখি, অনিন্দ্য এত রাত্রে রাস্তা দিয়ে চলেছে—হন্ হন্ ক'রে—বগলে একটা ছোট্ট পুঁটুলি!—

শৈলেশ্বর (ব্যস্ত হইয়া)। অনিন্দ্য রাস্তায়! এই হিমে?

ডাক্তার। আমি ধরে জিজ্ঞেস্ করলুম, কোথায় যাচ্চ অনিন্দ্য? সে বল্লে—দার্জ্জিলিঙ্। তারপর চুপি চুপি বল্লে, কাকাকে বোলোনা যেন। আমি সেখান থেকে কাকাকে খবর দেব। আমি বল্লুম, কাল যাবে, এখন আমার সঙ্গে ফিরে চল। সে কিছুতে শোনে না—আমিও তাকে ছাড়ি না।

শৈলেশ্বর। যাক্ তাকে ধরে এনেচ ত? ধন্যবাদ ডাক্তার!—সে কোথায়? বাইরে বুঝি? তার কোন ভয় নেই, আমি কিচ্ছু বল্‌ব না। ডাকো তাকে।

ডাক্তার। সে দার্জ্জিলিঙ্ চলে গেছে, শৈলেশ। এই হিমের রাত্রেই সে যাত্রা করেছে।

শৈলেশ্বর। চলে গেছে? আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল? তবে যে তুমি বল্লে তাকে ধরে এনেচ?

ডাক্তার। হাঁ, তাকে ধরেও এনেচি বটে!

শৈলেশ্বর। ডাক্তার, ডাক্তার,—তুমি কি বল্‌চ? অনিন্দ্য কি—?

ডাক্তার। আমি তাকে কিছুতেই যেতে দিইনি, খুব শক্ত করেই ধরেছিলুম। হঠাৎ কেমন করে আমার হাত ছাড়িয়ে এক দৌড়ে যেমন রাস্তা পেরতে যাবে, উল্‌টোদিক থেকে একখানা মোটর—

শৈলেশ্বর (রুদ্ধ নিঃশ্বাসে)। আর অনিন্দ্য—অনিন্দ্য?···

ডাক্তার। অনিন্দ্য তার চাকার নীচে!—

বিকাশ (আত্মগত)। চাকার নীচে!—

শৈলেশ্বর (আর্ত্ত কণ্ঠে)। অনিন্দ্য!—

ডাক্তার। আমি তাকে বাঁচাতে পারলাম না।—কচি বুক, আর ভারী চাকা!—এই যে তারা আস্‌চে।

[অনিন্দ্যকে বহন করিয়া দুই ব্যক্তি ঢুকিল। রক্ত ও কাদায় মাখামাখি দেহ।

ডাক্তার। পুঁটুলিটি তেমনি বগলে। দেখি কী আছে।

[পুঁটুলি খুলিতে একখানা জামা ও কাপড় ও একটা বই বাহির হইল।

দার্জ্জিলিঙে ব্যবহারের গরম পোষাক বটে! আর এখানা ত দেখ্‌চি একটা নভেল।

বিকাশ। "শ্রীকান্ত"!—

[শৈলেশ্বর শবদেহের পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঊর্দ্ধে হস্তোক্ষেপ করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

শৈলেশ্বর।—এরপর যেন ও কাঠুরের ছেলে হয়েই জন্মায়! এরপর যেন ও বিশ্বজয় করে!

[বেদনায় মূর্চ্ছিতের মত বসিয়া রহিলেন—সকলে স্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে অদূরে মোটর আসিয়া দাঁড়ানোর অশ্রান্ত ধ্বনি।

ডাক্তার। একটা মোটর এসে দাঁড়িয়েচে। প্রকাণ্ড মোটর!

[মোটরের সার্চ্চ-লাইটের অত্যুজ্জ্বল আলো জানালা দিয়া ঘরে ঢুকিল।

কিঙ্কর। পুলিস-সাহেব এসে পড়েচেন—তাঁরই গাড়ীর আলো।

শৈলেশ্বর (যেন জাগিয়া)। যে অন্ধকার!···কোথায় আলো অতসী, কোথায় আলো?

—যবনিকা—



স্বরলিপি

হারমোনিয়ম শিক্ষা

শ্রীরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ব করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।৵০ চারি আনা।

ডেয়ার্কিন এণ্ড সন্

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

চাঁদ-তারা মার্কা এলুমিনিয়মের বাসন

পূজাপার্ব্বণ, উপনয়ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যাপারাদিতে ও
নিত্যনৈমিত্তিক প্রত্যেক কার্য্যে সমান উপযোগী।



"চাঁদ তারা"
বিশুদ্ধ
এলুমিনিয়মে প্রস্তুত
দেখিতে সুন্দর ব্যবহারে
ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না,
স্থায়ী ও হাল্কা। ভাঙ্গিবার বা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। উপযোগিতায় অতুলনীয়, অথচ মূল্য সুলভ।

তাই বাঙ্গালার গৃহে গৃহে চাঁদ-তারার এত সমাদর। মা লক্ষ্মীরা আজ চাঁদ-তারার শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কসে প্রস্তুত

গোবর্দ্ধনদাস মানেকলাল,—৫৬।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিত্রনাটের রূপকথা

—০—

মাদ্রাজের আমেরিকান কন্‌সাল তাঁর বাড়ীতে ফেরবার সময় লস্ এঞ্জেলেস হোয়ে গেছলেন। আমেরিকার কুইন্সি শহরে তাঁর বাড়ী। 'লস্ এঞ্জেলেস্ টাইম্‌সে'র সংবাদে প্রকাশ যে, তিনি বোলেছেন ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল এবং তিনি যে কখানি ছবি দেখেছেন তার সব গুলিই ভালো।

*

আমেরিকান কোম্পানীদের প্রবল প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা ভারতের শিশু চলচ্চিত্র শিল্পের নেই, সুতরাং গভর্মেণ্টের উচিত তাকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা এবং বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তিও এ-সম্বন্ধে একমত।

*

পাশ্চাত্যের চলচ্ছবি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবন কি-রকম সঙ্কটপূর্ণ, মাঝে মাঝে তার শোচনীয় খবর পাওয়া যায়। বিখ্যাত স্ত্রী-আকাশ-নাবিক শ্রীমতী রুথ এল্‌ডারের হোয়ে শ্রীমতী লেনা উইচার্ট কোনো একটি ছবিতে অভিনয় কোরছিলেন। সেই অভিনয়কালে একটি দৃশ্যে নারীহরণকারী দুর্বৃত্তের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তাঁকে উড়োজাহাজ থেকে 'প্যারাচুট' নিয়ে লাফিয়ে প'ড়তে হোয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে 'প্যারাচুট' না খোলায় শ্রীমতী উইচার্ট নীচে প'ড়েই মারা গেছেন। একটা বাড়ীর ছাদের উপর ভীষণ ভাবে বিধ্বস্ত তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

*

'প্যালেস্ অফ্ ভ্যারায়েটিজ' বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে, 'সিরাজ' নামক একখানি নোতুন ছবি তাঁদের শীঘ্রই আস্‌ছে। তাতে হিমাংশু রায়, সীতা দেবী ও অন্যান্য ভারতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী আছেন তাও তাঁরা জানিয়েছেন। আমরা ঐ ছবিখানি দেখবার জন্যে কৌতূহলী আছি।

*

এ সপ্তাহে আমরা যে সব ছবি দেখেছি তার মধ্যে পার্লের 'প্রথম রজনী' (Opening night) নামক ছবিতে শ্রীযুক্ত জন্ বাওয়ার্সের, ও 'গর্ব্বী' (Proud Flesh) নামক 'পিক্‌চার হাউসে'র ছবিতে শ্রীযুক্ত প্যাট ও' ম্যালির অভিনয় চমৎকার। উভয়েই নায়কের অংশে অবতীর্ণ হোয়েছেন।

*

'প্যালেস্ অফ ভ্যারায়েটিজে'র 'দুজন আরব বীর' (Two Arabian Knights) ভারি মজার ছবি। যুদ্ধক্ষেত্রের বিপদ, বন্ধুর প্রতি প্রীতি, প্রেমের নানা রঙ্গ প্রভৃতি সব রকম ব্যাপারই এতে মনোহর ক'রে অভিনীত হয়েছে। শ্রীযুক্ত উইলিয়াম বয়েড ও শ্রীযুক্ত লুইস্ উল্‌হীম এতে হৃদয়গ্রাহী অভিনয় কোরে, সকলকে আনন্দ দিয়েছেন।

*

ম্যাডান কোম্পানী 'এ্যাল্‌বিয়ন থিয়েটারকে' যে ভাবে তুল্‌ছেন সে কথা উল্লেখযোগ্য। গুণ্ডাদের আড্ডা ও কেবল নিরেস 'সিরিয়্যাল' ছবি দেখানো হয় বোলে ওখানে উচ্চশ্রেণীর দর্শকরা খুব কমই যেতেন। এখন এখানে ভালো ভালো ছবি দেখানো হোচ্ছে।

—গি—

"সাজাহান"-সমস্যা

(১)

"নাচঘরে" কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র বকসী বি-এ, মহাশয়ের লিখিত 'সাজাহান' প্রবন্ধটী সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলা দরকার মনে করিতেছি। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে শিশিরবাবু এবং অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়-কুশলতার উপর আমার শ্রদ্ধা কারও চেয়ে কম নয় এবং আমি যাহা বলিতে চাই—তাহা নির্ম্মলেন্দুবাবুর উপর সুবিচার করিবারই উদ্দেশ্যে, অন্য দুই প্রখ্যাতনামা অভিনেতার নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে নহে।

প্রথমেই সাধারণ ভাবে নির্ম্মলেন্দুবাবু সম্বন্ধে এই একটা কথা বলা দরকার যে, বিভিন্ন চরিত্রে তাঁহার অভিনয় দেখিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে, নিজের পছন্দ ও সুবিধা অনুসারে কোন নাটকের অংশবিশেষ অভিনয় কালে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নহেন। নাটকের আখ্যানবস্তু ও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তথা—নিজ ভূমিকার চরিত্রগত বিশেষত্ব, অভিনয়-শক্তির ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তোলাই যে অভিনেতার কর্ত্তব্য এটা যেন তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন বলিয়াই বোধ হয়।

"সাজাহান" নাটকে স্থলবিশেষে এমন অনেক কথা নাট্যকার সাজাহানের মুখে সন্নিবেশ করিয়াছেন—যা একটু চড়া গলায় আবৃত্তি না করিলে চলে না; ধীর গম্ভীর সংযত ভাবে যে কথা আবৃত্তি করিলে একান্তই বেমানান হয়। শিশিরবাবু এই সমস্ত অংশ অভিনয়কালে বাদই দিয়া থাকেন—কারণ বোধ হয় এই যে সাজাহান-চরিত্রের ভিতর দিয়া যে ভাব তিনি ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন, উচ্চ কণ্ঠস্বরে সে ভাব আহত হইয়া পড়ে। নির্ম্মলবাবু নাটকের বস্তু অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে সে অংশগুলি যথাযথ আবৃত্তি করিয়া থাকেন—উঁচু গলা ব্যবহার করিবার প্রয়োজন বোধ করিলে তাহা নিঃসঙ্কোচে করিয়া থাকেন। সাজাহান বৃদ্ধ, অথর্ব্ব, জরাজীর্ণ, পঙ্গু—তাঁহার পক্ষে এত জোর গলায় চীৎকার অসম্ভব বলিয়া যদি কেহ আপত্তি করেন তবে সে আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বৃদ্ধ এবং রুগ্ন লোক, বিশেষতঃ যাহারা সাজাহানের মত ভাগ্যবিড়ম্বিত, তারা স্বভাবতঃই একটু কোপন স্বভাব হইয়া পড়ে এবং কারণে অকারণে চীৎকার করা তাহাদের একটা অভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়ায়। তবে সেরূপ অস্বাভাবিক উত্তেজিত হওয়া বা চীৎকার করা যে তাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর—এটা খুবই ঠিক কথা এবং এই কথা বুঝাইবার জন্যই নির্ম্মলেন্দুবাবুকেও উত্তেজনার ফলে

নিবেদন

শীতবস্ত্র ও পোষাক

খরিদ করিবার পূর্ব্বে

ফেমাস সোসাইটির

বিপুল আয়োজন, সুলভ মূল্য ও

ভদ্র ব্যবহার দেখিতে অনুরোধ করি।

বিভিন্ন রকমের শাল, আলোয়ান,

পোষাক ও হোসিয়ারী দ্রব্যের বিচিত্র

সমাবেশ

(একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮

গোলদীঘির পশ্চিম,

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট,

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত

সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি

সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায়

সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি :—

২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

অবসন্নভাবে একবার রঙ্গমঞ্চের উপর পড়িয়া যাইতে দেখা যায়। সাজাহানের জরা ও দুর্ব্বলতার দিকে যে নির্ম্মলবাবুর দৃষ্টি বেশ আছে, এইটাই তাহার মস্ত প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে একথাও বলা যাইতে পারে যে রঙ্গমঞ্চে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উঁচু পর্দ্দায় কথা বলা মার্জ্জনীয়, এমন কি স্থলবিশেষে প্রয়োজনীয়।

সাজাহান যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, এটা নির্ম্মলেন্দুবাবুর অভিনয়ে বেশ স্পষ্ট হইয়াই ফুটিয়া উঠে। শিশিরবাবু বা অহীন্দ্রবাবু সাজাহান-ভূমিকার অভিনয়কালে যষ্টি ব্যবহার করেন না—নির্ম্মলেন্দুবাবু করেন। নাটকে যষ্টির কথা স্পষ্টই উল্লেখ করা আছে, অথচ শিশিরবাবু ও অহীন্দ্রবাবু অভিনয়কালে কেন যে জিনিষটা বাদ দেন তাহা বুঝি না। একান্ত অসহায়, জরাজীর্ণ সাজাহানের অসমর্থতার ভাবটা একখানা লাঠি থাকিলে যেন ভালই ফুটিয়া উঠে বলিয়া বোধ হয়।

শিশিরবাবু সাজাহানকে প্রেমিক সাজাহান রূপেই দর্শকের সম্মুখে ধরিয়াছেন; অহীন্দ্রবাবুর মধ্যে সাজাহানের সম্রাট-ভাবই ফুটিয়াছে ভাল। কিন্তু নির্ম্মলেন্দুবাবুর অভিনয়ে সাজাহান-চরিত্রের সমস্তগুলি বৈশিষ্ট যুগপৎ ফুটিয়া উঠিতে দেখি—সাজাহানের পত্নীপ্রেম, সাজাহানের প্রগাঢ় সন্তান-বাৎসল্য, সাজাহানের রাজগর্ব্ব, পক্ষান্তরে তাঁহার একান্ত অসহায় হতাশাময় দৈন্য! সাজাহান-চরিত্রের এইরূপ সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিব্যক্তি কই আর কোথাও আমরা দেখি নাই।

রূপসজ্জা বিষয়ে ধীরেন্দ্রবাবু অহীন্দ্রবাবুকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। নির্ম্মলেন্দুবাবুর যে ছবিখানি "নাচঘরে" প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই কি রূপসজ্জায় তাঁহার কৃতিত্বের চমৎকার পরিচায়ক নহে? জরাজীর্ণ, অথর্ব্ব, অসহায়, বন্দী সাজাহানের দৈন্য কি এই ছবিখানিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই? "আলিবাবা" নাটকের মুস্তাফার ভূমিকায় যাঁহারা নির্ম্মলেন্দুবাবুকে দেখিয়াছেন—তাঁহারা তাঁহার অঙ্গসজ্জা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে "নাচঘর" একটী অতি সত্য কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই যে, নির্ম্মলেন্দুবাবু নিজের ঢাক নিজে পিটাইয়া বড় হন নাই। নিজের ঢাক নিজে পিটান ভাল নহে—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু প্রত্যেক বড় অভিনেতার নিজস্ব কলাকৌশল সম্বন্ধে যেরূপ প্রকাশ্য আলোচনা হওয়া সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়—নির্ম্মলেন্দুবাবু সম্বন্ধে এযাবৎ সেরূপ আলোচনা বিশেষ হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, নাট্যরসিক বাঙালীর চক্ষু শিশিরবাবুর প্রতিভার দীপ্তিতে এতটাই ধাঁধিয়া গিয়াছে যে, অন্য কাহারও ভিতরে নূতনত্ব খুঁজিবার প্রবৃত্তি তাহার আর নাই। কিন্তু প্রতিভা ছাইচাপা থাকিবে না; সত্য যাহা, তাহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেই।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এস্ সি,
২১, মুক্তাপুর ষ্ট্রীট।

(২)

বাঙলা সাপ্তাহিকের আমি একজন নিয়মিত পাঠক। সাপ্তাহিকে অভিনয় আলোচনার সুরু থেকেই এদের সমালোচনার ধারা দেখে, কয়েকটি কথা বিশেষ ভাবে আমার মনে জেগেছে। সেইগুলোই আজ আপনাদের জানাতে চাই।

আমি বরাবর দেখে এসেছি, এখনও দেখছি, বেশীর ভাগ সাপ্তাহিকেই যে সমস্ত অভিনয় আলোচনা হয়, তার মধ্যে সমালোচনা ব'লে কোন জিনিষ পাই না। সমালোচনার অর্থ—ভালো ও মন্দ দুই-ই দেখিয়ে দেওয়া, এই অর্থ নয় কি? কিন্তু এঁরা কি তা করেন? এই-সব সম্পাদক বা সমালোচকের উদ্দেশ্য কি তবে?

আমি আরো দেখেছি, সাপ্তাহিকের সম্পাদকেরা বা তথাকথিত সমালোচকেরা বিশেষ কোন স্বার্থ-নিয়ন্ত্রিত না হয়ে, চট ক'রে বড়-একটা কলম ধরেন না। সম্প্রতি আপনাদের সাপ্তাহিকে প্রকাশিত ধীরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী ও শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ সেন মহাশয়দ্বয়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে সেটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কোন অভিনেতার বিশেষ কোন অভিনয় কারো ভালো লাগা না-লাগার উপরে তাঁদের শক্তির পরিমাপ নির্ভর করে না, এই সহজ সত্যটুকুই তাঁরা সমালোচক হয়েও বোঝেন না, এ বড় আশ্চর্য্য। নির্ম্মলেন্দুবাবুর "সাজাহান" ধীরেন্দ্র বাবুর যদি ভালো লেগেই থাকে, তো তাতে তাঁর মারাত্মক অপরাধ কি হয়েছে? তার অর্থ কি এই যে অহীন্দ্রবাবুর সাজাহান কিছুই হয় নি?

হরগোবিন্দবাবু বলেছেন নির্ম্মলেন্দুবাবুর ঐ বিশেষ স্থানটি অধিকার করাতে অপরের মুখের স্তুতিগান যে শেষে বিজ্ঞাপনী প্রলাপ হয়ে দাঁড়ায়। এ কি রকম অভদ্র উক্তি! ধীরেন্দ্রবাবুর স্তুতিগান, আর হরগোবিন্দবাবুর? ঠিক অহীন্দ্রবাবু সম্বন্ধেও হরগোবিন্দবাবু ঐ ভুল ক'রে বসেন নি কি? অহীন্দ্রবাবু সম্বন্ধে ধীরেন্দ্রবাবু যদি একটু অন্য মতই দিয়ে থাকেন, তাহলেও—'হায়রে অহীন্দ্র-ভাগ্য!" এ সব কথার মানে কি? এ যে কাঁচা রসিকতা!

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(৩)

"সাজাহানে"র ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয়! কী দেব এর বর্ণনা! পূর্ণিমার চাঁদের মতোই এ সুন্দর, বসন্তের হাওয়ার মতোই মধুর,—'নিশীথ রাতের বাদল ধারার' মতোই করুণ—! ঘুমিয়েছিলো সাজাহান, স্বপ্নের ভেতর কেঁদে উঠে বল্‌ছেন্—"প্রিয়া, তুমি কোথা, দেখা দাও—দেখা দাও"—। দেখি আর দেখি—চেয়ে থাকি সাজাহানের দুটী মধুর চোখের করুণ দৃষ্টির অনুসরণ ক'রে যমুনার পরপারে ঐ তাজের দিকে। শিশিরকুমারের সাজাহান! এ তো হৃতচ্যুত সিংহাসন পুনরুদ্ধারের ব্যর্থতায়—পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র-জন্তুর মতো ভীষণগর্জ্জনকারী ভারতসম্রাট সাহ্‌জেহান্ নয়, এ যে দরদী, মরমী, প্রেমিক কবি সাজাহান—করুণা ও স্নেহের অফুরন্ত ভাণ্ডার! পুত্রদের আত্ম-কলহ, ঔরঙ্গজীবের অত্যাচার, অবিচার—গর্জ্জে ওঠে মাঝে মাঝে "আমি সাহন-শাহ্ সাহ্‌জেদা সাহ্‌জেহান—আমাকে ভ্রূকুটি!" বলার সাথে সাথেই বেরিয়ে আসে একটা বুকভরা গভীর নিশ্বাস্—চেয়ে দেখে চারিদিকে, কৈ, নেই ও-পাশে তাঁর মোমতাজ,—দুঃসহ দুঃখ ও অভিমানে উন্মাদের মতো ছুটে যায় ওই শামান্ ব্রুজের সম্মুখে, যমুনার পরপারে তাজমহলের দিকে—আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে মাতৃহারা বালকের মতো—"তাজ—তাজ—তা - জ"। ভুলেও একবার চেয়ে দেখেন না শিশিরকুমার গ্যালারীর দিকে, তাহলে দেখ্‌তে পেতেন যে শ্রাবণের ধারার মতোই দর্শকের চক্ষু অশ্রুজলে ভেসে যাচ্ছে। তাই মনে হয়, সাজাহানের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় দেখাবার সাধ্য কি আর কারো আছে—যদি আপনা হ'তে অনুভব কর্ত্তে না পারে। জাহানারাকে যখন বলে—'জাহানারা—মমতাজ এখন থাক্‌লে কী কর্‌তো জানিস্'—,মনে হয় তখন আমাদের যে,এ তো অভিনয় নয়, যেন ঘুমের ঘোরে দেখছি একটী স্বপন—সুমধুর—সকরুণ! অহীন বাবুর অভিনয় চোখ দিয়ে আমরা দেখেছি। নির্ম্মলেন্দুবাবুর অভিনয় চোখ দিয়েও দেখেছি আবার কাণ দিয়েও শুনেছি। ব্যস্। মানব হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারে —কৈ, পারেনি ত কেউ একটী বারও আঘাত ক'র্ত্তে! সাজাহানের অপূর্ব্ব ভালবাসার দেলবতার পাইনি তো আমরা কোনও সন্ধান—যা রেখেছে অমর ক'রে শিশিরকুমারের অভিনয়। চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তুম আমি সাজাহানের ভূমিকায় শিশিরকুমারের দুটী চোখ, স্মরণ করিয়ে দিতো যা আমাকে রবীন্দ্র-নাথের—"ভুলি নাই—ভুলি নাই,—ভুলি নাই' প্রিয়া"। অভিনয় interpretation কিংবা impersonification, এ নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি চাইনে, শুধু আমি ব'লতে চাই এই যে, যেমনটী দেখেছি তেমনটী বোধ হয় আর কোথাও দেখ্‌ব না। মাঝে মাঝে শুন্‌তে পাই কেউ বল্‌ছে "আচ্ছা শিশির ভাদুড়ী শিশির ভাদুড়ী যে কারো, ওঁর অভিনয়ে না ডা'ন না বাঁ কোন দিকই ত পঙ্গু নয়, অথচ সাজাহান যে পঙ্গু ছিলেন, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই। কেউ হয়ত বা তার উত্তরে ব'লে—কেন মশাই কি দেখ্‌তে পান্ না যে উনি কী-রকম ক'রে টেনে টেনে হাঁটেন—ওঁর সারাগায়েই বাত আছে—" শুনে শুধু হাসি আর হাসি—হেসে আর বাঁচিনে।

শ্রীহীরালাল দাস-গুপ্ত

(সম্পাদকীয় মন্তব্য :—অভিনয়ের রসানুভূতি নিয়ে এই লেখনীযুদ্ধ আর বোধ হয় প্রীতিকর হবে না। সম্পাদকীয় নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এবারেও আমরা পত্রগুলি প্রকাশ করলুম বটে, কিন্তু আর নয়। ভবিষ্যতে এ-সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা "নাচঘরে" প্রকাশিত হবে না।)

রক্ত পরিষ্কার করে
সুরবলী কষায়।
খাইতে কোনও হাঙ্গামা নাই
সি,কে,সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বল বৃদ্ধি করে

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শেয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা; সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ি—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সূটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

আমরা কলিকাতার প্রদর্শনীতে স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্রের আয়োজন করিয়াছি দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি]

শনিবার ২০শে মাঘ, রাত্রি ৭ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৪॥ টায়

জাতীয় গৌরবে সমুজ্জ্বল—বাংলার একমাত্র

সময়োপযোগী পঞ্চাঙ্ক নাটক

জাতিচ্যুত

রাজা গণেশ—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
আজিম শা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
যদুমল্ল—শ্রীভূমেন রায় (এমেচার)
দিনরাজ—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
জীবনরায়—শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
এব্রাহিম—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গিরিনাথ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
ন্যায়রত্ন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
ত্রিপুরাসুন্দরী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা
নবকিশোরী—শ্রীমতী শশিমুখী
কল্যাণী—শ্রীমতী নবতারা
আসমান—শ্রীমতী আসমানতারা
উমা—শ্রীমতী বেণুবালা (সুখ)

আগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ষ্টী. কে. মিত্র, বি.এ.—প্রোপ্রাইটর

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ২০শে মাঘ, রাত্রি ৭॥০ টায়

দিগ্বিজয়ী

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রবিবার ২১শে মাঘ, ম্যাটীনী ৪॥০ টায়

দিগ্বিজয়ী

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয়:—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৬শে মাঘ
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:•:—

তথাকথিত দেশনেতারা অকস্মাৎ আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন, বাংলা রঙ্গালয়ের নারী-ভূমিকাগুলি সীতা-সাবিত্রীদের দ্বারা গৃহীত হয় না।

•

ফলে মিনার্ভা থিয়েটারের বরিশালে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই, চায়ের পেয়ালায় উঠেছে তুমুল তরঙ্গ! এবং এইটুকুই সুখের কথা যে, সে তরঙ্গের ভিতরে প'ড়ে একটাও মশা বা মাছি কি মাকড় বা ধোকড় হাঁপিয়ে মরে নি। ভাগ্যিস্!

•

আমাদের কেউ কেউ অনুরোধ করেছেন, এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে। আমরা বলি, আলোচনার দরকার কি? কংগ্রেসের সঙের নাচ বন্ধ হয়েছে এবং দেশোদ্ধারের হুজুগেও অনেক বিপদ। অথচ জনসাধারণের চোখের আড়ালে থাকাও চলে না। কাজেই নেতাদের পক্ষে নূতন নূতন নিরাপদ হুজুগ আবিষ্কার ক'রে একটু লাফালাফি করা দরকার হয়ে পড়েছে বৈকি! রঙ্গালয়ে চাকরি না নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েই তাঁরা কিঞ্চিৎ অভিনয় ক'রে নিতে চান। আমরা তাতে বাধা দেব কেন?

•

স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ কর্পোরেশনের সাহায্যে পুষ্ট এমন এক রঙ্গালয় স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন, যা কার্য্যে পরিণত হ'লে সেখানে নারী-ভূমিকার জন্যে তথাকথিত আধুনিক নেতাদের পরিবার থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহ করা হ'ত না। বর্ত্তমান নেতারা দেশবন্ধুর নাম নিয়ে আজও দু-পয়সা ক'রে খাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর মত তাঁরা মানেন না। এইটুকুই উল্লেখ্য।

•



(বোম্বায়ের শ্রীজগদীশ ফিল্ম কোম্পানীর "গৃহলক্ষ্মী" চিত্রনাট্যের একটি দৃশ্য)

অতএব তাঁরা মাথা খুঁড়ুন। মাথা খুঁড়লেও পাথর ভাঙে না, ভাঙে খালি মাথাটাই। এইটুকুই এ প্রহসনের 'মর্য্যাল'।

•

নেতাদের ছেঁড়া কথা শিকায় তুলে অতঃপর আমরা ফেডর সালিয়াপিনের কথা বলব। সালিয়াপিন হচ্ছেন রুস 'bass' গায়ক—সাধারণ গায়ক নন, গীতিনাট্যাভিনয়ের নট-গায়ক। নিজের বিভাগে পৃথিবীতে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী-হীন। তাঁর প্রসঙ্গ ও মতামত এখানে উদ্ধারযোগ্য।

•

সালিয়াপিন নিজেকে "the enemy of tradition" ব'লে পরিচিত করতে ভালো-বাসেন। রঙ্গালয়ে প্রথম দৃষ্টি হয়ে তিনি দেখলেন, প্রত্যেক ভূমিকাভিনয়ের সমস্ত ব্যাপারই আগে থেকে নির্দ্ধারিত হয়ে আছে। একটি নির্দ্দিষ্ট ভাবে তাঁকে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে বলা হ'ল। এবং তাঁর উপরে হুকুম হ'ল, রঙ্গমঞ্চের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে। নূতন ভাবে কিছু করতে গেলেই আদেশ হ'ত—"অমন কাজ কোরো না।" সালিয়াপিন বিদ্রোহী হয়ে বলতেন—"কেন করব না?" উত্তর আসত—"তুমি তোমার ভূমিকার traditionকে অনুসরণ করতে বাধ্য। অমুক অমুক বিখ্যাত অভিনেতা এই ভাবেই এই ভূমিকায় অভিনয় ক'রে গেছেন। তোমাকেও তাই করতে হবে।" সালিয়াপিন আপত্তি জানাতেন—"কিন্তু এ ভূমিকায় আমার ধারণা যে ভিন্নরকম।"—সে আপত্তি হ'ত নিষ্ফল।

•

কিছুদিন পরে সালিয়াপিনের পসার যখন বেড়ে উঠল, traditionএর শক্ত বেড়ী ভেঙে তিনি বেরিয়ে এলেন। রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে তিনি

নিজের খুসিমত কাজ করতে লাগলেন। সালিয়াপিনের প্রধান বিশেষত্ব, তাঁর ভূমিকার ধারণা হয় নিত্য নব। এক ভূমিকায় দু-দিন তিনি একরকম অভিনয় করেন না। তিনি বলেন, 'যখন গীতাভিনয়ের দ্বারা আমি কোন চরিত্রকে ফোটাতে চাই, তখন আমার আমিত্ব আর থাকে না—আমি সেই চরিত্রেরই লোক হয়ে যাই। সুতরাং তখন আমি যাইই করি না কেন, তা চরিত্রেরই উপযোগী না হয়ে আর যায় না।"

*

[শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে এখানে সালিয়াপিনের খানিকটা মিল আছে। আজকাল অধিকাংশ ভূমিকাতেই শিশিরকুমার এক একদিন এক এক রকম অভিনয় করেন (যদিও তাঁর ভূমিকার মূল ধারণা প্রায় অবিকৃতই থাকে)। দরকার হ'লে অনেক সময়ে তিনি নিজের বাক্যাংশের সঙ্গে মুখে মুখে নূতন নূতন কথা রচনা বা উদ্ধার ক'রে জুড়ে দিতেও ইতস্ততঃ করেন না। কিন্তু এ-সব হচ্ছে অসাধারণ প্রতিভার অসম সাহস। সাধারণ অভিনেতাদের পক্ষে—শক্তিবান হ'লেও—এ-রকম পদ্ধতি বা "impromptu stage business" মোটেই নিরাপদ নয়। তার কারণ সমালোচক Carl Van Vechtenএর ভাষাতেই বলি: "Actors who feel the most themselves, unless the feeling is expressed in support of carefully thought-out effects, often leave their auditors cold."]

*

আধুনিক সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান লীলাক্ষেত্র নিউইয়র্কের রসবোধ সম্বন্ধে সালিয়াপিনের মতামত এখানে তুলে দিলুম। এর ভিতরে বাঙালী নাট্য-সমালোচকরাও কিছু কিছু চিন্তার খোরাক পাবেন :—

*

"নিউইয়র্কের সমালোচনায় কিছুমাত্র গভীরতা নেই। পৃথিবীতে ভালো সমালোচক হওয়া খুবই কঠিন। আমি যখন রঙ্গালয়ের গায়ক, তখন আমাকে নিছক গায়ক রূপে দেখবার অধিকার সমালোচকদের নেই। আমার অভিনয়, আমার অঙ্গসজ্জা, আমার যা-কিছু সবই তাঁরা দেখতে বাধ্য। এবং এ-সব বিষয়েও তাঁদের জ্ঞান থাকা অত্যন্ত দরকার।

*

"অপেরা একটা নির্দ্দিষ্ট আর্ট নয়। অপেরা বলতে সঙ্গীত, কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য বা স্থাপত্য বুঝায় না, কিন্তু এ সমস্তেরই সমষ্টি হচ্ছে অপেরা। এবং যে সমালোচক অপেরা নিয়ে আলোচনা করবেন, তাঁকে এই সমস্ত আর্টেরই চর্চ্চা করতে হবে। পরন্তু, এই সমস্ত আর্টের চর্চ্চার সঙ্গে সমালোচকের আর-একটি গুণ থাকা চাই এবং সেটি হচ্ছে উপলব্ধি করবার শক্তি। ও-গুণ লোকে শিক্ষার দ্বারা অর্জ্জন করে না, জন্মের সঙ্গে লাভ করে।

*

"আমি পেশাদার সমালোচক নই, কিন্তু ইচ্ছা করলে তা হ'তে পারি। গায়ক, চিত্রকর ও কবিদের সঙ্গে আমি মেলামেশাও করেছি, এবং ঐ-সমস্ত আর্ট-সম্বন্ধেও আমার অভিজ্ঞতার অভাব নেই। কাজেই যখন সমালোচনা পড়ি, তখন তার সত্য-মিথ্যা আমি ধরতে পারি। প্রায়ই আমার মনে হয়, মানুষের জিভই হচ্ছে তার সব-চেয়ে বড় শত্রু। সুতরাং সময়ে সময়ে মৌনব্রত অবলম্বন ক'রেই মানুষ তার মানসিক দীনতা ঢাকবার চেষ্টা করে। মানুষের মস্তিষ্কের পরিচয় তখনি পাওয়া যায়, যখন সে লেখে বা কথা কয়।

*

"জীবনে একাধিকবার আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে। এ-সব সমালোচনার ফলে সময়ে সময়ে আমি আমার দোষ শুধরোবার সুযোগও পেয়েছি। কিন্তু নিউইয়র্কের সমালোচকদের কাছ থেকে আমি কিছুই শিখতে পারি নি।

*

"আমেরিকার রঙ্গালয়ে চিরাচরিত প্রথারই আদর। এখানে নূতনকে দেখলে লোকে ভয় পায়। এখানে গতির চাঞ্চল্য নেই। এখানে নূতনত্ব দেখবার সাহস নেই। এখানে পুরাতন ভূমিকার নূতন ধারণা নিন্দিত হয়।

*

"নিউইয়র্ক হচ্ছে ব্যবসায়ের ফুটন্ত ও বিপুল নরককুণ্ড। ব্যবসাদারি—ব্যবসাদারি, আর কোন কথা নেই! দিনান্তে এখানকার মানুষগুলি এতটা কর্ম্মক্লান্ত হয়ে পড়ে যে, তারা চায় খালি আমোদ আর ঘুম। তারা কোন-কিছুর চর্চ্চা করতে ইচ্ছুক নয়। তারা উত্তেজিত বা জাগ্রৎ হ'তে নারাজ।

*

"য়ুরোপে এমনধারা নয়। নাট্যজগতের নূতনত্বের জন্যে লোকের সেখানে আগ্রহ আছে। নূতন কোন কার্য্যের প্রয়োগনৈপুণ্য দেখবার জন্যে সেখানে কৌতূহলের অভাব নেই। পুরাতনকে উপভোগ করা ভালো, কিন্তু জীবনকেও তো দেখা উচিত! আমেরিকার রঙ্গালয়ের দর্শকদের দেখলে আমার সেই পরিবারের কথা মনে হয়, যারা দেশ ছেড়ে দেশান্তরে যাবে না। পুরাতন বাগানের একঘেয়ে দৃশ্যই যাদের চোখে ভালো লাগে।"

*

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে আধুনিক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এবং উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় নাট্যশালার ইতিহাস হচ্ছে, বাস্তবতা বা realismএর জাগরণের ইতিহাস। যে বাস্তবতায় শাঁস ফেলে খোসাকে—অর্থাৎ আত্মা ফেলে দেহকে গ্রহণ করা হয়, রঙ্গালয়ে তার প্রথম জন্ম দেন ফ্রান্সের Augier, Dumas *fils* ও Barriere (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে)। তারপর de Goncourt ভ্রাতৃযুগল, Zola ও Daudet প্রভৃতি ফরাসী সাহিত্যসেবকরা রঙ্গজগতে Naturalismএর ধুয়া তোলেন। প্রকৃত উচ্চশ্রেণীর বাস্তবতা আত্ম-প্রকাশ করে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে—যখন ইবসেনের লেখনী থেকে "A Doll's House"এর জন্ম হয়। তারপর এলেন Strindberg, তাঁর "The Father", "Comrades" ও "Miss Julia" প্রভৃতি নাটক নিয়ে। এবং বাস্তবতা জনপ্রিয়তার সর্ব্বোচ্চ শিখরে গিয়ে ওঠে Porto-Riche, Brieux, Becque, Hervien, Donnay, de Curel, Lavedan, Holz, Hauptmann, Halbe, Hartleden ও Sudermann প্রভৃতি নানাদেশীয় প্রতিভাশালী নাট্যকারদের সাহায্যে।

*

কিন্তু "realism in form and content"এর যুগ আর নেই। এবং য়ুরোপীয় রঙ্গালয় আজ নূতন Meaterlinck বা নূতন D'Annunzioকেও খুঁজছে না। সে চায় এখন এমন এক বাস্তবতাকে, যার জন্ম জীবনের উপরে ভাসা-ভাসা ভাবে নয়, যা আছে একেবারে জীবনের অন্তরতম প্রদেশে। সে বাস্তবতার দেখা আজও পাওয়া যায় নি, কারণ য়ুরোপে এখন transitionএর যুগ চলছে।

*

গত ত্রিশ বৎসরে য়ুরোপীয় নাট্যজগতে যে সব নূতন আন্দোলনের সাড়া পাওয়া গেছে, তার কোনটিই নূতন নাটক সৃষ্টির দিকে ঝোঁক দেয় নি, তাদের দৃষ্টি পড়েছে শুধু প্রয়োগনৈপুণ্য প্রকাশের নব নব উপায়ের দিকে। নূতন stagecraft আছে, অথচ নূতন নাটক নেই—নূতন পোষাক আছে, কিন্তু তা পরতে পারে এমন নূতন মানুষ নেই!

*

রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে নাটককে নির্ব্বাসিত করবার প্রস্তাব হয়েছে একাধিক বার। একালের গর্ডন ক্রেগের মত, রঙ্গমঞ্চ হবে চিত্রকরের স্বর্গ—দৃষ্টির আনন্দদায়ক। নট বা নাটক কিছুই সেখানে থাকবার দরকার নেই। এও কিন্তু একেবারে আনকোরা কথা নয়। যখন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটকাবলী রচিত

হচ্ছিল, সেই সেক্সপিয়ারের যুগেও Inigo Jones (১৫৭৩-১৬৫২) তাঁর "মাস্ক" নামক নাট্যের অভিনয়ে দেখিয়েছিলেন—"Painting and carpentry are the soul of Masque"। (ক্রেগের মতন বার্ণার্ড স'ও রঙ্গমঞ্চে পুতুলো-বাজীর পক্ষপাতী বটে—যদিও নিজের নাটকের অভিনয়ের সময়ে তিনি জ্যান্ত নট-নটীকেই আহ্বান ক'রে থাকেন !)

*

কিন্তু নাট্যমঞ্চ থেকে নাট্যকারকে বাদ দিয়ে কাজ করতে কেউ পারেন নি। নাট্যকারের বিরোধী পক্ষের মত ও যুক্তি কাগজের উপরে বেশ সুন্দর দেখায় বটে, কিন্তু আসল কার্য্যক্ষেত্রে তার আর কোন সার্থকতাই পাওয়া যায় না। কারণ, রঙ্গমঞ্চের উপরে নট যে-ক্রিয়ার প্রকাশ দেখান, তার উৎস যে নাটকের মধ্যেই ! নাটককে বাদ দিয়ে অভিনয় সেকেলে পুতলো-বাজীতেও সকল দেশেই হয়েছে—গর্ডন ক্রেগ পৃথিবীর আলো দেখবার অনেক আগেই। বিলাতে এখন আবার কথা-কওয়া পুতুলেরও সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতের পুতলো-বাজীতে হয়তো ভাবাভিনয়ের সঙ্গে আমরা বাক্যও শুনতে পাব। কিন্তু এ-সব নূতনত্বের মধ্যে মানুষ একটু বৈচিত্র্য উপভোগ করে মাত্র—তার প্রাণ কিন্তু আবার সেই রঙ্গালয়েই ফিরে আসে—যেখানে সাহিত্য, চিত্র ও সঙ্গীত কলার ত্রিবেণী-সঙ্গমের মধ্যে জীবিত অভিনেতার আবির্ভাব হয়।

*

(উপরন্তু, নাটকের কথা ছেড়ে দিয়েও বলা যায়, ক্রেগ ও বার্ণার্ড স' রায় দিয়েছেন ব'লেই মানুষ যে পুতলো-বাজীর ভিতরেই পূর্ণ-তৃপ্তি পাবে, এটা মস্ত-বড় বাজে কথা। এখন জীবন্ত চিত্র বা বায়স্কোপের আদর হয়েছে পৃথিবীব্যাপী এবং আজকালকার জ্যান্ত ছবি আবার কথাও কইছে ! কিন্তু বায়স্কোপের গোঁড়া ভক্তের মনেও তবু সাধারণ রঙ্গালয়ে আসবার বাসনা জাগে কেন ? কারণ বায়স্কোপের দর্শক তো পুতুল নয়—সে যে মানুষ ! মানুষ যে জ্যান্ত মানুষকে চায়—তাজা, তপ্ত রক্ত-মাংসের যে উন্মাদনা ও উত্তেজনা, মানুষ যে তা উপভোগ করতে চায় ! জীবন্ত প্রতিলিপি—অর্থাৎ সজীবতার কৃত্রিম অনুকরণ তো তার প্রাণের এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারে না !)

*

আসলে নাটক ও নর-নটকে বাদ দেওয়ার কথা উঠেছে এইজন্যেই যে, আধুনিক নট ও নাটকের শুষ্ক বাস্তবতা মানুষের আর ভালো লাগছে না। এবং আগেই বলেছি, বর্ত্তমান নাট্যজগতে প্রচলিত বাস্তবতাও অচল হয়ে পড়েছে। তাই আমেরিকার, ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের প্রয়োগকর্ত্তারা কল্পনা-সুষমা ও 'স্পিরিচুয়াল' সত্যের জন্যে আবার অতীতের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। বর্ত্তমান যুগের নাটকের সাহায্যে তাঁরা আর বিস্তৃত ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারছেন না।

*

অন্যান্য দেশের তুলনায় এদিকে জার্ম্মান রঙ্গালয়ের অবস্থা যদিও কতকটা উন্নত, তবু সেখানেও পরিবর্ত্তনের সাড়া উঠেছে। সেখানেও আধুনিক বাস্তবতার পরিবর্ত্তে classicsএর দিকে অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়েছে, সেখানে এখন গ্রীক নাট্যকারগণ, সেক্সপিয়ার ও মলিয়ারের সঙ্গে Schiller, Goethe ও Grillparzer প্রভৃতি আবার জনপ্রিয় হ'তে পেরেছেন। জার্ম্মানীতে ফরাসী naturalismএর 'পারডি' সুলভ হ'লেও, তারই মাঝখানে এমন-সব জার্ম্মান নাটক মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, যা বিস্তৃততর অর্থ ও heroic emotionকেই অবলম্বন করতে চায়। Houptmannএর মত লোকও "Lonely Lives"এর দু-বৎসর পরেই "Hannele," এবং "Drayman Henschel"এ দু-বৎসর আগেই "The Sunken Bell" এবং "Rosa Berndt"এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই "Henry of Aue" প্রভৃতি নাট্যকাব্য রচনা করেছেন।

*

অথচ Houptmannকে সকলেই naturalist ব'লে জানেন,—কেননা জার্ম্মানীতে উক্ত মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা Holzএর "consistent naturalism"ই হচ্ছে সাধারণতঃ তাঁর অধিকাংশ নাটকের ভিত্তি। কিন্তু naturalismএর স্রষ্টা ফরাসী লেখকগণের এই মূলমন্ত্র তিনি অনেক জায়গাতেই মানেন নি :—"The modern—everything for the artist is there : in the sensation, the intuition of the contemporary, of this spectacle of life with which one rubs elbows !" তিনি যে কবি, এ-কথা Houptmann কখনো ভুলতে পারেন নি। Naturalismএর পক্ষপাতীরা কবিতাকে ত্যাগ করতে চান, কিন্তু তিনি অনেক চিরস্মরণীয় কাব্যনাট্য রচনা করেছেন। তাঁরা নিজেদের আর্ট থেকে অতীতকে নির্ব্বাসিত করতে চান, তিনি কিন্তু পুরাতন প্রবাদ-মূলক কাহিনী ও ইতিহাস থেকে নাটকের পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন করেছেন। তাঁরা প্রতীকের বিরোধী, কিন্তু তাঁর রচনায় প্রতীকের প্রতি অনুরাগ আবিষ্কার করা কঠিন নয়। (Martin Seckerএর প্রকাশিত Houptmannএর গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকা দেখুন)

*

Hauptmann হচ্ছেন জার্ম্মানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার, সুতরাং সেখানকার অন্যান্য বিখ্যাত নাট্যকারগণের উপর তাঁর প্রভাব পড়তে বিলম্ব হয় নি। গত ১৯০০ থেকে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাই সেখানে এমন অসংখ্য নাটক রচিত হয়েছে, যাদের ভিতরে বাস্তবতার শৃঙ্খল ভাঙবার চেষ্টা অত্যন্ত স্পষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ von Hofmannsthalএর "Electra," Hardtএর "Tantris der Narr," Molnarএর "Liliom" ও Heyseর "Magdala" প্রভৃতির নাম করা যায়।

*

জার্ম্মানীর জনসাধারণের ইচ্ছা, তাদের প্রয়োগকর্ত্তারা Maeterlinckএর জন্যে ফ্রান্সে, Varhaerenএর জন্যে বেলজিয়মে ও D'Annunzioর জন্যে যেন ইতালীতে গমন করেন। এই কল্পনাপ্রিয়তা জার্ম্মানীর নাট্যজগৎকে অনেকটা বর্ণবিচিত্র ক'রে রেখেছে। কিন্তু আধুনিক নাটকে এতটা কল্পনারস থাকা সত্ত্বেও জার্ম্মান প্রয়োগকর্ত্তারা উপাদান সংগ্রহের জন্যে classicsএর

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি :—

২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

পকেট সংস্করণ

মাত্র ৭টী ঔষধ

মূল্য ১৷৷০ মাত্র

ইলেকট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

বিনামূল্যে কলেরা চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। (Macgowanএর "The Theatre of Tomorrow"র ২২৭ পৃষ্ঠা দেখুন)

*

বাস্তবতার প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ ক'রে অন্যান্য দেশের প্রযোগকর্ত্তারাও অতীতের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন বটে, কিন্তু জার্ম্মানীর মত তাঁরাও গ্রীক নাট্যকারগণকে ও সেক্সপিয়ার প্রভৃতিকে এত সহজে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। কারণ সর্ব্বত্রই 'ট্রাডিসানে'র দ্বারা প্রাচীন বিখ্যাত নাটকগুলি কণ্টকিত এবং তাদের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনেও কতকগুলো পূর্ব্ব-ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকে। এ-সমস্ত 'ট্রাডিসান' লুপ্ত করা কঠিন এবং এই-সব পূর্ব্ব-ধারণার সঙ্গে যুদ্ধ করাও বিপদজনক। তাই The Theatre Arts Magazinএ Walter Prichard Eaton লিখেছেন: "Falling back on Shakespeare, it is actually losing as much as it gains, for while it gains a play of imaginative power and majestic poetry, it also has to combat the tremendous dead weight of tradion, the inbred ideas of an audience about that play running in a totally different channel."

*

প্রাচীন নাটক বা পৌরাণিক উপাখ্যানকে বর্ত্তমান যুগের নাট্য-শিল্পের উপযোগী করতে গেলে প্রয়োগকর্ত্তাকে যে কতটা মুস্কিলে ঠেকতে হয়, নাট্যমন্দিরের "সীতা", "পাষাণী" ও "জনা"র বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনই তার প্রমাণ দেবে। ঐ তিনখানি নাটক বা নাটকের উপাখ্যান সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে যে-সব 'ট্রাডিসান' ও পূর্ব্ব-ধারণা সঞ্চিত ছিল, তাঁরা সহজে তা ত্যাগ করতে চান নি ব'লেই এক সময়ে ও-রকম আন্দোলনের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়েছিল। অথচ ঐ তিনখানি নাটকেই শিশিরকুমার যে-প্রয়োগনৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, বাংলা রঙ্গালয়ে তা অপূর্ব্ব ও অতুলনীয়। আজ তিনি জয়ী হয়েছেন বটে, কিন্তু কত কষ্টে!

*

বাংলাদেশে আজও বাস্তবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবার দরকার হয় নি এই কারণে, এদেশে এখনো আধুনিক বাস্তব নাটকের প্রাচুর্য্য হয় নি। গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" নাটক বাস্তবতার পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু পুরাতন নাট্যরচনাপদ্ধতির ভিতরেই ঐ বাস্তবতার প্রকাশ ঘটেছে। সাহিত্য-হিসাবে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার না করলেও, এদেশে প্রথম যে-নাটক আধুনিক বাস্তবতাকে অনেকটা আধুনিক পদ্ধতিতেই প্রকাশ করেছে তা হচ্ছে, শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী"। শরৎচন্দ্রের এই নাটক রঙ্গালয়ে সফলতা অর্জ্জন করলেও, বাঙালী দর্শকের মন আজও পৌরাণিক যুগের কল্পনা-রাজ্যের দিকেই আকৃষ্ট হয়ে আছে। এবং তার প্রধান কারণ হচ্ছে, বাঙালী জনসাধারণের মন আজও সমগ্রভাবে পূর্ণ-শিক্ষিত হয়ে ওঠে নি, তাই শিশুর মত আজও সে রূপকথারই বেশী অনুরাগী। অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষা ও আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে অতি-ঘনিষ্ঠতার ফলে বাস্তবতার প্রতি বিরক্ত হয়ে মানুষের মন যে দিকে ফিরে আসতে চাইছে, তার পূর্ণ-আস্বাদ পাবার আগেই আমরা আজও ঠিক সেইখানটিতেই অবস্থান করছি! এর ভিতরে আমাদের বাহাদুরি নেই কিছুই, আছে খালি আমাদের কূপমণ্ডূকতার পরিচয়!—তবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এটা শাপে বর কি না বলতে পারি না।

*

সংপ্রতি জনৈক পত্রপ্রেরক জানতে চেয়েছেন, বর্ত্তমান যুগে কোন্ গায়ককে আমরা তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করি? এর জবাবে আমরা অন্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দের নাম করতে পারি, অনায়াসে। কোনরকম অন্ধ পক্ষপাতিতার জন্যে যে আমরা এ-কথা বলছি, তা নয়। নিজের গুণেই তিনি বড়।

*

দেশে এখন গাইয়ে দেখা যায় দুই শ্রেণীর। এক, যাঁরা প্রাচীন সঙ্গীতের পক্ষপাতী। আর এক, যাঁরা একেলে গান গেয়ে থাকেন। প্রথম দল ওস্তাদ নামে বিখ্যাত। পুরাতন বাঁধা-ধরা গতের বাইরে তাঁরা এক পাও এগুতে রাজি নন। গানের কথাকে তাঁরা বিশেষ আমল দেন না। এবং তাঁদের গানের ভিতরে তাল-লয়ের মাত্রাটাই বেশী ব'লে সন্দেহ হয়। একেলে গানকে তাঁরা দয়ার চোখে দেখেন। দ্বিতীয় দল যে-সব গীত গান, তার সুর হয় প্রায় পাঁচমিশালি। গানের কাব্যাংশকেও তাঁরা মর্য্যাদা দেন এবং কথার অর্থ অনুসারেই তাঁদের সুরের তফাৎ হয়। তালের মার-প্যাঁচ তাঁরা পছন্দ করেন না, তাই সোজাসুজি তাল নিয়েই তাঁদের কারবার। সেকেলে গানকে তাঁরা দয়ার চোখে দেখেন।

*

কৃষ্ণচন্দ্র আছেন এই পরস্পরবিরোধী দুই দলের মাঝখানে। কোন দলকেই তিনি দয়া বা ঘৃণার চোখে দেখেন না—যদিও তিনি তৈরি হয়েছেন পুরাতন ওস্তাদদের হাতেই। এই উদারতাই তাঁর সঙ্গীতকে বড় করেছে। তালে-লয়ে তাঁকে হারানো অসম্ভব বললেই চলে, অথচ তাঁর গানে তার মার-প্যাঁচ কোথাও মারাত্মক হয়ে ওঠে না। একেলে গাইয়েরা প্রায়ই প্রাচীন গান গাইতে পারেন না এবং একেলে গান গাইতে বললে সেকেলে ওস্তাদরাও ঠিক এইরকম বিপদে পড়েন। কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু দু-রকম গানই সমান দক্ষতার সঙ্গে গাইতে পারেন। তাঁর কণ্ঠস্বর হচ্ছে আদর্শ কণ্ঠস্বর—না মিহি, না মোটা। তা চটুল হ'তে পারে, গম্ভীরও হ'তে পারে। তা যেমন নীচু পর্দ্দায় নামে, তেমনি উঁচু পর্দ্দায় ওঠে। তাই তাঁর পক্ষে সকল-রকম ভাবই প্রকাশ করা সহজ। বিশেষ তাঁর স্বরনিক্ষেপ করবার ক্ষমতা যে কী অসাধারণ, রঙ্গালয়ে যাঁরা তাঁর গান শুনেছেন তাঁরাই তা বলতে পারবেন। তাঁর খুব মৃদু-কণ্ঠের স্বরও রঙ্গালয়ের গ্যালারি থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। তার উপরে তাঁর বাণীও খুব সাফ এবং উচ্চারণ-পদ্ধতিও নিখুঁৎ—অধিকাংশ ওস্তাদ-শ্রেণীর গাইয়ে যে-গুণে বঞ্চিত। এবং তাঁর সব-চেয়ে বড় গুণ হচ্ছে, তিনি প্রাণের সমস্ত দরদ গানের ভিতরে ঢেলে দেন—সেকেলে বা একেলে যে-কোন দলের গায়কেরই ভিতরে এ বিশেষত্ব অত্যন্ত দুর্লভ। এই-সব কারণে আমরা মনে করি, বাংলার নবীন গায়কদের ভিতরে কৃষ্ণচন্দ্রের আর জোড়া নেই। তিনি দীর্ঘজীবী হ'ন!

*

কিছুদিন আগে আমরা কৃষ্ণচন্দ্রকে "গায়ক-কবি" বলেছিলুম। পূর্ব্বোক্ত পত্র-প্রেরক এরও কারণ জানতে চেয়েছেন। এ-দিক দিয়ে কাব্যলেখক, চিত্রকর,

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রিট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮

ভাস্কর, স্থপতি ও গায়ক সকলেই কবি। কাব্য শুধু "মেঘদূতে"ই নেই, "ভেনাস ডি মিলো"র শিলা-দেহ-তটে, "বাথ অফ সাইকী" চিত্রপটের রঙে-রেখায়, পরিকল্পনায়, "তাজমহলে"র পেলব মর্ম্মর-স্বপ্নে এবং "মুনলাইট-সোনাটা"র সঙ্গীত-লীলার ভিতরেও কাব্যের আভাস আছে যথেষ্ট। এই-সব ক্ষেত্রে সকল শিল্পীই কাব্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন—তবে বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন উপাদানে। কৃষ্ণচন্দ্রের গানেও আমরা কাব্যের সন্ধান পাই, তাই তাঁকে "গায়ক-কবি" আখ্যা দিতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

•

সংপ্রতি "রবি-বাসরীয়-নীতি-বিদ্যালয়ে"র বালিকাবৃন্দের দ্বারা অভিনীত, শ্রীমতী সুশীলা দেবী রচিত "জাগানো পরশ" নামে একখানি ছোট্ট কাব্য-নাটিকা আমরা উপহার পেয়েছি। লেখিকার এই প্রথম প্রচেষ্টার ভিতরে সুন্দর একটি সুরুচি ও রসবোধের মাধুর্য্য আমরা উপভোগ করেছি। তাঁর হাত হয়তো এখনো উচিতমত পাকে-নি, কিন্তু এই অপরিপক্কতার ভিতরেও এমন একটি কাঁচা লাবণ্য, তাজা সৌরভ ও মিষ্টি সরলতা আছে, বন্ধনক্লিষ্ট পরিপক্কতার ভিতরে সচরাচর যা চোখে পড়ে না। লেখিকা কলাবিদের গৃহলক্ষ্মী—বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত কুশলকুমার মুখোপাধ্যায়ের—সহধর্ম্মিণী। অতএব কাব্য-কলায় তিনিও তাঁর স্বামীর মতন যশস্বিনী হউন, এই আমাদের কামনা। এবং আমাদের বিশ্বাস যে, নিয়মিত সাধনায় তাঁর কাব্য-সায়রে এমন পদ্ম ফুটবে, যার উপরে চরণ স্থাপন করতে দেবী বীণাপাণি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না।

•

গত সংখ্যার "নাচঘরে" প্রকাশিত "সাজাহান-সমস্যা"র প্রথম পত্রে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্ত বি-এস-সির লেখার অংশবিশেষ পড়লে মনে হয়, নিজের ধারণার সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্যে নাটকের অংশবিশেষ ত্যাগ করা নটের পক্ষে উচিত নয়। কিন্তু উচিতই হোক্ আর অনুচিতই হোক্, নাট্যজগতে একটা চিরাচরিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন ধারণার উপযোগী করবার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন নট একই নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পরিত্যাগ করেন। প্রমাণ, সেক্সপিয়ারের প্রায় প্রত্যেক নাটকেরই প্রধান ভূমিকা অভিনয়ের সময়ে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা আপন আপন conception বা ধারণা অনুযায়ী নাটকের নানা স্থান পরিবর্জ্জন করেছেন। এর ফলে বহু-অভিনীত ভূমিকারও ধারণায় বৈচিত্র্য ও নব নব সৃষ্টিকৌশলের সন্ধান পাওয়া যায়।

•

মিনার্ভার "জাতিচ্যুতে"র অভিনয় এখনো কর্ত্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয় নি! কারণ গত রবিবারে দেখলুম, যে-দৃশ্যে রাজা গণেশ গৌড় অধিকার করেন, সেই দৃশ্যটি নূতন পরিবর্ত্তনের ফলে যার-পর-নাই উন্নত ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বাস্তবিক, প্রথম রাত্রের পরে ধারাবাহিক পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তনের ফলে "জাতিচ্যুতে"র অভিনয় এতটা ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে যে, প্রথম রাত্রের দর্শকরা এখন আবার মিনার্ভায় গেলে প্রায়-একখানি নূতন নাটকেরই অভিনয় দেখবার আনন্দ লাভ করবেন। অভিনয়কে নিখুঁৎ করবার জন্যে মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষের এই প্রাণপণ চেষ্টা যথেষ্ট উৎসাহ লাভের যোগ্য। কিন্তু রাজা গণেশের যুগের ছবি দেখাবার সময়ে মিনার্ভা এখনো রঙ্গমঞ্চের উপরে আধুনিক দেশলাই ব্যবহার করছেন। এই ত্রুটিটুকু বার বার তাঁদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে কেন? "জাতিচ্যুতে"র মতন সুন্দর নাটকের চমৎকার অভিনয়ের ভিতরে এমন অসাবধানতার পরিচয় আমাদের দৃষ্টিকে ব্যথিত করে।

•

গতবারে রঙ্গমঞ্চের আলোকপাতকৌশল নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি যে, নটের মতন আলোকও রঙ্গমঞ্চের উপরে বিভিন্ন ভাবের সন্ধান দেয় এবং অভিনয় করে। নাট্যমন্দিরে "দিগ্বিজয়ী"র অভিনয়ে আলোকপাতের একটি সূক্ষ্ম কৌশল বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে, দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যে। আলো ফেলবার এমন কায়দা বাংলা রঙ্গমঞ্চে আর কখনো দেখা যায় নি। অত-বড় হত্যাকাণ্ডের ভয়াল ও বীভৎস ভাব রঙ্গমঞ্চের উপরে জল্-জ্বলে হয়ে ফুটে ওঠে অত্যন্ত সরল উপায়ে—প্রধানতঃ, আলোকপাতের গুণেই। এমন-কি রক্তারক্তির চমকপ্রদ ইঙ্গিতও বাদ যায় না। আলোক যে এতটা সফল হ'তে পেরেছে, তার আসল কারণ এখানে তা স্থির হয়ে থাকে না। কখনো ম্লান, কখনো উজ্জ্বল এবং কখনো বা রঙিন হয়ে সে নাটকীয় ক্রিয়ার সঙ্গে তাল ও সঙ্গতি রেখে নিজের গতির চাঞ্চল্যকে প্রকাশ করে।

•

কিন্তু শিশিরকুমার কি নিষ্ঠুর! আজকালকার যে-কোন ভালো নটেরও পক্ষে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করা কী কঠিন! সালে বেগের ভূমিকায় বিশ্বনাথ যে প্রশংসনীয় অভিনয় করেন এ কথা আগেই বলেছি। কিন্তু তাঁর সমধিক শক্তিসম্পন্ন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চাতুর্য্যপূর্ণ নির্দ্দয়তার ফলে অমন সুন্দর অভিনয় ক'রেও তিনি উচিতমত স্থায়ী ভাবপ্রকাশ করতে পারেন না। দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের পরে সালে বেগ যখন একটি মনোহর ভঙ্গি দেখিয়ে প্রস্থান করেন, তখন অন্য কোন অভিনেতাই তাঁর উপরে টেক্কা মারতে পারত কিনা সন্দেহ। শিশিরকুমার কিন্তু নিজের অপূর্ব্ব প্রতিভার গুণে সালে বেগের সামনে নাদিরকে নিষ্প্রভ হ'তে দেন না। তিনি এখানে দুই পা এগিয়ে সালে বেগের পূর্ব্বোক্ত ভঙ্গির এমন একটি 'ক্যারিকেচার' দেখান যে, বিশ্বনাথ যাবার সময়ে যেটুকু ভাব সৃষ্টি ক'রে যান, তার সমস্তটাই লুপ্ত হয়ে যায়!

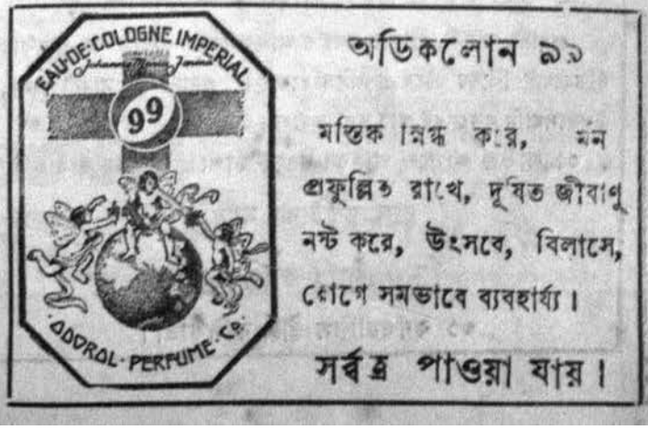
•

শিশিরকুমারের পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয় করা কঠিন ব'লেই শিক্ষানবীশের পক্ষে তা অত্যন্ত ফলপ্রদ। যার মস্তিষ্ক আছে, শিশিরকুমারের সঙ্গে কিছুকাল অভিনয় করবার সুযোগ পেলেই তার পক্ষে তৈরি হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা। সুতরাং এ-হিসাবে শিষ্য-স্থানীয় সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয়ের সময়ে শিশির-কুমার নিজের সুর না নামিয়ে তাঁদের উপকার ছাড়া অপকার করেন না, কারণ বাধার ভিতরেই তাঁদের শক্তির বেগ বাড়বে—ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতরে নদীর তরঙ্গের মত!

•

ভারত-নারীর ভূমিকায় শ্রীমতী কঙ্কাবতীকে দেখলুম। এই ভূমিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে শ্রীমতী কঙ্কাবতীর অভিনয়ের তুলনা না ক'রেই বলছি, তাঁর এই প্রথম রঙ্গাবতরণ অত্যন্ত আশাপ্রদ। বাংলা রঙ্গমঞ্চে এখন যাঁরা বিখ্যাত অভিনেত্রী, তাঁদের অনেকেরই প্রাথমিক অভিনয় দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছে। তাঁদের তুলনায় শ্রীমতী কঙ্কাবতীর এই প্রথম অভিনয় আশাতীত রূপে অধিকতর চিত্তাকর্ষক এবং ভাববিচিত্র। এবং তাঁর অভিনেত্রী-জীবনের এই উজ্জ্বল আরম্ভ দেখে আমরা অনায়াসেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, অনতিবিলম্বেই তিনি অতুলনীয় যশ ও গৌরবের অধিকারিণী হবেন। উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়।

•



শ্রীমতী কঙ্কাবতীর সব-চেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে, তাঁর কণ্ঠস্বর। যেমন মধুর, তেমনি ভাবের অভিব্যক্তিতে ভরা—তরুণ, তাজা ও অনাহত! রঙ্গমঞ্চে অনেক দিন পরে আবার একটি উল্লেখযোগ্য ঐশ্বর্য্যপূর্ণ নূতন কণ্ঠের সাড়া পেলুম—মনের ঘুম ভাঙিয়ে দেয় যে কণ্ঠ প্রথম ঝঙ্কারেই! তাঁর এই কণ্ঠস্বরের ভিতরে সম্ভাব্য আছে অনেক-কিছুই।

•

তার উপরে তাঁর গানের গলা! তাঁর গানের গলার সম্বন্ধে অত্যুক্তি শুনি-নি, সত্যই তা মোহনীয়! বাংলা রঙ্গালয়ে আর কোন গায়িকার মুখে রবীন্দ্রনাথের গান এমন মধুর ভাবে ও সুরে আত্মপ্রকাশ করে নি। তাঁর গান 'নাট্যমন্দির'কে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতভক্তদের কাছে লোভনীয় ক'রে তুলবে।

•

নাট্যকলাপ্রিয় কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায় মহাশয়ের আগ্রহে ও উদ্যোগে, রাধিকানন্দ-সম্প্রদায় সাধারণ কোন সৎকার্য্যে সাহায্যের জন্যে শীঘ্রই "পাণ্ডব-গৌরবে"র অভিনয় করবেন শুনে সুখী হলুম। এ-রকম প্রচেষ্টা সর্ব্বদাই উৎসাহলাভের যোগ্য। "পাণ্ডব-গৌরবে"র যে ভূমিকালিপি আমরা পেয়েছি তা হচ্ছে এই :—শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। ভীম—কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায় বাহাদুর। দণ্ডী—শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় (ষ্টার-প্রত্যাগত)। সাত্যকি—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ। বলরাম—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বসু এম-এস্-সি। সুভদ্রা—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী। উর্ব্বশী—শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী।

•

উক্ত সম্প্রদায়ের নূতন নাটক "নিবেদিতা"র মহলাও চলছে। সম্প্রদায় ঘোষণা করেছেন, শীঘ্রই তাঁরা নিয়মিত অভিনয় সুরু করবেন। কিন্তু, কোথায়?

•

নাট্যমন্দির খুলনার প্রদর্শনীতে গিয়েছিলেন—গেল বুধ ও বৃহস্পতিবারে কলকাতার অভিনয় বন্ধ রেখে। সেখানেও 'স্বদেশী' নীতি-বাগীশের আর্ত্তনাদ শোনা গেছে কিনা, এখনো খবর পাইনি।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়-লিখিত

মাণকাঞ্চন

(নূতন ও সুবৃহৎ সামাজিক উপন্যাস)

প্রবাসী, মানসী, বাংলার কথা ও আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ইতিমধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। প্রবাসী ও মানসী বলেন, উপন্যাসখানি সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৩৫ পাউণ্ড কাগজে পাইকা হরফে ছাপা। সুন্দর বাঁধাই।

দাম দুইটাকা মাত্র।

ডি, এম, লাইব্রেরী

৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গান

(শ্রীমতী প্রভা)

সাকী!

আন্‌রে মদিরা পিয়ালা ভরি!
সহে না দেরী যায় বিভাবরী!
আকাশের বিজলী আলোয় চালাবো রঙীন্ পানি!
ভাঙাবো নেশার রঙে ভাঙা মোর পরাণখানি!
ঢাল্‌রে সরাব সাকী ত্বরা করি!

সরম মুছিয়া দুটি আঁখি হোতে—
ভাসিবো আজিকে মদিরার স্রোতে!
নিদ্ গেছে চুকে সিঁদ কাটি বুকে
পলায়েছে সে যে মন হরি'!

যদি না দেবে ধরা কেন মন চুরি করে!
না যদি বাসে ভালো কেন তারে মনে পড়ে!
অধীরা হিয়ার মাঝে মদিরার তুফানেতে—
নিভানো বিরহানল নিবিড় নেশায় মেতে!
ঢাল্ সাকী আরো সুরা, পায়ে ধরি!

(সুর—কাজী নজরুলের "সখি বোলো বঁধুয়ারে নিরজনে"।)

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

প্যালেস অফ্ ভ্যারায়েটিজের 'লণ্ডন' কিছু ভালো ছবি নয়। একমাত্র শ্রীমতী ডোরথি গিসের স্ব-অভিনয়ের গুণে এই ছবিটি অখাদ্য হয়নি। পিক্‌চার হাউসের 'গরীবের উঁচু চালে'র (Beggars on Horseback) আরম্ভ বেশ। মাঝখান থেকে একটা উদ্ভট স্বপ্নের খেয়ালের অবতারণা কোরে ছবির আখ্যানভাগকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে সমস্ত ব্যাপারটি ক্ষুণ্ণ করা হোয়েছে। গার্লের (শ্রেষ্ঠ পথ) 'The Better way'ও উল্লেখযোগ্য ছবি নয়।

•

চমৎকার ছবি পিক্‌চার প্যালেসের 'বিয়ের রাগিণী' (The Wedding March)এর প্রযোজক, নায়ক ও লেখক বহুখ্যাত শ্রীযুক্ত এরিক্ ফন্ ষ্ট্রোহিম্ এতে তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়-সৌন্দর্য্য বজায় রেখেছেন। নায়কের বিবাহ-ঘটনায় এর আখ্যায়িকা সমাপ্ত হোলেও এর শেষ পর্য্যন্ত বিয়োগের ব্যথা আছে।

•

আভিজাত্যে গৌরবান্বিত সম্রাটের একজন প্রধান সামরিক কর্ম্মচারী ঐ নায়ক! মিটজি নাম্নী গ্রাম্যবালিকা তাঁকে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসেছিলো —সৈনিকেরও অবস্থা তাই। কত নিশি দুজনে চিরদিন দুজনকে ভালোবাস্‌বে প্রতিজ্ঞা কোরে, চুম্বনে, আলিঙ্গনে প্রেমালাপে তারা জীবনের কতো মধুক্ষণ অতিবাহিত কোরেছে!

•

কিন্তু অর্থের টানাটানিতে এক ধনী ব্যবসায়ীর মেয়ের সঙ্গে সৈনিকের বিয়ে হোলো। বিয়ের দিনে তার প্রাণ যেতো কেননা যে গ্রাম্য যুবকটি মিটজিকে বিয়ে কোর্‌তে চেয়েছিলো—নিকির (নায়কের সংক্ষিপ্ত নাম) প্রেমলাভ কোরে মিটজি যাকে আমলই দিতোনা, সে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলো গির্জ্জে থেকে বেরোবার মুখে নিকিকে খুন কোর্‌বে।

*

কিন্তু রিভল্‌ভার বের কর্‌বার চেষ্টা কোর্‌তেই মিটজি তার হাত আর পকেট প্রাণপণে চেপে ধ'রে বোল্‌লে—'দোহাই তোমার, তুমি ওকে মেরোনা, আমি সত্য অঙ্গীকার কোর্‌ছি তোমারই বিয়ে কোর্‌বো।' সে তাই নিকিকে হত্যা আর কোর্‌লে না।

*

বর ক'নে গাড়ী চ'ড়ে চ'লে গেলো—দেশশুদ্ধ লোক আনন্দিত মনে কৌতূহলী চোখে তাদের দিকে লক্ষ্য কোরে প্রীতিলাভ কোর্‌লে। বরের চোখ দিয়ে কিন্তু অশ্রু ঝ'র্‌লো—আর দূরে মিটজির হৃদয়ের বেদনা তরল হোয়ে দুচোখ দিয়ে উৎসধারায় বইতে লাগলো। সে ব্যথার অশ্রু কোনো দর্শকের চোখই শুক্‌নো রাখেনি।

*

নায়িকার অংশে সুন্দরী অভিনেত্রী শ্রীমতী ফে রে আগাগোড়া যে নিপুণ অভিনয়-সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত কোরেছেন, আমরা প্রতি চলচ্ছবি-রসিককে তা দেখতে আসতে বলি। এই ফে রে শ্রীযুক্ত ষ্ট্রোহ্‌মেরই আবিষ্কার।

*

মণিকাঞ্চন সংযোগ—শ্রীযুক্ত জন ব্যারিমোরের সঙ্গে শ্রীমতী ডোলোরেস কষ্টেলোর শুভ-পরিণয় হোয়ে গেলো। স্বামী স্ত্রী উভয়েই চলচ্ছবি-অভিনয়ে কৃতী, এমন উদাহরণ আরও অনেক আছে যথা :—

স্বামী	স্ত্রী
ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্‌ক্‌স্	মেরি পিক্‌ফোর্ড
বার্ট লাইটেল	ক্লেয়ার উইণ্ডমার
মিল্‌টন্ মিলস্	ডোরিস্ কেনিয়ন
রেজিনাল্ড ডেনি	বেটসি লি
জন্ বাওয়ার্স	মার্গারেট দে লা মত্
রিচার্ড আর্লেন	জোবিনা রাল্‌ষ্টন

*

শ্রীমতী লিলিয়ান গিস্ আজো কুমারী। হলিউডের খবর এই যে, জগদ্বিখ্যাত প্রযোজক শ্রীযুক্ত ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ তাঁকে বিয়ে করেননি বোলে, শ্রীমতী আর বিয়েই কোর্‌লেন না। অবিচল প্রেম! —গি—

নাটক, অভিনেতা ও দর্শক

—•—

(শ্রীভারতকুমার বসু)

নাটক কি ?—কাব্য ?

হ্যাঁ, নাটক কাব্য-সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তবুও তা কাব্যের সীমার বাইরে ঠাঁই পায়। সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি যেমন কাব্যের প্রাণ, নাটকেরও তাই। তবে উভয়ের রূপ হচ্ছে ভিন্ন।

কাব্য উপাখ্যানের আকারে বিবৃত। নাটক কথোপকথনচ্ছলে ব্যক্ত। কিন্তু তা ব'লে যে জিনিষটাই অভিনয়োপযোগী অথবা কথোপকথন-ছলে গ্রথিত হবে, তাই-ই যে নাটক, তার কোন অর্থ নেই। Miltonএর 'কোমাস্', Byronএর 'ম্যান্‌ফ্রেড্', গেটের 'ফষ্ট', মাইকেলের 'মেঘনাদ-বধ', নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকাকারে রচিত হ'লেও, তা নাটক নয়, কাব্য হবে! গেটে বলেন, "প্রকৃত নাটকের পক্ষে কথোপকথন বা অভিনয়োপযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয় নয়।" বঙ্কিমবাবু স্কটের "Bride of Lammermoor" নামক উপন্যাসটীকে নাটক আখ্যা লাভের যোগ্য ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন।

Action অথবা ক্রিয়া হচ্ছে নাটকের একমাত্র প্রাণ। বঙ্কিমবাবু বলেন, "যখন হৃদয় কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, যাহাই



স্বরলিপি
হারমোনিয়ম শিক্ষা
শ্রীপ্রমথচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ত করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডেয়াকিন এণ্ড সন
৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

হউক না কেন, তাহার সমুদয় অংশ কখনও ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা অব্যক্ত থাকে। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া ও কথা নাটককারের সামগ্রী।"

মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি গূঢ়তত্ত্ব আছে, যা আধ্যাত্মিক দর্শনের বা বিজ্ঞানের অপ্রাপ্য। কেবল কবিই তা দেখতে পান। তার প্রকাশই নাটকের উদ্দেশ্য। সেই জন্যই নাটকের সৃষ্টি।

নাটকের প্রকৃত আরম্ভ সেই স্থান থেকে, যেখান থেকে হয় ক্রিয়ার উৎপত্তি। বিভিন্ন নাট্যকার বিভিন্ন উপায়ে নাটকীয় কার্য্যের বীজ রোপণ ক'রেছেন। গ্রীক নাট্যকার Euripedes উপাখ্যানের আকারে নট-নটীর দ্বারা তা বিবৃত ক'রতেন। তার কতকটা হ'তো নাটকীয় কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত, কতকটা বহির্ভূক্ত।

ফরাসী-নাটকে প্রথম-দৃশ্যে নায়ক ও তার অনুচরের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে নাটকীয় ঘটনার পরিচয় দেওয়া হ'তো। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্যকারেরা প্রথম থেকেই তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করবার চেষ্টা ক'রেছেন। সেক্সপীয়ারের "ওথেলো"-নাটকের ১ম দৃশ্যে Brabantior মুখে "With the Moor, sayest thou ?", এবং রোমিও-জুলিয়েট নাটকে ১ম দৃশ্যে নগরবাসীদের মুখে "Down with the Capulets ! Down with the Montagues" কথায় নাটকের ক্রিয়া আরম্ভ হ'য়েছে ! এবং নাটকের সমাপ্তি পর্যন্ত তার সুরই বাঁধা আছে।

নাটক সম্বন্ধে বিখ্যাত জার্ম্মান্-নাট্যকার গেরহার্ট হাউপ্টম্যানের অভিমত হচ্ছে এই :—

"প্রত্যেকেরই কল্পনার এক একটী স্বাতন্ত্র্য আছে। জীবনের নিত্য-ঘটনার মধ্যে মানুষের অন্তর যে-বৈশিষ্ট্যটুকু চায়, এই স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে তাই-ই ! এবং এর মধ্যেই সমস্ত চিন্তাধারার মূল নিবদ্ধ হ'য়ে আছে। এই চিন্তাধারার সঙ্গে যখনি কোন বিরুদ্ধ-চিন্তার সংঘর্ষণ ঘটে, তখনি যা হয়, তা নাটকীয়। দার্শনিক আমাদের সামনে যে যুক্তিধারা উপস্থিত করেন, তা আত্মার বিচারালয়ে অভিমত-সংক্রান্ত অনেক তর্কাতর্কি শোনবার পর, একটা মীমাংসায় উপস্থিত হ'য়েই ! এই জন্যই আমার মনে হয় যে, নাটক হচ্ছে মৌলিক চিন্তারই অভিব্যক্তি,—যার ভিতর দিয়ে বিকাশের পূর্ণতা পাওয়া যায়। কিন্তু দার্শনিকের যেখানে বিশেষ দৃষ্টি, নাট্যকারের সেখানে কোন সম্বন্ধ নেই। তাঁর সংস্রব কেবল মীমাংসার সঙ্গে। এই বিশিষ্ট দিক দিয়ে মানুষের জীবন লক্ষ্য করবার সময়েই প্রচুর সিদ্ধান্তের সৃষ্টি হ'য়েছে, যা থেকে, অধুনা-আদৃত নাট্যশাস্ত্রের দিক দিয়ে, নাটকের ক্ষেত্র হ'য়ে প'ড়েছে অনন্ত-বিস্তৃত ! সুতরাং, যা-কিছুই—বাহ্যিক অথবা আন্তরিক অর্থ নিয়ে প্রকাশ পাক্ না কেন, তা কখনো এই-চিন্তাধারার বাইরে থাকতে পারে না, যে-চিন্তাধারা আর্টের মধ্যে রূপান্তরিত হ'তে পারে।"

কিন্তু নাটকীয় ব্যাপারের মধ্যে আর্টের এই যে প্রকাশ, তার সার্থকতা কেবল যে নির্ভর করে নট নটীর উপর, তা নয়। দর্শকদের উপরও। দর্শকের অন্তর হচ্ছে রঙ্গমঞ্চের দর্পণ ! নট-নটী এবং দর্শকদের মধ্যে কোন সহানুভূতি না থাকলে, অভিনয় হবে একেবারে ব্যর্থ ! অভিনয়ের মধ্যে অভিনেতৃরা প্রাণ দিতে না পারলে, সে-অভিনয় কখনই নাট্য-রসিকদের অন্তর স্পর্শ ক'রতে পারবে না। অভিনয়ের মধ্যে এই 'প্রাণ' কোন বিধি-বিধানের ভিতর দিয়ে পাওয়া যায় না। এই 'প্রাণ' সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে—অভিনয়ের সময়ে অভিনেতৃদের সহানুভূতির উপর।

অভিনয় সম্বন্ধে বিখ্যাত নট মিঃ কেণ্ড্যাল্ বলেন :—"অভিনয় হচ্ছে ফটোগ্রাফির মত। একজনকে এক মুহূর্ত্তেই একশটি লোকের মনে একই ছাপ এঁকে দিতে হবে। নটের অভিনয় এমন হওয়া উচিত, যাতে দর্শকরা বুঝতে পারবে, কি-ভাব নিয়ে সে-অভিনয় হচ্ছে ! আমি যখন অভিনয় ক'রবো, তখন তা এমনভাবে ক'রবো' যাতে আমার দর্শকরা আমার ভাবের দিক দিয়েই তা লক্ষ্য ক'রবে। আমার অভিনয়ের সময়ে আমার অভিনয়ের ভাল-মন্দ হয় ত তারা বিচার ক'রবে। সে-বিষয়ে অবশ্য আমার কোন হাত নেই। আমার অভিনয়ের পরেও হয়ত তারা আলোচনা ক'রতে পারে—"ওমুক নটের অভিনয় ঠিকই হ'য়েছে।" কিম্বা—"ওমুক নটীর অভিনয় হয়েছে ভুল !" অথবা অন্য কিছু। কিন্তু আমি যখন অভিনয় ক'রবো, তখন আমার অভিনয় হবে যেন ঠিক প্রত্যেক দর্শকের মনের-উপর-ফেলা একটী ফটোগ্রাফের মত। এবং আমি অথবা আর যে-কেউ অভিনয় করি না কেন, শক্তির দ্বারা দর্শকের মনে এমন-একটী রেখাপাত ক'রতে হবে, যার দ্বারা অন্ততঃ অভিনয় কালটুকুর মধ্যে নাটকীয় স্থান ও অবস্থার কথা কেবল দর্শকের চোখের সামনে ভাসতে থাকবে।"

এ থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, দর্শক আর অভিনেতৃদের সম্বন্ধ হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন। বিশ্ব-বিখ্যাত অভিনেতা মিঃ কীনও একথা মেনে এসেছিলেন। এবং সেইজন্যেই প্রথম যৌবনে তাঁর অন্তরের একান্ত কামনা, একান্ত সাধনা ছিল দর্শকদের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিবদ্ধ ! কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েক বছর পরে নটোচিত এই ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যের কথা তিনি ভুলে যান ! এই কারণেই, কোন কোন সমালোচকের মতে, তাঁর পতন হ'য়েছিল। এ সম্বন্ধে কীনের এক বন্ধু কীন্‌কে একদিন কোন প্রশ্ন ক'রলে, তিনি দুঃখের

নিবেদন
শীতবস্ত্র ও পোষাক
খরিদ করিবার পূর্ব্বে
ফ্রেণ্ডস সোসাইটির
বিপুল আয়োজন, সুলভ মূল্য ও
ভদ্র ব্যবহার দেখিতে অনুরোধ করি।
বিভিন্ন রকমের শাল, আলোয়ান,
পোষাক ও হোসিয়ারী দ্রব্যের বিচিত্র
সমাবেশ
(একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)
ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮
গোলদীঘির পশ্চিম,
৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট,

রক্ত পরিষ্কার করে
সুরবলী কষায়।
খাইতে কোনও হাঙ্গামা নাই
সি,কে,সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,
২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বল বৃদ্ধি করে

সঙ্গে বলেন, "আর বন্ধু, ওকথা ব'লো না। আমার অবস্থা এখন অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন! এই সেদিন যখন আমি "ওথেলো"য় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমিকায় আমার উৎকৃষ্টতম ভঙ্গীতে অভিনয় ক'রছিলুম, তখন সাম্‌নেকার 'বক্সে' লর্ড এবং লেডী কর্কের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সচীৎকারে 'কাণা-মাছি'-খেলা লাগিয়ে দিয়েছিল। এবং তা দেখে, লেডী কর্ক উচ্চ হাসি হাসছিলেন!"

অবশ্য এই ব্যাপারটীতে আর একটী প্রশ্ন আসে। সে-প্রশ্ন দর্শকদের সম্বন্ধে। অভিনেতৃদের সম্বন্ধে তাদেরও একটা ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য থাকা উচিত। কারণ তাদের আন্তরিক উৎসাহই অভিনেত্রীদের অভিনয়কে উদ্দীপ্ত ও জীবন্ত করে।

অমর-অভিনেত্রী এলেন্ টেরীর সমসাময়িক প্রখ্যাত নট মিঃ টুল্ এ সম্বন্ধে বেশ একটী যুক্তিপূর্ণ অভিমত দিয়েছেন,—"বক্তৃতা দেবার জন্যে সাধারণের তরফ থেকে প্রায়ই আমার ডাক আসে। ভালভাবেই আমি কাজ চালিয়ে দিই। কিন্তু ধন্যবাদ সেই প্রেরণাকে, যা আমি পাই আমার শ্রোতাদের সহানুভূতিপূর্ণ অন্তরের কাছ থেকে। যখন কোন লোক বক্তৃতা দেয়, সে তার চারদিকে উৎসাহিত মুখই আশা করে। এবং সে সময়ে সামান্য একটু প্রশংসার ধ্বনি যে তার বক্তৃতার কাজে কত সাহায্য করে, তা বিস্ময়কর! সামান্য একটী কৌতুকের অভিনয় ক'রে অভিনেতা যখন কলহাসির উৎসাহ পান, তখনি তা তাঁর পরবর্ত্তী অভিনয়ে সাহায্য করে। তারপর তিনি বলেন একটী সুন্দর বচন, এবং পান প্রচুর প্রশংসা। এই প্রশংসাই তাঁকে অভিনয়ের উৎকর্ষতায় নিয়ে যায়!"



ফরাসী নটী সারা বার্ণার্ড (হ্যামলেটের ভূমিকায়)

কিন্তু অভিনয়ের সময়ে দর্শক তার কর্ত্তব্য ভুললেই মুস্কিল!···রাম-সীতার বিদায়-দৃশ্য যদি করতালির দ্বারা অভিনন্দিত হয়, এবং কোন হাস্য-রসাত্মক অভিনয় যদি গম্ভীর নীরবতার দ্বারা বরণীয় হয়, তা হ'লে, সে-অভিনয়ের করুণ ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে? দর্শক নয় কি?···'উৎকট উৎসাহ' মাত্রই অভিনয়ের পক্ষে করুণ 'ট্রাজেডি'র মূল!···'প্যায়িস্-অপেরা-হাউসের' বোলো



"ভয়"

বছরের পুরানো গায়ক ছিলেন মিঃ এ্যাডল্‌ফি হুরিট্। 'রবার্টস্'; 'লা হিউগনট্স্'; 'লা জুয়োইভ'; 'গাষ্টেভ্' এবং 'ম্যাসালিন্স্' প্রভৃতি বইয়ে গান গেয়েই তিনি প্রসিদ্ধ হন। কিন্তু কিছুদিন পরেই সম্প্রদায় থেকে তিনি তাঁর পদ পরিত্যাগ ক'রলেন—নতুন এক গায়কের আবির্ভাবে। নতুন গায়কটীর নাম —ডুপ্রেজ্।

ডুপ্রেজ সুবিধে পেলেই গানের 'স্বীভৎসতায়' হুরিটকে ক্ষেপিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রতো। একদিন অভিনয়ের সময়ে হুরিট শুনলেন যে, দর্শকদের মধ্যে ডুপ্রেজ ব'সে র'য়েছে! শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সমস্ত শক্তি যেন পঙ্গুর মত অসাড় হ'য়ে গেল, আর তাঁর গলার স্বরও জড়িয়ে আসতে লাগলো। এর পরই তিনি ফ্রান্স্ পরিত্যাগ ক'রে ইটালীতে যান। সেখানে একস্থানে গান গেয়ে তিনি পেলেন প্রচুর সুখ্যাতি। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, সেই সমস্ত প্রশংসা প্রদত্ত হ'য়েছিল টিপ্পনীর ছলে, তখন তিনি পাগলের মতন হ'য়ে গেলেন। শেষে, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ্চ-তারিখে সকাল বেলায় উপরতোলার জানলার ভিতর দিয়ে ঝাঁপ খেয়ে প'ড়ে, তিনি আত্মহত্যা ক'রলেন!

নাটক যে কী জিনিষ, আর তার অভিনয়ের সময়ে অভিনেতৃ ও দর্শকদের মধ্যে যে কী সুন্দর সম্বন্ধ জেগে ওঠে, তা বিশ্ব-পূজ্য অভিনেতা স্যার্ হেন্‌রী আর্ভিংয়ের নিজের কথাতেই দিলুম:—

"How noble the privilege to work upon these finer—these finest—feelings of universal humanity. How engrossing the fascination of these thousands of steady eyes, and sound sympathies, and beating hearts which an actor confronts, with the confidence of friendship and co-operation as he steps upon the stage to work out in action his long-pent comprehension of a noble masterpiece."

ডাকঘর

—:*:—

এ পর্য্যন্ত আমরা 'পথের শেষে' দেখতে যাইনি তার কারণ :—

(১) মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে হচ্ছে তার অভিনয়।

(২) 'বঙ্গেবর্গী' নাট্যকারের লেখা নাটক।

(৩) দানীবাবুর প্রধান ভূমিকায় অবতরণ।

(৪) সাপ্তাহিক পত্রিকা-বিশেষের নির্ম্মলেন্দুবাবুর অস্বাভাবিক ভাবে চীৎকার করার অভিযোগ।

কিন্তু যাই হোক সেদিন অবস্থা-বিপাকে পড়ে 'পথের শেষে' দেখতে গিয়ে অধিকাংশ স্থলেই আমাদের মত পরিবর্ত্তন করার সুযোগ পেয়ে খুসী হয়ে এসেছি।

এখন কোন্ কোন্ স্থলে আমাদের মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং কোন্ কোন্ স্থলে হয়নি তারই একটু পরিচয় দেব।

(১) মনোমোহন যে মনোমোহনই আছে তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, অভিনয় আরম্ভ হবার কথা ছিল ৫টায়, আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু পৌনে ছ'টায়।

তবে productionএর দিক দিয়ে এবার তাঁদের অনেকটা উন্নতি দেখা গেল।

(এখানে 'প্রোডাক্‌সান' বলতে পত্রপেরক কি বুঝেছেন? দৃশ্যপটের বাহার? কিন্তু দৃশ্যপটের দিকে প্রয়োগকর্ত্তার দৃষ্টি থাকলেই তো কোন নাটক 'প্রোডাক্‌সান' হিসাবে ভালো বলা চলে না! কারণ প্রয়োগ-নৈপুণ্য বলতে, দৃশ্যপটের বাহার বুঝায় না। 'প্রোডাক্‌সানের দিক দিয়ে আমরা তো "পথের শেষে"র অভিনয়ের ভিতরে সুখ্যাতিযোগ্য কিছুই আবিষ্কার করতে পারি নি এবং নিশ্চয়ই এটা আমাদের অপরাধ নয়! নাচঘর-সম্পাদক।)

(২) নাট্যকার সম্বন্ধে আমাদের মত পূর্ব্বেও যা ছিল এখনও তাই আছে।

(৩) দানীবাবুর সম্বন্ধে যে আমাদের ধারণা কতদূর মিথ্যা তা তিনি সেদিন বেশ প্রমাণিত করে দিয়েছেন। এরূপ প্রাণখোলা অভিনয় তাঁর অনেকদিন দেখি নি। তিনি যে আজও কারও অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নন যেন এই কথাই সপ্রমাণ করবার জন্যে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। বাস্তবিক আমরা তাঁর অভিনয় দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে এসেছি।

(৪) প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত নির্ম্মলবাবুর অভিনয় দেখলাম। কিন্তু কই, কোথাও ত তাঁকে অস্বাভাবিক ভাবে চীৎকার করতে দেখলাম না! তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে বলতে গেলে শুধু বলতে হয়, চমৎকার। এই ভূমিকার এর চেয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আর হ'তে পারে কি না জানি না। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও বেশ সুঅভিনীত হয়েছিল। এখন মনোমোহন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের অনুরোধ, নাটক নির্ব্বাচনের সময় তাঁরা যেন একটু বিশেষ ভাবে বিবেচনা করেন। এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্ততঃ কাছাকাছি সময়েও যেন অভিনয় আরম্ভ করবার চেষ্টা করেন। আর দানীবাবুকে যেন বয়সোচিত ভূমিকায় নামান। এই হ'লে তাঁরা দর্শকদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভে সমর্থ হবেন।

আর একটা কথা এখানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও না বলে পারছি না। আমরা (সাধারণ দর্শক) প্রায়ই পূর্ব্বে সমালোচনা প'ড়ে অভিনয় দেখতে যাই। সুতরাং যাঁরা সমালোচনা করেন তাঁরা যদি ঠিক ভাবে সমালোচনা না ক'রে সমালোচনার ভিতর দিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-ভাবই প্রকাশ করেন, তবে সাপ্তাহিকের পাঠক তথা দর্শকদের প্রতি বড় অবিচার করা হয়। এবং সমালোচকদের নামেও কলঙ্ক আসে। সুতরাং আশা করি যাতে আমরা খাঁটী সমালোচনাটী পাই সমালোচকগণ যেন সেইদিকে একটু দৃষ্টি রাখেন। ইতি

শ্রীবিপ্রদাস চৌধুরী বি-এ

গান

(শ্রীভারতকুমার বসু)

—:—

বনের মনের সবুজ পুলক
কখন্ এসে
ছুঁইয়ে গেছ ওগো বঁধু,
নিশীথ-শেষে!
কমল্-পুরীর রং-মহলে
আল্‌পনা দেয় তাই কে ছলে,
চরণ তোমার ক'রতে বরণ
সুষম্ বেশে!
রঙের ডালায় ফুলের মালায়
ভুবন ভোলায় গো!
সেই মালাতে গানের স্বপন
তপন দোলায় গো!
ভোরের আলোর বন্দনাতে
তাইত কুঁড়ির গন্ধ মাতে;
বাউল্ যেন আউল্ বাতাস
বেড়ায় ভেসে!

নূতন নাটক! নূতন নাটক!!
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত
দিগ্বিজয়ী
১১নং কলেজ স্কোয়ার
নাচঘর কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শ্যামলদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ি—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতায় অতুলনীয়!

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সূটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

আমরা কলিকাতার প্রদর্শনীতে স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্রের আয়োজন করিয়াছি দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি.বি]

শনিবার ২৭শে মাঘ, রাত্রি ৭ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৪॥ টায়

জাতীয় গৌরবে সমুজ্জ্বল—বাংলার একমাত্র

সময়োপযোগী পঞ্চাঙ্ক নাটক

জাতিচ্যুত

রাজা গণেশ—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
আজিম শা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
যদুমল্ল—শ্রীভূমেন রায় (এমেচার)
দিনরাজ—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
জীবনরায়—শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
এব্রাহিম—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গিরিনাথ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
ন্যায়রত্ন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
ত্রিপুরাসুন্দরী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা
নবকিশোরী—শ্রীমতী শশিমুখী
কল্যাণী—শ্রীমতী নবতারা
আসমান—শ্রীমতী আসমানতারা
উমা—শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ)

আগ্রম টিকট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে. মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ২৭শে [illegible], রাত্রি ৭॥০ টায়

দিগ্বিজয়ী

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রবিবার ২৮শে মাঘ, ম্যাটীনী ৪॥০ টায়

দিগ্বিজয়ী

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলে স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো ঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৩রা ফাল্গুন
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

আজ গল্প বলব। জগৎবিখ্যাত রুস ঔপন্যাসিক টলষ্টয়ের কথা। গল্পগুলি রুসিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নট ষ্টানিস্‌লিউস্কির আত্মজীবনী থেকে গৃহীত। জনৈক প্রতিভাবান রুসের মুখে রুসিয়ার এই মহামানুষের কথা শুনতে নিশ্চয়ই সকলের ভালো লাগবে।

*

ষ্টানিসলিউস্কি বলছেন, "তখনো মস্কো আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আমরা সবাই সখের অভিনেতা। শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডেভিডভের বাড়ীতে মহলা চলছে। মাঝে মাঝে ভোজ ও হাসি-তামাসারও অভাব নেই।

*

"এমনি এক ভোজের সময়ে, চাষার পোষাক প'রে একটি বুড়ো লোককে দেখা গেল, বাড়ীর ফটকের কাছে। লোকটি যখন বাড়ীর ভিতরে এলেন, গৃহস্বামী তাঁকে আদর-অভ্যর্থনা করলেন যথেষ্ট। শুনলুম তিনিই হচ্ছেন টলষ্টয়।

*

"প্রথমে আমরা তাঁকে মোটেই চিনতে পারি-নি। তাঁর অসংখ্য ফোটোগ্রাফের একখানিও দেখে তাঁকে চেনবার উপায় নেই। এই জীবন্ত মানুষটিকে স্বচক্ষে দেখলে মনের ভিতর যে ভাবের উদয় হয়, কোন ফোটোগ্রাফই তার পরিচয় দিতে পারে না। সেই মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—এক মুহূর্ত্তেই যা আত্মার ভিতর পর্য্যন্ত দেখতে পায়—ফোটোগ্রাফের সাধ্য কি তাকে ফুটিয়ে তুলবে! সে চোখে আছে জ্ঞানে ও হৃদয়ে উন্নত এক মানুষের দৃষ্টি—এই তীব্র ও তীক্ষ্ণ, এই কোমল ও প্রোজ্জ্বল!

*



"টলষ্টয় যখন কারুর দিকে তাকান, তখন তিনি নিশ্চেষ্টের মতন হয়ে যান। তারপর যেন তিনি তার আত্মার ভিতরে ঢোকেন এবং ভিতরকার সমস্ত সার-পদার্থ বার ক'রে আনেন—কি ভালো, কি মন্দ। এরকম সময়ে তাঁর দৃষ্টি ভারি ভারি চোখের পাতার পিছনে লুকিয়ে থাকে—মেঘের পিছনে সূর্য্যের মত। সময়ান্তরে তিনি আবার শিশুর মতন কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, তাঁর তীব্র দৃষ্টিও আনন্দ-কৌতুকে ভ'রে ওঠে এবং ভারি ভারি পাতার পিছন থেকে সমুজ্জ্বল ভাবে বেরিয়ে আসে—ঝড়ের পরে সূর্য্যের মত। কেউ যদি কোন চিত্তাকর্ষক ভাব প্রকাশ করতে পারে, তবে তা সর্ব্বপ্রথমে উপভোগ করবেন টলষ্টয়ই। সে-সময় তিনি যুবকের মতন চঞ্চল হয়ে উঠবেন এবং তাঁর চক্ষের ভিতরে জ্বলতে থাকবে কলা-প্রতিভার অগ্নি।

*

"সর্ব্বপ্রথমে আমি যখন প্রথম তাঁকে দেখি, তখন তাঁর মুখের উপর দিয়ে পেলব, শান্ত, সদয় ও মমতাময় ভাবের স্রোত লীলায়িত হয়ে যাচ্ছিল। একদল শিশু তাঁর চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তিনিও তাদের সঙ্গে খুসিমুখে গল্পগুজব করছিলেন। আমরাও একে একে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলুম। এবং তিনিও প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দ্দন করবার সময়ে তাঁর সেই তীব্র দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। তিনি যখন আমার দিকে তাকালেন, তখন মনে হ'ল আমি যেন 'বুলেটে'র দ্বারা আহত হলুম!

*

"যতদিন টলষ্টয় বেঁচেছিলেন, ততদিন আমরা—রুসিয়ানরা বলাবলি করতুম যে, "টলষ্টয় যখন বেঁচে আছেন তখন আমাদেরও বেঁচে থেকে

কী আনন্দ!" জীবন যখন দুর্ব্বহ মনে হ'ত এবং মানুষকে মনে হ'ত বুনো জানোয়ারের মত, তখন কেবল এই চিন্তাই আমাদের সান্ত্বনা দিত —"রুসিয়ায় টলষ্টয় এখনো জীবিত আছেন"—এবং আমাদের জীবনের প্রতি ভালোবাসা আবার ফিরে আসত!

*

"যাক্,—যে-কথা হচ্ছিল: ভোজ ও হাসি-গল্পরার মাঝখানে এই কৃষক-বেশধারী মহাত্মার আবির্ভাব আমাদিগকে একেবারে স্তম্ভিত ক'রে দিলে। তার উপরে টলষ্টয় এসে বসলেন ঠিক আমার সাম্‌নেই। এবং আমাকে নিশ্চয়ই একটা অদ্ভুত জীবের মতন দেখাচ্ছিল, কারণ তিনি অনেকবার আমার দিকে কৌতূহল-মাখা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

*

"তারপর তিনি সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে আমাকে কি-একটা কথা সুধোলেন। আমি বুঝতে পারলুম না, জবাবও দিতে পারলুম না। সকলে হেসে উঠল। আমি আরো-বেশী হতভম্ব হয়ে গেলুম।

*

"টলষ্টয় জানতে চাইলেন, আমরা কি নাটকের অভিনয় করব? ভেবে-চিন্তেও নাটকের নাম আমি আবিষ্কার করতে পারলুম না! তারপর কেউ আমাকে নাটকের নামটা মনে করিয়ে দিলে।

*

"নাটকখানি হচ্ছে অষ্ট্রোভস্কির সব-চেয়ে জনপ্রিয় রচনা—রুসিয়ায় 'ক্লাসিকে'র মধ্যে গণ্য। এমন নাটকের নাম না-জানা রুসিয়ার শিক্ষিত লোকের পক্ষে কলঙ্কের মত। এবং না-জানলেও মুখে সে কথা স্বীকার করতে অন্য যে-কেহ লজ্জা পেত। কিন্তু টলষ্টয় অম্লানবদনে, শিশুর মতন সরল ভাবে জানালেন যে, ঐ নাটকের বিষয় তিনি ভুলে গেছেন এবং আমার মুখে তিনি তা আবার শুনতে চান।

*

"কিন্তু পরীক্ষা-সঙ্কটে ছাত্রের মত আমারও মন থেকে নাটকের বিষয় একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। কিছুতেই একটা কথাও মনে পড়ল না—আমার বিফল চেষ্টা আবার চারিদিকে কৌতুক-হাস্যের সৃষ্টি করলে। আমার পাশের ভদ্রলোক নাটকের গল্প বলতে গেলেন, কিন্তু তাঁরও অবস্থা আমার চেয়ে উন্নত হ'ল না। শেষটা গৃহস্বামী ডেভিডভ (টলষ্টয়ের বন্ধু) নাটকের গল্প ব'লে আমাদের সে-যাত্রা বাঁচিয়ে দিলেন। নিজের বিফলতায় লজ্জিত হয়ে আমি টলষ্টয়ের দিকে তাকিয়ে রইলুম, দোষীর মত।

*

"চাকর একটি 'রোষ্ট' নিয়ে এল। সকলে মিলে টলষ্টয়কে অনুরোধ করতে লাগল, "আচ্ছা, আপনি কি দয়া ক'রে এক টুক্‌রো মাংস নেবেন না?'—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর থালার ভিতরে সকলেই এক এক খণ্ড মাংস রেখে দিতে লাগল।

*

"টলষ্টয় নিরামিষ খেতেন। কিন্তু অনুরোধ এড়াতে না পেরে তিনি ছোট এক টুক্‌রো মাংস কেটে নিয়ে, অতি-কষ্টে চিবিয়ে খেয়ে ফেললেন। তারপর ছুরি-কাঁটা রেখে দিয়ে ব'লে উঠলেন, "'আমি পারি না! আমি মড়া খেতে পারি না! এ হচ্ছে বিষ! মাংস ছুঁয়ো না, তা'হলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে স্বাস্থ্য, আধ্যাত্মিকতা আর স্বচ্ছ মস্তিষ্ক বলে কাকে!" তারপর নিরামিষ আহার সম্বন্ধে তিনি তাঁর বিখ্যাত মতবাদ ব্যাখ্যা করতে বস্‌লেন।

*

"খুব একঘেয়ে শুষ্ক বিষয়ও টলষ্টয় সরস ক'রে বলতে পারতেন। ভোজন শেষ হ'লে পর একপাত্র কফি নিয়ে টলষ্টয় তাঁর আলাপ করবার শক্তির পরিচয় দিলেন—অনেকক্ষণ ধ'রে। তাঁর বিষয় হচ্ছে Arianদের কাহিনী। Arianরা খৃষ্টানদের সম্প্রদায়-বিশেষ—তাদের সমস্ত ধারণার ভিত্তি ছিল 'সিম্বল' বা প্রতীকের উপরে।

*

"তারপর আমরা রঙ্গালয়ের গল্প সুরু করলুম এবং টলষ্টয়ের সামনে জাঁক ক'রে বললুম যে, মস্কো সহরের ভিতরে আমরাই সর্ব্বপ্রথমে তাঁর পারিবারিক অভিনয়ের জন্যে লেখা "জ্ঞানের ফল" নামে নাটকখানির অভিনয় করেছি (যার প্রকাশ্য অভিনয় 'সেন্সারসিপে'র দ্বারা নিষিদ্ধ)। শুনে টলষ্টয় বললেন, "এই বুড়োকে তোমরা খুসি ক'রে দাও। আমার "অন্ধকারের শক্তি"কেও তোমরা সেন্সরের কবল থেকে উদ্ধার ক'রে তার অভিনয় কর।"—আমরা একসঙ্গে ব'লে উঠলুম, "তাহ'লে সে নাটক-খানি আপনি আমাদের অভিনয় করতে দেবেন?" তিনি জবাব দিলেন, "আমার নাটক অভিনয় করলে আমি তো কারুকেই বাধা দিই না!"

*

"আমরা তখনি ঠিক ক'রে ফেললুম, কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করবে! এমন-কি আমাদের মহলা দেখবার জন্যে টলষ্টয়কে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত ক'রে ফেললুম। টলষ্টয়ও আমাদের যৌবনোচিত উৎসাহের মধ্যে অসঙ্কোচে আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁর সেই মর্ম্মভেদী চক্ষু এখন নির্মেঘ আকাশের সূর্য্যের মত জ্বলতে লাগল—সে চোখ যেন যুবকের চোখ!

*

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ভালো কথা। কি ক'রে ভূমিকাগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলোতে হবে, তোমরা আগে তা ছ'কে ফেল। তারপর সেটা আমাকে দিলেই আমি তোমাদের উপদেশ-মত কাজ করতে পারব!"—আমাদের উপদেশ-মত কাজ করবেন-তিনি? শুনে লজ্জায় আমরা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লুম! আমাদের অপ্রতিভ ভাব দেখে তিনি উৎসাহ দিয়ে এই মর্ম্মে বললেন যে, তাঁকে উপদেশ দেবার শক্তি আমাদের নিশ্চয়ই আছে! কারণ তিনি রঙ্গালয়ের লোক নন, আর আমরা হচ্ছি বিশেষজ্ঞ, প্রভৃতি!

*

"কিছুদিন গেল। আমাদের আগেই অন্য এক সম্প্রদায় "অন্ধকারের শক্তি"র অভিনয় করলে। এবং তার কিছুদিনই পরেই আমি টলষ্টয়ের কাছ থেকে এক আহ্বান-পত্র পেলুম। তখনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলুম। পূর্ব্বোক্ত অভিনয় দেখে তিনি খুসি হন নি। তাঁর ইচ্ছা, আমি আবার "অন্ধকারের শক্তি"র অভিনয় করি। তিনি বললেন, "নাটককে তুমি কি ভাবে বদ্‌লাতে চাও, আমাকে তা বুঝিয়ে দাও।"

*

"আমি অনেকক্ষণ ধ'রে তাঁর কাছে আমার মত ব্যক্ত করতে লাগলুম। আমি তখন জানতুম না যে তাঁর সহধর্ম্মিনী—সোফিয়া আন্দ্রীভ্‌না—পাশের ঘর থেকে আমার কথা শুন্‌তে পাচ্ছেন।

*

"তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে শ্রীমতীর ধারণা ছিল খুবই উচ্চ। সহর থেকে এক ছোকরা এসে তাঁর স্বামীর এক শ্রেষ্ঠ রচনা কিনা বদ্‌লে ফেল্‌তে চায়? আস্পর্দ্ধা আর কাকে বলে?—শ্রীমতী একেবারে আগুন-মূর্ত্তি হয়ে আমার সামনে এসে উপস্থিত! ভীষণ সে আক্রমণ! আমার অবস্থা যা হ'ল, তা আর বলবার নয়! ব্যাপার আরো গুরুতর হয়ে উঠত—টলষ্টয়ের কন্যা এসে তাঁর মাকে যদি না বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতেন!··· ··· ··· আমার এই দুরবস্থার সময়ে টলষ্টয় স্থিরভাবে ব'সে তাঁর দাড়ীতে হাত বুলোতে লাগলেন। আমার পক্ষ সমর্থন ক'রে তিনি একটিও কথা বললেন না। তারপর শ্রীমতী যখন চ'লে গেলেন তখন তিনি বললেন, "ওঁর কথায় তুমি কাণ পেত না। আমার স্ত্রীর মেজাজ ভালো নেই।... ···হ্যাঁ, তারপর? আমাদের কি কথা হচ্ছিল?" ·· ··· ···

*

"মনে আছে, আর একদিন রাজপথে টলষ্টয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। আমার সঙ্গে আর একজন লোক ছিলেন—টলষ্টয়কে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনতেন। সে-সময়ে টলষ্টয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ রচনায় নিযুক্ত ছিলেন।

•

"সেদিন তাঁর মুখ ছিল ভারি অপ্রসন্ন। তাঁর দৃষ্টি চোখের পাতার তলায় ঢাকা। তাঁর কণ্ঠস্বর হয়ে গেছে আর এক রকম।··· ...কঠিন! তাঁর ভাব-ভঙ্গি কেমন উত্তেজিত। ভয়ে ভয়ে এবং সসম্ভ্রমে আমি তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলুম। পরে প্রবন্ধের আকারে যা বেরিয়েছিল, তিনি তাইই বলতে লাগলেন। 'যুদ্ধ' নামে আইনসম্মত হত্যার বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে নিজের মত ব্যক্ত করলেন। সৈনিকগণকে ও তাদের রীতিনীতিকে তিনি নির্দয় ভাবে আক্রমণ করলেন। তাঁর মত আরো জোরালো হয়ে উঠল এইজন্যে যে, তিনি নিজেও একাধিক বার যুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কল্পনা নয়, নিজের অভিজ্ঞতাই তাঁর মতামতের ভিত্তি। ··· ··· তাঁর সেই ঝুলে-পড়া ভুরু, সেই জ্বলজ্বলে চক্ষু—যার ভিতরে যে-কোন মুহূর্তে অশ্রুর আবির্ভাব সম্ভব, সেই কঠিন, উত্তেজিত অথচ আর্ত কণ্ঠস্বর, আমি কখনো ভুলব না!

•

"আচম্বিতে পথের মোড়ে দেখা দিলে, দুজন দীর্ঘদেহ, রক্ষী সৈনিক! তাদের পরোণে লম্বা জমকালো পোষাক, উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ; তাদের তরবারি রাজপথের পাথরের উপরে সশব্দে বেজে উঠছে! সুদর্শন, তরুণ, সাহসী মুখ, বলিষ্ঠ দেহ, পুরুষোচিত ও নির্দোষ চলনভঙ্গী—নয়নের পক্ষে অপূর্ব-সুন্দর!

•

"টলষ্টয় যেন প্রস্তরীভূত হ'য়ে গেলেন, কথা বলতে বলতে একেবারে নীরব হয়ে পড়লেন, তাঁর মুখ-বিবর অর্দ্ধ-উন্মুক্ত, তাঁর দুই চক্ষু নিষ্পলক ভাবে সৈনিক দুটির দিকে প্রসারিত! সূর্য্যোদয়ের আগে রাত্রের অন্ধকারকে ঊষা যেমন আলোকোজ্জ্বল ক'রে তোলে, টলষ্টয়ের চক্ষুও এখন তেমনি কলাবিদের প্রাণের কিরণে ধীরে ধীরে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল—উৎসাহে এবং যৌবনে!

•

"আহা, কী চমৎকার! বেশ! কি সুন্দর ওরা!"—তারপর তিনি পরমোৎসাহে সৈনিকোচিত ভাবভঙ্গির অর্থ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন! সে-সময়ে তাঁকে দেখলেই যে-কোন লোক সহজেই বুঝতে পারত যে, তিনি হচ্ছেন একজন অভিজ্ঞ, প্রাচীন সৈনিক পুরুষ!

•

"একদিন টলষ্টয় ব'সে আছেন, তাঁর কাছে এক লেখক এসে হাজির। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে ব্যাখ্যা হ'ল যে, কি-উপায়ে তিনি এক নূতন আর্ট সৃষ্টি করতে চান! রাশি রাশি বিদেশী শব্দ, নানাশ্রেণীর নূতন লেখকদের বচন, দার্শনিকতা, নূতন-ভঙ্গির কাব্যের সারাংশ—কিছুই বাদ রইল না! এত গৌরচন্দ্রিকার দরকার হ'ল এই কারণে যে, তিনি একখানি নূতন মাসিকপত্র প্রকাশ করবেন। এবং তাঁর ইচ্ছা, টলষ্টয় ঐ-কাগজের লেখক হন।

•

"সমস্তক্ষণ খুব মন দিয়ে টলষ্টয় সব কথা শুনলেন—ঘরের ভিতরে পাইচারি করতে করতে। মাঝে মাঝে থেমে, এই নব-আর্টের সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যবহার করতেও ছাড়লেন না। লেখকের কথা শেষ হ'লে পরও তিনি আরো খানিকক্ষণ নীরবে ঘরের ভিতরে পদচারণ করলেন। তারপর তাঁর সেই দুঃসহ দৃষ্টিতে লেখকের পানে অনেকক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে রইলেন—তাঁর মুখ গম্ভীর ও কঠিন। তিনি যেন বলতে ইচ্ছুক—"তুমি কি আমাকে বোকা বানাতে চাও?"

•

"তারপর এগিয়ে গিয়ে তিনি দরজা খুললেন এবং লোকটির দিকে ফিরে বললেন, "আমি বরাবরই জানতুম যে, লেখক তখনি রচনা করেন যখন তাঁর কিছু বক্তব্য থাকে, যখন তাঁর মনে কোন ভাব পরিপক্ক হয়ে ওঠে এবং যখন সেই ভাবকে তিনি কাগজের উপরে লিপিবদ্ধ করতে প্রস্তুত হন। কিন্তু অমুক মাস বা তমুক মাসের জন্যে লিখতেই হবে ব'লে কেন যে কলম ধরব, এ আমি কখনোই বুঝতে পারি না।"—ব'লেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।"

•

নাট্যাভিনয়ে বিখ্যাত জেরাল্ডাইন ফারার একবার ব'লেছিলেন, "প্রত্যেক অভিনয়ে নিজেকে আমি ছুরি দিয়ে কেটে উন্মুক্ত করি এবং দর্শকদের দান করি আমার আমিত্বকে।"

•

এই যে intensity, বাংলার ক'জন নট-নটীর ভিতরে তা আছে? প্রত্যেক আর্টের সৃষ্টি-রহস্যেরই ভিতরে লুকানো থাকে, একটা বিপুল ব্যথার ইতিহাস। যিনি আসল শিল্পী, অনুভূতি যাঁর জাগ্রৎ, নিজে ব্যথা পেয়ে পরের কাছে তিনি আনন্দ বিলান। কিন্তু তাঁর আনন্দ এই ব্যথার মধ্যেই—ধূপের সুখ যেমন পুড়ে, জননীর আনন্দ যেমন প্রসব-বেদনা ভোগ ক'রে।

•

কবি যখন কাব্য লেখেন, গীতী যখন গীত গান, পটকার যখন চিত্র আঁকেন এবং নট যখন অভিনয় করেন, তখন কর্ত্তব্য সমাপ্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত তাঁদের মন যে কোন্ যন্ত্রণার হিল্লোলে দুলতে থাকে, বাহির থেকে কেউ তো সে সংবাদ পায় না!

•

সময়ে সময়ে মনে হয়, সৃজনক্ষম আর্টের মতন নটের আর্টও যে স্থায়ী নয়, এ একটা মস্ত বাঁচোয়া! এই কারণে এক হিসাবে নটেরা কবি ও চিত্রকর প্রভৃতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এমন একটি রঙ্গালয় স্থাপন করলে মন্দ হয় না, যেখানে মধ্যযুগের য়ুরোপীয় Troubadourদের এবং স্পেনের বেদেদের মতন নটেরাও নিজেদের আর্টের স্বাধীন স্রষ্টা হ'তে পারবেন।

•

কেননা সৃজনক্ষম আর্টের অসুবিধাও বড় কম নয়। স্থায়িত্বের জন্যে তার মহিমা কীর্ত্তন করা হয়, কিন্তু ঐ স্থায়িত্ব কেবলই সুফল প্রসব করে না; তার মধ্যে অনিষ্টের বীজও আছে। অমুক অমর কবি একখানি প্রথম শ্রেণীর কাব্য লিখলেন এবং অমুক অমর চিত্রকর একখানি অপূর্ব্ব ছবি আঁকলেন, আর তারা ঠিক সেই ভাবেই চিরকাল রয়ে গেল—অনুকারীদের পক্ষে সুলভ আদর্শের মত!

তার ফল কি? একখানি ভালো কাব্য বা চিত্রের জন্যে আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে অসংখ্য নির্ব্বোধ কবি ও চিত্রকরের জঘন্য অনুকরণের অত্যাচার সইতে বাধ্য হই! আদর্শ কবি ও চিত্রকর যে-ভাবে কাজ ক'রে গেছেন, আর-সকলে ঠিক সেই ভাবে কাজ করেন নি ব'লে নিন্দিত হয়েছেন, পৃথিবীর সব দেশেই এমন অধঃপতনের যুগও বার বার দেখা গেছে। এদেশে তার দৃষ্টান্ত দেবে বঙ্কিম, মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবন। এমন-কি, একালের উপযোগী নূতন নাটক দেখলে এখনো কেউ কেউ প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্রের বচন আউড়ে খোঁটা দিতেও ছাড়েন না!

•

Henry C. Lunn একটি কাজের কথা বলেছেন:—"You will find that people will often praise a bad fugue because Bach (সঙ্গীতকলাবিদ) has produced so many good ones."

যদি কেউ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে সমস্ত সৃজনক্ষম আর্টকেই নষ্ট ক'রে ফেলতে চায়, তাহ'লে আমরাও তাকে বাধা দেব বটে, কিন্তু সে-উন্মত্ততার ভিতরে হয়তো বা কিছু কিছু যুক্তির অভাব না থাকতেও পারে! কারণ তাহ'লে অনুকারীর দলও দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। এবং পরে যখন যথার্থ প্রতিভাবানের আবির্ভাব ঘটবে, তখন তিনি যা দেবেন তা হবে সত্যসত্যই অপূর্ব্ব ও বিচিত্র!

•

এত শত বৎসর পরে ভারতীয় চিত্রকররা আবার অজন্তার ভিত্তি-চিত্রের অনুকরণে আঁকতে সুরু করেছেন! এ অনুকরণের মোহের একটা জম্‌কালো নামও দেওয়া হয়েছে—'রেনেসাঁস'! কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে অজন্তা-চিত্রমালার যোগ আছে কোন্‌খানটায়? আধুনিক শিল্পীরা নিজেদের ভাবপ্রকাশের জন্যে নূতন কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে কি এতই অক্ষম?

•

রবীন্দ্রনাথ "মানসী" ও "সোনার তরী" প্রভৃতি লিখেছেন একাধিক যুগ আগে। অথচ আজও বাংলার কাব্য-সাহিত্যের ভাণ্ডার তার অসংখ্য অনুকরণে এমন পরিপূর্ণ হয়ে আছে যে, সেখানে এখনো কিছুকাল ধ'রে নূতন কোন সৃষ্টির ঠাঁই হবে কিনা সন্দেহ! হয়তো এই নূতন সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের তুলনায় নিম্নশ্রেণীর হবে—কিন্তু শ্রেষ্ঠ অনুকরণের চেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিরও ভিতরে কি বেশী রস, বেশী বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না? রবীন্দ্র-যুগেই অক্ষয়কুমার বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথ সেন নব নব সৃষ্টি-কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু অনুকরণের ক্রমবর্দ্ধমান স্তূপের বিশালতার তলায় তাঁদের কাব্যাবলী এরি-মধ্যেই ধীরে ধীরে চাপা প'ড়ে যাচ্ছে।

•

কতকাল আগে সেক্সপিয়ার প্রভৃতি যে নাটকাবলী লিখেছিলেন, বাংলা রঙ্গালয়ের নাট্যকারগণ আজও তারই নকল ক'রে দিন কাটাচ্ছেন। (অথচ যে-সব দেশে সেক্সপিয়ার প্রভৃতি প্রাচীন নাট্যকারের জন্ম, সে-সব দেশে আজ আর কেউ তাঁদের অনুকরণ করে না!) বাংলা দেশের কথাসাহিত্যেরও আদর্শ হয়েছে বরাবরই পাশ্চাত্য কথাসাহিত্য। অতি-আধুনিক বাঙালী লেখকদেরও নূতনত্বের বড়াই ভেঙে যায়, অতি-আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করলে! তাঁরাও নিম্ন শ্রেণীর নকলিয়া মাত্র।

•

নটের কাজ ভিন্ন-ধরণের।" "It depends upon the contemporary individual, and some of its most thrilling effects may be entirely accidental. Any traditions which persist in interpretative art must be carried in the memory." এবং তার উপরে সৌভাগ্যক্রমে, "on the whole, styles in acting, in singing, and in dancing frequently change."

•

গিরিশচন্দ্র অমর নট বটে, কিন্তু তাঁর অভিনয়-ভঙ্গি অমর হয়ে নেই। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ভাবাভিব্যক্তির শক্তি, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নইলে বাংলাদেশে আজ আর অভিনয়ের কোন নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহ! ব্যক্তি বিশেষের অতুলনীয় অভিনয়ের এই অস্থায়িত্ব দুর্ভাগ্যের বিষয় হ'লেও, আর এক হিসাবে উপকারের জনক। কারণ এর ফলে নাট্যজগতে অনুকারীর সংখ্যা হয় অপেক্ষাকৃত কম। অবশ্য বিখ্যাত নটের সমসাময়িক অনুকারীর অভাব থাকে না বটে, কিন্তু দু-এক যুগের ভিতরেই তারাও পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

•

তাই রঙ্গালয়ে—অর্থাৎ অভিনয়-কলার ভিতরে যত নূতনত্ব ও বিচিত্রতা প্রকাশের সুযোগ থাকে, অন্যান্য চিরস্থায়ী সৃজনক্ষম কলার ভিতরে তা থাকে না। এবং সৃজনক্ষম নয় ব'লে অভিনয়-কলাকে বিশেষজ্ঞরা আর্টের নিম্নশ্রেণীতে যতটাই নামিয়ে দিন না কেন, একদিক দিয়ে তা কাব্য বা চিত্রকলার চেয়ে ঢের বেশী উপভোগ্য ও প্রশংসাযোগ্য।

•

বাংলা দেশে এমন রাম অনেক আছেন, যাঁরা উল্টো বুঝতে খুবই মজবুত। তাঁদের সান্ত্বনার জন্যে এইখানে ব'লে রাখা দরকার যে, সৃজনক্ষম কলার নিন্দা বা তাকে ছোট করার উদ্দেশ্যে এ আলোচনার জন্ম নয় এবং বর্ত্তমান আলোচনার সঙ্গে আমাদের মতামতেরও বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। নানান্ আর্টকে আমরা নানান্ দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করছি—এইমাত্র। প্রত্যেক আর্টকে গভীরভাবে বুঝতে হ'লে এ-রকম চেষ্টার দরকার। এইজন্যেই কিছু কাল আগে সৃজনক্ষম আর্টের শ্রেষ্ঠতার তুলনায় নানা হিসাবে অভিনয়-কলার সংকীর্ণতা ও নিকৃষ্টতা নিয়েও আমরা যেমন আলোচনা করেছি, এবারে নানা দিকে অভিনয়-কলার সার্থকতাও যে কতখানি থাকতে পারে তাও তেমনি দেখবার চেষ্টা করলুম।

•

আচ্ছা, বাংলা রঙ্গালয়ে গানের সুরের উন্নতি হ'তে কি এখনো অনেক দেরি আছে? 'ষ্টারে' ও 'মনোমোহনে' গানের সুরে কথার উপযোগী ভাবের অভিব্যক্তি তো বহুকালই কর্ণগোচর হয় নি, মাঝে 'নাট্যমন্দিরে' একবার এ

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়-লিখিত
মাণিকাঞ্চন
(নূতন ও সুবৃহৎ সামাজিক উপন্যাস)
প্রবাসী, মানসী, বাংলার কথা ও আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ইতিমধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। প্রবাসী ও মানসী বলেন, উপন্যাসখানি সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।
৩৫ পাউণ্ড কাগজে পাইকা হরফে ছাপা। সুন্দর বাঁধাই।
দাম দুইটাকা মাত্র।
ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট কোসত মাত্র ৭টী ঔষধ মূল্য ১৸৹ সুদ্ধ ৪৲
বিনামূল্যে চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।
ইলেকট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফাষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

চেষ্টা কিছুদিনের জন্যে জেগে উঠেছিল মাত্র। কিন্তু 'নাট্যমন্দির'ও এদিকে এখন অন্যান্য রঙ্গালয়ের দলে ভিড়ে গেছেন—আগেকার "সীতা", "বসন্তলীলা", ও "জনা" প্রভৃতির সঙ্গে "হাস্যনোহানা" ও "দিগ্বিজয়ী" প্রভৃতির গানের সুরের তুলনা করলেই সত্যটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে (অবশ্য প্রতিভাবান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু ও কৃষ্ণচন্দ্রের ভিন্ন-রঙ্গালয়ে যোগদানও এর অন্যতম প্রধান কারণ)। কিন্তু 'নাট্যমন্দিরে'র কৃষ্ণচন্দ্রও 'মিনার্ভা'য় এসে তেমন যুৎ ক'রে উঠতে পারছেন না কেন?

•

কৃষ্ণচন্দ্রের সুর দেওয়ার শক্তি দীর্ঘতর অভিজ্ঞতার ফলে এখন বেড়ে ওঠবারই কথা এবং আমরা বিশ্বাস করি তাঁর শক্তি এখন বেড়ে উঠেছেও। তবু তার বিকাশ দেখানো তাঁর পক্ষে যে সম্ভব হচ্ছে না, এর একটা মস্ত কারণ হ'তে পারে, উপযোগী গানের অভাব। গানের রচনা ও গড়নের দোষ যে ভালো সুরের শত্রু, এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। অন্যান্য রঙ্গালয়ের কর্ত্তারাও এ-কথা বোঝেন ব'লে ভ্রম হয় না। বাংলা নাটক নাকি গান-হারা হ'লে অচল হয় (যদিও আমরা তা মানি না এবং অসহনীয় গান থাকার চেয়ে গান থাকাই ভালো)! সুতরাং এদেশে নাট্যকার হ'লেই গীত-লেখক হ'তেই হবে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হওয়া অসম্ভব! নাট্যকার তো দূরের কথা, অধিকাংশ কবিও ভালো গান-লিখিয়ে হ'তে পারেন না—গানের সঙ্গে কবিতার নিকট-সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও!

•

যে-সব য়ুরোপীয় রঙ্গালয় গানের জন্যে প্রসিদ্ধ, তাদের প্রত্যেকটিতেই এমন সব লোক নিযুক্ত থাকেন—যাঁদের একমাত্র কাজ, গান রচনা করা। আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক বাংলা রঙ্গালয়েও গীত-লেখকের জন্যে স্বতন্ত্র পদ থাকা উচিত—কারণ গান নইলে তাদের চলে না। এই গীতলেখকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সুরসংযোগকারী যদি গানের কাব্যাংশের ভাবোপযোগী সুর দেন, তবেই 'থিয়েটারী' সঙ্গীতের উন্নতির সম্ভাবনা। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে গীতলেখকেরও সুরবোধ থাকা চাই এবং সুরসংযোগকারীরও কাব্যরসিক হওয়া দরকার—নইলে তাঁদের মিলন হবে গ্রীক ও তুর্কীর মত, কেউ কারুর ভাষা বুঝবেন না এবং প্রতিপদেই বার করতে চাইবেন গালি তরবারি!

•

গেল বারে লিখতে ভুলে গিয়েছি, গত-পূর্ব্ব সপ্তাহে আমরা সহযোগী "ভগ্নদূতে"র জন্মদিন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়েছিলুম। "ভগ্নদূতে"র কর্ত্তৃপক্ষের আদর-আপ্যায়নে এবং অনুষ্ঠিত উৎসবের গীতবাদ্যাদি উপভোগ ক'রে আমরা পরম আনন্দলাভ করেছি। উৎসব-আসরে নানাশ্রেণীর কলাবিদ্যা ও কলা-রসিকের সমাগম হওয়ায় প্রীতিকর আলাপ-আলোচনারও অভাব হয় নি। এবং আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। "ভগ্নদূত" সেদিন পরাজয়-বার্ত্তার পরিবর্ত্তে বহন ক'রে এনেছিলেন যে-সব লোভনীয় পানাহারের পাত্র—অতিথিরা বিপুল উৎসাহে তার সদ্ব্যবহার করতেও পশ্চাৎপদ হন নি।

•

মফঃস্বলের হঠাৎ-নীতিবাগীশদের ভগ্ন-কণ্ঠের তর্জ্জনগর্জ্জনেও কলকাতার রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের অবস্থা যে সর্ষে-ফুল দেখবার মত হয় নি, তার প্রমাণ এই যে, এখনো তাঁরা অকুতোভয়ে মফঃস্বলে যাচ্ছেন এবং আরো বার-কয়েক যাবার আশা রাখেন।

•

আমাদের 'সব-জান্তা লরেন্স' ওরফে শ্রীমান জংলী খবর দিয়েছেন, কলকাতায় নাকি 'চীনে-থিয়েটার' হচ্ছে—চীনে-পাড়ার বাইরে। আসল ঠিকানাটি তিনি ব'লে দেন নি।

•

জনৈক পত্রপ্রেরক অনুগ্রহ ক'রে জানিয়েছেন, কলকাতায় রঙ্গালয়-বিশেষকে আমরা যদি নিয়মিত ভাবে গালাগালি দিতে পারি, তাহ'লে তিনি আমাদিগকে পুরস্কৃত করবেন। পত্রে তিনি যদি নাম-ধাম ও পুরস্কারের ফর্দ্দ দেন, তা'হলে ভবিষ্যতে সেগুলি প্রকাশ ক'রে আমরা তাঁকে বিখ্যাত ক'রে দিতে প্রস্তুত আছি। বেনামা চিঠি "নাচঘরে" ছাপা হয় না।

•

কলকাতার কোন কোন পথে বায়স্কোপওয়ালারা যুবক-যুবতীর চুম্বনের বড় বড় প্রাচীরচিত্র ("যেমন তেমন চুম্বন নয়—একেবারে 'স্পঞ্জ'-করা চুমু"! কিন্তু 'স্পঞ্জ-করা চুমু' আবার কি ব্যাপার?) দিয়েছেন ব'লে আর একজন পত্রপ্রেরক—শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—অত্যন্ত আপত্তি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা কি সুরাহা করব, বুঝতে পারছি না। কারণ "যুবক-যুবতীর চুম্বনে" বাধা দেওয়া "নাচঘরে"র ব্যবসায় নয়। এজন্যে তিনি বরং শ্রীযুক্ত হেরম্ব মৈত্র বা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়দের কাছে আবেদন করুন! তাঁদের মতামত আমরা সাদরে পত্রস্থ করতে প্রস্তুত আছি। তবে সে-আবেদনেও ফল-ফসল না ফল্‌লে, লক্ষ্মীবাবু আর এক অব্যর্থ উপায় অবলম্বন করতে পারেন। ও-সব ছবি যে-সব পথের শ্লীলতা হানি করেছে, সেখান দিয়ে হাঁটবার সময়ে লক্ষ্মীবাবু যদি লক্ষ্মী-ছেলের মত চক্ষু মুদে থাকেন, তা'হলে মোটর চাপা পড়বার ভয় ছাড়া আর কোন ভয় তাঁর থাকবে না,—এ একেবারে পরীক্ষিত সত্য।

•

অনেক দিন পরে আবার 'ষ্টারে'র প্রাচীরপত্রে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম দেখে খুসি হলুম।

•



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রিট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮

রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ে "পাণ্ডব-গৌরবে"র জোর মহলা চলছে।

*

'নাট্যমন্দির', 'মিনার্ভা', 'ষ্টার' ও 'মনোমোহনে'র "দিগ্বিজয়ী", "জাতিচ্যুত", "ফুল্লরা" ও "পথের শেষে" এখনো শনি ও রবিবারকে দখল ক'রে আছে—অতএব রঙ্গালয়ের আর কোন নূতন খবর দেওয়ার উপায় নেই।

*

আমাদের হৃষ্টপুষ্ট নবজলধরশ্যাম গুজব-সম্রাটের টিকিও আর দেখতে পাচ্ছি না! হ'ল কি? গুজব-সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়নি তো?

*

যারা কাগজ চালায় তারাই জানে, গুজবের দাম কত! বিশেষ, থিয়েটারি গুজব প্রচার করলে 'ফরোয়ার্ডে'র সম্পাদকের মত জেল খাটবার ভয় যখন নেই, তখন গুজব রটাতেও আমাদের সাহসের অভাব যে হবে না, হলপ ক'রে এ-কথা বলতে পারি।

*

অতএব হে কাগজ-ভরানো গুজব, তুমি প্রসন্ন হও।

ফুল-পাওয়ার গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

[এ গানের একটুখানি জন্মকাহিনী বলা দরকার। বন্ধু থাকেন তাঁর বিদুষী প্রিয়াকে নিয়ে কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি সুন্দর সাজানো ফুলবাগানে—কারণ তাঁর ব্যবসায়ে কবিত্বের গন্ধ না থাকলেও তাঁর তরুণ মনটি তাজা কবিত্বের মিষ্টি সৌরভে ভরা। নিমন্ত্রণ পেয়ে গেল হপ্তায় তাঁর কাছে গিয়ে, তদীয় মমতাময়ী সহধর্ম্মিণীর স্বহস্তে-প্রস্তুত সুখাদ্য খেয়ে ও সুকণ্ঠের গীত-সুধার আস্বাদ পেয়ে এবং কিঞ্চিৎ কাব্য আলোচনা ক'রে একটি নিশ্চিন্ত আনন্দে-নন্দিত সন্ধ্যাকে অত্যন্ত উপভোগ ক'রে এসেছি। আর, আসবার সময়ে 'বিদায়' পেয়েছি সোনা নয়, রূপো নয়—কিন্তু তার চেয়েও অমূল্য ও দুর্লভ একটি চোখজুড়ানো ডালিয়া ফুল। রাত্রে বাড়ী ফেরবার পর সেই ফুলটিকে লক্ষ্য ক'রেই গানের আকারে এই কবিতাটির জন্ম। সাধ আছে, আর একদিন গিয়ে এই গানটিকে সুরে বন্ধু-পত্নীর মধু-কণ্ঠে শুনে আসব।]

হ্যাঁ ডালিয়া, ফুটলি কবে
আমার সখার বাগানটিতে,—
পাপ্‌ড়িগুলি আল্‌তা-পরা,
কমল-ছবি কোমল চিতে!

*

কবির কাছে তোমার আসা
নিয়ে বিমল ভালোবাসা,
এলি যখন থাক্ ফুটে তুই
কবি-প্রিয়ার ফুলদানীতে।

*

আমার ঘরের আড়াল থেকে ডাকচে তোমায় অপ্‌রাজিতা,
টবের গোলাপ রঙিন ভাষায় তোমার সাথে পাতায় 'মিতা'!

*

দুটি প্রিয় মুখের বাণী
নীরবে তুই দিস্ যে আনি,
—একটি দিনের স্নেহ-প্রীতি,
ধূলো-কালো পৃথিবীতে।

*

এই ডালিয়ার ডালি-ভরা জাগচে যাদের হাসির আলো,
তাদের কথা একলা ঘরে ভাবতে আমার লাগচে ভালো।

*

কুসুম, তুমি শুকিয়ে গেলে,
রাঙা স্বপন লুকিয়ে গেলে,
করুণ স্মৃতি দুলিয়ে দেবে
অশ্রু-সায়র মোর আঁখিতে।

চিত্রনাট্যের রূপকথা

'অচুম্বিত অধর' (Virgin Lips) পার্লে দেখানো হোলো। এর আখ্যান-ভাগ উত্তেজনাপূর্ণ কিন্তু অদ্ভুত। অভিনয়ের সুযোগ অভিনেতা অভিনেত্রী-দের এতে নেইও তেমন। শেষের দিকে শ্রীমতী অলিভ্ বর্ডেনের অভিনয় উল্লেখযোগ্য! তিনি নায়িকার অংশে নেমেছেন। নায়কের অংশে শ্রীযুক্ত জন বোল্‌স্ দু এক জায়গা ছাড়া অসহায় দুর্ব্বলরূপেই চিত্রিত হোয়েছেন। শ্রীমতী ওলিভ বর্ডেনের ব্যঞ্জনাহীন মুখের ভাব (expressionless) তাঁর মতো সুন্দরী ও সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রীর পক্ষে যশের নয়।

*

পিক্‌চার হাউসের' 'জ্যানিস্ মেরেডিথ' দেখে আমরা খুসী হোয়েছি। নায়িকার অংশে রূপসী অভিনেত্রী বহু যশস্বিনী শ্রীমতী মেরিয়ন ডেভিস্ আমেরিকায় রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের দ্বন্দ্বে প্রজাতন্ত্রের অন্যতম বিশিষ্ট সামরিক কর্ম্মচারীকে ভালোবেসে, তাঁকে বিপদে আপদে বিরাট বাধাবিঘ্নের মধ্যে যে সাহায্য কোরেছেন, প্রজাপক্ষের সেনাধ্যক্ষকে যে উপায়ে রাজতন্ত্রের সেনা-সংস্থানের নক্‌সা দিয়ে, প্রজাতন্ত্রের জয়ের কারণ হোয়েছেন, তার প্রত্যেক

রক্ত পরিষ্কার করে
সুরবলী কষায়।
খাইতে কোনও হাঙ্গামা নাই
সি,কে,সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বল বৃদ্ধি করে

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি :—
২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

গতি ভঙ্গী, কি পদব্রজে, কি অশ্বপৃষ্ঠে, কি বন্ধন দশায় কি মুক্তির অবস্থার নিপুণ অভিনয় প্রশংসনীয়। নায়কের অংশে শ্রীযুক্ত হ্যারিসন ফোর্ডের অভিনয়ও ভালো হোয়েছে।

•

'হেঁসে যাও, ভাঁড়, হেঁসে যাও' (Laugh, Clown, Laugh) স্থানীয় গ্লোব থিয়েটারে দেখলুম। আদ্যোপান্ত শ্রীযুক্ত লন্ চ্যানির অপূর্ব্ব অভিনয়ে উজ্জ্বল। এই চিত্রনাট্যের যথার্থ তিনিই নায়ক। অপর শ্রেষ্ঠ অংশে এতে অবতীর্ণ হোয়েছেন শ্রীযুক্ত নিল্‌স্ এ্যাস্থার ও শ্রীমতী লরেটা ইয়ং। এঁদের কেবল আখ্যান-ভাগের পূর্ণতার জন্যেই আনা হোয়েছে—আগাগোড়া এই চিত্রনাট্যের ক্রিয়া আবর্ত্তিত হোয়েছে ক্লাউনের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত লন্ চ্যানির দ্বারা। পাশাপাশি কান্নাহাসির অভিনয়, একই মানুষের যুগপৎ প্রেমী ও ভাঁড়ের বিভিন্ন চরিত্রে সক্ষম ও যোগ্য অভিনয় কতো বড়ো অভিনয়-চাতুর্য্য ও কলা নৈপুণ্যের পরিচয় তা যাঁরা এই সব ছবি দেখেন তাঁরাই বুঝ্‌বেন। এই প্রেমিক হৃদয়ের নিভৃত নিগূঢ় বেদনার আবার পরক্ষণেই সার্কাসের ক্লাউনের স্বাভাবিক রঙ্গতামাসার বিপুল সংঘর্ষের মধ্যে প্রেমাস্পদের সুখের প্রতি নিঃস্বার্থ দৃষ্টি যে ত্যাগের চরিত্রটি ফুটে উঠেছে ভাষার দ্বারা তার স্বরূপটি যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায় না।

•



(গ্রীস ভাস্কর্য্যের একটি বিখ্যাত, ভগ্ন মূর্ত্তি)

প্যালেস্ অফ্ ভ্যারায়েটিজের 'সিরাজ' আমরা এখনো দেখে আস্‌তে পারিনি। আমাদের যে সব বন্ধু এই ছবিটি দেখেছেন, তাঁদের কারুর মুখে এর প্রশংসা কিন্তু শুনিনি। যাই হোক্, নিজে না দেখে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নয়।

•

শ্রীমতী বিলি ডাভ্ সৌন্দর্য্যলাভের এই সঙ্কেত ক'টি দিয়েছেন :—

ঘুম, প্রচুর ; জল, দিনে অনেক গেলাস ; ব্যায়াম, সকালে বিকেলে, কাপড়-চোপড়ের যোগ্য রং নির্ব্বাচন ; মনকে আনন্দিত রাখার অভ্যাসের অনুশীলন।

•

অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে শ্রীযুক্ত ওয়ালেস্ বিয়ারি একদিন শ্রীমতী মেরিয়া সোয়ানসনের স্বামী ছিলেন এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এখানে সঙ্ঘের কোনো চিত্র প্রহসনে তিনি 'মিঁয়ের ভূমিকায় নেমে ছিলেন।

—গি—

গান

(শ্রীমতী প্রভা)

সুর—"গ্রাম-ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে"

নৃত্য-দোদুল নয়ন দুটি তার
আমার প্রাণ নাচায় রে!
ও তার উছল রূপের উজল আলোকে
কালো তমসা ছায় রে!
ও তার রাঙা-চরণ-পতন লীলায়
শিরায় শিরায় শিহর মিলায়
ও সেই চরণ ফেলায় আসন মেলা যে—
আমার মন-মাচায় রে!
আমার সকল কথা—সকল গোপন—
মলিন নিশায় নলিন-স্বপন—
ওযে বন্দী আজি তারি রচা ওই—
সোনার প্রেম-খাঁচায় রে!

নিবেদন
শীতবস্ত্র ও পোষাক
খরিদ করিবার পূর্ব্বে
ফ্রেণ্ডস সোসাইটির
বিপুল আয়োজন, সুলভ মূল্য ও
ভদ্র ব্যবহার দেখিতে অনুরোধ করি।
বিভিন্ন রকমের শাল, আলোয়ান,
পোষাক ও হোসিয়ারী দ্রব্যের বিচিত্র
সমাবেশ
(একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)
ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮
গোলদীঘির পশ্চিম,
৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট,

ডাকঘর

—:*:—

(১)

গত সংখ্যার 'নাচঘরে' প্রকাশিত চিঠিখানা সম্বন্ধে বলতে ইচ্ছা করি—বেশী নয়—এই একটুখানি। যে কয়টী কারণ দিয়েছেন পত্রপ্রেরক 'পথের-শেষে' না দেখতে যাওয়ার, তার একটীও যে যুক্তিসঙ্গত নয়—, তাই শুধু আমরা বলতে চাই। প্রথম কারণ দেখিয়েছেন—"মনমোহন রঙ্গমঞ্চে হচ্ছে তার অভিনয়।" জনপ্রিয় রঙ্গালয় বলতে বুঝায় তিন রকমের মানে, যথা—যেখানে ভাল নাটক অভিনীত হয়। (২) যেখানে ভাল অভিনেতারা করেন অভিনয়, (৩) আর যেখানে লোকের অর্থাৎ দর্শকের ভিড় হয় বেশ ভালো রকমই! এই তিনটীর মিলন শুধু দেখতে আমরা পাই—"নাট্যমন্দিরে"ই—, সমগ্রভাবে বল্লে যদি কেউ প্রতিবাদ করেন তবে আংশিকভাবে তো বটেই। কিন্তু এর পর! অন্যান্য রঙ্গালয়েও—, তাওকি হয়! নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করলে শুধু বল্‌তে হ'বে "ম-ন-মো-হ-ন"। —নয় কি? কাজেই রঙ্গমঞ্চ হিসেবে অপরাধ করেনি 'মনমোহন' এতটুকুও। (দুই নম্বর)—"বঙ্গে বর্গী" নাট্যকারের লেখা নাটক"। এর বিরুদ্ধে—বিশেষ কারণ না হয়ে বরং দেখতে যাবার কারণই হওয়া উচিত ছিল বলে মনে হয়; অন্ততঃ আঁব গাছে যে লিচু হয় না এটা জানবার জন্যে—!

(তিন নম্বর)—"দানীবাবুর প্রধান ভূমিকায় অবতরণ"। এর মানে কি দানীবাবু একেবারে নেহাৎ——? এই এতটুকু থেকে এতবড় পর্য্যন্ত ও-রকম অনাহত উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে কৃতকার্য্যতার সহিত অভিনয় ক'রে যাওয়া—পা' ফেলে ঠিক মতো সময়ের তালে তালে—জানিনা আমরা, আর কেউ পেরেছে কিনা! দানীবাবুর অপূর্ব্ব প্রতিভা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাইনে। কারণ বঙ্কিমের লেখাও নাকি এই সবুজ নেশার যুগের কারো—কারো ভালো লাগেনা। বল্‌বার নেই কিছু—! (চার নম্বর) "সাপ্তাহিক কাগজ বিশেষে নির্ম্মলেন্দুর চীৎকার (লিখতে ভুলে গেছি অস্বাভাবিকরূপে) অভিযোগ!" প্রথমতঃ এর দ্বারা বোঝা যায় যে লেখকের কোনও idea ছিলোনা নির্ম্মলেন্দুর অভিনয় সম্বন্ধে। কারণ, যদি তা থাকৃতো তাহ'লে লেখকের ধারণার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁকে শুধু ব্যাকুল করেই তুল্‌তো—'পথের-শেষে' দেখবার জন্য। তারপরের কথা এই যে, সাপ্তাহিক বল্‌তে বোঝায় শুধু—এক "নাচঘর" আর "আত্ম-শক্তি"। অন্যান্য কয়েকখানি সাপ্তাহিকের নাম বাদ দিলুন। যদি ভুল ক'রে থাকি বাদ দিয়ে, তাহলে রাজি আছি আমরা correct ক'রে নিতে grammatically, এর বেশী নয়। 'আত্মশক্তির' কথা জানিনে। কিন্তু 'নাচঘর' যে এ অভিযোগ আনয়ন করেনি তা ঠিক। কারণ যুক্তিহীন সমালোচনা 'নাচঘর' করেনা—অন্ততঃ আমরা যতদূর জানি। যদি শিশিরকুমারের শিষ্যত্ব-গৌরব কেউ করতে পারে, তো—এক নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী—কেউ নয় আর! "পথের শেষের" production সম্বন্ধে আপনাদের যা মত আমাদেরও তাই। ভালকথা! লেখক বল্‌ছেন যে ৫টার পরিবর্ত্তে আরম্ভ হয়েছিল অভিনয় পৌনে ছ'টায়।

এর উত্তরে আমরা ব'লতে চাই এই যে, যদি বিশেষ কোনও দিনে কোনও বিশেষ কারণে বিলম্ব একটু হ'য়েই থাকে—সে কি এতবড়ই মারাত্মক অপরাধ!

বিলম্বে পাক হ'য়েছে ব'লেই যে মিষ্টান্ন পুড়ে যাবে,—এর কোনই মানে নেই।

Drama হিসেবে যে কিছুই নয়—কিন্তু play হিসেবে যে 'পথের শেষে' successful, এ কথাটা জানিয়েই আমরা বিদায় গ্রহণ করলুম।

শ্রীশচীন দাশগুপ্ত।



স্বরলিপি

হারমোনিয়ম শিক্ষা

শ্রীযুক্ত রৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আরম্ভ করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডেয়াকিন এণ্ড সন্স

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

(সম্পাদকীয় মন্তব্য একটু দেওয়া দরকার মনে করছি। আমাদের পত্র-প্রেরক—অর্থাৎ শচীনবাবু বোধ হয় হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করতে নেমেছেন! গেল বারে বিপ্রদাসবাবুর প্রদর্শিত "পথের শেষে" দেখতে না যাওয়ার প্রথম কারণের বিরুদ্ধে শচীনবাবু কি যে বলতে চান, তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে, এখানে তর্কের উপাদান আবিষ্কার ক'রে তিনি যে বাহাদুরির পরিচয় দিয়েছেন, এ কথা মানতেই হবে। দানীবাবুকে তো বিপ্রদাসবাবুও নিন্দা করেন নি! নায়কের ভূমিকায় নামাতেই হবে ব'লে আজকাল যাতে মানায় না এমন সব ভূমিকাতে প্রায়ই দানীবাবুকে নামানো হচ্ছে ব'লেই "প্রধান ভূমিকায় দানীবাবুর অবতরণ" বিপ্রদাসবাবুর পক্ষে ভীতিকর হয়েছিল। এবং এখনো দানীবাবু নিজের বয়সের যোগ্য ভূমিকায় নামলে তাঁর অভিনয় যে কত উন্নত হয়, তিনি তা দেখিয়েছেনও। "নাচঘরে"র সমালোচনার মধ্যে শচীনবাবু যে যুক্তি দেখতে পেয়েছেন এজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ—যদিও তাঁর মত কারুর কারুর পক্ষে প্রীতিকর হবে না! কিন্তু বর্ত্তমান আলোচনায় তিনি "নাচঘরে"র নাম উল্লেখ না করলেই ভালো করতেন। শচীনবাবুর আর একটি বিশ্বাস ভুল। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক বলতে যা বুঝায়, শিশিরকুমারের সঙ্গে নির্ম্মলেন্দুর তেমন কোন সম্পর্ক আছে ব'লে জানিনা।

আশা করি আবার আর একখানি পত্রের দ্বারা তিনি যেন আমাদের ভালো ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না।)

---

(২)

সেদিন নাট্যমন্দিরে 'দিগ্বিজয়ীর' অভিনয় দেখে এবং পরে সমগ্র নাটক-খানি ও সাময়িক পত্রাদিতে অল্পবিস্তর সে বিষয়ে আলোচনা ইত্যাদি প'ড়ে নাদিরের চরিত্র সম্বন্ধে যে কথাটা বিশেষ ক'রেই আমাদের মনে জাগছিল, ছোট্ট একখানি চিঠির অল্প একটু পরিসরের মধ্যে তাই আজ আপনাদের জানাতে চেষ্টা করব। আমাদের মনে হয়, গ্রন্থকার যোগেশবাবুর ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্র-চিত্রণ-গুণে এবং সৈনিকসুলভ গতিভঙ্গিতে (bearing), স্বরের কঠোরতায়, আচার-ব্যবহারের নীরসতায়, অর্থাৎ এক কথায় শিশিরবাবুর অসামান্য অভিনয়-কৌশলে ইতিহাসবিশ্রুত নাদির কুলির যে মূর্ত্তি রূপে-রসে সজীব প্রাণবান হয়ে উঠেছে, সেটি হচ্ছে সকল প্রকার বৈদগ্ধ্যবর্জ্জিত (uncultered) অথচ স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন উচ্ছৃঙ্খল পশুত্বের শরীরী মূর্ত্তি, এতটুকু ভীরুতা, এতটুকু কৃত্রিমতা যে ক্ষমাহীন কঠোরতায় নিষ্ঠুর হাতে ছেদন ক'রে জগতে একটা শক্তিমান বীর মানব-জাতির সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

জ্বালাভরা মরুভূমির উষর বিস্তারের কোন্ এক ক্ষুদ্র অংশে স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি এতটুকু একটু মরূদ্যানের মত কঠোর নাদিরের শুষ্কজীবনে সিতারার প্রতি প্রেমের যে অপরূপ মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে, দিগ্বিজয়ীর জীবনে সেটাকে একটা দ্বিতীয় অস্তিত্ব (Second personality) ব'লে স্বীকার করা কোনমতেই চলে না। কারণ, প্রতি নিমেষে পরিবর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের আঘাতে এবং রহস্যাচ্ছন্ন অন্তরের গূঢ় তাড়নায় একই প্রাণবস্তুর যে নিত্যনূতন, সহস্র বিসম প্রকাশ, তাদের প্রত্যেকটির জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রাণের কল্পনা করা অপেক্ষা সবটাকে একেরই অব্যাহত অভিব্যক্তি ব'লে মানাই যুক্তিসঙ্গত। ভীম ভৈরব গর্জ্জনে বনস্থলী প্রতিধ্বনিত ক'রে তোলবার ক্ষণেক পরে আপন অধিকৃত বাঘিনীর পাশে ভীষণ শার্দ্দূলের যে নিরীহতা দেখা যায়, সেটাও বাঘের স্বরূপই বটে, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। সেই মত মূর্খ দিল্লীবাসীর সামান্য কৃতঘ্নতার উত্তরে ভয়াল অত্যাচারের অনুষ্ঠানে, নিষ্ঠুর হ'তে নিষ্ঠুরতর



("ভেনাস")

আঘাতে অভিজাত সম্প্রদায়কে জাগরিত করবার চেষ্টায় আমরা নাদিরের যে পশুপ্রকৃতির পরিচয় পাই, প্রবল যৌন আকর্ষণের দুরতিক্রম্য প্রভাবে সিতারার প্রতি সম্রাটের ব্যবহারের নিরাবরণ কোমলতাও তাকে এতটুকু মার্জ্জিত এতটুকু সংস্কৃত করতে পারে নি। সরল নির্ব্বোধ মির্জ্জা মেহেদীর বয়োবৃদ্ধত্ব, অক্ষম মোগলবংশধরের করুণ অসহায়তা, আভিজাত্য-গর্ব্বিতা সিরাজী বেগমের পত্নীত্বের অধিকার, দুর্ব্বল নাসিরুল্লার পুত্রত্বের দাবি—কারও আবেদনই নিষ্করুণ নাদিরের মর্ম্মদ্বারে উপস্থিত হয়ে তার করুণা আকর্ষণ করতে সমর্থ না হলেও, ভারতনারী সিতারার বর্ব্বর স্বামীর হত্যাকাহিনী শুনে উল্লাস দেখে, সিতারা বেগমের অসিনৃত্যের তালে তালে হাততালি দেওয়ায় সহজেই বুঝতে পারা যায়, অনন্যসাধারণ শক্তি ও বীর্য্যের অধিকারী এই গর্ব্বী সম্রাট একমাত্র সাহসিকতারই একনিষ্ঠ পূজারী। আমাদের বিশ্বাস, নাদিরের চরিত্রের এই মূলসূত্র-টুকুর অনুসরণ করলে দ্রুতরাজ্য তামাসের শূন্য সিংহাসন অধিকারে অস্বীকার থেকে স্বীয় পুত্রকে বঞ্চিত ক'রে আহ্‌মেদ আবদালীকে উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করা পর্য্যন্ত কোনও ব্যাপারেই আর সামঞ্জস্য লক্ষ্য করতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র, বি-এ

নূতন নাটক ! নূতন নাটক !!
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত
দিগ্বিজয়ী
১১নং কলেজ স্কোয়ার
নাচঘর কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

চাঁদ-তারা মার্কা এলুমিনিয়মের বাসন

পূজাপার্ব্বণ, উপনয়ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যাপারাদিতে ও

নিত্যনৈমিত্তিক প্রত্যেক কার্য্যে সমান উপযোগী।



"চাঁদ তারা" বিশুদ্ধ এলুমিনিয়মে প্রস্তুত দেখিতে সুন্দর ব্যবহারে ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না, স্থায়ী ও হাল্কা। ভাঙ্গিবার বা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। উপযোগিতায় অতুলনীয়, অথচ মূল্য সুলভ।

তাই বাঙ্গালার গৃহে গৃহে চাঁদ-তারার এত সমাদর। মা-লক্ষ্মীরা আজ চাঁদ-তারার শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কসে প্রস্তুত

গোবর্দ্ধনদাস মানেকলাল,—৫৬।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

ফোনোগ্রাফিং

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শ্যালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ি—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে।

সুলভতার অতুলনীয়!

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সূটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

আমরা কলিকাতার প্রদর্শনীতে স্বদেশী সিল্কের অভিনব চিত্রের আয়োজন করিয়াছি দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি.বি]

শনিবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী, রাত্রি ৭ টায়
পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৪॥ টায়

জাতীয় গৌরবে সমুজ্জ্বল—বাংলার একমাত্র
সময়োপযোগী ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

জাতিচ্যুত

রাজা গণেশ—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
আজিম শা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
যদুমল্ল—শ্রীভূমেন রায় (এমেচার)
দিনরাজ—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
জীবনরায়—শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
এব্রাহিম—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গিরিনাথ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
ন্যায়রত্ন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
ত্রিপুরাসুন্দরী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা
নবকিশোরী—শ্রীমতী শশিমুখী
কল্যাণী—শ্রীমতী নবতারা
আসমান—শ্রীমতী আসমানতারা
উমা—শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ)

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে. মিত্র, বি.এ,—প্রোপ্রাইটর।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ৪ঠা ফাল্গুন, রাত্রি ৭॥০ টায়
রবিবার ৫ই ফাল্গুন, ম্যাটিনী ৪॥০ টায়

দিগ্বিজয়ী

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
আলি আকবর—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
আমেদ খাঁ—শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী
সালেবেগ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
রেজাকুলী—শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
মির্জ্জামেহেদী—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী
(এমেচার)
সাদৎ আলি—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
জ্যোতিষী—শ্রীপ্রদোষকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভাতনারী—শ্রীমতী কঙ্কাবতী
সিতারা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
সিরাজী বেগম—শ্রীমতী চারুশীলা

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১০ই ফাল্গুন
১৩৩৫

নাট্য-জগৎ

—:০:—

বসন্ত সাড়া দিয়েছে। আজ রঙ্গালয়ের মিথ্যার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে গোড়ায় দুটো বাজে কথা কইতে চাই। আজ যে বাজে কথার দিন!

•

বসন্তের সাড়া পেয়েছি—আজকের নতুন হাওয়ায়, আজকের কোকিলের গানে, আজকের আকাশের সুষমায়। ছাদের বাগানে ফুলগাছের ভিতরে যেন কাণাকাণি শুনতে পাচ্ছি। ফুলেল ভাষায় তারা বলছে বসন্তের গল্প।

•

ফুলের ভাষা শিখতে সাধ হয়। তারা কি আজ দুষ্ট ভ্রমর, ফাজিল মৌমাছি আর চপল প্রজাপতির কথা নিয়ে ঘোঁট্ করছে? তারা কি দখিন বাতাসের গুপ্তকথা পরস্পরের কাছে জাহির ক'রে দিচ্ছে?

•

এই আনন্দের দিনে আমার টবে আজ শিউলি ফুলের ফসল ফলে না। শেষ-শিউলিটি ঝ'রে পড়েছে! সখী অপরাজিতারও যৌবন যেন যায় যায়। আজ ক'দিন তার কুঞ্জে মধুকরের প্রেমগুঞ্জন শুনি নি। কিন্তু তবু এখনও সে তার কতক শুক্‌নো হল্‌দে আর কতক সরস সবুজ পাতাগুলি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে অতীতের মতন মিষ্টি হাসি হাসবার চেষ্টা করছে। কিন্তু অতীত ফেরে না। তার হাসি আর ফুল ফোটায় না। হায় সখি!

•

এই অপরাজিতার পাশে আমার অনেক কবিতার জন্ম হয়েছে। তার স্পর্শে পুলকিত হয়ে অনেক গান গেয়েছি! বাইরের উগ্র দৃষ্টির খোঁচায় আমার কবিতা সঙ্কুচিত হয়, আমার গান নীরব হয়—কিন্তু অপরাজিতাকে দেখলে তাদের উৎসাহের আর সীমা থাকে না। অপরাজিতার অস্ফুট আনন্দ-মর্ম্মরের ছন্দ আমার কবিতার মাঝে হয়তো লুকানো আছে, আমার কবিতার শ্লোকও হয়তো তার শাখায় কতদিন ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে।

•



নৃত্য-লীলা

আমার খাতার পাতায় আজ অনতিউজ্জ্বল চাঁদের আলো এসে শুয়ে আছে। তারই স্পর্শাতীত স্নিগ্ধ শুভ্রতার উপরে কলমের আঁচড় কেটে চলেছি—রূপালী খানের উপরে সাজিয়ে যাচ্ছি যেন সারি সারি কালো-ডুরের রেখা। কিন্তু এই কালো লেখার ভিতর দিয়ে বসন্তী চাঁদের আলো তো পাঠকদের মনের দুয়ারে গিয়ে পৌঁছবে না!

•

চাঁদের মুখেও বসন্তের আনন্দ। চাঁদ যে চিরবসন্তের উপাসক! তার ম্লানিমা তাই স্থায়ী হয় না—তার শুভ্র হাসি দিয়ে শীতের কুয়াশাকেও নন্দিত ক'রে তোলে। লক্ষ লক্ষ বসন্তের রঙিন স্মৃতি চাঁদের বুকে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, রাতের শিয়রে ব'সে তাইতো সে চিরদিন আলো-বীণায় স্বপন-রাগিনী বাজাতে পারে, ধরণীর তিমির-আঁচলকে তাইতো সে হীরকে মণ্ডিত ও রূপসুন্দর ক'রে তুলতে পারে। কবির কাছে চাঁদ বসন্তের প্রতীক। কত কবিতার উৎস যে চাঁদ, তার সাক্ষী ঐ তারকারূপসীরা।

•

বসন্তের পায়ের সাড়ায় আজ আমার ছাদের একটি গাছে গোলাপের প্রথম রাঙা হাসি ফুটেছে। গোলাপ যেন বলচে—'হেসে নাও, দুদিন বৈ তো নয়! আমি সুখেও হাসি, দুঃখেও হাসি—আমার মতন তোমরাও আলো-আঁধারে হাসো আর হাসো!'

•

বসন্ত যে বাংলার কাব্য-কুঞ্জ থেকে নব নব পুষ্পের অঞ্জলি লাভ করবে, তাতে আর সন্দেহ নাই। এবং বাংলা রঙ্গালয়েও তার আগমনের প্রমাণ পাওয়া গেছে, 'নাট্যমন্দিরে'র "বসন্তলীলা" অভিনয়ের অনুষ্ঠানে। কিন্তু অন্যান্য রঙ্গালয়গুলিও বসন্তের পালা গা'ন-না কেন?

•

এদিকে মিনার্ভা এখন ইচ্ছা করলে আর-সব রঙ্গালয়েরই উপরে টেক্কা মারতে পারেন। মিনার্ভা কৃষ্ণচন্দ্রকে পেয়েছেন—হোরীর গানে নাট্য-জগতে যাঁর জুড়ী নেই। তার উপরে একজন শ্রেষ্ঠ গায়িকাও তাঁদের দলে আছেন। তাঁরা যদি একটি বসন্তের পালা সুরু করেন, তাঁদের আসরে বোধ করি

LIBRARY

তিলধারণের ঠাঁই হবে না। এখনো সময় আছে, মিনার্ভা আমাদের কথা শুনবেন কি?

*

আমাদের রঙ্গালয়ের অভিনয়ে খালি অন্তঃপ্রকৃতির লীলা দেখানো হবে কেন—বহিঃপ্রকৃতির আহ্বানেও তার সাড়া দেওয়া উচিত। কারণ অন্তঃপ্রকৃতির উপরে বহিঃপ্রকৃতির প্রবল প্রভাব আছে ব'লেই বাংলায় শরৎকালে আগমনীর আশার গান ও বসন্তের উৎসবে হোরীর গান এবং বাংলার বাইরে বর্ষাকালে কাজরীর গান গাওয়া হয়। রঙ্গালয়ে মানুষ যায় তার মনের প্রতিধ্বনি শুনতে। মানুষের মনের সঙ্গে যদি তালরক্ষা না ক'রে চলতে পারে, তাহ'লে তুচ্ছ এই রঙ্গালয়!

*

এই ভারত হচ্ছে মুক্ত আলো-হাওয়ার দেশ! বাইরের সূর্য্যালোক ও বসন্তের বাউল বাতাসকে আমাদের রঙ্গালয়ের ভিতরে অভ্যর্থনা ক'রে আনতে হবে। আলো আর বাতাসের ভিতরে আমাদের জীবন বেঁচে আছে। তাদের পরিহার করলে রঙ্গালয় বাঁচবে কেন?

*

বিলাতী রঙ্গালয়ের কথা আলাদা। সে হচ্ছে শীত-কুয়াশার জন্মভূমি—সেখানে 'ফোটো' তুলে না রাখলে সূর্য্যদেবকে ভুলে যাওয়াও অসম্ভব নয়! সেখানে মানুষ বহিঃপ্রকৃতিকে ভয় করে, তাকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু তেমন দেশের রঙ্গালয়েও প্রকৃতির যে গান শোনা যায়, বাংলা দেশে তারও অভাব।

*

'মুনলাইট-সোনাটা'র সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল ভারতবর্ষেই। কিন্তু ভারতের প্রাচীন বৈঠকী গানে প্রকৃতি-বর্ণনার কি অভাব! এখানকার প্রায় সমস্ত গানই সাধনার বা প্রেমের গান। (মাত্র বাংলা কীর্ত্তনে প্রকৃতির প্রভাব আছে—কিন্তু কীর্ত্তন বৈঠকী গান নয়।) বৈঠকী গানে বসন্ত রাগের মান বাঁচাবার জন্যে মাঝে মাঝে বহিঃপ্রকৃতিকে আহ্বান করা হয় বটে, কিন্তু সে যেন নিতান্ত দায়ে ঠেকে, আদব-কায়দা অনুসারে। আমাদের গানের সুরে প্রকৃতির প্রভাব আছে, গানের কথায় বড় নয়।

*

দেশী গানের কথায় প্রকৃতিকে প্রথম মর্য্যাদার আসন দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অধিকাংশ গানেই বাহ্য-প্রকৃতির বিপুল প্রভাব আছে এবং তাঁর অনেক গানই কেবল প্রকৃতি-বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আধুনিক বাঙালী তাই ওস্তাদী গান ফেলে তাঁর গান শুনতে চায়। বহিঃপ্রকৃতিকে দেখে আমাদের প্রাণের ভিতরে যে নাড়ীর টান জেগে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত তাকে অবহেলা করে নি।

*

সকল আর্টের উপরেই প্রাকৃতিক প্রভাব থাকে যথেষ্ট। দেশভেদে প্রকৃতি তার রূপ বদ্‌লায়, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতিরও রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। কালিদাসের নাটকে সেক্সপিয়ারের নাটকের চেয়ে বহিঃপ্রকৃতির লীলা দেখা যায় ঢের বেশী এবং তার প্রধান কারণ হচ্ছে, কালিদাসের জন্ম ভারতবর্ষে—মানুষ যেখানে বেড়ে ওঠে ধীরে ধীরে প্রমুক্ত আলো-বাতাসের ভিতরে—মাঠের সবুজ তৃণের মত, সরোবরের রাঙা কমলের মত।

*

প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি আছে সহর থেকে দূরে—একেবারে প্রকৃতির কোলের ভিতরে। অনেক স্থলেই তা পাহাড় কেটে কেটে তৈরি করা হয়েছে—যেন তারা স্বাভাবিক ভাবেই পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। এইজন্যে এখানকার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যকেও বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা ক'রে চলতে হয়েছে। খাঁটি ভারতীয় চিত্রের বর্ণবিন্যাস-প্রণালীর ভিতরেও প্রকৃতির যে আলো-হাওয়ার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়, এখানে তা সবিস্তারে বর্ণনা করবার স্থান নেই।

*

ভারতের গানের সুরেও প্রাকৃতিক প্রভাব অল্প নয়। সেকালকার গানের সুরে যাঁরা বাক্য সংযোগ করতেন তাঁরা প্রায়ই এই স্পষ্ট সত্যটা ভুলে যেতেন বটে, কিন্তু তবু ভারতীয় সুরের স্বাভাবিক ধর্ম্মকে অস্বীকার করতে পারেন নি।

*

য়ুরোপের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক জাতি ছিল মুক্ত আলো-হাওয়ার উপাসক। গ্রীক ভাস্কররা তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নর-দেহের উপর থেকে সকল আবরণই খুলে ফেলে দিয়েছিলেন এবং তাঁদের স্থাপত্যের উপরেও প্রাকৃতিক নগ্নতার প্রভাব পড়েছে।

*

এবং এই প্রকৃতি-ভক্ত গ্রীক জাতিই য়ুরোপে প্রথম রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করে। তাদের রঙ্গালয়ে আমরা কি দেখি? "Sun-glare and sun-shadows, the blue Attic sky, the open-air." রঙ্গালয়ের ভিতরে প্রকৃতিকে তারা অবাধে প্রবেশ করতে দিত—কোথাও কোন আবরণ না রেখেই। তারপর দেখুন রোমের রঙ্গালয়। রোমানরা বহিঃপ্রকৃতির কাছ থেকে গ্রীকদের চেয়ে তফাতে এসে পড়েছিল এবং তার ফল কি? সূর্য্যদেব ও পবনদেব বিদায় লাভ করলেন এবং আকাশকে আড়ালে রেখে রঙ্গালয়ের উপরে আবরণ দেওয়ার প্রথা চলল।

*

বাংলার নিজস্ব অভিনয়ের আসর হচ্ছে, যাত্রার আসর—এখনো অধিকাংশ বাঙালীর প্রাণের যোগ তার সঙ্গেই। এক গাঁয়ে যাত্রা হ'লে সাত গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ে। এখানেও বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বড় ঝগড়া দেখি না। এখানেও বাইরের আলো আসে বাতাসের সাথী হয়ে। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় রঙ্গালয়ের দেখাদেখি আমরাও আজ বহিঃপ্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ক'রে আধুনিক রঙ্গালয় স্থাপন করেছি বটে, কিন্তু জাতির নাড়ীর টানের সঙ্গে ঠিক তা খাপ খাচ্ছে কি?

*

খাপ্ যে খাচ্ছে না, তার প্রমাণ ভারতের সব-চেয়ে জনতাবহুল এবং বাঙালীর বাসক্ষেত্র এত-বড় এই কলিকাতা সহরে মাত্র চারটি রঙ্গালয়েরও আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। আধুনিক রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক যুগেও সহরে চার-পাঁচটি থিয়েটার ছিল একসঙ্গে। ক্রমোন্নতির নিয়ম অনুসারে (এবং কলিকাতার জনসংখ্যার আধিক্যের জন্যেও বটে) এখানে আজ রঙ্গালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় নি। বরং রঙ্গালয়ের সংখ্যা এখন ক'মে গেলেই যেন ভালো হয়।

*

এই তো আমাদের সংকীর্ণ নাট্যজগতের অবস্থা! কতকগুলো চিরপুরাতন ও বারংবার-আলোচিত বিষয়ের চর্চ্চিত চর্ব্বণ ছেড়ে আমাদের রঙ্গালয়ের মালিকদের উচিত, জাতির প্রাণের সঙ্গে নিবিড়তর যোগস্থাপন করা। এবং যোগস্থাপনের উপায়ও আছে একাধিক। প্রথমতঃ, আলো-হাওয়াকে তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে অক্ষম হ'লেও, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গীত শুনিয়ে তাঁরা বাঙালীর চিত্তরঞ্জন করুন। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রঙ্গালয়ের ভিতরে প্রকাশ করুন। তৃতীয়তঃ, সর্ব্বদাই ভাবপ্রকাশের নূতন পন্থা অবলম্বন করুন।

*

নাটক ও রঙ্গালয়

(গর্ডন ক্রেগ থেকে)

—:০:—

শ্রীভারতকুমার বসু

আমার মনে হয়, নাটকের কিছুই খুলে বলা উচিত নয়। তা ব'লে অবশ্য আমি বলছি না যে, নাটকে কোন কথাই উচ্চারিত হবে না। নাটকে কাজ অনুষ্ঠিত হবে, উচ্চ ভাব জাগবে। কিন্তু কখনই তার সবটা নিঃশেষ ক'রে ফেলা হবে না। নাটকে থাকবে অনন্ত একটা রহস্য। সব নিঃশেষে ব'লে ফেললে এই রহস্য আর থাকে না। রহস্য মারা পড়ে তখন, যখন তার অন্তর স্পর্শ করা হয়; যখন তা সমগ্রভাবে হ'য়ে পড়ে প্রকাশিত!

•

আমার মনে হয় মেটারলিঙ্কই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নাটক কেবল মানব-জীবনের সেই অংশটুকুই নয়, যার যোগ র'য়েছে কেবল মানুষের ভালো-মন্দ মনোভাবের সঙ্গে। হত্যা, ঈর্ষা, বাসনা বা কামনা বর্জ্জিত মানব-জীবনেও র'য়েছে অনেকখানি নাটক। মেটারলিঙ্ক আমাদের নিয়ে যান এক ফোয়ারার ধারে, বনের ভিতরে। অথবা নিয়ে আসেন আমাদের কাছে কল্লোলিনী এক স্রোতস্বিনী, ডাকিয়ে দেন একটা মোরগকে, আর বুঝিয়ে দেন যে, সেই ফোয়ারার, সেই বনের, সেই স্রোতস্বিনীর মাঝে রয়েছে কতখানি এবং কত বেশী নাটক! সেক্সপীয়ার অবশ্য কয়েক শতাব্দী আগে আমাদের ও-সব দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু মেটারলিঙ্ক তা আবার দেখিয়ে ক্ষতি কিছুই করেন নি। বরং ভাল কাজই ক'রেছেন। আরো ভাল ক'রতেন যদি তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিতেন যে নাটক দু রকম, আর সেই দুটী রকমের মধ্যে র'য়েছে অনেকখানি পার্থক্য! নাটকের এই রকম দুটীকে আমি ব'লব বাক্যের নাটক, আর নীরবতার নাটক। এবং আমার মনে হয়, মেটারলিঙ্কের ফোয়ারা, বন, স্রোতস্বিনী আর—আর সকল উপকরণই নীরবতার নাটককে প্রকাশ করে। কথা দিয়ে সে নাটক বোঝান যায় না। কথা সেখানে হ'য়ে থাকে তুচ্ছ, নগণ্য! এই ভাব নিয়ে দেখলে আরো দেখা যাবে যে, প্রকৃতির ঐ সৃষ্টি ছাড়াও এমন অনেক জিনিষ আছে, যা এই 'নীরবতার নাটক' পর্য্যায়ভুক্ত হবার যোগ্য! আর সেই নাটকের যে সব-চেয়ে সুন্দর রূপ ফুটিয়ে তোলে, তা মানুষের গড়া স্থাপত্য!··

•

বার্ণার্ড শ'র একখানি নাটকের একটী দৃশ্যের পরিকল্পনা ক'রেছি। আমার মনে হয়, শ' তা পছন্দ ক'রবেন না। কিন্তু দোষ তাঁর, আমার নয়। তিনি নাটক লিখেছেন। ষ্টেজের কোথায় কি হবে, অভিনেতৃদের কখন কি ক'রতে হবে, এ-সব কথা সবিস্তারে তিনি বর্ণনা ক'রেছেন। এতই ক'রলেন যদি, তা হ'লে দৃশ্যপট আর পোষাক-পরিচ্ছদের পরিকল্পনাই বা কেন ক'রলেন না?

•

যদি কোন কারিকরের যন্ত্রপাতির উপর কর্ত্তাকে হাত দিতে হয়, তা হ'লে সেই যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আগে তাকে ওস্তাদ হ'য়ে উঠতে হয়। নাট্যকার যদি ষ্টেজ-ডিরেক্‌সন্ দেন এবং যদি দেখিয়ে না দেন যে, সেই ষ্টেজ-ডিরেক্‌সন্ কেমন ক'রে মেনে চলা যায়, তা হ'লে তিনি অনধিকার-চর্চ্চাই করেন। গ্রীক ও এলিজাবেথীয় ষ্টেজ-ডিরেক্‌সন্ পাওয়া যায় না।

•

তুষার বৃষ্টি হচ্ছে, আর একটা মানুষ আত্মরক্ষার জন্যে ওই রুদ্র প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রছে। ছবিতে দেখালুম সত্যিকার তুষার-বৃষ্টি, সত্যিকার মানুষ, আর দুয়ের সত্যিকার সংগ্রাম। কিন্তু যদি ছবিতে তুষার-বৃষ্টি না দেখিয়ে শুধু সংগ্রাম-রত মানুষটাকেই দেখাই, তা হ'লে কি আরো ভাল হয় না? একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, তা সুন্দরতরই হবে। কিন্তু সংশয় একেবারে ঘোচে না। কারণ, ছবি থেকে তুষার-বৃষ্টি যেমন বাদ দিলুম, তেম্‌নি মানুষটাও ত বাদ দিতে পারি! এঁকে দেখতে পারি, মানব-প্রকৃতি সংগ্রাম ক'রছে বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে। অথচ মানুষও নেই, বিশ্ব-প্রকৃতিরও কোন অংশ কোথাও নেই। আছে শুধু—রেখার দ্বারা ফুটিয়ে তোলা সংগ্রামের একটা ক্ষুব্ধ ভাব। তা হ'লে কেমন হয়? বোধ হয়, আরও ভাল হয়, যদি ও-সব কিছুই না থাকে। কিন্তু থিয়েটারে যদি সত্যিকার মানুষের সত্যিকার দ্বন্দ্বের ভাব দেখানো হয়, তা হ'লে তার দৃশ্যপটেও সত্যিকার দ্বন্দ্বের ভাব ফুটিয়ে তোলায় ক্ষতি কি? এ-প্রশ্নের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কারুর নাকি কিছুই বলবার নেই!

•

সৌন্দর্য্য হচ্ছে সমগ্রতা। যা সুন্দর নয়, তা সত্যও নয়। অভিনয়ে যে অভিনেতা সামান্য দু'চারটী ইঙ্গিতে এই সমগ্রতার ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে, সে-ই সত্যিকার আর্টিষ্ট! সমগ্রকে যে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে সেই-ই পারে আর্টের সৃষ্টি ক'রতে!

•

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সৌন্দর্য্য কি? ভাব ও বস্তুর মধ্যে যা একটা বিরোধ ঘটিয়ে তোলে, তা নিশ্চয়ই নয়! ভাব ও বস্তু সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব থাকলে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা চলে না। ওই দুটী জিনিষকেই যথাযথভাবে মিলিয়ে নিতে হয়, তা হ'লেই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি সম্ভবপর হবে!···

•

আমরা এখন যে সব থিয়েটার গ'ড়ছি, তা ৭০ বছর আগে গড়া উচিত ছিল। দিন যখন আসবে, তখন যুদ্ধ-জাহাজের জন্যে আমাদের সংগ্রামে পরাজিত হ'তে হবে না। পরাজিত হতে হবে আমাদের কেবল থিয়েটারের জন্যে, পুরাতন অচল জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্যে!···

•

এমন এক সময় গেছে যখন সত্যিকার ঘর-বাড়ী থিয়েটারের দৃশ্যপট রূপে ব্যবহার করা হ'তো। কিছুদিন পরে সুরু হ'লো ওই সব স্থাপত্যের নকল।

রক্ত পরিষ্কার করে
সুরবল্লী কষায়।
খাইতে কোনও হাঙ্গামা নাই
সি,কে,সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বল বৃদ্ধি করে

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি :—

২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

তারও কিছুদিন পরে সিনারি তৈরী হ'তে লাগলো—কৃত্রিম-ভাবে-তৈরী নকল স্থাপত্যের দ্বারা। তারপর সবই একেবারে ওলোট্-পালোট্ হ'য়ে গেল। সবাই যেন পাগল হ'য়ে উঠলো। ফলে আজ পর্য্যন্তও থিয়েটার হ'য়ে রয়েছে যেন পাগ্‌লা-গারদ!…

•

নাটক যখন ঘরের ভিতরে অভিনীত হ'তে লাগলো, তখনি হ'লো তার মৃত্যু। আর নাটককে যখন ঘরের ভিতর পোরা হ'লো, তখন দৃশ্যপটাদিও ঘরের ভিতরই সীমাবদ্ধ রাখতে হ'লো। মানুষকে বাঁচতে হ'লে যেমন তার চাই সূর্য্যের আলো,—তেমনি নাটককে এবং স্থাপত্য-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে সূর্য্যের আলো তাদের উপর ফেলবার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে, কায়ক্লেশে কোনমতে প্রাণধারণ করাই হচ্ছে বাঁচা। আসলে কিন্তু সে-বাঁচার অর্থ জীবন্ত মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়!"

•

নাটক যে ঘরের বাইরে সূর্য্যের আলোতে অভিনীত হ'তে পারতো, তার কারণ হচ্ছে যে, নাটক তখন ছিল এমন একটা উৎসব, যা যখন-তখন অনুষ্ঠিত হ'তো না। প্রতি রজনীর প্রমোদ-উৎসব হিসাবে তখন ত নাটকের অভিনয় প্রচলিতই ছিল না।

•

তখন নাটককে লোকে বলত একটা ধর্ম্মোৎসব। কিন্তু ধর্ম্ম তখনকার মানুষ যা বুঝতো, আজকালের মানুষ তা বোঝে না। গ্রীকদের এই উৎসবটি কেমন ছিল, তাই বুঝতে হবে।—

মনে করুন, রবির-আলোয়-উজ্জ্বল সুন্দর এক দিনে শত শত পারাবত একটা খোলা জায়গায় উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ডানাগুলি দুলছে। দেবতার মত নির্ম্মল আনন্দ তারা উপভোগ ক'রছে। এই ভাবটী যদি কল্পনায় আনতে পারেন, তা হ'লে অনেকটা বুঝতে পারবেন, গ্রীকদের এই উৎসবের ধরণ কিরকম ছিল! এমন লোক কি কেউ আছে, যে এমনি ক'রে ওই পায়রাদের আমোদ ক'রতে দেখে তা উপেক্ষা ক'রে যেতে পারে? না, তা পারে না। জীবনের কোন আনন্দের আহ্বানে যে সাড়া দেয় না, সেও থম্‌কে দাঁড়াবে। দাঁড়িয়ে এই আনন্দের খেলা দেখবে।— আমি লিখছি, আর আমার খোলা জানলাটি দিয়ে এমনি খেলা দেখতে পাচ্ছি। প্রায় ৫০।৬০ জন লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই খেলা দেখছে। অথচ এর জন্যে একবারও কাউকে বিজ্ঞাপন দিতে হয়নি!—অনেক লোক আছে যারা ব'লবে যে, গ্রীক-নাটক যে দর্শক আকর্ষণ ক'রতো, তার কারণ এই যে, তা মানুষের রক্তমাংসের দাবী পূর্ণ ক'রতো, কিম্বা তার মধ্যে সুন্দরীদের নৃত্যই ছিল তার প্রধান অঙ্গ, (এই সব লোক মনে করে যে, গ্রীক নাটকে সুন্দরী-দের নৃত্যই ছিল একটা বড় অঙ্গ), অথবা, সেই সব নাটকের এমন একটা intellectual আকর্ষণ ছিল, যা দর্শকদের আড়ষ্ট ক'রে রাখতো। এমনি আরো কত আজগুবি কারণ তাঁরা দেখাবেন। কিন্তু এর একটাও গ্রীক-নাটকের প্রধান আকর্ষণ ছিল না। তার অতি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ কারণ ছিল এই যে, মেঘের কাছ থেকে প্রকৃতির আনন্দের গোপন-উৎসটীর সন্ধান সে জেনে নিয়েছিল এবং জীবনের ধর্ম্মে সেই রহস্যটী সংযোগ ক'রতে শঙ্কা বোধ ক'রতো না। গতির বা ছন্দের যে অফুরন্ত আনন্দ আছে, গ্রীকরা তারই একটি অংশ আয়ত্ত ক'রতে পেরেছিল মাত্র। গ্রীক-কোরাসের গতি-ভঙ্গীই দর্শকদের মুগ্ধ ক'রতো। দৃশ্যপটরূপ সত্যিকার স্থাপত্যের উপর সূর্য্যের আলো যে-ভাবে খেলা ক'রতো, তাই দর্শকদের মুগ্ধ ক'রতো!

•

গ্রীক থিয়েটারের পর এল খৃষ্টানদের থিয়েটার। মানে খৃষ্টানদের চার্চ্চ। তাদের নাটকীয় বিষয় গ্রীকদের চেয়ে বেশী ট্রাজিক হয় ত ছিল না;—তবুও কিন্তু আনন্দের অংশ তাতে অনেকখানি কম ছিল। তখনো স্থাপত্যেই সিনারির কাজ চ'লতো। গ্রীকদের থিয়েটারের সঙ্গে খৃষ্টানদের থিয়েটারের প্রধান পার্থক্য ছিল এই যে, খৃষ্টানরা থিয়েটারকে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও দিনের আলো, বিশেষ ক'রে সূর্য্যের আলো তারা কাজে লাগাতো!— মৌমাছিরা যেমন মৌচাকে গিয়ে জড়ো হয়, তেমনি এখনকার দিনে এই সব রিলিজাস্ থিয়েটারে দর্শকরা জড়ো হ'তো। অভিনীত বিষয়ের একবর্ণও তারা বুঝতে পারতো না, কারণ,



স্বরলিপি
হারমোনিয়ম শিক্ষা
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ত করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই কারতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক কারতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডেয়ার্কিন এণ্ড সন
৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে হঠাৎ-সাধুরা বাংলা রঙ্গালয় 'বয়কট' করতে চেয়েছেন ব'লে "প্রবাসীর" বিজ্ঞ সম্পাদকের সুগন্ধ শ্মশ্রুর ভিতর থেকে আনন্দের হাসি বিকসিত হয়ে উঠেছে। এ-মাসের "প্রবাসী"র "বিবিধ প্রসঙ্গে" দৃষ্টিপাত করলেই সকলে উক্ত 'হাস্য' উপভোগ করতে পারবেন। অবশ্য কুবিখ্যাত 'রামানন্দী' প্রলাপ আলোচনার বহির্ভূত বিষয় ব'লে আমরা অনায়াসেই উপেক্ষা করতে পারি। কিন্তু "শনিবারের চিঠি" প্রবাসী-প্রেসের সাহায্যেই যে বিষ দেশময় ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি এতটা অসাবধান হয়ে আছে কেন? "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" কি তাঁর মতে অশ্লীলতার আদর্শ নয়? এদিকে আমরা পুলিসেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

*

"সঞ্জীবনী" আবার "প্রবাসী"র চেয়েও 'এককাটি সরেস'। "সঞ্জীবনী" সংপ্রতি এই ব'লে আর্ত্তনাদ করেছেন:—"রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে তাঁহার গৃহে বিশ্বভারতীর ছাত্র ও ছাত্রীরা নৃত্যাভিনয় করিয়া বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই অভিনয়ে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। যুবক যুবতীদের চিত্ত ও চরিত্র বলিদান করিয়া যদি বিশ্বভারতীকে রাখিতে হয়, তবে বিশ্ব-ভারতীর প্রয়োজন নাই। স্যার জগদীশ বসুকে এই অভিনয়ে দেখিয়া (তাহ'লে "সঞ্জীবনী"ও অভিনয় দেখবার প্রলোভন ছাড়তে পারেন নি?) আমরা লজ্জায় অধোবদন হইয়াছি (কিন্তু নিজের উপস্থিতির জন্যে তিনি লজ্জিত নন!)। বিদেশীরা আমাদের কি বলিবে?"

*

"সঞ্জীবনী" দেখছি সাধারণ রঙ্গালয়ের নটীদের নয়, ভদ্র বালক-বালিকাদের অভিনয়েরও বিরোধী! কারণ তাঁর মতে, সে-রকম অভিনয়েও "চিত্ত ও চরিত্রকে বলি" দেওয়া হয়! অপূর্ব্ব যুক্তি! এবং তথাকথিত যুক্তির অপূর্ব্বতা আরো বেড়ে উঠেছে, শেষ প্রশ্নটিতে—"বিদেশীরা আমাদের কি বলিবে?" যেন বিদেশীদের মতামতের উপরেই এই ব্যাপারের ভালো-মন্দ সব নির্ভর করছে। কিন্তু "সঞ্জীবনী" আশ্বস্ত হোন, কারণ বিদেশীদের মধ্যে এখনো কৃষ্ণকুমারের জন্ম হয় নি—তাদের দেশে এ-রকম নাচ-গান অপরিহার্য্য ব্যাপার।

*

রামানন্দবাবুর মতে, বাংলা রঙ্গালয়ের নট-নটীদের চরিত্র সন্দেহের অতীত নয় ব'লেই তারা বর্জ্জনীয়। আমরা তাঁর গৃহপালিত শনিশিষ্যদের মত পারিবারিক কুৎসা রটনায় অভ্যস্ত নই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমরা যদি প্রমাণিত করতে পারি যে, রামানন্দবাবু প্রতিদিন যাদের সঙ্গে ওঠা-বসা মেলা-মেশা করেন, তাদের অনেকেরও চরিত্র সন্দেহের অতীত নয়, তাহ'লে তিনি কি বনবাসী হ'তে প্রস্তুত আছেন? "প্রবাসী" ও "সঞ্জীবনী" সম্পাদকের বনে যাওয়াই দরকার হয়েছে। সহরের পক্ষে তাঁরা বড্ড-বেশী সাধু মনিষ্যি! বরদাস্ত করা অসম্ভব।

*

শ্রীযুক্ত হীরালাল দাশগুপ্ত সংপ্রতি একখানির পত্রের এক স্থলে "শ্রদ্ধেয় নাচঘর-সম্পাদক"কে লিখেছেন:—"মাইরি বলছি, নাসিকা আমার গর্জ্জন করেন এতটুকুও" প্রভৃতি। তাঁর পরম "শ্রদ্ধা"র এইরকম চমৎকার নমুনা পত্রের নানা স্থানে এত-বেশী ছড়ানো আছে যে, তা ছাপালে পাঠকরা তাঁকে ক্ষমা না করতেও পারেন। অতএব চিঠিখানি বাজে-কাগজের বাক্সে ফেলে আমরা সবিনয়ে নিবেদন করছি যে, হীরালালবাবু ভবিষ্যতে আমাদের প্রতি "শ্রদ্ধা" প্রকাশ না করলেই আশ্বস্ত হব।

*

কি হপ্তাতেই কত পত্রাঘাত যে আমাদের সইতে হয়, পাঠকরা তো তার খবর রাখেন না! সে-সব পত্রে বস্তু থাকে না কিছুই—থাকে শুধু ছাপার হরপে নিজেদের নাম দেখবার জন্যে পত্র-প্রেরকদের কুৎসিত উৎসাহ এবং অসহনীয় প্রলাপ! সেগুলো প্রকাশ করলে "নাচঘরে"র পরমায়ু পরের হপ্তায়ও গিয়ে পৌছবে না। পত্র-প্রেরকগণ আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ সদয় হোন—হাতের কাছে কাগজ, কালি ও কলম থাকলেই যে সাময়িকের কার্য্যালয়ে পত্র ও প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে হবে, সভ্যসমাজে এমন কোন নিয়ম প্রচলিত নেই।

*

রাধিকানন্দের দেখছি উৎসাহের অবধি নেই! কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায়ের সঙ্গে তিনি "পাণ্ডব-গৌরব" ও "নিবেদিতা"র মহলা তো দিচ্ছেনই, আবার সেইসঙ্গে এমন এক-জাতীয় নিয়মিত অভিনয় অনুষ্ঠানের জন্যে চেষ্টা করছেন, বাংলা দেশে যাকে অনায়াসেই অপূর্ব্ব বলা চলতে পারে। এই চেষ্টা যদি আর-একটু অগ্রসর হয়, তাহ'লে যথাসময়েই আমরা পাঠকদের কাছে সে-খবর জানাব।

গানের তোড়া

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

(১)

কদমের ফুল ফুটেছে,
ময়ূরের গানের তালে,
রঙনের রং লেগেছে,
স্বজনীর নরম গালে!
রেখে দাও কাজললতা, চরণে আলতা-পরা,
চল লো বেরিয়ে চল, ডাকে যে শ্যামল ধরা!
দোলে যে ফুলের দোলা,
তমালের ফুলেল ডালে!
যমুনায় নাচ্‌চে তরী, নাচে তোর চপল আঁখি,
নাচে যে জোছ্‌না-আলো, কাননে কোকিল-পাখী!
বুকে আজ ঘুমাও রাধে,
জেগো ফের কাল সকালে!

(২)

আজ ঘরে যাই কেমন ক'রে—
আলো-আঁচল দুলিয়ে উষা
হাস্‌চে ভোরের আকাশ ভ'রে!

খেয়ালের খেসারৎ

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই

হাস্য, করুণ, প্রভৃতি বিভিন্ন রসের এবং স্নেহ, ভালোবাসা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের অনেকগুলি গল্প ইহাতে আছে। মণিলাল বাবুর পরিপক্ক হস্তের রচনা। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য পাঁচ সিকা।

রায় এণ্ড রায় চৌধুরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গানের তানে চপল অলি
ফুটিয়ে তোলে কমল-কলি,
নতুন বাতাস জাগ্‌ল গো শ্যাম,
শিউলিগুলি পড়চে ঝ'রে !
মিলন-রাতের স্বপন যত
মিলিয়ে গেল মায়ার মত,
চল্‌তে পথে মর্‌ব লাজে
তোমার মালা গলায় প'রে !

(৩)

আঁখি তুলে চাও আমার পানে !
আকাশ এখন কবিতায় ভরা,
কোকিল সুরের স্বপন আনে !
দখিন বাতাসে বাজে বীণা-বেণু,
জোছনায় নাচে মাণিকের রেণু !
মরমে এনোনা সরমের ছায়া—
বিজলী ছুটাও নয়ন-বাণে !
গোলাপে গোলাপে চলে হোলী-খেলা,
আপনাকে নিয়ে কেন হেলাফেলা ?
এস দি পরায়ে বাহুর মালিকা,—
হৃদয়ের ভাষা হৃদয় জানে !

(৪)

আয় রূপসী, আয় ষোড়শী,
নাচ্‌বি যদি আ'য় ললিতা !
জোছ্‌নাতে আজ মন যে মাতে,
চকোর কোথায় গাইচে গীতা !
চাঁদের কিরণ কুড়িয়ে নিয়ে,
ফুলের পরাগ উড়িয়ে দিয়ে,
নূপুর-তালে দুলিয়ে বেণী
খুঁজ্‌ব মোরা মনের মিতা !
ভোম্‌রা-বধূ যে তান সাধে,
নাচ্‌ব মোরা তারই ছাঁদে !
ফুলপরীদের রঙের বাঁশী
ভুলিয়ে দেবে দুখের চিতা !

(৫)

এই বাঁশীকেই সাথী ক'রে যায় যে সারা বেলা,
তোমার প্রেমের ভাষা নিয়েই আমার সুরের খেলা।
আছে রঙিন অধর-গীতি,
আছে ডাগর আঁখির প্রীতি,
রূপসায়রের স্বপন-দোলায় ভাসাই গানের ভেলা।
জাগো প্রিয়া, বাঁশীর তানে,
জাগো সখি, আমার প্রাণে,
জাগো রাণী, চাঁদের আলোয় আজ্‌কে মিলন-মেলা !

(৬)

বেসেছি, ভালো বেসেছি !
বাসোনা ভালো জেনেই আমি
বাস্‌তে ভালো এসেছি—
আমি যে ভালো বেসেছি !
তোমার প্রাণে যে-গান আছে,
গাওনা তুমি আমার কাছে !
লুকিয়ে কেঁদে, সাম্‌নে সুধু
সুখের হাসি হেসেছি—
আমি যে ভালো বেসেছি !
তোমার বুকে কোকিল-পাখী
কোন্ সুরে যে উঠচে ডাকি—
জানিনা আমি,—আকুল হয়ে
অকূলে তবু ভেসেছি—
আমি যে ভালো বেসেছি !

কল্পনা

(শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়)

এ ত' আর সত্যি নয় ?

না, সত্যি নয়—কল্পনা।

কল্পনাই যদি করতে হয়—, তা হলে দুঃখ কল্পনা করার দরকার কি ? নিরবচ্ছিন্ন সুখ কল্পনা করাই ভাল। এটা যখন খেলা ছাড়া আর কিছু নয়, চোর চোর না খেলে রাজা রাজা খেলাই ভাল।

তার মানে ?

অর্থাৎ নরকের কল্পনা মোটেই করব না, শুধু স্বর্গেরই কল্পনা করব।

যথা—স্বর্গের কল্পনাটা কি-রকম ?

একটা বাধাহীন সুখের প্রবাহ, তাতে না আছে জোয়ার, না আছে ভাঁটা—একটানা নদীর মত।

কিন্তু সেই তরঙ্গিনী যখন সমতল তরঙ্গবাহুগুলি দিয়ে অনন্ত সাগরকে আঁকড়ে ধ'রে তার বুকে মিলিয়ে যায়, অজস্র চুম্বনে অন্তরের সবটুকু মধু নিঃশেষ ক'রে প্রিয়তমের অধরে ঢেলে দেয়, তখন রত্নাকর কি তার গাঢ় আলিঙ্গনের, ঘন চুম্বনের প্রতিদান দেয় না ? কেবল একদিক থেকেই প্রেমের অভিব্যক্তি কি সার্থক না মধুর হ'তে পারে ?

প্রতিদান দিতে হয় দিক, তাতে বাধা কিসের ? বারণ করছেই বা কে ?

সেই প্রতিদান, সেই অজস্র বাহু বাড়িয়ে দেওয়া, সেই তরঙ্গে তরঙ্গে অধর বিনিময়, তারই নাম জোয়ার।

কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে মিলন না হলে ত আর জোয়ারের সম্ভব হয় না, সে নদী ত একটানাই ছুটবে !

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট কেসসহ মাত্র ৭টী ঔষধ মূল্য ৪৲

বিনামূল্যে চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

তেমন নদীর অস্তিত্ব আছে কি ?

বাস্তবে না থাকতে পারে, কিন্তু কল্পনা করা যেতে পারে।

সে কল্পনার কাছে কল্পনাও হার মানে।

নদীর একটানা স্রোতের কথা কেবল একটা উপমা, একটা কথার কথা বলেছিলাম মাত্র ; কিন্তু একটা অবিমিশ্র সুখের রাজ্য কি কল্পনা করা যায় না ?

করতে পারলে ত একটা কাজ হয় ; তাই করতে ত বলছি।

যেমন স্বর্গ।

কেবল একটা শব্দ আর গোটা দুই অক্ষর কাণে গেল মাত্র, কল্পনা একধাপও এগুল ব'লে মনে হচ্ছেনা। শুধু স্বর্গ এই নামটাই যথেষ্ট নয়, স্বর্গের কল্পনা বলতে কি বোঝায়, সেটাও বলা দরকার।

স্বর্গ বলতে বোঝায় এমন একটা স্থান যেখানে কেবল হাসি।

তার মানে কি, লোকগুলো দাঁত বার ক'রেই আছে ? সে ত অতি বিটকেল যায়গা তা হলে।

দাঁত বার ক'রেই যে থাকতে হবে এমন কথা নয়। হাসি বলতে অন্তরের একটা বিশিষ্ট অবস্থা বোঝায় ; তার বাহ্যিক প্রকাশ দাঁত বার ক'রেও হ'তে পারে, না ক'রেও হ'তে পারে।

সে অবস্থার তা হলে লক্ষণ কি ?

হাসির লক্ষণ হাসি ছাড়া আর কি ? অর্থাৎ কান্না নেই।

কান্না নেই ! বোঝা গেল—তারপর ?

তারপর আর কি ? সব সুন্দর।

যেমন ?

যেমন আর কি ? কদর্য্যতার স্থান নেই।

কদর্য্যতার স্থান নেই ! বুঝতে পারলাম—তারপর ?

অফুরন্ত, অনন্ত জীবন।

তার মানে ?

মরণ নেই।

মরণ নেই ! বেশ, তারপর ?

চির যৌবন।

তার মানে কি, মায়ের পেট থেকে প'ড়েই যৌবনের বিকাশ হয়, না আর কিছু ?

অর্থাৎ জরা আসে না।

জরা আসে না ! তাও বুঝলাম—আর কিছু ?

নিত্য-মিলন।

সেটাও একটু বুঝিয়ে দাও।

অর্থাৎ বিরহ নেই।

বিরহ নেই ! বেশ—তারপর ?

এইরকম সব ভেবে নাওনা !

আচ্ছা, এইবার একবার যোড়া দিয়ে দেখা যাক, কেমন স্বর্গ এঁকেছ। কান্না নেই, কদর্য্যতার স্থান নেই, মরণ নেই, জরা আসে না, বিরহ নেই ! স্বর্গের পাশে একটা জীবন্ত নরকের ছবি ! ভাল ক'রে চেয়ে দেখ একবার, দেখতে পাচ্ছ ?

তাইত, এযে সব গুলিয়ে গেল, আচ্ছা দাঁড়াও, ভেবে দেখি।

দেখ।

না, সব তাল পাকিয়ে যাচ্ছে। ঠিক ধরতে পারছিনা।

ধরা যায় না, ধরা অসম্ভব। পণ্ডিতে যে ব'লে গেছেন—This world is the best of all possible worlds কথাটা একটুও মিথ্যা নয়। আর এটা বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে যতখানি সত্যি অন্তর-জগৎ সম্বন্ধেও ঠিক ততখানিই সত্যি, কারণ একটা আর একটার counterpart মাত্র।

তাহলে কল্পনার প্রয়োজন কি ?

কল্পনার প্রয়োজন আছে। কল্পনার কাজ হচ্ছে বিশ্বামিত্রের মত আর একটা সৃষ্টি করা প্রাকৃত সৃষ্টির পাশাপাশি, প্রাকৃত সৃষ্টির মতই হাসিকান্না, সুন্দর-কুৎসিত, জীবন-মরণ, জরা-যৌবন, মিলন-বিরহ দিয়ে তৈরী। সৃষ্টির এই subjective এবং objective দ্বৈতপ্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন সৃষ্টিই পরিস্ফুট হয়না, কোন সৃষ্টিই বোধগম্য হয় না।

কেন ? subjective সৃষ্টি object ছাড়া বোধগম্য হয় না, একথা মানতে পারি। কিন্তু objective সৃষ্টি subject ছাড়া বোধগম্য হয় না, একথা মানতে চাই না। এ যখন প্রত্যক্ষ করছি—।

কি দিয়ে প্রত্যক্ষ করছি ?

চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দিয়ে।

চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ত যন্ত্র মাত্র। তার যন্ত্রী কে ?

মন।

এই মনই Subject—কল্পনার রাজ্য তারই সৃষ্টি—।

অর্থাৎ macrocosm আর microcosm এই দুটো দুনিয়ার কথা তুমি বল্‌তে চাচ্ছ ?

আমি একটাকে macrocosm বা অপর টাকে microcosm বলি না—দুটোই সমান। দুটো দুনিয়া, তাও বলি না। আগেই ত বলেছি, একটা দুনিয়ার দুটো দিক। দুটো মিলিত হয়ে সৃষ্টি সম্পূর্ণ করে।

কিন্তু কল্পনার সৃষ্টিকে microcosm বল্‌তেই হবে। কারণ মানুষের ক্ষুদ্র মন—তাতে আর কতটুকু ধরে ?

যতখানি ধরাতে চাও। আর মনটাকে যত ছোট ভাবছ সে তত ছোটও নয়। বস্তুতঃ তার সীমা নেই।

তা কি ক'রে হবে ? যখন আমার ভিতর আমার মন, তখন নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ছোট।

আমি আর আমার মন, এরা ভিন্ন নয়। আমার আমিত্বই এই মন।

কি ক'রে ? মন ছাড়াও ত আমার শরীর রয়েছে।

কিন্তু চিন্ময়ী শক্তি বাদ দিলে মৃন্ময় ঘটটার দাম কি ?

মৃন্ময় ঘট কাকে বলছ ?

যাকে তুমি তোমার এই শরীর বলছ—Dust thou art and unto dust shalt thou return !

তবু আমার মনে হচ্ছে এই বিপুলা পৃথিবীর নাগাল পাওয়া কল্পনার পক্ষে অসম্ভব।

নাগাল পাবার জন্যে হাত বাড়াতেও হবে না ; তার নিজের ভিতরেই বিশ্বের বিপুলতা লুকিয়ে রয়েছে।

কি ক'রে ?

ঠিক যেমন ক'রে ক্ষুদ্র বালুরাশির বক্ষে অনন্ত আকাশের বিরাট রূপ লুকিয়ে থাকে, যেমন ক'রে সাধক তার গড়া মূর্ত্তিখানির মাঝে তার দেবতার অসীম সত্তা লুকিয়ে রাখে।

নূতন নাটক ! নূতন নাটক !!
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত
দিগ্বিজয়ী
১১নং কলেজ স্কোয়ার
নাচঘর কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

তার প্রমাণ ?

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁর নিজের ভিতর বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, কথাটা কল্পনা করতে পার, কথাটা বিশ্বাস হয় ?

কল্পনা করতে কেন পারব না, আর অবিশ্বাসই বা হবে কেন ? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান—তোমার আমার মত ত মানুষ নন।

যদি এতদূর কল্পনা করতে পেরে থাক, তা হলে আর বেশী দূর নেই—একটা ধাপ মাত্র। সেই ভগবান তুমি, সেই ভগবান আমি—অহং দেবঃ নান্যঃ। কেমন, আর এটুকুমাত্র কল্পনা ক'রে নেওয়া বোধ হয় বেশী শক্ত হবে না।

আচ্ছা মেনে নিলাম, এই সমগ্র বিশ্বকে কল্পনা তার মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে রাখতে পারে। তা হলেও সেটা শুধু বর্ত্তমান মাত্র। ভূত ভবিষ্যৎ কোথা যাবে ?

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—একটা কথার কথা মাত্র।

কি রকম ?

একটা অস্তিত্ববিহীন মুহূর্ত্তকে উপলক্ষ্য ক'রে, তাকে বর্ত্তমান নামে অভিহিত ক'রে, তার সঙ্গে তুলনা ক'রে এই ভূত ভবিষ্যতের সৃষ্টি। সেই মুহূর্ত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে ভূত আর পরবর্ত্তী কালকে ভবিষ্যৎ বলি। কিন্তু সেই বর্ত্তমান নামধেয় মুহূর্ত্তটা একবার কল্পনা করতে চেষ্টা কর দেখি। যেই তাকে ধরতে যাবে অমনি সে তোমার হাত পিছলে অতীতের গহ্বরে চলে যাবে। আর যে বর্ত্তমানের উপলক্ষ্য ক'রে ভূত ভবিষ্যতের সৃষ্টি সেই বর্ত্তমানের অস্তিত্বই যদি না রইল তা হলে ভূত ভবিষ্যতের অস্তিত্ব কি ক'রে সম্ভব হয় ?

কথাটা কিন্তু বড় আজগুবি বলে বোধ হচ্ছে।

বাস্তবিক তাই। কল্পনা আলাদিনের দৈত্যের মত সত্য সত্যই অসাধ্য সাধন করে। এই কল্পনার উপরই কবিত্ব প্রতিষ্ঠিত। কবিত্ব বলতে যেন গাঁজাখুরী বুঝো না। স্থূল যুক্তির একটা সীমা আছে ; আর যেখানে তার শেষ সেই খানে কবিত্বের আরম্ভ। আর সকল যুক্তির মত কবিত্বও সত্যের মধ্যে নিয়ে যায়। কিন্তু সাবধান! মনে রেখ যে কল্পনা দৈত্য ছাড়া আর কিছু নয়। তাকে ছেড়ে দিলে সে মুহূর্ত্তে প্রলয় উপস্থিত করবে। তাই তাকে ধ'রে রাখতে হয়, প্রদীপের আজ্ঞাবাহী দাস ক'রে রাখতে হয়।

প্রদীপ কি ?

জ্ঞানের আলো।

———

চিত্রনাট্যের রূপকথা

—০—

পিক্‌চার হাউসে (Womanhandled) "মেয়ে-ধাঁচা" দেখলুম। খুব ভালো ছবি নয়। শ্রীযুক্ত রিচার্ড ডিক্স্ ও শ্রীমতী এস্‌থার র‍্যালষ্টন যথাক্রমে নায়ক নায়িকার ভূমিকা নিয়ে এতে অবতীর্ণ হোয়েছেন। সামান্য আখ্যানবস্তুর ভিতর যতোটুকু সু-অভিনয় করা সম্ভব তা এঁরা কোরেছেন। একটি ছোটো ছেলের দুষ্টুমির অভিনয় এই ছবিটিতে আছে। সেটুকু উপভোগ্য।

•

পিক্‌চার প্যালেসের 'করাত-গুঁড়োয় তৈরি স্বর্গও (The Sawdust Paradise) কেবলমাত্র শ্রীমতী এস্‌থার র‍্যালষ্টনের সুন্দর অভিনয়ের গুণেই দর্শনযোগ্য হোয়েছে। এই ছবিটি হোলো মুক্তি-সেনাদল (The Salvation Army) কি কোরে মানুষকে সুচরিত্র ও তার আত্মাকে সুপথগামী করে তারি পরিচয়। সে পরিচয় অতি অসম্ভব রকমের। অতো সহজে মানুষের স্বভাব বদ্‌লাতে স্বয়ং ভগবানও পারেন না। এক বক্তৃতায় একজন 'কার্ণিভাল'-মালিকের মন ফিরে গেলো—সর্ব্বস্বান্ত হোলেও—ছবিতেই দেখানো চলে।

•

একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর আশ্চর্য্য রকমের সপ্রতিভ ও সু-অভিনয় এতে আছে আর আগাগোড়া শ্রীমতী র‍্যালষ্টনের চমৎকার অভিনয়। শ্রীমতী র‍্যালষ্টনের সুষম ও সুচারু তনুলতার সঙ্গে তাঁর প্রত্যেকটি ভঙ্গী ও চাহনির বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যোগ্য ভাবপ্রকাশক্ষমতা মনে রাখবার জিনিস্।

•

পার্লের 'মিচিগানের ছোঁড়া' (The Michigan kid) চলনসই ছবি। নায়কের অংশে শ্রীযুক্ত কন্ র‍্যাড ন্যাগেল এতে ভালো অভিনয়ই কোরেছেন। কিন্তু নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী রেনে এ্যাডোরেকে অভিনয় কর্ব্বার সুযোগ দিয়ে এর আখ্যায়িকা তৈরি হয়নি। শ্রীমতী রেনে এডোরে চিত্রজগতের অন্যতম সমুজ্জ্বল দীপ্তি। তাঁকে তাঁর স্বভাব-সুলভ উচ্চাঙ্গের অভিনয় কর্ব্বার অবসর দেওয়া Scenario-লেখকের উচিত ছিল। তবে এই চিত্রনাট্যে দাবাগ্নি ও বন্যার অতি ভয়ঙ্কর ও বাস্তবোপম চিত্তচমকপ্রদ দৃশ্য আছে।

•

এ সপ্তাহের সব চেয়ে ভালো ছবি 'গৌরবের কি দাম' ? (What Price Glory) যথার্থ উঁচু-দরের ছবি। নায়ক নেই এমন একখানি ছবি, কারণ প্রধান দুটি অংশের ভূমিকাগ্রহণকারী শ্রীযুক্ত ভিকটর ম্যাকুল্যাগলেন ও শ্রীযুক্ত এডমণ্ড লো দুজনকেই এর নায়ক বলা যেতে পারে। নায়িকার অংশে শ্রীমতী ডোলোরেস্ ডেল্ রিয়োর অভিনয় বার বার দেখ্‌বার মতো।

•

মায়ের আঁচলের নিধি মাতৃগতপ্রাণ যে কিশোর সৈনিকটি যুদ্ধে প্রাণ দিলে, তার অসুস্থতায় শার্‌মেনের দ্বারা তার সেবা (নায়িকার চিত্রনাট্য-নাম 'শার্মেন'), কাপ্তেন ফ্ল্যাগ্ ও সার্জ্জাণ্ট কোয়ার্ট (ম্যাকুল্যাগলেন ও লোর নাট্য-নাম) দুজনেরই প্রতি তার সশ্রদ্ধ অনুরাগ, সৈনিকদের প্রতি তার যত্ন,—প্রত্যেক অবস্থাতেই শ্রীমতী শ্রেষ্ঠ অভিনয়-নৈপুণ্যের দ্বারা ঐ চরিত্রের মাতৃত্ব, সখিত্ব নারীত্ব যুগপৎ সুচিত্রিত কোরেছেন। মার নাম মুখে নিয়ে কাপ্তেন ফ্ল্যাগের কোলে যখন কিশোর সৈনিকটির ভবযন্ত্রণা শেষ হোলো, অতি বড়ো পাষণ্ডও সে দৃশ্যে চোখের জল সাম্‌লাতে পারে না।

•

এই চিত্রনাট্যে শুধু যুদ্ধের ভীষণতা নেই, সৈনিকের কাঠিন্যের সঙ্গে তার অন্তরের কোমলতার ছবি আছে, মৃত্যুর প্রাঙ্গনে তার সরল কৌতুকের স্বাভাবিক দৃশ্য আছে, যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্ল্যাগের ও কোয়ার্টের অচঞ্চল সৌহার্দ্দ্যের পাশেই প্রণয়ের ক্ষেত্রে তাদের কলহের চিত্র আছে। কি অভিনয়, কি দৃশ্য-বিন্যাস, কি আখ্যান-ভাগ, কি direction সব দিক দিয়েই এই চিত্রনাট্য-খানি উপভোগ্য হোয়েছে।

•

শেষ-দৃশ্যে তার প্রেমাস্পদ সার্জ্জাণ্ট কোয়ার্টকে যখন সৈনিকের আইন মেনে চ'লে যেতে হোলো, সে বোলে গেলো 'তোমার জন্যে আমি আবার আস্‌বো, শার্মেন'। সজল চোখে শার্মেন শোকোচ্ছ্বল কণ্ঠে বোল্‌তে লাগ্‌লো 'একবার এসেছে, দুবার এসেছে, তিন্‌বার কি আসবে ?' হয়তো অশ্রুসিক্ত-আঁখি দর্শকরা তার উত্তরে বোলে ছিলো—'সম্ভব'।

———

—গি—



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

নাটক তখন লেখা হ'তো লাটিন্ ভাষায়। দর্শকরা সে ভাষা বুঝতো না। তবুও সেই থিয়েটার দেখবার জন্যে দলে দলে তারা সমবেত হতো। ব'লতে পারেন কেন? এই থিয়েটার দেখবার জন্যে তাদের অর্থ দিতে বাধ্য করা হ'তো না ব'লে! স্বেচ্ছায় তারা যা দিত, তাই শুধু নেওয়া হ'তো! হয়তো এই কারণেই এত দর্শক সমাগম হ'তো। কিন্তু এখন সে কথা থাক্!

*

স্থপতি আঁকতো থিয়েটারের back ground,—আর, সোনা, মণি-মাণিক্য, রেশম ভেলভেট এবং দামী দামী সব জিনিষ ছিল রঙ্গালয়-সাজাবার জিনিষ। আমি ভাবছি, যদি পেষ্টবোর্ড দিয়ে বা জরী দিয়ে সে-সব তৈরী হ'তো, তা হ'লে লোকে তা বেশী পছন্দ ক'রতো, কি, না? আমি ভাবছি, কাগজের তৈরী ক্রশের সামনে যদি এই উৎসবের ব্যবস্থা করা হ'তো তা হ'লে দর্শকদের সে-উৎসাহ, সে-শ্রদ্ধা দেখা যেতো কি, না?— কিন্তু মাত্র কয়েক শ' বছরের ভিতরেই থিয়েটারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হ'লো কেন? তা হবার আর কোনই কারণ নেই—উলঙ্গ ছেলে-মেয়েদের নাচই সেই থিয়েটারের অস্তিত্ব লোপ ক'রে দিল। দর্শকর অতটা সইতে পারলে না!

*

আপনি ব'লবেন যে, সেকালের সেই রিলিজাস্ থিয়েটার বড় একঘেয়ে হ'য়ে উঠেছিল, তাই ওই relief এর প্রয়োজন হ'য়েছিল। এই "রিলিফ" কথাটাই আধুনিক য়ুরোপের পরিচয় দেয়। যা কিছুর অবনতি ঘ'টেছে, তার মূলে র'য়েছে ওই "রিলিফ" কথাটি।— অতীতে যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় নেওয়া হ'তো, যখন একজন যোদ্ধা পরাজিত হ'তো, যখন তার বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে যেতো, তখন ত কেউ রিলিফের কথা ব'লতো না। তখন ত একখানি তরবারী তার বুকে বসিয়ে সব শেষ ক'রে দেওয়া হ'তো। আর আজকাল সব ছাপিয়ে একটি কথা উঠেছে। আর, তা হচ্ছে—রিলিফ! যাক্, দৃশ্যপটের কথাই বলি।—

*

গ্রীক আর খৃষ্টান থিয়েটারের পর যা দেখা দিলে, তা হচ্ছে মিথ্যে থিয়েটার। কবিরা বড় বড় একঘেয়ে নাটক লেখা সুরু ক'রলে এবং সেই নাটকের জন্যে দৃশ্যপট তৈরী হ'লো কেবল স্থাপত্যের নকল ক'রে। প্রাসাদ, পথ সমস্তই কাপড়ের উপর রঙ দিয়ে আঁকা হ'তো।—সত্যিকার প্রাসাদেই বা ধনী লোকদের বাড়ীতে এই সব নাটকের অভিনয় হ'তো। সাধারণের সে সব জায়গায় প্রবেশাধিকার ছিল না। তাই তারা স্থির ক'রলে যে, তারা নিজেদের একটা থিয়েটার গ'ড়ে তুলবে, আর আমোদ পাবার জন্যে অভিজাতকেও সেখানে আসতে হবে। সাধারণের এই সঙ্কল্পের ফলেই সৃষ্টি হ'লো Commediadell' Arte.

*

এরাই আবার থিয়েটারকে রুদ্ধ ঘর থেকে মুক্তি দিলে। কাপড়ের উপর আঁকা নয়, সত্যিকার বাড়ী-ঘর, সত্যিকার পথ-ঘাট আবার হ'লো। তাদের দৃশ্যপট আবার মুক্ত বায়ু, আর সূর্য্যের আলোয় হাসতে লাগলো। এই থিয়েটার প্রায় তিনশ বছর বেঁচে রইল। আর, এই থিয়েটারই জন্ম দিলে সেক্‌স্‌পীয়ারের, মোলিয়ারের। সেকস্‌পীয়ার থিয়েটারই শেষ থিয়েটার, যার অভিনয় হ'তো মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত বাতাসে, মুক্ত আলোর মাঝে!—আজ যারা সেক্‌স্‌পীয়ারের প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রতে চান, তাঁদের গ্লোবের আদর্শে নয়, ড্রুরি লেনের আদর্শে নয়, —সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শ নিয়ে একটি থিয়েটার গ'ড়তে হবে।

*

সেক্‌স্‌পীয়ারের ষ্টেজ লোপ পাবার পর রঙ্গমঞ্চকে জন্মের মত আলো থেকে বঞ্চিত করা হ'লো। তেলের আলো, গ্যাসের আলো, এবং ইলেক্‌ট্রিক আলোর ব্যবস্থা করা হ'লো। দৃশ্যপট তৈরি হ'লো স্থাপত্যের দ্বারা নয়, ছবির দ্বারা! ঠিক ছবিও নয়। ছবি হচ্ছে তাই যার কেবল দুটো dimensions থাকে। সিনারী ছবি নয়। কিন্তু তবুও প্রতিদিনই শুনতে পাই, লোকে দৃশ্যপটের বিচার যখন করে, তখন তা ছবি মনে ক'রেই করে।

*

আজ আমি গ্রীকদের থিয়েটার আবার ফিরে গ'ড়তে ব'লবো না। আমি আবার খ্রীষ্টান চার্চ্চকেই আমাদের থিয়েটার ক'রে নেবো না! অতীতের কোন থিয়েটারকেই আমি আবার নতুন ক'রে গড়তে চাই না। অতীতের জন্য আমার এতটুকু চিন্তা নেই। আমার দৃষ্টি কেবল সামনের দিকে। কিন্তু অতীতে যা সব চেয়ে সুন্দর ছিল, তা ভবিষ্যতের সব চেয়ে যা সুন্দর, তা থেকে পৃথক হবে না। এবং এই নবীন-পুরাতন আদর্শ পাবার জন্য,—পুরাতনকেও পরাজিত করবার জন্য,—আমি এক নতুন থিয়েটারের উদ্দেশে যাত্রা সুরু ক'রেছি।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়-লিখিত

মাণিকাঞ্চন

(নূতন ও সুবৃহৎ সামাজিক উপন্যাস)

প্রবাসী, মানসী, বাংলার কথা ও আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ইতিমধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। প্রবাসী ও মানসী বলেন, উপন্যাসখানি সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৩৫ পাউণ্ড কাগজে পাইকা হরফে ছাপা। সুন্দর বাঁধাই।

দাম দুইটাকা মাত্র।

ডি, এম, লাইব্রেরী

৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"গোল্ড মেডেল"

হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা

ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা

এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং

৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮

ডাকঘর

মালি তুলে আনে নানাজাতীয় ফুল। সূচ-সুতা কিনে আন্‌তে হয় দোকান থেকে। কিন্তু সেই নানাজাতীয় ফুলগুলিকে যথাস্থানে বসিয়ে মালা তৈয়ারি করে মালাকর। যে মালাকর তার মালার ভিতর নানাজাতীয় ফুলের নামঞ্জস্য রেখে যত-বেশী সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলতে পারে তার মালাকেই আমরা তত-বেশী আদর ক'রে গলায় পরি।

তেমনি নাট্যকার রচনা করেন নাটক, চিত্রকর আঁকেন দৃশ্যপট। মঞ্চের উপর আলোক ফেলেন এক ব্যক্তি। ভূমিকা অভিনয়ের ভার পড়ে অভিনেতাদের উপর এবং তাঁদের আবার সাজিয়ে দেয় আর একজন।

যাঁর উপর যে ভারটী পড়ে তিনি সেই কাজটী ক'রেই খালাস।

কিন্তু এই সমস্তেরই সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে একত্র সমন্বয় ঘটিয়ে সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলবার ভার পড়ে আর এক শিল্পীর উপর। এবং সেই সৃষ্টিকুশলতায় যিনি যত-বেশী সামঞ্জস্য রেখে সৌন্দর্য্য ফুটাতে পারেন তিনিই তত বড় শিল্পী। যিনি ইহা সৃষ্টি করেন তিনিই হচ্ছেন প্রয়োগকর্ত্তা এবং তাঁর সেই সৃষ্টিকুশলতাকেই বলি আমরা প্রয়োগনৈপুণ্য (Production)। সুতরাং আমরাও প্রয়োগ-নৈপুণ্য বল্‌তে শুধু দৃশ্য-পটের বাহার বুঝিনা।

আপনারা যেমন'পথের শেষের' প্রয়োগ-নৈপুণ্যের ভিতর প্রসংশাযোগ্য কিছুই আবিষ্কার কর্ত্তে পারেন নি, আমরাও তেমনি বড় বেশী যে কিছু আবিষ্কার করেছি তা নয়। তবে সেদিন যে আমি লিখেছিলাম যে 'Production'এর দিক দিয়ে এবার মনোমোহনের অনেকটা উন্নতি দেখা গেল' তার অর্থ এই নয় যে বর্ত্তমানে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে Productionএর যতটুকু উন্নতি হয়েছে তার সঙ্গে 'পথের শেষের' Productionএর তুলনা ক'রে এই কথা বলেছি। আমার বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে পূর্ব্বে মনোমোহনে যে কয়টী অভিনয় আমি দেখেছি (যদিও আমি সেখানে খুব বেশী অভিনয় দেখিনি), তার মধ্যে 'পথের শেষে'র অভিনয়েই শুধু দেখ্‌তে পেয়েছি যে Productionএর দিকেও তাঁদের দৃষ্টি পড়েছে। এবং তাঁদের সাধ্যমত Productionএর তাঁরা চেষ্টা করেছেন। ফলে যে কয়টা অভিনয় মনোমোহনে দেখেছি তাদের Productionএর তুলনায় 'পথের শেষের' Productionএর অনেকটা উন্নতি দেখা গেল, এবং তাদের এই চেষ্টাটুকুই প্রসংশা-যোগ্য।

অন্ততঃ এই ভাবে চেষ্টাও যদি তাঁরা করেন তবে ভবিষ্যতে মনোমোহনেও হয়ত 'নাট্যমন্দিরের' মত Production দেখ্‌তে পাওয়া যাবে এবং এরূপ আশাও হয়ত দুরাশা নয়। শুধু এই কারণেই সেদিন ঐ কথা কয়টী লিখেছিলাম। নিবেদন ইতি—

শ্রীবিপ্রদাস চৌধুরী বি-এ

[সম্পাদকীয় মন্তব্য :—একদল সমালোচকের মতে, আর্টের তিনটি শ্রেণী আছে—উত্তম, মধ্যম ও অধম। উচ্চতর (এবং নির্দ্দয়তরও বটে) শ্রেণীর সমালোচকের মতে, আর্টে শ্রেণী আছে খালি দুটি, উত্তম ও অধম। বিপ্রদাসবাবু যে-দলেরই সমালোচক হোন, আলোচ্য পত্রখানি পড়লে মনে হয় 'পথের শেষে'র productionকে তিনি নিজেই উত্তম বা মধ্যম কোন শ্রেণীতেই ফেলতে সম্মত নন। কেননা, "পথের শেষে" production হিসাবে যদি "বর্ত্তমান বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে"র অন্যান্য productionএর সঙ্গেও তুলনায় না হয়, তাহ'লে বলতে হবে যে, নিশ্চয়ই তা অধম-শ্রেণী-ভুক্ত। কারণ য়ুরোপীয় রঙ্গালয়ের তুলনায় সূক্ষ্ম বিচারে বাংলা রঙ্গালয়ের কোন নাটকেরই production এখনো মধ্যম শ্রেণীর উপরে উঠতে পারে নি। তারপর বিপ্রদাসবাবু এবারে লিখেছেন, "যে কয়টা অভিনয় মনোমোহনে দেখেছি, তাদের Productionএর তুলনায় "পথের শেষে"র Productionএর অনেকটা উন্নতি দেখা গেল।" এর অর্থ বেশ বোঝা গেল, কিন্তু গেল বারে তিনি এ কথাটা বেশ স্পষ্ট ক'রে লেখেন নি। এবং তাঁর এবারের মত প'ড়েও আমরা বলতে চাই যে, 'মনোমোহন' আগেও কোন নাটকে প্রয়োগনৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি এবং "পথের শেষে"র অভিনয়েও তা দেখাতে পেরেছেন ব'লে সন্দেহ হয় না—যদিও "পথের শেষে"র অভিনয় মোটের উপরে ভালো হয়েছে, আর তার দৃশ্যপটেও বাহারের অভাব নেই। বিপ্রদাসবাবু নিজেই প্রয়োগনৈপুণ্যের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, "পথের শেষে"র অভিনয়ের ভিতরে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য, এ আলোচনা আর চলবে না।]

গান

—:•—

(শ্রীবগলা ভট্টাচার্য্য)

পিয়ালা সরাবে ভরি—দাওলো, সাকী!
আজি আম্র-মুকুল পিছে, বসন্ত শিহরিছে,
কুঞ্জ-কানন-পথে গাহিছে পাখী॥
ধরণী প্লাবিত হ'ল জ্যোছনা-ধারে,
তরণী ভাসাল নেয়ে অজানা পারে;
আজি চঞ্চল ফুলবনে, মেতেছে-আপন মনে,
পাগল দখিনা-বায়ু—শুনিছ না কি?

উতলা বুকের মাঝে রক্ত নাচে।
উন্মন যৌবন প্রিয়ারে যাচে॥

সমুখে লুটায় হের বিবশা রাতি,
হৃদয়ে নিবিড় হয়ে এসলো সাথী;
আজি তোমার-আমার কাছে যা-কিছু গোপন আছে,
সকলি মেলিয়া ধর—রেখোনা ঢাকি॥

নিবেদন

শীতবস্ত্র ও পোষাক

খরিদ করিবার পূর্ব্বে

ফ্রেণ্ডস সোসাইটির

বিপুল আয়োজন, সুলভ মূল্য ও ভদ্র ব্যবহার দেখিতে অনুরোধ করি।

বিভিন্ন রকমের শাল, আলোয়ান, পোষাক ও হোসিয়ারী দ্রব্যের বিচিত্র সমাবেশ

(একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮

গোলদীঘির পশ্চিম,

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট,

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

গ্রামোফোন কোম্পানী

ফোন—২৮৭১ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শ্যালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে।

সুলভতার অতুলনীয়।

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সূটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়া

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

আমরা কলিকাতার প্রদর্শনীতে স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্রের আয়োজন করিয়াছি দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি]

শনিবার ১১ই ফাল্গুন, রাত্রি ৭ টায়
পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৪॥ টায়

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ এম, এ, প্রণীত নূতন মর্ম্মস্পর্শী
ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

জাতিচ্যুত

রাজা গণেশ—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
আজিম শা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
যদুমল্ল—শ্রীভূমেন রায় (এমেচার)
দিনরাজ—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
জীবন রায়—শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
এব্রাহিম—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গিরিনাথ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
ন্যায়রত্ন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
ত্রিপুরাসুন্দরী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা
নবকিশোরী—শ্রীমতী শশিমুখী
কল্যাণী—শ্রীমতী নবতারা
আসমান—শ্রীমতী আসমানতারা
উমা—শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ)

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে, মিত্র, বি,এ,—প্রোপ্রাইটর

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ১১ই ফাল্গুন, রাত্রি ৭॥০ টায়
রবিবার ১২ই ফাল্গুন, ম্যাটিনী ৪॥০ টায়

দিগ্বিজয়ী

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
আলি আকবর—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
আমেদ খাঁ—শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী
সালেবেগ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
রেজাকুলী—শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
মির্জ্জামেহেদী—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী
(এমেচার)
সাদৎআলি—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
জ্যোতিষী—শ্রীপ্রদোষকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভারতনারী—শ্রীমতী কঙ্কাবতী
সিতারা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
সিরাজা বেগম—শ্রীমতী চারুশীলা

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৭ই ফাল্গুন
১৩৩৫

নাট্যজগৎ

—:০:—

রঙ্গালয়ে দৃশ্যপটলেখকের ও মঞ্চশিল্পীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুটো কথা বলতে চাই। এদিকে জনসাধারণের ধারণা আজও বিশেষ অগ্রসর হয়নি। তবে গত যুগের তুলনায় বর্ত্তমান যুগের চিত্রকরদের ধারণা যে এদিকে কতকটা অগ্রসর হয়েছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

*

অধিকাংশ লোকই রঙ্গালয়ের দৃশ্যপটগুলিকে দেখে চিত্রমালার মত। এটা উচিত নয়। ছবি হচ্ছে ছবি। তা যত স্বাভাবিক ভাবেই আঁকা হোক্ না কেন, তাকে আমরা আঁকা-ছবির মতই দেখি। তার প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতরে যে-সব জীব থাকে, তাদেরও জন্ম তুলিকার মুখ থেকে। ছবির দৃশ্য জীবন্ত মানুষের মনে কেবল প্রকৃতির ইঙ্গিত জাগিয়ে তুলিয়েই ক্ষান্ত হয়। তার ভিতরে আসল সজীব জীবের প্রবেশ নিষেধ।

*

কিন্তু রঙ্গালয়ের দৃশ্যপটের উদ্দেশ্য, স্বতন্ত্র। নিজের কৃত্রিমতার ভিতরেই সে একটা বাস্তব জগৎ গড়তে চায়। সে উৎপাদন করতে চায়, ভ্রান্তি—যা দর্শকের মনের ভিতরে কাজ করবে। দৃশ্যপটকে যত-বেশী মনে হবে ছবি ব'লে, তার সার্থকতাও ক'মে যাবে তত বেশী।



মড অ্যালেনের নাচ

*

ছবি ও দৃশ্যপটের ভিতরে সব-চেয়ে বড় তফাৎ হচ্ছে ঐখানে। ছবি খালি নিজের উপরেই নির্ভর ক'রে দাঁড়াতে পারে। দর্শক তার রঙের লীলা, রেখার খেলা আর ভাবের সুষমা দেখেই খুসি হবে, তার বেশী আর কিছু সে চাইবে না—কারণ চিত্র হচ্ছে কাব্য ও সঙ্গীতের মতন একটি আলাদা আর্ট।

*

রঙ্গালয়ের দর্শক কিন্তু মঞ্চের উপরে খালি দৃশ্যপট দেখেই তুষ্ট হয়ে বাড়ীতে ফেরে না। দৃশ্যপটের মাঝখানে সে নট-নটীকে বা জ্যান্ত মানুষকে দেখতে চায়। দৃশ্যপটকে ফুটতে হবে ঐ জ্যান্ত মানুষের আওতায়। এবং যতক্ষণ না মঞ্চের উপরে জ্যান্ত মানুষের আবির্ভাব হয়, দৃশ্যপটের কাজও ততক্ষণ সুরু হয় না। ছবি প্রকাশ করে কেবল নিজের সৌন্দর্য্যকে, কিন্তু এ স্বার্থপরতা দৃশ্যপটে অচল। তার প্রধান কর্ত্তব্য, নটের অভিনয়কে এবং নাটকীয় ক্রিয়াকে সাহায্য করা। যে দৃশ্যপট নিজের সৌন্দর্য্যকে বজায় রেখে ঐ কর্ত্তব্য সব-চেয়ে নিখুঁৎ ভাবে পালন করতে পারে, শ্রেষ্ঠতার গৌরব দেওয়া যায় কেবল তাকেই।

*

চিত্র ও দৃশ্যপটের এই তফাৎ গত-যুগের মঞ্চশিল্পীরা ভালো ক'রে বুঝতেন ব'লে মনে হয় না। তাই মানচিত্রের মতন ঝোলানো পৃষ্ঠপটের উপরে বাড়ী-ঘর, অরণ্য, পর্ব্বত বা নদ-নদী বা তাদের বাদ্যচিত্র এঁকে, মঞ্চের উপর তাকেই দেখানো হ'ত। সে-সব দৃশ্যপট অভিনয়কে সাহায্য করত যত অল্প, অভিনয়কে হত্যা করত তত বেশী। তার চেয়ে দৃশ্যপটহীন রঙ্গালয়ে দর্শকের কল্পনা-শক্তিকে জাগিয়ে তুলে অভিনেতাদের পক্ষে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা বরং সহজ—কারণ এ-শ্রেণীর দৃশ্যপট দর্শকের কল্পনাকেও এতটা বিকৃত ও সীমাবদ্ধ ক'রে আনে যে অভিনেতাকে তার সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ ক'রে দর্শকের সামনে নাটকীয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে হয়।

*

একখানি মাত্র পৃষ্ঠপটের উপরে নদী এঁকে দেখালে, দর্শকের মনে কখনো ভ্রান্তি জাগানো যায় না। একখানা সাদা কাপড় তুলিয়েও ভ্রান্তি সৃষ্টি অসম্ভব। পৃষ্ঠপটের পাহাড় বা গাছ বা বাড়ী-ঘরও অবস্থাকে শোচনীয় ক'রে তোলে। পৃষ্ঠপটকে শুধু ছবি ব'লে গ্রহণ করলে কোন গোল থাকে না বটে, কিন্তু আগেই বলেছি, তা ছবি নয়। তার কাজ জীবন্ত মানুষ নিয়ে। তাই গত যুগের রঙ্গমঞ্চের উপরে যে-মুহূর্ত্তে জীবন্ত নট নটীর আবির্ভাব ঘটত, অমনি তাদের দেহের অনুপাতে পৃষ্ঠপটে আঁকা হিমালয় হয়ে পড়ত একটা টিপির মতন ছোট এবং নর্ম্মদাকে দেখতে হ'ত একলাফে-পার-হবার-মতন একটা আঁকা জলের রেখার মত। দিল্লীর সিংহদ্বারের উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে অভিনেতার মাথা হয়তো

আরো উপরে উঠত এবং বনস্পতির শীর্ষদেশ হয়তো অভিনেতার দৈহিক দীর্ঘতার নীচেই নেমে আসত। ফলে সেকালের পৃষ্ঠপট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিত্র হিসাবেও প্রশংসা অর্জ্জন করতে পারত না এবং দৃশ্যপট হিসাবেও হ'ত সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ।

•

এবং এই ঢিপির বা জলের রেখার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনেতা যখন তাকে নিজের উচ্ছ্বসিত বর্ণনার দ্বারা গগনস্পর্শী বিরাট হিমালয় কিংবা "উত্তালতরঙ্গময়ী ভীষণা নর্ম্মদা" ব'লে পরিচিত করতে চাইত, নাটকীয় সৌন্দর্য্য তখন কি বাষ্পের বস্তু হ'য়ে পড়ত না?

•

কেবল বাংলা রঙ্গালয়ে নয়, সেক্সপিয়ারের থিয়েটার (যখন দৃশ্যপট ছিল না) ও আধুনিক বাস্তব রঙ্গালয়ের মাঝখানে বিলাতেও এই শ্রেণীর অধঃপতিত রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। "It was a theatre of pretense and extravagance, of theatricalism in the worse sense. It was the dead alive theatre of Victorianism, the theatre where the meagre materials of backdrop, side walls, wings and borders were used as canvases for the smearing of bad colour and worse perspective in a "play-actory" pretence at an ostentatious reality. The thing was was never realism. It was never imagination. It was merely a routine, rule-of-thumb fake".

•

গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল প্রভৃতি যে রঙ্গালয় স্থাপন করেছিলেন, তার মঞ্চশিল্পীর আদর্শ ছিল, গত যুগের ঐ অধঃপতিত বিলাতী রঙ্গালয়। এবং এমন মঞ্চ-চিত্রের সাম্নে দাঁড়িয়ে অভিনেয় প্রাণ-বস্তুকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে তাঁদের কি বিপুল পরিশ্রম ও শক্তিব্যয় করতে হ'ত! মঞ্চশিল্পীরা একালেই অভিনেতাদের সাহায্যকারী বন্ধু হয়েছেন, কিন্তু সেকালে তাঁরা ছিলেন নট-নটীর শত্রুর মত। অভিনয়কে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা রঙ্গমঞ্চে ঢুকতেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁরা করতেন যেন অভিনয়ের প্রাণ বধেরই চেষ্টা!

•

বাংলা রঙ্গালয়ের দৃশ্যপটের অবস্থা এখনই যে যথেষ্ট উন্নত হয়েছে, তাও বলা চলে না। সেই সেকেলে পৃষ্ঠপটে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য (যা আবার খণ্ড খণ্ড পার্শ্বপট বা 'উইং' দ্বারা অস্বাভাবিক ভাবে বিভক্ত করা), সেই ভুল 'পারস্পেক্টিভ', সেই অতিরিক্ত-উজ্জ্বল বর্ণের অত্যাচারের দ্বারা এখনো এখানে অভিনয়কে বাধা দেবার চেষ্টা করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। তবে আশার কথা এই যে, বাংলা রঙ্গালয়ের মঞ্চশিল্পীরা তথাকথিত নিকৃষ্টতার ভিতরেও মাঝে মাঝে এখন এমন সত্যিকার বাস্তবতারও পরিচয় দেন, যা অভিনয়ের পরিপন্থী নয়। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতেই উন্নতির আশা করাও অন্যায় নয়।

•

নাট্যমন্দিরে "সীতা"র অভিনয় অনেক দিক দিয়েই নবযুগের প্রথম আভাস দিয়েছে। তার আগে বাংলা রঙ্গালয়ে কোন নাটকের অভিনয়ে মাত্র দু-একটি দৃশ্যে বাস্তবতাকে প্রকাশ করবার ক্ষীণ চেষ্টা হয়তো হয়েছে, কিন্তু "সীতা"র অভিনয়ে মঞ্চশিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় আগাগোড়াই বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর আঁকা বন-জঙ্গল, ঘর-বাড়ী কোথাও আঁকা ব'লে মনে হয় না এবং জ্যান্ত মানুষের আবির্ভাবে তা কোথাও হাস্যকর আকারও ধারণ করে না। তাঁর এই অপূর্ব্ব বাস্তবতা কেবল "সীতা"র অভিনয়কেই সাহায্য করে নি, অন্যান্য রঙ্গালয়ের মঞ্চশিল্পীগণকেও আধুনিকতার মাঝখানে এসে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে। কারণ "সীতা" অভিনয়ের পর থেকেই দেখছি, প্রত্যেক রঙ্গালয়ের প্রায় প্রতি নাটকেরই অভিনয়ে কিছু-না-কিছু বাস্তবতা প্রকাশের চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য অন্যান্য বাংলা রঙ্গালয়ের মঞ্চশিল্পীরা হয়তো মানতে চাইবেন না যে, বাস্তবতা প্রকাশ করবার জন্যে তাঁরা চারুচন্দ্রের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন! কিন্তু এ সত্যটাও তো তাঁরা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, চারুচন্দ্রের আগে তাঁরা বাংলা রঙ্গালয়ে নব বাস্তবকতাকে এমন সমগ্র ভাবে দেখাতেও পারেন নি। আসল কথা, বাংলা রঙ্গালয়ের মঞ্চশিল্পের ইতিহাসে চারুচন্দ্রের দান অমর হয়ে রইল।

•

গর্ডন ক্রেগ 'Towards a New Theatre" নামক পুস্তকে এই মর্ম্মে লিখেছেন :—'আমার পরিকল্পিত দৃশ্যপটের ভিতরে এমন স্থান কোথাও নেই, যা পটের গায়ে কেবল এঁকে দেখানো হয়েছে এবং নট-নটীরা যার উপরে পদার্পণ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এমন বনপথ আমি আঁকিনি, যা মিলিয়ে গেছে কোথায় তা কেউ জানে না এবং যার ভিতর দিয়ে কোন জ্যান্ত মানুষই অগ্রসর হ'তে পারে না। নাটকে যদি এমন কোন সিঁড়ির উল্লেখ থাকে যার উপর দিয়ে কেউ উঠতে বা নামতে পারবে না এবং নাট্যকার যদি বিশেষ ভাবে দেখাতে চান যে ঐ সিঁড়ি ওঠা-নামার জন্যে সৃষ্টি হয় নি, রঙ্গমঞ্চের উপরে তাহ'লেই সিঁড়ি না গ'ড়ে এঁকে দেখানো চলতে পারে। কিন্তু ধরুন, "জুলিয়াস সিজার" নাটকে যদি এমন সোপান-শ্রেণী দেখানো হয়, য'র উপরে জনতা থাকা সম্ভব, তাহ'লে সেই সোপান-শ্রেণী এঁকে দেখানো বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। সে সোপানশ্রেণী আমরা গড়তে বাধ্য। সিঁড়ি থাকবে, অথচ তার উপর দিয়ে কেউ ওঠা-নামা করবে না, এ অতি বিসদৃশ দৃশ্য নয় কি? আমার সমস্ত দৃশ্যপটের ভিতরে এই নিয়ম কাজ করে। There is not a spot in them which could not be walked upon and lived in. "সীজার ও ক্লিওপেট্রা"য় আমাকে একটি পিরামিড আঁকতে হয়েছে। কিন্তু সে পিরামিডকে আমি এত দূরে স্থাপন করেছি যে, তার উপরে মানুষ থাকলেও আমরা তা দেখতে পাব না."—শিল্পী চারুচন্দ্রও রঙ্গমঞ্চের জন্যে তুলিকা ধারণ ক'রে ঠিক এই-সব নিয়মই পালন করেছেন।

•

দু-একখানা তথাকথিত সাপ্তাহিকে (যাদের মত—সেকালের সব ভালো আর একালের সব খারাপ) মাঝে মাঝে এই মত দেখি যে, নবযুগের রঙ্গালয় নূতন কিছুই দিতে পারে নি। কিন্তু নবযুগে'র বয়স তো মোটে পাঁচ-ছয় বৎসর! এর মধ্যেই নূতন রঙ্গালয় যে নূতন অভিনয়-ভঙ্গি দিয়েছে, তার কথা না-হয় আপাততঃ ছেড়েই দিলুম। কিন্তু তা ছাড়াও সে যে দৃশ্যপট তথা আলোক-পাতকৌশলের ভিতরে বিচিত্র পরিবর্ত্তন এনেছে, পাঁচ ছয় বৎসরের ভিতরে তা কি যথেষ্টরও বেশী নয়? ঐ-সব চিন্তাহীন হেটো লেখক উত্তরে খুব সম্ভব দৃশ্যপটকে নগণ্য ব'লে প্রমাণিত করতে বসবেন।

•

কিন্তু দৃশ্যপট যে অভিনয়কে যার-পর-নাই সাহায্য করে, বার বার তা বলা বাহুল্য। পরন্তু, প্রধানতঃ দৃশ্যপটের উপরে নির্ভর ক'রেই সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অভিনয় এ দেশে নতুন ব্যাপার নয়। সেকালের যাত্রার (বাল্যে ও প্রথম যৌবনে অনেকটা অধঃপতিত অবস্থাতেও যা দেখে আমরা মুগ্ধ হতুম) অভিনয় যে অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর ছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু যাত্রা ফেলে তখনকার লোক থিয়েটার দেখবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করত কেন?—যাত্রায় দৃশ্যপট ছিল না, তাই দর্শকের মনে অভিনেতারা illusion বা ভ্রান্তি উৎপাদন করতে পারত না। থিয়েটারের দৃশ্যপটই সে অভাব পূরণ করলে—যদিও তখনকার মঞ্চশিল্পীদের কাজ খুব উন্নত ছিল না। কিন্তু তখনকার দর্শকরা তার বেশী আশাও করতে পারে নি। থিয়েটারের

জনপ্রিয়তার আরো কোন কোন কারণ থাকতে পারে, কিন্তু প্রধান কারণ হচ্ছে এই মঞ্চশিল্পের অভাবিত আত্মপ্রকাশ। এই মঞ্চশিল্প নবযুগের শিল্পীদের দৌলতে দৃশ্যপটে ও আলোকপাতকৌশলে এতটা উন্নত হয়ে উঠেছে যে, গিরিশচন্দ্র তাঁর জীবনের শেষ-দশাতেও—অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও—তা দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি। চারুচন্দ্রের মতন শিল্পীর পরিকল্পিত পট এবং আধুনিক আলোকপাতকৌশলের ("দিগ্বিজয়ী"র হত্যাদৃশ্যে যার চরমোৎকর্ষ) সাহায্য লাভ করলে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির অতুলনীয় অভিনয় যে আরো কত বেশী মোহনীয় হয়ে উঠতে পারত, সময়ে সময়ে সেই কথাই মনে হয়। কিন্তু মঞ্চশিল্পের উন্নতি এই সবে সুরু হয়েছে—এখনো আমাদের গর্ব্ব করবার সময় আসে নি, এখনো য়ুরোপের তুলনায় আমরা অনেক পিছনে প'ড়ে আছি।

*

য়ুরোপে মঞ্চশিল্পের আসল উন্নতি হয়েছে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগে বটে, কিন্তু তারও অনেক কাল আগে থেকেই—১৮০৮ খৃষ্টাব্দেও, এই নিয়ে আন্দোলনের সাড়া পাই। অত কাল আগেও August Wilhelm Schlegel নামে এক জার্ম্মান সমালোচক মঞ্চশিল্পের যে-সব অভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং যে-সব প্রতিকারের প্রস্তাব তুলেছেন, অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের Appia ও একালের Gordon Craigএর আলোচনার সঙ্গে তার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে Ticck ও Immermannও প্রায় Schlegelএর কথারই প্রতিধ্বনি শুনিয়েছেন। তারপর Perfall, Savitts (১৮৯০) ও Godwin (১৮৭৫) সেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর অভিনয়ের জন্যে উন্নততর মঞ্চশিল্পের আভাস দিয়েছেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান চিত্রকর Anselm Feuerbach ব'লেছেন :—"আধুনিক রঙ্গালয়কে আমি ঘৃণা করি, কারণ 'রুজে'র প্রলেপ ও 'কার্ডবোর্ডে'কে ভেদ ক'রে আমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সর্ব্বদাই ভিতর পর্য্যন্ত দেখতে পায়। অলঙ্কারের নামে সেখানে যে-সব কুকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সে-সমস্তই আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। ফলে জনসাধারণের রুচি বিকৃত হচ্ছে, কলারসবোধের শেষ-চিহ্নও বিলুপ্ত হচ্ছে, রুচির বর্ব্বরতা উৎসাহিত হচ্ছে এবং আসল আর্টকেও নির্ব্বাসিত করা হচ্ছে" প্রভৃতি।

*

Adolphe Appiaর পরিচয় বারান্তরে দিয়েছি। নূতন মঞ্চশিল্পের জন্যে এতদিন ধ'রে জাতির প্রাণে যে-অভাববোধ জাগ্রৎ হয়েছিল, এই জার্ম্মান শিল্পী সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব নিবারণের উপায় করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মত প্রথম প্রকাশিত হয়। জার্ম্মানীতে তাঁর প্রভাব যথেষ্ট হ'লেও, পৃথিবী আজও তাঁকে ভালো ক'রে চেনে না। তারপর Gordon Craigএর প্রবেশ। Henry Irving ও Ellen Terryর (তাঁর মাতা) সম্প্রদায়ে ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি নটজীবন যাপন করেছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পরেই তিনি তাঁর বিখ্যাত মত প্রচার করতে সুরু করেন, তারপর বা সঙ্গে সঙ্গেই Max Reinhardt, Otto Brahm (জার্ম্মানীতে), Stanislavsky (রুসিয়ায়), Jacques Rouche ও Jacques Copeau (ফ্রান্সে) এবং David Belasco (আমেরিকায়) প্রভৃতি প্রয়োগকর্ত্তা ও কলাবিদের দ্বারা প্রতীচ্যের মঞ্চশিল্প আজ উন্নতির প্রায় চরম সীমায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

*

বাস্তবতাকে প্রকাশ করবার জন্যে পাশ্চাত্য প্রয়োগকর্ত্তারা কি বিপুল চেষ্টাই না করেছেন! A Midsummer Night's Dream'এ Reinhardt যে অরণ্য দেখিয়েছিলেন, তার প্রত্যেক গাছটি পিচ্‌বোর্ডের দ্বারা এমন কৌশলে তৈরি করা হয়েছিল যে, চোখে দেখলে তাদের স্বাভাবিক গাছ ব'লেই ভ্রম হয়। বিলাতে গিয়ে একটি অভিনয়ে তিনি বাড়ীর ফটক দেখাবার জন্যে আসল লোহার রেলিং প্রভৃতি ব্যবহার করেছিলেন। কফি-ক্ষেত দেখাবার সময়ে একবার তিনি টাট্‌কা কফি এনে রঙ্গমঞ্চের উপরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার ফলে প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে তার গন্ধ সঞ্চারিত হয়ে দর্শকদের মনে বাস্তবতার আভাস এনেছিল। Maxim Grokyর একখানি নাটক অভিনয়ের সময়ে Stanislavsky রঙ্গমঞ্চের উপরে এমন সত্যিকার বস্তি-জীবন দেখিয়েছিলেন যে, দর্শকরা একেবারে চমৎকৃত হ'য়ে গিয়েছিল।

*

কিন্তু এই নিছক বাস্তবতার যুগেও আবার আর দল শিল্পীও দেখা দিয়েছেন। প্রথম ও প্রাচীন যুগে আমরা দেখি, স্লেমে-আঁটা একখানা সমতল পটের উপরে গাছপালা এঁকে শিল্পীরা অরণ্যকে ফোটাবার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় যুগে দেখি, "actual, modeled, three-dimensional forms of trees did indeed look not unlike an inferior sort of forest." কিন্তু তৃতীয় যুগে দেখি, পূর্ব্বোক্ত শিল্পীরা আবার সেই সমতল পৃষ্ঠপটই ব্যবহার করছেন—কিন্তু তাঁদের অঙ্কন-পদ্ধতি ভিন্ন। তাঁরা tree-like shapes বা symbols of natureএর দ্বারা অরণ্যের দৃশ্য দেখাতে চান। এই অরণ্যের গাছগুলো হয়তো ভালো ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আঁকা নয়, হয়তো এর মধ্যে খালি গাছের অর্দ্ধস্ফুট আভাসই থাকে। কিন্তু রং, আলো ও আকারের সাহায্যে শিল্পী এখানে বিশাল অরণ্যের চমৎকার একটি suggestive beauty ফুটিয়ে তোলেন—উচ্চশ্রেণীর দর্শকের কাছে নিছক বাস্তবতারও চেয়ে তা সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের পরিচয় দেয়। বাংলা দেশে এখনো এ-রকম দৃশ্যপটের চলন হয় নি। অর্থাৎ আমরা theatricalism থেকে গিয়েছি realismএর দিকে এবং realism থেকে আসছি abstract artএর দিকে।

*

আমাদের রঙ্গালয়ে রাধা-কৃষ্ণের পৌরাণিক প্রেম-কাহিনী নিয়ে অনেক গীতিনাট্য অভিনীত হয়েছে। কিন্তু এ-শ্রেণীর পৌরাণিক গীতিনাট্যের

খেয়ালের খেসারৎ

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই

হাস্য, করুণ, প্রভৃতি বিভিন্ন রসের এবং স্নেহ, ভালোবাসা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের অনেকগুলি গল্প ইহাতে আছে। মণিলাল বাবুর পরিপক্ক হস্তের রচনা। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য পাঁচ সিকা।

রায় এণ্ড রায় চৌধুরী

১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

দৃশ্যপটে যে কতখানি উপভোগ্য কল্পনার পরিচয় দেওয়া যায়, বাঙালী মঞ্চশিল্পীর মাথায় এখনো সে খেয়াল ঢোকে নি। য়ুরোপ হ'লে, এতদিনে এ-বিভাগে শিল্পীর কতরকম প্রকাশ-ভঙ্গি দেখিতে পেতুম! বিদেশিনী হয়েও আনা পাব্‌লোভা এক্ষেত্রে তাঁর মতন কলাবিদেরই যোগ্য এমন রসগ্রাহিতার প্রমাণ দিয়েছেন যে, তা উল্লেখ করবার মত। প্রাচীন ভারতের পারিপার্শ্বিক ও রূপ ফোটাবার জন্যে তাঁর "রাধা-কৃষ্ণ" নৃত্য-নাট্যের দৃশ্যপটে তিনি আধুনিক স্বভাবানুকারী অঙ্কন-পদ্ধতি বর্জ্জন করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রমালায় যে-রকম conventional গাছপালা প্রভৃতি আঁকা হ'ত, পাব্‌লোভার এই নৃত্যনাট্যের দৃশ্য ঠিক সেই পদ্ধতিতেই আঁকা। আমাদের রঙ্গালয়ের প্রযোগকর্ত্তারাও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করলে লাভবান হবেন।

*

পাব্‌লোভার আর একটি নৃত্যনাট্য হচ্ছে "Faust"এর "Walpurgis Night"। এর দৃশ্যপট এখানকার মঞ্চশিল্পীরা দেখে এসেছেন কিনা জানিনা, কিন্তু এর মধ্যেও তাঁদের শেখবার বিষয় আছে যথেষ্ট। সিবিল পাহাড়ের নৈশ অরণ্য-দৃশ্য কি অপূর্ব্ব-সুন্দর! পাহাড় ও গাছগুলি কোন নির্দ্দিষ্ট কায়দায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আঁকা নয়,শিল্পী ধ্যাব্‌ড়া ধ্যাব্‌ড়া কয়েক পোঁছ্‌ রং দিয়ে ঝাপ্‌সা ক'রে এঁকে গিয়েছেন। ফলে নৈশ অরণ্যের যে গম্ভীর ও স্বাভাবিক ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে, মনকে তা মোহিত ক'রে দেয়। অবশ্য এইসঙ্গে আলোকপাতের সূক্ষ্ম কৌশলও দরকার হয়েছে এবং তাও একটা লক্ষ্য করবার বিষয়।

*

দৃশ্যপট নিয়ে আমাদের আলোচনা দীর্ঘ হয়ে উঠল। অথচ এখনো অধিকাংশ কথাই বলা হয়নি। বাকি কথা পরে বলব। আজ কয় হপ্তা ধ'রে নাট্য-শিল্পের স্বরূপ দেখাবার জন্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা যে-সব দীর্ঘ আলোচনা করছি, হয়তো পাঠকদের তা ভালো লাগছে না, হয়তো আমাদের সকল পরিশ্রমই ব্যর্থ হচ্ছে। এ-সম্বন্ধে পাঠকরা যদি অনুগ্রহ ক'রে তাঁদের মতামত জানান তাহ'লে উপকৃত হব। রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের উপরেও আমাদের মতামত কাজ করছে কিনা, তা জানতে আগ্রহ হয়। কিন্তু তা জানা অসম্ভব, কারণ তাঁদের "আমিত্ব"-জ্ঞান এমন অতিরিক্ত যে, তাঁরা ছাড়া বাইরের আর কেউ যে রঙ্গালয় সম্বন্ধে কোন কথা বলতে পারে, এ কথা মনে জানলেও তাঁরা মুখে মানতে চাইবেন না।

*

বছর-খানেক আগে জনৈক থিয়েটারের কর্ত্তা সগর্ব্বে আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর রঙ্গালয়ের নট-নটীরা "নাচঘর" বা অন্য কোন সাপ্তাহিকের অভিনয়-আলোচনা পাঠ করে না। কোন কোন অভিনয়-ব্যবসায়ীও মাঝে মাঝে ঐ-ধরণের কথা ব'লে আমাদের দমিয়ে দিতে চান! কথাটা যে সত্যের বিপরীত, বারংবার তার প্রমাণ পেয়েছি। এবং কথাটা সত্য হ'লেও বলতুম যে, এ-রকম গর্ব্ব অশোভন ও বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। নট-নটীদের অভিনয় এবং নাট্যকলা সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের উন্নতির জন্যেই দীর্ঘকাল ধ'রে আমরা নিঃস্বার্থ-ভাবে "নাচঘরে"র সেবা ক'রে আসছি। আমরা তাঁদের সুখ্যাতি করবার ও উৎসাহ দেবারই চেষ্টা করি। যেখানে নিতান্তই তা পারিনি, সেখানে তাঁদের দোষ ভদ্রভাবেই শ্লীল ভাষায় দেখিয়ে দিয়েছি! এবং সারা পৃথিবীর নাটকীয় আন্দোলনের ও নূতন তথ্যের পরিচয় "নাচঘর" যেমন অক্লান্ত ভাবে ধারাবাহিকরূপে দিয়ে আসছে, অমরেন্দ্রনাথের "রঙ্গালয়" থেকে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের রঙ্গালয়-সম্পর্কীয় কোন পত্র-পত্রিকা তা দিতে পারেনি। ধরতে গেলে, নাট্যজগতে এমন কোন নূতন বিষয় নেই, "নাচঘরে" যার আলোচনা হয়নি। কাজেই এ কথা অনায়াসেই বলা চলে যে, "নাচঘর"কে সত্যসত্যই বর্জ্জন করলে নট-নটীদের উপকার হবে না কিছুই, কিন্তু অপকার হবে ষোলোআনা।

*

প্রায় সমস্ত অভিনেতাকেই চিনি এবং মোল্লার দৌড় কোন্ পর্য্যন্ত, তাও আমাদের জানতে বাকি নেই। আমরা বেশ জানি, জন-কয়েক ছাড়া এখানকার অধিকাংশ নট-নটীই নিজেদের অবলম্বিত আর্টের সঙ্গে পরিচিত নন। স্বাধীনভাবে আপন আপন ভূমিকার ধারণা করবারও শক্তি তাঁদের নেই। তাঁদের 'কালচারে'র ঘরে শূন্য, তাঁদের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় নেই বললেই চলে, তাঁদের উচ্চারণ ভুল, ভঙ্গি অদ্ভুত,—এমন কি কেমন ক'রে রঙ্গালয়ের উপরে চলা-ফেরা ও কণ্ঠস্বরকে ব্যবহার করতে হয় তাও তাঁরা শেখেন নি। তাঁদের যে শক্তি দেখে 'গ্যালারি' হাততালি দেয়, তা হচ্ছে ধার-করা,—অন্য কোন শক্তিধরের কাছ থেকে শিখে, তোতাপাখীর মতন বুলি মুখস্থ এবং ভাব-ভঙ্গী অভ্যাস ক'রে তাঁরা 'বড়' হয়েছেন। তাঁদের বিজ্ঞাপনের ঢাক্ যত জোরেই বাজুক এবং তাঁদের নাম প্রাচীর-পত্রে যত বড় বড় অক্ষরেই ছাপা হোক্, আমরা তা'তে স্তম্ভিত হব না—কারণ আমরা যে জানি, মাকালের রাঙা খোসার তলায় থাকে কি বস্তু! এঁদের জাঁক সইতে পারি না।

*

আবার সকল অভিনেতাও একদলের লোক নন। সেদিন মনোমোহন থিয়েটারে বিখ্যাত নট শ্রীযুক্ত সতেন্দ্রনাথ দের সঙ্গে দেখা হ'ল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, "মশাই, বেশীর ভাগ কাগজেই নাট্য-সমালোচনা পড়লে সর্ব্বশরীর জ্ব'লে যায়, কেননা ভদ্রলোকের ভাষায় তা লেখা হয় না। কিন্তু আপনাদের "নাচঘর" মন্দ বললেও রাগ করতে পারি না।"—"নাচঘরে"র এই আদর্শ বরাবর বজায় রাখতে পারব ব'লে আশা করি। দোষ দেখিয়ে দেওয়া মানে গালাগালি দেওয়া নয়। সকল সহযোগীরই এ কথা বোঝা উচিত।

*

এদেশে নিয়মিত অভিনয়-সমালোচনার এই প্রথম যুগ। তার উপরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগ্য ব্যক্তির উপরে সমালোচনার ভার পড়ে না ব'লে এ-বিভাগে ত্রুটী-বিচ্যুতি হয় এত বেশী। পরন্তু অনেক সমালোচকই বয়সে যার-পর-নাই কাঁচা এবং সাহিত্যক্ষেত্রেও শিক্ষানবীশ—অর্থাৎ তাঁরা এখনো হাত-মক্স করবার যুগও পার হন নি। ফলে তাঁদের আলোচনায় সংযম, বিচার-শক্তি, ভাব ও ভঙ্গির অভাব হয়। এই-সব নাবালকের জন্যেই সাবালক সম্পাদকদেরও বিনাদোষেই কুখ্যাতির সীমা নেই। কিন্তু রামের দোষে শ্যামের মাথায় লগুড়াঘাত করা শুধু যুক্তিহীন নয়, অমার্জ্জনীয় অপরাধও বটে।

*

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি :—

২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

রক্ত পরিষ্কার করে

সুরবল্লী কষায়।

খাইতে কোনও হাঙ্গামা নাই

সি,কে,সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বল বৃদ্ধি করে

ডাকঘর

৩রা ফাল্গুনের "নাচঘরে" দেখলাম শ্রীশচীন দাশগুপ্ত লিখেছেন—"যদি শিশিরকুমারের শিষ্যত্ব গৌরব কেউ করতে পারে, তো—এক নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী—কেউ নয় আর।" আর সেই সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্যেও পড়লাম "গুরুশিষ্যের সম্পর্ক বলতে যা বুঝায়, শিশিরকুমারের সঙ্গে নির্ম্মলেন্দুর তেমন কোন সম্পর্ক আছে ব'লে জানি না।" শুধু "নাচঘর"-সম্পাদক কেন —নির্ম্মলেন্দুবাবুর সম্বন্ধে যাঁরা একটুও জানেন তাঁরাই এই কথা বলবেন। দুঃখের বিষয় অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই—এমন-কি সংবাদপত্রের সম্পাদকের দলও —(বোধ হয় "নাচঘর"ও—অবশ্য জানি না, কার সম্পাদকতায়)—নির্ম্মলেন্দু বাবুকে 'শিশিরবাবুর শিষ্য ব'লে পরিচিত করেছেন। এমনকি কবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—তাঁর "মীরাবাই" নাটকের ভূমিকায়—কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন—"শিশির-শিষ্য নির্ম্মলেন্দু" লিখে।

কিন্তু কেন?—শিশিরবাবুর কাছে হাতে-কলমে শিক্ষা হিসাবে নির্ম্মলেন্দু বাবু (আমি যতদূর জানি) মাত্র একবার সুযোগ পেয়েছিলেন।—সে হচ্ছে "ওল্ড ক্লাবে" "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" অভিনয়ে। কিন্তু যাঁরা সে অভিনয় সম্বন্ধে কিছু জানেন বা দেখেছিলেন, তাঁরাই বলবেন, যে, নির্ম্মলেন্দুবাবু শিশিরবাবুর কাছে শিক্ষালাভ করা দূরে থাক,—তাঁর সঙ্গে সহযোগিতাও করেননি; বরং তাঁর নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।—এ ছাড়া তিনি ত শিশিরবাবুর সঙ্গে অভিনয় করবার আর সুযোগই পান নি!—এই ত গেল হাতে-কলমে শিক্ষার কথা।

দ্বিতীয়তঃ—একলব্যের মত শিক্ষার কথা।—এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে গেলে দুজনেরই অভিনয়ের ধারার তুলনা-মূলক আলোচনা করা ছাড়া উপায় দেখি না—আর সে কাজ বিশেষজ্ঞেরাই ভাল পারবেন—আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তবু "বামনের চাঁদ ধরার সাধে"র মত আমি এ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলব। লম্বাচাওড়া কথা ঝেড়ে আমি বোঝাবার চেষ্টা করব না—অতি সাধারণ দর্শক, যাঁরা আলোচনা না ক'রে—দেখেই শুধু আনন্দ পান, তাঁদেরই মতামত আমি বলবার চেষ্টা করব।

প্রথমেই ব'লে রাখা ভাল যে, দুটো বিভিন্ন সুরেও কতকগুলো সমান পর্দ্দা লাগে—সামান্য দু'একবারে অমিলেই তারা সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। অভিনয়ে আধুনিকতা আনবার চেষ্টা কম বেশী শিশিরকুমার ও নির্ম্মলেন্দু দুজনেরই আছে এবং থাকবেও—কারণ যুগপ্রভাব কেউ কাটিয়ে উঠতে পারে না।—হয়ত আপনারা বলবেন যে এই আধুনিকত্বের স্রষ্টা, নাট্যজগতের যুগপ্রবর্ত্তক শিশিরকুমার। আমিও একথা কতকটা স্বীকার করি। কিন্তু তাই ব'লে আমি শুধু এই কারণেই শিশিরকুমারের শিষ্য ব'লে নির্ম্মলেন্দু বাবুকে অভিহিত করতে রাজি নই। কারণ দানীবাবুও এই আধুনিকত্বের ছাত এড়িয়ে যেতে পারেন নি। (তা হ'লে তাঁকেও ত ঐ আখ্যা দিতে হয়—এবং তা দিতে যাওয়া যে কতখানি হাস্যকর ব্যাপার, তা বোধ হয় সকলেই অনুমান করতে পারছেন।) শিশিরবাবুও নির্ম্মলেন্দুবাবুর অভিনয়-ধারার মধ্যে এই ঐক্যটুকু ছাড়া আর ত কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না—আর এই ধরণের ঐক্য সব দেশের সব স্রষ্টাদের মধ্যেই চিরকাল আছে এবং থাকবে। এই ত গেল দুজনের অভিনয়ের মিলের কথা;—এখন দেখা যাক্—অমিল কোথায়?—

স্বরবিন্যাস—আমাদের দেশে সচরাচর যাকে flow (?) বলে, তা শিশিরবাবুর অভিনয়ে দেখতে পাওয়া যায় না বল্লেই চলে—আর নির্ম্মলেন্দুবাবুর অভিনয়ে তা কম হ'লেও বেশ ধরতে পারা যায়। আর এই flowই সাধারণ দৃষ্টিতে পুরাতন ও নূতন দলের সর্ব্বপ্রধান ব্যবধান সৃষ্টি করেছে।—সাবেকী অভিনেতাদের মত নির্ম্মলেন্দুবাবু গোটা বইখানির অভিনয় করার পক্ষপাতী—আর শিশিরবাবু বইখানি কেটে ছেঁটে সাজিয়ে দর্শকদের সামনে ধরবার পক্ষপাতী।—শিশির-বাবুর মুখ চেয়ে চলে গ্রন্থকার আর গ্রন্থকারের মুখ চেয়ে চলবার চেষ্টা করেন নির্ম্মলেন্দুবাবু। প্রমাণ—"সাজাহান"। শিশিরবাবু তাঁর নিজের কল্পনায় "সাহাজানকে" রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, তার জন্যে তাঁর প্রয়োজন মত দ্বিজেন্দ্রলালের গোটাকতক কথা ধার নিয়েছেন, অপ্রয়োজন বোধে কতকগুলো কথা বাদ দিয়েছেন, সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্যে নিজে কতকগুলো কথা বসিয়েছেন ও বইখানা কেটে ছেঁটে ওলোট পালোট ক'রে সাজিয়ে নিয়েছেন। আর



স্বরলিপি
হারমোনিয়ম শিক্ষা
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ত করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন
৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা

নির্ম্মলেন্দুবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পনার সাজাহানকেই পুরাতনপন্থীদের মত নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাজিয়ে অটুট রেখে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। শিশির বাবু একাধারে নট ও প্রযোজক—আর নির্ম্মলেন্দুবাবু শুধুই নট। (কারণ তাঁর প্রযোজনার সম্যক পরিচয় এখনও আমরা পাইনি)। পারি ত পরে "Producer's Licence" সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করব।

অবান্তর হ'লেও এক্ষেত্রে আমার নিছক নিজস্ব মতটুকু জানাবার লোভ সামলাতে পারছিনা। আমার মনে হয়—কবির কল্পনাকে দর্শকের সম্মুখে বাস্তব ক'রে তোলবার চেষ্টাই হচ্ছে—অভিনয়। অবশ্য এটা ঠিক যে, নটের কল্পনার আদর্শের সঙ্গে কবির মানসী প্রতিমার সংমিশ্রণ না হ'লে অভিনীত অংশের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না—এবং নিজের আদর্শে প্রাণপ্রতিষ্ঠার খাতিরেই শিশিরবাবুকে প্রায় সবই কম-বেশী কেটে ছেঁটে সাজিয়ে নিতে হয়—আর শুধু সেই কারণেই তাঁর গৃহীত অংশের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ মানবাত্মার দর্শন মেলে। —নিছক কবি-কল্পনাকে নিজস্ব ক'রে নেওয়ার চেষ্টাও ত কম বাহাদুরী নয়—সে হিসাবে আমার মনে হয়, নির্ম্মলেন্দুবাবু যতখানি কৃতকার্য্য হয়েছেন, এ যুগের আর কোন অভিনেতা ততখানি হন নি। তাঁর গৃহীত অংশ খুব উচ্চ আদর্শের প্রাণ না পেলেও, তাঁর এই প্রচেষ্টা যে আজকের দিনে সাধু, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।)

যতটুকু পারলাম দুই শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অভিনয়-ধারার দু'একটা অতিসাধারণ point নিয়ে আলোচনা করলাম। এ সম্বন্ধে আপনাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আলোচনা দেখতে বড় সাধ হয়েছে—আশা করি অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

এখন আসল বক্তব্যে আসা যাক।—নির্ম্মলেন্দুবাবু বছর কয়েক আগে একটা প্রবন্ধে (বোধহয় সেটা শিশিরে ছাপা হইয়েছিল) লিখেছিলেন যে, তাঁর শিক্ষা "গিরিশবাবুর" পদপ্রান্তে ব'সে। সে কথায় অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। কারণ তাঁর অভিনয়েও শিশিরবাবুর চেয়ে গিরিশবাবুর প্রভাবই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া আমি শুনেছি পাঠ্যাবস্থায় নির্ম্মলেন্দুবাবু যখন "যোগেশ" প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয় করেছিলেন, তখন তিনি গিরিশবাবুরই "যোগেশের" মূর্ত্তি সামনে রেখেছিলেন ও তাঁর কাছে হাতেকলমে শিখতেও গিয়েছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত তিনি যে সব ভূমিকায় অভিনয় ক'রে যশস্বী হয়েছেন—যথা "দুর্গেশনন্দিনী"তে "ওসমান", "মহারাষ্ট্র", "সদাশিবরাও", "সাজাহানে" "সাজাহান" ও "দিলদার", "প্রফুল্লে" "ভজহরি" প্রভৃতি,—সে সমস্তরই অভ্যাসকালে আমার মনে হয় গিরিশবাবুর রসঘন নটমূর্ত্তি কল্পনার চক্ষে রেখে তিনি সাধনার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে আর একটা কথা বলে রাখি যে, নির্ম্মলেন্দুবাবুর শিক্ষকতার দাবী যদি কেউ করতে পারতেন, ত "স্বর্গীয় আশুতোষ লাহিড়ী" মহাশয় (ওল্ড ক্লাবের "ছোট্টুবাবু"।) এবং তিনিও ঐ গিরিশবাবুরই শিষ্য ছিলেন।

"শিশিরবাবু" ও "নির্ম্মলবাবু" উভয়েই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—(একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, শিশিরবাবুর সৃষ্টিশক্তি নির্ম্মলেন্দুবাবুর চেয়ে বেশী) উভয়ের কাছ থেকেই আমরা কিন্তু সমান প্রত্যাশাই করি। একজনের শিষ্য আর একজনকে মনে ক'রে তাঁর অভিনয় দেখতে গিয়ে বা তাঁর অভিনয়ের সমালোচনা করতে বসে তাঁকে যেন খর্ব্ব না করি—তা'হলে তাতে তাঁর চেয়ে আমাদের নিজেদের লোকসানের মাত্রাই বেড়ে যাবে; নইলে নির্ম্মলেন্দুবাবুর গৌরব—গিরিশ-শিষ্যই বলুন আর শিশির-শিষ্যই বলুন—তাতে কিছু কমবে না। সেইজন্যে আমার মনে হয় শচীনবাবুর লেখা উচিত ছিল—"যদি শিশিরকুমারের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব-গৌরব কেউ করতে পারে, তো—এক নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী—"কেউ নয় আর।" অবশ্য আর যদি কোন অধিকতর শক্তিশালী নট না আবির্ভূত হন।

শ্রীসুধাময় চট্টোপাধ্যায়

(সম্পাদকীয় মন্তব্যঃ নির্ম্মলেন্দুবাবু যে শিশিরকুমারের শিষ্য, এ-কথা "নাচঘর" বলেছে ব'লে মনে পড়ে না। "ওল্ড ক্লাবে"র অভিনয় (ষ্টার-রঙ্গমঞ্চে) আমরাও দেখেছি। সাধারণ রঙ্গালয়ে নূতন দলের আবির্ভাবের ঠিক আগেই সে অভিনয় হয়েছিল এবং পেশাদার অভিনেতা হবার আগে সখের খাতিরে সেই অভিনই হচ্ছে শিশিরকুমারের শেষ অভিনয়। সুধাবাবু লিখেছেনঃ সে অভিনয়ে নির্ম্মলেন্দুবাবু শিশিরবাবুর "সঙ্গে সহ-যোগিতাও করেন নি; বরং তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার চেষ্টা করেছিলেন।" —এই কথাগুলির প্রথম অংশ সত্য বটে, কিন্তু দ্বিতীয় অংশে কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে। সে অভিনয়ে নির্ম্মলেন্দু তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেন নি ব'লেই আমাদের স্মরণ হচ্ছে। তখনকার একখানি দৈনিক পত্রেও ("হিন্দুস্থানে") সেই অভিনয়ের সমালোচনা-প্রসঙ্গে আমরা লিখেছিলুম যে, নির্ম্মলেন্দুবাবু ভালো অভিনয় করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর উপরে দানীবাবুর ছাপ বড় বেশী ক'রেই ফুটে উঠেছে। আসল কথা, নির্ম্মলেন্দু তখনো তাঁর "স্বাতন্ত্র্য" খুঁজে পান নি। অবশ্য এজন্যে তাঁর এখনকার সুনামের কোনই ক্ষতি হবে না। কারণ, অধিকাংশ অভিনেতাই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই "স্বাতন্ত্র্যে"র পরিচয় দিতে পারেন না। এমন কি শিশিরকুমারও প্রথম জীবনে যখন য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে অভিনয় করতেন, তখন তাঁর অভিনয়েরও উপরে দানীবাবুর প্রভাবের অভাব ছিল না। সুধাবাবুর একটি কথার অর্থ আমরা বুঝতে পারলুম না। "শিশিরবাবুর সৃষ্টিশক্তি নির্ম্মলেন্দুবাবুর চেয়ে বেশী" এই কথা ব'লেই তিনি আবার বলছেন যে, "উভয়ের কাছ থেকেই আমরা কিন্তু সমান প্রত্যাশাই করি"। দুজনের সৃষ্টিশক্তির ভিতরে তারতম্য থাকলে, তাঁদের কাছ থেকে কি "সমান প্রত্যাশা" করা যায়? আমাদের "সম্পাদকীয় স্তম্ভে" সুধাবাবুর যে "আলোচনা দেখতে সাধ হয়েছে" সময় পাই তো ভবিষ্যতে তা করবার চেষ্টা করব। আপাততঃ স্থানাভাবের জন্যে তাঁর সাধ মেটাতে পারলুম না ব'লে আমরা লজ্জিত রইলুম।)

ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮

ফে্ণ্ডস সোসাইটির

সকল রকম সুতী ও রেশমী কাপড়

ও জামা খরিদ করিবার পূর্ব্বে--

দর ও জিনিষ দেখিতে ভুলিবেন না

(একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

আশুতোষ বিল্ডিং

ও

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোলদীঘির পশ্চিম,

থিয়েটারী আর্টে বাস্তবতার বাতিক্

—:০:—

শ্রীভারতকুমার বসু

নাটকের মধ্যে কি কি থাকা উচিত?...

শুধু কি বচন-বিন্যাস, ভঙ্গিমার নির্দ্দেশ, অঙ্ক-গর্ভাঙ্ক বিভাগ, এবং মানব-মনের বৈচিত্র্যময় বিশেষত্বটুকু? আর কিছুই নয়? নাট্যকার কি শুধুই দৃশ্য এবং কথ্যেরই পরিচয় দেবেন?...অভিনেতা কি কেবল জীবনের নিত্য ঘটনার মধ্যে জানা এবং শোনা ব্যাপারই বিবৃত ক'রবেন? এবং তা দেখে ও শুনে, দর্শকরা কি শুধুই পুলকিত, মুগ্ধ, শিহরিত এবং অশ্রু-আর্দ্র হ'য়ে উঠবে?...

না। নাটক অথবা থিয়েটারী আর্টের মধ্যে ও-সব ত থাকবেই! উপরন্তু তার মধ্যে থাকবে—নির্ম্মল ভাব-প্রকাশক এমন একটী Music এর খোরাক, যা তৎক্ষণাৎ দর্শকের মনের মধ্যে সুন্দর একটী রেখাপাত ক'রবে। ভাষায় তা বোঝানো যায় না! বোধ করি, মিঃ গর্ডন ক্রেগ্ "নীরবতার নাটক"—কথাটী এই উদ্দেশ্যেই লিখেছেন!...তারপর থিয়েটারী আর্টের মধ্যে আরও থাকবে স্থাপত্যের আদর্শ, এবং সুর, আকৃতি ও প্রকৃতির স্বাধীনতার বিশেষত্ব!... বৈচিত্র্য এবং উৎকৃষ্টতার সঙ্গে জীবনের বাস্তবতা মেশাতে পারলেই, থিয়েটারী আর্টের সার্থকতা। আত্মার মত এই আর্ট মুক্ত! এবং এর রূপ—নিজের অভি-ব্যক্তিগুলি ছাড়া, আর সমস্ত জিনিষের কাছেই স্বাধীন!...

রঙ্গালয়ে বাস্তবতা খুবই ভাল জিনিষ। কিন্তু তা ব'লে যে প্রত্যেক বাস্তবের রূপটীই সেখানে ফোটাতে হবে, তার কোনো মানে নেই! কারণ, অনেক সময়ে তা বরদাস্ত হয় না। সে ক্ষেত্রে সেই বাস্তবতা অবিলম্বে পরিত্যাজ্য!...

আর্টের মধ্যে সৃষ্টির যতগুলি সুন্দর উপায় আছে, শিল্পীর দিক দিয়ে, তার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ বাইরের আর একটা জগতের সঙ্গে। শিল্পীর নিজের মধ্যে যে-জীবন্ত প্রেরণা আছে, তার সঙ্গে সে সম্বন্ধ-যুক্ত ক'রে রেখেছে—তার মনের বাইরেকার বস্তুগুলির সাথে। এবং তাদের ভিতর দিয়েই সে নিজেকে প্রকাশ করে,—ঠিক যেমন ধূলা, বাতাস, সূর্য্যের আলো এবং মাধ্যাকর্ষণের ভিতর দিয়ে একটী তরু নিজের রূপ প্রকাশ করে!...মোলিয়ারের ভাষায়, "শিল্পী সেইখানেই আত্ম প্রকাশ করে, যেখানে সে প্রকাশের রূপ খুঁজে পায়!"

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।
ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮

এই রূপ সে তার ইচ্ছামত কম অথবা বেশী গ্রহণ ক'রতে পারে। তার বাইরেকার সম্বন্ধীভূত বস্তু হ'তে সে তার ইচ্ছামত দূরে অথবা কাছে থাকতে পারে। এই দিক দিয়ে, রঙ্গালয়ের আর্ট অন্য সব আর্ট থেকে পৃথক নয়। সমস্ত আর্টের মধ্যেই যে-উদ্দেশ্য ঘুমিয়ে আছে, তা একই!...

এই আর্ট বুঝতে হ'লে, সকলের চেয়ে বেশী যে-জিনিষটী দরকার, তা হচ্ছে অনুভূতির প্রসারতা!...অনেক সমালোচকের (?) মতে, ডিউজ "Cosi Sia" নাটকের মধ্যে যে-বৃদ্ধা কৃষী-রমণীর অভিব্যক্তি দেখিয়েছিলেন, তা কি-আকৃতি এবং কি-ভঙ্গিমা—উভয় দিক দিয়েই হয়েছিল ব্যর্থ! এবং রোশেলিনোর 'ম্যাডোনাও' সার্থক হয়নি, কারণ, তার আকারের মধ্যে ম্যাডোনার কোন সাদৃশ্যই ছিল না!...সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, এক্ষেত্রে বিচার হচ্ছে কেবল দৈহিক আকৃতি ও কার্য্যকে নিয়ে। কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে চরিত্রের যা-অভিব্যক্তি তখন ফুটেছিল, তা এদিক দিয়ে মোটেই নয়!...ডিউজ কি ইচ্ছে ক'রলে জননীর স্নেহ, সারল্য এবং ধর্ম্মপ্রবণতার চিত্র ফোটাতে পারতেন না? তিনি কৃষাণ-রমণীর হুবহু আকারটীই দেখাতে পারতেন, এবং তাঁর অন্তরের মধ্যে সত্যিকার কৃষাণীর আত্মার রূপও ফোটাতে পারতেন। এবং তাঁর তখনকার সেই স্বাভাবিকতা ও স্বর্গীয় সুষমা-ভরা মনের পরিচয় পেয়ে হয়ত অনেক দর্শকই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে পারতো! কিন্তু তা তিনি দেখান নি! এবং এইজন্যেই তাঁর তখনকার স্বর ও সুরের মধ্যে যে technical language ছিল, তা অনেকেই বুঝতে ও বরদাস্ত ক'রতে পারেনি! কিন্তু সেজন্যে দোষ কার? রঙ্গালয়ের আর্টজ্ঞানহীন দর্শকদের অনুভূতির দৈন্যই নয় কি?

থিয়েটারী আর্টের মধ্যে বৃদ্ধা কৃষাণীর কাছ থেকে অযথা কিছু আশা করার মত মূর্খতা আর কি আছে! বৃদ্ধা-কৃষাণীর চরিত্র-চিত্র যদি উৎকট উৎসাহের সঙ্গে দেখবার এতই ইচ্ছে হ'য়ে থাকে, তা হ'লে তার প্রকৃষ্টতর স্থান রঙ্গালয় নয়,—সহরের বাইরে যেখানে অগুন্তি কৃষীদের পল্লী আছে, সেখানে!...কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রঙ্গালয়ে বাস্তবতার এই যে বাতিক, এটী এক যুগের জন্যে স্থায়ী নয়,—প্রতি যুগেই অপ্রতিহতভাবে তা অবশ্যম্ভাবী! এর বিহিত কি? *

গান

শ্রীমতী প্রভা)

ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি
লুকানো মেঘের গায়!
চাঁচর-চিকুর-চিক্
মাঝারে সিঁদুর ভায়!
কুসুম কাঁটার ঝাড়ে!
সলিল শিলার আড়ে!
বিরহে মিলন বাড়ে—
স্বপনের সুষমায়!
মলিন খনির তলে—
অমল হীরক জলে!
বাঁশরী বাঁশের কোলে
রহে চুপি ছলনায়!
বসিয়া বিহন কোণে—
কি ভাবো নিজন মনে!
সুখ সদা দুখ সনে—
সুগোপনে ঝলকায়!

---

* ইংরেজী প্রবন্ধ অবলম্বনে

চাঁদ-তারা মার্কা এলুমিনিয়মের বাসন

পূজাপার্ব্বণ, উপনয়ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যাপারাদিতে ও

নিত্যনৈমিত্তিক প্রত্যেক কার্য্যে সমান উপযোগী।



দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কসে প্রস্তুত

গোবর্দ্ধনদাস মানেকলাল,-৫৬।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এ হপ্তায় সব রঙ্গালয়ই কলকাতার মায়া কাটিয়ে মফঃস্বলে স'রে পড়েছেন। নাট্যমন্দির গেছেন শিউড়ী-প্রদর্শনীতে, মনোমোহন গেছেন জলপাইগুড়িতে, মিনার্ভা গেছেন 'লুপলাইনে'র মহেশপুরে এবং ষ্টার কোথায় গেছেন, মনে নেই। বিদেশের ডাক কবে নীরব হবে, আমরা তা বলতে পারি না।

•

বেশ বোঝা যাচ্ছে, সহুরে দর্শকদের পকেট অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা। নইলে সহরের রঙ্গালয় এমন নির্দ্দয় ভাবে সহরের মায়া কাটিয়ে পল্লীপ্রেমে মসগুল হ'য়ে উঠত না। রঙ্গালয়ে কিসের অভাব হয়েছে? নাগরিকরা কেন তাদের পৃষ্ঠপোষণ করতে রাজি নয়? আমাদের নয়, রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদেরই পক্ষে এ-কথাটা ভাববার কথা।

•

সংপ্রতি রাধিকানন্দ সম্প্রদায়ের একটি মহলায় উপস্থিত ছিলুম। সেদিন নাচের মহলা হচ্ছিল। নাচের পরিকল্পনার জন্যে আমরা কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকা-রমণ রায়-মহাশয়কে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমরা নিজেরা নাচ কিছু কিছু বুঝি ব'লে মনে করি। জনসাধারণ "রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ে"র "পাণ্ডব-গৌরবে"র নাচ কি ভাবে নেবে তা অবশ্য জানিনা;—তবে এ-কথা বলতে পারি যে, কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায়-মহাশয় যে-নাচ দিয়েছেন, তা একেবারে আধুনিক না হ'লেও, নূতনত্ব ও উপভোগ্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করবে। অন্ততঃ অসম্পূর্ণ মহলা দেখেই আমরা উপভোগ করেছি। এর পরে অভিনয়ের দিনে বারংবার অভ্যাস ও পরিবর্ত্তনের ফলে এ-সব নাচের মাধুর্য্য যে আরো চমৎকার হয়ে উঠবে, সেটা বলা বাহুল্য। এইসঙ্গে আর-একটি কথাও বলতে পারি। জনসাধারণ অবশ্য আন্দাজ করতে পারবেন না, কিন্তু মহলায় নৃত্যশিক্ষা দেবার সময়ে আমরা কুমার-বাহাদুরের যে নৃত্য-নিপুণতা দেখেছি, তা যে কোন প্রথম শ্রেণীর নর্ত্তকের পক্ষেও প্রশংসাযোগ্য। তাঁর যে এত গুণ, এটা আমাদের অজানা ছিল।

•

কেবল নাচ নয়, "পাণ্ডব-গৌরবে"র কয়েকটি গানে কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকা-রমণ রায়-মহাশয় যে নূতন সুর দিয়েছেন, তার ভিতরেও তাঁর সঙ্গীত-নিপুণতার পরিচয় পেয়েছি। প্রকাশ্য অভিনয়ে গায়ক-গায়িকারা এ-সব গান কেমন ভাবে গাইবেন, তা এখন বলতে পারি না। তবে ঠিকমত গাওয়া হ'লে এ-সব গান দর্শকদের মর্ম্ম স্পর্শ করতে পারবে নিশ্চয়ই। কুমার-বাহাদুরকে পাওয়া, রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের পক্ষে যে সৌভাগ্যের বিষয় হয়েছে, এ-কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে পারি। কুমার-বাহাদুরের মতন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি অভিনয়-কলার পৃষ্ঠপোষণ করেন, তাহ'লে তার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকে না।

•

আর্ট চিরকাল ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে। কবি, গায়ক ও অভিনেতারা আগে রাজা-মহারাজা ও ধনীদের স্নেহচ্ছায়াতেই জীবন যাপন করতেন। সেকালে এমন রাজা-মহারাজার নাম মনে পড়ে না, কবি ও গায়করা যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কলাবিদকে আশ্রয় না দিলে সেকালের রাজা-মহারাজাদের রাজকীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকত না। রুসিয়ায় অভিনয়-কলা সর্ব্বপ্রথমে সম্ভ্রান্ত সমাজের আশ্রয়েই লালিত-পালিত হয়েছিল। বাংলা দেশেও আধুনিক 'থিয়েটারে'র সূত্রপাত স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ ধনকুবেরদের আলয়ে। কিন্তু একালের ধনীদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা টাকা উড়িয়ে দেন অসংখ্য উপায়ে, কিন্তু ললিত কলা তাঁদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত। তাঁদের পক্ষে এটা খুব গৌরবের কথা এবং ললিত কলার পক্ষে এটা খুব আশার কথা নয়।

•

মিনার্ভা নূতন গীতিনাট্যের জন্যে কি কি নূতনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, আমরা এখনো তার সঠিক খবর পাই নি। তবে এটুকু মনে করতে পারি যে, মিনার্ভার এই নূতন গীতিনাট্যের অভিনয় গানের সুরে, নাট-নিপুণতায় ও মঞ্চশিল্পের ঐশ্বর্য্যে সম্পূর্ণরূপেই আধুনিক রুচির উপযোগী হয়ে উঠবে।

•

মনোমোহনের "শিবাজী" ও ষ্টারের "শ্রীবৎস" কি বিজ্ঞাপনের জয়ঢাকের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে? যে-সব নাটকের প্রকাশ্য অভিনয়ের তারিখ নিশ্চিত নয়, রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা তাদের নাম জনসাধারণের ভিতরে প্রচারিত হ'তে দেন কেন? "শিবাজী"র কোন সদ্গতি না' ক'রেই মনোমোহন কাল আবার একখানি নূতন প্রাচীর-পত্রে বরদাবাবুর একখানি নূতন নাটকের নাম প্রচার ক'রেছেন!

•

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় নাট্যমন্দিরের জন্যে একখানি নূতন গীতিনাট্য রচনায় নিযুক্ত আছেন। তাঁর লেখনী মধুর কবিত্ব প্রসব করবে নিশ্চয়ই। আমরা অপেক্ষায় রইলুম।

গান

—:০:—

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

(১)

আমার ধ্যান-সায়রের রাঙা কমল,
তাইতে নাচে কালো মেয়ে,
আমার জীবন গেল ফুরিয়ে যে হায়,
তারই পানে চেয়ে চেয়ে!
নাচ দেখে তোর হৃদয় দোলে,
আয় কুমারী আমার কোলে,
আমি বৈতরণীর ঢেউ তুলিয়ে
নাচের তালে উঠব গেয়ে!
ঐ নাচে যে নূপুর বাজে
শুনব মা তাই ভরা সাঁঝে,
জানি নরক-কোটাল পালিয়ে যাবে
আমার মেয়ের সাড়া পেয়ে!

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

পকেট কেসসহ মাত্র ৭টী ঔষধ মূল্য ১৫ টাকা

বিনামূল্যে চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

(২)

হাড়ের মালা ফ্যাল্ মা খুলে শ্মশান-কালিকা!
গলায় তোমার পরিয়ে দেব কমল-মালিকা!
এই জীবনের খেলাঘরে
জনম-মরণ খেলা করে,
সেই খেলাতে ডাকচি ধরার বালক-বালিকা!
সৃজনকে যে বাঁচিয়ে রাখে,
তার হাতে কি খাঁড়া থাকে?
বসন প'রে সাজ না তারা জগৎ-পালিকা!

(৩)

ঐ নদীয়ার দুলাল নাচে,—পথের মাঝে, মনের মাঝে!
আমার বুকের নাটদুয়ারে কোন্ দেবতার নূপুর বাজে।
কত না চাঁদ, আর তারকা যায় রে ভুলে নাচের ছাঁদে,
কতই উষা, কতই রবি পড়ল ধরা সুরের ফাঁদে!
নাচ বি যদি আয় রে তোরা,—নাচ্ বি যদি বাউল-সাজে!
নাম-গানে আজ প্রাণে প্রাণে প্রেমের ঠাকুর উতল হোলো,
হৃদয় ডাকে—ওগো জগৎ, তোমার তিমির-স্বপন ভোলো!
গোরার মুখের হাসিতে আজ ফুটচে অমল জ্যোছনা যে!

(৪)

যে-মনেতে নেইকো তুমি,
সেই তো আমার নরক হরি!
হরি-হারা প্রেমকে আমি
হৃদয় থেকে বিদায় করি।
যে-মরণে হরিকে পাই,
সে-মরণে ভাবনা নাই,
জাগেন হরি তপন হয়ে
আমার জীবন-গগন ভরি।
হরি আমার, হরির আমি—
এই ভেবে যায় দিবস-যামী,
মানুষ কি ভাই বাঁচতে পারে,
হরিনামে পরিহরি?

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

'কেবল মেয়েদের জন্যে' (For Ladies Only) 'পার্লে' দেখলুম। বেশ অবাধগতি মজাদার গল্পটি। পুরুষ-মনিব যদি মেয়ে-চাকরকে ছাড়িয়ে দেয়—বিশেষতঃ যে মেয়ে চাকরে তাকে ভালোবাসে—তা হোলে সে দুর্ভাগ্য পুরুষটির কি দুর্দ্দশা হয় তা এতে বেশ কোরে দেখান হোয়েছে। শ্রীমতী জ্যাকোয়েলিন্ লোগান ও শ্রীযুক্ত জন্ বাওয়ার্স এতে যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন। শ্রীমতী আগাগোড়া সু-অভিনয় কোরেছেন। শেষ দৃশ্যে নায়কের নায়িকাকে টাইপ রাইটারে একখানা চিঠি লিখে নিতে বলার ব্যাপারটি বেশ। চিঠির মর্ম্ম যাঁরা জান্তে চান্, তাঁরা ছবিখানি দেখে আস্বেন।

*

পিক্চার হাউসের 'তারপরে রুথ্ এলো' (Along Came Ruth) আমাদের ভালো লাগ্লো না। আখ্যানবস্তু এর অতি মামুলী, আর এক নায়িকার অংশে শ্রীমতী ভায়োলা ডানার অভিনয় ছাড়া কারুর অভিনয়ই তেমন ভালো লাগলো না। পিক্চার হাউসের ছবিগুলি আজকাল দৈর্ঘ্যে বড় কম হোচ্ছে।

*

'দেওয়া-নেওয়া' (Give and Take) সরস ছবি—পিক্চার প্যালেসে দেখানো হোচ্ছে। ভারি মজার ছবি। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সুন্দরভাবে উপভোগ্য। আর এই ছবিটি আদ্যোপান্ত সরস ও সু-দৃশ্য এবং সু-শ্রাব্য হোয়েছে যশস্বী হাস্যরসের অভিনেতা শ্রীযুক্ত জর্জ্জ সিড্নীর চমৎকার অভিনয়। এবং প্রধান অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীযুক্ত জর্জ্জ সিড্নি ও শ্রীযুক্ত জ্যা হারশোল্ট। শ্রীযুক্ত জর্জ্জ লিউইস্ ও শ্রীমতী স্যানন্ লিন এর অন্য দুটি শ্রেষ্ঠ অংশে অভিনয় কোরেছেন। এঁরা দুজনেই তরুণ।

*

কিন্তু অভিনয়ের দিক্ দিয়ে প্যালেস্ অফ্ ভ্যারায়েটিজের 'ঘুঘু' (The Dove) যে সব চেয়ে ভালো ছবি তা নিঃসন্দেহ। নায়িকার অংশে শ্রীমতী নর্ম্মা টাল্মাজের অভিনয় expressionএর অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। শ্রীমতী টাল্মাজের চেয়ে ভালো অভিনেত্রী চিত্রজগতে আর নেই। তবে একজন বিখ্যাত ইংরাজ চলচ্ছবি-অভিনেতা শ্রীমতী ভিল্মা ব্যাঙ্কিকে প্রথম ও শ্রীমতী টাল্মাজকে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছেন। বোধ হয় শ্রীমতী টাল্মাজ্ আমেরিক্যান অভিনেত্রী বোলে কিম্বা শ্রীমতী ব্যাঙ্কি বয়েসে ছোটো বোলে।

*

যাঁরা যথাসময়ে চিত্রগৃহে উপস্থিত হোতে পারেন না, তাঁদের না আসাই উচিত। দেশী বিলাতী সব শ্রেণীর মেয়ে পুরুষই এই বিলম্বে আসার অপরাধে অপরাধী। কুড়ি মিনিট, আধ ঘণ্টা পরেও লোককে ঢুকতে দেখি। এতে বাকী সমস্ত দর্শকের কতো অসুবিধা হয়, তা এঁরা বোঝেন না। বিশেষতঃ সবাক্ ছবিতে এর জন্যে ক্রমাগত জুতার ঠক্ ঠক্ শব্দ হওয়ায় ভারি বিরক্তি বোধ হয়। চলচ্চিত্রের মালিকরা এ বিষয়ে যদি কঠিন নিয়ম না করেন, তো এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে না। আমরা এর আগেও এ বিষয়ে লিখেছি, কোনো ফল হয় নি। জ্ঞানপাপীদের উদ্ধার করা শক্ত।

*

বাঙলায় বিবিধ বিষয়ের বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকা আছে। আজকাল রঙ্গমঞ্চের চেয়ে চিত্রমঞ্চেরই পড়তা বেশী। বাঙলায় অনেক চলচ্চিত্র-সম্প্রদায়ও আবির্ভূত হোয়েছেন। আমরা আশা করি যোগ্য ব্যক্তির সম্পাদনে বাঙ্লায় কেবল চলচ্ছবির ব্যাপার নিয়ে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বেরুবে।

*

শ্রীযুক্ত চার্লি চ্যাপ্লিন বিষম 'টোমেন' বিষে আক্রান্ত হোয়েছেন। মাংস প্রভৃতি প'চে গেলে তা থেকে 'টোমেন'-বিষযুক্ত পদার্থের উদ্ভব হয়। আমরা আশা করি তিনি অচিরেই সেরে উঠবেন।

*

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ গেলো মঙ্গলবার বি, এন, আরএর বম্বে মেলে কলিকাতা ছেড়েচেন। তিনি ক্যালিফোর্ণিয়ায় যাবেন। তিনি যেখানে থাক্বেন সেখান থেকে হলিউড মোটে দশ মাইল দূরে। সেখানকার ফিল্ম কোম্পানীরা আশা করি এ খবর আগেই পেয়েছেন।

—গি—

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়-লিখিত

মাণকাঞ্চন

(নূতন ও সুবৃহৎ সামাজিক উপন্যাস)

প্রবাসী, মানসী, বাংলার কথা ও আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ইতিমধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। প্রবাসী ও মানসী বলেন, উপন্যাসখানি সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৩৫ পাউণ্ড কাগজে পাইকা হরফে ছাপা। সুন্দর বাঁধাই।

দাম দুইটাকা মাত্র।

ডি, এম, লাইব্রেরী

৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের

সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই

সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য

অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭১ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে।

সুলভতায় অতুলনীয়!

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সূটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়া

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

আমরা কলিকাতার প্রদর্শনীতে স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্র্যের আয়োজন করিয়াছি দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি]

শনিবার ১৮ই ফাল্গুন, রাত্রি ৭ টায়

১। গিরিশচন্দ্রের চিরনূতন গীতিনাট্য

আবুহোসেন

আবু—হাঁদুবাবু মশুর—কড়িবাবু
রোশেনা—আঙুরবালা দাই—শশিমুখী

২। বরদাবাবুর সুললিত ত্রয়াঙ্ক নাটক

নর্ত্তকী

রবিবার ১৯শে ফাল্গুন ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। বাঙ্গলার একমাত্র সময়োপযোগী নাটক

জাতিচ্যুত

রাজা গণেশ—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
আজিম শা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
যদুমল্ল—শ্রীভূমেন রায় (এমেচার)
দিনরাজ—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
এব্রাহিম—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গিরিনাথ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
ত্রিপুরাসুন্দরী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা
নবকিশোরী—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা
কল্যাণী—শ্রীমতী নবতারা
আসমান—শ্রীমতী আসমানতারা
উমা—শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ)

২। কিন্নরী

কিন্নরী—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ, কে, মিত্র, বি, এ, প্রোপ্রাইটর

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ১৮ই ফাল্গুন, রাত্রি ৭॥০ টায়
রবিবার ১৯শে ফাল্গুন, ম্যাটিনী ২ টায়

দিগ্বিজয়ী

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীগিরিজকুমার ভাদুড়ী
আলি আকবর—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
আমেদ খাঁ—শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী
সালেবেগ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
রেজাকুলী—শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
মির্জ্জামেহেদী—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী
(এমেচার)
সাদৎআলি—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
জ্যোতিষী—শ্রীপ্রদোষকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভারতনারী—শ্রীমতী কঙ্কাবতী
সিতারা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
সিরাজী বেগম—শ্রীমতী চারুশীলা

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৪শে ফাল্গুন
১৩৩৫

নাট্যজগৎ

—:০:—

বাংলাদেশে আজ নাটকের অভাব নেই, কিন্তু নূতন নাট্যকারদের ভিতরে নূতনত্বের অভাবের জন্যেই আধুনিক রঙ্গালয় জাতির মনকে আর বিশেষ ভাবে নাড়া দিতে পারছে না।

*

প্রয়োগনৈপুণ্যে, আলোকপাতকৌশলে, দৃশ্য-পটাঙ্কনে ও যান্ত্রিক বিভাগে বর্ত্তমান রঙ্গালয় অতীতকে নিশ্চিতরূপে পিছনে ঠেলে রেখেছে। এবং বর্ত্তমান অভিনেতারা সেকালের অভিনেতৃগণের চেয়ে উন্নত না হ'লেও, তাঁরা এমন যুগোপযোগী ভঙ্গি বা 'ষ্টাইলে'র পরিচয় দিতে পেরেছেন, যাতে ক'রে আধুনিক নটচর্য্যা নীরস ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েনি। তবু কেন বাংলা রঙ্গালয়ের জনপ্রিয়তা সেকালের তুলনায় বেড়ে না উঠে দিন-কে-দিন বরং যেন ক'মেই আসছে? নূতন নাটকে নূতনত্বের অভাবের জন্যে।



*

নূতন নাটক উচ্চশ্রেণীর না হ'লেও চলবে। তা যদি সাহিত্যহিসাবে মাঝারি-দরেরও হয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ নূতন রস নিবেদন করে, তাহ'লেও তার সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

*

নবযুগের প্রথম আবির্ভাব-কালে আধুনিক রঙ্গালয়গুলি জনসাধারণের আগ্রহ উদ্দীপিত করতে পেরেছিল। নূতনত্বের মোহে দর্শকরা সেখানে জনতার সৃষ্টি করতেন। কিন্তু কেবল নূতন অভিনয়-ভঙ্গি ও মঞ্চশিল্পের মাদকতা বেশীদিন স্থায়ী হবে কেন? আধুনিক রঙ্গালয়ের মালিকদের মুখ তাই আর তেমন উজ্জ্বল হয়ে নেই।

*

অথচ এরি-মধ্যে দেখা গেছে, মাঝে মাঝে এক-একখানি নাটক অপেক্ষাকৃত নূতনত্বের আভাস দিয়ে বেশ-একটু জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু এ যেন আকস্মিক চপলা-চমকের মত, কারণ তারপরেই আবার আমরা যে তিমিরে, সেই-তিমিরেই।

*

তা হ'লে তো চলবে না! 'চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি' যাঁদের আজীবন, যাবজ্জীবন-সাধ্য [অগ্নিহোত্রের সাগ্নিকদের মতন, দর্শক বা শ্রোতার আগ্রহ-আগুনকে সমান ভাবে তাঁদের জ্বালিয়ে রাখতে হবে। আগুন মাঝে মাঝে নিব্‌লে তাঁদের সাধনা সফল হবে না।

*

নাটক রচনা করবার সময়ে নূতন নাট্যকাররা নূতনত্বের পরিচয় দিতে পারেন না কেন? নূতনত্বের জন্যে অতীতের যে-সব নাটক বিখ্যাত হয়েছে, তাঁদের দৃষ্টি একান্ত ভাবে তাদেরই পত্রে ও ছত্রে নিবদ্ধ থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকারদের ভঙ্গি, আখ্যান-বস্তু ও সৃষ্ট চরিত্রের বিশেষত্বই হয় তাঁদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, যে-নূতনত্বের জন্যে পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, নকলের মধ্যে কেউ আর সেই-নূতনত্বের সন্ধান পাবে না। কারণ, আসলের নূতনত্ব সুপরিচিত ও পুরাতন হবার পরে আমরা কেন আবার নকলের ভিতরে তাকেই দেখতে চাইব? যে-নূতনত্বের জন্যে "প্রফুল্ল" বিখ্যাত, সেই নূতনত্বেরই নকল ক'রে অন্যান্য নাটকও যদি বিখ্যাত হ'তে পারত, তাহ'লে কি আসলকে কখনো মঞ্চের উপর থেকে সরিয়ে রাখবার দরকার হয়? "প্রফুল্লে"র নূতনত্ব পুরাতন হ'লেই তো রঙ্গালয়ে আবার একখানি নূতন সামাজিক নাটকের দরকার হবে? "প্রফুল্লে"র নূতনত্বের অনুকরণে সে প্রয়োজন কোনদিন সিদ্ধ হবে না।

*

নাট্যজগতে যে-সব বাঙালী নাট্যকার নাম কিনেছেন, তাঁদের সফলতার কারণ অনুসন্ধান করা যাক্। সর্ব্বপ্রথমে দেখি, মাইকেল মধুসূদন দত্তকে। তখন "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" ও "বেণীসংহার" বা ঐ শ্রেণীরই অন্যান্য যে-কয়খানি নাটক

বাংলাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, মাইকেলের নাটকাবলীতে তার কোন অনুকরণ দেখতে পাই না। এবং তিনি নকল করেন নি ব'লেই আজও তাঁর নাম শোনা যায়।

*

দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" ও "সধবার একাদশী" প্রভৃতি আবার এমন-সব দিক দেখিয়েছে, মাইকেলের সৃষ্টির ভিতরে যা চোখে পড়ে না। তারপর দেশে আবার মৌলিক শক্তির অভাব হয়। উল্লেখযোগ্য নাটকের অভাব, অথচ রঙ্গালয়কে বাঁচিয়ে রাখা চাই। রঙ্গালয়ে গিরিশচন্দ্র ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর নাটকীয় প্রতিভার মৌলিকতা তখনো বিকসিত হয়নি। কাজেই কিছুকাল ধ'রে রঙ্গালয় চলল উপন্যাস বা কাব্যকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত ক'রে।

*

তারপর নাট্যজগতের 'সব্যসাচী' গিরিশচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ। আজও রঙ্গালয় যাঁর সাহায্য ভিন্ন অচল, তাঁর ভিতরে যে নূতনত্বের অভাব ছিল না, এ কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু একা গিরিশচন্দ্র তো ক্রমবর্দ্ধমান নাট্য-সাম্রাজ্যের সমস্ত অভাব পূরণ করতে পারেন না! পরন্তু তাঁর মতন প্রতিভারও বিশেষত্ব ও ভঙ্গি এতটা পরিচিত হয়ে উঠল যে, জনসাধারণ তাঁর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই, সেই-সঙ্গে আরও কিছু-কিছু নূতনত্বের আস্বাদ প্রার্থনা না ক'রে পারলে না। জনসাধারণের এই প্রার্থনা বিশেষভাবে পূর্ণ করলেন যাঁরা—রাজকৃষ্ণ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি—তাঁদের প্রতিজনেই পরস্পর থেকে অল্পবিস্তর বিভিন্ন নূতনত্বেরই পরিচয় দিয়ে বাজার দখল করতে পেরেছেন। নিয়মিত ভাবে নাটক রচনা ক'রে সর্ব্বশেষে আমাদের নাট্যজগতে যিনি পথ কেটে নিতে পেরেছেন, তিনি হচ্ছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

*

তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের ভিতরে হয়তো অসঙ্গতি আবিষ্কার করা যেতে পারে, তাঁর সৃষ্ট এক চরিত্রের সঙ্গে হয় তো আর এক চরিত্রের সাদৃশ্য দেখানো যেতে পারে, কিন্তু তাঁর পুরুষোচিত জোরালো ভাষা, মধুর সাহিত্য-রস এবং অপূর্ব্ব প্রকাশভঙ্গি প্রভৃতি গুণ আমাদের নাট্যজগতে এমন অভিনবত্ব এনে দিয়েছিল, যাতে ক'রে তাঁর নাটকগুলি রঙ্গালয়কে ক'রে তুলেছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়।

*

প্রধানতঃ বাংলা দেশে এই কয়-জন নাট্যকারই আর সকলের উপরে মাথা তুলতে পেরেছেন। এঁদের যুগেই মাঝে মাঝে এমন আরো কয়জন নাট্যকারও আত্মপ্রকাশ করেছেন, যাঁদের দু-একখানি নাটক নূতনত্বের মহিমায় যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। কিন্তু ঐ দু-একখানি নাটক প্রসব ক'রেই তাঁদের লেখনীর দান ফুরিয়ে গিয়েছে, সেইজন্যে তাঁদের পরমায়ুও খুব দীর্ঘ হয় নি।

*

আসল কথা, দ্বিজেন্দ্রলালের পরে বাংলা দেশে আর উচ্চশ্রেণীর নাট্যকার দেখা দেন নি। তারপর নাটক লেখা হয়েছে অসংখ্য এবং কোন কোন নাটক বিশেষ কোন কারণে হয় তো জনপ্রিয়ও হ'তে পেরেছে (যেমন ক্ষীরোদপ্রসাদের "কিন্নরী।" এর কোন গুণ নেই, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে এখনো সে জনপ্রিয়), কিন্তু নূতনত্বের সন্ধান দিতে পারে নি কেউ। আজ দীর্ঘকালের পরে বিশেষ ভাবে রঙ্গালয়ের জন্যে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লেখকই হয় গিরিশচন্দ্র, নয় দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতিরই অনুকরণ ক'রে আসছেন। রবীন্দ্রনাথ থিয়েটারি নাট্যকার নন, তাই নূতনত্বে অদ্বিতীয় হ'লেও তাঁর নাটক রঙ্গালয়ে জমে নি, ভাবের সূক্ষ্মতায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটক রঙ্গালয়কে জনপ্রিয় করতে না পারলেও, আমাদের নাট্যকারদের উপরে ঠাকুর-কবির ভাষা ও ভঙ্গির প্রভাব সামান্য নয়।

*

কিন্তু যাঁরা পরের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন না, জনসাধারণের উপরে তাঁরা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন কেন? যাঁরা সমাজ, সংসার ও নরচরিত্র দেখে নাটক লেখেন না, যাঁদের অবলম্বন হচ্ছে কেতাবী আদর্শ—অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকারদের সৃষ্ট চরিত্র, ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী মাত্র এবং যাঁরা পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকারদের চেয়ে এক পা এগিয়ে যেতে সাহসী নন, তাঁরা কেমন ক'রে আমাদের মনের দরজার কড়া নাড়বেন বা নূতন রূপ, চিন্তা ও সৃষ্টির সঙ্গে আমাদিগকে পরিচিত করবেন?

*

গিরিশচন্দ্র স্বয়ং একবার আমাদের ব'লেছিলেন (বেশ মনে আছে—অধুনালুপ্ত কোহিনুর থিয়েটারের গাড়ীবারান্দার তলায় বেড়াতে বেড়াতে), "বাপু, সংসারকে ভালো ক'রে না চিনলে কেউ নাটক লিখতে পারে না। অল্প-বয়সে সংসারকে চেনা অসম্ভব। আমার মতে, ত্রিশ বৎসর বয়সের আগে কেউ যেন নাটক না লেখে। আমি নিজে তা লিখি-নি।" একথা সব-সময়ে হয় তো খাটে না, কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই উপদেশের ভিতরে সত্য আছে যথেষ্ট। আজকাল যে-সব নাট্যকার মস্ত-বড় খাতা বগলে ক'রে রঙ্গালয়ের দ্বারে দ্বারে ঘোরেন এবং নাটক শোনাবার জন্যে আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করেন, তাঁদের অধিকাংশই হচ্ছেন অজাতশ্মশ্রু নাবালক। তাঁরা সংসারের সুখ-দুঃখের কোন সম্পর্কেই আসেন-নি, পৃথিবীতে আলোর সঙ্গে যে ছায়াও থাকে এটাও তাঁরা কোনদিন দেখবার সময় পান নি এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান ইস্কুল-কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাজেই পূর্ব্ববর্ত্তীদের সৃষ্ট পাত্র ও পাত্রীদের টেনে এনে, সাজপোষাকের একটু অদল-বদল ক'রে নিজেদের খাতার ভিতরে পুরে দেওয়া ছাড়া তাঁদের কাছে নাটকরচনার আর অন্য উপায় থাকে না (স্বর্গীয় মনোমোহন গোস্বামী ও 'মনোমোহনে'র "পথের-শেষে"-প্রণেতা প্রভৃতি এই দলেরই নাট্যকার এবং বালক-বয়স পার হয়েও তাঁরা এই রকম বালকতারই পরিচয় দিয়েছেন)। এই-সব হবু-'নাট্যকার' যদি নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের উপদেশ মানেন, তাহলে আমাদের রঙ্গালয় তথা দর্শকবৃন্দ অনেক উন্মত্ত কলমের খোঁচা থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে।

*

কোন আখ্যানবস্তু ও চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়ে নয়, ভাষা ও ভাবের দিক দিয়েও একালের অধিকাংশ থিয়েটারি নাটকই কি দরিদ্র ও নূতনত্বহীন! এর আসল কারণ হচ্ছে, আধুনিক সাহিত্য-জগতের মতন নাট্যজগতেও এখন এমন সব লেখকই বিচরণ করছেন—সাহিত্য শিক্ষা থেকে যাঁরা বঞ্চিত। আমাদেরও বালক-বয়সে দেখেছি, তরুণরা যোগ্য গুরুর কাছে ব'সে আগে নিয়মিত ভাবে হাত-মক্স করেছেন, তবেই লেখক হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পেরেছেন। একেলে অধিকাংশ লেখকই তাঁদের গুরুর নাম করতে পারবেন না। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মতন প্রতিভাধরকেও গুরুর উপদেশ নিতে হয়েছিল। তরুণ লেখক-সমাজের ভিতরে এখন যা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে ভাব ও ভাষার যথেচ্ছাচার। তাঁদের ভাষা এমন অসহায়রূপে হামাগুড়ি দেয় যে, তার পক্ষে কোনরূপ উচ্চ ভাব প্রকাশ করা অসম্ভব। এ-সব ভাষায় এক রকম নূতনত্ব আছে বটে। লেখক-সমাজে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির রীতিটা সম্ভবতঃ পুরাতন হয়ে গেছে ব'লেই বোধ হয় এই-সব ভাষা করে কেবল সৌন্দর্য্যকে সংহার।

*

গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অমৃতলাল প্রভৃতির ভাষায় এক-একটি নিজস্ব ভঙ্গি বা 'ষ্টাইল' আছে। ঐ ভঙ্গির নূতনত্বই তাঁদের চিনিয়ে দেয়—এবং ঐ ভঙ্গির গুণেই তাঁরা পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে আছেন। যে-কোন শ্রেণীর লেখকের প্রধান উচ্চাকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত, নিজস্ব ভঙ্গির

এখনও এতটা উন্নতির দিকে যায় নি যাতে কোরে ভদ্রনটীদের শ্লীলতা থাকে আর সে অভিনয়কলার উৎকর্ষতা সম্যক উপলব্ধি সাধারণে করে—সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের ভিতর দিয়ে! সাধারণের নজর এখনও তত সূক্ষ্ম হয় নি যাতে ক'রে তারা অভিনয়ের প্রতি অংশ কলার প্রতীক স্বরূপ দেখবে। এখানেও একটা কথা উঠতে পারে যে, সাধারণের অবস্থা বা শিক্ষা যাইই হোক না কেন, তাতে ভদ্রমহিলাদের শ্লীলতার কি হানি হবে? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, যদি সাধারণের অবস্থা ও শিক্ষা উন্নত হয়—যদি সাধারণের চিত্ত ভাবগ্রাহী ও সুরুচিসম্পন্ন হয় তাহলে তাঁরা অভিনয়কে একরূপে দেখবেন—অর্থাৎ তাঁরা অভিনয়কে দেখবেন কলার আধার স্বরূপ। সুতরাং যদি ভদ্রমহিলাদের অভিনয় শিক্ষিত সাধারণের ভিতরে হয় তাহলে শ্লীলতার ও সুরুচির অভাব কোনখানেও হবে না—আর এতে প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকলের উন্নতিই হবে আমাদের কলাজ্ঞান বাড়বে। কিন্তু সাধারণ যদি ততদূর শিক্ষিত না হন তাহলে তাঁরা অভিনয়কে দেখবেন অন্য রূপে—ক্ষণিক স্ফূর্ত্তির জন্যে, সৌন্দর্য্যজ্ঞান যার পরিচয় অভিনয়ের কলা-কৌশলের প্রতি অংশের ভিতর থেকে ফুটে বেরোচ্ছে—তা মেটাবার জন্যে নয়। তারা ভদ্র নটীদের অভিনয়-কলার ভিতর দিয়ে দেখবে না; তারা দেখবে তাঁদের অন্য চক্ষুতে, আর সে ক্ষেত্রে সাধারণের সামনে দাঁড়ানো মানেই ভদ্রমহিলাদের প্রতি শ্লীলতার অভাব! এ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে যদি ভদ্রমহিলাদের অভিনয় সাধারণের ভিতরে হয়, তাহলে তাঁদের শ্লীলতা নির্ভর করে সাধারণের শিক্ষা—সাধারণের রুচির উপর। যদি সাধারণের শিক্ষা ও রুচি উঁচু ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় তাহলে শ্লীলতার অভাব কোনখানে হ'বে না, আর যদি সাধারণ ততদূর শিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন না হন তাহলে ভদ্রমহিলাদের অভিনয়ও হয় অশ্লীল। সুতরাং এ অভ্রান্ত সত্যটা আমাদের অবিশ্যি মানতে হবে যে তখনই আমাদের ভদ্রমহিলারা সাধরণের ভিতরে অভিনয়-কলা দেখাবেন যখনই দর্শক শিক্ষিত হবে—পুরো-মাত্রায় অভিনয়কে কলাসৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়ে দেখতে শিখবে। এটা সকলকেই মানতে হবে যে এই শ্লীলতার অভাব দূর কর্ত্তে হ'লে প্রথমেই ভদ্রনটীদের জানতে হবে তাঁদের অবস্থা, তারপরে সাধারণ যে মনোভাব পোষণ করেন এই ভদ্রনটীদের অভিনয় দেখে, সে মনের পরশের দাগ মুছতে হবে শুধু শিক্ষা আর রুচি দিয়ে।—

আর একটা জিনিষ যেটা আমাদের নজরে আশ্চর্য্য রকমে ঠেকে সেটা হচ্ছে অভিনয়ে বারবনিতার বদলি ভদ্রমহিলার অভ্যর্থনা। কিন্তু যুগযুগান্তর ধ'রে পৃথিবীর এক আবর্জ্জনাভরা কোণ দখল ক'রে আছে যে এই এক দল, তাদের অভিনয় থেকে একেবারে তাড়ালে চলবে না কারণ অভিনয় তাদের ব্যবসা···অন্ধের যষ্টি; এ ভদ্রব্যবসা থেকে যদি তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাদের উপর নির্ম্মম অন্যায় করা হয়, এতে তারা বাধ্য হয় তাদের জীবন যা-তা ক'রে কাটিয়ে দিতে। উপরন্তু তারা সাধারণ বারবনিতাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে, তাদের ভিতরে শ্লীলতার যথেষ্ট আভাস আছে—তারা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতা ও মার্জ্জিতা; সুতরাং যদি সকলে ভদ্রমহিলা ছাড়া অভিনয় না করেন তাহলে সংসারের অনাদৃত, সমাজের চোখে ঘৃণিত এই অভাগীদের কি দশা হবে? এ বেচারীদের ভিতরে যে বদনাম আছে যে তারা অভিনেতাদের নৈতিক অবনতি আনে, এটা যে কতটা সত্যি তা ভূপেনবাবুর "থিয়েটারের গুপ্তকথা" থেকে বেশ বুঝতে পারি। অনেক সময়েই অভিনেত্রীরা ভদ্র অভিনেতার ভদ্রতা পেয়ে থাকে আর আসলে যাঁরা ভদ্র ব'লে পরিচিত হন সেই অভিনেতারাই ভদ্রতা খুইয়ে ফেলেন এই অভদ্র—অশিক্ষিত ব'লে নিন্দিত নটীদের কাছে, আর তাতে বোধ হয় এদের প্রভাবে অভিনেতাদের নৈতিক অবনতি হয় না বরং ঐ-সব ভদ্রবেশী অভিনেতাদের প্রভাবে চারিদিকের বাতাস এত দূষিত হয় যে নটীদেরই তার ভিতর থেকে হাঁপ ধরে। অতএব 'তাদের বদলি' একথা বলা চলে না; ভদ্রমহিলাদের সাধারণ ভাবে অভিনয় করবার সময় যদি কখনও আসে, তাহলে এ বেচারীদেরও আমাদের সঙ্গে নিতে হবে—কারণ এদের সাহায্যেই এতদিন নাটকের অভিনয় হয়ে আসছে। আর এদের একসঙ্গে নেবার মত শক্তি যেদিন আমাদের হবে, সেই দিনই বুঝবো যে সাধারণ মঞ্চে ভদ্রমহিলাদের স্থানেরও সময় এসেছে।

চিত্রনট এমিল্ জেনিংস্

(শ্রীভারতকুমার বসু)

একটি ছোট ছেলে প্রথম বাইসাইকেল্ চড়া শেখবার সময়ে যেমন উৎসাহী হয়, ঠিক সেই রকম উৎসাহই হৃদয়ে নিয়ে এমিল্ জেনিংস্ তাঁর প্রথম আমেরিকান্-ফিল্মে নামবার জন্য প্রস্তুত হন। তিনি যখন আমেরিকায় আসেন, তখন সেখানকার অভ্যর্থনা পেয়ে তিনি বাস্তবিকই খুব সুখী হ'য়েছিলেন, কারণ, সেখানে আসবার পূর্ব্বে, সেখানে কি রকম অভ্যর্থনা পাবেন, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না! এবং এই অনিশ্চয়তাই তাঁর মনটীকে সদাই সন্দেহ ও দুঃখের দোলায় দুলিয়ে রাখতো!—

জেনিংস্ প্রথমে অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। এই জন্যই কোনো অপরিচিতের সঙ্গে দেখা করবার জন্য যখন তিনি একান্তই বাধ্য হ'তেন, তখন মনে মনে কী যেন এক অস্বস্তি অনুভব ক'রতেন। এই মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে অন্যান্য অভিনেতার কাছ থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের লোক। কিন্তু যখন তিনি এ বিষয়ে অভ্যস্ত হ'য়ে গেলেন, তখন উক্ত অপরিচিতদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধস্থাপন করবার জন্য তাঁর মনটী ব্যগ্র হ'য়ে উঠতো।

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন

অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন
ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।
ন্যাশনাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮

রক্ত পরিষ্কার করে
সুরভী
খাইতে কোনও হাঙ্গামা নাই
বল বৃদ্ধি করে
সি,কে,সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যাই হোক, তাঁর উক্ত লাজুকতার জন্যই আমেরিকায় এসে প্রথমেই তিনি ফিল্মের কাজে নামতে পারেন নি। কয় সপ্তাহ ধ'রে ষ্টুডিয়োর চারিধার তিনি ঘুরে ঘুরে দেখে নিয়েছিলেন, এবং সেখানকার লোকদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে ও ফিল্ম প্রডাক্সানের ব্যাপারটা জানতে চেষ্টা ক'রেছিলেন।...তিনি ব'লতেন, "আমি বুঝতে পারছি যে, যতক্ষণ না আমি আমার আশে-পাশের নতুন ও অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে বেশ সহজেই মিশতে পারছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার প্রথম 'ছাবিতে', বোধ হয়, ভাল কিছুই দেখাতে পারবো না! কারণ, যদি এই ক' হপ্তা ধ'রে সব দেখে শুনে নিজেকে তৈরী ক'রে নিতে না পারি, তা হ'লে প্রথম অভিনয়ের সময়ে আমি অত্যন্ত 'ভোড়কে' যাবো! এবং এই ব্যাপারটা কোনো অভিনেতারই পক্ষে বিশেষ সুখের কথা নয়!"

...নিউইয়র্কের ব্রুক্লিন্ নামক স্থানে এমিল্ জেনিংস্ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু যখন তিনি মাত্র শিশু, তাঁর বাপ-মা তাঁকে তখন নিয়ে যান জার্ম্মাণীতে। এইখানেই, একরকম ব'লতে গেলে, জেনিংস্ পালিত ও বর্দ্ধিত হন্। প্রথমে তিনি ব্যায়াম-ক্রীড়া শিখবার জন্য চর্চ্চা করেন। তখন তাঁর তিন রকম চিন্তা হৃদয়ে জাগে। প্রথম—নাবিক হ'তে। দ্বিতীয়—অভিনেতা হ'তে। এবং তৃতীয়—বন-রক্ষী কর্ম্মচারী হ'তে।...

চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি স্কুল ছেড়ে দিয়ে নাবিকের জীবন গ্রহণ করেন। তখন তিনি ব'লেছিলেন, "আমার ছেলেবেলাতে আমি নৈরাশ্য পেয়েছি প্রচুর! নৌ-সৈনাধ্যক্ষের সুন্দর পোষাক পরবার আমার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল! কিন্তু জাহাজে আমি পেলুম কি? অত্যন্ত বিশ্রী কয়লা তোলবার এবং 'ডেক্' পরিষ্কার করবার কাজ! কিন্তু সকলের চেয়ে বিশ্রী ছিল সেই খাবার গুলো!...ওঃ! সে সময়ে আমি ভাবতুম যে, বাস্তবিকই আমি আমার বাপ-মা'র অত্যন্ত দুর্ভাগ্য সন্তান!...যাই হোক, জাহাজের কাজে শীগগিরই আমি ইস্তফা দিলুম!" আবৃত্তির আর্ট শেখবার জন্য এমিল্ জেনিংস্ অনেক কঠিন স্থানেই অগ্রসর হ'য়েছিলেন। অবশেষে তিনি এক ভ্রাম্যমান নাট্য-সম্প্রদায়ে যোগ দেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র-ষোলো!—২৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি ঐ ভাবে উক্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর প্রায় সমস্ত দেশই ঘুরে এসে ছিলেন। প্রথমে তিনি ছোট-খাটো ভূমিকা পেতেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর প্রতিভা আত্মপ্রকাশ ক'রলে। এবং তিনি উৎকৃষ্টতর 'পার্ট' পেতে লাগলেন। এই সম্বন্ধে তিনি ব'লেছিলেন, "এই ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে থেকে' আমি যা শিখেছি, তা বোধ হয় অন্য আর কোথাও গেলেই শিখতে পারতুম না! বাস্তবিকই তাদের মধ্যে থেকে আমি এক অমূল্য অভিজ্ঞতা পেয়েছি। এবং এ কথা আমি অবশ্যই ব'লবো যে, প্রত্যেক ভূমিকাতেই আমি উৎকৃষ্টভাবে অভিনয় ক'রেছি!" ২৬ বৎসর বয়সে বার্লিনে থাকবার সময়ে জেনিংস্ যথেষ্ট সুনাম পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরিমাণে তিনি অর্থ উপার্জ্জন ক'রতে পারেন নি। জার্ম্মাণীর রাজধানীতে অনেক থিয়েটারেই তিনি সুখ্যাতির সঙ্গে অনেক উৎকৃষ্ট ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছিলেন। কিন্তু মানের চেয়ে অর্থেরই তখন তাঁর প্রয়োজন ছিল বেশী!...বন্ধুদের পরামর্শে তখন তিনি রঙ্গালয় ছেড়ে দিয়ে, সিনেমাতে ঢোকবার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন। সিনেমা-জগতে তখন এক নতুন যুগ এসেছে। কিন্তু অনেক ঘুরে ঘুরেও তিনি বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারলেন না।

শেষে, তিনি মিঃ রবার্ট উইনের কাছে উপস্থিত হ'লেন। এবং তাঁর চলচ্চিত্র-সম্প্রদায়ে একটী অভিনেতার চাকরী পেলেন। এই মিঃ রবার্ট উইন-ই পরে "The Cabinet of Dr. Caligari"—নামক চিত্রনাট্যটীর প্রযোজক হন।

জেনিংস্ বলেন, আমার চিত্রনাট্য-অভিনয়ের সেই প্রথম অভিজ্ঞতার কথা আমি কখনো ভুলবো না! ওঃ! ক্যামেরার সামনে ও-রকম নির্ব্বাক এবং কেমনতরো ভাবে অভিনয় করা কী বিশ্রী ব্যাপার! এই কথাটিই যখন আমি সেই সময়ে ভাবতুম, আমার মনটা তখন কী রকমই দ'মে যেতো! আমাদের অভিনীত চলচ্চিত্রগুলি তোলা হবার পর, প্রথমে যে ঘরটিতে তা পরীক্ষা ক'রে দেখা হ'তো, সেই ঘরে আমি আমার অভিনয়ের ফল দেখেই ত প্রথম দিনেই সেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলুম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম যে, আর সেখানে ফিরে যাবো না! কিন্তু ফিরেই আমায় যেতে হ'য়েছিল। সম্ভবতঃ তা লোভনীয় পারিশ্রমিকের আকর্ষণেই!...কিন্তু আমি ভুল ক'রেছিলুম। কারণ, আমাদের সমস্ত বইখানি অভিনীত হ'য়ে যাবার পর, আমি আমার অভিনয় দেখে' খুসীই হ'য়েছিলুম। আর সে অভিনয় সাধারণকে সন্তুষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে আমার সৌভাগ্যকে এনে দিয়েছিল!..."

আমেরিকায় যাবার আগে জেনিংস্ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রনটদের অন্যতম ব'লে প্রসিদ্ধ হন। এবং তাঁর তখনকার অভিনীত বইগুলি ছিল এই :—Anne Boleyn ; Deception ; Passion ; Peter the Great , The Last Laugh ; Quo Vadis ; এবং Vaudeville.

আমেরিকায় আসবার পর তাঁর "Loves of Pharaoh" এবং ওথেলো তাঁর গৌরবকে বৃদ্ধি করে।

এমিল্ জেনিংস্ হচ্ছেন অদ্ভুত শক্তিশালী নট। তাঁর চোখ, তাঁর হাত, তাঁর পা, তাঁর প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন কথা কয়! এইজন্য অনেকে বলেন, তিনি হচ্ছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "Motion-Picture-Actor." এ সম্বন্ধে যদি কোনো সন্দেহের প্রশ্ন ওঠে, তা হ'লে তার একমাত্র উত্তর হচ্ছে এই যে, "হ্যাঁ, তিনি তাই-ই! কারণ, অভিনয় করবার সময়ে তিনি ভুলে যান যে, তিনি একজন অভিনেতা!" আর বাস্তবিকই, অভিনয়ের মধ্যে যে-অভিনেতা নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলতে পারে, তাঁর প্রতিভাকেই আমরা সকলের চেয়ে বেশী সম্ভ্রম দেখাবো, বেশী শ্রদ্ধা ক'রবো! এবং এই দিক দিয়ে এমিল্ জেনিংসের স্থান—জগতের শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টদের উচ্চ আসনের মধ্যে!...

ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮

ফ্রেণ্ডস সোসাইটির

সকল রকম সুতা ও রেশমী কাপড়

ও জামা খরিদ করিবার পূর্ব্বে—

দর ও জিনিষ দেখিতে ভুলিবেন না

(একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

আশুতোষ বিল্ডিং

ও

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোলদীঘির পশ্চিম,

সৌন্দর্য্যকে লাভ করা। যার ভঙ্গি নেই, সে লেখকই নয়—নাটক, উপন্যাস তো দূরের কথা, তার পক্ষে প্রবন্ধ লিখতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। কোন রচনার ভিতর লেখক কি বিষয় নিয়ে ভেবেছেন এবং সে-সম্বন্ধে কি বলেছেন, তাই জানাই সব চেয়ে বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে কেমন ক'রে তিনি ভেবেছেন সেইটেই জানতে পারা। (শোপেন্‌হাউআরের উক্তি) কেন না, "This, which means the essential temper or general quality of his mind, may be precisely determined by his style." অন্যত্র, "To imitate another man's style is like wearing a mask, which, be it never so fine, is not long in arousing disgust and abhorrence, because it is lifeless; so that even the ugliest living face is better." এই ভঙ্গিই হচ্ছে সকল আর্টেই প্রধান দ্রষ্টব্য। কি গায়ক, কি চিত্রকর, কি কবি বা নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক এবং কি নর্ত্তক বা অভিনেতা, সকলেই শ্রেষ্ঠ হন নিজস্ব ভঙ্গির গুণে। এযুগে যাঁর অভিনয় দেখলে শিশিরকুমারকে মনে পড়বে এবং যাঁর লেখা পড়লে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লেখকের কথা স্মরণ হবে, নিশ্চয়ই তিনি নিজস্ব ভঙ্গি থেকে বঞ্চিত। আর্টে তাঁর স্থান নেই।

•

নূতনত্ব বা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব নিয়ে এত বাক্যব্যয় করছি বটে, কিন্তু এ অরণ্যে রোদন মাত্র। কেই-বা এ-সব কথা শুনবে এবং কেই-বা আমাদের কথা মান্‌বে? অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের স্পর্দ্ধা যে গগনস্পর্শী,—তাঁরা রবীন্দ্রনাথকেই "বৃদ্ধ-নির্ব্বোধের" দলে ফেলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন—আমরা তো ক্ষুদ্র প্রাণী মাত্র!... ... ... কিন্তু তাঁদের কথা ছেড়ে দিলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা এই-সব নগণ্য ও জঘণ্য নাটক নির্ব্বাচন করেন কেন? আমরা সমস্ত রঙ্গালয়ের মালিকদের সঙ্গে কথা কয়ে বুঝেছি যে, তাঁরা প্রত্যেকেই মনে করেন, তাঁদের মতন নাটকের সমঝদার আর কোথাও নেই। জনসাধারণের প্রকৃতি নাকি তাঁদের নখদর্পণে! অন্ততঃ নিজেদের সম্বন্ধে তাঁরা এই রকম উচ্চ ধারণাই পোষণ করেন। অথচ জনসাধারণের মতিগতি তাঁরা যে আজও বুঝতে পারেন নি, তার প্রধান প্রমাণ হচ্ছে, তাঁদের নির্ব্বাচিত অধিকাংশ নাটকই জনপ্রিয় হ'তে পারে না। প্রকাশ্যে মানরক্ষা বা নিজেদের জেদ বজায় রাখবার জন্যে তাঁরা অনেক অচল নাটককেই রাত্রির পর রাত্রি ধ'রে চালান বটে, কিন্তু বাইরের এ কোঁচার পত্তন দেখেও আমাদের বুঝতে দেরী লাগে না যে ভিতরে ভিতরে ছুঁচারা কোন্ তালে কীর্ত্তনের গান গাইছে!

•

তবে কি নূতন লেখকদের পক্ষে নূতনত্বে সুন্দর নাটক লেখবার কোন উপায়ই নেই? আছে বৈকি! প্রথমতঃ তাঁদের উচিত, হাত মক্স করা—যোগ্য গুরুর উপদেশ অনুসারে। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের দরকার, সংসার, সমাজ ও নরচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। তৃতীয়তঃ নাটক রচনার সময়ে তাঁদের পক্ষে পুরাতন—অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন নাট্যকারের রচনার কথা ভুলে যাওয়াই আবশ্যক। নকলে নকলে জালাতন হয়ে, আজকাল সময়ে সময়ে আমাদের এমনও মনে হয় যে, (উচিত না হ'লেও) নূতন লেখকদের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকারদের রচনার পরিচয় না থাকাই যেন অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। উৎকৃষ্ট অনুকরণের চেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিও বেশী উপভোগ্য।

•

রাধিকানন্দ-সম্প্রদায় আস্‌ছে হপ্তাতেই জনসাধারণের সামনে আত্মপ্রকাশ করতেন—কিন্তু তা সম্ভব হ'ল না, কলিকাতার কোন কোন রঙ্গালয়ের মালিকের নীচতা ও সংকীর্ণতার জন্যে। তাঁরা পণ ক'রে বসেছেন যে, রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের জন্যে, ন্যায্য ভাড়া পেলেও নিজেদের রঙ্গালয়ে একদিনও সূচ্যগ্রপরিমাণ জায়গা ছেড়ে দেবেন না। রঙ্গালয় হচ্ছে আর্টের জন্মক্ষেত্র। পেটের দায়ে আর্টকে পেশার বস্তু করলেও, এতদিন আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, আসল কলাবিদরা কোনদিনই পুরোদস্তুর মাড়োয়ারি হ'তে পারেন না; অন্ততঃ তাঁরা অন্যান্য সমব্যবসায়ী কলাবিদের সঙ্গে,—নিজেদের স্বার্থ বজায় রেখেও—কলাবিদের উপযোগী ব্যবহারই করতে প্রস্তুত। কিন্তু সে বিশ্বাস আমাদের ভেঙে গিয়েছে। সহরের যে-সব রঙ্গালয়ের মালিক টাকা পেলেই যে-কোন ব্যক্তির জন্যে (—এমন-কি সোনাগাছির মেয়েদের থিয়েটারের জন্যেও) যে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে স্থান ছেড়ে দিতে নারাজ নন, তাঁরাও রাধিকানন্দকে নির্লজ্জের মত 'বয়কট' করেছেন। বাংলা দেশে একজন অসহায় কলাবিদের প্রতি অন্যান্য নিশ্চন্ত ও ধনবান কলাবিদের কি প্রগাঢ় অনুকম্পা! এই নিকৃষ্ট একেলসভেমির ভিতরেই আর্টের উন্নতি হবে বটে!

•

ধরলুম, রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়কে অন্যান্য রঙ্গালয় প্রতিযোগী ব'লেই ধ'রে নিয়েছেন। কিন্তু ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতায় যাঁরা ভয় পান, আমরা তাঁদের আসল কলাবিদ ব'লে কোনদিনই মানব না। তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কলাবিদ, যিনি নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন, যিনি সমস্ত প্রতিযোগিতাই তুচ্ছ ব'লে অবহেলা করেন।... ... ... কিন্তু যাক্, আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, বাংলাদেশে আদর্শ কলাবিদ নেই।

•

তবে রাধিকানন্দও হতাশ হন নি। কেউ ঠাঁই না দিলেও তিনি আশ্রয়হীন হ'তে রাজি নন। শুনলুম, রাধিকানন্দ স্থির করেছেন, সহরের সমস্ত রঙ্গালয়ের বিপক্ষতা অগ্রাহ্য ক'রে, তিনি কোন খোলা ময়দানে অস্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপন করতেও প্রস্তুত আছেন। আমরা চিরদিনই কলাবিদের অনুরাগী—কারণ আমরা নিজেদেরও কলাবিদ ব'লে মনে ক'রি। অতএব আমরা মনে-প্রাণে তাঁর এই সৎসাহসের সমর্থন করি। এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, অন্ততঃ "নাচঘরে"র প্রত্যেক গ্রাহকই রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের প্রতি—মৌখিক নয়—আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করতে অসম্মত হবেন না। আমরা জানি যে, কেবল "নাচঘরে"র উদার ও কলারসিক গ্রাহকরা ইচ্ছা করলেই রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের সমস্ত দুশ্চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অসহায় কলাবিদকে কলা-রসিকরা না রাখলে আর কে রাখবে? এবং "নাচঘরে"র প্রত্যেক নিয়মিত গ্রাহকই যে কলারসিক, এ-বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নেই।

•

আমরা আগেই খবর দিয়েছি যে, সহরে "Movie Producers" নামে একটি নূতন চলচ্চিত্র-সম্প্রদায় গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে বাঙালী ছাড়া আর কোন জাতির সম্পর্ক নেই। এঁদের প্রথম চিত্র হচ্ছে, বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "পিয়ারী" উপন্যাস অবলম্বনে। ছবি-খানি আট "রিলে" সমাপ্ত। নায়িকা পিয়ারীর ভূমিকায় যে সুন্দরী অভিনেত্রীটি অবতীর্ণা হবেন, তাঁর নাম শ্রীমতী চন্দ্রাবতী—তিনি "নাট্যমন্দিরে"র অভিনেত্রী শ্রীমতী কমলাবতীর সহোদরা। সাধারণ রঙ্গালয়ের অধিকাংশ অভিনেত্রীর তুলনায় তিনি শিক্ষিতা, কারণ তিনি 'ম্যাট্রিক' অবধি পড়েছেন। একজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী নায়ক অমলের ভূমিকায় রঙ্গাবতরণ করবেন। "পিয়ারী"র দৃশ্য-নাট্য লিখেছেন, শ্রীমান বিমল পাল এবং আলোক-চিত্রও তুলেছেন তিনি। শ্রীমান বিমল পালকে আমরা চিনি এবং আলোকচিত্রে তাঁর নৈপুণ্যের কথাও আমাদের কাছে অবিদিত নেই। সুতরাং আমরা অনায়াসেই আশা করতে পারি যে, শ্রীমান বিমল পালের কলা-নিপুণতায় এই ছবিখানি অবশ্যই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। সম্ভবতঃ আগামী ১৬ই মার্চ্চেই ছবিখানি দেখানো হবে। আমরা আরো শুনলুম যে, এই চিত্রনাট্য-সম্প্রদায় শীঘ্রই সৌরীন্দ্রমোহনের আর একটি হাস্যরসমধুর গল্পকে চিত্রনাট্যে পরিণত করবেন। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিদেশী ব্যবসায়ীদের প্রাধান্যের ভিতরে আমরা এই স্বদেশী-সম্প্রদায়ের উন্নতি কামনা করি।

•

জনৈক মহিলা-পাঠিকা জানতে চেয়েছেন, এত নট-নটী নাট্যমন্দির থেকে অন্য রঙ্গালয়ে চ'লে যাচ্ছেন কেন? এর জবাবে অনায়াসেই বলা যেতে পারে, পেটের দায়ে! আর্ট যখন উদরে অন্ন যোগাবার উপায় হয়, তখন কলাবিদদের কাছে প্রাণের টান বা কৃতজ্ঞতা ব'লে কোন-কিছু থাকে না। তাই নাট্য-মন্দিরেই 'মানুষ' হয়ে পাঁচ-দশ-পনেরো টাকা বেশী মাহিনার লোভে অনেকেই এখন শিশিরকুমারের স্নেহচ্ছায়া থেকে স'রে দাঁড়াচ্ছেন। উক্ত পাঠিকা মহোদয়া আরো লিখেছেন:—পূর্ব্ব কথিত নটনটীদের অবর্ত্তমানে "নাট্যমন্দিরের অবস্থা কি হইবে ভাবিলে আমার দুঃখ হয়।"—কিন্তু মিছামিছি দুঃখিত' হয়ে তিনি মনকে কষ্ট দেবেন কেন? নাট্যমন্দির বলতে বুঝায়, একমাত্র শিশিরকুমারকেই। একমাত্র তাঁর অভাবেই নাট্যমন্দির অচল হবে। নাট্যজগতে পূর্ব্বোক্ত নট-নটীদের জন্ম দিয়েছিলেন তিনিই এবং দরকার হ'লে ভবিষ্যতে অমন অনেক নট-নটীই তাঁর কৃপায় আবার জন্মলাভ করতে পারে।

*

এ হপ্তাতেও "নাট্যমন্দির" আবার গঙ্গাপার হয়েছেন এবং এবারে তাঁরা গেছেন 'উড়ে-যাত্রা'র জন্মভূমিতে। 'মিনার্ভা'ও নিজের সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। 'ষ্টার' ও 'মনোমোহন' এবারে বোধ হয় বিশ্রাম গ্রহণ করছেন।

*

'মনোমোহনে' বরদাবাবুর "কর্ম্মবীর" নামক নাটকখানি নাকি সম্রাট কণিষ্কের আমলের ঘটনা নিয়ে লেখা। শ্রীমান রবীন্দ্রমোহন নাকি এই নব-নাটকের নায়কের ভূমিকা লাভ করেছেন। পুনরভিনয়ে নয়—আনকোরা নাটকের অভিনয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ে একেবারে নায়কের ভূমিকায় এই বোধ হয় প্রথম শ্রীমানের দেখা পাওয়া যাবে। শিশিরকুমারের আওতার বাইরে দাঁড়িয়ে স্বাধীন ভাবে নূতন ভূমিকার কি-রকম ধারণা তিনি করবেন, আমরা তা দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছি।

*

কাল শিবরাত্রি! নটীদের নূপুর-রিনিঝিনির সঙ্গে নকল মহাদেবের বোম্ বোম্ ধ্বনিতে কাল সারারাতই আমাদের রঙ্গালয়গুলি মুখরিত হয়ে থাকবে। এবং কালই হচ্ছে সেই দুর্লভ রাত্রি, যে-রাত্রে থিয়েটারের মালিকদের 'পাসে' সই করতে হয় না। এবং কালই হচ্ছে সেই আশ্চর্য্য রাত্রি, যে-রাত্রে অতি-বড় কাশ কাটাও 'ফ্রি পাসে'র জন্যে ভিখ্ মাগতে বেরোয় না। এবং কালই হচ্ছে সেই অপূর্ব্ব রাত্রি, যে রাত্রে দর্শকরা অভিনয় দেখে না, কিন্তু অভিনেতারাই দর্শকদের দেখতে আসে রঙ্গমঞ্চের উপরে! অতএব, মহাদেবের জয় হোক্!

*

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—আমাদের বাল্যবন্ধু মণিলাল—আর ইহলোকে নেই। বারান্তরে এই ভাঙা-বুকের হাহাকার শোনাব।

বসন্তী গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

(১)

বন্-কুসুমের সঙ্গে সাজে মন-কুসুমের ডালা,
ডাগর দুটি নয়ন-তারা সাম্নে আমার জ্বালা'।

*

অশোক-রঙন বনের মাঝে,
রং খেলে তার মনের মাঝে,
আজকে শত জনের মাঝে হোলির গুলাল ঢালা!

*

মলয়-হাওয়ার বীণায় বাজে
নতুন রাগিণী,
তাই তো আমি বল্‌তে এলাম
প্রেমের কাহিনী!

*

গানে-ভরা প্রাণের তানে
কইব কথা কাণে কাণে,
চাঁদের আলোয় সখীর গলায় পরিয়ে দেব মালা!

---

(২)

মলয়-হাওয়া, মলয়-হাওয়া গো!
তোমার সাথে আস্‌চে ভেসে
কত আঁখির মধুর চাওয়া গো!

*

কোন্ সেকালের বকুলিকা
জ্বালিয়ে তোলে স্মৃতির শিখা,
শ্যামের মোহন-বাঁশীর সাথে,
নীল-যমুনার হোরীর গাওয়া গো!

*

ফুট্‌ল কবে লীলাকমল,
দুল্‌ল চাঁপার মালা,
শ্রীরাধিকার অভিসারে
খ'সে হারাবার পালা!

*

তোমার সাড়ায় মনের মাঝে
তরুণীদের নূপুর বাজে!
রেবা-নদীর জলে দেখি
স্বপন-তরীর আসা-যাওয়া গো!

---

(৩)

আমার হাতে এই বাঁশীটি
তোমার তরে—তোমার তরেই রাণী!
তোমায় কত ভালোবাসি,
ভালো ক'রে—ভালো ক'রেই জানি।

*

ফুলেল হাওয়ায় নূপুর-সাড়া পেয়ে,
ব্যাকুল বেণু উঠ্‌চে গেয়ে গেয়ে,
গগন-ভরা চাঁদের শয়ন ছেয়ে
শোনো আকুল প্রাণের গানের বাণী!

*

আজকে ফোটে অরুণ পলাশ,
তরুণ ঘাসের মুঞ্জরী,
হৃদয়-দোলায় দুল্‌বে এস
সুন্দরী, মোর সুন্দরী!

*

তোমার হাসি বাজবে বাঁশীর সাথে,
নাচ্‌বে আঁখি চাঁদ্‌নি-মাখা রাতে,
চাইলে চুমো—নেইকো ক্ষতি তাতে,
এগিয়ে দিও নধর অধরখানি!

---

(৪)

আমি ফুলের দেখে নয়ন খুলেছি!
ঊষার বুকে আঁকচে রবি, গোলাপ-রাঙা স্বপন-ছবি,
তাইতো নতুন ফুলের ডোরে ঝুলন ঝুলেছি!

*

ওরে আমার কমল-কলি,
মনের কথা তোমায় বলি!
ওগো রঙন, ওগো পলাশ! কোন্ অধরের রংটি ফলাস্?
নিংড়ে অশোক হোরীখেলার আবির গুলেছি!

*

আমের বোলে কোকিল ভোলে, রঙের সুরে মাতিয়ে তোলে,
বকুল চাঁপার হৃদয় খোলে,
সখীর আঁখি পড়চে ঢ'লে, পড়চে ঢ'লে গো!

*

দখিন হাওয়ায় গানে গানে
ফুলপরীদের কাণে কাণে
জাগচে প্রজাপতির ভাষা, তাইতে অলির রঙিন আশা!
তাইতো আমি ধরায় ব'সে স্বরগ ভুলেছি!

চিত্রনাট্যের রূপকথা

—:০:—

শ্রীমতী জুন মার্লোকে ভালো বেসে ফেলেছি—তাঁর অজ্ঞাতসারে। "All the World Loves a Lover", সুতরাং, এতে অপরাধ কিছু হয়নি। প্যালেস্ অফ্ ভ্যারায়েটিজে প্রদর্শিত 'বিদেশী সেনা' (The Foreign Legion) নামক চিত্রনাট্যে তিনি যে সু-অভিনয় কোরেছেন, আমরা তো শুধু তার জন্যেই এই ছবিটার পক্ষপাতি হোয়ে প'ড়েছি। সেনাধ্যক্ষের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত লিউইস্ ষ্টোন্ ও তাঁর সৈনিক পুত্রের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নর্ম্যান কেরও এতে খুব ভালোস্ অভিনয় ক'রেছেন। কিন্তু—

•

কিন্তু যে সত্যিকারের ভালোবাসে সে তার প্রেমাস্পদের জন্যে কি কোরতে পারে তা' শ্রীমতী জুন্ মার্লো যেমন ক'রে দেখিয়েছেন তার চেয়ে ভালো কোরে এ জিনিস্ দেখানো যেতে পারে না। শ্রীমতী মেরি নোলান নিয়েছেন সিল্‌ভিয়া নাম্নী স্ত্রীলোকের ভূমিকা—যাকে রিচার্ড ফার্কুহার ওরফে জন্ স্মিথ জানতো আর ভালোবাস্‌তো। সে কিন্তু বিয়ে করে আর একজনকে আর পুরুষকে লুব্ধ করার স্বভাব ছাড়ে না।

•

যাই হোক্, জন্ স্মিথ (নর্ম্যান কেরি) কিন্তু সিল্‌ভিয়ার প্রণয়ে বিশ্বাস ক'রে তার প্রতি অনুরক্ত ছিল। যথার্থ ভালো তাকে বাস্‌তো কিন্তু সিল্‌ভিয়ার বোন্ গেব্রিয়েল। তার ভালোবাসারই চরমে জয়লাভ হোলো। 'The course of true love did never run smooth' এ কথা যেমন ঠিক, 'True love knows no defeat'ও তেমন।

•

হাঁসপাতালে পীড়িত প্রেমাস্পদকে দেখ্‌তে যাবার দৃশ্যে শ্রীমতী জুন মার্লো প্রেমের অপূর্ব্ব নিঃস্বার্থপরতা ও গভীরতা দেখিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে ভালো লেগেছে যখন দ্বিতীয়বার অভিযানে যাবার সময় স্মিথ্ গেব্রিয়েলকে প্রশ্ন করে, হাঁসপাতালে তাকে দেখ্‌তে কে গেছ্‌লো। কি ডাগর চোখের প্রেম-স্নিগ্ধ চাহনিতে, কি ভাবের সংযমে, কি সরমে আনত মৃদু চোখের কোমল ভঙ্গীতে, শ্রীমতী সেই দৃশ্যে অন্তর্গূঢ় প্রেমের যে ব্যঞ্জনা কোরেছেন তা আমাদের বিমুগ্ধ কোরেছে।

•

'মরু-কন্যা' (The Desert Bride) পার্লে দেখানো হ'চ্ছে। ভালো ছবি। এর আখ্যানভাগ সুরচিত আর নায়িকার অংশে শ্রীমতী বেটি কম্পসন্ এবং নায়কের অংশে শ্রীযুক্ত এ্যালান ফরেষ্ট সু-অভিনয় কোরেছেন। বিদ্রোহী দলের মুসলমান নেতার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অটো ম্যাটিসেনের অভিনয়ও ভালো হ'য়েছে। আর, একজন সৈনিকের ভূমিকায় কার্ল সাহেব এতে চমৎকার অভিনয় ক'রেছেন।

•

শ্রীমতী কালিন মুর তাঁর স্বাভাবিক সজীবতা ও উপভোগ্য চাঞ্চল্যে 'Oh! Kay' নামক ছবিটিকে উজ্জ্বল কোরেছেন। ভারি মজার গল্পটি। যাঁরা স্থানীয় এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে এর অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা চিত্রটি আরো বেশী উপভোগ ক'র্‌তেন। এতে নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন শ্রীযুক্ত লরেন্স গ্রে।

•

গৃহে অসুস্থতার জন্যে আমরা এবার আর কোনো ছবি দেখে উঠ্‌তে পারিনি, তবে শ্রীযুক্ত চার্লি চ্যাপলিনের উন্নতির কথা শুনে সুখী হ'য়েছি আর 'সিরাজ' চার সপ্তাহে প'ড়েছে জেনে উৎসাহিত হ'য়েছি।

•

খবরের কাগজে প্রকাশ উইলিয়াম ফকস, লোইউ ও মেট্রোগোল্ডুইন মেয়ার এই তিনটি চিত্রসঙ্ঘ একত্রীভূত হবে। এই প্রবল সংযোগের ফলে অনেক ছোটোখাটো চিত্রসঙ্ঘ বোধ হয় খুন হবে বা আত্মহত্যা ক'রবে।

•

শ্রীযুক্ত জন্ চ্যানির আস্‌ছে ছবিতে নাকি তুজন প্রণয়িনীর সঙ্গে তাঁর কারবার হবে। আমরা এদিকে শ্রীমতী হেজেল বেনেটের মনোযোগ আকর্ষণ ক'র্‌ছি। (Hazel Bennet—শ্রীযুক্ত জন্ চ্যানির স্ত্রী)

—০— —ঃি—

আর্ট ও সৌন্দর্য্য

(রাণী শ্রীগুরুচিরবালা চৌধুরাণী, শ্রীহট্ট)

যেমন আকাশের চঞ্চল বিদ্যুৎকে বন্দী ক'রে মানুষ বৈদ্যুতিক আলোর সৃষ্টি করেছে, তেম্‌নি অনন্তসৌন্দর্য্যময়ী পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির কণামাত্র ধরে রেখে মানুষ সৃষ্টি করেছে artকে। প্রকৃতির শোভার ভাণ্ডারে অফুরন্ত সৌন্দর্য্য—তাকে মানুষ কথায়, ভাবে, তুলির পরশে স্থায়ী ক'রে রাখতে চায়—রাখতে চায় তাকে পাথরের কাঠিন্যের ভিতরে জাগিয়ে, রাখ্‌তে চায়—তাকে মূক কাগজের পাতায় বেঁধে। যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু সত্য তাই আর্ট। আর্ট চায় না জাঁকজমক, কথার বাহ্যাড়ম্বর, চায় না সম্পদ চায়না ঐশ্বর্য্য—চায় শুধু প্রাণের স্পর্শ ও অন্তরের গভীরতা। নীরব মুখের মর্ম্মঘাতী ভাবে যা ব্যক্ত করে, যা মনের নিভৃত গোপন স্থান-টুকুতে অনায়াসে প্রবেশ করে, প্রাণের মরুচে-ধরা তারগুলি আবার ঝঙ্কারে ধ্বনিত ক'রে তোলে, তাই বুঝি প্রকৃত আর্ট। প্রকৃত সৌন্দর্য্য যেখানে, মানুষ সেখানে অভিভূত হয়, মুগ্ধ হয়, অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, অন্তরের ভাষা নির্গমের পথ খুঁজে পায়না—তা যেন আত্মভোলা হ'য়ে অন্তরেই ঘুরে মরে।

ধরণীর সর্ব্বত্রই একটা অনাবিল রূপের লহরী বয়ে চলেছে। সে লহরী ক্রমাগত অসীম অনন্ত শোভার সাগরে খেলে যাচ্ছে, তার নিংড়ানো রস নিয়ে শিল্পী রূপ দেয় তার রঙীন কল্পনাকে। সে রূপ সমস্ত বিশ্বকে চমক লাগিয়ে দেয়! স্তব্ধ ক'রে ফেলে।

মানুষের উৎপত্তির দিন থেকে বুঝি মানুষ সৌন্দর্য্যের উপাসক হয়েছে। নীরব সাধনায় রূপ-দেবতাকে প্রসন্ন করতে তাই আদিমানব থেকে আধুনিক মানবের শত শত প্রচেষ্টা! আদি মানব যে দিন প্রথম প্রথম

নূতন বই
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
নূতন বউ
মূল্য—১৸০ আনা
এন, এম, রায়চৌধুরী
১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

দীপ্তিময় সূর্য্য দেখে অভিভূত হয়েছিল, যেদিন প্রশান্ত নীল সমুদ্র দেখে নির্ব্বাক হয়েছিল, যে দিন জগতের শ্যামল বনানীর শান্ত শোভা দেখে আনন্দে আপ্লুত হয়েছিল, সেই দিন তাই বুঝি তাদের অন্তরের বিস্মিত প্রশংসার অঞ্জলি উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছিল ধ্যান রচনায় স্তবে, স্তোত্রে। সেই দিন প্রকৃতিকে দেবতার আসনে বসিয়ে তাকে প্রাণের যে শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করেছিল তা আজও তাদের বংশধরগণ অবাধে মেনে যাচ্ছে।

তারপরে মানুষ শত ভাবে সুন্দরকে বন্দী করতে চেষ্টা করেছে,—কিন্তু তবুও অসীম শিল্পসৌন্দর্য্যের শেষ কোথায়? এক ভাবকেই নিত্য নব রূপ দিয়ে কত শিল্পী কত-রকমে গড়ে তুলেছে, তবুও তার নির্দ্দিষ্ট একটা সীমা অবধারিত হয়নি এখনও। শিল্প ও শিল্পীর কল্পনা চির-নবীন চির-অব্যাহত! বিশ্ববাণী তার গতি, অনাহত অসম্পূর্ণ তা চির দিন। তাই শিল্পজগতের দ্বার সকলের কাছে সব সময়ে মুক্ত চিরকাল। যে ভক্ত শিল্পী তা আয়ত্ত করবার জন্য আত্ম-বিস্মৃত হয়ে সাধনা করেছে, সেই দেবতার আশীর্ব্বাদে সিদ্ধ হয়ে মরজগতে চির অমরতা লাভ করেছে, কণ্ঠের তার মন্দার-মালা আজিও ম্লান, বিশ্ববাসীর প্রেম ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি পেয়ে সে আজও ধন্য। আজও পৃথিবীর বুকে পাথরের সঙ্গে শিল্পের অভাবনীয় কোলাকুলি দেখে মানুষ আশ্চর্য্য হয়ে যায়, শিল্পীর উদ্দেশে গভীর প্রশংসা ও শ্রদ্ধায় তার অন্তর আপনিই নত হয়ে পড়ে। বইয়ের পাতায় কবির অতল প্রাণের অভিব্যক্তির তলদেশ খুঁজতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। অপরূপ চিত্রের ভিতর ভাষার সন্ধাননিরত চোখের দৃষ্টি মুগ্ধ অপলক হয়ে যায়, সুরের পিছু নিয়ে মানব মন হর্ষে পুলকে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে যেতে চায়, শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মন নিজেকে ভুলে গিয়ে হাসে কাঁদে। নৃত্যের তালে তালে মানব মনও নেচে ওঠে, আবেশে শ্রান্ত হয়ে যায়। রত্নাকর দস্যুর ভীষণ কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতার ভিতর একদিন কবিত্ব ফুটে উঠেছিল তাই তিনি যে দিন দেব-ভাষায় "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতী সমাঃ.....''অমৃতময়ী বাণী উচ্চারণ করেছিলেন সে দিন থেকে বাল্মীকি নামে সুপরিচিত হয়েছিলেন।

বেটোফেন বধির হয়েও Ninth Symphony বাজিয়ে পুত্রশোকাতুরা বিধবার পুত্রশোক ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। কবি মিল্টন্ অন্ধ হয়েও তাঁর সাধন-পথভ্রষ্ট হননি,—বাহ্যদৃষ্টিহীন হয়ে অন্তরের দৃষ্টিকে তিনি খুঁজে পেয়ে ভালো ক'রে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং তাই অবলম্বন ক'রে তিনি রেখে গেছেন এমন বাণী যা জগতের কাছে চির-আদৃত। ওয়ার্ড্স্ ওয়ার্থ বৃদ্ধ-বয়সেও নবীন ভাব প্রাণে বহন ক'রে শুধু সৌন্দর্য্যের ভিতর আনন্দ উপভোগ করতে বেঁচেছিলেন এবং সেই আনন্দ সকলকে বিলিয়ে দিয়ে যেতেও কুণ্ঠিত হন নি। র‍্যাফেইল, মিকেলাঞ্জেলো এখনো চির-বরণীয়। সেদিনও বিখ্যাত অভিনেতা রুডল্ফ্ ভ্যালেন্টিনোর মৃত্যুতে কত সুন্দরী প্রেমিকা মৃত্যুকে বরণ করতেও পশ্চাৎপদ হয়নি। ভারত কবি চণ্ডীদাসের পদাবলী "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ", রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন "রূপসাগরে' ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।"

যে নিজে আত্মহারা না হয় সে পরকে আত্মহারা করতে পারে না। যে নিজে রূপ-সাগরে না ডোবে সে পরকেও ডোবাতে পারে না। যারা জীবন-মন সেই রূপদেবতার পায়ে অর্পণ করেছে, যারা সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করতে পেরেছে, তারাই ধন্য!

পার্থিব যত-কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা ভোলাতে শিল্প-চর্চ্চার মত জিনিষ আর নেই। প্রকৃতির রাশি রাশি সৌন্দর্য্যে মন আকৃষ্ট হয়। শিল্প সাধনায় বাহ্যিক চিন্তা ভুলিয়ে দেয়, একটা অবর্ণনীয় প্রফুল্লতায় প্রাণ মন পূর্ণ হয়, তখন যা-কিছু সবই ভাল লাগে, তখন—

"..... this our life exempt from public haunt,
Find tongues in trees, books in the running brooks,
sermons in stones and good in everything."

নটী

(শ্রীমণিলাল ব্রহ্ম)

সেদিন কোন এক নব-প্রতিষ্ঠিত বাংলা ফিল্ম-কোম্পানীর কর্ত্তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে তাঁদের নট-নটী কিরকম দরের হ'বে—তা তিনি বল্লেন যে, ভদ্র ও শিক্ষিত অভিনেতাই তাঁরা চান আর তাঁরা একটা-কিছু নতুন—উঁচু ধরণের চান—সেটা হচ্ছে বারবনিতাদের বদলে ভদ্রমহিলাদের অভ্যর্থনা—এই অভিনেত্রী পদে! কারণ অভিনয়-কলার মত অত-বড় কলা অশিক্ষিতা বারবনিতাদের হাতে দিয়ে কলঙ্কিত করা অন্যায়; অধিকন্তু এঁদের প্রভাবে অভিনেতাদের নাকি নৈতিক অবনতি হয়।

চমৎকার ধারণা! এ ধারণাটা এখন চারধারেই ছড়িয়ে পড়েছে। নাটমহলে একটা রেওয়াজ উঠেছে যে সাধারণ অভিনয়ে ভদ্রমহিলাদের নামাতে চেষ্টা করা হবে—এই বারবনিতাদের বদলে। জানি না এ চেষ্টা সফল হ'বে কিনা—আজ কালকার দিনে। যদিও এরকম চেষ্টা অনেকেই কর্চ্ছেন, তবে এ চেষ্টার মূলে কতটা যুক্তি আছে তা বলতে পারি না। তবে এটুকু হয়তো বলতে পারি যে ভদ্রমহিলাদের নিয়ে সাধারণ ভাবে অভিনয় করার যুগ এদেশে এখনও আসে নি। যদিও অনেক "সুন্দর" অভিনয় ভদ্রমহিলাদের নিয়ে হয়েছে সাধারণ ভাবেই তবে সে সব "সুন্দর" অভিনয় কতটা অসুন্দর হয়েছে শ্লীলতার ও সুরুচির দিক থেকে—তা একটু ভাবলেই বেশ বোঝা যায়। এতে অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে, অভিনয় একটা কলা সুতরাং ভদ্রমহিলাদের শ্লীলতার অভাব কেন হবে যদি তাঁরা সাধারণের কাছে তাঁদের অভিনয়-কলার উৎকর্ষতা দেখান? এতেতো বরং সাধারণের উন্নতি হ'বে।

জানি—উন্নতি হবে, তবে উন্নতির একটা সময় আছে তাও জানি—আর এটা সেই উন্নতিকল্পীদেরও জানা উচিত। দেশের ও দশের অবস্থা ও শিক্ষা



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

পকেট কেসসহ মাত্র ৭টী ঔষধ মূল্য ৪৲

বিনামূল্যে চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

ডাকঘর

(১)

মহাশয়,

অন্যান্য সাপ্তাহিক কাগজে রঙ্গালয় সংক্রান্ত বিশেষ কোন খবর পাওয়া যায় না, একমাত্র "নাচঘরেই" আমরা অনেক খবর পাই, সেই আশায় আপনাদের—গুটি কয়েক খবর জানাইবার জন্য এই পত্রে অনুরোধ করিতেছি।

১। নাট্যমন্দিরের শ্রীমতী প্রভার খবর আমরা অনেক দিন পাই নাই এবং কেন যে তিনি আর 'সীতা' ও অন্যান্য অংশে অভিনয় করিতেছেন না তাহাও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কয়েক মাস পূর্ব্বে সাপ্তাহিক 'ভয়নুতে' একটি সংবাদ দেখিয়াছিলাম, সেই হেতু কি সত্যই সীতার বিসর্জ্জন হ'ল? দয়া করে এটা জানাবেন।

২। নির্ম্মল বাবুই বা কেন আর 'পথের শেষে' নাটক খানিতে তাঁর নিজের অংশ গ্রহণ করিতেছেন না? শ্রীমতী সরযুবালা "পারুলের" অংশ অভিনয়ে সুখ্যাতি পাইয়া ছিলেন; তিনিও আর দর্শকদের সামনে উপস্থিত হ'চ্ছেন না কেন!

নির্ম্মলবাবুর ও রবীন্দ্রমোহন বাবুর মধ্যে "নলিনীর" অংশ কার ভাল হ'ল এবং সরযুবালা ও আশালতার মধ্যে "পারুলের" অংশ কার ভাল হ'ল তার সমালোচনা আপনাদের কাছ থেকে পাইবার আশা করিতেছি।

৩। শুনিয়াছিলাম মিনার্ভা সম্প্রদায় যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ের "সীতা" নাটকখানির অভিনয় করিবেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার কোন খবর না পাওয়ায় আমরা হতাশ হইয়াছি। ও-সম্বন্ধে কত দূর কি ঠিক হইল, জানাইবেন।

৪। ষ্টার-থিয়েটার "রাণী ভবানীর" অভিনয় করিবেন বলিয়া প্রাচীর-পত্র মারিয়াছেন—অনেক দিন হইয়া গেল! কবে যে অভিনয় হইবে তার কোন ঠিকানা নেই। এই-সব খবর এবং তা ছাড়া প্রতিদ্বন্দী অভিনেতাদের অভিনয়ের সমালোচনা প্রভৃতি আপনাদের "নাচঘরে" প্রকাশিত হইলে ভালো হয়।

শ্রীমিহিরভূষণ মুখোপাধ্যায়

(-সম্পাদকীয় মন্তব্য। মিহিরবাবুর প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তর হচ্ছে, শারীরিক কারণে শ্রীমতী প্রভা নাট্যমন্দির থেকে কিছু দিনের জন্যে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি শীঘ্রই আবার নাট্যমন্দিরে দেখা দেবেন। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা:—নির্ম্মলেন্দুকে মনোমোহন রঙ্গালয়ের জন্যেই আজ কাল প্রায়ই মফঃস্বলে থাকতে হয়। তাই মাঝে মাঝে "পথের শেষে"র অভিনয়ে তাঁর দেখা পাওয়া যায় না। গেল হপ্তায় তিনি ফের নিজের ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন। শ্রীমতী সরযুবালা কিছুদিনের জন্যে অবসর নিয়েছেন। নলিনী ও পারুলের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় ও শ্রীমতী আশালতার অভিনয় আমরা দেখি নি। এবং ভবিষ্যতেও বোধ করি তাঁদের অভিনয় দেখা ঘটে উঠবে না—কারণ নাটক-হিসাবে "পথের শেষে" এমন বিভীষিকার আকর, যে তা আর দ্বিতীয় বার দেখবার সাহস আমাদের নেই। তৃতীয় জিজ্ঞাসা:—মিনার্ভা যে যোগেশবাবুর "সীতা"অভিনয় করতে ইচ্ছুক, আমরা এ খবর পাই নি। চতুর্থ জিজ্ঞাসা:—ষ্টার থিয়েটারে "রাণী ভবানী"র প্রাচীর-পত্র দিয়েও কেন যে তার অভিনয়ে দেরি করেছেন, তা আমরা বলতে পারি না। খুব সম্ভব, সপ্তাহের অধিকাংশ দিনই সম্প্রদায় আজকাল বিদেশে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন ব'লে, উক্ত নাটকের উচিতমত মহলা হয় নি। এ হপ্তায় মফঃস্বলে যাবার হাঙ্গাম ছিল না, তাই গেল মঙ্গলবারে ষ্টারে "রাণী ভবানী"র অভিনয়ও হয়ে গেছে। মিহিরবাবু আমাদের কাছ থেকে "প্রতিদ্বন্দী অভিনেতীদের অভিনয় সমালোচনা" চান। কে কার প্রতিদ্বন্দী, আমরা তা জানি না। এবং জানলেও "প্রতিদ্বন্দী অভিনেতাদের" নিয়ে তুলনামূলক সমালোচনা করতে আমরা সম্মত নই। জীবনের অধিকাংশই অপ্রীতিকর ঘটনায় ভরা। তার উপরে "প্রতিদ্বন্দী অভিনেতাদের" নিয়ে আলোচনা ক'রে আমরা এই দুঃখময় জীবনকে অধিকতর বিষময় ক'রে তুলতে চাই না। এবং তুলনামূলক সমালোচনা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্জ্জনীয়ও বটে।)

(২)

কিছুদিন আগে 'শিশির' দিগ্বিজয়ীর যে সমালোচনা বাজারে বের করেছেন, তার সবটুকুর আলোচনা করতে চাইলে আর একখানি "শিশির" লিখতে হয়। আমি মাত্র তার একটি কথার আলোচনা করব,—"শেষদৃশ্যে নাদির—শাহ ৩৪টি গুলি খাওয়ার পরও সমানভাবে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে লাগিলেন—এই ত্রুটী একেবারেই অমার্জ্জনীয়।" এইসঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে নাদির-চরিত্রের বিশেষত্ব নিয়েও কিছু বলতে চাই।

প্রথম যেদিন শিশির-কুমারের অভিনয় দেখি আমারো ঐখানে একটু খট্‌কা লেগেছিল, গুলি-খাওয়া মানুষটি এমন স্বাভাবিক রইলেন কিসের জোরে? শিশিরকুমারের অমন প্রতিভা কি এইটুকু ধরতে পারেনি যা আমরা প্রথমবার দেখেই "অমার্জ্জনীয় ত্রুটি" বলে ধরতে পেরেছি!

চিরদিন যাত্রায় বা থিয়েটারে আমরা দেখে এসেছি যে গুলিখাওয়া মানুষ বা বিষখাওয়া মানুষ যন্ত্রণায় "মাগো, বাবাগো, গেলুমগো!" বা "জল, জল, এক ফোঁটা জল!" বলে রঙ্গমঞ্চের একদিক হতে অন্যদিক পর্য্যন্ত কাৎরাবে, কাঁদবে, চীৎকার করবে, হাত-পা ছুঁড়বে, বা ওইরকম একটা অতি-স্বাভাবিক কিছু করবে যাতে বুঝতে পারি তিনি অভিনয়ের জন্যই অত্যধিক যন্ত্রণা পাচ্ছেন; ফলে দর্শকের বুক অমন ব্যথাপূর্ণ দৃশ্যে আপনা-আপনিই সহানুভূতিতে



স্বরলিপি

হারমোনিয়ম শিক্ষা

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আরম্ভ করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।৹ চারি আনা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

সজল হয়ে ওঠে। হাজার দোষ তার অভিনয়ে থাকলেও তার মরণের তীব্র ব্যথাটুকু সাধরণ দর্শকের মনে দাগ বসিয়ে দেয় আর সেই মূলধন যোগাড় ক'রে নটও বাজারে বেশ সুযশ কেনবার প্রশ্রয় পান, তার ওই কৃত্রিম মরণটুকুই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র রসদ হয়ে ওঠে।

কথাসাহিত্যের ওস্তাদ শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।"

নাদির শাহ মানুষ ছিলেন তাঁর বাইরের খোলসে; তিনি অন্তরের নিভৃত কোণে যে অতিমানুষের বিচিত্র চিত্র রেখেছিলেন, তাইই তাঁকে সকল কাজে প্রেরণা যোগাত এমন কি আবার সর্ব্বনাশের খেয়ালেও নিয়ন্ত্রিত করত। এই অতিমানুষের দাবী আজকের মানুষের চাইতে অনেক ওপরে, আমাদের দৃষ্টির নাগাল সেখানে পৌছয় না। জীবন মরণ তাঁর পক্ষে অতি তুচ্ছ কথা। নাদির তাঁর নিজমুখে বলেছেন, "আমি নিজের ইচ্ছায় বাঁচব, নিজের ইচ্ছায় মরব।" নিজের উপর তাঁর কত বড় অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল তা ওই এক কথাতেই ফুটে উঠেছে। নিজের মরণকে নিয়ে তিনি নিজেও যেমন ছিনিমিনি খেলতে সুরু করেছিলেন, পরের জন্যেও ঠিক তাই। নাদির তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে রহমতের বুকে যখন নিজের ছুরী আমূল বসিয়ে দিলেন, তখন মুখে তাঁর কোন উত্তেজনার রেখা ছিল না, তাঁর হাতখানিও অনিচ্ছায় একবারও কেঁপে ওঠে নি।

তিনি সিরাজীর কাছে জানলেন যে তাঁর মরণ ঘনিয়ে এসেছে, এমন কি সেই রাতেও তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হ'তে পারেন, কিন্তু তিনি তাঁর পত্নীর এই সত্যকথাও অবহেলায় ভাসিয়ে দিয়েছেন, নিজের সম্ভাব্য মৃত্যুর খবরেও তিনি কিছু মাত্র ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নি। তিনি সিরাজীকে তাঁর অকালমৃত্যু টেনে আন্‌বার জন্য তার প্রতি কোন শাস্তিই বিধান করেন নি বরং তার এই প্রথম সত্যকথাটিতে তিনি বিশেষ খুশী হয়েছিলেন, সিরাজীর শাস্তিভিক্ষা সত্ত্বেও তাকে কোনরূপ শাস্তি দেন নি। মরণ যদি তাঁর আকাঙ্খিত না হ'ত তবে তিনি হয়ত সিরাজীর জ্যান্ত চামড়া তুলে নেবার হুকুম দিয়ে বসতেন, বা যখন নিজেকে জানলেন নিরুপায়, জীবনের মায়ায় তিনি পালাতেও পারতেন বা অর্থাগার খুলে দিয়ে সবার হাতের উদ্যত ছুরী তিনি অনায়াসে চুরী করতেও পারতেন।

তিনি যখন সেই গুপ্ত চিঠিপত্রের কথা বলেন, "শেষ মুণ্ড তোমার!" তখনও তাঁর মুখে কোন ভীতির চিহ্ন নেই, মৃত্যুর বিভীষিকা তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তিনি জানতেন এসব চিঠি অকাজের—সত্যিকারের মুণ্ড নেবার অধিকার যাদের আছে, তারা শাসায় না। যেখানে বেশী গর্জ্জন সেখানে বর্ষণ কিছু কম হয়। তাই সিরাজীর কাছে, পত্রের মর্ম্মার্থ শুনে তিনি কোনদিন অভিভূত হন নি।

দিল্লিতে যখন অন্ধকারে গা ঢেকে কোন শত্রু তাঁকে গুলী করল তিনি প্রহরী-শূন্য অবস্থায় থাকতেও মসজিদের অলিন্দ থেকে পালান নি, বরং সোজা-বুকে পরের গুলীর গতিবিধি নিরীক্ষণ করেছিলেন।

তিনি চাইলেন তাঁর অত্যাচারের যোগ্য জবাব; রহমতের বিশ্বপ্রীতি তাঁর কাছে অর্থহীন। তিনি জানতেন এই মহামড়কের সৃষ্টিকর্ত্তা নিজে তিনিই, তিনি চাইলেন নিজের মরণ। তাই যখন সালেবেগ তাঁর কাছে উন্মাদের মত ছুটে এলো তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে—"এসেছে! এসেছে!" বলে নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁর—সেই-বিপুল আনন্দ তিনি একা উপভোগ করতে পারলেন না—বিশ্বাসহন্ত্রী সিরাজীকেও পর্দ্দাপ্রথা অমান্য করে সালেবেগের সামনে এনে কী সুন্দর পরিচয় দিয়ে-দিলেন! আজ নাদিরের জবাব এসেছে ধর্ম্মের বাঁধা বুলির ভিতর দিয়ে নয়, পিস্তলের আগুনের মুখে। যে আগুন তিনি খোরাসানে, ইস্পাহানে জালিয়ে ছিলেন তার এককণা ঘনীভূত হয়ে এসেছে সালেবেগের হাতে। তিনি মরণকে বরণ করবার জন্যে চিরদিন সজাগ ছিলেন, তাই আজ তিনি অকৃত্রিম বন্ধু সালেবেগের হাত হতে তাকে গ্রহণ করলেন। মনেপ্রাণে তিনি যে যোগ্যতম হাতে মৃত্যু-কামনা করেছিলেন তা সালেবেগের জন্যে সার্থক হয়ে উঠেছে।

নির্ব্বাসিতা সিতারাও সালেহবেগের সঙ্গে এসেছিল, হতভাগিনী নাদিরকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের কোমল বুক পেতে সেই তীব্র আগুনের পরশ নিয়ে সে মরল, ধ্বংসপ্রয়াসী নাদির যার পেছনে কোমল প্রেমিক নাদিরকে নিয়ে ফিরে-ছিলেন, সেই প্রিয়তমা তরুণী সুন্দরী সিতারা বুক পেতে তার চির-প্রিয়কে বাঁচাবার জন্যে অগ্নিময় মৃত্যুকে গ্রহণ করল আর নাদিরও যে তার জন্য মৃত্যুকে গ্রহণ তার আর বিচিত্র কি? তিনি মৃতদেহখানি কী নিবিড় স্নেহেই জড়িয়ে ধরেছিলেন! যেন আর পুনরাঘাতে সে দেহখানি বিকৃত না হয়ে ওঠে! সিতারার প্রাণ বিসর্জ্জনে নাদির বুঝতে পেরেছিলেন যে সে অবিশ্বাসিনী নয়, আর এইখানেই তাঁর কত-বড় তৃপ্তি! তারপর সতী সিতারার মৃত্যুর পর সেই "বিষাক্ত হারেম" যে আরো বিষাক্ত হয়ে উঠত, এবং তিনি যে সেই গরল-প্রবাহ হতে নিষ্কৃতি পাচ্ছেন, এও এক পরম সান্ত্বনা।

সিতারাকে নির্ব্বাসন দেওয়ার পর থেকেই নাদির—সংসার ধর্ম্মে এমন কি তাঁর চির-আরাধ্য রাজনীতিতেও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। পৌত্রকে নিয়ে তিনি যখন গত জীবনের আলোচনা করেন, তখন সেই গভীর রাত্রেই ছবির মত তাঁর দীর্ঘশ্বাস ফুটে উঠেছে।

তিনি কাপুরুষ ছিলেন না, তিনি যে-ভাবে মরণকে সমালোচনা করেছেন তেমনি ভাবেই তাকে গ্রহণ করেছেন। মুখে কোন আক্রোশ সেই, উত্তেজনা নেই। তিনি তাঁর প্রিয়তমাকে বুকে নিয়ে মরবার যে সার্থকতা পেয়েছিলেন তার দাম তিনি হাজার গুলি খেয়েও দিতে অরাজী হতেন না।

উপরে যা কিছু লিখেছি তাই থেকে বোঝা যাবে, মরণ সম্বন্ধে নাদিরের ধারণা "ও-ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।" আর পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তিনি সেই সময় মরণকে আলিঙ্গন দিতে প্রস্তুতই ছিলেন।

এখন বিচার্য্য যে, গুলিগুলো তিনি হজম করলেন কিসের জোরে? মানুষের মনের যে সম্পূর্ণ আলাদা একটা জোর আছে যা তার দৈহিক শক্তিকে ছাপিয়ে যায় তা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করবেন না। তাইতো দেখি "ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান" তাঁরাও আত্মাহুতির সময় হাসিমুখে নিজেদের বলি দিয়েছেন। প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ায় পরও মৃত্যু তার কালো ছাপ তাঁদের মুখে বসাতে চাচ্ছে।

ভূতপূর্ব্ব কাইজার সম্বন্ধে একটা গল্প আছে, একবার তিনি শরীরে অস্ত্রো-পচারের সময় ডাক্তারকে বলেছিলেন, "How much of British blood is there in my German body?" "শৈলের" দাদা যে ডাকাতের হাতে মরল সেদিন তিনি আসন্ন মৃত্যু দেখে পিছ-পা হন নি। গ্রামবাসী সবাই সেই বিশীর্ণ দেহ দেখে শিউরে উঠলো, অথচ মরণপথযাত্রীর চোখে একফোঁটা জল নেই, যেন একদেশ থেকে আর এক দেশে যাচ্ছে। শিল্পীর নিপুণ তুলিতে সে মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য কী নিখুঁত ভাবেই না অঙ্কিত হয়েছে!

মরণের ভয়কে এইভাবে এড়িয়ে চলা একমাত্র নাদিরেই সম্ভব। তাঁর—"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।"

আমি আমার জীবনে একটি গুলি-খাওয়া মানুষ দেখেছিলাম (হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার সময়), সে লোকটি আর উঠে একটি কথা বলবার অবকাশও পেয়েছিল না।

ডাক্তারিশাস্ত্রে নাকি বলে যে vital pointএ আঘাত না লাগলে মানুষ মরে না। তার সাক্ষী যুদ্ধে গুলীখাওয়া সৈন্যদল। আমি যখন C. V. T. C. তে কাঁচড়াপাড়ায় ছিলাম, তখন আমাদের সঙ্গে একজন য়ুরোপীয় সার্জ্জেণ্ট ছিল, বিগত যুদ্ধে তার দেহে ১৫টি গুলি লেগেছিল; অস্ত্রোপচারের পর তিনি দিব্যি আমাদের মতই বেঁচে আছেন। সুতরাং হয়ত এই vital pointএ আক্রমণ না হওয়ার জন্যই নাদির অতক্ষণ বেশী বেঁচেছিলেন, রক্ত-মোক্ষণে ক্রমশঃ তিনি বৃন্তচ্যুত পদ্মের মত ঢলে পড়লেন।

শারীরিক যন্ত্রণার অভিব্যক্তি তাঁর মুখে সামান্যই ছিল, যে দর্শক তাঁর চোখের ভিতর দিয়ে তাঁর মনের ছবি দেখেছেন, তিনিই বুঝেছেন, নাদির কী সংযতভাবে নিজের শারীরিক কষ্ট ও মানসিক সহ্যশক্তির অপূর্ব্ব দ্বন্দ্বের পরিচয় দিয়ে ছিলেন! যা এক শিশিরকুমারেই সম্ভব।

নাদিরের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় এককথায়—splendid! শিশির-কুমার এতদিন যা ছিলেন এই এক ভূমিকায় তিনি তার চাইতে ৩।৪ ধাপ উপরে উঠে গেছেন, যারা তাঁকে দুর্ব্বুদ্ধির দোষে জোর ক'রে নামিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছিল তারাও হয়ত 'দিগ্বিজয়ী'তে দেখবেন যে, শিশিরকুমার তাঁদের কতখানি জয় ক'রে গেছেন। আমি ভাদুড়ী-প্রীতির ছোঁয়াচ থেকে বলছিনা, এ কেবল তাঁর অভিনয় দেখে আমার মনের নিভৃত কোণে যে অভিনয় চলেছে তারাই কিঞ্চিৎ প্রকাশ্য পরিচয়।

শ্রীঅমিতাভ সাহা

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭১ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সংঘে তৈরী দই ও রাবড়—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে।

সুলভতায় অতুলনীয়!

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সূটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়া

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

আমরা কলিকাতার প্রদর্শনীতে স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্রের আয়োজন করিয়াছি দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

শ্রীশ্রীশিবরাত্রি উপলক্ষে শনিবার সারারাত্রিব্যাপী
রবিবার দীর্ঘরাত্রিব্যাপী অভিনয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশ!

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি]

শনিবার ২৫শে ফাল্গুন, (শিবরাত্রি) রাত্রি ৭ টায়

রবিবার ২৬শে ফাল্গুন ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। **শিবচতুর্দ্দশী**

প্রেম ও ধর্ম্মমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক

২। **সত্যেরসন্ধান**

হাঁদুবাবু, কার্ত্তিকবাবু, প্রভাতবাবু, শরৎবাবু, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক), ভূমেন রায়, (এমেচার), শ্রীমতী আঙ্গুরবালা ও শ্রীমতী শশিমুখী প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

৩। **আত্মদর্শন**

মন—হাঁদুবাবু বিবেক—আঙ্গুরবালা

৪। **[illegible]াহার**

দুর্গাদ[illegible]র্ত্তিকবাবু

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ, কে, মিত্র, বি, এ, প্রোপ্রাইটর

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড
ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ২৫শে ফাল্গুন, রাত্রি ৭॥০ টায়

শ্রীশ্রীশিবরাত্র উপলক্ষ্যে অভাবনীয় আয়োজন
যোগেশচন্দ্রের

১। **সীতা**

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

বাল্মীকি—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
শূদ্রক—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
সীতা—শ্রীমতী প্রভা
তুঙ্গভদ্রা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

২। **শিব-চতুর্দ্দশী**

গিরিশচন্দ্রের

৩। **জনা**

প্রবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
বিদূষক—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
জনা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
মদনমঞ্জরী—শ্রীমতী প্রভা
নায়িকা—শ্রীমতী চারুশীলা

৪। **রাধাকৃষ্ণ**

আয়ান—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

রবিবার ২৬শে ফাল্গুন, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক

দিগ্বিজয়ী

(মহাসমারোহে ২৮ অভিনয় রজনী)

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
আলি আকবর—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
সালেবেগ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
ভারতনারী—শ্রীমতী কঙ্কাবতী
সিরাজী বেগম—শ্রীমতী চারুশীলা
সিতারা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয়:—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১লা চৈত্র
১৩৩৫

নাট্যজগৎ

মন আজ অশ্রু-ভরা। এবং সেই অশ্রু যেন আজকের বসন্তী আকাশকেও মলিন ক'রে তুলেছে। মনের অশ্রু তাই মেঘের চোখ থেকে ঝ'রে পড়ছে, সারা পৃথিবীর বুকে।

*

আমাদের মণিলাল নেই! সংসারের এই দুর্গম, পিচ্ছল পথে বন্ধু মণিলাল যে আমাদের পাশে থাকবেন না, এ কথা কোনদিন ভাবতে পারি নি! সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে বড় বন্ধু আমাদের আর কেউ ছিলেন না। মণিলালের মৃত্যুতে সাহিত্য তথা নাট্য-জগতের অসামান্য ক্ষতি হ'ল নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের যে পরম ক্ষতি হ'ল, বাহির থেকে আর কারুর কল্পনায় তা আসবে না।

*

সাহিত্যক্ষেত্রে মণিলাল যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। শিশু-সাহিত্যে তিনি প্রায় তুলনাহীন। গল্প-সাহিত্যেও তিনি নূতনত্বে অপূর্ব্ব। তাঁর গদ্য ভাষা কাব্যের মতন মধুর—এমন ভাবপ্রকাশক্ষম, বাহুল্যবর্জ্জিত, সরল-সৌন্দর্য্যে ভরা সুমিষ্ট ভাষা রবীন্দ্রনাথের পর আর কোন বাঙালী কথা-সাহিত্যিকের আছে ব'লে জানি না। কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও মণিলালের জীবনকে খুব সফল জীবন বলতে পারি না।

*

তিনি দিতে পারতেন আরো ঢের বেশী—কিন্তু তা তিনি দিয়ে যান নি। তাঁকে আমরা সব-চেয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানি ব'লেই বলছি,—শক্তি নয়, প্রতিভার আগুন ছিল তাঁর ভিতরে। সে আগুনের দু-একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র আমরা পেয়েছি—সম্পূর্ণতার তেজ দেখবার সুযোগ কিন্তু পাইনি। সাহিত্যিকদের সুলভ শত্রু আলস্যের দ্বারা তিনি যদি আক্রান্ত না হ'তেন, বাংলা-সাহিত্য আজ আরো বেশী দূর অগ্রসর হ'তে পারত।



স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, তিনি বাংলা দেশের একজন অমর কবি ব'লে পরিচিত হ'তে পারতেন—অথচ তাঁর কবিতা লেখার শক্তির কথা জনসাধারণ জানে না। তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন, বন্ধুবান্ধবদের কতক কতক শুনিয়েছেনও, কিন্তু তার কিছুই আজ পর্য্যন্ত প্রকাশকদের করলগত হয় নি। অথচ সে-সব কবিতা সত্যসত্যই সুন্দর ও অসাধারণ।

*

এবং ইচ্ছা করলে তিনি বর্ত্তমান বাংলা নাট্যজগতের নাটকের অভাবও দূর করতে পারতেন আশাতীত রূপে। গত সংখ্যায় যে নূতনত্বের কথা নিয়ে আলোচনা করেছি, মণিলালের ভিতরে সেই নূতনত্ব যে কতটা পরিমাণে ছিল, তার প্রথম ও শেষ প্রমাণ হচ্ছে তৎ-প্রণীত "মুক্তার মুক্তি" নামক নাটক। সম্পূর্ণরূপে একালের উপযোগী এমন উচ্চশ্রেণীর মৌলিকতায় পূর্ণ নাটক দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে আর কোন আধুনিক লেখক লিখতে পারেন নি এবং কিছুমাত্র অত্যুক্তি না ক'রে সমালোচকের মন নিয়েই এই কথা বলছি। অথচ ঐ একখানি মাত্র নাটক লিখেই তিনি কাত গুঁয়ে ব'সেছিলেন। গেল বছরে তিনি একখানি ঐতিহাসিক নাটক লেখবার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু আলস্য ও বাংলা দেশের দুর্দ্দশাগ্রস্ত নাট্যশালা তাঁর সে সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত হ'তে দেয় নি। আমরা তাঁকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করলে তিনি বলতেন, "কার জন্যে লিখব? কে অভিনয় করবে? একখানি নাটক নিখুঁৎ ভাবে অভিনয় করবার শক্তি যে এখানকার কোন থিয়েটারেরই নেই!" এই কঠোর সত্য কথা আমাদের মুখবন্ধ করত।... ... ...শেষটা সত্যসত্যই তিনি উৎসাহিত হয়ে নাটক রচনার কাজ সুরু করেছিলেন—কিন্তু অত্যন্ত অসময়ে। অভাবিত মৃত্যু অকালে আকস্মিক ভাবে এসে তাঁর সুরু-করা কাজ শেষ হ'তে দিলে না।

*

IMPERIAL

"নাচঘরে"র সঙ্গে মণিলালের সম্পর্ক হচ্ছে পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক। মণিলাল, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐতিহাসিক), শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার ও হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি মিলে সর্ব্বপ্রথমে "নাচঘর" প্রকাশের সংকল্প করেন বটে, কিন্তু মণিলাল না থাকলে সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত হ'ত না। প্রথম বর্ষে মণিলাল নিয়মিত ভাবে "নাচঘরে" লিখেই ক্ষান্ত হন নি, তার জন্যে সকল রকম পরিশ্রমের ও অর্থব্যয়ের আংশিক ভারও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। শেষশয্যায় শয়ন করবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত 'নাচঘরে'র জন্যে তাঁকে পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাঁর এই শোচনীয় অকাল-মৃত্যুতে "নাচঘরে"র যে ক্ষতি হ'ল, তা আর কারুর দ্বারা পূরণ করবার নয়।

*

নিজের নাম জাহির করবার ঝোঁক মণিলালের কোনদিনই ছিল না—তাই আজ জনসাধারণ জানে না যে, নবযুগের বাংলা রঙ্গালয় তাঁর কাছে কি অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী। সকল কথা এখানে খুলে বলতে পারি না—খুলে বলবার সময়ও হয় নি—কিন্তু এটুকু অনায়াসেই বলতে পারি, যে-কয়জন প্রচ্ছন্ন বন্ধুর সাহায্য ভিন্ন "নাট্যমন্দির" নাট্যজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পারত না, তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছেন স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মণিলাল না থাকলে শিশিরকুমারের পক্ষে আজ এত সহজে নিজস্ব রঙ্গালয়ও স্থাপন করা সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহ!

*

প্রয়োগনৈপুণ্যে বাংলাদেশের নটসমাজে শিশিরকুমার যে অদ্বিতীয় এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য্য। কিন্তু যে প্রয়োগনৈপুণ্যে 'নাট্যমন্দির' আজ এতটা বিখ্যাত, তার কতখানির জন্যে শিশিরকুমার যে মণিলালের কাছে কৃতজ্ঞ, খুব কম লোকেরই তা জানা আছে। 'নাট্যমন্দিরে'র অধিকাংশ নাটক নির্ব্বাচনে, পরিবর্ত্তনে, পরিবর্জ্জনে ও পরিবর্দ্ধনে শিশিরকুমার, মণিলালের মূল্যবান সাহায্য গ্রহণ করতেন। এখানকার অভিনয়-শিক্ষা দানের সময়েও মণিলাল অনেক সময়ে শিশিরকুমারের প্রধান সহযোগী ছিলেন। কারণ অভিনয় সম্বন্ধেও মণিলালের জ্ঞান বাংলাদেশের অনেক তথাকথিত নাট্যাচার্য্যের চেয়ে ঢের বেশী ছিল।

*

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর মণিলাল প্রধানত রঙ্গালয়ের উন্নতি চেষ্টা ক'রেই কাটিয়েছিলেন এবং এইজন্যে তাঁর সাহিত্য-সাধনা বড় কম ক্ষুণ্ণ হয় নি। মঞ্চশিল্পের উন্নতির জন্যে তিনি কার্য্যক্ষেত্রকে সংকীর্ণ না রেখে নিজের উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সকল রঙ্গালয়ের বন্ধু, ডাক এলে তিনি সকল রঙ্গালয়েই গিয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য করতেন। শিশিরকুমার কর্ণওয়ালিস থিয়েটার পরিত্যাগ করলে পর তার অবস্থা হয় অত্যন্ত অসহায়। সে-সময়ে ম্যাডান কোম্পানীর আহ্বানে তিনি গিয়ে কর্ণওয়ালিস থিয়েটারের ভার গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর অধ্যক্ষতায় ও শিক্ষকতায় কয়েকখানি নাটক বিশেষ সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়। প্রতিভাবান সঙ্গীতশিল্পী স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে নাট্যজগতে সর্ব্বপ্রথমে তিনিই আবিষ্কার করেন এবং প্রধানত তাঁর জন্যেই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের সঙ্গে ঐ সময়েই রঙ্গমঞ্চের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

*

উচ্চশ্রেণীর নৃত্য-পরিকল্পনায় বর্ত্তমান বাংলা রঙ্গালয়ে মণিলালের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাঁর পরিকল্পিত নাচগুলি ভাবের সুষমায়, রসরূপের মাধুর্য্যে, কল্পনার ঐশ্বর্য্যে ও আর্টের সূক্ষ্মতায় বাংলা রঙ্গালয়ে যুগান্তর আনয়ন করেছে। "সীতা"র 'রূপসায়রের দোদুল দোলে' গানের সঙ্গে নাচ, নাট্যমন্দিরের "জনা" ও "দিগ্বিজয়ী"র সমস্ত নাচ এবং ষ্টারের "ফুলরা"র অধিকাংশ নাচ এ-বিভাগে তাঁর অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেবে। এ-ছাড়া আরো কোন কোন রঙ্গালয়ের অসংখ্য নৃত্য তাঁর পরামর্শে সংস্কৃত ও উন্নত হয়ে উঠেছিল।

*

মণিলাল গান গাইতে জানতেন না—রাগ-রাগিণীর আসল মূর্ত্তির সঙ্গেও হয়তো ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু যে-সকল সঙ্গীতশিক্ষক তাঁর উপদেশ অনুসারে কাজ করবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁরাই বলতে পারবেন যে, তাঁর সাহায্যে রঙ্গালয়ের প্রত্যেক গানটি সাধারণত্ব পরিহার ক'রে কতটা অপূর্ব্ব ও উপভোগ্য হ'য়ে উঠত! নাট্যমন্দিরের "জনা"র গানের পুরাতন সুরগুলিও তাঁর উপদেশ অনুসারে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হয়ে কেমন চমৎকার ও যুগোপযোগী হয়ে উঠেছে, সকলেই তা অনুভব করতে পারবেন। গান গাওয়ার মতন ছবি আঁকাতেও হাতে-নাতে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না—অথচ যে-সব চিত্রশিল্পী তাঁর সমালোচনা ও পরামর্শ নগণ্য ভেবে উড়িয়ে দেন নি, তাঁরা প্রত্যেকেই খ্যাতি অর্জ্জন করতে পেরেছেন। এ-সব ক্ষেত্রে মণিলালের সফলতার কারণ হচ্ছে, তাঁর রসানুভূতি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং রঙ্গমঞ্চের ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যেক আর্টকে কি ক'রে খাপ্ খাওয়াতে হয় সেটা তিনি বিলক্ষণ রূপেই বুঝতেন।

*

রঙ্গালয়ের জন্যে তিনি যে কি-রকম হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটতেন, তাও উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক বিষয়টি মনের মত ক'রে তোলবার জন্যে দিনের পর দিন তাঁকে সতেরো-আঠারো ঘণ্টা ধ'রেও পরিশ্রম করতে দেখেছি। তাঁর এই পরিশ্রম কত অযোগ্য লোককে লাভবান ক'রে তুলেছে, কিন্তু বিনিময়ে তিনি নিজে কোনদিন কিছু প্রার্থনা করেন নি। যখন কর্ণওয়ালিস থিয়েটারের ভার নিয়েছিলেন, ম্যাডান কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ তখন তাঁকে স্বেচ্ছায় মাসিক কয়েক শত টাকা ক'রে পারিশ্রমিক দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু সে-প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই কাণ পাতেন নি। তিনি ছিলেন খাঁটি কাজের মানুষ, কাজের প্রেমেই কাজ ক'রে গেছেন—স্বার্থের জন্যে নয়। বাংলা রঙ্গালয়ের এমন উপকারী বন্ধু আর কেউ আছেন ব'লে মানি না।

*

মণিলাল ছিলেন 'কালচার' ও কলারসজ্ঞানের শরীরী মূর্ত্তি। আসল কলাবিদকে ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে, তুচ্ছ হিংসা বা সংকীর্ণতা তাঁর হৃদয়ে স্থান পেত না। ধীর, প্রশান্ত, বিনয়ী—কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন বিনয়ের কোন ধার ধারতেন না। আঘাত করতেও পারতেন, সইতেও পারতেন। বন্ধুগতপ্রাণ ও পরোপকারী। এবং কথার চেয়ে কাজেই ছিলেন তিনি অধিকতর অগ্রসর। যে তাঁর সঙ্গে মিশেছে, সে জীবনে আর তাঁকে ভুলতে পারবে না;—তাঁর পরমসুন্দর মুখ যেমন প্রথম দর্শনেই লোকপ্রিয় হ'ত, তাঁর মধুর প্রকৃতিও মানুষকে তেমনি ভাবেই আকর্ষণ করতে পারত। যুদ্ধে ও প্রেমে তিনি ছিলেন একান্ত অপরিহার্য্য মানুষ এবং কোন বিষয়েই তাঁর মতামত ও পরামর্শ ফ্যালনা ছিল না। জনতার মাঝখানেও তাঁকে দেখাত একাকীর মত—কারণ তাঁর ভাবভঙ্গি-ব্যবহারে এমন একটি বিশিষ্টতা ছিল, আর সকলেরই কাছ থেকে যা তাঁকে আলাদা ক'রে রাখত।

*

তিনি ছিলেন আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী—কাজে ও খেলায়, কথায় ও নীরবতায়, সুখে ও দুঃখে। কিন্তু আজ তাঁকে হারিয়ে আমাদের প্রতি দিনই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে—প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের ভিতরে দেখছি তাঁরই শত শত অশ্রুময় স্মৃতি ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—সর্ব্বগ্রাসী চিতাগ্নিশিখাও যে স্মৃতিকে আত্মসাৎ করতে পারে না।..... ...আজ মণিলালের কথা গুছিয়ে বলবার শক্তি আমাদের নেই, তাঁর কথা বলতে গিয়ে মন আজ খালি হা হা ক'রে কেঁদে উঠতেই চাইছে—কিন্তু সে কান্না অন্যের ভালো না লাগতেও পারে। কাজেই মণিলালের স্বর্গগত আত্মার শান্তি কামনা ক'রে এইখানেই আমরা তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করলুম।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্গীয় আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে গত বুধবার নাট্যমন্দিরে কোনরকম অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয় নি। শিশিরকুমার বন্ধুজনোচিত কাজই করেছেন।

*

মিনার্ভার নূতন গীতিনাটক মহলায় পড়েছে কিনা জানি না। এই গীতিনাটকখানিকে নৃত্যাদির দ্বারা উপভোগ্য ক'রে তোলবার জন্যে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ গড়ে দেবতা ভাঙে। মিনার্ভায় "জাতিচ্যুতে"র অভিনয় দেখবার পর দিন থেকেই মণিলাল তাঁর শেষ-শয্যায় শয়ন করেছিলেন। আট-নয় বৎসর আগে এই মিনার্ভার আসরেই মণিলালের রঙ্গালয়-প্রীতির সূত্রপাত এবং এইখানেই হ'ল তার অবসান! মিনার্ভায় হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "প্রেমের প্রেমারা" অভিনীত না হ'লে, মণিলাল বোধ করি রঙ্গালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতেন না।

*

ষ্টার থিয়েটারে ভূপেনবাবুর যে নূতন গীতিনাট্যের অভিনয় সম্ভাবনা আছে, মণিলাল তারও নাচ দিতে রাজি হয়েছিলেন। গীতিনাট্যখানি এতদিনে ষ্টারে অভিনীত হওয়া উচিত ছিল। কারণ এই অতি-বিলম্বের ফলে ষ্টার একটি মস্ত সুযোগ হারালেন।

*

ষ্টার থিয়েটার আগে ঘন ঘন চিত্তোত্তেজক বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু আজকাল তাঁরা ক্রমেই যেন মিইয়ে পড়ছেন। ব্যাপার কি?

*

গেল বারে যে মহিলা পাঠিকার কতকগুলি জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছি, এবারেও তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন। তাঁর প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছি। ১। শ্রীমতী কঙ্কাবতী নাট্যমন্দিরে "দিগ্বিজয়ী" ছাড়া আরো কয়েকটি ভূমিকায় (সহরে ও মফঃস্বলে) ইতিমধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছেন। এর পর কোন নূতন নাটকের অভিনয় সুরু হ'লে তিনি যে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। ২। রাধিকানন্দ-সম্প্রদায় যে এক রাত্রির জন্যেও নাট্যমন্দির রঙ্গমঞ্চ ভাড়া পান নি, এটা খুবই সত্য কথা। ৩। সুশীলাসুন্দরী মাঝে মাঝে অনুরুদ্ধ হয়ে নাট্যমন্দির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন বটে, কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্ক নেই। ৪। শ্রীমতী নলিনীবালা নামে যে অভিনেত্রীটি আজকাল নাট্যমন্দিরের নানা ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি নবীনা হ'লেও অন্য কোন রঙ্গালয় থেকে আসেন নি। নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সখী-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছেন। সর্ব্বশেষে আমাদের জিজ্ঞাস্য:—পাঠিকা মহাশয়া আমাদের কাছে তাঁর নাম প্রকাশ করেছেন, কিন্তু কাগজে নাম প্রকাশ করতে তিনি এতটা সঙ্কুচিত কেন?

*

বাঙালী কলাবিদ এক রাত্রের জন্যেও বাঙালী কলাবিদের কাছে ঠাঁই পেলেন না, কিন্তু অবাঙালী ম্যাডান কোম্পানী শেষটা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন! আগামী ২১শে মার্চ্চ তারিখে বৃহস্পতিবারে রাধিকানন্দ-সম্প্রদায় হ্যারিসন রোডের আলফ্রেড থিয়েটারে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়ে, "পাণ্ডব-গৌরব"কে নূতন ভাবে সাজিয়ে অবতীর্ণ হবেন। ঐ দিনে আলফ্রেডে ম্যাডান কোম্পানীর নিজস্ব সম্প্রদায়ের অভিনয় হবার কথা ছিল। কিন্তু রাধিকানন্দের অসহায় অবস্থা তাঁদের এতটা সহানুভূতি উদ্রেক করেছে যে, তাঁরা সেদিন নিজেদের সম্প্রদায়ের নিয়মিত অভিনয় বন্ধ রেখেই রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের জন্যে স্থান সংকুলান করেছেন। তাঁদের এই উদারতা বাঙালী থিয়েটারওয়ালাদের পক্ষে অনুকরণীয়। অপরকে অনাহারী রাখবার হীন চেষ্টা না ক'রেও কি নিজের পাতে ঝোল টানা যায় না?

*

কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায়, শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী ও শ্রীমতী ননীবালা (গুরা) ছাড়া আরো অনেক প্রবীণ ও নবীন নট-নটী "পাণ্ডব-গৌরবে"র এই অভিনব অভিনয়ে রঙ্গাবতরণ করবেন। অভিনয় কেমন হবে তা পরে দেখে মত প্রকাশ করব, তবে নাচে, গানের সুরে ও সাজপোষাকে এই অনুষ্ঠানটি যে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠবে, এ কথা আমরা আগে থাকতেই বলতে পারি—কারণ এগুলির নমুনা দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছে। কুমার গোপিকারমণের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে যে সাজপোষাক প্রস্তুত হয়েছে, মাত্র এক রাত্রের অভিনয়ের জন্যে তা কেউ করেনা তো বটেই, পরন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ের নিয়মিত অভিনয়েও ও-রকম মূল্যবান সাজপোষাক দেখবার সুযোগ প্রায়ই ঘটে না।

*

আর মাত্র এক রাত্রের আনন্দ বিতরণের জন্যেই কুমার বাহাদুরের এই শ্রম! আশা করি তিনি এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষিত রাধিকানন্দ-সম্প্রদায় জনসাধারণের উৎসাহ থেকে বঞ্চিত হবেন না। এই অনুষ্ঠানে আমরা দর্শক মাত্র, এর সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। তবু, বাংলা দেশের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে নিম্নশ্রেণীর কদর্য্য আমোদ-প্রমোদে সময়, স্বাস্থ্য ও অর্থের অপব্যবহার না ক'রে ললিত কলা চর্চ্চার ও কলাবিদদের আশ্রয় দেবার চেষ্টা করছেন, এটা দেখেই আমাদের আনন্দ হচ্ছে। কবি, গায়ক বা চিত্রশিল্পী এদেশে এখনও তবু কতকটা মর্য্যাদা পান, কিন্তু থিয়েটারের কলাবিদরা এই নবযুগেও যে জাতে ওঠেন নি, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই কিছুমাত্র। আজও সমাজ তাঁদের কক্ষে দেয় না ব'লেই তাঁদের এত অভাব ও অভিযোগ। তাই আমরা প্রার্থনা করি, বাংলা দেশে কুমার-বাহাদুরের মতন একাধিক কলাপ্রিয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আবির্ভাব হোক্ - যেমন হয়েছিল রুসিয়ায় (এবং যেজন্যে রুস রঙ্গালয় আজ এতটা উন্নত)! কুমার গোপিকারমণ তথা রাধিকানন্দকে জয়যুক্ত হ'তে দেখলে আমরা অত্যন্ত পুলকিত হব এবং সেখানে রাধিকানন্দের ও সুশীলা-সুন্দরীর মতন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর অভাব নেই, সেখানে জয়ের সম্ভাবনাই প্রবল ব'লে মনে করি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি:—

২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

রক্ত পরিষ্কার করে

সুরভী কস্মাস্ত্র।

খাইতে কোনও হাঙ্গামা নাই

এস,কে,সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বল বৃদ্ধি করে

গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

(১)

আকাশ পেলে ধরার মিলন,
সাগর পেলে নীলিমাকে,
কুমুদ নিতি আলোর পটে
কুমুদিনীর ছবি আঁকে।
গানের সুরে প্রেমিক অলি
ভুলিয়ে নিলে চাঁপার কলি,
হিমালয়ের পাথর-প্রাণে
নিঝরিনীর লহর থাকে।
আলোর কোলে ঘুমোয় ছায়া,
মরুর বুকে তরুর মায়া!
তবে কেন তোমার হৃদয়
চায় না আমার হৃদয়টাকে?

(২)

কেমনে জানিব বল, কেন মোরে ভালোবাসো,
তরুহীন মরু-দেশে কি দেখিতে নিতি আসো?
ওখানে ফুলের হাসি,
আকাশে জোছনা-রাশি,
এখানে কেন গো ব'সে আঁধার-সাগরে ভাসো?
গোলাপের স্মৃতি ভুলে,
পাপিয়ার গীতি ভুলে,
কাঁদো-কাঁদো আঁখি তুলে কি করুণ হাসি হাসো!

(৩)

একটুখানি দেখব তোমায়, একটু বোসো সাম্‌নে এসে।
একটুখানি প্রাণকে আমার খুসি কর একটু হেসে।
ভীরু আমার ভালোবাসা,
নেইকো যে তার অনেক আশা,
একটু কাছে থাকতে পেলেই ধন্য হব ভালোবেসে।
ওগো, তোমার অনেক আছে,
তাই নিতে তো যাই না কাছে,
একটু পেলেই প্রাণের মধু, ভাগ্য মেনে যাব শেষে।

(৪)

গেয়ে যাও—গেয়ে যাও,
ছেয়ে দাও গানে গানে—
বিরহের তাপ জ্বালা
যত আছে প্রাণে প্রাণে!
নদী নাচে, চাঁদ দোলে,
বকুলের মন ভোলে,
আকাশ কাঁপিয়া ওঠে
পাপিয়ার তানে তানে!
অমনি নদীর মত
হৃদয় নাচিছে কত!
আমার লুকানো কথা
শোনো তুমি কাণে কাণে!

কলাবিদ্ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

—:*:—

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিত ও মিনার্ভা ইনষ্টিটিউটের শোকসভায় পঠিত)

খ্যাতনামা সাহিত্যিক, উচ্চাঙ্গের কলাবিদ্, প্রিয়দর্শন বন্ধুবর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আর ইহলোকে নাই; গত ২৩শে ফাল্গুন রাত্রি এগারটার সময় স্বর্গে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার মাত্র ৪১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। জ্বর ও নিউমোনিয়ায় ৯ দিন ভুগিয়া ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

মণিবাবুর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য ও রঙ্গালয় পরম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সমাজ একজন আদর্শ ভদ্রলোক হারাইয়াছে। ইনি 'মুক্তার-মুক্তি', 'কল্পকথা' ও 'খেয়ালের খেসারৎ' প্রভৃতি সুললিত নাট্য ও কথা সাহিত্যের রচয়িতা বলিয়াও যেমন পরিচিত, 'ভারতী'র সম্পাদক রূপেও তেমনি সুপরিচিত। দেশের শিক্ষিত সমাজ ইহার রচনা-কৌশল ও সম্পাদন-প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এবং যাঁহারা ইহার মধুর মূর্ত্তি, অপূর্ব্ব চোখ দু'টি ও একহারা নমনীয় দেহ-ভঙ্গী দেখিয়াছেন তাঁহারাও মুগ্ধ হইয়াছেন, আর যাঁহারা ইহার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা এই সুন্দর দেহের ভিতরকার সুন্দরতর হৃদয়টির পরিচয় পাইয়া অধিকতর মুগ্ধ হইয়াছেন।

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মণিবাবুর শ্বশুর ছিলেন। শিশুকাল হইতেই সমস্ত কলাবিদ্যায় ইনি বিশেষ শিক্ষিত হইয়াছিলেন। মসি চালনায় মণিলাল যেমন ওস্তাদ ছিলেন, অসি চালনায় ও নৃত্য-গীতেও তেমনি অভিজ্ঞ ছিলেন। মসি চালনায় তিনি কেমন ওস্তাদ ছিলেন তাহা তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি পরিচয় দিতেছে, এবং এ বিভাগে তাঁহাকে ওস্তাদ্ করিয়াছিলেন রবীন্দ্র, অবনীন্দ্র, স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি। আর অসি চালনায় তাঁহাকে ওস্তাদ করিয়াছিলেন প্রসিদ্ধ শস্ত্রব্যবসায়ী মূর্ত্তাজা খাঁ। অসি-খেলায় তিনি কেমন ওস্তাদ্ ছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহার স্বজন-বান্ধবেরা জানেন, সাধারণেও একটু পরিচয় পাইয়াছেন 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে সিতারার অসি-খেলার অভিনয়ে।

আর মণিলাল নৃত্যগীতে কেমন ওস্তাদ ছিলেন তাহার প্রমাণ দিতেছে 'নাট্য-মন্দিরে'র অভিনয়ের নৃত্য-লীলা ও গীতি-ছন্দ। ষ্টারের 'ফুল্লরা'র কয়েকখানি নাচের প্রশংসা আজ সর্ব্বত্র—এ গুলি মণিবাবুরই দেওয়া নাচ। অভিনয়ে মণিলাল কেমন দক্ষ ছিলেন তাহার সাক্ষ্য ভাল দিতে পারিবেন নবযুগের আদর্শ অভিনেতা শিশিরকুমার। নবযুগের অভিনয়-বৈচিত্র্যে মণিলালের দান সামান্য নহে, তিনি ছিলেন রঙ্গালয়ে নবযুগ-প্রবর্ত্তক শিশিরকুমারের শক্তিশালী

নূতন বই
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
নূতন বউ
মূল্য—১৸০ আনা
এন, এম, রায়চৌধুরী
১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

সহযোগী। ড্রয়িং রুমের অভিনয়ে মণিবাবু অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ঠাকুরবাড়ীতে অনুষ্ঠিত 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রভৃতির অভিনয়ে উচ্চশ্রেণীর রসজ্ঞ সমজদারের চিত্ত তিনি হরণ করিয়াছিলেন।

মণিলাল ছিলেন স্বাভাবিক আর্টিষ্ট—আর্টটা ছিল তাঁহার সহজাত। আর তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল পরিপূর্ণ মধুর শ্রীতে তাঁহার মধ্যে, কোথাও এতটুকু কৃত্রিমতা ছিল না। তাঁহার চালচলন, কথাবার্ত্তা, বেশভূষা সবই ছিল সুন্দর। বৈঠকী কথাবার্ত্তায়ও কখনো ইঁহার মুখে অভব্য কথা বা পরনিন্দা শোনা যায় নাই। নারী-জাতির উপর ইঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল—ব্যক্তিগত নিন্দা বা অনাবশ্যক নিন্দা শুনিলে তিনি বলিতেন 'bad taste"—রুচি খারাপ।

সৌন্দর্য্যজ্ঞান ছিল তাঁহার অপূর্ব্ব। কোথায় কি মানাইবে তাহা তিনি যেমন বলিতে পারিতেন এমন অনেকেই পারেন না।

নাটককে পরিবর্জ্জনে ও পরিবর্দ্ধনে সুন্দর করিয়া লইবার ক্ষমতা মণিলালের যেমন ছিল—দৃশ্যপটের ব্যবস্থা, অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাবেশ প্রভৃতির পরিকল্পনায়ও তাঁহার তেমনি কৃতিত্ব ছিল। এই সব বিষয়ে শিশিরকুমার রঙ্গালয়ে যে নবযুগ আনিয়াছেন, মণিলাল ছিলেন তাহার সহায়।

সাহিত্যক্ষেত্রে মণিলালের আর একটি বিশেষ দান, একদল শক্তিশালী সাহিত্যিক তৈয়ারী করিয়া যাওয়া। 'ভারতীর দল' নামে যে সাহিত্যিকেরা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সে প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান সহায় ছিলেন মণিলাল। সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন প্রসারের জন্য ইনি অতি অল্প বয়সেই 'পাবলিসিং হাউস', ছাপাখানা, মাসিকপত্র প্রভৃতি সবই করিয়াছিলেন কিন্তু বিধাতা অলক্ষ্যে হাসিয়া ইতিমধ্যে এই উঠন্ত সময়ে তাঁহার বুক হইতে সকল রস-মাধুর্য্যের আকর গুণময়ী করুণাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া মণিলালকে লক্ষ্যহারা ভোলা-মহেশ্বর করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মণিবাবু মাঝে মাঝে বলিতেন—গৃহিণী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে, ব্যবসায়ে সব দিকেই উন্নতি হবার আশা একেবারে ডুবে গেছে।—কলালক্ষ্মী করুণার তিরোধানের পর হইতে আর্টিষ্ট মণিলালের আর্ট আর কোন দিকে পূর্ণরূপ পায় নাই—তবে বহুমুখী কলাবিদ্ মণিলাল যে দিকে যতটুকু দিয়া গিয়াছেন তাহাই সে বিভাগের সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

মণিলালের আকস্মিক মৃত্যুতে যে ব্যথা বুকে বাজিয়াছে তাহা নিদারুণ হইলেও, জানি;—মণিলালের মৃত্যু অনেকদিন আগেই হইয়াছে—এ মৃত্যুতে তাঁহার দেহ ভস্ম হইল মাত্র—তাঁহার হৃদয় বহু পূর্ব্বেই ভাসিয়া গিয়াছে—সে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইবার সময়। দাম্পত্য-প্রণয়ে মণিলাল যেমন ভাগ্যবান ছিলেন আবার পত্নীহারা হইয়া তেমনি সর্ব্বস্বহারাও হইয়াছিলেন।

পত্নীহারা হইবার পর মণিলালের আসক্তি কিছুতেই ছিলনা—তবে সংসারে থাকিতে হইলে কিছু করিতে হয় তাই করিতেন, প্রেমের দিক্ দিয়াও তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ আর্টিষ্ট। আজ তাঁহার হাহাকারে ভরা দেহ ও দগ্ধ-হৃদয় প্রিয়া-মিলনে শান্ত হইয়াছে।

মণিলাল অনেক সময় বলিতেন গল্প বা নাটকের চেয়ে তিনি গীতিকবিতা ও গান লেখেন ভাল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে কবি নজরুল ইসলাম কাস্তিক প্রেসে তাঁহার স্বরচিত ভাটিয়াল গান গায়িতেছিলেন—মণিলাল তাহার সুরে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন এই গান তাঁহার নাট্যমন্দিরের জন্য কল্পিত নূতন গীতিনাট্যে দিবেন। কাজী নজরুলকে তিনি নিজের কয়েকটি গানের সুরও দিতে বলিয়াছিলেন।

অসুখে পড়িবার পূর্ব্বদিনও তিনি বলিয়াছিলেন, শিশিরের জন্য নাটক-খানিতে হাত না দিলে আর চলিতেছেনা, এইবার আরম্ভ করিবেন। বৌদ্ধ যুগের শিক্ষিতা বারনারীর জীবন কাহিনী সম্বলিত সেই নাটক রচনার জন্য খাতা পর্য্যন্ত বাঁধা হইয়াছিল, কিন্তু একটি ছত্রও তাহাতে লেখা হয় নাই। ম্যাডানের বায়স্কোপ কোম্পানী, রেডিওকোম্পানী প্রভৃতির সঙ্গেও মণিলালের বিশেষ সম্পর্ক ছিল এবং তাঁহার উপদেশে ইঁহারা উপকৃতই হইতেন। মণি-বাবুকে পাইবার জন্য সকলেই ব্যগ্র ছিলেন কিন্তু ইনি কখন যে কাহাকে ধরা দিবেন তাহা বলা ছিল বড় মুস্কিল, কারণ এবিষয়ে তিনি পূর্ণ খেয়ালী ছিলেন।

মণিলালের সাহিত্যিক বিচার-বুদ্ধি কত তীক্ষ্ণ ছিল তাহার পরিচয় আমি বিশেষ করিয়া পাইয়াছি আমার 'দাম্পত্য-রহস্য' প্রকাশের সময়। ইহার প্রায় সবটাই মণিবাবু দেখিয়া দিয়াছিলেন।

শুধু সাহিত্যে বা সুকুমার কলায় নয়—যে কোন বিষয়ে মণিলালের উপদেশ যথেষ্ট মূল্যবান বিবেচিত হইত।

স্বভাবতঃই গম্ভীর ছিলেন মণিলাল—কিন্তু এই গাম্ভীর্য্যের মধ্যেও তাঁহার হৃদয়-মাধুর্য্য যেমন ফুটিত, মৃদু কলহাস্যেও তাহা তেমনি দীপ্ত হইয়া উঠিত।

নানাদিক দিয়া মণিলাল বর্ত্তমান বাংলার একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ ছিলেন—এবং আমাদের ছিলেন সত্য সত্যই গর্ব্ব করিবার মত উদার-হৃদয় প্রতিভাশালী আর্টিষ্ট বন্ধু। আজ মৃত্যুবাসরে তাঁহাকে আরো অন্তরতম বলিয়া মনে হইতেছে—মনে পড়িতেছে তাঁহার সেই কথা—"আর ক'টা দিন! এইতো হয়ে এল, চল্লিশ চলেছে, আর কতদিন!"

মণিলাল মৃত্যুকে সাহসীর মত ডাকিয়া অমরার নন্দনে চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার দেওয়া আর্ট জাতির সম্পদ হইতে পারে, কিন্তু আর্টের জনক মণিলাল আজ কোথায়!

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—„ ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

নৃত্যজগৎ

(রাণী শ্রীসুরুচিবালা চৌধুরাণী)

আর্টের যাবতীয় সৌন্দর্য্যের ভিতর নৃত্যকলা শ্রেষ্ঠতম না হ'লেও যে শ্রেষ্ঠ-শ্রেণীভুক্ত এ কথা না বললেও চলে। অব্যক্ত ভাষায় ভাব ব্যক্ত করা, নীরব সুরে একটী অভিনব গানের সৃষ্টি করা, ভঙ্গির বর্ণনায় কবিতার কল্পনা করা একমাত্র নাচেরই কলা—নাচেরই কৌশল। নাচে সব রকম ভাব সঞ্চার করা যায়, সব রকম প্রাণের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়, মরমের কথা কওয়া চলে। প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য-শক্তির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নৃত্যকুশলী নব নব মানসী মূর্ত্তিকে রূপ দেয় তার অবলীল গতি-ভঙ্গিতে, তার অপরূপ হাবভাবে, তার নূপুরের মঞ্জীর-ধ্বনিতে—তার চঞ্চল চরণের হাল্কা তালে তালে। প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার রূপ-রসে সিক্ত হয়ে যায় ও সে মিষ্টত্ব দে বিলিয়ে দেয় সকলকে—তৃপ্ত ও মুগ্ধ করে দর্শকের রসলিপ্স মনকে। রণগামী যোদ্ধার ভীষণ হত্যার আয়োজন, মরণ-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার রুদ্র রস থেকে প্রেমিক-প্রেমিকার বিমল প্রেম নিবেদন পর্য্যন্ত সমস্তই নাচের ভঙ্গিমায় ফুটে ওঠে! নাচের ছোট্ট একটী চরণ-বিক্ষেপ জানিয়ে দেয় কত কাহিনী, অঙ্গের একটী লাস্য বুঝিয়ে দেয় কত কথা, চক্ষের এতটুকু একটু চটুলতা জাগিয়ে তোলে কত অস্পষ্ট স্বপ্নের রেশ!

নির্ব্বাক পশু-পক্ষীরাও নাচের সঙ্গে নিজেকে ব্যক্ত করতে জানে। পাখীরা নানা ছন্দে নেচে নেচে আনন্দিত হয়। প্রিয়াকে নৃত্য-মুগ্ধ ক'রে প্রণয় জ্ঞাপন করবার ছলে ময়ূর বঁধুর কত প্রাণপণ যত্ন! খঞ্জনের নাচের সঙ্গে সাহিত্য জগৎ অপরিচিত নয়। পায়রার নৃত্যকুশলতাও সর্ব্বজন-বিদিত। সাপের ভীষণ হিংস্র স্বভাবও কোমল ও মধুর হ'য়ে ওঠে যখন সে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নেচে ওঠে,—সে যেন তখন সব হিংসা ভুলে যায়, যেন সুরের নেশায় সে তখন মাতাল।

পৃথিবীর আধুনিক সমাজে হয় তো বা নাচের দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়েছে! কিন্তু বহুদিন আগে সব দেশেই সব সমাজেই নাচের প্রবর্ত্তন ছিল এখনকার চেয়ে অনেক বেশী! তখন তারা সুখ,দুঃখ,আনন্দ, মৃত্যুর বিভীষিকা, দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা সবই নাচের দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করতো। ইউরোপ যখন ভীষণ প্লেগের আক্রমণে ধ্বংস হচ্ছিল, তখন জার্ম্মেনীতে The Dance of Deathএর সৃষ্টি হয়। সে নৃত্য তারপর ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। আফ্রিকার অসভ্য জাতিরাও নাচের পক্ষপাতী—তারাও আনন্দ, উৎসাহ, রণসজ্জা নাচের দ্বারাই ব্যক্ত করতো ও এখনো করে। Funeral dance ও nature dance এখনো তাদের ভিতরে প্রচলিত। মিশরীরা অতি পুরাকালে জ্যোতিষ-তত্ত্ব নাচের দ্বারা বুঝাতো। গ্রহগণের সমাবেশ ও তাদের মনুষ্য-জীবনের উপর প্রভাব নাচের সঙ্গে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতো। মিশরীরা প্রথম নাচের স্বরলিপি "Orchesography" আবিষ্কার ক'রে নাচের সৌন্দর্য্যকে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করে ছিল। এখন হয়তো সে নাচের কলাকৌশল মিশর থেকে লোপ পেয়ে গেয়ে; কিন্তু কয়েক বছর আগেও একজন মিশরী নর্ত্তকী তার অপূর্ব্ব নৃত্যকৌশল দেখিয়ে কলিকাতাবাসীকে মুগ্ধ করেছিল। তার প্রতি অঙ্গের খেলা, প্রতি ভঙ্গিমার চঞ্চলতা দর্শকদের আবিষ্ট ক'রে তুলেছিল ও আজও সে রেখে গেছে তার লঘু গতির আঁচড়টুকু সকল দর্শকের প্রাণে।

গ্রীকরা যখন সভ্যতার চরম সীমায় উঠেছিল তখন নাচের তারা যথেষ্ট চর্চ্চা করেছিল। প্রকৃতির সব রকম রূপের ছবিগুলি চুরি করেছিল তারা তাদের nature danceএ। গ্রীকরা আর্টপ্রিয় জাতি। তারা গতির প্রতি ভঙ্গিটীকে নাচ আখ্যা দিত—এমন কি সৈন্যদের যুদ্ধযাত্রা পর্য্যন্ত নিজেদের নানা রকম ভাবে শিক্ষিত ক'রে তুলবার জন্য তারা নাচ অভ্যাস করতো। শারীরিক বল, গতির অবলীলতা—এমন কি যুদ্ধশিক্ষা পর্য্যন্ত তারা নৃত্যকলার ভিতর দিয়ে আয়ত্ব করবার চেষ্টা করতো। বহুদিন আগে থেকেই গ্রীসবাসীদের সাদরে নাচ শিখতে দেখা যায়, কারণ হোমারও তাঁর বইয়ে নাচের কথা উল্লেখ ক'রে গেছেন। গ্রীসে নানা রকমের অভিনব নৃত্য প্রচলিত ছিল "Gymno-paediæ" অথবা আবরণহীন নৃত্যও উপেক্ষিত ছিল না। অগ্নি-নৃত্য, জল-নৃত্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানে পুষ্ট নাচগুলি তখনকার দিনে না জানি কত সুন্দর ছিল!

রোমানরাও নৃত্য-চর্চ্চায় পশ্চাৎপদ ছিল না। রোমান নাচ তাদের ধর্ম্ম-মন্দিরে প্রচলিত ছিল। পুরোহিতরা পর্য্যন্ত দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্যে নাচতে কুণ্ঠিত হ'ত না। Funneral danceও তারা নাচতো। পোপেরা নাকি নাচ ও নাটক উভয়েরই পক্ষপাতী ছিলেন। ইহুদীরা শুদ্ধ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও আনন্দের সময় নাচতো। পুরাকালের রাজা ডেভিড নাকি তাঁর পুরোহিত এবং পারিষদবর্গকে সঙ্গে নিয়ে বহু রকমের বাদ্য-যন্ত্রের ঐক্যতানের সহিত নেচেছিলেন, সেই থেকে "the dances of king David before the Ark" প্রবাদ বাক্য এখনো বর্ত্তমান।

পোপ চতুর্থ ইউজিনিয়াস নাকি নাচের সমর্থন করতেন খুব বেশী। সেই সময়ে মধ্যযুগের সমস্ত ধর্ম্মমন্দিরগুলিতে নাচ প্রচলিত ছিল। সেই নাচেরই ক্ষীণ রেশ টুকু এখনো Cropus Christi Festivitiesএর সময় দেখা যায়।

আধুনিক Ballet নাচ বহুদিন পূর্ব্বে প্রভেন্সের রাজা কর্ত্তৃক কল্পিত হয়েছিল। Aristo phanesএর কোন পুস্তকে এই নাচের উল্লেখ দেখা যায়। সম্প্রতি "অ্যানা পাভলোভা" কলিকাতায় Ballet নাচের অতি সুন্দর রূপ দেখিয়ে গেছেন। স্পেনের বুলো নাচ অতি সুন্দর। তাদের দুই শ্রেণীর নাচ আছে একটী উচ্চ অঙ্গের আর একটি নিম্ন শ্রেণীর।

Bolero নাচ অত্যন্ত কঠিন। অ্যানা পাভলোভার দলের একটী নর্ত্তক এই নাচে বেশ প্রশংসা অর্জ্জন করতে পেরেছিলেন। Argonese Jota নাচটীও খুব সুন্দর রূপে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছিলেন অ্যানা পাভলোভার সঙ্গের একজন নর্ত্তকী। খুব ক্ষিপ্র গতির পরই হঠাৎ থেমে যাওয়া বেশ চমকপ্রদ, ও এইটুকুই হচ্ছে এই নাচের বৈশিষ্ট্য।

ইংলণ্ডে বহুদিন আগে নানারকম নাচ প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন ইংরেজ Ball dance যেমন ক'রে চর্চ্চা করে এমন বোধ হয় আর কোন নাচই করে না। স্কট্‌ল্যাণ্ডে অসি-নৃত্যের কথা শোনা যায়। জার্ম্মেনীর চাষার নাচ নাকি খুব সুন্দর। চীন দেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নাচ চ'লে এসেছে। গৃহকর্ম্মের প্রতি অনুষ্ঠান উৎসবে ও রাজাকে সম্মানিত করতে নাচের আবশ্যক হ'ত। জাপানীরা নাচের প্রতি অমনোযোগী ছিল না। জাপানী গেইশার নাচের কথা কারো অজ্ঞাত নয়। আরবী নাচ অতি

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

পকেট সংস্করণ মাত্র ৭টী ঔষধ মূল্য ১৲ টাকা

বিনামূল্যে চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

মনোহর ও তুর্কীর অসি-নৃত্য ভীষণ সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, মাঝে মাঝে বিপজ্জনকও বটে। জাচা, বর্ম্মা ও তিব্বত সকলেই নৃত্যপ্রিয়।

ভারতবর্ষের পুরাকালের নাচ এখন লুপ্তপ্রায়। আমাদের পৌরাণিক বইয়ে হিন্দুদের দেবীদের ভিতর নাচের কথা শুনতে পাওয়া যায়। মহাদেবের সৃষ্টি-ধ্বংস কালে প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব নৃত্য, মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রতীক। যুদ্ধকালে মহাদেবী কালীর ভীষণ হত্যার সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত নৃত্য। তার পরেই বেহুলার মোহময় নাচের আসর জ'মে উঠেছিল দেবসভায়। মৃত স্বামীকে ফিরিয়ে পাবার জন্যে কঠোর ব্রতচারিণী বেহুলা কত আকুতি মিশিয়ে কত ব্যথা-ভরা নাচ নেচেছিলেন, যা দেখে দেবতারা পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে এযুগে রাজপুতানার রাণী মীরাবাঈর আরতির নাচ কতখানি প্রাণময় ছিল—যাতে পাষাণ-প্রতিমা গোবিন্দজীর কঠিন বুকেও জীবনের সাড়া ফুটে উঠেছিল! ভারতে এক সময় নাচের প্রচলন ছিল খুব। রাজায় সভায়, মন্দিরের দেউলে, চাষার আঙিনায় নাচের আদর সমান ছিল। এখনও আসাম শ্রীহট্ট অঞ্চলে সামাজিক অনুষ্ঠান বা পূজা পার্ব্বন গুলি পুরমহিলাদের নাচের দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে ওঠে। কিছুদিন আগেও কালকাবুন্দার ও নবাব ওয়াজিদ আলি সা'র নাচের খ্যাতি সর্ব্বত্র ছিল ও এখনো নৃত্যপ্রেমিকরা তাঁদের কথা ভুলে যাননি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সব দেশ থেকেই প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ নাচগুলি উঠে যাচ্ছে, আর তাদের স্থান নিচ্ছে বিজাতীয় নাচের ধার-করা ভঙ্গি—একটী সর্ব্বদেশের নৃত্যশিল্পের অসম্ভব সংমিশ্রণ। অনেক সময় দুই বিভিন্ন জাতিতে মিশ্র নাচ দৃষ্টিতে সুন্দর হ'লেও তাতে নৃত্যকলার ক্ষতিই হয় বেশী। কারণ নিজের খাঁটি যা আছে সব হারিয়ে তা তখন হয়ে পরে "সাত নকলে আসল খাস্তা।" বোধ হয় সব দেশের নাচের ভিতর জাতিগত পুরাতনী যা-কিছু আছে সে সব আবার আধুনিক যুগে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা উচিত।

নাচের লালিত্য ও মাধুর্য্য শুধু উপভোগ্য। ভাষায় তা প্রকৃত ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া কঠিন। শুধু অন্তরে তাকে আলিঙ্গন ক'রে সঙ্গোপনে তার মধু আহরণ করাতেই সুখ ও আনন্দ। সে রস মূর্ত্ত হয়ে ওঠে তখনি যখন তাকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করা যায়, বুঝে নেওয়া যায়।

ঈশ্বরী কালীকে উদ্দেশ্য ক'রে বহু গান প্রচলিত আছে। রামকৃষ্ণ, রাম-প্রসাদ সকলেই নৃত্যলিপ্সা মহাভয়ঙ্করী মূর্ত্তির কল্পনা ক'রে গেছেন। কুমার গোপিকারমণ রায়ের একটী রচনা বার বার এই প্রসঙ্গে মনে হচ্ছে :—

"কে মা তুমি নাচিছ ঐ সমরে?
অলক্ত চরণ, আরক্ত আভা,
রুধিরলিপ্ত রক্তোৎপল-শোভা,
থর থর কম্পিত ভূধর মহীধর,
টলমল ধরা পদ ভরে!

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নটরাজের নাচের আঘাতে পুলকিত হয়ে উঠেছেন, তিনি তাই সেই নৃত্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন

"নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥
... ... "

কবির চিত্ত এর পর একেবারে নৃত্যময় হয়ে গেছে; কিন্তু সংসার তখন নাচের মদিরার বিবশ আবেশে ভরপুর, সেইজন্য তখন তাঁর মনে জেগেছে

"নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্ব-তনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব নাচের দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়—
... ... "

কি অপরূপ রূপ দেখে কবি বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন! তাঁর আনন্দ তখন অসীম হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে যেতে চায়। কত সুন্দর কত প্রাণময় কবির অন্তরের ভাব, কী মোহময়ী তাঁর মানসী নৃত্যসুন্দরী! তাই আমরা দেখি

"নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল
বিদ্রোহী পরমাণু;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র-ভানু।
তব নৃত্যের প্রাণ-বেদনায়
বিবশ বিশ্ব মাগে চেতনায়,
যুগে যুগে কালে কালে"... ... ...

আনন্দের মাত্রা তারপরে পূর্ণ হয়ে গেছে, তাই কবি "মরণ নাচের ডমরু" শুনতেও ভীত নন্। তখন তাঁর জীবন ও মরণ দুইই সমান!

"মোর সংসারে তাণ্ডব তব,
কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘূর্ণিতালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর!
যুগে যুগে কালে কালে——
সুরে সুরে তালে তালে
জীবন মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদ-মন্দ্র হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিতবিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মাঝে।"

ছন্দ

শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

ছন্দ কোথায়?
চারিদিকে।
চারিদিকে ত ফাঁকা।

দৃষ্টিনিবদ্ধ করলেই দেখতে পাবে, কোন এক গ্রহশ্রেষ্ঠকে কেন্দ্র ক'রে, এই বিশ্ব আরও কত সংখ্যাতীত বিশ্বের সাথে অবিরত ঘুরে বেড়াচ্ছে—একটা বিরাট ছন্দের তালে তালে। যদি কখনও কোথাও এতটুকু ছন্দপতন হয়, তাহলে কেমন ক'রে গ্রহ উপগ্রহ সমূহ পরস্পর মাথা ঠোকাঠুকি করতে থাকবে, সে কথা ভাবতে গেলে কল্পনা নিজের কাছে হার মানে। নিখিলের চির-প্রবহমান মত রাত্রি ও দিন, একজন আর একজনের পানে অনন্ত সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছে, পতঙ্গ যেমন ক'রে আগুনে ঝাঁপ দিতে চায়, তেমনি ক'রে একজন আর একজনের বুকে নিজের অস্তিত্ব মিলিয়ে দিয়ে যখন মিলনের চরম সার্থকতা লাভ করে, তার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় একটা মধুর ছন্দ। যদি কোন

দিন ছন্দপাত হয়, তা হলে কেমন ক'রে আলো-আঁধারের কোলাকুলিতে পৃথিবী নেচে উঠবে, চোখে দেখলেও সেটা বিস্ময়ের বিষয়!

কিন্তু এ ছন্দ প্রত্যক্ষ করতে হ'লে অনুবীক্ষণ হ'ক দূরবীক্ষণ হ'ক কোন রকম একটা "বীক্ষণ" চাই। কিম্বা অন্ততঃ জলপথে বা স্থলপথে এক চোট ঘুরে আসা দরকার। সাদা চোখে ত এ ছন্দ দেখবার যো নেই।

সাদা চোখেই দেখা যায়—যখন ছন্দের প্রকাশ হয়।

তার কি কোন নির্দ্দিষ্ট তিথি, নক্ষত্র বা যোগটোগ আছে নাকি?

আছে বই কি? বিহগদম্পতীর সৃষ্টির মিলন যখন প্রলয় ব্যাধের তীক্ষ্ণ সায়কে ভিন্ন হয়, তখন বিশ্বের আদি কবির চোখ ফেটে যে জল বেরোয় সে-ই হচ্ছে ছন্দের প্রথম প্রকাশ—চরণে চরণে নিগূঢ় মিলনে!

'প্রথম প্রকাশ! তা হলে বসে থেতে হবে বল? এখনও রকম আছে—'শেষ প্রকাশ' এখনও পাতে পড়েনি!

মিলন মাত্রেরই একটা অবসাদ আছে। চরণে চরণে নিগূঢ় মিলনে যখন অবসাদ নিয়ে আসে, তখন তাকে দূর করে, প্রিয়তমের চটুল প্রার্থনা নয়, মলয় ব্যজন নয়, চরণ-সংবাহনও নয়—

তবে?

সে অবসাদ দূর করে বিরহ।

বিরহও কি একটা ছন্দ নাকি?

ছন্দের প্রকাশ যেমন মিলনে তেমনি বিরহে। যে ছন্দে ভীম প্রভঞ্জন উদধিহৃদয়ে উত্তাল তরঙ্গ তোলে, সেই ছন্দেই এস্রাজের ঝঙ্কারে বায়ুবক্ষ মধুর আরাব-হিল্লোলে সঞ্চালিত হয়। দিবার ঔজ্জ্বল্যে যে ছন্দ, রাত্রির অন্ধকারেও তাই। অশ্রুহাসি একই ছন্দের রূপান্তর মাত্র। আশা, আনন্দ, সাফল্য আর নৈরাশ্য, দুঃখ, ব্যর্থতা একই ছন্দে গাঁথা। রক্তমাংস দিয়ে তৈরী মানুষ যখন তার উপরে উঠে আবার তারই তাড়নায় আত্মদমর্পণ করে, সেই উপরে উঠায় ও আত্মসমর্পণে একই ছন্দ নাচে। জীবনের গতি থেকে মরণের পরিণতি পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহিক ছন্দ।

যখন ভালতে আর মন্দতে সেই একই ছন্দ, তখন তিনি আর কি এমন মাথা কিনলেন? তা হলে ছন্দের সার্থকতা কোথায়?

ছন্দের সার্থকতা সুন্দরের সৌন্দর্য্য দানে।

আর বোধ হয় কদর্য্যের কদর্য্যতাও দান করে এই ছন্দ?

যেখানে ছন্দ, সেখানে কুৎসিত নেই, সব সুন্দর। আর যেখানে ছন্দ নেই, সেখানে সৌন্দর্য্যও নেই, সব কুৎসিত।

অর্থাৎ সে স্বভাবের দ্বারা সুন্দরকে সৌন্দর্য্য দেয় আর অভাবের দ্বারা কদর্য্যকে কদর্য্যতা দেয়। তা হলে "প্রবৃত্তিবৎ নিবৃত্তিরপি দ্রষ্টব্য" এ ন্যায়ও বোধ হয় এখানে খাটতে পারে।

যদি সর্ব্বত্র খাটে, এখানেই বা নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন?

আচ্ছা, ছন্দ কত রকম হ'তে পারে?

তিন রকম—এই তিন-টা হচ্ছে magic number!

যথা?

মিত্রাক্ষর, অমিত্রাক্ষর আর blank verse।

তাদের মধ্যে তফাৎ কি?

যেখানে নিয়মের বাঁধাবাঁধি আছে, মিলও আছে, সেটা হ'ল মিত্রাক্ষর ছন্দ। যেখানে শুধু নিয়মের বাঁধাবাঁধি আছে, কিন্তু মিল নেই, সেটা অমিত্রাক্ষর ছন্দ। আর blank verseএ না আছে নিয়ম, না আছে মিল।

যখন নিয়মের বাঁধাবাঁধি নেই, তখন সেটা ছন্দ না ছন্দের অভাব—স্বেচ্ছাচার?

অভাব আর স্বভাব, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি, তুমি নিজেই ত বললে-একই বস্তু।

নিয়মহীন ছন্দ কি শুনতে oxymoron ব'লে বোধ হয় না?

না।

কেন?

যেমন বাবার উপর বাবা আছে, তেমনি নিয়মের উপর নিয়ম আছে। আর সব ছন্দেরই মাপকাঠি সেই উপরওয়ালা নিয়ম।

কথাটা বুঝতে পারলাম না।

যেমন ধর, যদি আইন করা যায়—"তুমি চুরি করো না," তুমি সে আইন নত মস্তকে মেনে নেবে। কিন্তু যদি আইনের কেতাবে বড় বড় অক্ষরে সোনার জল দিয়ে কেউ লিখে দেয়—"তুমি চুরি কর," সে আইন কি তুমি মানবে?

না।

কেন?

যা হ'তে পারে না, যা অসম্ভব, তা কেমন ক'রে মানব?

তা হলেই দেখা যাচ্ছে, আইনের উপর আইন আছে—সেটা হচ্ছে ন্যায়-অন্যায়-বোধ। তেমনি বিধিনিষেধের উপর আছে মানুষের রসবোধ বা সৌন্দর্য্যবোধ।

তা হলে এই বোধ থাকলেই ত যথেষ্ট হ'ত? নিয়মের ত কোন প্রয়োজন ছিল না।

আইনেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? মানুষের বিবেক বা ন্যায়-অন্যায় বোধের দ্বারাও ত সমাজ চলতে পারে।

সে ত বাস্তবিক কথা।

না, তা নয়। উভয়েই শুধু এই বোধটুকুর উপর নির্ভর ক'রে খানিক-দূর মাত্র চলা যায়। তারপর দেশ কাল পাত্র ভেদে, রুচিভেদে, মানবে মানবে এত বৈচিত্রের সৃষ্টি হয় যে তখন শুধু বিবেক বা রসবোধের উপর আর নির্ভর করা চলে না। কারণ তোমার কাছে যা ন্যায় বা সুন্দর আমার

ফোন নং—বা, বি, ২৬০৮

ফ্রেণ্ডস সোসাইটির

সকল রকম সুতী ও রেশমী কাপড়

ও জামা খরিদ করিবার পূর্ব্বে—

দর ও জিনিষ দেখিতে ভুলিবেন না

(একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

আশুতোষ বিল্ডিং

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোলদীঘির পশ্চিম,

কাছে তা অন্যায় বা কুৎসিত। তখন আইনের, বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তন করতে হয়।

কিন্তু এ বিধিনিষেধও ত তা হ'লে সেই মানুষেরই হাতে-গড়া জিনিষ?

সত্য। কিন্তু হাত দিয়ে গড়া হলেও তার নক্সা বেরিয়েছে প্রাণ থেকে—শুধু তোমার বা আমার প্রাণ থেকে নয়, বিশ্বমানবের প্রাণ থেকে। তাই এর ডাকে সবার প্রাণ সাড়া দেয়। "চুরি করোনা" একথাটা যদিও খুলে বলতে হয়, কিন্তু বললে আর কেউ আপত্তি করে না।

ছন্দ সম্বন্ধেও কি এ কথা খাটে?

খুব খাটে। নিজের প্রাণেই সেটা মিলিয়ে দেখতে পারো।

আচ্ছা, নিয়মের দৌড় তা হলে কতদূর?

যতক্ষণ না বিবেক বা সৌন্দর্য্যের বোধ তোমার মধ্যে পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়। ব্যাকরণ অলঙ্কার প্রথম শিক্ষার সোপান কিন্তু শিক্ষার চরম বিকাশ নয়; এমন একটা দিন আসে যখন নিয়মের সকল নিগড় জীর্ণবস্ত্রের মত দূরে নিক্ষেপ করতে পারো।

সেটা ত স্বেচ্ছাচার।

অথবা পূর্ণ সংযম। সংযম আর স্বেচ্ছাচার এইখানেই মিলিত হয়। প্রাণের মাঝে তখন সৌন্দর্য্য-বোধ জেগে ওঠে, আর তার বহিঃপ্রকাশ হয় ছন্দে।

গান

(শ্রীমতী প্রভা)

আজি গগন ভুবন মগন পূর্ণিমার
ফাগের রঙ্গ-লীলায়!
সকল ধরণী আবীরে লিপ্ত!
বিধুর আনন মিলন-দীপ্ত!
আজি গভীর হুতাশে হর্ষ নিবিড়—
সঙ্গ মিলায়!
কত-না সঙ্গীত করে আজ ইঙ্গিত
মঞ্জু মঞ্জীরে।
কত-না ছন্দ জাগায় আনন্দ
মানস-মন্দিরে।
রিক্ত কানন মঞ্জরী ভরা।
মঞ্জুল বায়—জাগ্রত ধরা।
আজি মুগ্ধ রাধিকা শ্যাম-চরণে—
অঙ্গ বিলায়!

চিত্রনাটের রূপকথা

মণিলালকে মহাতীর্থে গেলো বেম্পতি বার রেখে এসে মনের অবস্থা বায়োস্কোপ দেখবার মতো ছিলো না—তাই এ সপ্তাহে অনেক ছবিই দেখা হয়নি। মাত্র দুখানি দেখেছি।

•

পার্লে 'পীত পদ্ম' (The Yellow Lily) দেখ্‌লুম। শ্রীমতী বিলি ডাভ ও শ্রীযুক্ত ক্লাইভ ব্রুক্ যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় মনোজ্ঞ অভিনয় কোরেছেন, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত ক্লাইভ ব্রুকের সংযত ও শান্ত অভিনয় আমাদের ভালো লেগেছে। দুজন বাঙালী চিত্রনাট্যশিল্পীকে সেদিন পীতপদ্ম প্রদর্শনে দেখ্‌লুম—শ্রীযুক্ত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মায়া রায়।

•

পিক্‌চার হাউসে 'একুশ'ও (Twenty one) দেখলুম। এতে নায়িকা ও নায়কের অংশ নিয়েছেন যথাক্রমে শ্রীমতী ডোরোথি ম্যাকেল ও শ্রীযুক্ত রিচার্ড বার্থেলমেস। প্রধান ভূমিকা-লিপি দুটির অভিনয় ভালো হোলেও, এই চিত্র-নাট্যের আখ্যান-ভাগ আজগুবী।

•

খবরের কাগজে প'ড়লুম ভারতে চলচ্চিত্রের বড়ো ব্যাপার খটতে চ'লেছে। বাঙ্গালোরে এর কেন্দ্র হবে, বাঙ্গালোরকে ভারতের হলিউডে পরিণত করা হবে। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল অন্যান্য ওস্তাদদের সঙ্গে এর মধ্যে থাকবেন। 'লাইট অফ্ এসিয়া' ও 'সিরাজ' শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পালকে যশস্বী কোরেছে।

•

মলি কেল্‌ভি নাম্নী ম্যাঞ্চেস্টারের একজন স্থপতির ৪২ বছরের মেয়ে হলিউডে গেছে—চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার জন্যে—তার সঙ্গে চিত্রসঙ্ঘের দস্তুরমতো চুক্তিপত্রের লেখা পড়া হোয়েছে। এই 'Contract'এর সর্ত্ত পূরণ ক'রতেই কেল্‌ভির হলিউডে যাওয়া।

•

হলিউডের হিন্দু খুসবু-ওয়ালা সর্দ্দার ভগবান ঈশ্বর সিং কেতকীর সৌরভের সঙ্গে সুবিখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী এ্যালিস হোয়াইটের তুলনা কোরেছেন। প্রাণশক্তি, যৌবন ও ঝাঁঝ এই তিন হোলো ঈশ্বর সিংএর মতে শ্রীমতী হোয়াইটের বিশেষত্ব।

•

শ্রীমতী লয় মোরাণ ও শ্রীযুক্ত নীল হ্যামিলটন (Don't Marry) 'বিয়ে কোরোনা' নামক একখানি নোতুন ছবিতে যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের অংশ নিয়েছেন।

—গি—



জোয়াকিনের—
ভারতীয় সঙ্গীত যন্ত্র
মধুর সুসমঞ্জসী সুরের জন্য বিখ্যাত

বায়নাকুতে বাজারের অন্যের সাথে সমতুল্য হইতে পারে কিন্তু বাস্তবিকই 'জোয়াকিনের সুরে' ওতপ্রোত হইতে পারিবেন। অতিশয় ওস্তাদের হস্তাবলম্বনে নিখুঁত সমিলনের জন্য উহারা বহুদিন হইতে সকলের প্রশংসা ও বিশ্বাস চলন করিতেছে।

বিস্তারিত উপায় বিনা মূল্যে পাঠানো হয়।

সুরবাহার ১২৲, ১৬৲, ২২৷৷০, ২৫৲ ও ৩৫৲
সেতার ১৫৲, ১৮৲, ২৫৲ ও ৩৫৲

জোয়াকিন এণ্ড সন্স
৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা

স্বরলিপি
হারমোনিয়ম শিক্ষা
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কৃত

স্বরলিপির পুস্তক বাজারে বিস্তর আছে কিন্তু স্বরলিপির মাত্রা কি করিয়া আয়ত্ব করা যায়, তাহা না জানায় পুস্তকগুলির যথারীতি ব্যবহার অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক ভুল বাজান, না হয় মুখস্থ বাজান। আমাদের এই বইখানি পড়িলে মাত্রা কি করিয়া ঠিক করিতে হয় তাহার কৌশল জানিতে পারিবেন ও স্বরলিপি দেখিয়া যে কোন গান বা গৎ বিশুদ্ধরূপে বাজাইতে পারিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

ডোয়াকিন এণ্ড সন
৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

চাদ-তারা মার্কা এলুমিনিয়মের বাসন

পূজাপার্ব্বণ, উপনয়ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যাপারাদিতে ও
নিত্যনৈমিত্তিক প্রত্যেক কার্য্যে সমান উপযোগী।



"চাঁদ তারা"
বিশুদ্ধ
এলুমিনিয়মে প্রস্তুত
দেখিতে সুন্দর ব্যবহারে
ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না,
স্থায়ী ও হাল্কা। ভাঙ্গিবার বা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। উপযোগিতায় অতুলনীয়, অথচ মূল্য সুলভ।

তাই বাঙ্গালার গৃহে গৃহে চাঁদ-তারার এত সমাদর। মা লক্ষ্মীরা আজ চাঁদ-তারার শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কসে প্রস্তুত

গোবর্দ্ধনদাস মানেকলাল,—৫৬।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের

সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই

সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য

অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(শ্যালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সদ্যে তৈরী দই ও রাবড়ি—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতায় অতুলনীয়!

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সুটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী ও মারাঠী সাড়া

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

আমরা কলিকাতার প্রদর্শনীতে স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্রের আয়োজন করিয়াছি দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি]

শনিবার ২রা চৈত্র, রাত্রি ৭ টায়

১। জলধরবাবুর সামাজিক প্রহসন

ত্রিমূর্ত্তি

২। প্রেম ও ধর্ম্মমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

হাঁদুবাবু, কার্ত্তিকবাবু, প্রভাতবাবু, শরৎবাবু, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক), ভূমেন রায়, (এমেচার), শ্রীমতী আঙ্গুরবালা ও শ্রীমতী শশিমুখী প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

রবিবার ৩রা চৈত্র ম্যাটিনী ৪ টায়

১। বাঙ্গলার একমাত্র সময়োপযোগী নাটক

জাতিচ্যুত

রাজা গণেশ—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
আজিম শা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
যদুমল্ল—শ্রীভূমেন রায় (এমেচার)
দিনরাজ—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
এব্রাহিম—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গিরিনাথ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
ত্রিপুরাশঙ্কর—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা
নবকিশোর—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা
কল্যাণী—শ্রীমতী নবতারা
আজিমা—শ্রীমতী আসমানতারা
উমা—শ্রীমতী [illegible]বালা (সুখ)

২। কিন্নরী

কিন্নরী—আঙ্গুরবালা মকরী—শশিমুখী

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ, কে, মিত্র, বি, এ, প্রোপ্রাইটর

নমো নমঃ নগনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ২রা চৈত্র, রাত্রি ৭॥০ টায়
পরদিন রবিবার, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক

দিগ্বিজয়ী

(মহাসমারোহে ২৯ ও ৩০ অভিনয় রজনী)

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
আলি আকবর—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
সালেবেগ—শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী
আমেদ খাঁ—শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী
রেজাকুলী—শ্রীজ[illegible]নাথ ব্রহ্ম
[illegible]র্জ্জামেহেদী—শ্রীঅ[illegible]লেন্দু লাহিড়ী (এমেচার)
সাদৎ আলি—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
জ্যোতিষী—শ্রীপ্রদোষকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভাবুকনারী—শ্রীমতী কঙ্কাবতী
সিরাজী বেগম—শ্রীমতী প্রভা
সিতারা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয়:—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোচড়

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ | ৪০ সংখ্যা | সম্পাদক — শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী | ৯ই চৈত্র ১৩৩৫

নাট্যজগৎ

—:০:—

"আত্মশক্তি"তে শ্রীভবভূতি গিরিশ-চন্দ্রের উপরে বেশ এক হাত নিয়েছেন। বিখ্যাত হওয়ার বিপদ, ম'রেও নিস্তার নেই! কিন্তু আমাদের মনে হয়, গিরিশচন্দ্রের নাটককে তিনি একটু উল্টো দিক থেকে দেখেছেন।

*

এবং "প্রফুল্ল" নাটকখানিকে কলমের আঘাতে যে-ভাবে তিনি ব্যবচ্ছেদ করেছেন, অন্যান্য সমালোচকরাও সেই পদ্ধতি ধরলে পৃথিবীর যে-কোন শ্রেষ্ঠ নাটককেও নিকৃষ্ট ব'লে প্রমাণিত করা যায়।

*

নাট্যসাহিত্যে "প্রফুল্ল" নাটকের স্থান কত উঁচুতে বা নীচুতে, তা দেখবার বা দেখাবার দরকার আমাদের নেই। তবে তার স্বপক্ষে কতকগুলি কথা আছে। কণ্ঠহারকে পদভূষণ করলে তার বিশেষত্ব থাকে না। শ্রীভবভূতিও "প্রফুল্ল"কে যথাস্থানে না রেখে বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে ভুল করেছেন।

*

"প্রফুল্ল" আধুনিক নাটক নয়, তার রচনা-পদ্ধতি, গঠন ও আদর্শও আধুনিক নয়। যে যুগধর্ম্মের মহিমায় তার জন্ম, সেই হিসাবেই তার দোষ-গুণ বিচার্য্য। আধুনিক পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্য প'ড়ে আমাদের মন অগ্রসর হয়েছে বটে, কিন্তু এই অগ্রসারী মন নিয়ে অতীতের নাটককে বিচার করলে সুবিচারের সম্ভাবনা থাকে না কিছুমাত্র।



"প্রফুল্লে" 'মেলো-ড্রামা'-সুলভ ঘটনা আছে এবং অতীতের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাটকেই তা দেখি—এমন-কি সেক্স-পিয়ার, হুগো ও সিলার প্রভৃতিরও নাটকাবলীতে। কতকগুলো 'মেলো-ড্রামাটিক ঘটনা থাকলেও "প্রফুল্ল" 'মেলোড্রামা' নয়—কারণ তার আগা-গোড়ায় নাট্যকারের চরিত্রসৃষ্টিরই চেষ্টা দেখা যায়। এবং মদ্যপান-সমস্যার সমাধানের জন্যেও "প্রফুল্ল" কেউ দেখে না, কারণ শ্রীভবভূতির দ্বারা নির্ণিত সেই সমস্যার (এবং আরো-অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির) উপরেও তার যে স্বকীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পায়, তার মধ্যে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য আছে, নাটকীয় রস আছে, চিরন্তন মনুষ্যত্বের কাহিনী আছে এবং বাস্তবতারও অভাব নেই। নইলে কালের অগ্নিপরীক্ষায় অন্যান্য অধিকাংশ নাটকের মত "প্রফুল্ল"ও আজ ভস্মসাৎ হয়ে যেত।

*

আজ শত অনুকরণে "প্রফুল্ল"কে পুরাতন দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু যে-যুগে "প্রফুল্ল" রচিত হয়েছিল, সেই যুগের কথা স্মরণ করুন। বাংলায় তখন সামাজিক নাটকের অত্যন্ত অভাব। সেই অভাবের মধ্যে "প্রফুল্ল" কতখানি নূতনত্বের সৃষ্টি করেছিল, তা অনুমান করা অসম্ভব নয়। এইখানেই তো প্রতিভার পরিচয়! প্রথম যুগের প্রতিভাকে দ্বিতীয় যুগে পশ্চাৎপদ ব'লে মনে হবে, কিন্তু সেইজন্যেই প্রতিভা দায়ীও নয়, নিকৃষ্টও নয়, নিন্দনীয়ও নয়। প্রত্যেক প্রতিভাবানকে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য শিল্পীদের তুলনায় বিচার করতে হবে। দেখতে হবে, সে সাময়িক শিল্পীদের কতটা পিছনে রেখে তিনি এগুতে পেরেছেন। তা'হলেই প্রতিভাবানের প্রকৃত শক্তিআর গোপন থাকবে না। এবং গিরিশ-

যুগে গিরিশচন্দ্রের পাশে দাঁড়াতে পারেন, এমন বাঙালী নাট্যকার তো দেখি না। এখনো দেখতে পাচ্ছি না—এই শ্রীভবভূতির যুগেও।

•

বাংলা দেশে ভালো নাটক নেই? আমরা কিন্তু এ কথা না ব'লে বলতে চাই যে, বাংলা দেশে গিরিশচন্দ্রের চেয়ে ভালো নাট্যকার নেই।

•

"সামাজিক নাটকের সাবজেক্ট মোটে দুটী—মদ খাওয়া বড় দায় এবং ছেলের বিয়ের পণ আদায়।"—এ মতও অভ্রান্ত নয়। ঐ দুটি সমস্যা নিয়ে গিরিশচন্দ্র দুখানি নাটক লিখেছেন বটে, কিন্তু তাঁর আরো কয়েকখানি সামাজিক নাটক শ্রীভবভূতি কি পড়েন নি? সেগুলির বিষয়-বস্তু একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন রকমের। একই সমস্যা নিয়ে গিরিশচন্দ্র কোনদিন দুখানি নাটক লেখেননি।

•

তবে শ্রীভবভূতির সঙ্গে আমরাও বলতে চাই যে, বর্ত্তমান যুগের নূতন নাট্যকাররা আর যেন গিরিশচন্দ্রকেই আদর্শ ক'রে নাটক না লেখেন। যে-জন্যে গিরিশচন্দ্র আদর পেয়েছেন, সেজন্যে তাঁরা আর আদর পাবেন না। কারণ যুগধর্ম্ম ও রুচি এখন বদ্‌লে গেছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের উপযোগী সামাজিক নাটক সত্যই আমাদের নেই ব'লে পুরাতন নাটকগুলিকে যে গাল-ভরা গালাগালি দিতে হবে, এমন আইন কেউ তৈরি করেন নি। শ্রীভবভূতি ক্ষমা করবেন এটা সুরুচিও পরিচয় দেয় না।

•

শ্রীভবভূতির আর এক নালিস, আমাদের পুরাতন নাট্যকাররা সমস্যা-প্রধান নাটক লিখে অন্যায় করেছেন। কিন্তু আমরা তো দেখছি, বাংলাদেশের অতীতের নাট্যকারদের চেয়ে প্রতীচ্যের অধিকাংশ বর্ত্তমান নাট্যকাররাই এজন্যে অধিকতর অপরাধী!

•

শ্রীভবভূতি এমন আধুনিক নাটক চান, যার "সাহিত্য-হিসাবেও মূল্য আছে।" এ অন্যায় প্রার্থনা নয়। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে এ-রকম নাটক চাইলেও পাওয়া যাবে না। সব দেশেরই সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সাহিত্যরস-প্রধান নাটকের বিরোধী—কারণ তার পরমায়ু সুদীর্ঘ হয় না। এই বাধার ভিতরে থেকে গিরিশচন্দ্রকে নিজের শক্তিকে সঙ্কুচিত ক'রেই 'ড্রামা'র বদলে রাশি রাশি 'প্লে' লিখতে হয়েছে। কেননা তিনি কলম ধরেছিলেন কেবল রঙ্গালয় চালাবার জন্যেই।

•

একালে রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানি সাহিত্যরসপ্রধান চমৎকার নাটক লিখেছেন। শ্রীভবভূতির সে কথা উল্লেখ করা উচিত ছিল।

•

নূতন কোন লেখক যদি সাহিত্যরসপ্রধান নাটক লিখতে চান, তাহ'লে তাঁকে রঙ্গালয়ের কথা ভুলে গিয়েই লিখতে হবে। পরে তাঁর নাটক রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়, ভালো; না হয়, ক্ষতি কি? তা যদি সাহিত্যের সম্পদ এবং তাঁর যশ বাড়ায়, সেইটুকুই কি যথেষ্ট সান্ত্বনার কথা নয়?

•

কিন্তু এখনকার নূতন লেখকদের কাছ থেকে এতটা আশা করাও হয়তো পাগ্‌লামি। কারণ রঙ্গালয়ের রঙিন আলোর মোহ তাঁদের চোখ ঘুলিয়ে দিয়েছে। সাহিত্যিক যশ তাঁদের আর প্রলুব্ধ করতে পারে না, থিয়েটার ওয়ালাদের দাসত্ব করাতেই তাঁদের চরম আনন্দের অভিব্যক্তি। যতদিন এই হীন মনোভাব থাকবে এবং যতদিন না খাঁটি সাহিত্য-ভক্তরা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হবেন, ততদিন এখানে সাহিত্যরসপ্রধান নাটক প্রার্থনা করা অরণ্যে রোদন মাত্র। যে শ্রেণীর চিত্তে "শকুন্তলা" প্রভৃতির জন্ম, তা এখন স্বপ্নের অতীত—এ ই বাংলা দেশে!

শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়,—তাঁর কাছ থেকে আমরা, খুব না হ'লেও, কিছু আশা করেছিলুম। কারণ সাময়িক পত্রাদিতে এই নবীন লেখকটিকে সাহিত্য-রস নিবেদন করতে দেখি। কিন্তু "যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ"! থিয়েটারে ঢুকেই মন্মথবাবুর রচনা ভোল ফিরিয়েছে—তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে বেরুচ্ছে আজ থিয়েটারের বদ্ধ-হাওয়ার গন্ধ! রামকে শ্যাম করতে পারো—ধন্যি তুমি থিয়েটার!

•

এখানে স্বর্গীয় বন্ধু মণিলালের কথা মনে পড়ছে। প্রাণেশ পুলকে কবির মতন তিনি "মুক্তার মুক্তি" লিখেছিলেন, একবারও থিয়েটারের কথা ভাবেন নি—তাই তাঁর নাটকের আদর্শ হয়েছিল অমন উন্নত। সাহিত্যিকের উপযোগী মর্য্যাদাবোধ তাঁর ছিল—স্বার্থের তাগিদে জীবনে তিনি কোনদিন সাহিত্যের গৌরবকে আহত করেন নি। তিনি যদি নাটক লিখতেন, তার ভিতরে কিছুতেই সাহিত্যরসের অভাব হ'ত না। মাঝে মাঝে তিনি যখন নাটক লেখবার জন্যে উৎসাহ প্রকাশ করতেন, আমরা বলতুম, "কিন্তু মণিলাল, তুমি তো থিয়েটারি নাটক লিখতে পারবে না, তোমার নাটক হয় থিয়েটারে জমবে না, নয় তা নির্ব্বাচিত হবে না!"—তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলতেন, "বয়ে গেল! থিয়েটারের মুখ চেয়ে আর্টের মুখে কালি মাখাতে কোনদিনই আমি পারব না! থিয়েটার-ওয়ালারা নাই-বা আমার নাটক নিলে, তোমাদের ভালো লাগলেই আমি খুসি হব!" এইজন্যেই সংপ্রতি মণিলাল নাটক লিখতে বসেছেন ব'লে আমাদের মন আশার আনন্দে ভ'রে উঠেছিল। কিন্তু হায় রে কপাল, দানের ক্ষমতা ফুরোবার আগেই কত-বড় একজন কলাবিদ আমাদের নাট্যসাহিত্যকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলেন!

•

আর একজন শক্তিধরও নাট্যসাহিত্যে হস্তক্ষেপ ক'রেই এমনি ভাবেই অজানার ডাক শুনে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও আমাদের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ, কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর প্রথম গীতিনাটক "ধূপের ধোঁয়ায়" দেখেই আমরা ভেবেছিলুম যে, নাট্যসাহিত্যও তাঁর নূতনত্বে বিচিত্র একাধিক দান থেকে বঞ্চিত হবে না।

•

"ধূপের ধোঁয়ায়" আজও অভিনীত হয়নি এবং তা অভিনয় করবার শক্তি আজ এখানকার কোন রঙ্গালয়েরই নেই। যখন গুরুদাস ও মণিলাল জীবিত এবং কৃষ্ণচন্দ্র নাট্যমন্দিরে বর্ত্তমান, তখন একমাত্র শিশিরকুমারই "ধূপের ধোঁয়ায়" অভিনয় করতে পারতেন এবং তিনি তা করতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বছর হয় আঠারো মাসে। ফলে সুযোগ চ'লে গেল এবং বাংলা দেশের রসিক-সমাজ একটি দুর্লভ ও লোভনীয় আনন্দের অংশী হ'তে পারলেন না।

•

পৃথিবী-বিখ্যাত স্বরদ-বাদক ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ-সাহেব আবার কলিকাতায় অনেক দিনের পর অল্পদিনের জন্যে এসেছেন শুনে আনন্দিত হলুম। অক্সফোর্ড মিশনের পাশে, ৩৮ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে সঙ্গীতানুরাগী শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আলয়ে আপাততঃ তিনি অবস্থান করছেন।

•

বছর-দশেক আগে প্রথম যেদিন খাঁ-সাহেবের বাজনা শুনি, সেদিন কী অভাবিত বিস্ময়-পুলকে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম, আজও তা বেশ মনে আছে! গুটিকয়েক তারের সাহায্যে মানুষের হাত যে এমন সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে পারে, তা ছিল আমাদের ধারণারও অতীত। বড় বড় ওস্তাদের বাজনা তো ঢের শুনেছি, কিন্তু বাজারে যাঁরা বড় বড় ওস্তাদ ব'লে বহুমূল্যে বিকিয়ে যান, খাঁ-সাহেবকে আমরা তাঁদের দলে কিছুতেই ফেলতে পারব না। কারণ বড় বড় ওস্তাদদেরও চেয়ে তিনি বড়—ঢের বেশী বড়।

•

ফাগুয়া

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

(১)

হোলী-খেলায় চল্‌বে রাধে, প্রাণের বিকিকিনি,
আঁচলে মুখ লুকাও যদি, চরণ-কমল চিনি!
শোণিত-রঙা মনের কথা—
আবিরে তার আকুলতা,
তোমার গায়ে তাই মাখিয়ে খেল্‌ব সারাদিনই!
দুলালী, তোর লাল গুলালে
বুকে রূপের আগুন জ্বালে!
দোললীলাতে নাচাও আলি, নূপুর রিনিরিনি!

২

শ্যাম বুঝি ঐ বাজায় বাঁশী! চল্ কালোকে রাঙা করি—
আজ্‌কে হোরী—আজ্‌কে হোরী!
কুম্‌কুমে ছাখ এনেচি লো, অশোক ফুলের রেণু ভরি—
আজ্‌কে হোরী—আজ্‌কে হোরী!
অরুণ রবির কিরণ-মালা,
তাইতে ভরা ফাগের থালা,
সাঁঝ-আকাশের রঙের মাতন পিচ্‌কারিতে পড়বে ঝরি—
আজ্‌কে হোরী—আজ্‌কে হোরী!
নতুন বধূর কপোল থেকে
রঙিন্ সরম আন্‌ব ছেঁকে,
সরম-হারা খেলায় মেতে গাইব যত শ্যাম্‌লী-গোরী—
আজ্‌কে হোরী—আজ্‌কে হোরী!

ফোন নং—ব, বি, ২৬০৮

ফ্রেণ্ডস সোসাইটির

সকল রকম সুতী ও রেশমী কাপড়
ও জামা খরিদ করিবার পূর্ব্বে—
দর ও জিনিষ দেখিতে ভুলিবেন না

(একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)
আশুতোষ বিল্ডিং
ও
৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
গোলদীঘির পশ্চিম,

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

'ঘাগ্‌রা' (Skirts) যে ছবির নাম দেওয়া হোয়েছে তার নামকরণের সার্থকতা বুঝলুম না। তা ছাড়া ছবিটি আমাদের ভালো লাগেনি। জোর কোরে হাসাবার চেষ্টা ও শেষের ভূতুড়ে ব্যাপারটা নেহাৎ অপোগণ্ড ভোলাবার ঘটনা। সিডনি চ্যাপলিন ও বেটি ব্যাল্‌ফোরের নামযুক্ত ছবির এই দুর্দ্দশা শোচনীয়। শ্রীমতী বেটি ব্যাল্‌ফোরের আবির্ভাব বিরল ও ক্ষণিক। গ্লোব থিয়েটারে প্রদর্শিত এই ছবিটির পার্লে পুনঃপ্রদর্শন সুবিবেচনার কাজ হয় নি।

•

'নর, নারী ও স্ত্রী' (Man, Woman & Wife) ভালো ছবি। স্ত্রীর ভূমিকায় শ্রীমতী মেরিয়ন নকমনের অভিনয় নামমাত্র। শ্রীযুক্ত নরম্যান কেরি ও শ্রীমতী পলিন ষ্টার্ক আগাগোড়া এতে সু-অভিনয় কোরেছেন। এর শেষ-দৃশ্যটি সুকল্পিত ও স্মরণীয়। পিক্‌চার হাউসে এ ছবিটি দেখানো হোয়েছে।

•

'মা বাবারা কি মানুষ?' (Are Parents People?) আর একখানি ভালো ছবি। এতে প্রধান চারটি অংশে অভিনয় কোরেছেন শ্রীমতী ফ্লোরেন্স ভিডর, শ্রীমতী বেটি ব্রন্‌সন্, শ্রীযুক্ত এ্যাডল্‌ফে মঞ্জু ও শ্রীযুক্ত লরেন্স গ্রে। চারজনের চেহারাই মনোজ্ঞ এবং চারজনেই ভালো অভিনয় কোরেছেন। কলহান্তরিত মাতাপিতার মিলন কি কোরে মেয়ে ঘটাতে পারে তার উপভোগ্য উদাহরণ এতে দেওয়া হোয়েছে।

•

এক একটা সময় আসে যখন স্থানীয় চিত্রমঞ্চগুলিতে খুব ভালো ছবির দুর্ভিক্ষ হয়। এ সপ্তাহটা সেই রকম। প্রথম শ্রেণীর ছবি এক জায়গাতেও নেই। কাল থেকে গ্লোবে নাকি খুব চমৎকার একখানি ছবি দেখানো হবে—'দি কস্যাক্‌স্'। প্যালেস ও ভ্যারায়েটিজ্‌এও খুব ভালো ছবি আছে।

•

ভালো ছবি বোঝবার লোক, ভালো কবিতা বোঝ্‌বার লোকের মতোই খুব কম। রসবোধ তো আর কারুর মধ্যে inject কোরে দেওয়া যায় না! 'পীতপদ্ম' (The Yellow Lily) গেলো সপ্তাহে পার্লে দেখানো হোয়েছিলো। যে সব রসিক লোক ঐ ছবিখানি দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই মতদ্বৈধ নেই যে শ্রীমতী বিলি ডাভ্ ও শ্রীযুক্ত ক্লাইভ্ ব্রুক্ দুজনের অভিনয়ই এতে যথার্থ প্রশংসনীয় হোয়েছিলো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।৪ জন যুবক গ্র্যাজুয়েটের নাকি তা ভালো লাগেনি। তারা নিশ্চয়ই কল্‌কাতার কলেজের ছাত্রদের নমুনা নয়।

•

শ্রীমতী ডোলারেস্ ডেল্ রিয়োর আকর্ষণী-শক্তি সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ

রক্ত পরিষ্কার করে
সুরভী
কেশতৈল
খাইতে কোনও হাঙ্গামা নাই
এস,কে,সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বল বৃদ্ধ করে

থাকতে পারে না। 'প্রতিশোধ' (Revenge) নামক একখানি চিত্রনাট্যের একটি দৃশ্যে দেখানো হোয়েছে যে একটি বড়ো ভাল্লুক শ্রীমতীকে চুম্বন কোরছে। মানুষের অপরাধ কি?

•

শ্রীমতী জেসিকা সার্জেন্টের সঙ্গে মাসকতক আগে শ্রীযুক্ত রিচার্ড বার্থেল-মেসের বিয়ে হোয়ে গেছে। শ্রীযুতের এটি দ্বিতীয় অভিযান।

•

শ্রীমতী নর্ম্মা টাল্‌মাজের ঠিকানা একজন আমাদের জিগ্‌গেস কোরেছেন। তাঁকে চিঠি লিখ্‌তে হবে এই ঠিকানায় :—

C/o 'ইউনাইটেড আর্টিষ্ট্‌স্ ষ্টুডিয়োজ্'
৭১০০ সান্টা মর্ণিকা বুলেভার্ড
লস্ এঞ্জেলেস্, ক্যালিফর্নিয়া।

•

উপরে উল্লেখ কোরেছি যে কাল থেকে ভারায়েটিজে, প্যালেসে ও গ্লোবে—সব জায়গাতেই উৎকৃষ্ট ছবি দেখানো হবে। ভারায়েটিজ্‌এর ছবির নাম 'দেশ-প্রেমিক' (The Patriot)। এর নায়িকা ও নায়ক যথাক্রমে শ্রীমতী ফ্লোরেন্স ভিডর ও শ্রীযুক্ত এমিল ইয়ানিংস্। প্যালেসের ছবির নাম 'রাত্রিচর' (The Night Bird)। এর প্রধান ভূমিকা দুটি নিয়েছেন শ্রীযুক্ত রেজিনাল্ড ডেনি ও তাঁর নবপরিণীতা তরুণী পত্নী বেট্‌সি লী। গ্লোবের 'কস্যাক্‌স্' নামক ছবিতে আছেন শ্রীমতী রেণে এ্যাডোরে ও শ্রীযুক্ত জন্ জিল্‌বার্ট এবং শ্রীযুক্ত আর্নেষ্ট টরেন্স। টলষ্টয়ের উপন্যাস চিত্রনাট্যরূপে কেমন দাঁড়িয়েছে দেখবার জন্যে সকলেই নিশ্চয় উদ্‌গ্রীব হোয়ে আছেন।

—গি—

জাতীয় রঙ্গালয়

(শ্রীনরেন্দ্র দেব)

এতদিন এ সহরের সমস্ত রঙ্গালয় ছিল কোনও না কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি।

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড প্রথম কোম্পানীর থিয়েটার যা এদেশে গত কয়েক বৎসর ধ'রে টিকে আছে। আর্টথিয়েটার লিমিটেড স্থাপিত হবার বহুপূর্ব্বে, বেঙ্গল থিয়েটার রঙ্গমঞ্চ যেটি পরে অরোরা থিয়েটার, ইউনিক্ থিয়েটার, থেস্পিয়ান টেম্পেল্, ও ন্যাশন্যল থিয়েটার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রূপান্তর গ্রহণ করেছিল এবং অধুনা যার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেখানে বিডন ষ্ট্রিট্ পোষ্ট অফিস্ নির্ম্মিত হয়েছে; সেইখানে "প্রেসিডেন্সী থিয়েটার লিমিটেড" নামে একটি কোম্পানীর পরিচালিত থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল, কিন্তু, বাঙালী এখনও যৌথ কারবার চালাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারেনি ব'লে সেই প্রথম লিমিটেড্ কোম্পানীর থিয়েটারটি অতি অল্পদিনের মধ্যেই লালবাতি জ্বালতে বাধ্য হয়েছিল।

প্রেসিডেন্সী থিয়েটার লিমিটেডের অকাল মৃত্যু ঘটবার বহুদিন পরে আর্টথিয়েটার লিমিটেড গঠিত হয় এবং কিছুদিন পরে নাট্যমন্দিরও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু কোম্পানী পরিচালিত এই দু'টি থিয়েটারের কোনও একটিও এপর্য্যন্ত অংশীদারদের কিছু মুনাফা বা লভ্যাংশ বিতরণ ক'রে দিতে পারেনি। সুতরাং এই লিমিটেড কোম্পানীরা যে কেউ থিয়েটারের ব্যবসায়ে লাভবান হ'তে পারছেন না এইটেই বাইরের লোকেরা মেনে নিতে বাধ্য।

থিয়টার যখন কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ছিল, তখন এই রঙ্গালয়ের কারবার থেকেই একাধিক লোক প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন কিন্তু লিমিটেড্ কোম্পানীরা আজ কেউ কিছু লাভ করতে পারছেন না কেন, তার বিচার ক'রতে বসলে অনেক অপ্রিয় কথার আলোচনা করতে হবে, সুতরাং সে কণ্টকময় পথ পরিত্যাগ ক'রে আমরা এদেশে একটি জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করা চলে কিনা তারই আলোচনা ক'রবো।

'জাতীয় রঙ্গালয়' ব'লতে এই বুঝতে হবে যে, সে রঙ্গালয় কোন ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নয় বা কোন কোম্পানীর কারবার নয়, দেশের লোকেদেরই অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণেরই একটি নিজস্ব আনন্দ নিকেতন। সে রঙ্গালয় গঠিত হবে জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থে, পরিচালিত হবে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং তার ব্যয়নির্ব্বাহ হবে জনসাধারণেরই চাঁদায়।

যেমন কলের জলের জন্য, গ্যাসের আলোর জন্য, পাকা রাস্তা ও পরিস্কার ড্রেনের জন্য শহরবাসীদের প্রত্যেক বাড়ী থেকে ত্রৈমাসিক চাঁদা বা ট্যাক্‌স্ দিতে হয়, যা পেয়ে কলিকাতা কর্পোরেসন উপরোক্ত ব্যাপার ছাড়াও অনেক কিছু করতে পারছেন—যেমন প্রাইমারি ইস্কুল করা, সাধারণের খেলবার ও বেড়াবার উদ্যান, প্রসূতিশালা, মহামারী রোগের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থায় এমন কি দুই তিন হাজার টাকা মাইনের বড় কেরাণী পর্য্যন্ত রাখছেন, শহরের লোকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আরাম ও বিলাসের ব্যবস্থা ক'রছেন, তেমনি, তাঁদের উচিত নয়কি শহরবাসীদের নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ ও আনন্দ উপভোগের একটা সুব্যবস্থা করা?

বর্ত্তমান যুগের উপযোগী একটি বিজ্ঞান ও কলা সম্মত রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করতে অন্ততঃ একলক্ষ টাকার প্রয়োজন। বাংলা দেশের সরকার-বাহাদুরের উচিত, এই টাকাটা দেশের রাজধানীর শোভা সম্পদ ও আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য দান করা। রাষ্ট্রপরিষদের সভ্যগণ একমত হ'য়ে একযোগে দাবী ক'রলে এটা গভর্মেণ্টের কাছ থেকে হয়ত আদায় ক'রতে পারেন। কর্পোরেশনের কাছ থেকে জমি নেওয়া হোক, এবং পরিচালন-ব্যয় হিসাবে তাঁরা এই রঙ্গালয়কে মাসিক অন্ততঃ বিশ হাজার টাকা ক'রে সাহায্য বরাদ্দ করুন। নূতন নূতন নাটকের প্রয়োগ-ব্যয় টিকিটবিক্রয়লব্ধ টাকা থেকেই চলতে পারে।

এই রঙ্গালয়ের টিকিটবিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকা একটি ট্রাষ্টফণ্ড ক'রে গচ্ছিত রাখতে হবে। সেই টাকা থেকেই নূতন নূতন নাটক অভিনয়ের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হবে। এবং ভারতের বাইরের জগদ্বিখ্যাত গায়ক, বাদক, অভিনেতৃ ও নর্ত্তকীদেরও সমস্ত খরচা দিয়ে মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে বিশেষ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা ক'রতে হবে। কর্পোরেশন যদি বলেন আমরা অত টাকা কোথা পাবো? মাসে মাসে বিশ হাজার টাকা মানে বৎসরে দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা! ত্রৈমাসিক ষাট হাজার টাকা হয়। কলিকাতা শহরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ষোল লক্ষ। এদের মধ্যে অন্ততঃ

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী পকেট কেসসহ মাত্র ৭টী ঔষধ মূল্য ৪৲ সওয়া

বিনা মূল্যে চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

পক্ষে দশ লক্ষ লোকও যদি ত্রৈমাসিক ট্যাক্সের বিলের সঙ্গে মাত্র একআনা হিসাবে অতিরিক্ত আমোদ-ক'র দিতে প্রস্তুত হন তাহলে এই জাতীয় রঙ্গালয় অনায়াসে সম্ভব হ'তে পারে।

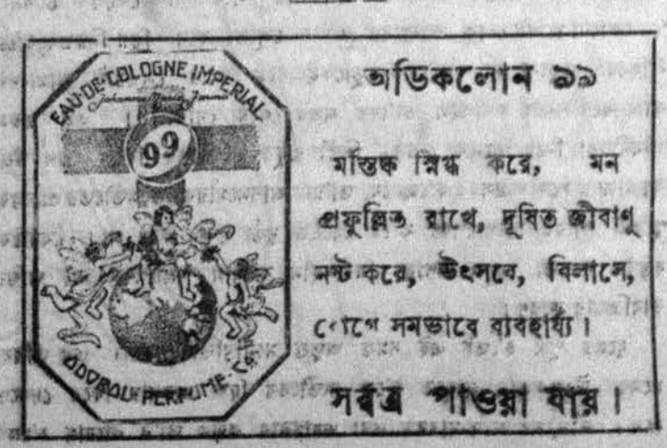
এই সূত্রে একটা খবর আমরা এখানে দিয়ে রাখতে চাই যে, চেকোশ্লোভিয়া একটি ছোট্ট দেশ, বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর এর জন্ম হয়েছে। এর রাজধানী প্রাগ্ শহরে মোটে সাড়ে সাত লক্ষ লোকের বাস, কিন্তু এই প্রাগে থিয়েটার আছে মোট চোদ্দটি! অথচ এই দেড়শ বছরের পুরাণো কলিকাতা শহর, যেখানে আজ ষোলোলক্ষ লোকের বাস, সেখানে থিয়েটার আছে মোটে পাঁচটি! এদেশী ও বিদেশী নিয়ে! এইটিই তো প্রথমতঃ এদেশের একটা মস্তবড় লজ্জার কথা! তারউপর মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার বা জাতীয় রঙ্গালয় ব'লে কোনও কিছুর অস্তিত্বই এখানে নেই, অথচ প্রাগের মতো কালকের একটি শিশু শহরে রঙ্গালয়ের সংখ্যা এক ডজনেরও উপর এবং তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান যেটি, সেটি হচ্ছে তাদের ন্যাশান্যাল থিয়েটার। এই ন্যাশান্যাল থিয়েটারটি বহিমিয়ান ষ্টেটের অধিবাসীদের নিজস্ব সম্পত্তি। দ্বিতীয় প্রধান রঙ্গালয়টি প্রাগের শহরবাসীদের, অর্থাৎ সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটির তৈরী।

বহিমিয়ান ষ্টেটের অধিবাসীদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদায় এই ন্যাশান্যাল থিয়েটারটি তৈরী হ'য়েছিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে এই নাট্যমন্দিরটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। কিন্তু, নবীন প্রাগের তরুণ জাতির প্রবল উৎসাহে দেখতে দেখতে সেই ভস্মস্তূপের উপর পুনরায় সর্ব্বসাধারণের স্বেচ্ছা-প্রদত্ত চাঁদায় নূতন ন্যাশান্যাল থিয়েটার গ'ড়ে উঠেছে। প্রতিরাত্রে এখানে সকল রঙ্গালয়ের চেয়ে দর্শক সমাগম হয় বেশী। কিন্তু, তবু এখনও সেখানকার নাট্যামোদী জনসাধারণের অনেকেই উপযাচক হ'য়ে এই রঙ্গালয়টিকে মাসিক ও বাৎসরিক চাঁদা এবং এককালীন মোটা টাকা সাহায্য দান করেন।

প্রাগ শহরের সমস্ত ধনী, মধ্যবিত্ত—এমনকি দীন-দরিদ্রেরাও এই রঙ্গালয়টিকে তাদের নিজেদের জিনিষ জেনে এর প্রতি এত মমতাপন্ন যে প্রত্যেক নাটকের অভিনয়ে তারা কেবল টিকিট কিনে দেখেই তাদের কর্ত্তব্য শেষ করে না, নূতন নাটকের প্রয়োগ-ব্যয়ও তারাই বহন করে। ন্যাশান্যাল থিয়েটারের প্রয়োগকর্ত্তা শুধু পূর্ব্বাহ্নে কেবল ঘোষণা করে দেন যে "আপনাদের ন্যাশান্যাল থিয়েটার এইবার অমুক নাটক অভিনয় করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং নাটক-খানির প্রয়োগ-ব্যয় আনুমানিক এত টাকা পড়বে!"

প্রয়োগকর্ত্তার ঘোষণাপত্র প্রকাশ হ'তে না হ'তে চারিদিকে ধনীদের কাছ থেকে মোটা মোটা চাঁদা তো আসতে সুরু হয়ই, আবার দীনদরিদ্র অক্ষম লোকেরাও টাকাটা-সিকেটা পাঠাতে কার্পণ্য করে না। তবে প্রত্যেকেই তাদের দানের রসিদ পায় এবং রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা টাকার আয়-ব্যয়ের একটা পাকা হিসাব জনসাধারণের কাছে দাখিল করে।

শুনতে পাই নাট্যমন্দির এখানকার শিক্ষিত জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় রঙ্গালয়। শিশিরবাবু একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন না, কোন নূতন নাটকের প্রয়োগ-ব্যয় এদেশের লোক স্বেচ্ছায় বহন ক'রতে রাজি হয় কিনা? তাহলে নাট্যমন্দিরকে লিমিটেডের বাইরে টেনে এনে তাকে একটা জাতীয় রঙ্গালয়ে রূপান্তরিত করলেও হয়ত বা করা যেতে পারে।



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ভারতীয় নাটকের ক্রম-বিকাশ

(শ্রীভারতকুমার বসু)

সুদূর অতীতে ভারতবর্ষ আক্রমণকারী আর্য্যেরা দক্ষিণ-ভারতের পথে অগ্রসর হয়ে সেখানকার ক্ষমতাপন্ন অধিবাসীদের সঙ্গে অনন্ত যুদ্ধ করেছিলেন। তারও বহু—বহু পূর্ব্বে,রাম। রামচন্দ্রের সভায় তাঁর জয়-গাথা—আবৃত্তি ও গানের দ্বারা শুনিয়ে, পাতার পোষাক-পরা এবং বনফুলের সাজে ভরা ছোট ছুটী ছেলে এসে উপস্থিত হ'ল—অনেক পুরোহিত এবং যোদ্ধার অন্তরকে ভাবের দোলায় দুলিয়ে দিতে। কথিত আছে, এই আবৃত্তি ও গান যে নাটকের মধ্যে ছিল, তা তার নাট্যকার-কর্ত্তৃক রচিত হয়েছিল—বসন্তকালে একজোড়া পাখীকে গাছের উপর মোদ-পোহাবার সময়ে তাদের স্বাভাবিক-ভাবে-সঞ্জাত প্রণয়-ব্যাপারের মধ্যে এক নিষ্ঠুর ব্যাধের দ্বারা তাদের মধ্যে একটীকে হত হ'তে দেখার অনুপ্রেরণায়!—"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"—এই কথাগুলি নাট্য-কারের ঠোঁট থেকে আপনা-আপনিই বেরিয়ে গিয়ে সংস্কৃত নাট্য কবিতার জন্ম দেয়।···বাল্মীকি রামায়ণ রচনা ক'রলেন এবং তা লব ও কুশকে শেখাতে লাগলেন। লব-কুশ তখন তাঁর আশ্রমে থেকে প্রচুর অঙ্গভঙ্গি ও নৃত্যের সঙ্গে তাঁর বীররসাত্মক কাব্য গান করবার জন্য শিক্ষা করেছিল।···

এর পরে কোনো-কিছুকে নাটকাকারে রচনা করার ব্যাপারটি খুবই লোকপ্রিয় হ'য়ে প'ড়লো এবং প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতরা নাট্য-শাস্ত্রের সম্পূর্ণতার দিকে মনোনিবেশ ক'রলেন। ভারতও—ভবিষ্যতে-প্রচেষ্টিতব্য যে কোনো নাটক-সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য নিয়মাবলী তৈরী ক'রলেন।

আমাদের দেশের হিন্দু পণ্ডিতদের তখন যা-কিছু বিশিষ্টতা ছিল, তা ছিল, তাঁদের প্রত্যেক কাজেই নিয়মের কড়া শাসন ছিল ব'লে। যাইহোক, তাঁরাই তাদের শাস্ত্র তৈরী করলেন—কতকগুলি ছোট কিন্তু সারবান সত্যকথার অবতারণা ক'রে। নাটকে তা থেকে বাদ গেল না।

তখনকার লিখিত বিষয়-বস্তুর মধ্যে যেটি সম্পূর্ণ নগ্নভাবে দেখানো হ'তো, তা হচ্ছে—বিদ্রোহ, সিংহাসন-ত্যাগ, সিংহাসন-চ্যুতি, হত্যা, যুদ্ধ এবং সাধারণের বিপদ ইত্যাদির ছবি! কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন ত দূরের কথা, সন্তানের প্রতি পিতার চুম্বনও তখন নাটকের মধ্যে ঠাঁই পেতো না! তখনকার কেতাবের মধ্যে ভীষণ ভূত অথবা দৈত্যের চরিত্র-ছবি আঁকা চ'লতো! কিন্তু এই সর্ত্তে যে, কোন গ্রন্থকারই নায়ক-নায়িকাকে হত্যা ক'রতে পারবে না, যাতে না বইখানি বিয়োগান্ত হয়!···

এই ধরণের যে সব নাটক লেখা হ'তো, তাদের বলা হ'তো 'অস্পষ্ট'। তাদের মধ্যে "ত্রিপুর-দেহ" নাটকটীই ছিল সকলের বেশী চিত্তাকর্ষক! তার ব্যাপারটা হচ্ছে এই:—একটা ভীষণ ক্ষমতাশালী দৈত্য তিনটী নগর তৈরী ক'রেছিল। তাদের একটী আর একটীর চেয়ে বড়। ওই সমস্ত নগরের সঙ্গে ডানা যোগ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। তার সাহায্যে সেগুলো উড়ে যেতে পারতো। এই নগরগুলোর মধ্যে অনেক ধনুক সাজানো ছিল। সেই সমস্ত ধনুক থেকে লাখ-লাখ তীর ছুটে বেরুতো! এই শস্ত্রের সাহায্যেই উক্ত দৈত্য এককালে দেবতা ও মানুষকে অস্থির ক'রে তুললে। অবশেষে সুনিপুণ কৌশলে দেবতারা সেই বায়বীয় বিপত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ ক'রলেন!—নাটকীয় এই ব্যাপারটি দৃশ্য-অভিনয়ের সুন্দর-ছলাকলা অনেক-কিছু বৈচিত্র্যেই পূর্ণ ছিল!

'স্পষ্ট' নাটকও তখন প্রচলিত ছিল। সেগুলি হ'তো খুব ছোট। এবং তা অভিনয় করা হ'তো দৃশ্যের শেষে বিশ্রামের সময়ে। বেশীর ভাগ সেগুলিতে

ব্যঙ্গ এবং সমাজের অমঙ্গলকর ব্যাপারগুলির ছবিই দেখানো হ'তো। কিন্তু কখনো কোনদিন ভুলেও সেখানে রাজা অথবা মন্ত্রীদের টেনে আনা হ'তো না! কারণ, তাঁদের নিয়ে রহস্য করার হাতাহাতি ফল ছিল—তৎক্ষণাৎ শাস্তির দুর্ভাগ্য-ভোগ। কিন্তু অসহায় সেই সুদূরের অলক্ষ্য আকাশবাসী দেবতারা! কী কৌতুকাভিনয়ই না চ'লতো তাঁদের নিয়ে! কখনো কখনো তাঁদের পরস্পরের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেধে গেছে,—এমন ছবিও দেখানো হ'তো। সামাজিক রীতির যেগুলি ক্ষতিকর, তার ব্যঙ্গ-ছবিও সেখানে ফোটানো হ'তো।

এই সমস্ত পেশাদারী নাট্য-সম্প্রদায়ের অভিনয় ছাড়াও, কতকগুলি বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন হ'তো—রাজার প্রাসাদে। রাণী, তাঁর পরিচারিকাবৃন্দ এবং স্বয়ং রাজা এই অভিনয় দেখতে আসতেন। স্বভাবতঃই সে-অভিনয়ের আয়োজন হ'তো খুব উৎকৃষ্টতা এবং জাঁকজমকের সঙ্গে! তখন সাধারণতঃই রাজপ্রাসাদের সঙ্গে একটী ক'রে সঙ্গীত-ভবন সংলগ্ন থাকতো। সেই সঙ্গীত-ভবনের মধ্যে থাকতো—একটী ক'রে সজ্জা কক্ষ এবং একটী প্রেক্ষা-গৃহ।...

দর্শকদের দেখবার পক্ষে সেই প্রেক্ষা-গৃহ ছিল একটী সুন্দর জিনিষ। এবং উৎসবাদির মধ্যে সেটীকে দেখে যেন মনে হ'তো, একটী দরবার ব'সেছে!..

ষ্টেজের ঠিক-সামনেই একটী বিশিষ্ট স্থান থাকতো রাজার নিজের জন্য! তাঁর বাঁদিকে থাকতেন রাণী ও তাঁর সঙ্গিনী এবং বিশিষ্ট মহিলাদের আসন! রাজার ডানদিকে ব'সতেন মন্ত্রীরা।...

এই সারির পিছন দিকের সম্ভ্রান্ত আসনে ব'সতেন—সুধী পণ্ডিত, নাটকীয় সমালোচক, গ্রন্থকার, কবি এবং আর্টিষ্টরা!...

এই সারির পিছন দিকে ব'সতেন রাজ-সৈন্যদলের কর্ত্তারা! বাকী সমস্ত আসন সাধারণের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হ'তো!...

নাটকের মধ্যে থাকতো পাঁচ রকমের লীলা। একটী—"নৃত্ত" অর্থাৎ নাটকীয় অভিনয়। আর একটী—"নৃত্য" অর্থাৎ নির্ব্বাক এবং উপযুক্ত অঙ্গ-ভঙ্গির সঙ্গে নাচ। আর একটি—"তাণ্ডব" অর্থাৎ পুরুষের নাচ। এবং আর একটি—"লাস্য" অর্থাৎ মেয়েদের নাচ। সুতরাং একটি খাঁটি নাটকের মধ্যে এই সমস্ত বস্তুরই একত্র-সমাবেশ থাকা চাই, কারণ, তাতে নাটকটিকে জমিয়ে তোলবার জন্য আবশ্যকীয় বিবিধ বস্তুর জোগান্ পাওয়া যায়। এদিক দিয়ে দেখলে, বেশ ভালভাবেই লক্ষ্য করা যাবে যে, আমাদের অধিকাংশ হিন্দু-নাটকের মধ্যেই আছে—গদ্য ও সঙ্গীতের উভয়ের ভিতর দিয়েই কথোপকথন। সংলাপিকার (dialogueএর) অংশ-রূপে গান বসানো হ'য়ে ছ। এবং এই গান গাওয়া হয় বাদ্য-যন্ত্রের সহযোগিতায়।...

ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসবার আগে পর্য্যন্ত অনেক প্রকারের নাটকই এখানে অভিনীত হ'তো! কিন্তু সকলের চেয়ে লোকপ্রিয় ছিল তখন—ভবঘুরে দলের মেয়ে-পুরুষ উভয়ের দ্বারা তামাসার অভিনয়। আধুনিক ধরণের নাট-সম্প্রদায় প্রথম তৈরী হয় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে। কয়েক বছর পরেই এই সম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রথম-প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি থিয়েটার-বাড়ীর একটীতে নাটকের অভিনয় করলে। তখন প্রতি রাত্রের ভাড়া ছিল ৫০০ টাকা। বোম্বাইয়ের লাট-বাহাদুর এই অভিনয়-রাত্রে উপস্থিত ছিলেন। এর পর থেকেই শিক্ষিত ব্যক্তিরা নাটকের দিকে অধিকতর মনোযোগী হ'তে লাগলেন, এবং 'এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজের' সম্পর্কীভূত "কালিদাস-এল্‌ফিনিস্‌টোন্-সোসাইটী" 'শকুন্তলার' এক সাড়ম্বর অভিনয় ক'রলেন। এই সম্পর্কে বিশিষ্ট তাল-পাতার পোষাক মাদ্রাজ থেকে আনা হ'য়েছিল এবং পুনা থেকে দু'গাড়ী ফুল আমদানি করা হ'য়েছিল। গীতি-নাট্যের প্রথম প্রচলন করেন বোম্বাই-য়ের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁর নাম মিঃ এস্, বি, ত্রিলোককার। আজ অন্যূন ৭৯টী নাট্য-সম্প্রদায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই অভিনয় করছে।

———

জলধর

(সাহিত্যাগ্রজ শ্রীযুক্ত জলধর সেনের সংবর্দ্ধন-সভায় গীত)

মানবের মানসের
শুকায় যে শতদল—
জল দাও জলধর!
আরো জল—আরো জল!

*

অমৃতের ঝারি দাও,
পিয়াসার বারি দাও,
মনোমরু ভরি দাও
শ্যামলতা অবিরল—
জল দাও জলধর!
—দরদী চোখের জল!

*

ভাবের যমুনা তব
গায় নিতি কলগীতি,
শ্যামের মুরলী শোনে,
আনে গোপিকার প্রীতি!

*

কদম-ফোটানো ধারা,
নাচে চাঁদ, নাচে তারা!
জাগায় ফুলেল বায়ে
পরিপূত পরিমল—
জল দাও জলধর!
—চাতকী-ভোলানো জল!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

——

ইতালীয় নাটকের নব-অভিযান

—:০:—

(শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ)

ইউরোপের মহাসমরের পূর্ব্ব হ'তেই সাহিত্য ও আর্টের রাজ্যে একটা অসন্তুষ্ট ভাব দেখা যাচ্ছিল। নবীন ইতালীর সাহিত্য-জগতে 'এগিয়ে-চলা'র একটা বিষম সাড়া প'ড়ে গেছে। তরুণ লেখকেরা অধুনাতন এই লৌহ-জগতের দাম্ভিক জীবনের অধীরতার সঙ্গে পা' ফেলে' চলেন। 'যে-কোনো রূপেই হোক্ আমাদের এগিয়ে চল্‌তে হবে—স্থির নিরুদ্যম হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো না,—নইলে—মৃত্যুকেই বহন ক'রে নেওয়াই আমাদের কাজ হবে'—এই কথাগুলি তা'দের অন্তর থেকে বেরিয়েচে। এই রকম অদম্যনীয়তা নিয়ে অনেক নোতুন শিল্পী সুদূর ভবিষ্যতের দিকে এরূপ উচ্চ আকাঙ্খার সঙ্গে অগ্রসর হ'চ্ছে যে, তা'রা আপনগৌরবচ্যুত অতীতের প্রত্যেক স্মৃতিটি পায়ের চাপে পেষণ ক'রে যেতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। বৈষয়িক বস্তুগত সভ্যতা, এবং অশান্ত বিরামহীন বর্ত্তমান যন্ত্রজগৎই এই অস্থির ভাবক্রিয়ার কারণ।

যুদ্ধের পূর্ব্ব হ'তেই এই সমস্ত অতৃপ্ত মনোবৃত্তির আরম্ভ। এই ভবিষ্য মনের উৎস-সন্ধান জান্‌তে হ'লে অতীতের দিক একবার ফিরে দেখতে হবে। নীট্‌শের অতি-মানবত্ব এবং ওয়াগনার কর্ত্তৃক তা'র প্রয়োগ হ'তেই

এই সকল নোতুন বাস্তবপন্থী শিষ্য আপন আপন প্রাণ-সঞ্জীবনী (life-force) গ্রহণ ক'রেছে। নীড্‌শে, ওয়াগনার, ইবসেন-এর মতাবলম্বী পূর্ব্বতম অনুবর্ত্তনকারীগণ তা'দের গুরুর বাণী ভুল বুঝেছিল। অতি অল্প লোকেই দেখতে পেয়েছিল যে, বাস্তবতাই ছিল নরওয়ে-মনীষী ইবসেনের রচনার সত্যরীতি। বার্ণার্ড শ' সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন—ইবসেন বিপুল আদর্শতন্ত্র-স্রষ্টা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বর্ত্তমান জীবনের বিরাট সত্যদ্রষ্টা।

১৯০০ হ'তে ইউরোপীয় সাহিত্যের গতিপ্রবাহ লক্ষ্য ক'রে দেখলে বোঝা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখকগণের কল্পকামনার চিত্রাঙ্কন ও ভাব-প্রবণতার বিরুদ্ধে এখন একটী ক্রমবর্দ্ধনশীল সংগ্রামের প্রবৃত্তি জেগে উঠছে।

সাহিত্য ও আর্টের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎবাদীগণ তাদের বিরোধী মততত্ত্ব দ্বারা অতীতকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান ক'র্ত্তে চায়। বিরুদ্ধাচারী ভবিষ্যৎবাদিতা (futurism) একটা খেয়াল কিম্বা সাময়িক সূত্র নয়; এ যে আবহাওয়া সৃজন করে—তা' অমূর্ত্ত চিন্ময়; আর দেখা যায় সেই রূপ ও রস সাহিত্যে পাপিনি ও সফিসি হ'তে কাইসার ও পিরাণদেলোতে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রয়েছে।

বর্ত্তমান যুগ সীমাসাহীন অনিশ্চিতের যুগ—নিরবচ্ছিন্ন সন্দেহের যুগ। মহাসমরের সময় হ'তে ইউরোপের রূপক-সাহিত্য (Drama) অসমঞ্জস স্বপ্নদর্শনের পুঞ্জসমবায়; কোনো খানেই কোনোরূপ সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। সাহিত্যশিল্পীরা আর আবেগপ্রেরণার বশীভূত হ'য়ে আপনার হৃদয়রক্ত দিয়ে অমর সৃষ্টি ক'র্ত্তে অগ্রসর হয় না। সমস্ত ললিতকলা, রূপকেই হোক্ কিম্বা সঙ্গীত কি চিত্রশিল্পেই হোক্—একটা তত্ত্বের গণ্ডী টেনে অথবা মৌলিকতার নিষ্ফল প্রেরণার মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখে। ইতালীর কথা ব'ল্‌তে গেলে অত্যন্ত-অধীত সাহিত্য-শিল্পী পাপিনির কথা মনে পড়ে। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, ম্যামন্ ও খ্রীষ্ট, যুক্তি ও সংস্কার এই দুইয়ের মাঝে প'ড়ে, তাঁর মন সর্ব্বদাই সন্দেহের দোলায় দোলায়মান। কিন্তু তিনি আপন অভিজ্ঞতা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী জীবন-কথা-লেখার প্রণালী অবলম্বন ক'রে সুন্দর ভাবে বর্ণনা ক'র্ত্তে পেরেছেন। আলফ্রেডো পান্‌জিনি এই প্রবহমান পরিবর্ত্তনের আদর্শ পরিব্যক্ত করেন। তিনি একে একে তাঁর রোম্যানটিক্ কি ক্লাসিক্যাল্ বইয়ের পাতা উল্‌টিয়ে যান; তিনি সেগুলিকে নিয়ে খেলার আনন্দ পেতে চান; কিন্তু আবার আপনার অন্তঃপ্রকৃতিতে তা'দের স্পর্শের ছায়া দেওয়াও তাঁর অভিপ্রায় নয়। সে সকল বই অতীতের আবেষ্টনীর মধ্যে বন্দী, তাই তিনি তা'দের বন্ধনমুক্ত হ'তে সর্ব্বদাই ব্রতী; বর্ত্তমানের সংবেদন-সম্পন্ন শ্রুতি-নির্দ্দেশ করাই তাঁর সাধনা ও অভিলাষ।

তার পরেই যে সাহিত্যশিল্পী এই বিরুদ্ধভাবাচরণ প্রদর্শন করেন—তাঁর নাম হচ্ছে পিরাণদেলো। তিনি ভবিষ্যৎবাদিতার নায়কগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি অন্যান্য শিল্পী অপেক্ষা এই জিনিসটিকে অধিকতর সত্যকার গভীরতার সঙ্গে গ্রহণ ক'রেছিলেন। পিরাণদেলোর প্রভাবান্বিত রঙ্গালয় যেন প্রচারবেদী; সেই স্থান হ'তে এই নাট্যশিল্পী পুরাতন সাহিত্যের শবদেহের উপর দাঁড়িয়ে—শবসাধকের ন্যায় আপনার মতনীতি ঘোষণা করতে দ্বিধা হননি। এই রঙ্গপীঠের নাটকগুলির বিচিত্র হাস্যোদ্দীপক প্রহসনের অন্তরালে দহনশীল হৃদয়ের ক্রন্দন শুনতে পাওয়া যায়। এবং পিরাণদেলোর সকল নাটক বিশ্বমানবকে সতর্ক ক'রে দেবার জন্যেই যেন এই পূর্ব্বাভাস কঠিন বাণী দ্বারা মন্ত্রিত ক'রে তুলেছে।

এই নবীন প্রতিভাশালী নাট্যকার মৃত্যু-ঘোষণার ঘণ্টা উন্মত্ত ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত ক'রে তুলেছেন।

বিগত অর্দ্ধশতাব্দী কি তা'র চেয়েও অধিক দিন নাট্যসাহিত্য বা রূপক (Drama) ছিল মানবের অন্তর-প্রজ্ঞার সার্ব্বজনীন আন্দোলনের প্রতিচিত্র।

সমালোচকের কথা,—'This great spiritual drama of today is warf and woof of the fabric of modern life'; এই সমবেদনার করুণরসাশ্রিত বিদ্রোহী নব-রূপক (New drama) আমাদের সকল হৃদয়ের দ্বারে এসে নাড়া দেয়। সংসারে যারা আমাদের চেয়েও মন্দভাগ্য, তাদের প্রতি করুণা দেখানো, কিম্বা সামাজিক বিধানের অন্যায় বিচার-আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা করা প্রভৃতি সামাজিক পরার্থবাদিতা ও ন্যায়পরতা সম্পর্কীয় যে সকল চিত্তবৃত্তি আছে,—সে-সমস্তই অধিকাংশ বর্ত্তমান সাহিত্য এবং সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান ভাবনাকে অনুপ্রাণিত ক'রে থাকে। অধুনাতন যুগের নাট্যসাহিত্য ব্যক্তিগত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ব্বাধাতিশয় আমাদের অন্তরলোকে উত্তেজিত ক'রে তুলেচে, সামাজিক নীতির বাঁধন সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধি জাগিয়ে দিয়েছে, এবং আমাদের নিজের নিজের যথার্থ অধিকার ও সমাজ-কর্ত্তব্য-বিধির মধ্যে ঠিকমত সাম্যের তুলাদণ্ড ধ'রে রয়েছে। বিশেষ রূপে এই গুলিই বর্ত্তমান নাট্যসাহিত্যের বিপুল শক্তির পরিচয় দিতে পারে।

সিসিলীর করুণ হৃদয়ের মর্ম্মপীড়িত ইতিহাস নাট্যকার পিরাণদেলো জলন্ত ক'রে দেখাতে পেরেছেন, বিশ্বমানবের জীবন-প্রবাহে মানুষের অসহায় অথচ অনিবার্য্য গতির চিত্র প্রকাশ ক'র্‌তে তাঁর লেখন-তুলি অতি নিপুণ। অমিতশক্তিশালী নাট্যশিল্পী পিরাণদেলো এই তত্ত্ব তাঁর 'হেন্‌রি-দি-ফোর্থ্' এবং 'দি-নেকেড্' নাটকে অত্যন্ত করুণ-সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। পিরাণদেলোর প্রতিভা এই আদর্শকেই বরণ ক'রে নিয়েছে।

আগামী বারে বর্ত্তমান নাট্যসাহিত্যের নবমতপ্রবর্ত্তক পিরাণদেলোর পরিচয় দেবো।

ভারতীয় নৃত্য কলা

(রাণী শ্রীসুরুচিবালা চৌধুরাণী)

ইতিহাসের পূর্ব্বযুগ হ'তে ভারতবর্ষে নাচের আদর ছিল ও নাচ যে সবখানে প্রচলিত ছিল তা বেশ বোঝা যায়। তাল, মান ও সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নূপুর-ধ্বনিতে তার রূপসৃষ্টি করাটিই ভারতীয় নাচের বৈশিষ্ট। সুরের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে ফেলে সমস্ত সঙ্গীত বা বাজনাকে মাধুর্য্য দান করা, সারা অঙ্গে লাস্য জড়িয়ে দিয়ে, তালের সঙ্গে ভাব-ভঙ্গি মিশিয়ে সুরকে বা গানকে মূর্ত্ত ক'রে তোলা, চোখের চাহনী ও ভ্রুর ভঙ্গি দিয়ে সুরের জগৎকে জাগিয়ে তোলা ভারতীয় নাচের শোভা, ভারতীয় নাচেরই সৌন্দর্য্য।

ভারতীয় নাচের আসরে দর্শক চায় নর্ত্তকীর পায়ের তালের নৈপুণ্য ও যথার্থতা। বাজনার লয়ের সঙ্গে কখনো ধীর কখনো দ্রুত তালে নৃত্যচতুরার চরণ বিক্ষেপ, তার সাথে সমস্ত অবয়বে অবলীলতার যোজনা আর ভাবশীলতার সংমিশ্রণ, এই নিয়ে ভারত-নৃত্য পুষ্ট ও গঠিত। তাতে আছে আড়ি নাচের মাধুর্য্য, কোয়াড়ীর কৌশল ও অনাঘাতের সুষ্ঠু আঘাত। নূপুরে বেজে ওঠে মূর্চ্ছনা, জাগিয়ে তোলে সঙ্গীত, খেলে যায় কত তানের লহরী, আবার জাগিয়ে দেয় ঘুমিয়ে-পড়া নববধূর সুপ্তস্পন্দ জড়িত নিশ্বাসের মত মৃদু স্পন্দন। তাতে আছে উল্লাস, আছে আনন্দ, আবার আছে বিষাদ, আছে কান্না, আছে বিলোমপাদের গাম্ভীর্য্য এবং আছে দ্রুনের চপলতা। আবার নাচের যেমন সৌন্দর্য্যময় একটা দিক আছে তেমনি আবার বিভীষিকাময় আর একদিকও আছে। প্রখর সূর্য্যকরদগ্ধ দিবসের ঔজ্জ্বল্য আছে, আবার বিমল জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর স্নিগ্ধতাও আছে।

অন্যান্য সভ্যদেশের মত ভারতবর্ষেরও আদি মানব নাচের সৌন্দর্য্য

উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই তাঁরা তাঁদের বেদে পুরাণে নৃত্যকলাকে বেশ উচ্চ স্থানই দিয়ে গেছেন। বেদে দিবালোকের প্রথমাগতা উষাকে মূর্ত্তিমতী করেছেন আমাদের আদি পুরুষরা, নর্ত্তকীর বেশে। তারপরে বেদে, পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতেও নাচের যথেষ্ট পরিকল্পনা ক'রে গেছেন তাঁরা।

প্রথম নাচের নাকি সূচনা করেন মহাদেব। তাই তিনি নটনাথ বা নটরাজ। তাঁর চরণাঘাতে একদিন বিশ্বসংসার কম্পিত হয়েছিল, সে নাচ উদ্দাম, সে নাচ তাণ্ডব। মহাশক্তি কালীর রণোন্মাদভরা নাচে পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল এবং সেই নাচে ধমনীর প্রতি শিরায় শিরায় এমন শক্তি সঞ্চালিত হয়েছিল যাতে শত শত দুর্দ্দান্ত অসুরও একমাত্র সেই নৃত্যরতা নারীর হাতে ধ্বংস হয়েছিল। নারায়ণও স্বয়ং নৃত্য করতেন। নারদ ঋষি নাচ গান ও বাদ্যের দ্বারা ঈশ্বরকে সাধনা করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় "সঙ্গীত মকরন্দ" নামে বইখানি নাকি নারদঋষি সঙ্কলিত।

রামায়ণের যুগে নাচের আদর সর্ব্বত্র ছিল, নিজে রামচন্দ্রও নাকি নৃত্যগীত জানতেন ও সুন্দরীদের নৃত্যগীত উপভোগ করতেন। ভরতের নাচের আসরে তখন তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত বন্ধুরা সর্ব্বদা নৃত্যগীতাদির চর্চ্চা ক'রে সময় কাটাতেন; অন্তঃপুরের বধূরাও তাঁদের নৃত্যগীতে রামায়ণ মুখরিত ক'রে গেছেন, আজো রামায়ণের পাতায় নাট্যশালায় আমরা তাঁদের মধুর স্বরলহরী ও মঞ্জীরধ্বনি শুনতে পাই।

মহাভারতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ খুব নৃত্যগীতপ্রিয় ছিলেন। বালক বলরামের সঙ্গে কৃষ্ণের বাঁশীর সুর ও নাচের ধ্বনি এখনো ভারতবাসীকে মুগ্ধ ক'রে দেয়। কৃষ্ণ রাসলীলা করেছিলেন শুধু নৃত্যগীতামোদ উপভোগ করতে, শুধু সখী নিয়ে নাচা নয়, কৃষ্ণ-বলরামকে নিজে নিজের স্ত্রীদের সঙ্গেও নাচতে দেখা যায়। বলরাম ও রেবতী, কৃষ্ণ ও সত্যভামা, অর্জ্জুন ও সুভদ্রা সকলে একসঙ্গে নাচগান জলক্রীড়া ও নানারকম আমোদ-প্রমোদ করতেন। মহাভারতের যুগে গৃহস্থ আশ্রমে নৃত্যগীত সর্ব্বদা অনুমোদিত হ'ত। অর্জ্জুন স্বর্গে নৃত্যগীতবাদ্য শিক্ষা করেছিলেন ও বিরাট-রাজকুমারীদের রীতিমত নাচ শেখাতেন। সে যুগে সবখানেই নাচের প্রচলন ছিল ও নাট্যশালা গঠিত হয়েছিল দেখা যায়। বেহুলার সুন্দর নাচে দেবতারা পর্য্যন্ত তুষ্ট হয়ে তাঁর মৃত স্বামীকে জীবনদান করেছিলেন। রাজা শান্তনু গঙ্গার নৃত্যগীতে পরিতৃপ্ত হতেন। যাদবনারীরা সুভদ্রা প্রভৃতির সঙ্গে মিলে নাচগান করতেন। কথাসরিৎ-সাগরের রাজকুমারী মৃগবতী নাকি নৃত্যপটু ছিলেন।

ঋগ্বেদের নরনারীরা সর্ব্বদা নৃত্যগীত করতেন—এমন কি ভদ্র সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাও নৃত্যগীতকুশল ছিলেন। স্ত্রীপুরুষের একত্র নাচগান অপ্রচলিত ছিল না সে যুগে। রাসনৃত্য স্ত্রী-পুরুষের একত্র নাচ। আরো অন্যান্য সংস্কৃত বইয়ে পৌরাণিক যুগে নাচগানের উল্লেখ দেখা যায়।

ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা ও তিনি নাটকের জন্মদাতা। তাঁর "নাট্য-শাস্ত্রম" গ্রন্থে তিনি বলেন যে, নৃত্যগীতবাদ্য বেদমন্ত্রের সমান। সে সময়ে নাচের স্থান কত উচ্চে ছিল, দেবতাভোগ্য দেবপ্রিয় ললিতকলা এই নাচ হয়তো বা সেকালে কি অপরূপ সুন্দর ছিল! স্বর্গের অপ্সরী মেনকা, উর্ব্বশী, রম্ভার নৃত্যকৌশল আজও ভারতবাসীর অবিদিত নেই, কোন যুগে তারা তাদের নৃত্যপটু পায়ের তালে রস ঢেলে নেচেছিল যাতে দেবতারা পর্য্যন্ত চরিতার্থ হয়ে যেতেন। দেবতাবাঞ্ছিত এই অপ্সরীর দল কোন্ ভাগে কি ভঙ্গীতে নাচের আসর জমিয়ে তুলেছিল তা কি আজ কেউ ব'লে দিতে পারে?

বৌদ্ধযুগেও নাচের আসর সমান ছিল, কারণ সেই যুগের শিল্পীর আঁকা ছবিতে, পাথরে কাটা মূর্ত্তিতে যে নাচের ভঙ্গিগুলি আজও তাঁরা আমাদের কাছে ধরে দিয়ে গেছেন, তা এখন মানুষের কল্পনার সীমাতিক্রম করলেও তখনকার দিনে হয়তো বা খুব অনায়াসলব্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথের "নটীর পূজায়" বৌদ্ধযুগের নাচের আভাস পাওয়া যায়।

পরবর্ত্তী যুগে হিন্দুরা যথার্থ নাচতো ও এখনো গ্রামাঞ্চলে সে নাচের ক্ষীণ মিলিতপ্রায় রেশটা দেখা যায়। রাজপুতানার রাণী মীরাবাই গোবিন্দজীর মূর্ত্তির সামনে গান গেয়ে নাচতেন। পুরীর মন্দিরের দেবদাসীদের নৃত্যপ্রথা হয়তো কত যুগ আগে থেকে চলে এসেছে।

ক্রমশঃ

ডাকঘর

গিরিশ-স্মৃতি-সভা

গত সোমবার 'নাট্যমন্দিরে' গিরিশ-স্মৃতি-সভায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হইনি, কিন্তু সভা থেকে ফিরে এসেছি অনেকগুলো তথাকথিত ভদ্র শ্রোতার ভদ্র ব্যবহারের বিতৃষ্ণার স্মৃতি নিয়ে। এই সব ভদ্রশ্রোতার আবির্ভাবে সভা-সমিতিতে যোগদান করা বিশেষ বিপদজনক হোয়ে দাঁড়িয়েছে; শুধু সভাসমিতি বল্লেই সব বলা হবে না। এঁদের প্রভাব প্রতি রঙ্গালয়ের 'পিট্', বায়স্কোপের 'চার আনার সিট' থেকে আরম্ভ কোরে সাধারণ-জনসমষ্টির প্রতি স্থলে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।.....স্বীকার করি—সেদিনকার সভায় অনেক গুলি আবৃত্তি তত ভাল হয়নি, আর দু-এক জনের বক্তৃতাও বেশী বড় হোয়ে গেছলো, কিন্তু তাই ব'লে আবৃত্তিকারীদের ও বক্তাদের হাততালি দিয়ে বসিয়ে দেওয়াটা যে ভদ্রতার অঙ্গ এটা অবিশ্যি সেই সব ভদ্রবেশী শ্রোতা ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস কোরবে না। উপরন্তু তাঁদের ব্যবহার জানিয়ে দিচ্ছিল যে তাঁদের মনোভাব সভার আবহাওয়ার বাইরে। ঐ সভা আহূত হোয়েছিল গিরিশবাবুর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে—সে সভা থেকে দুটো মনোভাব আমাদের হৃদয় দখল কর্ত্তে পারে—প্রথম হচ্ছে—একটা গভীর দুঃখ, অত বড় লোককে আমাদের ভেতোর এখন না পাওয়ার জন্যে, দ্বিতীয় হচ্ছে—গর্ব্ব ও আনন্দ, গিরিশবাবুকে আমাদের বাংলা-মায়ের গৌরব পুত্ররূপে দেখে। এই দুটো মনোভাব ঐ সব বুদ্ধিমান ভদ্রশ্রোতা দেখিয়েছেন তাঁদের ঘন ঘন হাততালি ও উচ্চ কোলাহলের ভেতোর দিয়ে। তাঁদের মনোভাবজ্ঞাপনের ধারা অতি চমৎকার!

আর একটা জিনিষ বিশেষ কোরে, আমাদের চোখে ঠেকেছে। শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ শেঠমহাশয় তাঁহার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বোলেছেন যে, যদি বড় বড় বক্তৃতার বদলি গিরিশবাবুর নাটকের কিছু কিছু অংশ আবৃত্তি করা হয় তাহলে সভায় বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ থাকে না। এটা খুবই সত্য; মানুষকে বোঝা যায় যেমন তার কাজের ভেতোরে তেমনি গিরিশবাবুকে ভাল বোঝা যাবে তাঁর নাটকের ভেতোরে। বক্তৃতার দ্বারা সাধারণকে গিরিশবাবুর গ্রন্থরাজির সৌরভ যতটা দেওয়া যায় তার চেয়ে খুব বেশী দেয় এই আবৃত্তি—অবশ্য যদি সে আবৃত্তি আবৃত্তিই হয়, অন্য কিছু হয় না। সেদিনকার সভায় আবৃত্তি হোয়েছিল, কিন্তু যাঁরা আবৃত্তি কোরেছিলেন তাঁদের ভেতোর অনেকেই গিরিশ-নাটকের সৌরভ দেওয়ার বদলি বাইরে একটা অপ্রিয় আবহাওয়ার সৃষ্টি কোরেছিলেন—তাঁদের আবৃত্তি-কৌশলের অভাবের জন্যে। সেখানে অধ্যাপক মন্মথবাবু প্রভৃতি একনিষ্ঠ কলাসাধকেরা কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন যাঁরা বহুচেষ্টা কোরে প্রফুল্লতে দানীবাবু ও শিশিরবাবুকে একসঙ্গে নামিয়ে—অঘটনকে ঘটনায় পরিবর্ত্তন করালেন, সেই অসাধ্যসাধনকারীদের অধিনায়কত্বে আমরা আশা করেছিলুম যে, আবৃত্তির ভার পড়বে দানীবাবু, শিশিরবাবু প্রভৃতি নামজাদা অভিনেতাদের উপর। কিন্তু এঁরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এঁদের আবৃত্তি শোনার সৌভাগ্য স্বর্গে গিরিশের ও মর্ত্তে আমাদের ভাগ্যে হোল না। এ সৌভাগ্য না হওয়ার দরুণ কর্ম্মকর্ত্তাদের তত বেশী দোষ দিই না—কারণ যাঁদের নিয়ে আবৃত্তি হবে তাঁদেরই যদি ইচ্ছে না থাকে তাহলে কর্ত্তাদের বেশী দোষ দেব কি কোরে! আবৃত্তি শোনার ভাগ্য আমাদের তো হোলই না—এমন কি উপস্থিত খ্যাতনামা অভিনেতাদের সুচারু গর্ব্বোন্নত মুখমণ্ডল দর্শন করার সুখ থেকেও আমরা অনেকটা বঞ্চিত হয়েছি; কারণ তাঁদের ভেতোর কেউ কেউ সভা শেষ হবার আগেই সভাস্থল পরিত্যাগ কোরেছিলেন। তবে মুখ রেখেছিলেন ক্ষেত্রমোহন বাবু। অভিনেতাদের উচিত ছিল নিজে থেকেই নাট্যসম্রাটকে তাঁদের অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা জানান, নিজেদের অভিনয়-কলা-বিদ্যার দ্বারা যেমন Anatole Franceএর 'juggler' জানিয়েছিল তার শ্রদ্ধা Slaryর কাছে, jugglery বিদ্যার দ্বারা। এ সব ভক্তি-শ্রদ্ধার ধার ধারেন না—আমাদের অভিনেতারা, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে কষ্ট স্বীকার কোরে সভায় উপস্থিত ছিলেন—তা কম কি বেশী সময়ের জন্যেই হোক—এজন্যেই তাঁদের শত ধন্যবাদ দি।

শ্রীমণিলাল দত্ত

প্রাণহীন জড় বীণা খাঁ-সাহেবের হাতের ছোঁয়ায় যখন বেঁচে ওঠে, কথা কয়, তখন বেশ বুঝতে পারি মানুষের প্রাণের দরদই তাকে জাগিয়ে তুলেছে! আর কী তার সেই কথা! মিলনের রূপকথা, বিরহের রূপকথা, অশ্রু ও হাসির রূপকথা! কখনো কখনো তার ভাষা বুঝতে পারি না—কিন্তু তার সেই রহস্যময় ভাবটুকুও আরো মধুর লাগে। "কাণের ভিতর দিয়ে মরমে প'শে" সে বীণাধ্বনি মানসসুন্দরীদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, মনোপথে তখন বেজে বেজে ওঠে চঞ্চলাদের নূপুর-নিক্কন, প্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছন্দে ছন্দে নেচে নেচে লীলায়িত হয়ে যায় রূপসীদের নয়নবাসিনী বিজলী-বালিকারা এবং তাদের রূপের কিরণ আমাদের দেখিয়ে দেয় সুরলোকে আলো কোথায় ছায়ার মিলন প্রার্থনা করছে এবং ছায়া কোথায় আলোর উদ্দেশে অভিসারে চলেছে! ও-বীণাধ্বনিতে ফুলপরীদের ঘুমের স্বপন মাখানো আছে, ও-ধ্বনির জগতে কত কবি চাঁদ নিয়ে খেলা করে, কত চিত্রকর শত রঙের মালা গাঁথে, কত প্রাস্থিতেলেস মর্ম্মরের শুভ্রতা ছেঁকে নিয়ে ভেনাসের মূর্ত্তি গড়ে!… … …সত্যি বলছি, স্বরদে খাঁ সাহেবের জুড়ী ভারতে আর দ্বিতীয় নেই।

•

ভালো বাজনা শুনলেই মনের চোখে তরুণীদের নাচ ও দেহের ছন্দ দেখতে পাই। এবং এইটেই বোধ হয় স্বাভাবিক। কারণ বেটোফেনের (Beethoven) কথা নিয়ে আলোচনা করতে ব'সে, আর্থার সিমন্স দেখিয়েছেন, যন্ত্রসঙ্গীতের উৎপত্তি হচ্ছে নৃত্যের মধ্যেই। এবং আনা পাবলোভার নাচ দেখবার সময়েও আমরা বুঝেছি, নাচের আত্মা হচ্ছে যন্ত্রসঙ্গীত অথবা যন্ত্রসঙ্গীতের আত্মা হচ্ছে নৃত্য! কারণ যন্ত্রসঙ্গীত ব্যাখ্যা করে নাচকে, আর নাচ ব্যাখ্যা করে যন্ত্রসঙ্গীতকে।

•

ভাগ্‌নর (Wagner) তাঁর "The Art-work of the Future"এ দেখিয়েছেন, আর্ট হচ্ছে মানুষের expression—যেমন প্রকৃতির expression হচ্ছে মানুষ। এবং "Only from Life, from which alone can even the need for her grow up, can Art obtain her matter and her form; but where Life is modelled upon fashion, Art can never fashion anything from Life." আমাদের এই ফ্যাসানপ্রধান লজ্জাহীন যুগের art-trafficএর সঙ্গে খাঁ-সাহেবের বীণার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই—তা শুধু মানুষের expression ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি হাল-ফ্যাসানের বাজিয়ে নন ব'লেই হয়তো কলকাতা তাঁকে মর্য্যাদা দিতে পারে না এবং তিনিও তাই প্রকৃত কলাবিদের মতন নীরবে এই অতি-প্রাচীন বয়সেও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন! হালফ্যাসানের বাজিয়ে হ'লে জীবনের ভিতর থেকে তিনি কিছু গঠন করতে পারতেন না বটে, কিন্তু বাগানবাড়ীর ও বড়লোকের বৈঠক জমিয়ে আজ ধনীর দুলাল ধনী হ'তে পারতেন, এমন ক'রে শূন্য-উদরের আর্ত্তনাদ শুনতে শুনতে তাঁকে আর বীণাকে হাসাতে হ'ত না।

•

খাঁসাহেব হচ্ছেন অমর 'ব্যাঞ্জো'-বাদক স্বর্গীয় ককুভ খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এক সময়ে তাঁরা দুই ভ্রাতায় য়ুরোপ জয় ক'রে এসেছিলেন। লোকের মুখে শুনেছি, কালা-আদমি এমন সঙ্গীত সৃষ্টি করতে পারে দেখে য়ুরোপের সাদা মানুষগুলি নাকি অত্যন্ত চমকে গিয়েছিল। তাঁর বাজাবার কায়দা ও আঙুলের ক্ষিপ্রতা তাদের এতটা অবাক করেছিল যে, স্বচক্ষে তাঁকে না দেখলে তারা নাকি তাঁর শক্তির কথা বিশ্বাসই করতে পারত না!

•

সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে খাঁ-সাহেবের জ্ঞান কতটা অসাধারণ, অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞেরাই তার পরিচয় দিতে পারবেন। কৃষ্ণচন্দ্র নিজেও কিছুদিন খাঁসাহেবের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। আসল কথা হচ্ছে, খাঁসাহেবের মতন গুণী আজ য়ুরোপে জন্মগ্রহণ করলে লক্ষপতি হ'তে পারতেন এবং আমারও পক্ষে কলমের সাহায্যে তাঁর পরিচয় দেবার চেষ্টা হ'ত বাতি জ্বেলে চাঁদ দেখানোর প্রয়াসের মতন অনর্থক।

•

আগামী ৪ঠা, ৫ই, ৬ই, ৭ই ও ৮ই এপ্রিল তারিখে, য়ুনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্যোগে পঞ্চম বার্ষিক "Inter-College" সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হবে। প্রতিযোগিতার বিষয় হচ্ছে (১) ধ্রুপদ, (২) খেয়াল, (৩) ঠুংরী, (৪) টপ্পা (৫) একেলে বাংলা গান, কীর্ত্তন ও বাউল, এবং যন্ত্রসঙ্গীত-বিভাগে (১) সেতার, (২) এসরাজ ও বাঁশের বাঁশী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সমস্ত কলেজেরই ছাত্রগণ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন। প্রবেশিকার জন্য মূল্য দিতে হবে না, অথচ পুরস্কারের সংখ্যা অনেক।

•

মিনার্ভার অন্ধগায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে আমাদের এই চিঠিখানি লিখেছেন: "সবিনয় নিবেদন, স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে আপনারা গত সংখ্যার "নাচঘরে" লিখিয়াছেন, "যে-সকল সঙ্গীতশিক্ষক তাঁর উপদেশ অনুসারে কাজ করবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁরাই বলতে পারবেন যে, তাঁর সাহায্যে রঙ্গালয়ের প্রত্যেক গানটি সাধারণত্ব পরিহার ক'রে কতটা অপূর্ব্ব ও উপভোগ্য হয়ে উঠত" প্রভৃতি।—আপনাদের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নাট্যমন্দিরে মণিলালবাবুর সাহচর্য্য লাভ করিয়াই আমি সর্ব্বপ্রথমে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম যে, বৈঠকী গীতের সহিত থিয়েটারী সঙ্গীতের প্রধান প্রভেদ কোন্‌খানে এবং গানে কিরূপ ভাবে সুর দিলে dramatic actionএর বিকাশ দেখানো যায়। ইহা ভিন্ন রঙ্গালয় সম্বন্ধে আরো কত

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।
ন্যা[illegible]াল হারমোনিয়ম কোং
এ, লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি:—

২১নং পাঁচুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

জ্ঞান যে আমি তাঁহার নিকট হইতে অর্জ্জন করিয়াছি তাহা আর বলা যায় না। তাঁহার শক্তি আমাকে বিস্মিত করিত। বলিতে কি, আজ যদি থিয়েটারে আমি কিঞ্চিৎ সুনাম অর্জ্জন করিয়া থাকি, তবে তাহার জন্য প্রধানতঃ আমি মণিলালবাবুর নিকটেই ঋণী। আশা ছিল, ভবিষ্যতে তাঁহার নিকটে অধিকতর ঋণী হইতে পারিব। কিন্তু আমার সে আশা বিফল করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, এ দুঃখ প্রকাশ করিবার ভাষা কোথায়? তাঁহার ন্যায় স্বার্থহীন উপকারী বন্ধু বোধ হয় বঙ্গ-রঙ্গালয় আর কখনো পাইবে না। ইতি।"

*

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে প্রবীণ সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে ঢাকুরিয়া পরিচালক লাইব্রেরীর সভ্যগণের উদ্যোগে এক সংবর্দ্ধনা-সভার আয়োজন হয়েছিল। সভায় বহু গণ্যমান্য সাহিত্য-সেবক উপস্থিত ছিলেন। শিল্পী শ্রীযুক্ত শিবপদ ভৌমিক জলধরবাবুর একটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি গ'ড়ে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। সভায় "নাচঘরের" অন্যতম সম্পাদকের রচিত যে গানটি গাওয়া হয়েছিল, তা স্থানান্তরে প্রকাশিত হ'ল।

*

কয়েকজন সংবাদদাতা জানিয়েছেন, "পথের শেষে" নাটকে নির্ম্মলেন্দুর শোকপূর্ণ অভিনয় দেখতে দেখতে গত সপ্তাহে 'মনোমোহনে'র এক দর্শক নাকি অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। শুনেছি, এর আগে ওখানকার মেয়ে-আসনেও নাকি এইরকম একটা বিভ্রাট ঘটেছে। আর্টের দুঃখও উপভোগ্য —নইলে ট্যাক্সের কড়ি ফেলে লোকে অভিনয় দেখতে যেত না। আর্টকে যাঁরা আর্টের মতন গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁরা রঙ্গালয়ে যান কেন?

*

দুজন পত্রপ্রেরক জানতে চেয়েছেন, "ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেটে"র নূতন ছবি "বিচারকে'র খবর কি? আমরা শুনেছি, ছবিখানির কাজ একরকম শেষ হয়েছে। শীঘ্রই তা দেখানো হবে। শরৎবাবুর "বিজয়া"র খবরও তাঁরা চান। কিন্তু সে-বিষয়ে আমরাও বিশেষ-কিছু জানি না। তবে নাট্যমন্দিরে "বিজয়া"র দেখা পাওয়াও অসম্ভব নয়।

*

শুনছি মিনার্ভার "জাতিচ্যুত"-প্রণেতার যে নূতন গীতিনাট্যখানি শীঘ্রই অভিনীত হবার কথা ছিল, তার পালা আরো পিছিয়ে গেল। তার বদলে সেখানে নাকি "সুভদ্রাহরণ" অভিনীত হবে। সেখানি নাটক কি গীতিনাট্য তা আমরা জানি না। তবে মিনার্ভায় "সুভদ্রাহরণ" ও মনোমোহনে "কর্ম্মবীর" —বরদাবাবু দেখছি এবার জুড়ি চালাবেন!

*



শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায়, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুশীলা-সুন্দরী ও শ্রীমতী ননীবালা (ওয়া) প্রভৃতি অভিনেতৃগণের সম্মিলনে যে "রাধিকা-নন্দ-সম্প্রদায়" গ'ড়ে উঠেছে, অনেক বাধা-বিঘ্নের ফাঁড়া এড়িয়ে সেই সম্প্রদায় গত বৃহস্পতিবারে 'আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে' "পাণ্ডবগৌরব" নিয়ে দেখা দিয়েছেন।

*

রাধিকানন্দের আর নূতন পরিচয় বেশী কি দেব? শিশিরকুমার প্রথম যখন কর্ণ-ওয়ালিস থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন নবযুগের উদ্বোধনের শঙ্খধ্বনির মধ্যেই শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে রাধিকানন্দ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম রঙ্গাবতরণ করেন। তাঁর অধিকতর বিখ্যাত ভূমিকাগুলির নাম—যত দূর মনে পড়ে—হচ্ছে; আণ্টিগোনাস, কেলো, নাদির সাহ, প্যালারাম, মিঃ সিং, শকুনি, মিঃ নন্দী, বিপিন, শিশুপাল, মেশোমশাই (গৃহদাহে) ও ঔরংজীব প্রভৃতি। হাস্য ও করুণ রসে তাঁর সমান দক্ষতা। এবং ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মানুষগুলিকে তাঁর মতন ক'রে এখন আর কোন বাঙালী নটই ফোটাতে পারেন না। রাধিকানন্দের ভঙ্গিও সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব।

*



কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায় হচ্ছেন শ্রীহট্টের বিখ্যাত ভূম্যধিকারী। তাঁর নট-জীবনের কথা আমরা বেশী জানিনা, তবে শুনেছি, তিনি আজীবন নটচর্য্যা ক'রে আসছেন। শ্রীহট্টে তাঁর নিজের স্থাপিত রঙ্গালয় আছে। সেখানে আজ পর্য্যন্ত অগুন্তি ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছেন—এবং তিনি একাধারে সেই রঙ্গালয়ের অভিনয়-শিক্ষক, নৃত্যশিক্ষক ও সঙ্গীতশিক্ষক। অভিনয়ে তিনি পুরাতন পদ্ধতিরই পক্ষপাতী।

*



শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীর নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। নটী-সমাজে তিনি নিজের অভিনয়-প্রতিভায় বিশেষ একটি স্থান অধিকার করতে পেরেছেন। এ-যুগে তাঁর মতন পরিপূর্ণ কণ্ঠস্বর আর কোন অভিনেত্রীর নেই। গম্ভীর রসের অভিনয়ে তাঁর যোগ্যতার কথা বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে বরাবর লেখা থাকবে।

*

"পাণ্ডব-গৌরব" পুরাতন নাটক। বর্ত্তমান যুগে তার ভিতরে আর নূতন প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব নয় বোধ হয়। "রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ে"র "পাণ্ডব-গৌরবে"র কথা নিয়ে আমরা আসছে বারে আলোচনা করব।

নূতন বই

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১। নূতন বউ ২। বিলাসিনী

মূল্য—১৸০ আনা ১৷০ আনা

এন্, এম্, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং

১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭১ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সংঘে তৈরী দই ও রাবড়ি—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে।

সুলভতায় অতুলনীয়!

মেয়র বলেন "কলিকাতার অধিবাসীগণ সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সূটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী, মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

ও স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্রের আয়োজন করিয়াছি। অন্য স্থান হইতে কিনিবার পূর্ব্বে এক বার দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি]

শনিবার ৯ই চৈত্র, রাত্রি ৭ টায়

১। জলধরবাবুর হাসিরাশি মাখা অপূর্ব্ব নক্সা

ত্রিমূর্ত্তি

২। সর্ব্বজন প্রশংসিত পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

রবিবার ১০ই চৈত্র ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। বাঙ্গলার একমাত্র সময়োপযোগী নাটক

জাতিচ্যুত

২। কিন্নরী

হাঁদুবাবু, কার্ত্তিকবাবু, প্রভাতবাবু, শরৎবাবু, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক), ভূমেন রায়, (এমেচার), শ্রীমতী আঙ্গুরবালা ও শ্রীমতী শশিমুখী প্রভৃতি সকলে উভয় দিনই স্বীয় স্বীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে. মিত্র, বি, এ, প্রোপ্রাইটর

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ৯ই চৈত্র, রাত্রি ৭॥০ টায়

পরদিন রবিবার, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক

দিগ্বিজয়ী

(মহাসমারোহে ৩১ ও ৩২ অভিনয় রজনী)

নায়কের ভূমিকায় — শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

আলি আকবর—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

সালেবেগ—শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী

আমেদ খাঁ—শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী

রেজাকুলী—শ্রীজীতেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

ফির্জ্জামেহেদী—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী (এমেচার)

সাদৎ আলি—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

জ্যোতিষী—শ্রীপ্রদোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভাতনারী— শ্রীমতী কঙ্কাবতী

সিরাজী বেগম—শ্রীমতী প্রভা

সিতারা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

এখন হইতে টিকি বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
চিত্রালী কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

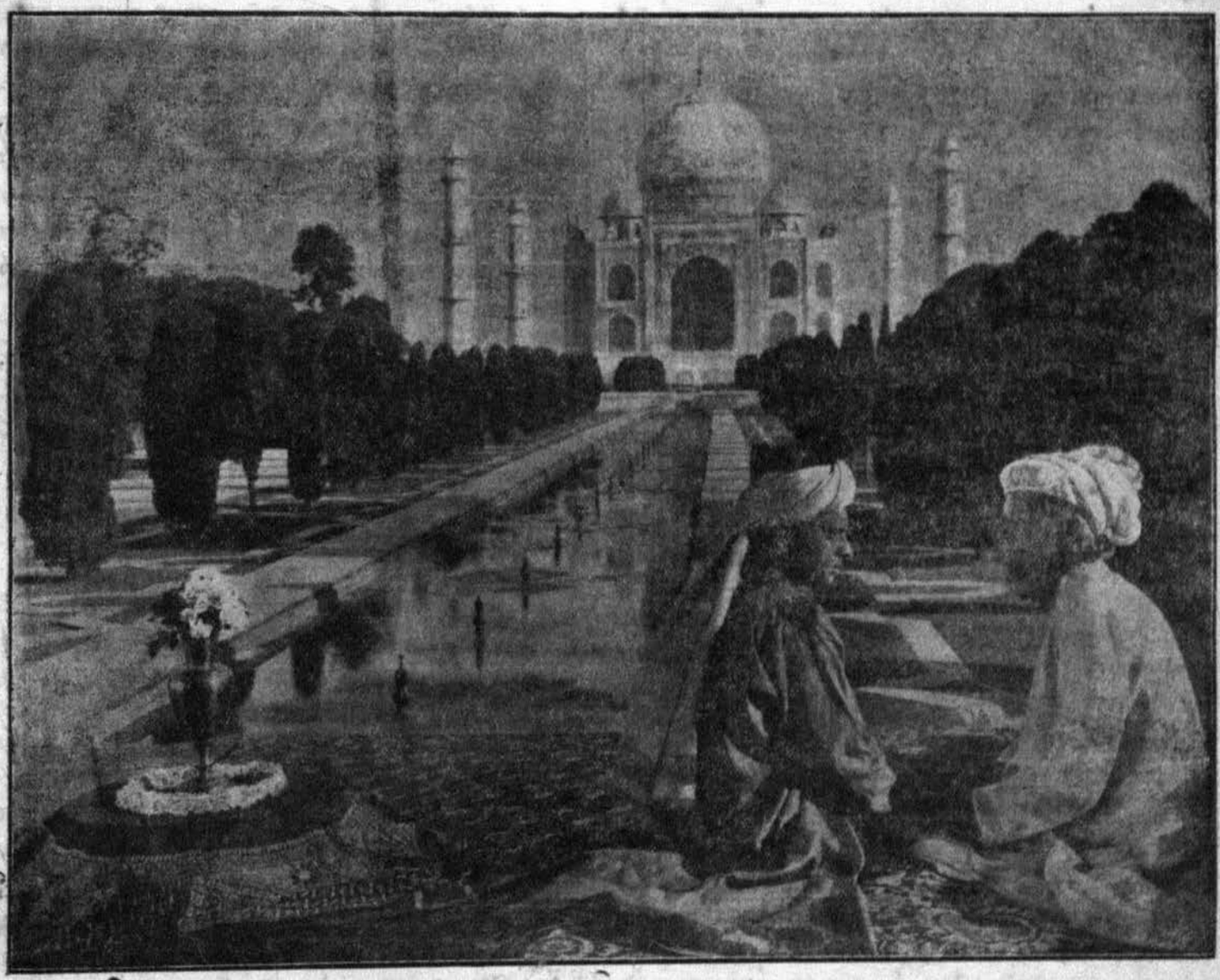
পোড়ঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৪১শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৫ই চৈত্র
১৩৩৫



"সিরাজ" চিত্র নাট্যে—শ্রীহিমাংশু রায় ও শ্রীচারু রায়

নাট্যজগৎ

বরাবর আর্টের সেবা ক'রে আসছি। আর্টিষ্ট হ'তে পারিনি হয়তো, আর্টের প্রতি ভালোবাসার অভাব কিন্তু হয় নি।

•

আর্টিষ্টকেও তাই ভালোবাসি। গায়ক, কবি, স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রকর, নৃত্যকর ও অভিনেতা—এঁরা সবাই ললিতকলার সাধক, আর্টিষ্ট। এঁদের একজনের চেয়ে আর-একজনকে বেশী ভালোবাসি না।

•

সৌভাগ্যক্রমে বাংলা দেশে ললিতকলার প্রত্যেক বিভাগে যাঁদের আসন পুরোভাগে, তাঁদের প্রায় সকলকার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। নিজেদের শক্তির বড়াই করবার শক্তি নেই বটে, কিন্তু এই-সব শক্তিধরের বন্ধুত্ব লাভ ক'রে আমরা সত্যসত্যই গর্ব্বিত।

•

IMPERIAL

ঢের বড়লোক, রাজা-মহারাজার সঙ্গে আলাপ আছে। তাঁদের সেবা করলে এতদিনে হয়তো বেশ গুছিয়ে নিতে পারতুম—কিন্তু সে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আজও হয় নি। তবে কখনো কোন দীন বা ধনী কলাবিদের সেবার সুযোগ ত্যাগ করেছি ব'লে স্মরণ হয় না। কারণ বড়লোকের সেবাকে বলে দাসত্ব, আর বড় মানুষের সেবাকে বলে মনুষ্যত্ব। শিল্পীরা বড়লোক নন, বড় মানুষ।

•

যাঁদের কলাবিদ ব'লে মানি, তাঁদের আমরা নম্বর মেরে চিনি না। অমুক কলাবিদ এক নম্বরের, অতএব তিনি সব চেয়ে বেশী সুখ্যাতি পাবার যোগ্য। অমুক কলাবিদ দুই নম্বরের, অতএব এক নম্বরের চেয়ে তাঁর দাম কম হওয়া উচিত। এ-রকম ক'রে দোকান-ঘরে সাজানো জিনিষের মূল্য স্থির করা চলে, কিন্তু বড়বাজার তো ললিতকলার ক্ষেত্র নয়!

•

সত্য কলাবিদ মাত্রই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র—তাঁদের প্রতিভা ও শক্তির তারতম্য থাকলেও। কারণ বড় হোন, মেজো হোন, ছোট হোন,—তাঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক। তাঁরা সকলেই যথাসাধ্য আনন্দ বিতরণ করতে চান। এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যেই আমরা তাঁদের সম্মান করতে বাধ্য।

•

বাংলা রঙ্গালয়ের যে-সব অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে সত্য কলাবিদ ব'লে জানি, তাঁদেরও আমরা সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে থাকি এবং আমাদের এই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পেলে কখনো তার অপব্যবহার করি না। হয়তো তিনি শিশিরকুমার, হয়তো তিনি রাধিকানন্দ বা নির্ম্মলেন্দু বা অহীন্দ্র! আজ হয়তো একজনের কথাই বেশী ক'রে বলছি, কাল হয়তো আর একজনের কথা বলব, পরশু হয়তো আর একজনের কথা বলব। যখন যাঁর কথা বলা দরকার, তখন তাঁকে নিয়েই আমরা আলোচনা করি। এই সাময়িক প্রাধান্যই প্রমাণিত করে, "নাচঘর" কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষের মুখপত্র নয়।

•

কিন্তু বাংলা দেশে যাঁরা নাকি অতি-বড় বুদ্ধিমান, তাঁরা আমাদের এই সাময়িক পক্ষপাতিতার ভিতরে হয়তো আসল নিরপেক্ষতা আবিষ্কার করতে পারেন না। তাঁরা অমনি অতি-বুদ্ধির জোরে আমাদের কখনো শিশিরকুমারের, কখনো নির্ম্মলেন্দুর, আবার কখনো বা রাধিকানন্দের দলের লোক ব'লে জাহির করতে ব্যস্ত হন। এ ব্যস্ততা হাস্যকর। এবং এ ব্যস্ততা ছোট মনের পরিচয় দেয়।

•

আমরা কোন দলের নই। আমরা নিজেদের মত ব্যক্ত করবার স্বাধীনতা হারাতে চাই না। আমরা সকল কলাবিদের বন্ধু। আমরা সকলকেই সাহায্য করতে ইচ্ছুক। প্রশংসা করা অপরাধও নয়, মোসাহেবিও নয়।

•

সময়ে সময়ে কোন কোন কলাবিদকে প্রশংসা করতে পারি না—সমালোচনার খাতিরে। কর্ত্তব্যের মুখ চেয়ে যাঁদের প্রশংসা করতে পারি না তাঁরা জানেন না যে, আমরা ভালো বলতে পারি নি ব'লে তাঁদের মনে যেটুকু ব্যথা লাগে, প্রশংসা করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদেরও মনের কষ্ট তার চেয়ে বড় কম হয় না। কিন্তু এ-সব কথা সরল প্রাণে বিশ্বাস করবে কে? দুনিয়ার মাটির ধুলোয় একেলে মানুষের প্রাণ ময়লা হয়ে গেছে। আমাদের সত্য আত্মনিবেদনও তাই সন্দেহের অতীত নয়।

•

ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের জন্যে যদি কোন কলাবিদের আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি, অতি-বুদ্ধিমানেরা অমনি ভেবে বসেন যে, আমরা হুন খাচ্ছি গুণ গাইবার জন্যে। এই অতিবুদ্ধিমানগণ নিজেরা হুন না খেয়ে গুণ গান না, কাজেই আমাদেরও মনে মনে দলে টেনে, প্রকাশ্যে তা ব্যক্ত ক'রে ভারি সোয়াস্তি পান। কিন্তু তাঁরা জেনে রাখুন, তাঁদের কেনা সংজ্ঞ বটে, আমরা বিক্রীত হই না। অন্ততঃ আজও হইনি।

•

টাকা পেলে যাঁরা বিবেক হারান, "নাচঘরে"র কোন সম্পাদকই তাঁদের দলে নয়। প্রমাণ? "নাচঘরে"র এক সম্পাদকের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা এবং আর এক সম্পাদক কমলার বরপুত্র নয় বটে, কিন্তু এক পয়সা মাহিনা না নিয়ে দীর্ঘকাল কলাবিদের সেবা করছে। নানা কারণে কথাটা প্রকাশ করতে বাধ্য হলুম। সাহিত্যসেবক নয়—সাহিত্যবণিকদের জঘন্য ব্যবহারে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছি!

•

এই সাহিত্যবণিকরা বিশ্বাস করতে পারে না যে, টাকার মায়া ছেড়ে আমরা "নাচঘর" চালাচ্ছি—কেবল নাট্যকলার উন্নতি দেখবারই আশায়। আমাদের প্রধান দোষ, কলাবিদকে আমরা গালাগালি দিতে পারি না। (যদিও আমরা যথাস্থানে দোষও দেখিয়ে দি, কিন্তু গালাগালি না দিলে এদেশে নাকি দোষ দেখানো হয় না!) কলাবিদকে প্রশংসা করতে পেলে সত্যসত্যই আমরা বর্ত্তে যাই। এবং এ-কথাও অস্বীকার করছি না যে, সময়ে সময়ে আমরা অত্যুক্তিও হয়তো ক'রে ফেলি—যদি সে অত্যুক্তি আর্টের উন্নতির কারণ হয়! কলাবিদের সঙ্গে যার সহানুভূতি নেই, সে আর্টের বিচারক হবার দাবি করতে পারে না। এবং অত্যুক্তি বাঞ্ছনীয় না হ'লেও সহানুভূতির অভাব প্রকাশ করে না।

•

মাঝে মাঝে মনে এমন আঘাত লাগে যে, ইচ্ছা হয় "নাচঘর" তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই—কাজ কি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে? কিন্তু সাহিত্য-বণিকদের কবলগত কলাবিদদের অসহায় অবস্থা দেখে সে ইচ্ছা আর কার্য্যে পরিণত করতে পারি না। কারণ গোড়াতেই বলেছি, নিজেরা 'আর্টিষ্ট' না হ'লেও 'আর্টিষ্টে'দের ভালোবাসি—কায়মনোপ্রাণে তাঁদের সাহায্য করবার সুযোগই আমরা অন্বেষণ করি।

•

বহু পত্র-পত্রিকার সম্পাদক সুলেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ে অভিনীত "পাণ্ডবগৌরবে"র একটি সমালোচনা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই লেখাটিই স্থানান্তরে প্রকাশিত হ'ল। তার উপরেও আর সম্পাদকীয় মন্তব্য অনাবশ্যক।

•

নাট্যমন্দিরে দোলপূর্ণিমার উৎসব হয়ে গেল। এই দিনটির স্মৃতি বড় মিষ্টি। এবং এই দিনটি বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসেও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ এই দিনেই নবযুগের শঙ্খ সর্ব্বপ্রথমে স্বাধীন স্বরে বেজে উঠেছিল! ..... মনে পড়ে, কয়েকজন তরুণ শিল্পী—তাঁদের কেউ নট, কেউ কবি, কেউ চিত্রকর, কেউ গায়ক ও কেউ বা রূপদক্ষ—এই দিনটিকে সফল করবার জন্যে কি বিপুল উৎসাহে এক-আত্মায় পরিণত হয়েছিলেন! তাঁদের একত্র করেছিল রজতমুদ্রার সঙ্গীত নয়—কলালক্ষ্মীর স্নেহসরস আহ্বান! তাঁরা কেউ ধনী ছিলেন না, তাঁদের সম্পদ ছিল শুধু ভাষা, ছন্দ, সুর, রূপ, রং আর রেখা! তাঁরা চেয়েছিলেন খালি কলালক্ষ্মীর চরণপদ্ম বিকসিত করতে। তাঁদের কারুর উপরে কোন হুকুম করবার লোক ছিল না—কিন্তু তাঁদের ধ্যান-ধারণা, তাঁদের আদর্শ, তাঁদের সহানুভূতি ছিল এক—জাগরণে শয়নে স্বপনে! তার ফলেই চারিদিকে প্রবল বিপক্ষের আক্রমণের ভিতরেও "নাট্যমন্দিরে"র জন্ম ব্যর্থ হয় নি।

•

আশা করছি, সময় ও অভ্যাসের গুণে কলিকাতার পারিপার্শ্বিকও তাঁর অভিনয়-সৌষ্ঠবের হানি করতে পারবে না;—কারণ তাঁর মধ্যে অভিনয়ের শক্তি ও উপাদানের অভাব নেই।

রাধিকানন্দ নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা। তাঁর গলা বিশেষ ভেঙ্গে গিয়েছিল—তবু স্বাভাবিকতায় ও চাতুর্য্যে তাঁর অভিনয় যতটা সম্ভব চমৎকার হয়েছিল—ভাঙ্গা কণ্ঠের আওয়াজও শেষের আসন থেকে বেশ শোনা গিয়েছিল। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যে-ভাবে তিনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করছিলেন, তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর পাকা হাতের ছাপ পেয়েছি—কারণ তাঁর অবস্থায় পড়লে অনেক প্রতিভাশালী অভিনেতাও হাস্যাস্পদ হতেন। রাধিকানন্দের বিশেষ বাহাদুরী আছে!

বলরামের অংশ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বসু এম-এস-সি করেছিলেন। এঁর অভিনয়-ভঙ্গী ভাল মনে হোল, বোধ হয় এ পথে ইনি নূতন ব্রতী, সাধনা থাকলে কালে এপথে ইহাঁর নাম হওয়া সম্ভব।

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "দণ্ডী" তাঁর সুনাম রক্ষা করেছে। দণ্ডীর আকৃতি, কণ্ঠস্বর ও অভিনয়-ভঙ্গি সকলকেই আকৃষ্ট করতে পেরেছিল।

"পাণ্ডবগৌরবের" ভূমিকালিপি সুদীর্ঘ। তাই ইচ্ছাসত্ত্বেও স্থানাভাবের জন্য সকল অভিনেতাকে নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়—যদিও অধিকাংশ নূতন অভিনেতার ভিতরে আমরা ব্যক্তিগত শক্তির পরিচয় পেয়েছি।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাসের "ভীষ্ম", শ্রীযুক্ত পশুপতি সামন্তের "অর্জ্জুন", শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর "দুর্য্যোধন", শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মিত্রের "কঞ্চুকী"ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বিশ্বাসের "মহাদেব" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রত্যেকেই সুন্দর অভিনয় করেছেন। "শকুনির"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাহা, "কর্ণের" ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর ঘোষ, যুধিষ্ঠিরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী ও "সাত্যকি"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ও মন্দ অভিনয় করেন নি। শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকান্ত মালাকারের "ঘেসেড়া"র নাচ ও অভিনয় এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গাঙ্গুলীর গানও বেশ।

"সুভদ্রা"র ভূমিকায় শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী ইতঃপূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে বেশী কথা বলবার আবশ্যকতা নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ভরাট কণ্ঠস্বরে, আবৃত্তি-ভঙ্গিতে ও ভাব-বৈচিত্র্যে তাঁর অভিনয় হয়েছিল, পরম উপভোগ্য। শ্রীমতী ননিবালার "দ্রৌপদী" চলনসৈ। "রুক্মিণী" ও "উত্তরা"কে ভালো লাগল না। "ঘেসেড়ানী" মাঝামাঝি একরকম। "কুন্তী" প্রাণহীন এবং "উর্ব্বশী"ও তাই,—প্রথম দিকটায় গান ঠায় লয়ে ফিরে-ফিরতি গাইতে গিয়ে অভিনয়-সৌন্দর্য্য একেবারেই হত্যা করা হয়েছিল।

নাচগানে একটু নূতনত্ব দেবার চেষ্টা হয়েছে বোঝা গেল। কোন কোন নাচ যেমন ভালো হয়েছে, তেমনি কোন-কোনটি না দেখলেও দুঃখিত হতুম না। এ সম্বন্ধে দুটো কথা বলবার আছে—থিয়েটারে অত ঠায় লয়ের গান বা নাচ লোকে পছন্দ করে না, আর পাণ্ডবগৌরব বইয়ে নাচগানের চেয়ে অভিনয়াংশ প্রবল। কাজেই নাচগানে অত ঠায় থাকার দরুণ অভিনয়ের সৌন্দর্য্য অনেক হানি হয়েছে—play জমতে পারে নাই।

নাটকের পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ সুন্দর হয়েছিল। অস্থায়ী অভিনয়ে দামী পোষাকের এমন বাহার প্রায়ই দেখা যায় না। সাজপোষাকের আড়ম্বর দেখেই বোঝা গেল, কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায় অর্থব্যয় করেছেন অকাতরে, মুক্তহস্তে। শ্রীকৃষ্ণের ঘুম-ভাঙ্গানো প্রভৃতি দৃশ্যের সজ্জাও ভাল হয়েছিল—নাচগান ও-জায়গায়ও একটু সংক্ষিপ্ত ক'রে জলদে চালালে ভাল হোতো।

রাধিকানন্দের এই দ্বিতীয় অভিযানে আর একটি বিষয় চোখে বেজেছে, সহযোগী অভিনেতৃদের মধ্যে যোগাযোগের একান্ত অভাব। ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেরই অভিনয় খারাপ না হ'লেও পরস্পরের অভিনয়ে তা পরিপূর্ণ রূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে সমগ্র অভিনয়টাকে উচিতমত সৌন্দর্য্য দিতে পারে নাই এবং প্রধানতঃ এই ত্রুটীর জন্যই পাণ্ডব-গৌরব সমগ্রভাবে অনেক স্থানেই জমে উঠতে পারে নাই।

অভিনয়-ধারাও এক এক জনের মধ্যে এক এক ভাবে চলেছিল—যেন কেউ কারো জন্যে দায়ী নয়। এ অবস্থা নবীন সম্প্রদায়ের পক্ষে আশাপ্রদ নয়। রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের হাওবিলে লেখা দেখলুম নবযুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক রাধিকাবাবু ও বিখ্যাত নাট্যকলাবিদ্ কুমার গোপিকারমণের সম্মিলিত প্রয়োগ-নৈপুণ্যে এই অভিনয় সুবিচিত্র ও বিস্ময়কর হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রয়োগ-নৈপুণ্যের নমুনা বিশেষ বিচিত্র বা বিস্ময়কর হয়েছে ব'লে মনে হ'ল না—অবশ্য স্থানে স্থানে প্রয়োগকৌশল প্রকাশের চেষ্টা যে একেবারে দেখিনি, তাও বলছি না। এবং একদিনের জন্যে কোন সম্প্রদায়কে পরের 'ষ্টেজে' গিয়ে দাঁড়াতে গেলে যে প্রয়োগকর্ত্তার অধিকাংশ কল্পনাই কার্য্যে পরিণত হবার সুযোগ পায় না তাও অস্বীকার করছি না। রাধিকানন্দ ও কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ নিজেরাই হয়তো ব্যবস্থা দেখে খুসি হন নি, নানা অজানা ও অচিন্তিত বাধায় তাঁদের কলাকুশলতা হয়ত আহত হয়ে পড়েছিল। এজন্যে তাঁদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছি।

এ যুগে একটা নাট্য সম্প্রদায়কে খোরাক জুগিয়ে বাঁচিয়ে রেখে তাকে রসে রূপে গ'ড়ে তোলা সহজসাধ্য নয়—বিশেষ কলানৈপুণ্য দেখিয়ে লোককে এ দিকে আকৃষ্ট করতে হবে, তাদের রীতিমত আনন্দ দিতে হবে, বিনিময়ে তারা সম্প্রদায় চলবার খোরাক জোগাবে। রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের সাফল্য আমরা একান্তভাবে কামনা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিশেষ উন্নতও দেখতে চাই। তবে সর্ব্বশেষে এইটুকুও স্বীকার করছি যে, এই সম্প্রদায়ের উন্নতির সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। রাধিকানন্দ প্রমুখ দেশবিখ্যাত অভিনেতৃগণের কথা ছেড়ে দিলেও, এই নব সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কয়েকজন তরুণ অভিনেতাকেও দেখলুম, অন্যান্য সাধারণ রঙ্গালয়ের যে-কোন শক্তিবান নবীন নটের সঙ্গে তুলনায় তাঁরা নেমে পড়বেন না। যে সম্প্রদায় এতগুলি নবীন নটের উপরে নির্ভর করতে পারে, অদূর ভবিষ্যতে তার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। প্রথমবারেই সম্প্রদায় যদি বহুঅভিনীত "পাণ্ডবগৌরবের" পরিবর্ত্তে কোন যুগোপযোগী নূতন নাটক নিয়ে নামতেন, তাহ'লে হয়তো স্মরণীয় একটা-কিছু করতে পারতেন। সম্প্রদায়ের প্রথম ও প্রধান ভুল হয়েছে, নাটক নির্ব্বাচনেই। বর্ত্তমান যুগ পুরাতন "পাণ্ডব-গৌরবে"র মধ্যে আর নূতন প্রাণের স্পন্দন পাবে না।

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট সেট
মাত্র ৭টী ঔষধ
মূল্য ৪৲

বিনামূল্যে চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেকট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফাষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

চাদ-তারা মার্কা এলুমিনিয়মের বাসন

পূজাপার্ব্বণ, উপনয়ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যাপারাদিতে ও
নিত্যনৈমিত্তিক প্রত্যেক কার্য্যে সমান উপযোগী।



"চাঁদ তারা"
বিশুদ্ধ
এলুমিনিয়মে প্রস্তুত
দেখিতে সুন্দর ব্যবহারে
ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না,
স্থায়ী ও হাল্কা। ভাঙ্গি-
বার বা নষ্ট হইবার
সম্ভাবনা নাই। উপ-
যোগিতায় অতুলনীয়,
অথচ মূল্য সুলভ।

তাই বাঙ্গালার গৃহে গৃহে
চাঁদ-তারার এত সমাদর।
মা লক্ষ্মীরা আজ চাঁদ-
তারার শতমুখে প্রশংসা
করিয়া থাকেন।

দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কসে প্রস্তুত

পি, নগিনদাস এণ্ড কোং, ৫৬।১, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হোক তারা যে আটপ্রিয় ও শিল্পী জাতি, একথা যাঁরা তাদের দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন। তাদের অবিবাহিতা কুমারীদের "লাইছাপি" বলে। এই লাইছাপিদের নাচ অতি মনোরম। মিহি ও সুশ্রাব্য কণ্ঠস্বরে সুর টেনে সঙ্গে সঙ্গে বড় ছোট করতাল বাজিয়ে তারা এমনভাবে নাচে যে সে নাচের দিকে খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। নিজেরা আরতি না করলেও দেবতার আরতির সময় বাজনার তালে তালে মন্দিরের বাইরে তাদের নাচতে দেখেছি। তাদের ভঙ্গি বেশ শোভন ও সুদর্শন। যখন তারা তাদের পুষ্পপ্রিয়তার নিদর্শনস্বরূপ সর্ব্বাঙ্গে ফুল জড়িয়ে হাল্কাভাবে প্রাণ ঢেলে নাচে, তখন কবির কথায় মনে হয়, Haste thee nymph and bring with thee, jest and youthful jollity.

তাদের পুরুষদের নাচ অনেকটা যোদ্ধৃকায়দাদুরস্ত। একস্থান থেকে আর একস্থলে লাফিয়ে পড়া ও আবার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ানো, এই নিয়েই নাচ। কীর্ত্তনেও তারা খুব মেতে উঠতে পারে, তখন নাচে-গানে বিভোর হয়ে রাতকে রাত কাটিয়ে দেয়। রাসযাত্রার সময় তারা অসঙ্কোচে স্ত্রী-পুরুষে মিলে মেলায় নাচগান করে। কেউ কৃষ্ণ সাজে, কেউ রাধা, আবার কেউ বা সখি সেজে রাসের অভিনয় করে চমৎকার। সে একটা সুদৃশ্য ও লোভনীয় দ্রষ্টব্য বটে। আসামের বিহুনাচ বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে। ৩০শে চৈত্র এই নাচের দিন। একদিকে একদল পুরুষ ও আর একদিকে একদল স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে নাচে। গানের ভিতরেই তাদের প্রশ্ন এবং উত্তর সবই চলে। এ নাচ ভদ্র সমাজে চলে না।

নাচের দ্বারা মানুষ আকৃষ্ট তো হয়ই, জীবজন্তুও নাচের মোহে মুগ্ধ হয়ে যায়। তুমরী বাজিয়ে বা নেচে সাপুড়ে কেমন ঐ হিংস্র সাপগুলোকে পর্য্যন্ত খেলিয়ে নিয়ে বেড়ায়! আবার নেচে বাঘ শীকারও করা যায়। সে শীকার রাত্রেই প্রশস্ত। মাথায় উজ্জ্বল বাতি নিয়ে শীকারী নেচে নেচে বন্য বাঘকে আকৃষ্ট ও আকুল ক'রে কাছে নিয়ে যায়, তার পরেই বেচারা তার নৃত্যপ্রিয়তার ও লোলুপতার দাম দেয় নিজের জীবনের দ্বারা। ভারতবর্ষেরই খঞ্জন, মযূর ও পায়রার নৃত্যকৌশল সাহিত্যজগতে উচ্চস্থান লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

এই সব নাচ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিগত বিশিষ্টতায় ভরা হ'লেও প্রত্যেক ভারতীয় নাচের একটা নিজস্ব পরিমাণ আছে! নাচের একটা নিয়মিত theory আছে ও রীতিমত একটা শাস্ত্র আছে। ভারতীয় নাচে দক্ষতা লাভ করতে হ'লে এই শিক্ষা আয়ত্ব করতে হবে।

প্রথম ছন্দমঞ্জরী থেকে নাচের সৃষ্টি। সেইজন্য ভারতীয় নাচ শুধু তাল ও লয় নিয়ে গঠিত। কবিতার যেমন ছন্দ আছে ও সেই ছন্দ পাত হ'লে যেমন তা অশ্রাব্য বা অপাঠ্য ব'লে পরিগণিত হয়, তেমনি নাচেরও একটা তালের ছন্দ আছে ও সেই তাল কোনখানে একটু ভঙ্গ হ'লে সে নাচ কুদর্শন ও তার ধ্বনি অশ্রাব্য হয়। নৃত্যপ্রিয়ের কাছে একটু তাল ভঙ্গ ঠিক যেন তীক্ষ্ণধার ছুরির মত বুকে বেঁধে। কঠিন আঘাতে একটা পাঁজরা যেন ভেঙ্গে যায়। পূর্ব্বযুগের নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতারা আমাদের চেয়ে ঢের উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন তাই তাঁরা গানে বাজনায় বা নাচে একটুখানি তালভঙ্গ পিতৃমাতৃহত্যার পাতকের শ্রেণীভুক্ত ক'রে গেছেন। তখন তালের কদর এত বেশী ছিল যে, বেহুলা পূর্ব্বদেহে গন্ধর্ব্ব বেশে দেবসভায় নাচতে গিয়ে তাল কাটিয়ে ছিলেন ব'লে অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্ত্যভূমে জন্ম নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এখন মনে হয় আমরা কোন কোন বিষয়ে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ছি! আধুনিক যুগে আমরা তালটাকে ধর্ত্তব্যের ভিতর আনিনা। তার চেয়ে অঙ্গভঙ্গিটাকে বেশী প্রশ্রয় দিয়ে ফেলি। সেটা ভুল, কারণ নাচে যদি তালের সম্বন্ধ না থাকে তাহলে তা নাচ হয় না। অনেকে কথাবার্ত্তা বলতে অঙ্গভঙ্গি ক'রে থাকেন, তা ব'লে সেটা নাচ ব'লে ধ'রে নেওয়া যায় না।

নাচ যত হাল্কা হয় ততই সুন্দর। নাচের নিয়ম পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে নাচা। পুরাকালে শুনেছি পদ্মের পাপড়ীর উপর নর্ত্তকীরা নাচতো, কিন্তু তাতে পদ্মের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগতো না। এ যেন ঠিক সেই নাচ যা হাওয়ার মতন শুধু পরশ দিয়ে যায়, আর ফুলের সুগন্ধে ভরপুর হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার নর্ত্তকী কৈজীর নাকি মোট ২২সের ওজন ছিল।

দেহের লঘুভার বাতাসে ন্যস্ত ক'রে হয়তো কি ভাবে নাচতো সেই খেলার পুতলী, যাতে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা তার চরণের ঘায়ে নিত্য নিজেকে বিকিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হ'ত না।

নাচের তালে সব রকম ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। নাচের মাত্রা ভাগ ক'রে সোয়া দেড় আড়াই হিসাবে নাচা নাকি খুব কঠিন। বিলোম পাদে ধামার চৌতাল সুর ফাঁকে ঠিক যেন গাম্ভীর্য্যময় সাগর তরঙ্গের মত সমস্ত শরীরে ঢেউ খেলিয়ে নাচা সহজসাধ্য নয়। তারপরে আড়ি, কোয়াড়ী, দূণের কৌশল—ঠিক যেন তড়িৎগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাচা, তাও দেখলে নয়ন ও মন তৃপ্ত হয়ে যায়, মনে হয় এর বেশী সৌন্দর্য্য আর বুঝি কোথাও কেউ প্রকৃতির কাছ থেকে আদায় ক'রে আনতে পারেনি। নবাব ওয়াজিদ আলী সা এই নাচের প্রবর্ত্তক। তাঁর শিষ্য নৃত্যকলাবিদ কালকাবিন্দার নাচ সকলের কাছেই বিদিত। তাঁর শিষ্য কুমার শ্রীগোপিকারমণ রায়কে আমি বড় বড় তাল সংযুক্ত নানাভাবমিশ্রিত নাচ অনায়াসে নাচতে দেখেছি। সে নাচের তাল শুনলে প্রথমে মনে হয় এই বুঝি তাল ভঙ্গ হয়ে গেল, কিন্তু তা হয় না। দর্শকের ভুল ভেঙ্গে দিয়ে সে নাচের নূপুর আপন গরবে আপন পুলকে ঠিক তালে বেজে যায়। কালকাবিন্দা হোলির সময় আবিরের আস্তরণের উপর সাদা চাদর বিছিয়ে নাচতেন আর আবিরের ধূলা ভেদ ক'রে উঁকি মারতো পদ্মফুল। মনে হ'ত যেন নাচের মোহিনী শক্তিতে ফুটে উঠেছে এই তার অপরূপ মধুর ভাণ্ডার। তাঁর ছেলে এখনো আছেন, তিনি

ফোন নং—ব, বি, ২৬০৮

ফ্রেণ্ডস সোসাইটির

সকল রকম সুতী ও রেশমী কাপড়

ও জামা খরিদ করিবার পূর্ব্বে—

দর ও জিনিষ দেখিতে ভুলিবেন না

(একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

আশুতোষ বিল্ডিং

ও

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোলদীঘির পাশ্চম,

পিতার নাচের খ্যাতি ঠিকই আয়ত্ত করেছেন। তাঁর নাচও অতি সুন্দর সৌষ্ঠবপূর্ণ। এই কায়দার নাচ আমি আর একজনকে নাচতে দেখেছি, তাঁর নাম বাচুয়াজান চৌধুরাইন। এমনি নাচ নেচেছিলেন নবাব ওয়াজিদ আলী যে নাচে পায়ের নূপুর কথা ব'লে হুকুম মত বেজে যেত। মুখে নাচের বোল উচ্চারণ ক'রে পায়ে সেই বোল তালের সঙ্গে বাজিয়ে দেওয়া, পায়ে চার পাঁচ থাক ঘুঙুরের ভিতর ইচ্ছামত যে কোন একটি বা দুটি ঘুঙুরকে বাজিয়ে তোলা। এমন ক'রে নির্জ্জীবকে সঞ্জীবনী দান করা কোন যাদুকরের মায়া-কাঠির স্পর্শে সাধিত হয়, অথবা কোন কুশলীর কি কৌশল এর ভিতর লুকিয়ে আছে তা জানি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ভারত থেকে এই সব নাচের চল একেবারে উঠে যাচ্ছে। এখন আমরা নিজের দেশের কঠিন যা, তা ছেড়ে দিয়ে অন্য দেশের যা সহজ তাই মিশিয়ে একটি বিশ্রী রকমের সংমিশ্রণ সকলের সামনে দেখিয়ে দর্শককে ক্ষণেকের মোহে আবিষ্ট করতে চাই। কিন্তু এমন ক'রে কি দেশের সুন্দরতম, অকৃত্রিম আশ্চর্য্য নৃত্যকলা ও আর্টকে বিতাড়িত বা হত্যা করা উচিত?

আমাদের দেশে প্রতি অঙ্গের বিভিন্ন নৃত্যকলা ছিল। সর্ব্বাবয়ব ভাগ ক'রে তাকে নাচিয়ে তুললে সে কত খানি রূপের সৃষ্টি করবে! নৃত্যকুশলী তার প্রাণের ভাবকে আলগা ভাবে ছেড়ে দিয়ে দর্শককে সেই ভাবে ভাবিয়ে তুলবে। পায়ের আঘাতে তালকে নিষ্পীড়িত ক'রে তার সবখানি রস আহরণ দর্শককে বিলিয়ে দেবে আর সেই রস আকণ্ঠ পান ক'রে নৃত্যলিপ্সু মাতাল হয়ে উঠবে। সেই নাচ দেখে সুখ আছে, তৃপ্তি আছে।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য ভারতীয় নাচের মূল হচ্ছে তাল। সেই তালকে উপেক্ষা করলে নাচ কিছুতেই হ'তে পারে না। আরো আমাদের দেশের যা ছিল,—সে ধ্বনি যদি আবার ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করা যায় তাহলেই ভারতীয় আর্ট ব'লে কিছু একটা পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারবে, নইলে মুমূর্ষু ভারতীয় আর্ট মৃত্যুর পরে বিদেশীর ঘরে পুনর্জ্জন্ম নিতে পারে, কিন্তু ভারতে আর ফিরে আসবে কি না সন্দেহ।

গান

(শ্রীমতী প্রভা)

দোল্-দিনে আজ কোল বিনে কেবা—
রূপসি—রূপের বিয়ারি!
আজ রঙনের ঝুলন-দোলনে—
দুলিবো দুজন পিয়ারি।
ফাগুনের ফাগের রঙ লেগে—
বনতল উঠিল জেগে!
রাঙাবো হিয়ার আবীরে—
তোমারে—গোপন-বিহারি!
কোকিলের আকুল সুর-সনে—
মাধবীর ধীর সমীরণে—
সাঁঝেরি-ফাগেতে মোদের—
হবে আজ আলাপ হিয়ারি।

(সুর—"এত জল ও কাজল চোখে—
পাষাণী আন্‌লে বলো কে!")

রাধিকানন্দের "পাণ্ডব-গৌরব"

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

গত ৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় অভিযান 'পাণ্ডবগৌরব' আলফ্রেড রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে। রাধিকানন্দের প্রথম অভিনয় 'চিত্রাঙ্গদা' এম্পায়ারে অভিনীত হয়েছিল প্রায় তিন মাস আগে। প্রথম অভিনয় যেমন ভূমিকাবাহুল্যবর্জ্জিত ছিল, দ্বিতীয় অভিনয়ে তেমনি বহু ভূমিকা আছে।

শ্রীহট্টের নাট্যকলানুরাগী ও নাটক-রচয়িতা ভূম্যধিকারী কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায় পাণ্ডবগৌরবে ভীমের ভূমিকায় নেমেছিলেন। ভীমের ভূমিকা পাণ্ডবগৌরবের প্রধান ভূমিকা—এতে আগে ৺অমর বাবু, দানিবাবু অভিনয় করতেন। পাণ্ডব-গৌরব আজকাল ক্বচিৎ অভিনয় হ'লেও ১৫।১৬ বছর আগে এমন জনপ্রিয় বিখ্যাত নাটক ছিল যে, দানীবাবুর সাহায্য-রজনীতে মিনার্ভা থিয়েটারে এই নাটকই তখনকার বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীর সহযোগে অভিনীত হয়েছিল। সে দিন থিয়েটারে সব আসনের মূল্য দ্বিগুণ হ'লেও রঙ্গালয়ে তিলধারণের স্থান ছিল না। তাতে কে কি সেজেছিলেন যতটা মনে আছে বলছি। ৺অমর বাবু—ভীম, দানীবাবু—ভীষ্ম, ৺তিনকড়ি—সুভদ্রা, ৺সুশীলাসুন্দরী—উর্ব্বশী, তারাসুন্দরী—ঘেসেড়ানী, ৺নেপেন বসু সেজেছিলেন ঘেসেড়া। সে অভিনয় হয়েছিল অপূর্ব্ব।

কুমার গোপিকারমণ প্রাচীন অভিনয় পদ্ধতিযায়ী ভীমের ভূমিকা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। কর্ণ, কুন্তীর কথোপকথনকালে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিনয়ে তাঁর dramatic senseরও বেশ পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে মানতে বাধ্য হচ্ছি যে, প্রথম দিকটায় অভিনয়াতিশয্যের জন্যে তাঁর অভিনয়-সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হয় নি। ইনি অভিনেতৃ-ব্যবসায়ী ন'ন, তবু নাট্যকলার উপর অনুরাগে সাধারণ রঙ্গালয়ে নেমেছিলেন। রাধিকানন্দের দ্বিতীয় অভিযানে এও ছিল একটা আকর্ষণের বস্তু। এঁর অভিনয়ে নবযুগের ছায়া থাকলেও, 'ষ্টাইল' বা ভঙ্গি প্রধানতঃ প্রাচীন পদ্ধতিরই অনুসারী। পুরাতন বা নূতন, কোন 'ষ্টাইল'ই নিন্দনীয় নয়;—নূতন ভঙ্গি শিশির-কুমারকে দিয়েছে বটে, কিন্তু পুরাতন ভঙ্গি গিরিশ, অর্দ্ধেন্দু ও অমৃতলালকে দিয়েছে, এ-কথাও ভুললে চলবে না। সুতরাং পুরাতন 'ষ্টাইলে'র জন্যে কুমার গোপিকারমণকে দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু অন্যান্য সহ-অভিনেতার সঙ্গে তিনি যদি নিজেকে গঠিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন, তাহ'লে তাঁর অভিনয় উন্নততর হ'তে পারতো। খুব সম্ভব, সকলকার সঙ্গে তিনি উচিতমত 'রিহার্সাল' দেবার সুযোগ পান নি। আর একটি কথাও বুঝতে হবে। কলিকাতার রঙ্গালয়ে এই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। এখানকার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হ'লে খুব শক্তিশালী নটের পক্ষেও যথেষ্ট সময় দরকার এবং কুমার-মহাশয় তাও পান নি। অতএব আমরা

রক্ত পরিষ্কার করে
সুরভী কষায়।
খাইতে কোনও হাঙ্গামা নাই
সি,কে,সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বল বৃদ্ধি করে

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

শ্রীযুক্ত জন্ জিল্‌বার্টের জয়জয়কার হোক। গ্লোবে প্রদর্শিত 'কস্তাক্‌স্' ছবিতে তাঁর নয়নমনোমুগ্ধকর অভিনয় দেখলুম। সজীব, সুন্দর, তেজস্বী অভিনয়। অত্যাচারীর দ্বারা নিপীড়িত হোয়ে মরণের দ্বারে দাঁড়িয়ে কস্তাক্ আত্মমর্য্যাদা রাখবার জন্যে প্রাণকেও কি রকম তুচ্ছ করে তা দেখলুম—স্বাধীনতা এদেরই চাইবার এবং পাবার যথার্থ অধিকার আছে।

•

কস্তাক দলপতির ও নায়কের পিতার ভূমিকালিপিতে নেমেছেন শ্রীযুক্ত আর্নেষ্ট টরেন্স্—কি মেক্ আপ্'এ, কি কোমলতা ও কঠিনতার অভিনয়ে, কি হাস্তরসের পরিচয়ে, কি পুত্রের কৃতিত্বজনিত গর্ব্বের অভিব্যক্তিতে তাঁর অভিনয় অপূর্ব্ব-সুন্দর হোয়েছে। নানা বিভিন্ন চরিত্রের নিপুণ অভিনেতা বোলে তাঁর যে নাম আছে, এতে তার যশ আরো বেড়ে গেলো।

•

নায়িকার ভূমিকায় দেখলুম শ্রীমতী রেনে এ্যাডোরেকে। প্রেমিকা, শক্তিশালিনী, আত্মসম্মান-জ্ঞানযুক্তা, অভিমানিনী। কিন্তু নায়ক ও নায়িকা দুজনেই অভিমানের আতিশয্যে জীবনের সর্ব্বস্ব খোয়াতে ব'সেছিলেন—ব'সেছিলেন কেন খুইয়েছিলেন। প্রেমের অপমান ভগবান সহ্য করেন না বলে—হারানিধি আবার যে যার বুকে ফিরিয়ে পেলে। প্রেমিক প্রেমিকার অভিমান থাকবেই, কিন্তু তার কোথায় সীমারেখা টানতে হবে, প্রেম আহত হোলে অভিমান তা ঠিক্ রাখতে পারে না—জীবনের অনেক বড়ো জিনিস প্রেম এম্‌নি কোরেই হারিয়েছে।

•

শ্রীমতী রেনে এ্যাডোরে চলচ্চিত্র-জগতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—তাঁর কোনো অভিনয় কখনো খারাপ হয়নি। আমাদের এখানকার রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্টা অভিনেত্রী শ্রীমতী নীহারবালার কথা এই সম্পর্কে মনে পড়ে। যাই হোক্, শ্রীমতী রেনে এ্যাডোরে চমৎকার অভিনয় কোর্‌লেও, মনে হয় শ্রীযুক্ত জন্ জিল্‌বার্টের সঙ্গে তিনি ছাড়া আর কাউকে মানায়ই না।

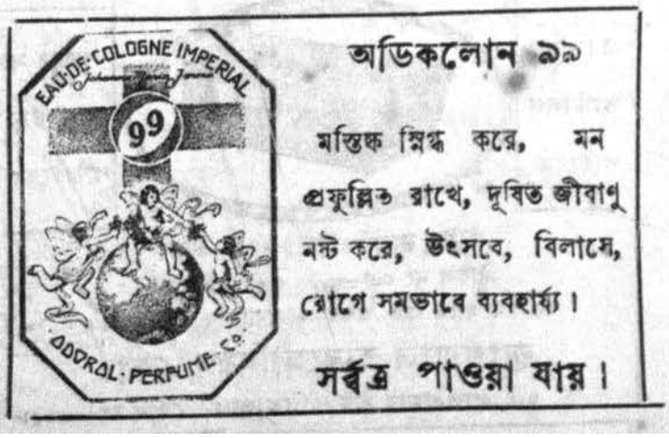
•

ভ্যারায়েটিজে 'রাত্রিচর' (The Night Bird) দেখলুম। নায়কের ও নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত রেজিনাল্ড্ ডেনি ও শ্রীমতী বেট্‌সি লি। শ্রীমতী অষ্টাদশী, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ডেনির সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা। শ্রীযুক্ত ডেনির কৌতুক-অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে এই যে, তার মধ্যে ছ্যাব্‌লামো নেই বা জোর কোরে হাসাবার চেষ্টা নেই এবং তার মধ্যে সহানুভূতি ও দরদ আছে। শ্রীমতী বেট্‌সি লির অভিনয়, নূতনের পক্ষে প্রশংসনীয়।

•

পার্লে একেবারে হাস্তরসের জোড়া ছবি। 'বুনো মটর' (Her Wild oat) আর 'অবিবাহিতের ছেলে' (The Bachelors' Baby)। প্রথমটিতে শ্রীমতী কালিন মুর ও শ্রীযুক্ত ল্যারি কেণ্ট নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় নেমেছেন। শ্রীমতী মুরের হাস্তরসের অভিনয়েও বেশ একটা সংযম ও সম আছে। কখনো অতি-অভিনয় বা কষ্ট-অভিনয়ের লেশ তাঁতে থাকে না। দ্বিতীয় ছবিটি বেশ মজার, কিন্তু অবিবাহিত নর-নারীর আত্মরক্ষার জন্যে একটি বামনকে নিজেদের ছেলে বোলে চালানোর ব্যাপারটা এতে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে—অনেক অল্প-পরিসরে ঐ ঘটনা অভিব্যক্ত হোতে পারতো আর তাতে রস জম্‌তো আরো ভালো। শ্রীমতী হেলেনি চ্যাড্‌উইক্ এতে নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁর অভিনয় ভালোই হোয়েছে। নায়কের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হ্যারি মায়ার্সের অভিনয় খারাপ হয়নি কিন্তু হেলেনি চ্যাড্‌উইকের সঙ্গে তাঁকে মোটেই মানায়নি—কন্‌ওয়ে টার্ল বা কেনেথ হারলানকে বেশ মানাতো। এই ছবিতে গাষ্টভ্—নামক বামন বোপোর ভূমিকায় উপভোগ্য অভিনয় কোরেছেন। আগের ছবিটিতে সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হ্যালাম কুলিও কৌতুক-অভিনয়ে বেশ দক্ষতা দেখিয়েছেন। নায়িকার পিতার ভূমিকায় দ্বিতীয় ছবিতে শ্রীযুক্ত জেম্‌স্ মার্কাসের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

—গি—



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ভারতীয় নৃত্যকলা

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(রাণী শ্রীসুরুচিবালা চৌধুরাণী)

বৌদ্ধ যুগে যে নাচের চল খুবই ছিল তার সাক্ষ্য আরো অন্যান্য নাটকে ও ইতিহাসে পাওয়া যায়। রাজা শুদ্ধোধন পুত্রকে সাংসারিক মায়ায় ভুলিয়ে রাখবার জন্যে তাঁকে প্রাসাদে রমণীর ভুজবন্ধনে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। তারা নাচে-গানে সিদ্ধার্থকে তাঁর লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকতো। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত বৌদ্ধ যুগের অমর কীর্ত্তি এলোরা ও অজন্তার গুহায় অঙ্কিত ও গঠিত মূর্ত্তি গত বৎসর দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। সেখানে বিচিত্র ভঙ্গিতে লাস্য জড়িয়ে অনেক মূর্ত্তি ও চিত্র আজো দাঁড়িয়ে আছে। শোনা যায় বাঙ্গালার বিজয় সিংহ যখন সিংহল-জয়ে গিয়েছিলেন, তখন সিংহলরাজকুমারী কুবেনী তাঁকে নাচ-গানে মুগ্ধ করেছিলেন।

তারপরে ব্রাহ্মণদের উত্থানের সঙ্গে তাঁরা বৌদ্ধ ধর্ম্মকে নিন্দিত করবার জন্য নৃত্যকলাকে দূষিত ব'লে প্রচার করেছিলেন। সেই নাচের আদর্শ আবার মুসলমান-যুগে পুষ্টিলাভ করেছিল।

মুসলমানরা ভারতে আসবার সঙ্গে এনেছিল নাচেরও আর্ট। মুসলমানদের সময়ে নাচ-গানের চরম উত্থান হয়েছিল। নবাবদের দরবারে বেগমদের হারেমে নাচের চল খুব বেশী ছিল দেখা যায়। আকবর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি বাদশাহগণ নৃত্যকলায় খুব উন্নতি সাধন করেছিলেন। শোনা যায় মেহেরউন্নিষা নাকি প্রথমে নেচে গেয়ে পরে ভারত-সাম্রাজ্যের কাণ্ডারী হয়ে বসেছিলেন। মুসলমানের যুগের নাচের ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি আজও আমাদের ভিতর বর্ত্তমান। অনেক নাচ-গানে এখনো তাদের নৃত্যপ্রিয়তার আভাস পাওয়া যায়।

সে যুগে ক্রীতদাসীদের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল মানবকে কাজে কর্ম্মে ও নাচে গানে তুষ্ট করা। অনেক ক্রীতদাসী কর্ত্রীর পদ অধিকার ক'রে বসতো তাদের অসামান্য প্রতিভার গুণে। তার ভিতর নাচ-গানে কৃতিত্ব দেখানো শ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত হ'ত। চক্রী আওরঙ্গজেব মোরাদকে নাচগানের আমোদে মাতিয়ে দিয়েই তাকে বন্দী করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

সেকালে নাচ গানের আদর খুব ছিল ও নাচ গানের দ্বারা শত্রুপক্ষকে বশীভূত ক'রে অনেকে নিজ কার্য্য উদ্ধারের পন্থা আবিষ্কার করতে পারত।

তারপরে আবার হিন্দুরা ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে নাচের আদর করতে শিখেছিল।

কীর্ত্তনের নাচ গৌরাঙ্গ দেবের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত চলে এসেছে। গৌরাঙ্গদেব নিজে কীর্ত্তনে নেচে আবেশে বিভোর হয়ে যেতেন। এখনো কীর্ত্তন-অঙ্গনে বহু লোকের সমবেত নাচ দেখা যায়। ঢুলীর ঢোলকসহ নাচ সহরে গ্রামে সবখানে দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ পূজা-পার্ব্বণে বা বলির সময়। সে নাচ বেশীর ভাগ তাণ্ডব হয় আর মাঝে মাঝে ভীষণরূপও ধারণ করে বটে।

দেবমন্দিরে আরতি-নৃত্য আগে বহুস্থানে প্রচলিত ছিল, এখনো কোন কোন স্থানে দেখা যায়। আমি কোন এক উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণকে আরতি-নৃত্য করতে দেখেছি, সে অতি সুন্দর। ঢাক ঢোল কাঁসি ঘড়ি ও ঘণ্টার ঐক্যতানের সঙ্গে ধূনাচী হাতে নিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে নাচতে আমি আর কোথাও দেখিনি। প্রদীপ, ধূপ, ফুল আরো নানারকম পূজোপকরণ নিয়ে কখনো ধীর, কখনো উদ্দাম, কখনো গভীর আত্মনিবেদন, কখনো বা আবাহন—নানা ভাবে নানা ভঙ্গীতে এত আনন্দ ভরিয়ে দিয়ে নাচা,—সে কি মনোরম দৃশ্য! মনে হয় ঐ বুঝি প্রতিমার কঠিন মৃন্ময় ওষ্ঠ ভেদ ক'রে কথা বেরিয়ে পড়বে, শুকনো চোখ বেয়ে জলের ধারা বইবে! মনে হয় আজ বুঝি নিশ্চল মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে জীবনীশক্তির স্পন্দন ফুটে উঠবে!

গ্রামাঞ্চলে এখনো ভদ্র-মহিলারা ব্রত, পূজা, বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অসঙ্কোচে নাচে। চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে হাতে তালি দিয়ে গানের সঙ্গে সে নাচ নাচে। এই রকম নাচ বোধ হয় ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। শ্রীহট্ট অঞ্চলে এই রকম নাচকে "ধামাইর" বলে। আসাম, গোয়ালপাড়া অঞ্চলে বলে "নামগান।" গোয়ালপাড়ায় সমবেত নাচ ত আছেই, আবার একক নাচও আছে। সাড়ীর আঁচল সামনে এনে দু হাতে দুই খুঁটে ধ'রে গান গেয়ে নিজেকে এবং অপরকে আনন্দিত করবার জন্য অনেকে নাচে। সে নাচে অবশ্য বাঁয়া তবলা থাকে না, বা হারমনিয়ম ক্লারিয়নেটের বাজনাও থাকে না, কিন্তু থাকে এমন একটী বুনো আবহাওয়া, এমন একটী স্বভাবজাত অকৃত্রিম ভাব,—যাতে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

শ্রীহট্ট অঞ্চলে পূর্ব্বে কন্যা নাচ প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক কুমারীকে নাচ অতি অবশ্য শিখতে হ'ত, কারণ বিয়ের দিন তাকে সকলের সামনে তার নৃত্য-নিপুণতার পরীক্ষা দিতে হ'ত। সে নাচ অত্যন্ত কঠিন ও চমৎকার কৌশলপূর্ণ। হাতে থালা নিয়ে ঘুরে ঘুরে নেচে সকলকে চমক লাগিয়ে দেওয়া, প্রদীপ ও ফুল নিয়ে নানা ভঙ্গীতে নেচে সকলের কাছ থেকে বিশেষতঃ শ্বশুর-বাড়ীর পক্ষ থেকে উচ্চ প্রশংসা আদায় ক'রে নেওয়া নববধূর যেন একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এই নাচেরই খানিকটা অংশ যথা—আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ফুল নিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া ও পুষ্পপাত্র হাতের উপরে রেখে ঘুরিয়ে নাচা ও আরো খানিক অংশ আরতি নাচ থেকে উদ্ধৃত ক'রে কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায় "রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ে"র "পাণ্ডব গৌরবে"র নাচে প্রবর্ত্তিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় মেয়েরা তেমন ক'রে সে রস আয়ত্ত ক'রে দর্শকদের বিলিয়ে দিতে পারে নি। আমার দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে কোন একটী শ্রীহট্টের মহিলা, যিনি বধূরূপে সেই পুরোণো যুগ নেচেছিলেন, আমাকে "কন্যা নাচ" দেখিয়েছিলেন। দেখে মনে হ'ল সে নাচের প্রতি গতিভঙ্গি আর্টের সূক্ষ্মতম কারুকার্য্যে মোহনীয়,—তাতে ছিল গাম্ভীর্য্যভরা লাস্য, ছোট ছোট পা ফেলার ভিতর ছিল অসাধারণ রূপের ছাঁদ। না হবেই বা কেন? যে ভারত-রমণীর কলসী-কাঁকে জলকে যাওয়া শত আর্টের সৃষ্টি করে, যার সাঁঝের প্রদীপ ও আলিপনা শত আর্টিষ্টের মনের খোরাক যোগায়, তাকে সত্যই আর্টের সব সৌন্দর্য্য ছেঁকে নিয়ে এমনভাবে নাচতে দেখলে কে না মোহিত হবে? কে না অভিভূত হবে?

হিন্দুস্থানের দিকে হোলির সময় কাজরী ও চৈতার সময় এমনি নাচের আসর জমে যায়। মেয়ে-পুরুষে আনন্দে বিভোর হয়ে পথে ঘাটে গান গেয়ে বেড়ায়, শেষে ঘরের আঙ্গিনায় নাচের ঢেউ তুলে দেয়। কলিকাতার রাস্তায় অনেক বাজে নাচিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা ঘাগরা ধ'রে অনেক সময় সমস্ত শরীরকে এলিয়ে দিয়ে নাচে। মাঝে মাঝে সে নাচ দেখতে মন্দ লাগে না।

দ্বারকায় এক রকম নাচ আছে, তাতেও স্ত্রীপুরুষে মিলে ঘুরে ঘুরে নাচে। গুজরাটী মেয়েরাও এই রকম দল বেঁধে মণ্ডলাকারে ঘুরে হাতে তাল রেখে নাচে।

সভ্য সমাজে যেমন নাচের চল আছে তেমনি বনজঙ্গল অধিবাসীদেরও ভিতর সমানে নাচের প্রথা আছে। তারা আনন্দে শোকে নাচে, আবার এখনকার দিনে যুদ্ধযাত্রা করতে না হলেও পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়ে তুলে মাঝে মাঝে খেলার যুদ্ধের অবতারণা ক'রেও নাচে। মেচ গারো কুকী প্রভৃতিরা নেচে আমোদ পায়। তাদের নাচের ভিতর কোমলতা নেই বললেও চলে, তাদের নাচ শুধু বীররসাত্মক ও উদ্দাম। একবার রাঁচীতে সাঁওতালদের নাচ দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। মাদলের বাজনা ও বাঁশীর সঙ্গে অনেক মেয়ে-পুরুষ একত্রে মিলে নাচে; তার ভিতর আর যাই থাক্, কিন্তু সব চেয়ে ভাল লাগলো তাদের মাত্রাজ্ঞান ও তালবোধ। এক শ্রেণীতে সারি সারি দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে হাত ও পা ফেলার কায়দা ভারি সুন্দর; কারো হাত বা পা এতটুকু আগে-পিছে পড়ে না। তারপর তাদের নাচে শারীরিক ভঙ্গিও আছে। এমনভাবে বাঁধা নিয়মে একসঙ্গে নাচতে এদের কে শিখিয়ে দিয়েছে সেইটুকুই ভাববার বিষয়। আরো, তাদের নাচে একটা প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় বেশ। মনে হয় যেন তারা সেই আনন্দটুকু বেশ ক'রে নিজেরাই উপভোগ ক'রে নেবে এবং তার জন্যই এই নাচা আর গাওয়া।

মণিপুরীরা নাচের কলা ও কৌশল বেশ ভাল ক'রে জানে। আর যাই

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮

সেই কলাবিদদের কেউ ছিলেন পাদপ্রদীপের সামনে। কেউ ছিলেন আড়ালে। শিশিরকুমারকে কেন্দ্রে স্থাপন ক'রে কাজের আনন্দে তাঁরা কাজ করতেন। তাঁদের মস্তিষ্কে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনা, চক্ষে ছিল সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন, রসনায় ছিল উৎসাহের ভাষা, প্রাণে ছিল অনাহত মৈত্রীভাব এবং হস্তে ছিল কর্ম্মের প্রাচুর্য্য। প্রতি দোলপূর্ণিমায় নাট্যমন্দিরের সেই মাহাত্মিক দিনের কাহিনী আবার নতুন ক'রে আমাদের মনকে আলোড়িত ক'রে তোলে।

•

সেদিনকার কর্ম্মীরা আজ নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছেন। অনেকে অন্য রঙ্গালয়ে গিয়ে দেহের ভিতরে আত্মাকে বজায় রাখবার চেষ্টা করছেন, অনেকে রঙ্গালয়ের ছায়া থেকে স'রে দাঁড়িয়েছেন এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহন লাহিড়ী, মণিলাল, নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও মালিনী—এঁরা তো ইহলোকের নাট্যজগতেরই মায়া কাটিয়ে গেছেন! স্বয়ং শিশিরকুমারেরই কাব্যরসমধুর চিত্ত আজ বাস্তবতার নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত। ফলে যে অপূর্ব্ব পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নাট্যমন্দিরের জন্মোৎসবের শঙ্খ বেজে উঠেছিল, তা আজ অতীত-কথায় পরিণত হয়েছে।

•

কিন্তু প্রতি দোলপূর্ণিমায় নাট্যমন্দিরের ভিতরে সেই দিনটি যেন আবার ফিরে আসে। পুরাতন বন্ধুদের প্রিয় মুখগুলি এই দিনে আবার নাট্যমন্দিরের আসরকে উপভোগ্য ক'রে তোলে। নাট্যমন্দিরকে যাঁরা ছেড়েছেন, এ দিনে নাট্যমন্দির তাঁদেরও ছাড়ে না এবং মহাকালের মহিমায় যাঁরা বৈতরণীর পরপারে নির্ব্বাসিত, নাট্যমন্দির এ দিনে তাঁদের প্রাণের মাধুর্য্য ও দুর্লভ সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ স্মরণ করে। নাট্যমন্দিরের বন্ধুদের কাছে এ দিন একটা দিনের মতন দিন।

•

যারা ছিল কাছে-কাছে
তারা কি গো দূরে আছে?
না না, তারা প্রাণে আছে—তারা যে দোসর!
যে ছিল, যে আছে হেথা—
কবি, শিল্পী, অভিনেতা,
এখানে তাদেরি চির-মিলন-বাসর!
বসন্তের অভিযানে
সমীর সুরভি আনে,
নীলিমায় চন্দ্রাবলী, কানন ফুলল;
শোনো শোনো! তারি মাঝে
নটেশের নৃত্য বাজে!—
কলাকমলার তনু পুলকে উতল।
জাগে তাই পুরাতন—
চিরন্তন বৃন্দাবন,
কানুর বাঁশীর গীতি, রাধিকার প্রীতি,
জাগে মন, জাগে হিয়া!
স্বপনের সেতু দিয়া
হারানো সখারা আসে, সাথে নিয়ে স্মৃতি।
যে-অতীত নাই আর,
ফিরে পাই বার বার,—
ধরণীতে ধরা পড়ে যে ছিল অ-ধর!
পৃথিবীর ধূম-ধূলি,
এই দিনে যাই ভুলি
'শিশিরে'র আমন্ত্রণে বছর বছর।

•

যে "বসন্তলীলা" নিয়ে নাট্যমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও দোলপূর্ণিমার বাৎসরিক উৎসব হয়, এখনো তার জন্মের একটু ইতিহাস লিখে রাখি। তাঁর থিয়েটার হঠাৎ "সীতা' হরণ করাতে শিশিরকুমার মহা ফাঁপরে প'ড়ে গেলেন। অভিনয়ের বিজ্ঞাপিত তারিখ সামনেই, নূতন বা পুরাতন কোন নাটকই মহলা দিয়ে তৈরি করবার সময় নেই। ভেবে-চিন্তে ঠিক করা হ'ল, নাটকের অভিনয় যখন অসম্ভব, তখন সেদিন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দের নায়কতায় হোরীর গানের আসর বসিয়ে নব-রঙ্গালয়ের উদ্বোধন করা হবে।

•

গুটকয়েক পুরাতন ও বিখ্যাত হিন্দী গান নির্ব্বাচিত হ'ল। আমি (হেমেন্দ্র রায়) শিশির ও মণিলালকে বললুম, "দেখ, খালি পুরাণো কেন, দু-চারটে নতুন বাংলা গান লিখে এই সঙ্গে জুড়ে দিলে কেমন হয়?" কথাটা তাঁদের মনে লাগল। আমি গুটি ছয়েক গান লিখলুম। মণিলালও গুটি ছয়েক গান লিখলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ও গুরুদাস গানগুলিতে সুর সংযোগ করলেন এবং গানের মহলা সুরু হ'ল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র করলেন নাচের পরিকল্পনা।

•

এর-মধ্যে মণিলালের মাথায় নূতন বুদ্ধি এল, গানগুলির ভিতরে ভাবের পারম্পর্য্য রক্ষা করতে হবে। তিনি তখন প্রাচীন ও আধুনিক আরো কোন কোন কবির গান সংগ্রহ ক'রে একটি গানের মালা তৈরি করলেন এবং সে কাজে তাঁর প্রধান সহায় হ'লেন আমাদের অন্যতম সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। এই হ'ল "বসন্তলীলা"র জন্মকথা।

•

এ হপ্তায় "বসন্তলীলা"য় শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রীমতী কঙ্কাবতী। তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গানগুলি অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছিল।

•

নাট্যমন্দিরের ভিতরের আসর সেদিন বহু কবি, ঔপন্যাসিক, আর্ট-ক্রিটিক, কলাবিদ ও কলারসিকের সমাগমে শ্রীমন্ত হয়ে উঠেছিল। আলাপ-আলোচনা ও সঙ্গীতাদির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে "দীয়তাম্ ভুজ্যতামে"রও যে অভাব হয় নি, সে কথা বলা বাহুল্য। তার উপরে ছিল শিশিরকুমারের অমায়িক ব্যবহার—যা সর্ব্বজনবিদিত।

•

কিন্তু সেই আনন্দ-আসরে একজনকে কিছুতেই ভুলতে পারছিলুম না। সকল দিকেই তাকিয়ে দেখি আমাদের মণিলাল যেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন—সেই দীর্ঘ গৌর তনু, কুঞ্চিত কেশ, স্বপ্নালস ঈষৎ-করুণ দুটি টানা টানা চোখ, আর্য্যোপযোগী নাসিকা, ওষ্ঠাধর কখনো গাম্ভীর্য্যে সংযুক্ত, কখনো মৃদুহাস্যে প্রমুক্ত! এখানকার প্রত্যেক ধূলিকণায় এখনো যাঁর ছোঁয়া লেগে আছে, তাঁরই অকাল মৃত্যুর কথা নাট্যমন্দিরের এই জন্মদিনে আমাদের মনকে পীড়া দিতেছিল। মণিলাল থাকলে কত আমোদ করতেন!

•

শিশিরকুমারের ভাবপ্রবণ চিত্তও শান্ত ছিল না। মনের আবেগে দর্শকদের সাম্‌নে বেরিয়ে দীর্ঘকাল ধ'রে তিনি মণিলালের বহুমুখী শক্তির কাহিনী ও বাংলা নাট্যজগতে মণিলালের প্রচ্ছন্ন দানের কথা বর্ণনা করলেন। নাটকের অভিনয় মাঝখানে থামিয়ে তিনি এই বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু এমন সুন্দর ও আন্তরিকতাপূর্ণ সেই বর্ণনা যে, ঘণ্টাখানেক পরে তিনি নিজে না থামলে, কেউ বোধ হয় সেদিন আর অভিনয় দেখতে চাইত না। এই প্রসঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয় ও নাটকলা সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেছিলেন তার ভিতরেও তাঁর গভীর চিন্তাশীলতা, রসবোধ ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

•

দোলপূর্ণিমায় নাট্যমন্দিরের জন্ম—সে হচ্ছে বসন্তের উপহার। কলালক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে চিরবসন্ত তার সঙ্গী হোক্।

*

গত বৃহস্পতিবারে নাট্যমন্দিরে "বিসর্জ্জনে"র অভিনয় হয়ে গেছে। শিশিরকুমার সেজেছিলেন রঘুপতি, এ ভূমিকায় তাঁর পূর্ব্ব-অভিনয় দেখবার সুযোগ আমাদের হয় নি। আরো দুটি নূতনত্ব হচ্ছে জয়সিংহ ও অপর্ণার ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীমতী কঙ্কাবতী ও শ্রীমতী নলিনীর রঙ্গাবতরণ। আসছে বারে "বিসর্জ্জন" নিয়ে আলোচনা করব।

*

নাট্যকারের উপস্থিতিতে "রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ে" নূতন সামাজিক নাটক "নিবেদিতা"র মহলা সুরু হয়েছে।

*

"মনোমোহন" এখনো সহরে ও মফস্বলে আনাগোনা করছেন। "পথের শেষে"র কি এখনো পথের শেষে যেতে দেরি আছে? নূতন নাট্যাভিনয়ের যবনিকা কবে উঠবে?

*

মিনার্ভা ও ষ্টারের কোন খবর আমরা পাই নি। আশা করি তাঁরা ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হচ্ছেন।

*

জনৈক পত্রপ্রেরক লিখেছেন, "সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় যে, সখের নাট্যসমাজ খুব বেশীদিন টিকে না। অর্থাভাবে যে ঠিক উঠে যায় তাও বলা যায় না। এটাকে ঠিক রাখবার উপায় যদি লেখেন, তাহ'লে উপকৃত হব।" সখের সম্প্রদায়ের সমস্যার সংখ্যাও নির্দ্দিষ্ট নয় এবং সে-সব সমস্যা সমাধানের উপায়ও দু-এক লাইনে বাৎলে দেওয়া সহজ নয়। অথচ দীর্ঘ আলোচনার জন্যে যে সময়ের আবশ্যক, তাও আমাদের নেই। তবে এইটুকুই কেবল বলতে পারি যে, প্রধানতঃ সভ্যদের নাট্যানুরাগ, মৈত্রীভাব ও স্বার্থহীনতার উপরেই সখের নাট্যসমাজের দীর্ঘজীবন নির্ভর করে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি অর্থের প্রাচুর্য্য থাকলেও সভ্যদের খামখেয়াল, রেষারেষি, দলাদলি—অথবা আর্টের প্রতি আসল প্রাণের টানের অভাবই সখের দলগুলির মৃত্যুর কারণ হয়। আর এক কথা। সখের দলকে বাঁচাতে হ'লে প্রত্যেক বিষয়েরই মীমাংসার ভার দেওয়া উচিত, মাত্র একজনের উপরে। অবশ্য এমন লোককে কর্ত্তা নির্ব্বাচন করতে হবে, যিনি নাট্যকলায় বিশেষজ্ঞ এবং যাঁর ব্যক্তিত্ব আছে, দল গড়বার ও কাজ করাবার শক্তি আছে—যাঁর 'হাঁ' শুনলে কেউ 'না' বলতে পারে না—অথচ সবাই যাঁকে বন্ধুর মতন ভালোবাসে।

———

নূতন বই

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১। নূতন বউ ২। বিলাসিনী

মূল্য—১৸০ আনা ১৷০ আনা

এন্, এম্, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং

১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শেষ-'হোরী'

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

১

সিন্ধু-কাফির সুর শুনে যাও!—
সিন্ধু-কাফির সুর শুনে যাও বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে!
কুঙ্কুমেরি রাঙা চুমো দাও বিলিয়ে জনে জনে!

*

নীল-যমুনা লাল হোলো গো,
তোমার বুকের দোর খোলো গো!
নয়ন-ভোমর উঠুক মেতে বকুল-চাঁপার মুঞ্জরণে।

*

আমার আছে একটি কথা,
তাই জানাতে কাছে আসি,
সেই কথাটি শোনো এখন—
আমি তোমায় ভালোবাসি!

*

ভালোবাসি বাঁশের বাঁশী,
ভালোবাসি সখীর হাসি,
ভালোবাসি একলা বসি ভাবতে তোমায় মনে মনে

—•—

২

পিচ্‌কারী এই ভাসিয়ে দিলাম উজোর যমুনাতে,
চাঁদ যে এখন নীল-আকাশে আলোর মালা গাঁথে।

*

আবীর-রাঙা কোকিলপাখী
ঘুমের ঘোরে আতুর-আঁখি,
নূপুরগুলি নীরব হ'ল স্বপন-লেখা রাতে।

*

মত্ত-প্রাণের করতালি
হোরীর দামামায়
বন্ধ কর! ঝিল্লী শোনো
তন্দ্রা-গীতি গায়!

*

পলাশ বনের ফুলশয়নে
ঢুল্ আসে মোর দুই নয়নে,
আমায় সখা, নাও টেনে নাও তোমার বাঁশীর সাথে।

———

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি :—

২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের

সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত –

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই

সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য

অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—২৮৭১ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সরেস তৈরী দই ও রাবড়ি—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজি জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সূটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী, মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

ও স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্রের আয়োজন করিয়াছি। অন্য স্থান হইতে কিনিবার পূর্ব্বে এক বার দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন স্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি]

শনিবার ১৬ই চৈত্র, রাত্রি ৭ টায়

১। জলধরবাবুর হাসিরাশি মাখা অপূর্ব্ব নক্সা

ত্রিমূর্ত্তি

২। সর্ব্বজন প্রশংসিত পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

রবিবার ১৭ই চৈত্র ম্যাটিনী ৪॥ টায়

১। বাংলার একমাত্র সময়োপযোগী নাটক

জাতিচ্যুত

২। কিন্নরী

হাঁদুবাবু, কার্ত্তিকবাবু, প্রভাতবাবু, শরৎবাবু, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক), ভূমেন রায়, (এমেচার), শ্রীমতী আঙ্গুরবালা ও শ্রীমতী শশিমুখী প্রভৃতি সকলে উভয় দিনই স্বায় স্বীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে. মিত্র, বি, এ, প্রোপ্রাইটর

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ১৬ই চৈত্র, রাত্রি ৭॥০ টায়

পরদিন রবিবার, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক

দিগ্বিজয়ী

(মহা সারোহে ৩৩ ও ৩৪ অভিনয় রজনী)

নায়কের ভূমিকায় – শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

আলি আকবর—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

সালেবেগ—শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী

আমেদ খাঁ—শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী

রেজাকুলী—শ্রীজীতেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

মির্জ্জামেহেদী—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী (এমেচার)

সাদৎ আলি—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

জ্যোতিষী—শ্রীপ্রদোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতনারী—শ্রীমতী কঙ্কাবতী

সিরাজী বেগম—শ্রীমতী প্রভা

সিতারা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো ঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৪২শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২২শে চৈত্র
১৩৩৫

নাট্যজগৎ

—:০:—

গেল হপ্তায় নাট্য-মন্দিরের "বিসর্জ্জন" দেখে এলুম। এবারের "বিসর্জ্জনে"র একটি বিশেষত্ব এই যে, অধিকাংশ ভূমিকাতেই নূতন নট ও নটী অবতীর্ণ হয়েছেন—এ ম ন কি, এ অভিনয়কে "বিসর্জ্জনে"র নব-পর্য্যায়ে পুনরভিনয় বললেও অত্যুক্তি হয় না।



"সিরাজ" চিত্রনাট্যে একটি দৃশ্য

কিন্তু সেদিনকার আসরে নাট্যমন্দিরের যিনি আত্মা, সেই শিশিরকুমারেরই অভিনয় ভালো খোলে নি ব'লে অনেকখানি উপভোগের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তাঁর সেদিনকার "রঘুপতি"র ভিতরে শিশিরের ছাপ ছিল খুবই অল্প। অবশ্য অভিনেতারাও মানুষ এবং ত্রিশ দিনই মানুষের দেহ সমভাবে প্রস্তুত থাকতে পারে না, আপাততঃ এই ভেবেই আমরা মনকে প্রবোধ দিলুম। রাজভ্রাতার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত জীবনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় চলনসৈ। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর রাজার ভূমিকায় রাজোচিত মর্য্যাদা ছিল না বটে, কিন্তু অন্যান্য সৌন্দর্য্যেরও অভাব ছিল না। দু-এক স্থানে তিনি নূতন রকম ধারণারও ইঙ্গিত দিতে পেরেছেন।

•

নারীর ভূমিকায় পুরুষের আবির্ভাবের মতন, পুরুষের ভূমিকায় নারীর আবির্ভাবও আমরা কোন দিক দিয়েই সমর্থন করি না। পুরুষের ভূমিকায় নারী খুব ভালো অভিনয় করলেও পুরুষোচিত ভাবভঙ্গির অভাবে তার শ্রী কখনো অক্ষত থাকে না। এবং নারী যদি সে-ক্ষেত্রে পুরুষোচিত অভিনয়ের চেষ্টাও করেন, তাহ'লেও কৃত্রিমতার জন্যে তা দর্শকের মন আকর্ষণ করে না। এবং এই জন্যেই জয়সিংহের ভূমিকায় শ্রীমতী কঙ্কাবতীকে নামিয়েছেন ব'লে আমরা শিশির কুমারের প্রশংসা করতে পারলুম না। অবশ্য এ ভূমিকায় শ্রীমতী কঙ্কাবতী যে অভিনয় করেছেন, তাঁর মতন নূতন অভিনেত্রীর পক্ষে তা যথেষ্ট গৌরবজনক হয়েছে।

•

'বিসর্জ্জনে'র এই অভিনয়ে জয়সিংহ রূপে শ্রীমতী কঙ্কাবতী যে চার-পাঁচটি গান গেয়েছেন, চমৎকার, চমৎকার—তা চমৎকার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান এর আগে সাধারণ রঙ্গালয়ের আর কারুর কাছেই এতটা মর্য্যাদা লাভ করে নি। শ্রীমতী কঙ্কাবতীর কণ্ঠ সেদিন প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে কেবল সুর-স্বর্গেরই সৃষ্টি করে নি—একটা মধুর ইন্দ্রজালের মোহও বিস্তার করেছিল। তাঁর স্বর উচ্চ ও নিম্ন স্তরে সমান খেলে এবং তার ভিতরে দরদ ও ভাবের অভিব্যক্তি অসাধারণ। এখনো বুঝতে পারছি না যে, কোন্‌দিকে তিনি অধিকতর যশস্বিনী হবেন—গানে, না অভিনয়ে?

•

রাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর অভিনয় হয়েছে পরম সুন্দর। তাঁর ভাব-ভঙ্গি ও স্বরের সংযম অন্যান্য অভিনেত্রীরা লক্ষ্য করলে উপকৃত হবেন।

IMPERIAL

আরো দু-এক রাত্রি অভ্যাসের সুযোগ পেলে "বিসর্জ্জনে" তিনি একটি নিখুঁৎ "রাণী" হয়ে উঠবেন।

*

সেদিনকার অভিনয়ে একটি নূতন শক্তির প্রকাশ দেখলুম—অপর্ণার ভূমিকায় শ্রীমতী নলিনীর অভিনয়ে। শ্রীমতী নলিনী এর আগেই নাট্যমন্দিরে আরো দু-একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লেও, এই অপর্ণার ভূমিকায় তাঁকে দেখে আমরা প্রথম টের পেলুম যে, তাঁর ভিতরে কতখানি অভাবিত কলানৈপুণ্য এতদিন প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল! তাঁর আবৃত্তি, তাঁর দেহভঙ্গি, তাঁর ভাবের অভিব্যক্তি—সমস্তই একজন পরিপক্ক অভিনেত্রীর সন্ধান দিচ্ছিল। আর তিন-চারটি ভূমিকায় তিনি যদি এই শ্রেণীর কৃতিত্ব প্রকাশ করতে পারেন, তাহ'লে তাঁকে বাংলা রঙ্গালয়ের অন্যতমা শ্রেষ্ঠ নটী ব'লে মানতে সকলেই বাধ্য হবে। আমরা শিশিরকুমারের নূতন লোক তৈরি করবার ক্ষমতার কথা ভাবছি আর বিস্মিত হচ্ছি! খালি অভিনেতা ও প্রয়োগকর্ত্তা হিসাবে নয়, শিক্ষক হিসাবেও তিনি যে এখন বাংলা রঙ্গালয়ে তুলনাহীন, তাতে আর সন্দেহ নেই কিছুমাত্র।

*

কিন্তু "বিসর্জ্জনে"র জনতা-দৃশ্যের অভিনয় আগেকার তুলনায় অনেকটা নেমে পড়েছে ব'লেই মনে হ'ল।

*

ষ্টারের শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর শক্তি-শিখা যেন কিঞ্চিৎ ম্লান হয়ে আছে না? "চিরকুমার সভা", "গৃহপ্রবেশ" ও "লাখটাকা" প্রভৃতি নাটকে অহীন্দ্রবাবু জনসাধারণকে যেমন অভিভূত ক'রে দিয়েছিলেন, অনেক দিন তিনি তেমন নাট্যনিপুণতা প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। আমাদের বিশ্বাস এর জন্যে দায়ী ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ। অহীন্দ্রবাবু তাঁদের সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, অথচ তাঁর উপযোগী ভূমিকা আছে, এমন কোন নাটক তাঁরা নির্ব্বাচন করতে পারছেন না। বাংলা দেশে এখন এমন নট একজনও নেই, সকল শ্রেণীর ভূমিকাতেই যিনি সমান ভালো অভিনয় করতে পারেন। সুতরাং অহীন্দ্রবাবুকেও ব্যবসাদারির খাতিরে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। তার ফলে তাঁর প্রাধান্য ক'মে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

*

শ্রীযুক্ত বগলা ভট্টাচার্য্য লিখেছেন :—

"আমার এ প্রশ্ন কটীর উত্তর আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় দেখতে পেলে আনন্দিত হ'ব।

১। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী এখন কোথায় এবং শ্রীমতী চারুশীলা? কি কারণে তাঁদের আর রঙ্গমঞ্চে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না?

২। গুজব,—শ্রীমতী কঙ্কাবতী, "ষোড়শীর" অপ্রত্যাশিত রূপ দান করেছেন—যা, চারুশীলায়-পাওয়া যায়নি? এই গুজব সত্য কিনা?

৩। অদূর ভবিষ্যতে শ্রীমতী কঙ্কাবতীকে "উদিপুরী"রূপে দেখতে পাওয়া যাবে কিনা? এরকম কোন আভাস আপনারা পেয়ে থাকলে জানাবেন।

৪। মিস্ লীলাবতী—যিনি বর্ত্তমানে "ক্রাউনে" 'রজনী'তে অভিনয় কোরেছেন—তিনি বাঙ্গালী অথবা অন্য কোন জাতীয়া?"

*

পরে পরে উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর এই :—১। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ও শ্রীমতী চারুশীলা আপাততঃ কিছুকালের জন্যে অবকাশ গ্রহণ করেছেন। ২। "ষোড়শী"র ভূমিকায় শ্রীমতী কঙ্কাবতীকে এখনো আমরা দেখি নি, সুতরাং তথাকথিত গুজবের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনরকম মতপ্রকাশ করতে অক্ষম। ৩। শ্রীমতী কঙ্কাবতী যে অদূর-ভবিষ্যতে উদিপুরী সাজবেন, এ কথা এখনো আমাদের কাণে ওঠে নি। ৪। মিস্ লীলাবতী 'অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান' ললনা।

*

আচ্ছা, যাঁদের উদ্যোগে গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁরা কি রুচি ধার করেছেন মাড়োয়ারীদের কাছ থেকে? সাদা পাথরের মূর্ত্তির ভিতর থেকে সেদিন দেখি দুটো কালো-রং-করা চোখ ফুটে উঠেছে—দেখাচ্ছে ঠিক যেন অমল ধবল মর্ম্মরের উপরে দু-টুক্‌রো কাঠকয়লার মত। একে তো মূর্ত্তিটি গঠনদোষে গিরিশচন্দ্রের অবিকল প্রতিরূপ হয় নি, তার উপরে এই ব্যাপারে তার সমস্ত স্বাভাবিকতা ও কলাসুষমা নষ্ট হয়ে গেছে। অবিলম্বে এই অত্যাচারের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক।

*

গুজব, মিনার্ভা' ও 'মনোমোহন' অল্প রঙ্গালয় থেকে শীঘ্রই দুটি নাম-করা নটীকে আনাবেন। সঠিক খোঁজ নিয়ে আমরা তাঁদের নাম জানাব।

*

'মিনার্ভা' এবারে সহরের শনি-রবিবারেরও মায়া কাটিয়ে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-কালের জন্যে মফস্বলে যাত্রা করেছেন। শনি ও রবি বারে সেখানে "নারী-নাট্য-সঙ্ঘে"র অভিনয়—যাঁরা পুরুষের ভূমিকাতেও পুরুষকে 'বয়কট' করেন। দেখছি "নারী-নাট্য-সঙ্ঘে"র আবির্ভাব হচ্ছে ঘন ঘন—ফলে তার উপর থেকে নূতনত্বের গিল্‌টি উঠে গেছে একেবারে। এ-রকম অস্বাভাবিক হুজুগ বারংবার ভালো লাগে কি?

*

"নাচঘরে" জ্ঞানবাবুর "পাণ্ডব-গৌরবে"র সমালোচনা প'ড়ে "ভীম" (কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায় মহাশয়) এক কৈফিয়ৎ পাঠিয়েছেন। আমরা আস্‌ছে বারে অকুতোভয়ে তাঁর নিক্ষিপ্ত গদা বক্ষে ধারণ করব—রণস্থলে এবারে অত্যন্ত স্থানাভাব।

গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

১

ও যে শেষ-বসন্তের ফুল!
হেসে রঙের সভায় আজও শোনে
ডাক্‌চে যে বুল্‌বুল্!

*

ফুলের রঙিন ইসারায়
ভুলে মরম খুলে যায়!
বনে আজও বাতাস বাজিয়ে সেতার
দুল্‌চে দোদুলদুল!

*

ওরে মৌমাছিদের বৌ!
আজও ফুরোয়নি তোর মৌ!
তবু ঘর-পালানো পীতম যে তোর
লজ্জা নেই আদৌ!

*

জাগে রঙন আর অশোক,
লাগে মিষ্টি চাঁদের চোখ!
এস ফুল গুঁজে আজ এলিয়ে দি সই,
বাঁধা-খোঁপার চুল!

২

বিদায়-বেলায় চোখের জলে
ভরব আমি ডালা,
সাঙ্গ হয়ে গেল এবার
মলয়-হাওয়ার পালা।

•

ফুলল ক'রে বনভূমি
আবার যেদিন আসবে তুমি,
তোমার গলায় দুলিয়ে দেব
আমার অশ্রুমালা!

•

নীল-বাগানে তারার কুসুম
ফুটুল অনন্ত,
তারই মাঝে শয়ন রচে
গত বসন্ত।

•

আজ্‌কে নীরব গহীন্ রাতে
চকোর কাঁদে আমার সাথে,
—নেইকো শশী, নেইকো আমার
শাঙর বন্‌শীওয়ালা!

—০—

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

আর অনেকদিন বায়োস্কোপ না দেখ্‌লেও চলবে। কারণ 'দেশ-প্রেমী' (The Patriot) নামক চিত্রনাট্যে শ্রীযুক্ত এমিল ইয়্যানিংস্ যে অপূর্ব্ব, অসাধারণ, অকল্পিত রকমের চমৎকার অভিনয় দেখিয়েছেন, সে রকম অভিনয় দেখবার ভাগ্য জীবনে একবার আসে তো যথেষ্ট। যাঁরা রুশিয়ার বিকৃতমস্তিষ্ক সম্রাট প্রথম পলের ভূমিকায় শ্রীযুক্তের এই অভিনয় দেখেন নি, তাঁরা সত্যই দুঃখভাজন।

•

সমর-সচিবের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত লিউইস্ ষ্টোনের অভিনয়ও এতে উল্লেখ-যোগ্য—কিন্তু নায়কের চিত্তবিভ্রমকারী অভিনয়ের পাশে তাও ম্লান হ'য়েছে। শ্রীমতী ফ্লোরেন্স ভিডর সমর-সচিবের প্রণয়িনীর অংশে যতটুকু অভিনয় দেখাবার সুবিধে পেয়েছেন, তা ভালো কোরেই দেখিয়েছেন।

•

কিন্তু তবু এই ছবিখানি এক সপ্তাহের বেশী চ'ল্‌লোনা—এই সাতদিনও কোনো রকমে চ'ল্‌লো। চিত্রনাট্য-রসিকরা বোধ হয় প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের বিবিধ সূক্ষ্ম-চেষ্টা-যুক্ত ছবিই পছন্দ করেন—কেননা এর চেয়ে অভিনয়ের দিক্ থেকে নিকৃষ্ট অনেক ছবি একাধিক সপ্তাহ সমারোহে চ'লেছে।

•

পার্লের 'মোহিনী-প্রণয়-দেবী' (Vamping Venus) একেবারে বাজে ছবি। কি অভিনয় কি আখ্যান কোনোদিক দিয়েই এর প্রশংসা চলে না—এর হাস্যরসের দিক্‌টা শ্রীযুক্ত চালি মারে থাকা সত্ত্বেও সব জায়গায় পরিস্ফুট হয় নি। সমস্ত ছবিখানির মধ্যে একমাত্র তৃপ্তিকর জিনিষ সুন্দরী কিশোরী যশস্বিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী থেল্‌মা টডের সুষম ও সুগঠিত দেহ ও ললিত অঙ্গহার।

•

'প্যালেস অফ ভ্যারায়েটিজের' যুদ্ধের ছবি 'ভার্দুন' রোমাঞ্চকর ও বিস্ময়কর। এর ডাইরেক্টার অভিনেতা অভিনেত্রী ঘটনাস্থল সবই ফরাসী। যুদ্ধের বাস্তব দৃশ্য যেন চোখের সাম্‌নে দেখলুম—যারা দেশকে রক্ষা কোরেছিলো তাদের কি কোর্‌তে হোয়েছিলো দেখে অবাক্ ও উত্তেজিত হ'তে হয়।

•

পিক্‌চার হাউসের 'মাইক' ললিত ছবি। নায়িকার অংশে শ্রীমতী ম্যালি ও' নীল সুন্দর অভিনয় কোরেছেন। বিশেষতঃ তার ভালোবাসার পাত্রটি যখন অন্য চাকরি খুঁজতে তার কাছে থেকে চ'লে যাচ্ছে, আর যখন প্রথম সে বোল্‌লে যে সে ওকে ভালবাসে, সরল প্রেমের আন্তরিক গভীরতার অভিব্যক্তি সে দুটি দৃশ্যে খুব চমৎকার ফুটে উঠেছে।

•

শ্রীমতী পোলা নেগ্রি চিরদিনই চড়া মেজাজী। সম্প্রতি ষ্টুডিওতে স্নানাগারের সংস্থান না থাকার জন্যে তিনি কোনো ফরাসী ছবিতে চুক্তির সর্ত্ত মান্‌তে চান্‌নি। 'রাজার নন্দিনী প্যারী যা করো তা শোভা পায়।"

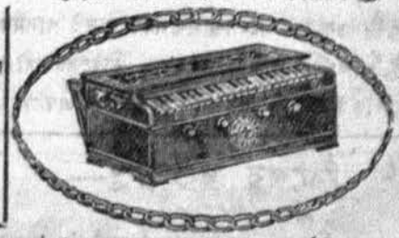
•

চলচ্চিত্র-জগতে সাথী এতো ঘন ঘন বদলায় কেন? আর এই ধারা কোনো রকমে বন্ধ না হোলে এর শেষ হবে কোথায় গিয়ে? টম্ মিক্স তাঁর প্রথম স্ত্রীকে ডাইভোর্স কোরে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেছেন, চার্লস্ চ্যাপলিনের বিবাহ-বন্ধন দুই বার ছিন্ন হোয়েছে, মন্টি ব্লু প্রথম স্ত্রী বর্জ্জন কোরে দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে এনেছেন, মিল্‌টন মিল্‌স্ ষোলো বছরের ঔরসজাত মেয়ের মাকে ত্যাগ কোরে ডোরিস্ কেনিয়নকে বিয়ে কোরেছেন। কিং ভিডর তাঁর প্রথম স্ত্রী ফ্লোরেন্সকে বর্জ্জন কোরে ইলিনর বোর্ডম্যানকে বিয়ে কোরেছেন। জেম্‌স্ ক্রুজও তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ কোরে বেটি কম্পসনকে বিয়ে কোরেছেন। রবার্ট লিওনার্ড তাঁর স্ত্রী মে মারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হোয়ে জার্টরুড্ ওম্‌ষ্টেডকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ কোরেছেন। ক্যাথারিন্ কার্ডি স্বামী ত্যাগ কোরে এডলফে মঞ্জুকে বিয়ে কোরেছেন। সেসিল্‌ভাল্‌ড ডেমি তাঁর প্রথম স্ত্রীকে বর্জ্জন কোরে অষ্টাদশী সুন্দরী শ্রীমতী ষ্টিফেন্‌কে (বেট্‌সি লি) গৃহিণী কোরেছেন। আর কতো নাম কোর্‌বো?

—গি—

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্দ্ধার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।
ন্যাশনাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮

ভারতের লুপ্ত আর্ট

—•—

(শ্রীভারতকুমার বসু)

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি?···তার প্রাচীন উপাখ্যানগুলি! কিন্তু আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই যে, এই-সম্পদ যে-দেশের গৌরবের বস্তু, সেখানে - মোগল-রাজত্বের বহু শত বর্ষ পূর্ব্বেকার-প্রচলিত সেই সুন্দর ও প্রাচীন আর্টের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা আজকাল যেন ঘুমিয়ে এসেছে। এই অশ্রদ্ধার জন্যে প্রত্যেক দেশেরই ক্ষতি হয়। ভারতবর্ষেরও হ'য়েছে। আর তা একটু বেশী ভাবেই। আর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিকাশ—নৃত্যের প্রতি অবহেলাই হচ্ছে এই ক্ষতির মূল। নৃত্যই জাতির উন্নতির জন্য বিস্তৃত ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই নৃত্য-কলার এখানে এতদূর পতন হ'য়েছে যে, মনে হয়, শীঘ্রই তা একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে। এ সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করা হ'য়েছে। কিন্তু একে পুনর্জ্জীবিত করবার কোনো চিহ্নই প্রকাশ পায়নি। যাই হোক, এই লুপ্ত আর্টের মধ্যে তার স্বাভাবিক সুন্দর রূপটী পুনরায় দেবার জন্য সম্প্রতি কয়েকটী বিশিষ্ট ব্যক্তি যথেষ্ট চেষ্টা ক'রছেন। তাঁদের মধ্যে বোম্বাইনিবাসী, ভারতীয় আর্টের সুপরিচিত সমালোচক মিঃ কে, এইচ, উকীলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই-সহরে সুধী-সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি এই আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছেন। এবং নৃত্য-কলার ভক্ত-অনুরাগী সম্ভ্রান্ত-বংশীয় কতকগুলি পুরুষ ও মহিলাকে তিনি এই উদ্দেশ্যে সংগ্রহও ক'রেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে তাঁকে অনেক সাহায্য ক'রছেন। এই নৃত্যের আন্দোলনে কেবল যে আর্টেরই উন্নতি হবে, তা নয়, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারেরও!···

এই নৃত্য হচ্ছে আজকালকার থিয়েটারী নৃত্য হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ নৃত্যের রূপ হচ্ছে ঠিক তাই, যা এক সময়ে গৃহস্থ-আশ্রমে এবং সুধী-সমাজের কাছে মধুর হ'য়ে ফুটে উঠতো। এই নৃত্য—প্রাচীন ভারতের চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য্যের অনুপ্রেণায় উচ্ছ্বসিত।

মিঃ কে, এইচ, উকীল হচ্ছেন দিল্লীর "পুরস্কার-সমিতির" সেক্রেটারী। এই সমিতি থেকেই ভারত-গভর্ণমেণ্টের কাছে দিল্লীতে একটী কেন্দ্রীয়-কলা-ভবন প্রতিষ্ঠানের জন্য আবেদন করা হয়।

মিঃ কে, এইচ, উকীল বলেন যে, মাননীয়া কুচবিহারের মহারাণীর প্রতিষ্ঠিত "বয়ন-শিল্প-মন্দির" দেখে তিনি খুব সুখী হ'য়েছেন এইজন্যে যে, উৎসাহ অভাবে ক্রম-ধ্বংসমান গৃহ-শিল্পের কাজ আবার নবজীবন প্রাপ্ত হচ্ছে! প্রাচীন স্থাপত্যের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত কুচবিহারের হাঁসপাতালটীও মিঃ উকীল দেখেছেন। এই হাঁসপাতাল এবং "বয়ন-শিল্প-মন্দির" দুটী কুচবিহারের মহারাণী নিজের ব্যয়ে অতি যত্নের সঙ্গে তৈরী করিয়েছেন। মিঃ উকীল বলেন, মাননীয়া মহারাণীর মত যদি ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির সমস্ত স্বদেশী শাসনকর্ত্তা স্থাপত্যের জন্য আন্তরিক যত্ন ও অর্থব্যয় করেন, তা হ'লে, ভারতের গৌরব সেই প্রাচীন স্থাপত্যের চিহ্ন আবার উজ্জ্বল ও উন্নতভাবে ফুটে উঠবে এখানে।

মিঃ উকীল বিখ্যাত স্থাপত্য-শিল্পী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রশংসনীয় কার্য্যের কথা শুনেছেন। তিনি (মিঃ উকীল) বলেন, স্থাপত্যের উন্নতি যদি এখানে হয়, তা হ'লে সে-উন্নতি আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক অমূল্য সম্পদ এনে দেবে। তিনি বলেন, এই লুপ্ত স্থাপত্য-শিল্পের পুনরুদ্ধার-কল্পে এর মধ্যেই বোম্বাই-সহরে প্রচুর এবং সন্তোষজনক কাজ আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

ভারতীয় লুপ্ত-আর্ট উদ্ধারের এই যে প্রচেষ্টা, এ শুধু প্রশংসনীয় নয়,—এইতেই জাতির সমস্ত গর্ব্ব ও গৌরব!...

নৃত্যের কথা ধরা যাক!:—

ভুবন-মোহিনী নর্ত্তকী আনা পাব্‌লোভা যখন দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসেন, তখন তাঁর সম্বর্দ্ধনায় বোম্বাইয়ের শ্রীমতী লীলা শোখে যে নৃত্য দেখিয়েছিলেন, তা হ'য়েছিল অপূর্ব্ব। নৃত্যগুলির নাম ছিল—"উষানৃত্য", "ভক্তিভাবের" নৃত্য "নদী-তীরের" নৃত্য, এবং "নগ-রাজকুমারীর নৃত্য"।···এই নৃত্যগুলি খুব সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হ'য়েছিল। এবং পাবলোভা তা দেখে অতিশয় প্রীত হ'য়েই ব'লেছিলেন যে, শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের সেই প্রাচীন ভারতীয় আর্টকে এই রকম আন্তরিকভাবে লীলায় অভিব্যক্ত ক'রতে দেখে তিনি মুগ্ধ হ'য়ে গেছেন!···

শ্রীমতী শোখের নৃত্যের পর পাবলোভার ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়ের একটী শক্তিধর নৃত্য-নট—মিঃ এম্, অ্যাল্‌গারোনফ্, প্রাচীন হিন্দু-ভাস্কর্য্যের ভঙ্গি অবলম্বনে চমৎকার একটী নৃত্য করেন। এই সঙ্গে ভারতীয় একটি গানও যোগ ক'রে দেওয়া হয়। এই গানটী যিনি গা'ন, তিনি একটী বিদুষী হিন্দুকুমারী। তাঁর নাম—শ্রীমতী মাদ্রি, পি, দেশাই। নৃত্যের পর প্রশংসার সঙ্গে মিঃ অ্যাল্‌গারোনফ্ বলেন, "ওই মেয়েটীর গান-গাওয়া অত সুন্দর হ'য়েছিল ব'লেই আমার পক্ষে নৃত্য সম্ভবপর হ'য়েছিল!"

মিঃ কে, এইচ, উকীল বলেন, ভারতীয় সঙ্গীতকলার উন্নতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর ক'রছে—দেশের তরুণ-বয়স্ক সমস্ত ছেলেমেয়ের আন্তরিক যত্নের উপর। তারা চেষ্টা ক'রলেই এই সঙ্গীতকলা নব নব সৃষ্টির মহিমায় ভ'রে উঠবে এবং পূর্ব্বেকার মতই আবার তা জাতীয় শিক্ষার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রবে।···

অভিনয়

(শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়)

জগৎটাই একটা নাট্যশালা—

তোমার-ও সব বেদ-বেদান্তর কথা রেখে দাও।

কথাটা শুনতে বেদ-বেদান্তর কথার মত বটে; আর বেদ-বেদান্তর তত্ত্ব এদেশের লোকের মনে এমন একটা মজ্জাগত সংস্কার হয়ে গেছে যে, কোন কথা শুনলেই আগেই টপ্ ক'রে মনের মধ্যে তার দার্শনিক ভাবটাই উদয় হয়—ঠিক তথ্যটা না বুঝলেও তার একটা আবছায়াও ধরতে চেষ্টা করি। যেটাকে তুমি বেদ-বেদান্তর কথা ব'লে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছ, তোমার নিজের মনেও যে তার কম প্রভাব, তা মনে করো না।

কি রকম?

মনের উপরের পর্দ্দাটা ঠেলে একটু তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেই দেখতে পাবে—

কি দেখতে পাব?

জগৎটা যে একটা মায়া, অবিদ্যা, একটা কিচ্ছু-না, আসল বস্তু যে জগতের বাইরে, এ রকম একটা সংস্কার, একটা বিশ্বাস—সেটা যতই সূক্ষ্ম, যতই ক্ষীণ

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি:—

২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

হ'ক না কেন—তোমার মনের মধ্যেও আছে। আমাদের দেশের সবার মনেই সে বিশ্বাস আছে—কারও কম, কারও বেশী। কালের ধর্ম্মেই হ'ক বা শিক্ষা অথবা অপরের সঙ্গে মেলামেশার ফলেই হ'ক, ক্রমশঃ সে বিশ্বাস শিথিল হয়ে আসছে বটে, কিন্তু একেবারে যায় নি। তবে আমি এখন সে কথা বলছিলাম না, বলছিলাম অন্য কথা।

কি?

জগৎটা যে নাট্যশালা, একথা বলেছেন আর এক দেশের কবি। সে দেশের লোক ইহজগৎকে মায়া ব'লে উড়িয়ে দিতে চায় না, বরঞ্চ যথাসম্ভব ভোগ ক'রে নিতে চায়। তাই কবির কথাটা একটা উপমার বেশী আর কিছু নয়। কিন্তু—

কিন্তু কি?

যিনি বলেছেন তিনি খুব সাধারণ লোক নন, একজন অসাধারণ লোক।

তাতে কি বয়ে গেল?

তা গেল বই কি! অন্ততঃ কথাটা একটু তলিয়ে দেখাও ত দরকার। যিনি বলেছেন তিনি জগৎকে চিনেছিলেন খুব ভাল ক'রে, আর সেইজন্যেই নাট্যশালা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান এত বেশী। দুটো জিনিষের মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ আছে যে, একটা বুঝতে হ'লেই আর একটা বুঝতে হবে, আবার একটাকে বুঝলেই আর একটাকে বুঝতে দেরী হয় না।

সে সম্পর্কটা আর একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও।

সম্পর্কটা বোঝবার আগে জিনিস দুটো বুঝতে চেষ্টা কর।

বেশ।

প্রথমে দেখ, জগৎটা কি? আমরা এখানে বাস করি, অর্থাৎ খাই, দাই, বেড়িয়ে বেড়াই, কিন্তু আমাদের প্রকৃত স্বত্ত্বাটা থাকে অন্য যায়গায়—যেখান থেকে আসি, আবার সেখানে যাব। আর আমরা যে নেহাৎ কোরা অবস্থায় আসি বা যেমন ভাবে আসি, তেমনি ভাবেই চলে যাই, তাও নয়। অনেক-কিছু নিয়ে আসি যা এই জগতে ফোটাতে চাই। আর এই ফোটাবার চেষ্টা মানেই ফোটান অর্থাৎ মানব জীবনের চরম বিকাশ। এই রকম অনন্ত কাল ধ'রে অজস্র "প্রবেশ" ও "প্রস্থানের" ভিতর দিয়েই আমাদের জীবন।

নাট্যশালাটাও কি ঠিক তাই নয়? আমরা আসি, যাই, সঙ সাজি, কিন্তু আমাদের প্রকৃত স্বত্ত্বা থাকে অন্যত্র।

এই পর্য্যন্ত অর্থাৎ দৃশ্যতঃ একরকম বটে; কিন্তু মূলতঃ অনেক তফাৎ আছে।

যথা?

প্রথমতঃ আমরা নিজেদের এই জগতের মনে ক'রে জগৎসম্বন্ধে যে ভুলটা করি, সেটা আমাদের নিজের (subjective), কিন্তু নাট্যশালায় সঙ সেজে যে ভুলের সৃষ্টি করি, সেটা নিজের নয়, পরের (objective); সব চেয়ে বড় নট সে, যে যখন-তখন যে-কোন ভুলের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে ভুলের স্রোতে ভাসিয়ে দেয় না। রাজা সেজে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি নট ছাড়া কিছু নয়—এ বোধটুকু থেকে যায় আর থাকাও দরকার। যাকে "আমি রাজা, আমি রাজা", অনবরত এই ভেবে অনেক পাঁয়তারা ক'সে তবে "feeling" আনতে হয়, প্রকৃত নট হ'তে তার অনেক দেরী। কারণ কোন জিনিসে দখল পেতে হ'লে তার ম্যাচকাফেরগুলো নিজের কব্জির ভিতর থাকা দরকার, যাতে ক'রে যখন-তখন যে-দিকে-ইচ্ছে ফিরাতে ঘোরাতে পারা যায়। তা ছাড়া জগৎ ও নাট্যশালায় আরও একটা প্রভেদ আছে।

কি?

জগতে আমরা নিজেদেরই ভূমিকা অভিনয় ক'রে যাই, কিন্তু নাট্যশালায় করি পরের ভূমিকা। পর হ'লেও অবশ্য তারা এই জগতেরই লোক।

কিন্তু বর্ত্তমান নয়, মৃত।

মৃত কেউ নয়। রক্তমাংসের শরীরে বিদ্যমান না থাকলেও তারা ভাবের ঘরে নিত্য বর্ত্তমান। ভাবকে এই রক্তমাংস হ'তে পৃথক ক'রে নতুন রূপ দেওয়াই হচ্ছে রসসৃষ্টি বা আর্টের পুনঃসৃষ্টি। অভিনয়টাও একটা আর্ট।

কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

অর্থাৎ আর্টের কাজ হচ্ছে, জগতে যা কিছু সুন্দর, তার সৌন্দর্য্যটুকু নিজে বোধ ক'রে পরকে বুঝিয়ে দেওয়া।

কিন্তু প্রেম, নিষ্ঠা, ত্যাগের মত সুন্দর জিনিসও আর্টে যতখানি স্থান পায়, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতার মত কুৎসিত জিনিসও ত ততখানি স্থান পায়!

যেটা দেখতে কুৎসিত তার ভিতরও একটা সৌন্দর্য্য আছে। তা ছাড়া background করবার জন্যে কালো রঙেরও দরকার।

তা যেন হ'ল, কিন্তু আমার প্রাণের সৌন্দর্য্যবোধ অপরকে কি ক'রে বোঝাব?

সেটা দু-রকমে হ'তে পারে—এক সূক্ষ্ম, এক স্থূল। সূক্ষ্ম যেমন—"Soul to soul vibrates through a finer element of our own"—অর্থাৎ মানুষ যখন "চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং ভাবস্থিরানি জননান্তর সৌহৃদানি।"

ফোন নং—ব, বি, ২৬০৮

ফ্রেণ্ডস সোসাইটির

সকল রকম সুতী ও রেশমী কাপড়

ও জামা খরিদ করিবার পূর্ব্বে—

দর ও জিনিষ দেখিতে ভুলিবেন না

(একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

আশুতোষ বিল্ডিং

ও

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোলদীঘির পাশ্চম,

রক্ত পরিষ্কার করে

সুরবালী কুমারী।

খাইতে কোনও হাঙ্গামা নাই

সি,কে,সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলকাতা।

বল বৃদ্ধি করে

ও-সব নিছক কবির কল্পনা ; ও-সব কথা শিকেয় তুলে রেখে দাও।

দিলাম।

এখন স্থূলের কথা বল। একজনের রসানুভূতি অপরকে বোঝান যেতে পারে কি ক'রে ?

এক কথায় বলা যেতে পারে, চেষ্টিত বা অভিব্যক্তির দ্বারা।

তার মানে ?

তার মানে, ভিতরকার অনুভূতি বাহ্য চিহ্নে অনুবাদ করা। এই চিহ্ন-গুলোই হচ্ছে, একটা প্রাণের সংযোগ-সেতু।

এই রকম গোটাকতক চিহ্ন বা সেতুর নাম ক'রে যাও দেখি, নইলে কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

তার প্রধান হচ্ছে ভাষা।

শুধু প্রধান কেন, আমার বোধ হয় একমাত্র উপায় ভাষা।

তা ঠিক নয়। আবার ভাষাও যে সব সময় আমাদের মনের কথা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়, তাও নয়। অনেক ক্ষেত্রে সে ঠকায়। কেউ কেউ একথাও বলেন যে, ভাষার সৃষ্টি হয়েছে মনের ভাব ততটা প্রকাশ করতে নয় যতটা ঢাকতে। কথাটা সত্যিও বটে, মিথ্যেও বটে।

মিথ্যে কেন ?

অনেক স্থলে ভাষা মনের ভাব ত সত্যি সত্যিই প্রকাশ করে। আর ভাষা যদি প্রাণ থেকে বেরোয়, সে কথাগুলোর চেয়ে ঢের বেশী কথা প্রকাশ করে।

কি ক'রে ?

ভাষার অন্তরে আর একটা ভাষা আছে। তাই শর্ম্মণ্য সুধী মোক্ষমূলর বলেছেন—There is a language beneath her surface···there are sermons in every word !

কিন্তু ভাষা ছাড়া আর কি উপায়ে মনের ভাব ব্যক্ত করা যায় ?

একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে।

না, পারলাম না।

আচ্ছা, কেউ কি তোমাকে ভালবাসে ব'লে মনে হয়, বা কখনও বেসেছে ?

কেন বাপ, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী—সকলেই অল্প-বিস্তর ভালবাসে ব'লে ত আমার মনে হয়।

তারা কেউ কি কোন দিন তোমাকে ভাষায় প্রকাশ ক'রে বলেছে—ওগো, আমি তোমায় ভালবাসি ?

না।

তবে কি ক'রে বুঝলে যে তারা তোমাকে ভালবাসে ?

তা বোঝা যায় বই কি।

বোঝা যায় তা আমি অস্বীকার করছি না ; কিন্তু কি ক'রে বুঝলে, সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছি।

কেন, তাদের প্রত্যেক কথাবার্ত্তা, হাব-ভাব চাল-চলনেই তা প্রকাশ পায়।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে, ভাষা ছাড়া মনোভাব প্রকাশ করবার আরও অনেক উপায় আছে। মুখের, প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রতি ক্রিয়া-কলাপ হচ্ছে এক একটা অভিব্যক্তি। ভাষার সঙ্গে যোগ হ'লে তাদের জোর দুনো হয়। আবার এই সকল চেষ্টিত-বিহীন হ'লে ভাষা নিজেই বোবা মেরে যায়। পরস্পরের যোগাযোগে বা দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে প্রত্যেক অভিব্যক্তিই আবার বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে।

কি রকম ?

প্রাচ্যের অভিব্যক্তি একরকম, প্রতীচ্যের আর এক রকম। আর্য্যাবর্ত্তের অভিব্যক্তি এক রকম, দাক্ষিণাত্যের আর এক রকম। আমরা যেমন ক'রে ঘাড় নেড়ে "না" বলি, দাক্ষিণাত্যের লোক ঠিক তেমনি ক'রে ঘাড় নেড়ে "হাঁ" প্রকাশ করে। বুকভরা আনন্দ অনেক সময় অশ্রুজলে মূর্ত্ত হয়, আবার বুকফাটা দুঃখ হাসিতে ফুটে ওঠে।

তা হলে লোকের মনোভাব বুঝতে হ'লে তার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রতি লেখাটি লক্ষ্য করতে হয় ?

হ্যাঁ। ভাব প্রকাশ করে আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, কিন্তু গ্রহণ করে মাত্র দুইটি ইন্দ্রিয়—চোখ আর কাণ। বাঙ্ময় অভিব্যক্তি (যেমন সঙ্গীতাদি) গ্রহণ করে কাণ, আর নির্ব্বাক অভিব্যক্তি (যেমন চিত্রকলা প্রভৃতি) গ্রহণ করে চোখ। অভিনয়ের রসগ্রহণ করতে হ'লে চোখ আর কাণ দুজনকে একসঙ্গে কাজ করতে হয়।

"রমা"

(শ্রীপ্রভাতকুমার বসু)

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস "পল্লীসমাজ" "রমা"য় রূপান্তরিত করেছেন। উপন্যাস "পল্লীসমাজ" নাটকাকারে গাঁথতে গেলে তাকে "রমা"য় পরিণত করা ছাড়া উপায় নাই। উপন্যাস "পল্লীসমাজ" ছিল পল্লীসমাজের abstractর উপর আঁকা, তার ভিতর "রমা", "রমেশ" প্রভৃতি মানুষগুলো abstractকে ফুটিয়ে তুলিতে চেষ্টা করেছিল মাত্র। কিন্তু নাটক হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। তাকে concreteর উপর কাঠামো তৈরি করিতে হয়, তার abstract ideaগুলি concreteর ভিতর দিয়ে ভিন্ন ফুটিয়ে তুলবার আর উপায় নাই। সেইজন্যই যেখানে উপন্যাসের পাত্রপাত্রী মৌন, সেখানে নাটকের পাত্রপাত্রীকে কথা কইতে হয়, কারণ এখানে গ্রন্থকার নয়, environmentই কথা কইতে পারে।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, পল্লীসমাজ নাটকে পরিবর্ত্তিত হয়ে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছে কি না। আমার মতে শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, শ্রী নষ্ট হয়েছে। আর এ কথা শুধু "পল্লীসমাজ" কেন "দেনাপাওনা" সম্বন্ধেও সত্য। রূপান্তরিত "ষোড়শী" "দেনাপাওনা"র অনেক ভাল ভাল touch হ'তে বঞ্চিত। কিন্তু "ষোড়শী" আর এক দিক থেকে খুব বেশী সার্থক হয়ে ওঠাতে সেই subtle artistic pointগুলির পূরণ ক'রে নিয়েছে। সেই সার্থকতার দিকটা হচ্ছে জীবানন্দ ও ষোড়শীর কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে মনস্তত্ত্বের চমৎকার প্রকাশ। থাক্, ষোড়শীর কথা।

"রমা" নাটকে পরিবর্ত্তিত হয়ে দোষ হয়েছে কি ? দোষ হয়েছে এই

নূতন বই

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১। নূতন বউ ২। বসন

মূল্য—১৸০ আনা ১।০ আনা

এন্, এম্, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং

১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

যে, রমার silence এবং কার্য্য ও মনের পরস্পর বিরোধ-গতি এবং মনের সেই ঘাতপ্রতিঘাত যেটা "পল্লীসমাজে" এখানে ওখানে সেখানে টুকরা টুকরা ঘটনার মধ্যে বেশ প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল, সেটা সমস্ত ঘটনা সংযোজনে সংযোজিত একটা ঘটনার মধ্যে সেই intellectual subtelty'র আর শরৎ বাবুর বইয়ের যেটা একান্ত নিজস্ব সেই mysteriousness যাতে ক'রে পাঠকদের কল্পনাবৃত্তির যথেষ্ট scope থাকে সেই গুণগুলির একান্ত অভাব। এই দুই গুণ যা উপন্যাসকে বরেণ্য ক'রে রেখেছিল, নাটকে কোথাও অত্যন্ত স্পষ্টতা এবং কোথাও একান্ত অস্পষ্টতার মধ্যে সে সৌন্দর্য্য অত্যন্ত কমে গিয়েছে। উপন্যাসের কথাবার্ত্তাগুলি নাটকের ছাঁচে ঢাল্‌লেই নাটক হয়ে দাঁড়ায় না। পল্লীসমাজে যে জায়গায় রমা চোখ শুক্‌নো রেখে একটি কথাও বলে নি, কিম্বা যা বলেছে তা যে তার হৃদয়ের কথা নয় তা উপন্যাসের পাঠক আপনিই উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং হৃদয় থেকে ঝ'রে কতটা রক্ত সেখানে পড়েছে, ঠিক সেই জায়গাতেই, মাত্র সেই সমস্ত কথাবার্ত্তা দিয়ে নাটকে তার হৃদয়-বেদনার কথা মোটেই প্রকাশ করতে পারে নি। একটি একটি ক'রে প্রধান চরিত্রগুলি study করলেই একথাটা আরও স্পষ্ট হবে।

প্রথম—জ্যাঠাইমা। উপন্যাস প'ড়ে জ্যাঠাইমার দেখেছিলুম তাঁর ভিতরে মাতৃমূর্ত্তি, আর তার সঙ্গে মিশান তাঁর অসীম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সেগুলি তিনি অর্জ্জন করেছিলেন পল্লীসমাজের সংসারের মধ্যে বহুকাল হ'তে বাস ক'রে, কিন্তু তাঁর মনকে তার থেকে অনেক বাহিরে রেখে। কিন্তু "রমা"য় জ্যাঠাইমা হয়ে দাঁড়িয়েছেন একজন school-mistress—উপদেষ্টা মাত্র। পল্লীসমাজের জ্যাঠাইমার কথাবার্ত্তায় তাঁর ত্যাগ তাঁর লাঞ্ছনা তাঁর মনের গভীর ক্ষত বাইরে প্রকাশ হ'ত না, কিন্তু খুব বেশী রকমই প্রকাশ হ'ত সেই অপ্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর environment দ্বারা, ছোট ছটো-একটা এর-ওর কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে, কিন্তু "রমা"য় জ্যাঠাইমার স্বপ্রকাশ নাটকে সম্ভব না হওয়ায় তাঁর sacrifice এর কথা যেটা সকলের চেয়ে বড় কথা সেইটাই উহ্য রয়ে গেল।

এইত গেল জ্যাঠাইমার কথা, তারপর রমার কথা। পল্লীসমাজের রমা যতটা অত্যাচার রমেশের উপর করেছিল, তার ঢের বেশী সে নিজের উপর করেছিল এটা অবশ্য নাটকে রমা নিজেই এক জায়গায় রমেশকে বলেছে, কিন্তু দর্শকরা শেষে যখন ও-কথাটা শুন্‌লে তার আগে রমার সমস্ত শাস্তি পাওয়া হয়ে গিয়েছে, কিন্তু দর্শকরা তা উপলব্ধি কোন জায়গায়ই করতে পারে নি। নাটকে রমার চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এখান থেকে ওখান থেকে লওয়া একটা খাপছাড়া ঘটনার সমষ্টি, কারণ তার মূক হৃদয়ের কথাটা উপন্যাসের মত নাটকেও সব জায়গায়ই উহ্য ছিল।

আবার অন্য দিক থেকে গোবিন্দ গাঙ্গুলী ও ধর্ম্মদাস নাটকে বেশ ফুটে উঠেছে, কারণ তাদের চরিত্র নাটকে ফুটে উঠবার উপযোগী যথেষ্ট ঘটনা সংযোজন করা হয়েছে—যথা গোবিন্দ গাঙ্গুলী বেণী ঘোষালকে গালাগালি দেবার পরই বেণী এসে উপস্থিত হওয়া মাত্রই বেণীরই প্রতি আবার সুখ্যাতি বর্ষণ। কিন্তু অন্যান্য চরিত্র ফুটে উঠ্‌বার মত নাটকীয় ঘটনা সংযোজন করা হয় নি।

আমি শুধু এই কথা বল্‌তে চাই যে, "রমা" নাটক দেখ্‌তে হ'লে "পল্লীসমাজ" পূর্ব্ব হ'তে প'ড়ে যাওয়া প্রয়োজন কারণ "রমা" self sufficient নয়। মনস্তত্ত্বপূর্ণ উপন্যাসকে কাটছাঁট বাদ দিয়ে তার কথাগুলো তুলে দিলেই নাটক হয় না।

———

অভিনয়ে আর্ট

(রাণী শ্রীসুরুচিবালা চৌধুরাণী)

—:০:—

আর্ট-রাজ্যের আর একটী সৌন্দর্য্য হচ্ছে অভিনয়। নিজের অস্তিত্বটুকু ভুলে, নিজের আকৃতি-প্রকৃতি সব বদলে নিয়ে একেবারে হুবহু অন্য একটী চরিত্রের সৃষ্টি করা প্রকৃত অভিনেতার কৌশল ও এইটুকুই অভিনয়ের আর্ট। আর্টের সঙ্গে অভিনয়ের একটী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, ভাল আর্টিষ্ট না হ'লে ভাল অভিনেতা হওয়া যায় না। অভিনেতাকে আর্টের সব রকম সৌন্দর্য্যের দরজায় একবার উঁকি মারতে হয় এবং তার বিষয় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়।

মানুষের মনস্তত্ত্বের সন্ধানও অভিনেতাকে নিতে হয়, কারণ ভিন্ন-প্রকৃতির চরিত্রকে গঠিত ক'রে তুলতে হয় তাকেই, আর লোকের মন আকর্ষণ ক'রে ইচ্ছামত হাসাতে ও কাঁদাতেও হয় অভিনেতাকে। কি ভাবে কেমন ক'রে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে হয়, কি ক'রে তার মর্ম্মস্থলে আঘাত ক'রে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া যায়, সুরের কোন্ পর্দ্দায় সুর মিলিয়ে, কোন্ ভঙ্গিতে, মুখের কি ভাবে মানুষকে অভিভূত ক'রে তাকে মুগ্ধ ক'রে দেওয়া যায় এইটুকু গোপন বার্ত্তা অভিনেতায় বেশ ভাল ক'রেই জানা থাকা চাই। তাকে শিখতে হয় প্রেমিকের প্রেম-নিবেদন—আবেশ-ভরা চোখের দৃষ্টিতে অভিনয়ের প্রিয় অথবা প্রিয়াকে বিহ্বল ক'রে সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদেরও সেই মদিরায় মাতাল ক'রে দেওয়া। আবার তাকে জানতে হয় করুণ রসের অবতারণা ক'রে সকলকে কাঁদিয়ে দেওয়া, তাকে দেখাতে হয় দুঃখের বিষাদময় প্রতিকৃতি, আনন্দের ভরপুর উল্লাস, আবার প্রাণের শুষ্ক কঠোরতা ও ক্রোধ-বিদ্বেষের ভীষণ বীভৎসতা। সব রকম রস নিয়ে খেলা করতে হয় অভিনেতাকে। ঘন ঘন ভাব পরিবর্ত্তন করার শক্তি, নিজের মনের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করবার ক্ষমতা, নিজ চরিত্রের ভাষার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে ভাবের অভিব্যক্তি করবার কৌশল অভিনেতাকে আয়ত্ত করতে হয় ভাল ক'রে, নইলে তা অভিনয় হয় না, তা কেবল আবৃত্তি হ'য়ে পড়ে।

লেখক কেবল লিখেই যান কিন্তু তাকে ভাষা ও ভাব অনুরূপ মূর্ত্তি দেয় অভিনেতা। লেখকের কল্পনাকে রূপ দেওয়া, ভাষাকে পরিস্ফুট ক'রে তোলা, পুস্তকের পৃষ্ঠায় নির্জ্জীব চরিত্রকে সজীবতা দান করা অভিনেতার রস প্রকাশের কৃতিত্ব। অভিনেতার থাকবে সব রকম সৌন্দর্য্যবোধ, যেখানে যা-কিছু সত্য ও সুন্দর দেখবে তাই স্মৃতির গহ্বরে লুকিয়ে রেখে সময়োপযোগী তা খরচ করার তৎপরতা। রাস্তার নিঃস্ব ভিখারী থেকে ধনকুবেরের ভাব-ভঙ্গির রহস্য জেনে রাখা, সব চেয়ে নীচ দুর্ব্বৃত্ত হ'তে হা-ধার্ম্মিকের চরিত্র বিশ্লেষণ করা, এক কথায় পৃথিবীর যত রকমের মানব-চরিত্র হ'তে পারে সব রকমের একটী মোটামুটি idea গ'ড়ে নেওয়া অভিনেতার শিল্প-জ্ঞানের পরিচয়।

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

পকেট কেসবদ্ধ মাত্র ৭টী ঔষধ মূল্য ষ্টীম্প পত্র ৫৲

বিলামূল্যে চিকিৎস পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেকট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

আরো তার থাকা চাই ইতিহাসে জ্ঞান, সাহিত্যে রসবোধ, পৃথিবীর সব-কিছু সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করার ক্ষমতা, সুদূর অতীতের অভিজ্ঞতা—বর্ত্তমানের ভাবগ্রাহিতা—তা হ'লেই তার অভিনয় হয় সুন্দর ও যথার্থ। ঠিক অভিনীত চরিত্রগত সাজসজ্জা, ব্যবহার, ভঙ্গি, প্রকৃতি ও মুখশ্রী মানিয়ে নিয়ে এমন ভাবে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে হয়, যেন বোঝা যায় ঠিক সেই-ভাষায়-বর্ণিত চরিত্রটী সজীব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অভিনেতাকে নিজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হয়; মন প্রাণ দেহের সমস্ত উপকরণ এক সঙ্গে মিলিয়ে সেই অভিনয়ের মানুষটীর সঙ্গে সঙ্গোপনে আলাপ ক'রে পরিচয়টা যতদূর ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলতে পারা যায়, তত তার অভিনয় হয় প্রাণময়। বিখ্যাত অভিনেতা David Garrick বিলাতী রঙ্গমঞ্চের প্রথম সংস্কারক। তিনি অভিনয়কালে নিজেকে এতটা ভুলে যেতেন যে, সে সময় তাঁর অভিনয়ের বাস্তবতায় সঙ্গের অন্য অভিনেতারা অভিভূত হয়ে যেতেন। Mrs. Sarah Siddons নাকি একবার Merchant of Venice অভিনয়ের সময়ে Portiaর ভূমিকায় Garrickএর ক্রোধের অভিনয়ে ভীত হয়ে নিজের ভূমিকার অংশ ভুলে গিয়েছিলেন। বাস্তবতাই অভিনেতা ও অভিনয়কে বাঁচিয়ে রাখে। প্রাণপূর্ণ অভিনয় দেখে সুখ হয়—আনন্দ পাওয়া যায়। বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চেও নাকি ৺গিরিশ বাবুকে "নীলদর্পণের" একটী অংশে ৺পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ক্রোধান্বিত হয়ে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন। এতে গিরিশবাবু অপমান বোধ করেন নি মোটে, কারণ এতে তাঁর অভিনয়াংশের কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তাই তিনি তা তাঁর গৌরবের বিজয়-চিহ্ন ব'লে সসম্মানে গ্রহণ করেছিলেন।

অভিনয়ের একটা কোন সীমা নির্দ্ধারণ করা নেই। একা চরিত্রকে ইচ্ছামত অনেক রূপ দিতে পারে প্রকৃত শিল্পী। লেখকের ভাব বজায় রেখে চরিত্রের রূপে নানারকম রং ফলাতে পারে অভিনেতা তার মনের মতন ক'রে। Sir Birbhoom Tree নাকি একটি চরিত্র বহুবার অভিনয় করেছেন, কিন্তু সব দিনই ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়ে তিনি দর্শকদের সামনে নিজেকে ধরা দিয়েছিলেন। একটি রকমের বাঁধা নিয়মে অভিনয় ক'রে যাওয়া Sir Birbhoom Treeর যুক্তি ছিল না তাই তিনি বলেছেন "I have not got technique. It is a dull thing. It enslaves imagination." তিনি অভিনয়ে সত্য ও বাস্তবতার স্রষ্টা ছিলেন। তিনি দৃশ্যপটাদি সম্বন্ধেও বিশেষ সচেতন ছিলেন। একবার নাকি Lord Rosebery Julias Caesarএর দৃশ্যপটাদির বাস্তবতায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন "The Roman was proud of Rome. He should be prouder still of London. Why gentlemen, within a stone's throw of this hall you can see put upon the stage, with all the splendour and all the art that taste and expenditure can afford, the sublime tragedy of Julias Caesar."



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

অভিনয়ে প্রত্যেকটী অঙ্গসঞ্চালনে চরিত্রের ভাব ব্যক্ত এবং—তার নাটকীয় জীবনের সব কথা প্রকাশ করতে—পারে একমাত্র সুকৌশলী আর্টিষ্ট ও অভিনেতা। একটী আঙ্গুলের সঞ্চালনে একটী চোখের ইঙ্গিতে কত কাহিনীর সৃষ্টি করা চলে। Sir Birbhoom Tree, Sir Henry Irving, Sarah Siddons প্রভৃতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা নাকি শুধু চোখের একটী চাহনীতে সমস্ত চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতেন। প্রকৃত রসবেত্তা ও আর্টিষ্টরা শুধু অভিনয়-জগতে তন্ময় হয়ে থাকে, মেতে যায়, তাদের অন্য জীবনাধার কথা একেবারে তারা ভাবেনা। তাদের জীবন-মরণ ঐ রঙ্গমঞ্চের ধূলিকণার সঙ্গে লীন হয়ে থাকে, তাদের একমাত্র সাধন-মন্দির—রঙ্গালয়। তাদের সেইখানেই ভেসে ওঠে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, জেগে ওঠে স্বপ্নের অধীর মাদকতা, সেইখানে তাদের গ'ড়ে ওঠে কত প্রেমের তাজমহল—শত চাঁদিমার কত জ্যোৎস্নার অফুরন্ত নেশা। —সেই নেশায় বিভোর হয়ে অভিনেতা তার জীবন কাটিয়ে দেয়, সে তখন ভুলে যায় জগৎ, ভুলে যায় জীবন, শুধু তার মন সজাগ থাকে একমাত্র তার ঈপ্সিতা, আরাধিতা আর্ট-সুন্দরীর রূপরসে, আর তার বৃহৎ জগৎ গণ্ডীভুক্ত হয়ে যায় আর্টের-মন্দিরে ঐ রঙ্গমঞ্চে।

(ক্রমশঃ)

পরলোকে মণিলাল

—:*:—

[শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়]

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ২৩শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার জোড়াসাঁকো ভবনে দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোভাবের সঙ্গে-সঙ্গে বাংলা-সাহিত্য এবং বাঙালীর রস-জীবন হইতে একটী বিশেষ ব্যক্তিত্ব চলিয়া গেল। ব্যক্তিত্বহীন রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী-যুগের বাংলা-সাহিত্যের সমাজ হইতে একটী ব্যক্তিত্ব চলিয়া গেল, কলিকাতা নগরীর রস-জীবন হইতে একজন রসিক চলিয়া গেল, সংসারবুদ্ধিসম্পন্ন জনতার যুগ হইতে বাণী-সাধনার বন্ধু-হীন পথের একজন একনিষ্ঠ বন্ধু চলিয়া গেল, জীবন-কাব্যের সাধক একজন কবি চলিয়া গেল। বিরাট না হইলেও, সুন্দর প্রস্থিত বাংলার রস-জীবনে যে বিশেষ স্থানটী অধিকার করিয়াছিলেন, সে স্থান তাঁহার তিরোভাবে শূন্য হইয়া রহিল।

(২)

বাংলা সাহিত্যের মোড়ে মোড়ে অসমাপ্ত জীবন-কাহিনীর বহু পথ-চিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের কুঞ্জ-ভবনে বহুবার নিশীথ-রাত্রে নির্ম্মম ব্যাধের মত মৃত্যু তাহার অমোঘ শর-চালনা করিয়াছে, অকস্মাৎ, অভাবনীয়। আজ এই একটি মৃত্যুর মধ্য দিয়া অতীতের সমস্ত অসমাপ্ত কাহিনীর কথা মনে পড়িতেছে, আর মনে হইতেছে যে বাংলা-সাহিত্যের একটি দিক যেমন মধ্যাহ্নের রবিকর-দীপ্ত হইয়া আলোর অখণ্ডতা প্রকাশ করিতেছে; আর একটি দিক তেমনি বর্ষা-প্রভাতের স্তিমিত-আলোর মত নির্ব্বাপিত সূর্য্যের নিদারুণ ব্যর্থতার কথা প্রচার করিতেছে। সেই নির্ব্বাপিত সূর্য্যের মেঘলোক হইতে রহিয়া রহিয়া কুহুর কেকার শব্দ আজও আমাদের মধ্যাহ্ন-আলোকে বিষাদে বিধুর করিয়া তুলিতেছে—আজও মেঘলোক হইতে পথিকের পদ-শব্দ তন্দ্রায় বক্ষ-স্পন্দনের তালে তাল দিতেছে, সে রহস্যের অতলে অশ্রুজলে আজও মুক্তার মুক্তি-সাধনা চলিতেছে।

(৩)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শকে জীবনের ও বাণীসাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ করিয়া সেই সময় যে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত ও সম্মিলিত হইয়াছিলেন, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়

তাঁহাদের মধ্য-মণি ছিলেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী যখন 'ভারতী'র সম্পাদন-ভার পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহার আহ্বানে তিনি তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সাহচর্য্যে ভারতীর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কান্তিক প্রেসের ইলেকট্রীক চায়ের কেটলীর চারিদিকে যে-সাহিত্য-পরিবার গড়িয়া উঠে বাংলা-সাহিত্যের জীবনে তাহা একটা নূতন সাহিত্যিক অনুভূতি আনিয়া দিয়াছে এবং তাহার জন্য পূরামাত্রায় দায়ী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। আমি জানি একটি কিশোর মনে ভারতীর এই সঙ্ঘ কি সুন্দর কল্পনার খোরাক জোগাইত! প্রয়োজন-বাদের সাগরের মধ্যে সেই সঙ্ঘটুকু সুন্দরের মন্দির বলিয়া মনে হইত। একদল লোক—একই অনুভূতি তাহাদের, একই সাধনা তাহাদের, একই প্রতিবন্ধক তাহাদের, একই মৈত্রীর বন্ধনে বদ্ধ! বাংলার সাহিত্য-জীবনে এই মৈত্রী-সাধনার যে কতখানি প্রয়োজন তাহা যাঁহারা বাংলা-সাহিত্যের ভিতরের সহিত সামান্য পরিচিত তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। বাংলা দেশে, বোধ হয় সব দেশেই, বাণী-সাধনার পথ অতীব কণ্টকিত; কিন্তু এ দেশে যে জিনিষ নিত্য প্রয়োজনের স্থূল তাগিদ মিটাইতে না পারে সে জিনিষের কোনও মূল্য কেহ দেয় না। জনতার এই স্থূল মনোবৃত্তিকে মণিলাল ঘৃণা করিতেন এবং এই মনোবৃত্তির খোরাক জোগাইতে যখন তিনি বাধ্য হইলেন তখনই তিনি 'ভারতী'র সম্পাদন ভার পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ছোটগল্পগুলি ও বিশেষ ভাবে তাঁহার গীতাভিনয় মুক্তার মুক্তি তাঁহার অন্তর্নিহিত রস-বোধের চরম পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্পের যে-নবধারা বাংলা দেশে আনেন, মণিলাল মনে হয়, তাহার সর্ব্বপ্রথম শিষ্য। কিন্তু মণিলালের সাহিত্য-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান মনে হয় তাঁহার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ও মৈত্রী-সাধনা। আজ মৈত্র-হীন দ্বেষ-কলুষিত বাংলা সাহিত্যের কুৎসিত আসর হইতে সাহিত্যিক মৈত্রী-সাধনার একনিষ্ঠ প্রচারককে শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

(৪)

প্রায়ই দেখা যাইত যে সুকিয়া ষ্ট্রীট দিয়া একটি দীর্ঘাকৃতি লোক চলিয়াছে—ধীর তাহার পদক্ষেপ—যেন পায়ের গতি ছন্দে বাঁধা; সুন্দর গৌর-বর্ণ কান্তি, মুখের প্রত্যেকটা রেখা সুস্পষ্ট; চোখ দুইটা স্থির, উজ্জ্বল, বিষণ্ণ; অঙ্গের পরিচ্ছদের আড়ম্বর নাই কিন্তু পরিচ্ছন্নতার পরাকাষ্ঠা। ঠোঁট দুইটি সংবদ্ধ; গ্রীবাদেশ ঈষৎ নমিত; মুখখানি গম্ভীর নির্লিপ্ত! হাতের আঙুলগুলি স্বভাবতই সুন্দর বিন্যস্ত, দীর্ঘ, রূপকলাবিদের আঙুল। সমস্ত জনতার মধ্য হইতে লোকটী বেশ পৃথক হইয়া চলিয়াছে সহজেই চোখে পড়ে! সহজেই চোখে পড়িত! কিন্তু আজ আর তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই!

(৫)

একদল লোক দেখা যায়, অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম, যাঁহারা জীবন দিয়া সাহিত্য রচনা করিতে আসিয়া কোনও অন্তর্গূঢ় প্রক্রিয়ার চালনায় জীবনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা করিয়া গড়িয়া তোলেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার জীবনটাই তিনি কাব্য করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিলেন—তাহা তাঁহার বচনে, ভাষণে, সুন্দর ব্যবহারে, প্রত্যেক কার্য্যে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিত। অসুন্দর তাঁহাকে পীড়া দিত। তিনি মৌনী হইয়া থাকিতেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিনীর মৃত্যুতে তাঁহার জীবনধারা সমূহ বদলাইয়া যায়। এক অন্তর্গূঢ় বেদনার প্রত্যক্ষতা তাঁহার সর্ব্বদেহমনে নীরবে মিশাইয়া গিয়াছিল। মুখের ম্লান ছায়ায় তাহা ফুটিয়া থাকিত, তাঁহার মৌনতার মধ্য দিয়া তাহা মুখর হইয়া উঠিত। তিনি ছিলেন প্রেমের সুন্দর সাধক, নারীত্বের পূজারী।

(৬)

গতপূর্ব্ব শনিবার দিন নাট্যমন্দিরের অভিনয়ের প্রারম্ভে শিশিরকুমার সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে বন্ধুর স্মৃতিতর্পণ উপলক্ষে বলেন যে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এক দোল-পূর্ণিমার দিনে নাট্যমন্দির জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাট্য-লীলা সুরু হয় যে বইখানি লইয়া তাহা মণিলালের দান। বসন্তলীলার গানগুলির মধ্যে যে সুরের বন্ধন রহিয়া গিয়াছে, তাহা মণিলালেরই হাতে গাঁথা। আজ যদি আমাকে আপনারা বিশ্বাস করেন, তবে জানিবেন যে রঙ্গ-মঞ্চের উন্নতি-কল্পে আমি যতখানি করিয়াছি, আপনাদের নিকট হইতে যাহা কিছু পাইয়াছি তাহার অনেকখানি অংশে মণিলালের দাবী। সীতায় অজন্তাগুহার নর্ত্তকীদের দেহ-ভঙ্গী লইয়া মণিলাল যে নূতন নৃত্য-প্রথা আনিয়াছিলেন আজ তাহা ব্যাপক হইয়া সমস্ত বাংলা রঙ্গালয়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে! ষ্টারে ফুল্লরার নৃত্যগুলিও মণিলালের দান। তাই মণিলালের এই তিরোভাব এ শুধু আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, এ বাংলা রঙ্গালয়ের ক্ষতি। শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বর অশ্রু-জড়িত হইয়া আসিল। অশ্রুর তর্পণ দিয়া শিশিরকুমার বলেন, "আজ যদি আমার অভিনয়ে ত্রুটী হয়, শুধু এই ভাবিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন যে, যে-কলাদেবীর উপাসনায় আমি জীবন নিয়োগ করিয়াছি, তাহারই একজন একনিষ্ঠ ভক্ত আজ আর নাই, বাংলা রঙ্গালয়ের যদি কোনও দিন ইতিহাস লেখা হয় তাহা হইলে অবশ্য ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখক মণিলালের স্থান লইয়া বিপদে পড়িবেন। কারণ তিনি কোথাও নিজেকে ধরা দেন নাই, ধরা দিতে চান নাই। বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের প্রত্যেক অভিনেতার ব্যক্তিগত জীবনে মণিলালের দান সঞ্চিত হইয়া আছে। প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষ তাহা বিশেষ ভাবে জানেন। কিন্তু অভিনেতাদের জীবন তাঁহাদের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া যায়। পড়িয়া থাকে কতকগুলি স্মৃতি-কথা। সেই সমস্ত স্মৃতি-কথার মধ্যে হয়ত নানাভাবে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম জড়াইয়া থাকিবে।

কিন্তু সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান যাহা দাতাকেও ছাড়াইয়া থাকে, বাংলার রস-জীবনে, নানাদিকে, মণিলাল সেই দান করিয়া গিয়াছেন। রসের ক্ষেত্রে এ দানের মূল্য কে ধার্য্য করিবে?

("আত্মশক্তি" থেকে)

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত

মাণিকাঞ্চন

(নূতন ও সুবৃহৎ সামাজিক উপন্যাস)

প্রবাসী, মানসী, বাংলার কথা ও আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ইতিমধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। প্রবাসী ও মানসী বলেন, উপন্যাসখানি সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৩৫ পাউণ্ড কাগজে পাইকা হরফে ছাপা। সুন্দর বাঁধাই।

দাম দুইটাকা মাত্র।

ডি, এম, লাইব্রেরী

৪১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাকঘর

(১)

"বৃন্দাবন"

চিত্রকর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার স্থায়ী কলাপ্রদর্শনী স্থাপনের জন্য Empire Theatreএ "বৃন্দাবন" গীতাভিনয়ের আয়োজন করেছেন শুনে উৎসুকচিত্তে দ্বিতীয় অভিনয়-রাত্রে অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। Forward প্রভৃতি কাগজের মন্তব্যে অভিনয় দেখবার আকাঙ্খা আরও বেড়ে উঠেছিল। একে Oriental dance দেখবার লোভ, তার উপর আবার অভিনয় হবে চির বসন্তের লীলাভূমি প্রেমিকের তীর্থপীঠ "বৃন্দাবন"।

প্রথম লক্ষ্য করলুম টিকিট ও টিকিটের মূল্যের তারতম্য। দু টাকার টিকিটে তিন টাকা দাম লিখিত এবং তিন টাকার টিকিটের গায়ে চারি টাকার ছাপ দেওয়া। Charity ব'লে কি টিকিটের দামও fancy হয়ে দাঁড়িয়েছে?

যাক্। ৫।০ টার স্থলে ৬টায় যবনিকা উঠল। আমি individual অভিনয়ের কোন সমালোচনা না ক'রে শুধু production সম্বন্ধে আলোচনা করব। প্রথম দৃশ্যে বসন্তরাণী নৃত্যদোদুল ছন্দে বৃন্দাবন-দর্শকদের অভিবাদন করলেন। রঙ্গমঞ্চ ঝরা ফুলের পাপড়িতে সজ্জিত আর backgroundএ পূর্ণিমার চাঁদ যমুনার জলের উপর ভাসছে, আর ময়ূর-ময়ূরী একটা ডালের উপর বসে আছে, তাদের পরিকল্পনায় তৃপ্তি ও শান্তি ফুটে উঠেছে। বসন্ত-রাণীর নৃত্যের মধ্যে খুব বেশী নূতনত্ব না থাকলেও কতকগুলি figure হয়েছিল বাস্তবিক বড় সুন্দর। নৃত্য Artটার renovation যখন আমাদের মধ্যে খুব বেশী দিনের নয়, তার অনুপাতে এই নৃত্যটি হয়েছিল বেশ ভালই। এই একমাত্র Sceneএ artistic tasteর আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

তার পর হ'তে যা অভিনয় সুরু হ'ল তার মত ব্যর্থতা হেমেন্দ্রনাথের মত চিত্রকরের কাছ থেকে লোকে আশা করে নি। সেই একই backgroundএ নন্দর গৃহ, রাধার গৃহ, পথ, উদ্যান, যমুনাতট, কুঞ্জ ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্তই অভিনয় হয়ে গেল—মায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডদর্শন পর্য্যন্ত। এরূপ production লোকে এখনকার যুগে কল্পনায়ও আনতে পারে না। এই productionর অভাবে সমস্ত অভিনয়ই একবারে ব্যর্থ হয়ে উঠেছিল। প্রথম, উপযোগী sceneর অভাব, তার পর বইখানাকে এত খণ্ড খণ্ড দৃশ্যে ভাগ করা হয়েছে যে ৫-৭ মিনিট অন্তর curtain পড়ছিল। একখানি গানে একটি দৃশ্যের পরিসমাপ্তি। এতে দর্শকদের মনে কোনরূপ রসই জমে উঠতে পারছিল না। বৃন্দাবন বইখানি এখান ওখান থেকে ২।১টি গান এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির গানের দুই চারিটি কথার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তার উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ গানেই কবিত্বের একান্ত অভাব, আর এই সমস্ত গানগুলি চালাবার জন্য ২-৪টি কথার সমাবেশ করা হয়েছে। এইরূপ জোড়াতাড়াতে সমস্ত বইখানি এরূপ থাপ্‌ছাড়া ও শতছিদ্র হয়ে পড়েছে যে কিরূপে তাঁর মত শিল্পীর চোখে ধরা পড়্‌ল না—এইটাই আশ্চর্য্য। এর একটা উদাহরণ দিই—দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য—শ্রীকৃষ্ণ ললিতা বিশাখার নিকট শ্রীরাধার মানভঙ্গের পরামর্শ, পঞ্চম দৃশ্য—নাপ্‌তিনির সাজে পদ ধারণ ও মানভঙ্গ। আর এই দুই দৃশ্যের মধ্যে অবতারণা করা হয়েছে—temple-prayer offering dance, দেবদাসীদের নৃত্যের অনুকরণে নৃত্য। এই দৃশ্যের justification কি? সমস্ত 'বৃন্দাবন' অভিনয় দেখে এই কথাটা বার বারই মনে হ'ল যে, প্রথম দৃশ্যের নৃত্যের ও দৃশ্যপটের পরিকল্পনা ছাড়া এই প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থতায় ভরা। তাঁর কাছ থেকে আমরা কিছু আশা করেছিলুম, সেইজন্যই ব্যর্থতা সমস্ত হৃদয়টা এমন ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছে যে তা প্রকাশ না ক'রে পারলুম না।

শ্রীপ্রভাতকুমার বসু

---

(২)

"অশোক"

প্রতুল স্পোর্টিং ক্লাবের অভিনয়ের সুখ্যাতি অনেক দিন থেকে শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত দেখিবার সুযোগ পাই নাই। কোন এক বিশেষ বন্ধুর অনুরোধে, গত শুক্রবার—নাট্য-মন্দির রঙ্গমঞ্চে তাঁহাদের মহাকবি ৺গিরিশচন্দ্রের "অশোক" নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের এই বহুপূর্ব্বে অভিনীত শ্রদ্ধেয় নাট্যকারের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (আমার মতে) নাটকখানির এইরূপ আধুনিক ভাবে অভিনয়ের প্রচেষ্টা দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। অভিনয় মোটের উপর ভালই হইয়াছিল। বিশেষ ভাবে বলিতে গেলে—'অশোকের' অভিনয় মন্দ হয় নাই তবে তাহাতে ক্রমবিকাশের কোন লক্ষণ ছিল না, এবং একই ধারা তাঁহার সমগ্র অভিনয়ে লক্ষিত হইতেছিল। তাঁহার Hallucination দৃশ্য দেখিয়া আমার নির্ম্মলেন্দু বাবুর "শ্রীদুর্গা"র একটী দৃশ্যে 'মহিষাসুরে'র অভিনয়ের আংশিক অনুকরণ বলিয়া মনে হইতেছিল (হয়ত—আমার ধারণা ভুল)। মায়ের ভূমিকা যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার অঙ্গভঙ্গীতে ও আবৃত্তিতে একটু অস্বাভাবিকতা বা 'efforts' প্রকাশ পাইতেছিল। আকালের অভিনয় খুব স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল, তবে তাঁহার অভিনয়ের দু-এক জায়গায় দর্শকদিগকে হাস্যরস দানের প্রচেষ্টাটা একটু বর্জ্জন করিলেই আমার মতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। শীতশোকের অভিনয় বেশ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহার অংশ ঠিক আয়ত্ত হয় নাই। চিত্তহরার অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল—বিশেষতঃ তাঁহার আত্মহত্যার দৃশ্যে। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে "জৈন" ও "তীরন্দাজ" ব্যতীত আর কাহারও অভিনয় উল্লেখ-যোগ্য নয়। শেষ ভাগে অনেকেরই অংশ মুখস্থ ছিল না। আশা করি ভবিষ্যতে তাঁহারা minor partsএর দিকে একটু লক্ষ্য রাখিবেন।

কোন প্রত্যক্ষদর্শী

খেয়ালের খেসারৎ

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই

হাস্য, করুণ, প্রভৃতি বিভিন্ন রসের এবং স্নেহ, ভালোবাসা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের অনেকগুলি গল্প ইহাতে আছে। মণিলাল বাবুর পরিপক্ক হস্তের রচনা। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য পাঁচ সিকা।

এন, এম, রায় চৌধুরীএণ্ড কোং

১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা

শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সংঘে তৈরী দই ও রাবড়ি—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজ জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

মেয়র বলেন "কলিকাতার অধিবাসীদের বস্ত্রব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সূটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী, মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

ও স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্রের আয়োজন করিয়াছি। অন্য স্থান হইতে কিনিবার পূর্ব্বে এক বার দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

এন, এম, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কএকখানি উপহার দেবার মতন বই

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

ঝড়ের যাত্রী ২৷৷০

মালাচন্দন ১৷০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

আঁখি ২৷৷০

স্ত্রীবুদ্ধি ১৸০

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

জাপান ২৷০

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রণীত

প্রবাসী ১৷৷০

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ২৩শে চৈত্র, রাত্রি ৭৷৷০ টায়

পরদিন রবিবার, ম্যাটিনী ৪৷৷ টায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক

দিগ্বিজয়ী

(মহাসমারোহে ৩৫ ও ৩৬ অভিনয় রজনী)

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

আলি আকবর—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

সালেবেগ—শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী

আমেদ খাঁ—শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী

রেজাকুলী—শ্রীজীতেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

মির্জ্জামেহেদী—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী
(এমেচার)

সাদৎ আলি—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

জ্যোতিষী—শ্রীপ্রদোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতনারী—শ্রীমতী কঙ্কাবতী

সিরাজী বেগম—শ্রীমতী প্রভা

সিতারা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৯শে চৈত্র
১৩৩৫

নাট্যজগৎ

—:০:—

দেশে একদল অতি-রসিক দেখা দিয়েছেন, আর্টের নাম শুনলে যাঁদের শুষ্কপ্রাণে হাস্যরসের বিকাশ দেখা যায়। যেন আর্ট হচ্ছে একটা মস্ত বড় ঠাট্টার বস্তু।

•

আর্টের সঙ্গে এঁরা ঠাট্টার সম্পর্ক স্থাপন করলেন কবে থেকে, ইতিহাসে সে কথা লেখে না। আর কেনই বা আর্ট ঠাট্টার বস্তু হবে, যুক্তিও সে-সম্বন্ধে নীরব। তবে এইটুকু খালি দেখতে পাচ্ছি যে, আর্টকে নিয়ে তামাসার চল হয়েছে, সাহিত্য-জগতে "ভারতীর দলে"র এবং নাট্যজগতে নূতন দলের আবির্ভাব হবার পর থেকেই।

•

এঁদের অপরাধ, আর্টকে এঁরা আর্ট বলেছেন। আর্টকে এরা আর্ট ছাড়া আর কি বলতে পারতেন, আমরা তা জানি না। আর্টকে দেব-ভাষায় "কলা" ব'লে ডাকলেও কৌতুককারীদের রসনা সংযত থাকে না। এর একমাত্র কারণ, কৌতুককারীরা কলাবিদের সাধনার সঙ্গে পরিচিত নন এবং আর্ট সৃষ্টি করবার ক্ষমতা থেকে তাঁরা নিজেরাই বঞ্চিত। তাই আর্টকে গালাগালি দিয়ে তাঁর খুসি হন—একদিন শেয়াল যেমন খুসি হয়েছিল আঙুরকে টক্ ব'লে।

•

এই-সব সাহিত্যিকের মুখোসধারী যদি আর্টের স্বরূপ দেখতেন, তাহ'লে কাগজ-কলম ব্যবহার করতে লজ্জিত হ'তেন নিশ্চয়ই। কত যাতনা, কত সাধনা, কত চিন্তাশীলতার মধ্যে কলাবিদের আত্মার জাগরণ হয়, কত বাধা এড়িয়ে কত অগ্নিপরীক্ষার পর কলাবিদ্ যে শিল্প-মন্ত্রের চাবি খুঁজে পান, কত গভীর অনুভূতি, কত সূক্ষ্মদৃষ্টি ও কতখানি সামঞ্জস্য-জ্ঞান থাকলে আর্টিস্ট যে সমার ভিতরে অসীমের, বন্ধনের ভিতর মুক্তির রূপ দেখতে পান, রাম-শ্যাম তা যদি জানত, তাহ'লে তাদের নাম রামও হ'ত না, শ্যামও হ'ত না!

•

ঠাট্টা-কৌতুক হচ্ছে অনেক সময়েই অক্ষমতা ঢাকবার উপায়। এবং আর্টকে নিয়ে ঠাট্টা উপভোগ করে কারা?—যারা মুদীর দোকান চালায়, হাটগোলায় গোলায় তৈলাক্ত তাকিয়া ঠাসান্ দিয়ে ব'সে থাকে এবং বড়বাজারকে গুলজার করতে ভালো-বাসে। বাংলা সামিকের ব্যক্তিগত গালাগালি পাঠ করাই হচ্ছে এদের কাছে চরম সাহিত্যচর্চা। রবীন্দ্রনাথের প্রতি গালাগালি শুনেই এরা "রবি-ঠাকুর"কে চিনেছে,—তাঁর কাব্য প'ড়ে নয়।

•

অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন, সংবাদ-পত্রের লেখকগণের আর্ট নিয়ে নাড়া-চাড়া করবার চেষ্টা আইনের সাহায্যে বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত। বেদ-বেদান্ত, দর্শন-শাস্ত্র, প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন না—আর্ট নিয়েই বা তাঁরা আলোচনা করবেন কেন? তাঁদের কি ধারণা, আর্টের ক্ষেত্রে অধিকারী-ভেদ নেই?

•

চটুকী গান, ছেলেভুলানো ছড়া, কালীঘাটের পট ও যাত্রার হনুমানের আসরে যাঁরা আহ্লাদে হন আটখানা, সাধারণ সাময়িকই হচ্ছে তাঁদের শ্রেষ্ঠ "সাহিত্য"। এবং এই-সব লোকের মুখ চেয়ে যাঁরা কাগজ চালান, কোন্ অধিকারে তাঁরা জীববিশেষের মত মর্ত্তমান কলা ভেবে ললিত কলাকে চটকাতে উদ্যত হন?

•

অনধিকারীর আলোচনা নানা কারণে জাতির পক্ষে অপকারী। সাধারণ লোকের রুচি সাধারণতঃ নিম্নগামী। হাল্কা জিনিষ পেলে তারা আর-কিছু



"কপালকুণ্ডলা" চিত্রনাট্যে—শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

চায় না। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, চিত্র, গান ও অভিনয়ের রসগ্রহণের জন্যে মস্তিষ্কের যে-পূর্ণশক্তি ব্যবহার্য্য, তাথেকে তারা বঞ্চিত, বা তা ব্যবহার করতে তারা অনিচ্ছুক। ছবির দোকানে গিয়ে তারা কিনবে হেমেন মজুমদারের ছবি, গানের আসরে গিয়ে তারা শুনতে চাইবে "লেও সাকী দেও ভর্ পিয়ালা"র সুর, সাহিত্য উপভোগ করতে তারা ছুটবে বটতলার দিকে এবং ভালো অভিনয় দেখতে হ'লে তারা সংগ্রহ করবে "গণেশ-জন্মে"র টিকিট। তার উপরে শ্রেষ্ঠ আর্টের সমালোচকের জন্ম হয় যদি এদের ভিতর থেকেই, তাহ'লে চাকীশুদ্ধ ঢোল বিসর্জ্জনের সম্ভাবনাই থাকে বেশী।

*

কত স্বার্থত্যাগের ফলে কলাবিদ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পান এবং তাঁরা তুষ্ট হন কত অল্পে! সামান্য মৌখিক প্রশংসাতেই তাঁরা খুসি! আনন্দদান তাঁদের উদ্দেশ্য, অপরে আনন্দ পেলেই তাঁরা মনে করেন জীবন সার্থক। কিন্তু এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জনসাধারণের মাঝখানে এসে তাঁরা যদি দেখেন, রসিকজনের অভিনন্দন ডুবে গেছে অসংখ্য মর্ম্মের শ্রবণভেদী চীৎকারে, তাহ'লে তাঁদের মনের অবস্থা হয় কি-রকম? কলাবিদ তখন যে-মন নিয়ে ফিরে আসেন, পৃথিবীর অতি-বড় 'ট্রাজেডী'র সঙ্গে কি তার তুলনা চলে না?

*

অবশ্য আমরা বলছি কলাবিদের কথা। পৃথিবীতে যে-কোন লোক ছবি আঁকে, গান গায়, কবিতা লেখে বা অভিনয় করে, তাকেই কলাবিদ ব'লে মানি না। এবং বাংলাদেশের এম্‌নি দুর্ভাগ্য, তথাকথিত হেটো সমালোচকদের জন্যে আর্টের ক্ষেত্রের উচ্চাসনগুলি অযোগ্যদের দ্বারা এমন ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে যে, সেখানে আজ আর্টিষ্টদেরও স্থান সংকুলান হচ্ছে না। এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি আছে?

*

সৌরীনবাবুর "পিয়ারী" পূর্ণ থিয়েটারের পর্দ্দায় আত্মপ্রকাশ করেছে। আমরা তা দেখি-নি, সুতরাং তার ভালো-মন্দের কথা বলতে পারলুম না। তবে জনৈক পত্রপ্রেরকের কথা স্বানান্তরে প্রকাশিত হ'ল এবং বলা বাহুল্য পত্রপ্রেরকের মতের সঙ্গে "নাচঘরে"র কোন সম্পর্ক নেই।

*

ষ্টার থিয়েটারে বঙ্কিমবাবুর "মৃণালিনী"র পুনরভিনয় হবে। শুনছি "মৃণালিনী"র নব নাট্যরূপ দিয়েছেন নাকি বঙ্কিমবাবুরই এক আত্মীয়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীও "মৃণালিনী"কে নূতন ভাবে নাটকের আকার দিয়েছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমবাবুর উক্ত আত্মীয় তা অভিনয় করতে দেন নি। কিন্তু "মৃণালিনী"র উপরে এখন তাঁর সত্যই কোন অধিকার আছে কি? এই নিয়ে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহের উদয় হয়েছে। "মৃণালিনী"র প্রথম প্রকাশের তারিখ আমরা ভুলে গিয়েছি, কোন পাঠক যদি দয়া ক'রে সেই তারিখটি আমাদের জানাতে পারেন, তাহ'লে বাধিত হই। এবং আমাদের বিশ্বাস, "দুর্গেশনন্দিনী"রও উপরে বঙ্কিমবাবুর আত্মীয়দের আর কোন অধিকার নেই।

*

"নাচঘরে"র পাঠকরা শুনলে বোধ করি আনন্দিত হবেন যে, বিখ্যাত সাহিত্যসেবক স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি গান ও অনেকগুলি কবিতা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি—মণিলালের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান মোহনলালের অনুগ্রহে। গানগুলি "নাচঘরে" ও কবিতাগুলি "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশিত হবে। এই-সব গান ও কবিতা পড়লে সকলেই বুঝতে পারবেন, মণিলালের কবিত্ব-শক্তি ছিল কতটা অসাধারণ।

*

এইখানে আর একটি কথা বলা দরকার মনে করছি। অনেকেই "নাচঘরে" প্রকাশ করবার জন্যে কবিতা পাঠান। তাঁরা মনে রাখলে সুখী হব, "নাচঘরে" গান বেরুলেও, বিশেষ কারণ ভিন্ন কবিতা প্রকাশিত হয় না।

*

এবারে স্থানান্তরে নাট্যমন্দিরের অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রভার একটি প্রবন্ধ আছে। লেখাটিতে সংযমের অভাব ও প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা থাকলেও অভিনেত্রীর আত্মকাহিনী হিসাবে এটি আমরা প্রকাশ করলুম। বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন খুবই কম—সম্ভবতঃ শিক্ষা বা রচনাশক্তির অভাবই তার প্রধান কারণ। এইজন্যেই উক্ত প্রবন্ধটি মূল্যহীন নয়। শ্রীমতী প্রভার দৃষ্টান্ত অন্যান্য অভিনেত্রীদেরও পক্ষে অনুকরণীয়। তাঁদের ভিতরে যাঁদের শক্তি আছে, তাঁরাও অনায়াসেই প্রকাশ্যে প্রমাণিত করতে পারেন যে, যে-পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাঁরা বাস করেন তা কেবল পঙ্কের দ্বারা কলঙ্কিত নয়, তার মধ্যে পদ্মের মত নির্ম্মল চিত্তারও অভাব নেই।

*

কেবল শিক্ষিত অভিনেতাদেরই দ্বারা বাংলা রঙ্গালয় জাতে উঠবে না। আসলে নটী-সমাজের জন্যেই আজও তা অস্পৃশ্য এবং প্রধানতঃ নটী-সমাজের উন্নতির উপরেই তার সম্মান বা অসম্মান নির্ভর করছে।

*

গিরিশ-যুগের অমর অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনীর প্রশংসনীয় রচনা-শক্তি আছে। গিরিশচন্দ্রের দ্বারা সম্পাদিত অধুনালুপ্ত "সৌরভ" পত্রে শ্রীমতী তারাসুন্দরীরও একটি সুলিখিত কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। মনে হচ্ছে যেন, প্রথম শ্রেণীর গায়িকা ও অভিনেত্রী স্বর্গীয়া সুশীলাসুন্দরীকেও কোন শোকসভায় (বোধ হয় গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে) একটি প্রবন্ধ পড়তে শুনেছি। শ্রীমতী প্রভা তো "নাচঘরে"র নিয়মিত লেখিকা। নবীনা অভিনেত্রী শ্রীমতী কঙ্কাবতীও "ভারতবর্ষে" ও "পুষ্পপাত্রে" গুটি-দুয়েক ছোটগল্প লিখেছেন। এঁরা ছাড়া আর কোন অভিনেত্রীর রচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। মাত্র এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

*

গত রবিবারে বালিগঞ্জে কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণের বাসায় সারস্বত সম্মিলনের সভ্যগণ "আলমগীরে"র অভিনয় আয়োজন করেছিলেন। প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায় মহাশয়। তৎপূর্ব্বে রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ও দেখা দিয়েছিলেন "বিবাহ-বিভ্রাট" নিয়ে। বিশাল নাট্য-মণ্ডপের সাজসজ্জা কুমার বাহাদুরের রুচিজ্ঞান ও মুক্তহস্তের পরিচয় দিচ্ছিল। প্রেক্ষাগৃহ স্বদেশী-বিদেশী ও গণ্যমান্য অসংখ্য দর্শকের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। দর্শকদের ভিতরে নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায়, কবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, "আত্মশক্তি"র চন্দ্রশেখর, সুলেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতি অনেক কলাবিদের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। অভিনয় দর্শনের সঙ্গে উদরকে তৃপ্ত করবার ব্যবস্থারও অভাব হয় নি।

*

ভীমের পরে এই আলমগীরের ভূমিকায় কুমার গোপিকারমণের অভিনয় যথেষ্ট উন্নত ব'লেই মনে হচ্ছিল। তাঁর নিজস্ব ধারণা-শক্তি আছে এবং আলমগীরের চরিত্র ফোটাবার জন্যে অনেক স্থলেই সেই শক্তি ব্যবহার ক'রে তিনি সফল হয়েছিলেন। এবং ঐতিহাসিক আলমগীর হিসাবে না হোক্, অভিনেতা "আলমগীর" হিসাবে তাঁর অঙ্গসজ্জা হয়েছিল উল্লেখযোগ্য। আলমগীরের ভূমিকায় কুমার গোপিকারমণের অভিনয় আমাদের মনে একটি বিশেষ রেখাপাত করেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা দু-অঙ্কের অভিনয় দেখি নি, তাই এ-সম্বন্ধে অধিকতর বিস্তৃত আলোচনা করতে পারলুম না। অন্যান্য নট-নটীর ভিতরেও অনেকেই উচ্চের

গেছেন এবং রাজসিংহ, রামসিংহ, কামবক্স ও দিলীর খাঁর ভূমিকায় যথাসময়ে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মিত্র, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বিশ্বাসের নাম বিশেষভাবে করা যায়। শ্রীমতী নীরদা সুন্দরীর "উদিপুরী" তো সকলেরই সুপরিচিত—প্রশংসিতের কি প্রশংসা আর করব? রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের "বিবাহ-বিভ্রাটে"র অভিনয় হয়েছিল সকল দিক দিয়েই উপভোগ্য এবং তার উপরে আর কোন কথা না বললেও চলবে।

•

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ লিখেছেন :—"সম্ভবতঃ আপনারা এত শীঘ্র ভুলিয়া যান নাই যে, প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে 'মিত্র থিয়েটারে' অভিনীত জয়শ্রী'র প্রযোজনার জন্য এই দীন শিল্পীই দায়ী। কিন্তু আজ 'কুরুক্ষেত্র' নামে একখানি কাগজের সম্পাদক উহার সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার জনৈক এক্টর বন্ধুর উপর আরোপ করিতে চাহিয়াছেন দেখিয়া আমি রীতিমত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। তিনি যে কেন এমন করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক আপনার আগামী সপ্তাহের পত্রিকায় এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দেখিতে পাইলে বাধিত হইব।"

•

"কুরুক্ষেত্র" পড়বার সৌভাগ্য আমাদের প্রায়ই হয় না, সুতরাং বলতে পারি না, 'কুরুক্ষেত্রে'র সম্পাদক মহাশয় "জয়শ্রী"র প্রযোগগুণের জন্যে কার টুপী কার মাথায় পরিয়েছেন। এবং সতীশবাবুও আমাদের কাছ থেকে বড় বেশী আশা করেছেন, কেননা "জয়শ্রী"র প্রযোগপটুতার জন্যে আসলে কে দায়ী, আমাদের তা জানা নেই। খুব সম্ভব, সাধারণতঃ বাংলা রঙ্গালয়ের অন্যান্য নাটকের অভিনয়ের মত "জয়শ্রী"র অভিনয়েও আমরা মাত্র একটি মস্তিষ্কের বিশেষত্ব দেখতে পাই নি। হয়তো তার দৃশ্যপটের ও সাজসজ্জার ভার ছিল একজনের উপরে, অভিনয় শিখানোর ভার ছিল আর একজনের উপরে, নাচ শিখানোর ভার ছিল আর একজনের উপরে এবং গানের সুর শিখানোর ভার ছিল আর একজনের উপরে। কারণ ঐ সমস্ত বিষয়ের পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধারণের ভার একাকী বহন করতে পারেন, বাংলা রঙ্গালয়ে এমন 'রাইনহার্ড' একজনও নেই—প্রযোগপটুতার জন্যে এদেশে সব-চেয়ে বিখ্যাত 'নাট্যমন্দিরে'ও নেই।

•

তবে এটুকু বেশ মনে আছে যে, "জয়শ্রী"র যুগোপযোগী দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা সতীশবাবুর সুমধুর ও সুসঙ্গত পরিকল্পনার গুণে আমাদিগকে মুগ্ধ করেছিল অত্যন্ত। এমন-কি এ কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, "জয়শ্রী"র প্রধান দ্রষ্টব্য সৌন্দর্য্য ছিল তার দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার ঐশ্বর্য্য এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয়। অতএব "জয়শ্রী"র আংশিক প্রযোগনৈপুণ্যের জন্যে সতীশবাবু নিজেও দাবি করতে পারেন বটে,—'আংশিক' বললুম এইজন্যে যে, নাচ-গান-অভিনয় শিখানোর এবং নাটক কাট-ছাঁট করবার ভারও সতীশবাবুর উপরে ছিল না বোধ হয়। তবে সতীশবাবুর যদি সে-সব বিভাগেও মস্তিষ্ক-চালনা ক'রে থাকেন, তাহ'লে "জয়শ্রী"র একমাত্র প্রযোগকর্ত্তা রূপে আমরাও তাঁকে অভিনন্দিত করতে রাজি আছি। আমরা ভিতরের কথা জানিনা, সতীশবাবু সমস্ত খুলে লিখলে "নাচঘরে" তা প্রকাশ করতে পারি।

•

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

কাজের সুবিধার জন্যে, "নাচঘরে"র সমস্ত সম্পাদকীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলকে পাঠাতে অনুরোধ করি :—

২১নং পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

মিনার্ভা এই হপ্তায় ঘরে ফিরবেন। আশা করি আর এদেশে-ওদেশে ঘুরে না বেড়িয়ে মিনার্ভা এইবার তাঁদের নব গীতিনাট্যখানি যুৎসই ক'রে সাজাবার চেষ্টা করবেন। তাঁরা যদি একেবারে অপরিচিত নূতনকে আবাহন করতে পারেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই তাঁদের আর ঘর-পালানো মন নিয়ে পথকষ্ট ভোগ করতে হবে না।

•

আমাদের বাংলা রঙ্গালয়গুলি বারংবার বিজ্ঞাপনের সাহায্যে যাদের নূতন ব'লে পরিচিত করতে চান, আসলে প্রায়ই তারা সম্পূর্ণরূপে আনকোরা হ'তে পারে না। দৃশ্যপটের, গানের সুরের, নাচের ও অভিনয়ের আদর্শ একেবারে ভেঙে-চুরে বদ্‌লে ফেল্‌তে বোধ হয় তাঁরা ভয় পান। হয়তো তাঁরা অর্থব্যয় করেন মুক্তহস্তেই, কিন্তু ঐ ভীরুতার জন্যেই সম্পূর্ণ-নূতনের সঙ্গে তাঁরা জন-সাধারণের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন না। বেগভ্রষ্ট দৃষ্টির দ্বারা লক্ষ্যভেদ অসম্ভব। এবং সফলতা ও বিফলতার মাঝখানে থাকার চেয়ে হয় সফল, নয় বিফল হওয়া ভালো। কেবল আর্টের ক্ষেত্রে নয়, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও যাঁরা এই নীতি মানেন, দুনিয়ায় নিজেদের পথ কেটে নিতে পেরেছেন তাঁরাই।

গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

ওগো, শেষ-বসন্তী হাওয়া!
সাম্‌নে তোমার বৈশাখী ঝড়
আগুন-দিয়ে-ছাওয়া!

•

ঘূর্ণী-ভরা তাণ্ডবেতে
বিশ্বভুবন উঠবে মেতে,
আকাশ হবে নিকষ-কালো
বজ্র-শিখা-চাওয়া—
শেষ-বসন্তী হাওয়া!

•

তখন তুমি মিলিয়ে যাবে ভুলে চাঁদের স্বপন,
কোন্ রূপসীর একটি মধুর দীর্ঘশ্বাসের মতন;

•

সখীর বুকে শয়ন পেতে
তারার মালা গেঁথে গেঁথে
জন্‌ব না আর বকুল-বনে
ফুলের গীতি গাওয়া—
শেষ-বসন্তী হাওয়া!

•

একটু দাঁড়াও! অশোক ডালে দোলাই শেষের দোলা,
একটিবার আর দেখ্‌ব প্রিয়ার ঘোমটা সুখের খোলা;

•

কেবল তোমার নাচের তালে
গোলাপ-ফোটা তরুণ গালে
একটি-দুটি দিয়ে চুমু
ঘুমের দেশে যাওয়া—
শেষ-বসন্তী হাওয়া!

———

চিত্রনাট্যের রূপকথা

—:০:—

শ্রীযুক্ত গ্যারি কুপারের সঙ্গে শ্রীমতী লুপি ভেলেজের বিয়ের ঠিক্‌ঠাক্ হোয়েছে। ঈশ্বর ভাবী দম্পতীর মঙ্গল করুন। শ্রীমতীকে শ্রীযুক্ত ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ মেক্সিকো থেকে আবিষ্কার কোরে 'গাউচো'তে (The Goucho) নায়িকার অংশ দেন। এখানের সকলেই তাঁকে নিশ্চয় দেখেছেন।

*

শ্রীমতী গ্রেটা গার্ব্বো 'স্বর্গের মেয়ে' (The Divine Woman) নামক স্থানীয় প্লোব থিয়েটারে প্রদর্শিত চিত্রনাট্যে আদ্যন্ত বহুমুখী অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তাঁর দেহের সৌন্দর্য্যে, ভঙ্গীর মাধুর্য্যে ও অভিব্যক্তির চাতুর্য্যে Divine Woman পরম উপভোগ্য হোয়েছে। নায়কের অংশে শ্রীযুক্ত লারস্ হান্‌সনের আবির্ভাব খুব অল্পসংখ্যক দৃশ্যেই ঘটেছে—তার মধ্যেই তিনিও বেশ ভালো অভিনয় কোরেছেন। এঁরা দুজনেই সুইডেনের লোক। যে কোনো নারী চুম্বন করবার শক্তির জন্যে পৃথিবীতে বিখ্যাতা হোয়েছেন, তিনি একবার এই ছবিখানি যেনো দেখে আসেন। চুম্বন সম্বন্ধে সব চেয়ে বড়ো শিক্ষা পাবার ক্ষেত্র এরই মধ্যে আছে। ভালোবাসার অনেক নূতন তত্ত্বও এর থেকে পাওয়া যাবে!

*

পিক্‌চার হাউসের 'টেস্ অফ দি ডারবারভিল্‌স' টমাস হার্ডির ঐ নামের বইয়ের চিত্ররূপ। শ্রীমতী ব্লান্‌শ্ সুইট নায়িকার ভূমিকায় এতে খুব ভালো অভিনয় কোরেছেন—বিশেষতঃ হত্যা-দৃশ্য থেকে। শ্রীযুক্ত কন্‌র‍্যাড্ ন্যাগেলও নায়কের অংশে মন্দ অভিনয় করেন নি। শ্রীমতী সুইটের স্বামী বিখ্যাত প্রযোজক শ্রীযুক্ত মার্শাল নীলান্ এই ছবি 'ডাইরেক্ট' কোরেছেন।

*

পার্লে 'সেই নিশ্চিত জিনিসও' (The Certain Thing) দেখলুম। শ্রীযুক্ত রাল্‌ফ্ গ্রেভস্ ও শ্রীমতী ভায়োলা ডানা এর প্রধান দুটি ভূমিকা নিয়েছেন। বেশ মজার ছবি ও এর আখ্যান-বস্তুতে নূতনত্ব আছে। নায়কের পিতারূপে আবির্ভূত হোয়েছেন শ্রীযুক্ত বার ম্যাকিন্‌টশ্। ছেলেতে আর বউতে মিলে ঐ পিতার রাগ কি কোরে ভেঙেছিল আর তাঁর কাছ থেকে বেশ দু-পয়সা আদায় কোরেছিল তাহার কৌতুকপূর্ণ বিবরণ এতে চিত্রিত হোয়েছে।

*

কবি ও রসবেত্তার মন নিয়ে যাঁরা বায়োস্কোপ দেখেন, তাঁরা প্যালেস্ অফ্ ভ্যারায়েটিজের 'ওয়াল্‌টজ ড্রিম' দেখলে খুসী হবেন। জার্ম্মান ছবি, অভিনেতা অভিনেত্রীরাও প্রায় সবাই জার্ম্মান। তাদের বড়ো বড়ো নাম মনে রাখা শক্ত। একমাত্র উইলি ফ্রিশের নাম মনে রেখেছি। চিত্রজগতে তিনি যশস্বী ও এই ছবিতে নায়কের অংশে অবতীর্ণ। ভিয়েনার সঙ্গীত ও সুর-নিপুণা শিক্ষয়িত্রীটির কাছে পোষাক পর্‌তে শেখার দৃশ্যটি উদারনৈতিকদলের দর্শকরা উপভোগ কোরবেন।

*

শ্রীযুক্ত ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্ অচিরেই বায়োস্কোপের কাজ ছাড়বেন—'প্রোডিউসার' হবেন। এর কারণ হোচ্ছে এই যে, আজকাল স-স্বর চিত্রের পড়্‌তা, শ্রীযুতের স্বর যন্ত্র-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি। তাঁর স্বনাম-খ্যাতা স্ত্রী শ্রীমতী মেরি পিক্‌ফোর্ডের আওয়াজ কিন্তু যন্ত্রের ভিতরে মধুর হোয়ে ধরা প'ড়েছে—শ্রীমতী তাই 'টকি'-তেই মনোযোগ দেবেন। [স-স্বর ফিল্মের নাম হোয়েছে 'টকিজ' (Talkies]

*

টম্, ম্যাট্ আর ওয়েন মূর তিন জনেই চলচ্ছবি-অভিনেতা—এঁরা তিনজনে ভাই। শ্রীমতী এস্‌থর র‍্যাল্‌ষ্টনের সঙ্গে কিন্তু শ্রীমতী জোবিনা র‍্যাল্‌ষ্টনের কোনো সম্বন্ধ নেই।

—গি—

গান

(স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)

তোমার কাছে চাইনা কিছু—
একটু শুধু মনে রেখো,
তোমার চোখের দয়া দিয়ে
আমায় তুমি একটু দেখো!
ঐ যে তোমার দুটি বাহু
আমার হৃদয়-চন্দ্র-রাহু
তাহার নিবিড় ছায়া দিয়ে
গভীর কোরে আমায় ঢেকো—
তোমার কাছে চাইনা কিছু
আমায় শুধু মনে রেখো!
তোমার মুখের কমল-মন্দির
স্বপন-সুধা চিত্ত-অলির—
তারই প্রসাদ দেবার সময়
আমায় তুমি কেবল ডেকো—
তোমার কাছে চাইনা কিছু
একটু শুধু মনে রেখো।



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

রক্ত পরিষ্কার করে

সুরবালা কষায়।

খাইতে কোনও হাঙ্গামা নাই

এস,কে,সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বল বৃদ্ধি করে

রহস্যের চাবি

(শ্রীমতী প্রভা)

কেউ-কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কবিতা লিখতে শিখলাম আমি কবে!

অবাক হোয়ে পাল্টা শুধোই, কবিতা আবার কবে লিখলাম! মাঝে-মাঝে কাগজে আমার যে-লেখা বেরোয়, সে কি কবিতা?—সে তো গান!

এতেই যে পাপ চুকে গেল, তা নয়। তাঁরা আবার জিজ্ঞাসা করেন, গান লিখতেই-বা কবে শিখলাম! এ-কথার জবাব না থাকলেও আমাকে বোলতে হয়—গান শিখতে হয় না কি!

তাঁরা, বোধ করি, আমার কথায় সন্তুষ্ট না হোয়েই চুপ কোরে যান! আমি কিন্তু ভাবি, তাই তো, গান কেন শিখতে হয় না! বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর কোরে, নদী বয়ে যায় কুলু-কুলু তানে, পাখীরাও গান করে কিচির-মিচির কোরে—এ-সবারি ভিতরে একটা সুর আছে! কিন্তু এদের শেখায় কে? কেউ না—আপনিই শেখে! তবে বুঝি গান শিখতে হয় না!

কিন্তু কেন? আমার মনে হয় প্রকৃতি নিজেকে প্রকাশ কোরতে চায় বোলে! এই প্রকাশ করাটাই হোচ্ছে তার ধর্ম্ম, বৃত্তি ও গতি! এর জন্যে কোনো চেষ্টা কোরতে হয় না—আপনা-আপনি হোয়ে যায়! মানুষও তেমনি নিজেকে প্রকাশ করে অনেক স্থূল এবং সূক্ষ্ম হাব-ভাব, আকার-ইঙ্গিত, কথা-বার্ত্তা, ও চেষ্টিতের দ্বারা! গানের প্রাণ যে সুর সেটাও একটা সূক্ষ্ম প্রকাশ! মানুষ মাত্রেরই প্রাণে দুই সুর খেলে! সকলে হয়তো গান গেয়ে আসর জমাতে পারে না; কিন্তু এমন-কোনো মানুষ নেই, যে অন্ততঃ নিজের প্রাণেও গান না গায়! কোনো কবি নাকি বোলে গেছেন যে, সঙ্গীতে যার প্রাণ মুগ্ধ না হয়, সে মানুষ খুন কোরতে পারে! কথাটা ঠিক্! তেমনি আবার এটাও ঠিক, যে গান গায় না সে নিজেই খুন হোয়ে আছে—নড়ে-চড়ে বেড়ালেও তার প্রাণে কিন্তু কোনো সজীবতা নেই!

মানুষের এই প্রকৃতি-দত্ত ভাবটাকে কলাবিদ্ কাজে লাগায় একটা ললিত কলার সৃষ্টি কোরে—বৈজ্ঞানিক যেমন-কোরে প্রকৃতির শক্তি সমূহকে নিজের ও দুনিয়ার কাজে লাগায়! কিন্তু সে অন্য কথা! আসল কথা এই যে, গান তো সকলে গায়—এমন কি পাখীরাও গায়, কিন্তু তারা তো গান লেখে না! তার কারণ আর কিছুই নয়, তাদের আছে কেবল কণ্ঠ, হাতে তো কালি-কলম নেই! মানুষের কণ্ঠও আছে আবার হাতে কালি-কলমও আছে! তাই তারা গানও গায় এবং কাগজে আখর কেটেও যায়! শিক্ষা কোরলে এই আখর-কাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, বোলতে পারি নে। কিন্তু না শিখেও যে, আখর-কাটা যায়, এটা আর-কেউ বিশ্বাস না করুক্, আমি করি!

ও-সব বাজে কথা! গান তো শুধু সুর নয়! তার কথা আসে কোথা থেকে? কথাকে আশ্রয় না কোরলে সুর নিজেকে প্রকাশ কোরবে কী কোরে?—তা সে-কথার মানে থাক্ আর নাই থাক্! কিন্তু অনেক কথার যে আবার মানে থাকে! শুধু তাই নয়, কথায়-কথায় আবার মিল! এ-কথা ঠিক যে, প্রাণে যখন সুর আসে, কথা, ছন্দ, মিল, ঝঙ্কার, এ-সমস্তই সে তার সঙ্গে কোরে নিয়ে আসে! এবং এ-কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, এই সব কথা দিয়ে মালা গাঁথ্তে হয় ভেবে-ভেবে!

কিন্তু এই ভাব আসে কোথা থেকে! কে আমার জন্যে রম্য উদ্যান সাজিয়ে রেখেছে যে, আমি ইচ্ছা-মতো সেখান থেকে বিকশিত কুসুম-রাজি আহরণ কোরে আন্‌বো! যে-উদ্যানের চারিদিক্ কঠিন প্রাচীরে ও কাঁটার বেড়ায় ঘেরা, তার ভিতরে ঢুক্‌বোই-বা কী কোরে, আর আমাকে ঢুক্‌তে দেবেই-বা কে? কিন্তু ফুল কি কেবল বাগানেই ফোটে—কাননে ফোটে না? উদ্যান-বাটীকায় থাকা যাঁদের অভ্যাস, তাঁদের হয়তো বন-ফুলের গন্ধের সঙ্গে কখনো পরিচয় হয় নি! উদ্যান-পুষ্পের সৌরভ কী রকম, জানি নে, কিন্তু বন-ফুল আমাকে মুগ্ধ কোরেছে! তাই ঘরে থাক্‌তে না পেরে ছুটে-ছুটে বনে যাই!

যাক্-গে—অনেক অবান্তর কথা এনে ফেল্‌লাম! কথা পাই কোথা থেকে, না? আগেই বোলেছি, প্রাণে যখন সুর আসে, তার সঙ্গে সে অনেক কথাই নিয়ে আসে! তা-ছাড়া কাণেও আসে অনেক কথা, আবার পেটের দায়ে তোতা-পাখীর মতো অনেক কথা আওড়াতেও হয়! হয়তো তার অধিকাংশ বুঝি নে, আবার হয়তো কতক বুঝেও ফেলি! দরকারের সময় যদি সে-সব কথার গোটা-কতক মনে এসে যায় তো সেটা কী অপরাধ?

কিন্তু যাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁরা তো কেউ ঘাস খান না যে, এ সোজা কথাটা তাঁরা বোঝেন না, আর আমাকে তাই পাগলের মতো এত ঘটা কোরে বোঝাতে হোচ্ছে! তাঁরা বোঝেন সব, কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করার ভিতরে একটা অন্য উদ্দেশ্য আছে! কেউ-কেউ এমন-ধারা একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও কোরেছেন যে, অপর লোকে—তাও আবার একজন নয়—অনেক লোকে গানগুলো লিখে আমার নামে চালান! এতে তাঁদের কী স্বার্থ, বোলতে পারি নে। নিজের মনের খবর রাখাই দায়, পরের মনের খবর রাখবো কী কোরে!

কিন্তু তাঁদের কোনো স্বার্থ থাক্ আর নাই থাক্, এতে আমার কী লাভ যে, পরের লেখা আমার নিজের নামে চালাবো! নাম? হাঁ, নামের আকাঙ্খা আমার আছে নিশ্চয়ই! বিশ্বের দুর্গামের পসরা মাথায় নিয়েও ভাঁড় যে আমার এখনো ভরে নি! কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস, আমার আরো একটা নাম আছে! আর একটুও বেশ বুঝি যে, এই কটা গান লিখে, সেই নামকে উঁচিয়ে যাওয়া দুরাশা! ঐনামে আমার কতখানি হক্ বা কোনো হক্ আছে কি না, তা এখানে বোলতে চাই নে! আর যদি কোনো হক্ থাকেও তো সে কৃতিত্ব আমার নয়—অপরের! পিতৃধনে মেয়ের যেটুকু অধিকার, আমার অধিকার মাত্র সেইটুকু!

যাঁরা আমাকে ঐ সব কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাঁরা সকলেই যে আমাকেই লক্ষ্য করেন, তা নয়! অনেকে আমাকে উপলক্ষ্য কোরে কথাগুলো অভিনেত্রী-সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রয়োগ কোরতে চান! তাঁরা মনে-মনে বলেন, আমরা পতিতা—ছেলে-বেলা থেকেই আমরা শিখে আসছি কেবল বিলাস-বিভ্রম! হাঁ, আমরা পতিতাও বটে, পাতিত্যও বটে! পেটের দায়ে বিলাস-বিভ্রম শিখ্‌তে হয় বৈ কি! পেট তো যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না! পেটের দায়ে, ভালো-মন্দের বিচার ফেলে রেখে, অনেক লোককে তো অনেক-কিছুই কোরতে হয়! উকিল-ব্যারিষ্টারদের মুখে শুনেছি—হাঁ, উকিল

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট কেসেড মাত্র ৭টী ঔষধ মূল্য
বিনামূল্যে চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।
ইলেকট্রো আয়ুর্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফাষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

চিত্রনাট্যের রূপকথা

—:০:—

শ্রীযুক্ত গ্যারি কুপারের সঙ্গে শ্রীমতী লুপি ভেলেজের বিয়ের ঠিক্‌ঠাক্ হোয়েছে। ঈশ্বর ভাবী দম্পতীর মঙ্গল করুন। শ্রীমতীকে শ্রীযুক্ত ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ মেক্সিকো থেকে আবিষ্কার কোরে 'গাউচো'তে (The Goucho) নায়িকার অংশ দেন। এখানের সকলেই তাঁকে নিশ্চয় দেখেছেন।

*

শ্রীমতী গ্রেটা গার্ব্বো 'স্বর্গের মেয়ে' (The Divine Woman) নামক স্থানীয় গ্লোব থিয়েটারে প্রদর্শিত চিত্রনাট্যে আদ্যন্ত বহুমুখী অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তাঁর দেহের সৌন্দর্য্যে, ভঙ্গীর মাধুর্য্যে ও অভিব্যক্তির চাতুর্য্যে Divine Woman পরম উপভোগ্য হোয়েছে। নায়কের অংশে শ্রীযুক্ত লারস্ হান্‌সনের আবির্ভাব খুব অল্পসংখ্যক দৃশ্যেই ঘটেছে—তার মধ্যেই তিনিও বেশ ভালো অভিনয় কোরেছেন। এঁরা দুজনেই সুইডেনের লোক। যে কোনো নারী চুম্বন করবার শক্তির জন্যে পৃথিবীতে বিখ্যাতা হোয়েছেন, তিনি একবার এই ছবিখানি যেনো দেখে আসেন। চুম্বন সম্বন্ধে সব চেয়ে বড়ো শিক্ষা পাবার ক্ষেত্র এরই মধ্যে আছে। ভালোবাসার অনেক নূতন তত্ত্বও এর থেকে পাওয়া যাবে!

*

পিক্‌চার হাউসের 'টেস্ অফ দি ডারবারভিল্‌স্' টমাস হার্ডির ঐ নামের বইয়ের চিত্ররূপ। শ্রীমতী ব্লান্‌শ্ সুইট নায়িকার ভূমিকায় এতে খুব ভালো অভিনয় কোরেছেন—বিশেষতঃ হত্যা-দৃশ্য থেকে। শ্রীযুক্ত কন্‌র‍্যাড্ ন্যাগেলও নায়কের অংশে মন্দ অভিনয় করেন নি। শ্রীমতী সুইটের স্বামী বিখ্যাত প্রযোজক শ্রীযুক্ত মার্শাল নীলান্ এই ছবি 'ডাইরেক্ট' কোরেছেন।

*

পার্লে 'সেই নিশ্চিত জিনিসও' (The Certain Thing) দেখলুম। শ্রীযুক্ত রাল্‌ফ্ গ্রেভস্ ও শ্রীমতী ভায়োলা ডানা এর প্রধান দুটি ভূমিকা নিয়েছেন। বেশ মজার ছবি ও এর আখ্যান-বস্তুতে নূতনত্ব আছে। নায়কের পিতারূপে আবির্ভূত হোয়েছেন শ্রীযুক্ত বার ম্যাকিন্‌টশ্। ছেলেতে আর বউতে মিলে ঐ পিতার রাগ কি কোরে ভেঙেছিল আর তাঁর কাছ থেকে বেশ দু-পয়সা আদায় কোরেছিল তাহার কৌতুকপূর্ণ বিবরণ এতে চিত্রিত হোয়েছে।

*

কবি ও রসবেত্তার মন নিয়ে যাঁরা বায়োস্কোপ দেখেন, তাঁরা প্যালেস্ অফ্ ভ্যারায়েটিজের 'ওয়াল্‌টজ ড্রিম' দেখলে খুসী হবেন। জার্ম্মান ছবি, অভিনেতা অভিনেত্রীরাও প্রায় সবাই জার্ম্মান। তাদের বড়ো বড়ো নাম মনে রাখা শক্ত। একমাত্র উইলি ফ্রিশের নাম মনে রেখেছি। চিত্রজগতে তিনি যশস্বী ও এই ছবিতে নায়কের অংশে অবতীর্ণ। ভিয়েনার সঙ্গীত ও সুর-নিপুণা শিক্ষয়িত্রীটির কাছে পোষাক পরতে শেখার দৃশ্যটি উদারনৈতিকদলের দর্শকরা উপভোগ কোরবেন।

*

শ্রীযুক্ত ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্ অচিরেই বায়োস্কোপের কাজ ছাড়বেন—'প্রোডিউসার' হবেন। এর কারণ হোচ্ছে এই যে, আজকাল স-স্বর চিত্রের পড়্‌তা, শ্রীযুতের স্বর যন্ত্র-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি। তাঁর স্বনাম-খ্যাতা স্ত্রী শ্রীমতী মেরি পিক্‌ফোর্ডের আওয়াজ কিন্তু যন্ত্রের ভিতরে মধুর হোয়ে ধরা প'ড়েছে—শ্রীমতী তাই 'টকি'-তেই মনোযোগ দেবেন। [স-স্বর ফিল্মের নাম হোয়েছে 'টকিজ' (Talkies]

*

টম্, ম্যাট্ আর ওয়েন মূর তিন জনেই চলচ্ছবি-অভিনেতা—এঁরা তিনজনে ভাই। শ্রীমতী এস্‌থর র‍্যাল্‌স্টনের সঙ্গে কিন্তু শ্রীমতী জোবিনা র‍্যাল্‌স্টনের কোনো সম্বন্ধ নেই।

—গি—

গান

(স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)

তোমার কাছে চাইনা কিছু—
একটু শুধু মনে রেখো,
তোমার চোখের দয়া দিয়ে
আমায় তুমি একটু দেখো!
ঐ যে তোমার দুটি বাহু
আমার হৃদয়-চন্দ্র-রাহু
তাহার নিবিড় ছায়া দিয়ে
গভীর কোরে আমায় ঢেকো—
তোমার কাছে চাইনা কিছু
আমায় শুধু মনে রেখো!
তোমার মুখের কমল-মন্দির
স্বপন-সুধা চিত্ত-অলির—
তারই প্রসাদ দেবার সময়
আমায় তুমি কেবল ডেকো—
তোমার কাছে চাইনা কিছু
একটু শুধু মনে রেখো।



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

রক্ত পরিষ্কার করে

সুরবালী কষায়।

খাইতে কোনও হাঙ্গামা নাই

সি,কে,সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বল বৃদ্ধি করে

রহস্যের চাবি

(শ্রীমতী প্রভা)

কেউ-কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কবিতা লিখতে শিখলাম আমি কবে!

অবাক হোয়ে পাল্টা শুধোই, কবিতা আবার কবে লিখলাম! মাঝে-মাঝে কাগজে আমার যে-লেখা বেরোয়, সে কি কবিতা?—সে তো গান!

এতেই যে পাপ ঢুকে গেল, তা নয়। তাঁরা আবার জিজ্ঞাসা করেন, গান লিখতেই-বা কবে শিখলাম! এ-কথার জবাব না থাক্‌লেও আমাকে বোল্‌তে হয়—গান শিখতে হয় না কি!

তাঁরা, বোধ করি, আমার কথায় সন্তুষ্ট না হোয়েই চুপ কোরে যান! আমি কিন্তু ভাবি, তাই তো, গান কেন শিখতে হয় না! বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর কোরে, নদী বয়ে যায় কুলু-কুলু তানে, পাখীরাও গান করে কিচির-মিচির কোরে—এ-সবারি ভিতরে একটা সুর আছে! কিন্তু এদের শেখায় কে? কেউ না—আপনিই শেখে! তবে বুঝি গান শিখতে হয় না!

কিন্তু কেন? আমার মনে হয় প্রকৃতি নিজেকে প্রকাশ কোরতে চায় বোলে! এই প্রকাশ করাটাই হোচ্ছে তার ধর্ম্ম, বৃত্তি ও গতি! এর জন্যে কোনো চেষ্টা কোর্‌তে হয় না—আপনা-আপনি হোয়ে যায়! মানুষও তেমনি নিজেকে প্রকাশ করে অনেক স্থূল এবং সূক্ষ্ম হাব-ভাব, আকার-ইঙ্গিত, কথা-বার্ত্তা, ও চেষ্টিতের দ্বারা! গানের প্রাণ যে সুর সেটাও একটা সূক্ষ্ম প্রকাশ! মানুষ মাত্রেরই প্রাণে দুই সুর খেলে! সকলে হয়তো গান গেয়ে আসর জমাতে পারে না; কিন্তু এমন-কোনো মানুষ নেই, যে অন্ততঃ নিজের প্রাণেও গান না গায়! কোনো কবি নাকি বোলে গেছেন যে, সঙ্গীতে যার প্রাণ মুগ্ধ না হয়, সে মানুষ খুন কোর্‌তে পারে! কথাটা ঠিক্! তেমনি আবার এটাও ঠিক, যে গান গায় না সে নিজেই খুন হোয়ে আছে—নড়ে-চড়ে বেড়ালেও তার প্রাণে কিন্তু কোনো সজীবতা নেই!

মানুষের এই প্রকৃতি-দত্ত ভাবটাকে কলাবিদ্ কাজে লাগায় একটা ললিত কলার সৃষ্টি কোরে—বৈজ্ঞানিক যেমন-কোরে প্রকৃতির শক্তি সমূহকে নিজের ও দুনিয়ার কাজে লাগায়! কিন্তু সে অন্য কথা! আসল কথা এই যে, গান তো সকলে গায়—এমন কি পাখীরাও গায়, কিন্তু তারা তো গান লেখে না! তার কারণ আর কিছুই নয়, তাদের আছে কেবল কণ্ঠ, হাতে তো কালি-কলম নেই! মানুষের কণ্ঠও আছে আবার হাতে কালি-কলমও আছে! তাই তারা গানও গায় এবং কাগজে আখর কেটেও যায়! শিক্ষা কোর্‌লে এই আখর-কাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, বোল্‌তে পারি নে। কিন্তু না শিখেও যে, আখর-কাটা যায়, এটা আর-কেউ বিশ্বাস না করুক্, আমি করি!

ও-সব বাজে কথা! গান তো শুধু সুর নয়! তার কথা আসে কোথা থেকে? কথাকে আশ্রয় না কোর্‌লে সুর নিজেকে প্রকাশ কোর্‌বে কী কোরে?—তা সে-কথার মানে থাক্ আর নাই থাক্! কিন্তু অনেক কথার যে আবার মানে থাকে! শুধু তাই নয়, কথায়-কথায় আবার মিল! এ-কথা ঠিক যে, প্রাণে যখন সুর আসে, কথা, ছন্দ, মিল, ঝঙ্কার, এ-সমস্তই সে তার সঙ্গে কোরে নিয়ে আসে! এবং এ-কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, এই সব কথা দিয়ে মালা গাঁথ্‌তে হয় ভেবে-ভেবে!

কিন্তু এই ভাব আসে কোথা থেকে! কে আমার জন্যে রম্য উদ্যান সাজিয়ে রেখেছে যে, আমি ইচ্ছা-মতো সেখান থেকে বিকশিত কুসুম-রাজি আহরণ কোরে আন্‌বো! যে-উদ্যানের চারিদিক্ কঠিন প্রাচীরে ও কাঁটার বেড়ায় ঘেরা, তার ভিতরে ঢুক্‌বোই-বা কী কোরে, আর আমাকে ঢুক্‌তে দেবেই-বা কে? কিন্তু ফুল কি কেবল বাগানেই ফোটে—কাননে ফোটে না? উদ্যান-বাটীকায় থাকা যাঁদের অভ্যাস, তাঁদের হয়তো বন-ফুলের গন্ধের সঙ্গে কখনো পরিচয় হয় নি! উদ্যান-পুষ্পের সৌরভ কী রকম, জানি নে, কিন্তু বন-ফুল আমাকে মুগ্ধ কোরেছে! তাই ঘরে থাক্‌তে না পেরে ছুটে-ছুটে বনে যাই!

যাক্-গে—অনেক অবান্তর কথা এনে ফেল্‌লাম! কথা পাই কোথা থেকে, না? আগেই বোলেছি, প্রাণে যখন সুর আসে, তার সঙ্গে সে অনেক কথাই নিয়ে আসে! তা-ছাড়া কাণেও আসে অনেক কথা, আবার পেটের দায়ে তোতা-পাখীর মতো অনেক কথা আওড়াতেও হয়! হয়তো তার অধিকাংশ বুঝি নে, আবার হয়তো কতক বুঝেও ফেলি! দরকারের সময় যদি সে-সব কথার গোটা-কতক মনে এসে যায় তো সেটা কী অপরাধ?

কিন্তু যাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁরা তো কেউ ঘাস খান না যে, এ সোজা কথাটা তাঁরা বোঝেন না, আর আমাকে তাই পাগলের মতো এত ঘটা কোরে বোঝাতে হোচ্ছে! তাঁরা বোঝেন সব, কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করার ভিতরে একটা অন্য উদ্দেশ্য আছে! কেউ-কেউ এমন-ধারা একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও কোরেছেন যে, অপর লোকে—তাও আবার একজন নয়—অনেক লোকে গানগুলো লিখে আমার নামে চালান! এতে তাঁদের কী স্বার্থ, বোল্‌তে পারি নে। নিজের মনের খবর রাখাই দায়, পরের মনের খবর রাখবো কী কোরে!

কিন্তু তাঁদের কোনো স্বার্থ থাক্ আর নাই থাক্, এতে আমার কী লাভ যে, পরের লেখা আমার নিজের নামে চালাবো! নাম? হাঁ, নামের আকাঙ্খা আমার আছে নিশ্চয়ই! বিশ্বের দুর্ণামের পসরা মাথায় নিয়েও ভাঁড় যে আমার এখনো ভরে নি! কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস, আমার আরো একটা নাম আছে! আর একটুও বেশ বুঝি যে, এই কটা গান লিখে, সেই নামকে উঁচিয়ে যাওয়া দুরাশা! ঐনামে আমার কতখানি হক্ বা কোনো হক্ আছে কি না, তা এখানে বোল্‌তে চাই নে! আর যদি কোনো হক্ থাকেও তো সে কৃতিত্ব আমার নয়—অপরের! পিতৃধনে মেয়ের যেটুকু অধিকার, আমার অধিকার মাত্র সেইটুকু!

যাঁরা আমাকে ঐ সব কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাঁরা সকলেই যে আমাকেই লক্ষ্য করেন, তা নয়! অনেকে আমাকে উপলক্ষ্য কোরে কথাগুলো অভিনেত্রী-সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রয়োগ কোর্‌তে চান! তাঁরা মনে-মনে বলেন, আমরা পতিতা—ছেলে-বেলা থেকেই আমরা শিখে আসছি কেবল বিলাস-বিভ্রম! হ্যাঁ, আমরা পতিতাও বটে, পাতিতাও বটে! পেটের দায়ে বিলাস-বিভ্রম শিখ্‌তে হয় বৈ কি! পেট তো যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না! পেটের দায়ে, ভালো-মন্দের বিচার ফেলে রেখে, অনেক লোককে তো অনেক-কিছুই কোর্‌তে হয়! উকিল-ব্যারিষ্টারদের মুখে শুনেছি—হ্যাঁ, উকিল

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট কেবল মাত্র ৭টী ঔষধ মূল্য ১৲ সর্ব্বত্র

বিনামূল্যে চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেকট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কাষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

ব্যারষ্টার! আশ্চর্য্য হবার কারণ কী আছে? গণ্যমান্য ভদ্রলোকের পায়ের ধুলো পড়ে বৈ কি আমাদের বাড়ীতে!—যদিও আমরা তাঁদের বাড়ী থেকে তাঁদের ডেকে আন্‌তে যাই নে কখনো! আর গেলেই বা আমাদের ঢুক্‌তে দেবে কেন? গলা ধাক্কা দিয়ে বার কোরে দেবে:—আমরা যে ভদ্র-পদ-বাচ্যের বাইরে! কিন্তু তাঁরা এলে তাঁদের তো তাড়িয়ে দিতে পারি নে—তাঁরা যে ভদ্রলোক! হ্যাঁ, যে-কথা বোল্‌ছিলাম, উকিল-ব্যারষ্টারদের মুখে শুনেছি যে, তাঁদের ব্যবসার খাতিরে এমন-অনেক-কিছু কোর্‌তে হয়, যা নাকি বাপ্‌-বেটায় একত্রে কোর্‌তে লজ্জা বোধ করে! এত-কোরেও কিন্তু তাঁরা এখনো লজ্জার মাথা একেবারে খেতে পারেন নি! আমার বোধ হয় কেউ কখনো খেতে পারে না—আমরাও না!

যাক্‌, পেটের দায়ে যে যা করুক্‌-গে! কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে আমাদের কি সত্য-সত্যই ভাসুর-ভাদ্দর-বৌ-সম্পর্ক? আমার তো তা মনে হয় না! বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী বহুমার্গগা, সে-কথা এখানে নাই-বা তুললাম! কিন্তু আবহমান কাল থেকে ললিত কলার চর্চ্চা যাদের হস্তে ন্যস্ত হোয়ে এসেছে, কম হোক্‌ বেশী হোক্‌, খানিকটা উন্নতিও যারা সাধন কোরেছে তারা যে বিদ্যার কোনো ধার ধারে না এ-কথা বোল্‌তে বা ভাবতে কি সঙ্কোচ হয় না! তা যদি সত্য হোত, তা-হোলে ললিত কলা দেশ থেকে অনেক দিনই লোপ পেত!

সাতকাণ্ড রামায়ণ শেষ হোয়ে গেল! কিন্তু সীতা কার ভার্য্যা সে-কথা এখনো বলা হয় নি! আমি যেন গান লিখি, তার সার্থকতাই বা কোথায়! তা ঠিক জানি নে! আমি শুধু বন থেকে ফুল কুড়িয়ে এনে অন্তরের দেবতাকে নিবেদন করি, বিদুরের খুদ্‌-কণাও-যাঁর কাছে ফেলা যায় নি! এই নিবেদনই আমার উদ্দেশ্য আর এই নিবেদনেই আমার সার্থকতা! ইতি—

ফোন নং—ব, বি, ২৬০৮

ফ্রেণ্ডস সোসাইটির

সকল রকম সুতী ও রেশমী কাপড়

ও জামা খরিদ করিবার পূর্ব্বে—

দর ও জিনিষ দেখিতে ভুলিবেন না

(একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীফণীভুষণ মিত্র)

আশুতোষ বিল্ডিং

ও

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোলদীঘির পাশ্চম,

নৃত্যের মনস্তত্ত্ব

(দুটি মত)

[শ্রীমণিলাল ব্রহ্ম]

"প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় ও যৌনমিলনের প্রধান উপায় হচ্ছে—নৃত্য। জীবরাজ্যের ভিতরে পাখী থেকে আরম্ভ কোরে মানুষের ভিতর পর্য্যন্তও এই নৃত্যের প্রথা বর্ত্তমান। আদিমজাতির ও মানব-সভ্যতার পুরাতত্ত্বের ভিতরেও নৃত্য দাম্পত্য নির্ব্বাচনে প্রধান কার্য্য করেচে।

যে প্রীতিকর অনুভূতি নৃত্যের দ্বারা উৎপন্ন হয় তা প্রণয়প্রকাশের আচ্ছাদিত বাহ্যাবয়ব। ক্রীড়ার বিশেষ প্রকার—এই নৃত্য, ইন্দ্রিয় উত্তেজনার প্রধান কারণের মধ্যে একটি, যে উত্তেজনা খুব সহজেই কামের অন্তর্ভূত হ'তে পারে। শরীরগতির মাত্রা ও আন্দোলন আমাদের ততটা উত্তেজিত করে যতটা কোন উত্তেজক ওষুধ পারে। ধমনীর উচ্চ স্পন্দন, রক্তিম মুখাভা, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্তের উত্তাপ বাড়িয়ে দেয় হৃদয়স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই এবং নৃত্যের আনুষঙ্গিক ঘটনা এই জীবনের প্রকৃতত্ত্বের নিমজ্জন, এমন একটা মানসিক অবস্থা হয় যা দাম্পত্য উত্তেজনার সমজাতীয়। পরদেহের—সাধারণতঃ স্ত্রীপুরুষের স্পর্শন, সঙ্গীতের সুর, রূপবস্ত্রা, পরিচ্ছদের ও কৃত্রিম ভালবাসার প্রলোভন—এ সকলই ঐ উত্তেজনার মন্ত্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করে—এমন কি এটা সর্ব্বসময়ে পরিষ্কার ভাবে ঐ মন্ত্রশক্তিতে বশীভূত লোকরা বুঝতে না পারলেও। নৃত্যহৃদে এই যে যৌন আকর্ষণের পেছু ধাওয়া—এটা তরুণীদের ভিতরে বিরল নয়। এঁদের মধ্যে অনেকে অতিরিক্ত উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে ক্লান্ত হন না বরং এতে তাঁরা এতটা স্বস্তি ও স্বচ্ছন্দতা অনুভব করেন যা প্রতি নাচের সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে ওঠে। এ সত্য কেবলমাত্র অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের ভিতরে খাটে না, উপরন্তু এটা বিবাহিত যুবক ও বিবাহিতা যুবতীদের মধ্যেও খাটে।

নৃত্য দর্শকদেরও ভিতরে দাম্পত্য উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অনেক নৃত্য, বিশেষতঃ যেগুলো সম্প্রতি চলিত হয়েছে—তাদের উৎপত্তি ও পরিণাম স্পষ্টতঃ যৌন আকর্ষণ—তাদের নৃত্যভঙ্গী নামমাত্র আচ্ছাদিত সঙ্গমক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি।"

—Critic and Guide—(New York, May, 1919.)

"সামাজিক তরুণীদের উপর এটা অন্যায় নিন্দাবাদ হবে যদি আমরা ভেবে নি, তাঁরা জানেন যে ঐ সব যুবক যাদের সঙ্গে তাঁরা নৃত্য কোরেচেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরক্ষণে বারবনিতাদের কাছে যায়—তাঁদের নৃত্যজনিত ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা চরিতার্থতার জন্যে। যুবকচরিত্রের সম্বন্ধে এই অনভিজ্ঞতা নারীকে খুব উঁচু স্তরে রাখে,—যেখান থেকে সে আশঙ্কা কর্ত্তে পারে না যে, তার আবরণোমুক্ত বক্ষ পুরুষদের কতটা বশীভূত করে—অবিশ্যি যতক্ষণ-না পর্য্যন্ত সে বহুকালের এই সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করে।"

—The Contemporary Science series, (Sexual Ethics) Edited by Havelock Ellis.

গান

(শ্রীমতী গৌরীকুমারী রায়)

আর কত কাল রইব ব'সে
এমনি তোমার আশে,
আপন আমার আপন মাঝে
কাঁপ্‌চে আকুল শ্বাসে!
আঁখি আমার আঁধার রাতে তোমার তরেই জাগে,
হিয়া আমার দুলে ওঠে নিবিড় অনুরাগে,
উষর আমার হৃদয়-ভূমি—
কোথায় তুমি, কেমন তুমি?
হায় রজনী, বলনা গো,
জলে যে চোখ ভাসে!

"ভীমে"র কৈফিয়ৎ

—:০:—

আপনার চলিত সালের ১৫ই চৈত্র তারিখের নাচঘরে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের "পাণ্ডব-গৌরব" শীর্ষক সমালোচনাটী পাঠ করিলাম ও সেই সঙ্গে সম্পাদকীয় স্তম্ভে "বহু পত্র-পত্রিকার সম্পাদক সুলেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ে অভিনীত "পাণ্ডব গৌরবের" একটী সমালোচনা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই লেখাটীই স্থানান্তরে প্রকাশিত হ'ল। তার উপরেও আর সম্পাদকীয় মন্তব্য অনাবশ্যক।"—এই স্থানটুকু পাঠ করিয়া ধরিয়া লইলাম ও বুঝিলাম যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত আপনারাও এক মত প্রকাশ করিতেছেন।

আমি চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের সমগ্র সমালোচনাটী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে চাইনা, তবে যেখানে যেখানে আমার কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি সেই সব জায়গা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে প্রয়াস পাইব। বিচারের ভার আপনাদের।

এ কৈফিয়ৎটুকু দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে আপনারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক, নাট্যকলারসবিদ, গুণগ্রাহী, নিরপেক্ষ ও স্পষ্টবক্তা বলিয়াই আমার ধারণা ও সেইজন্য আপনাদিগকে সম্মানও করিয়া থাকি।

আপনাদের সমালোচনায় বিশেষ মূল্য আছে এবং তা হ'তে শিল্পী বাস্তবিকই উৎসাহিত ও হতাশ হইয়া থাকেন। কাজেই প্রকৃত সাহিত্যসেবী ও নাট্যরসবিদ অন্যান্য পত্রিকার সমালোচনায় যে যে স্থানে কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছি তথায় আমার ক্ষুদ্র কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য অন্যান্য আবর্জ্জনাবর্দ্ধক ও ভদ্ররীতিঅনভিজ্ঞ, ইতর শ্রেণীর মাকালফলসদৃশ মূর্খতার অবতার ও তুবড়ীবাজীপূর্ণ কাগজগুলির সমালোচনাকে আমি যথাস্থানে ব্যবহারের জন্যই প্রয়োগ করিয়া থাকি। তাহাদের howlings or barkingsএ কর্ণপাত করা ভদ্রলোকদের কর্ত্তব্য নয়। তবে আপনারা ত সে দলের নহেন! আপনাদের সমালোচনাও ত হেলা করা যায় না, তাই একটী নাতিদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইলাম।

আমার মনে হয় কোন নাট্যশিল্পী সম্বন্ধে সমালোচনা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে শিল্পীর নিকট হইতে একটি কৈফিয়ৎ লইলে তাহার প্রতি সুবিচার করা হয়; নতুবা হয়ত কি ভাবে তিনি তাঁর অভিনীত চরিত্রটিকে কিরূপ রূপ দিয়া কোথায় সাজাইয়াছেন তাহা অব্যক্ত থাকিয়া যায়। শিল্পীর সেই অব্যক্ত প্রাণের বেদনা কতটুকু তাহা আপনারা কলারসবিদ, কাজেই বোধ করি অনেকটা অনুমান করিতে পারেন। শিল্পী প্রাণের সমস্ত আবেগ কল্পনার কটাহে চাপাইয়া দিয়া শিরা, উপশিরা ও সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিব্যক্তির ইন্ধন তাপ দিয়া, হৃদয়ের সমস্তটা শোণিতপেশী মস্তিষ্ক ও দেহের প্রতি অণুপরমাণুর ভিতর দিয়া কখনও আবেগে কখনও মৃদু গতিতে প্রবাহিত করিয়া রস সঞ্চার পূর্ব্বক যে মনোজ্ঞ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া নিজের মানস-প্রতিমাকে ভোগ দিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে যদি আপনাদের মত উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক ও কলারসবিদ শিল্পীর প্রাণের ভাব না জানিয়া একমুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ করেন, তবে ব্যঞ্জনের কিরূপ স্বাদ হয় তাহা সহজেই অনুমেয় ও শিল্পীর প্রাণের অবস্থা যে কি হয় তাহা বোধ করি অনুভব করিতে পারেন। তুচ্ছ লোকে কুৎসা করে প্রাণে সয়, কিন্তু আপনাদের অবিচার দেখিয়া Shakespereএর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় "Thou too Brutus"? আপনারাও হয়ত উত্তর দিবেন :—

Not that we love the artist less,
But we love the art more,

আমিও যে তাহাই চাই।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন—"কর্ণ ও কুন্তীর কথোপকথনকালে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিনয়ে তাঁর dramatic senseরও বেশ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের সহিত, মানতে বাধ্য হচ্ছি যে প্রথম দিকটায় অভিনয়াভিশয্যের জন্যে তাঁর অভিনয়-সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হয় নি।" কাজেই আমাকে বাধ্য হইয়া কর্ণ, কুন্তী ও ভীমের দৃশ্যটি পর্য্যন্ত আমি কোথায় কি ভাবে করিয়াছি তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

২য় অঙ্ক ১ম দৃশ্যে ভীমের প্রথম প্রবেশ করার পর উক্তি :—

শোন দেবী, সন্ধি নাহি হইবে স্থাপন
দুর্য্যোধন করিয়াছে পণ,
সূচ্যগ্রে মেদিনী নাহি করিবে প্রদান।
রাখ মতি গোবিন্দের পদে,
একমাত্র পাণ্ডব ভরসা জনার্দ্দন,
প্রতিজ্ঞা পূরণ তব অবশ্য হইবে।
সমরে কৌরবকুল হইবে নির্ম্মূল।
দুঃশাসন হৃদয় বিদারী
লো সুন্দরী,—বেণী তব করিব বন্ধন।

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৫—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।
ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। ফোন নং—৩২৫৮

খেয়ালের খেসারৎ
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই

হাস্য, করুণ, প্রভৃতি বিভিন্ন রসের এবং স্নেহ, ভালোবাসা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের অনেকগুলি গল্প ইহাতে আছে। মণিলাল বাবুর পরিপক্ক হস্তের রচনা। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য পাঁচ সিকা।

এন, এম, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং
১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

দ্রৌপদীর প্রতি এই ভক্তিটীর ভিতর দিয়া গ্রন্থকার কৌরবের প্রতি ভীমের বিদ্বেষ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ উদ্যোগে আক্রোশ, চতুর্দ্দশ বৎসর ন্যুব্জদেহে বিনিদ্র রজনী যাপনের ব্রত, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ও দুঃশাসনের বক্ষ বিদারণের প্রতিজ্ঞা, দুঃশাসনের রক্তলিপ্ত হস্তে দ্রৌপদীর কেশবন্ধনের আশ্বাস, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সন্ধির প্রস্তাবে জ্যেষ্ঠের আদেশ ও রাজাদেশ পালন জন্য সম্মতি প্রকাশ ও সন্ধি স্থাপনের প্রচেষ্টায় পাণ্ডবের ব্যর্থমনোরথ হওনে ভীমের উল্লাস ও তৎসঙ্গে ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা ও ভক্তি এ সমস্তের সমাবেশ যে অভিব্যক্তির দ্বারা বুঝান উচিত মনে করিয়াছি, আমি তাহাই করিয়াছি। বীভৎস, রৌদ্র, বীর, ভক্তি এ কয়টী রসের সমাবেশ ভিন্ন এ কয়টী লাইনের অন্তর্নিহিত ভাব কিরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না এবং ঐ সমস্ত ভাব যদি এ কয়টী ছত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ না পায় তবে কি করিয়া এই ছত্রগুলির অভিনয় হইতে পারে তাহাও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন অভিনেতাই যে এ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন তাহা আমার মনে হয় না। পক্ষপাত ও বিদ্বেষপূর্ণ পরকলায় চক্ষু আবৃত না করিয়া যদি কোন নাটরসজ্ঞ এই কয়টী ছত্রের সহিত আমার অভিনয়টী বিশ্লেষণ করেন তবে আশা করি শিল্পীর শ্রম নেহাৎ পণ্ডশ্রম বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এই উক্তিটীর আভাস পণ্ডিত ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ মহাশয় তাঁহার 'নরনারায়ণ' পুস্তকটীতে সন্ধির প্রস্তাবকালীন কৃষ্ণার মুখের কথার ভিতর দিয়া এ কয়টী ছত্র অভিনয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। তৎপর সুভদ্রার সহিত কেন ঐ ভাবে কথোপকথন করিয়াছি তাহারও ব্যাখ্যা করা। সে চেষ্টাও আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব। তৎপরে অর্জ্জুনের সহিত কথোপকথনে ভীমের স্বধর্ম্মানুরাগ অর্থাৎ ক্ষত্রোচিত ধর্ম্মরক্ষা ও ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী এইরূপ ভাবের অভিব্যক্তি দেওয়ারই চেষ্টা করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে যে যে উক্তিতে কৌরবাদির প্রতি বিদ্বেষের ভাব প্রকাশের সুযোগ গ্রন্থকার দিয়াছেন তাহাও প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছি। যথা—"নিষ্কণ্টক দুর্য্যোধন"—এই ত গেল ১ম দৃশ্যের কথা।

২য় দৃশ্যে যথাসাধ্য বিনয়নম্রতা সহকারে মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং অতি বিনীতভাবেই মাতা ও ভ্রাতাকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি যে শরণাগতকে রক্ষা করিতে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করাও শ্রেয়ঃ। সেখানে কোন অঙ্গভঙ্গি করিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। কিন্তু যেই যুধিষ্ঠির ধর্ম্মহেতু জ্যেষ্ঠভ্রাতা বর্জ্জনে বিভীষণের গুণগান করিলেন তদুত্তরেই মাত্র ক্ষাত্রধর্ম্মানুরাগী-ভীমকে প্রকৃত বীর সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থকারও সেখানে উক্তিটী দিয়াছেন :—

ধর্ম্মহেতু জ্যেষ্ঠভ্রাতা ত্যজে বিভীষণ

* * *

তব বাক্য কারব হেলন, নিবারণ কর যদি আশ্রিতরক্ষণ।

এই উক্তির পর ভীমকে নম্র রাখিলে কি ভাব পরিস্ফুট হইবে, না ক্ষত্রোচিত দার্ঢ্যে ভীমকে দৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে?

তৎপরে ঐ অঙ্ক ৫ম দৃশ্যে যেখানে পঞ্চপাণ্ডব মিলিয়া নানারূপ যুক্তি পরামর্শ করিতেছেন সেখানে ভীমকে উদ্ধত করি নাই, জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুগামী বলিয়াই ভীমকে সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস সেইরূপই হাব-ভাব প্রকাশ করিয়াছি। এমন কি দূতরূপী সাত্যকীর প্রবেশের পর সাত্যকীকে কৃষ্ণের নিকট ভীমের আত্মনিবেদন জানাইবার উক্তিটীও যথাসম্ভব বিনীতভাবেই করিয়াছি।—

এক নিবেদন শুন বীরবর মম

জানাইও হরির চরণে—আমি তাঁর বাদী। ইত্যাদি।

তদুত্তরে সাত্যকী যখন ভীমের ক্ষাত্রোধর্ম্মোচিত স্পর্দ্ধার উপর আঘাত করিয়াছেন তখনই ভীমকে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছি, কারণ ভীমের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ বাক্যটী এবং সেই জায়গায় গ্রন্থকারও উক্তিটী দিয়াছেন—

এ নহে স্পর্দ্ধা ধনুর্দ্ধর ইত্যাদি।

এই অংশটীও অভিনয় ভীম প্রদীপ্তভাবে না করিয়া ধীর স্থির সাম্যভাবে করিলে কিরূপে উক্তিটীর সার্থকতা রক্ষিত হইতে পারে?

তৎপর সাত্যকীর প্রস্থানের পর রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিতে অর্জ্জুনকে আদেশ করিলে পর ভীমের মন বক্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্য্যোধনাদির প্রতি ভীমের বিজিগীষা, জিঘাংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা যে কতদূর ছিল তাহা বৈষ্ণব ভীমের নররক্ত পান দ্বারাই যথেষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। ইহার উপর আর আমার বুঝাইবার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু রাজা ও জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ভীম চিরকালই অবনতমস্তকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন তাই পাশক্রীড়া, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ত নীরবে সহ্য করিয়াছেনই, অর্জ্জুন যে দুর্য্যোধনকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবেন সেই অপমানও নীরবে মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মনে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তাহা ত নিবিবার নহে, তাই পাণ্ডব চতুষ্টয়ের গমনের পর ভীম একাকী যে উক্তিটী করিয়াছেন তাহার ভিতর দিয়াই সেই বিদ্বেষের স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে এবং গ্রন্থকারও সেখানে তদনুযায়ী ভাষার সমাবেশ করিয়াছেন। যথা—

অসম্ভব সম্ভব সকলি ভবে
যাবে ধনঞ্জয় কৌরব-সভায়
দীনভাবে যাচিতে আশ্রয়
... ...
জ্বলে প্রাণ তক্ষক দংশনে সম,
ঘূর্ণিত মস্তক—হেরি আঁধার সংসার,
দারুণ এ অপমানে কিসে পাব ত্রাণ।
প্রাণ বিসর্জ্জন শ্রেয়ঃ।

এইরূপ action-বহুল উক্তিটির ভাব প্রকাশ সংযতভাবে কিরূপ সম্ভবে এবং তাহাই যদি করিতে হয় তবে অভিনয় ও আবৃত্তিতে প্রভেদ কি? এবং ভীমের মত কঠোর ক্ষত্রিয় যেখানে প্রাণ বিসর্জ্জন শ্রেয় মনে করিতেছে সেখানে কতটা action ও কতটা poseএর আবশ্যক! আমার ত মনে হয় আমি যথাযোগ্য action ও pose ঐ জায়গাগুলিতে দিতে পারি নাই, আরও বেশী দেওয়া উচিত ছিল।

তারপরই আবার ইষ্টনির্ভর, হতাশের পর কল্পনায় ভীম তখন মুরলী ধ্বনি শুনিতেছেন, সেই জায়গায় হঠাৎ সমূহ ভাবের পরিবর্ত্তন। তখন ভীম ভক্তিরসে একেবারে গলিয়া যাইতেছেন, গ্রন্থকারও ভাষা দিয়াছেন—

একি, কোথায় এ মুরলীর ধ্বনি ইত্যাদি।

কিন্তু এই ভক্তিরসের উৎসের মাঝেও আবার কৌরবাদির প্রতি বিদ্বেষের ভাব জ্বলিয়া উঠিতেছে। তাই ভীম বলিতেছেন—

কৌরবের এ অপমান···কাননি হইল বিস্মরণ।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক জায়গায় লিখিয়াছেন "থিয়েটারে অত ঠায় লয়ের গান বা নাচ লোকে পছন্দ করেনা, আর পাণ্ডবগৌরব বইয়ে নাচগানের চেয়ে অভিনয়াংশ প্রবল। কাজেই নাচগান অত ঠায় থাকার দরুণ অভিনয়ের অনেক হানি হয়েছে—play জমতে পারে নাই।" থিয়েটারে বিলোম মাত্রায় নাচ না জমিয়া দ্রুত তালে নাচ জমে বলিয়া, কি "পাণ্ডব-গৌরবে"ও দ্রুততালের নাচ সংযোগ হইবে? দ্রুততালের নাচের প্রসার লক্ষ্ণৌএর নবাব ৺ওয়াজেদ আলির সময় হইতে ভারতে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল ও প্রচলিত হইয়াছিল; তৎপূর্ব্বে ভারতে খেমটা নাচের প্রচলন ছিল না। বাইজীরা এখনও বিলোম পাদে নাচিয়া থাকেন এবং উহাই ভারতীয় নৃত্যকলা। বিলোম পাদে নৃত্য যে কত কঠিন তাহা নৃত্যকলাবিদ মাত্রেই অবগত আছেন। খেমটা তালের নাচকে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে স্থান দিয়া যে কতটা কুরুচির প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে তাহা বলিয়া ঠিক বুঝান যায় না। খেমটার নাচ কিছুদিন পূর্ব্বেও কোন ভদ্রসমাজে বা আসরে প্রচলিত ছিলনা। উহা কেবল

ইয়ারকিতে ও বাগানবাড়ীতে প্রচলিত ছিল। আশা করি এখনও বহু প্রাচীন আমার মতের সহিত ঐক্যপ্রকাশ করিবেন। কিন্তু অধুনা যখন Ballet dance, cake walk, fox trot প্রভৃতি বিলাতী নৃত্য-পদ্ধতি পর্য্যন্ত বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে নামিয়া পড়িয়াছে, তখন আর রুচির বিচার কি করিয়া হইবে? গতানুগতিক পন্থার অনুসরণ পূর্ব্বক কুৎসিতকেও যদি সুন্দর বলিয়া কল্পনা করিতে হয় এবং তাই যদি মাথা পাতিয়া লইতে হয় তবে শিল্প, কলা ও প্রতিভার মর্য্যাদা কোথায়? আমার বিবেচনায় "পাণ্ডবগৌরবে" একমাত্র বিলোমপাদ নাচই গ্রাহ্য, অন্য নাচ বিষবৎ পরিবর্জ্জনীয় ও অশাস্ত্রীয়। আপনারা নৃত্যোৎসাহী। তাড়িখানা বা কাফিখানায় নাচের পরিবর্ত্তে উচ্চঅঙ্গের কলা-সম্পদসম্পন্ন নৃত্য বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য ৺ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ বা তাঁহার শিষ্য কালকাবিন্দা খেমটা নাচ নাচিতেন না। তবে ইয়ারকীর সময়ে বা হাস্যপরিহাসের সময়ে কাশ্মীর হইতে আনীত সুন্দরী নর্ত্তকী দল দ্বারা খেমটা নাচ চলিত, তাই আজও সেই তাল কাশ্মীরী খেমটা নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

(কুমার) শ্রীগোপীকারমণ রায়

ডাকঘর

(১)

চিত্রে "পিয়ারী"

গত রবিবারে আমরা পূর্ণথিয়েটারে গৌরীন বাবুর "পিয়ারী" দেখতে গিয়েছিলুম। পিয়ারী "পিয়ারী"তেই মিষ্টি লাগে, সে যে আবার ছবির পর্দ্দায় আত্মপ্রকাশ করবে এমনতর আশা বড় একটা করিনি। কিন্তু পিয়ারীর আকুল আহ্বান প'ড়েই (শুনে নয়) তাকে চর্ম্মচক্ষে দেখে আসবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।

সাধারণতঃ দেশী ফিল্মের ভাগ্যে যে সকল গলদ জোটে, বলতে কি, তাদের অভাব ফিল্মনির্ম্মাতারা বড় একটা রাখেননি। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এঁদের এ সৎসাহস উল্লেখযোগ্য। মোট কথা, এমন সুন্দর উপন্যাসখানিকে নির্ম্মাতারা যে ভাবে ছবির পর্দ্দায় রূপ দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য নয়, প্রযোজকদের আগ্রহ দেখা গেলেও নৈপুণ্যের পরিচয় পেলুম না। এটোগ্রাফি সন্তোষজনক হয়নি—বিমলবাবুর এই প্রথম প্রচেষ্টা প্রচেষ্টার দিক দিয়ে ভাল কিন্তু ফটোগ্রাফির দিক দিয়ে নয়, তবে চিত্রপরিচায়ক titleগুলি বেশ উপভোগ্য হয়েছে—এদেশের অনেক ফিল্মনির্ম্মাতার যে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না।

নায়িকার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন তাঁকে আমরা প্রশংসা করছি। তাঁর সহজ, অনাড়ম্বর over-actingএর লোভ সম্বরণ করা অভিব্যক্তি দেখে মনে হয় ইনি কালে সুনাম অর্জ্জন করতে পারেন। নায়ক অমলের রূপটি আমাদের কাছে তেমন আশাপ্রদ ভাবে ফুটে ওঠেনি। অন্যান্য ভূমিকার অভিনয় দেখে মনে হচ্ছিল, ফিল্ম-অভিনয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের পরিচয় হয়নি।

পরিশেষে আপনার পত্রিকার মারফৎ ঐ থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কয়েকটি অভিযোগ জানাতে চাই—

(১) "বাংলা" কাগজে শনিবার ও রবিবার তিনবার করিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা লেখা ছিল—৩, ৬—১৫ ও ৯—৩০ মিঃ। কিন্তু রবিবার দিন প্রথম অভিনয় ৬—১৫ মিঃ কেন আরম্ভ হ'ল?

(২) প্রেক্ষাগৃহে সন্তরৎওয়ালাদের প্রবেশ ও চীৎকার এ যুগেও কি অনুমোদন করেন?

(৩) অভিনয়ের সঙ্গে যে যন্ত্রসঙ্গীত হয়, তার একটু পরিমার্জ্জন ও সুর প্রকাশের ভঙ্গির উন্নতির দরকার নয় কি—বিশেষ করে তারস্বরে বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপনে লিখিত "ফ্লুটিয়ে" তোলা কি তারস্বরে ফ্লুট বাজিয়ে দর্শকবৃন্দকে উঠিয়ে তোলার নামান্তর?

বিনীত—
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র—
২, রাসবাগান লেন, কলিকাতা।

(২)

আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা

গত শুক্রবারে ও শনিবারে ২৯শে ও ৩০শে মার্চ্চ বৈকালে পটলডাঙ্গা ইউনিয়ন কর্ত্তৃক তাহাদের বার্ষিক আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা কলেজ স্কোয়ারস্থ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-বিহারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৪ জন বালক ও বালিকা ইংরাজী ও বাঙ্গালা আবৃত্তি করিয়াছিল। কবি হেমেন রায়, কবি নরেন দেব, বাণীবিনোদিনী শ্রীমতী অগিমুখালিনী সেন সরস্বতী, প্রোঃ সতীশ ঘোষ, প্রোঃ ক্লারিজ্, প্রোঃ শচীন্ ব্যানার্জ্জী, প্রোঃ সুরেশ বসু, অ্যাড্‌ভোকেট্ পশুপতি ঘোষ প্রভৃতি বিচারকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪ খানি স্বর্ণের ২৪ খানি রৌপ্যের পদক এবং অন্যান্য পুরস্কার ৪৬ জন শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। ৬০ জন ছোট ছোট বালক বালিকাকে উৎসাহ দিবার জন্য প্রত্যেককে এক একটী শিশুসাহিত্যের বই উপহার দেওয়া হয়। সভাপতি মহারাণী তাঁহার ক্ষুদ্র সুন্দর বক্তৃতায় প্রকাশ করেন যে শৈশব হইতেই তাঁহার আবৃত্তির উপর বিশেষ অনুরাগ; তিনি বহু সভায় যোগদান করিয়াছেন কিন্তু এইরূপ প্রাণস্পর্শী আন্তরিক আনন্দ আর কোথাও অনুভব করেন নাই। ছোট ছেলেমেয়েদের মিষ্ট কণ্ঠের আবৃত্তি শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। শ্রীমতী শৈলজা দেবী নামে একটী বালিকা কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের "বৈশাখে"র আবৃত্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া মহারাণী একখানি সুবর্ণ পদক উপহার দিয়াছেন। সভাগৃহ ভদ্রমহোদয়গণে পরিপূর্ণ হইয়াগিয়াছিল, কলিকাতার অনেক গন্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। ইউনিয়নের অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিকের যত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানের কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই। উভয় দিনই জলযোগের পর সভাভঙ্গ হইতে ৮৷৷০ ঘটিকা বাজিয়া গিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত

মাণিকাঞ্চন

(নূতন ও সুবৃহৎ সামাজিক উপন্যাস)

প্রবাসী, মানসী, বাংলার কথা ও আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ইতিমধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। প্রবাসী ও মানসী বলেন, উপন্যাসখানি সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৩৫ পাউণ্ড কাগজে পাইকা হরফে ছাপা। সুন্দর বাঁধাই।

দাম দুইটাকা মাত্র।

ডি, এম, লাইব্রেরী

৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর

যৌনতত্ত্বের বিখ্যাত গ্রন্থ

দাম্পত্য-রহস্য

ইহাতে স্ত্রী পাইবেন স্বামী বশীকরণের, স্বামী পাইবেন স্ত্রীকে মনের মত করিবার সন্ধান। পুরুষ ও নারী মাত্রেই ২৷৷০ টাকার এই গ্রন্থে এমন অনেক জিনিষ পাইবেন যাহার দাম লাখ টাকার চেয়ে বেশী।

৪৪, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও

বড় বড় পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

চাদ-তারা মার্কা এলুমিনিয়মের বাসন

পূজাপার্ব্বণ, উপনয়ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যাপারাদিতে ও

নিত্যনৈমিত্তিক প্রত্যেক কার্য্যে সমান উপযোগী।



"চাঁদ তারা"
বিশুদ্ধ
এলুমিনিয়মে প্রস্তুত
দেখিতে সুন্দর ব্যবহারে
ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না,
স্থায়ী ও হাল্কা। ভাঙ্গিবার বা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। উপযোগিতায় অতুলনীয়, অথচ মূল্য সুলভ।

তাই বাঙ্গালার গৃহে গৃহে চাঁদ-তারার এত সমাদর। মা লক্ষ্মীরা আজ চাঁদ-তারার শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কসে প্রস্তুত

পি, নগিনদাস এণ্ড কোং,৫৬।১, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের

সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই

সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য

অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭১ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা

(শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সযত্নে তৈরী দই ও রাবড়ি—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজ জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অকল্পনীয়!

বেয়ার বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সূটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী, মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

ও স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্রের আয়োজন করিয়াছি। অন্য স্থান হইতে কিনিবার পূর্ব্বে একবার দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি]

শনিবার ৩০শে চৈত্র, রাত্রি ৭ টায়

১। জলধরবাবুর হাসিরাশি মাখা অপূর্ব্ব নক্সা

ত্রিমূর্ত্তি

২। সর্ব্বজন প্রশংসিত পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

রবিবার ১লা বৈশাখ ম্যাটিনী ৫ টায়

১। বাংলার একমাত্র সময়োপযোগী নাটক

জাতিচ্যুত

২। কিন্নরী

হাঁদুবাবু, কার্ত্তিকবাবু, হীরালালবাবু, সুরেনবাবু, প্রভাতবাবু, শরৎবাবু, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক), ভূমেন রায়, (এমেচার), শ্রীমতী আঙ্গুরবালা, শ্রীমতী শশিমুখী, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, শ্রীমতী নবতারা, শ্রীমতী আসমানতারা ও শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ) প্রভৃতির উভয় দিনই দেখা পাইবেন।

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ, কে, মিত্র, বি, এ, প্রোপ্রাইটর

নমো [illegible] খাস্ত

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ৩০শে চৈত্র, রাত্রি ৭॥০ টায়

পরদিন রবিবার, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক

দিগ্বিজয়ী

(মহাসমারোহে ৩৭ ও ৩৮ অভিনয় রজনী)

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশশিকুমার ভাদুড়ী

আলি আকবর—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

সালেবেগ—শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী

আমেদ খাঁ—শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী

রেজাকুলী—শ্রীজাতেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

মির্জ্জা মেহেদী—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী (এমেচার)

সাদৎ আলি—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

জ্যোতিষী—শ্রীপ্রদোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতনারী—শ্রীমতী কঙ্কাবতী

সিরাজী বেগম—শ্রীমতী প্রভা

সিতারা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কাল্পিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

IMPERIAL

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৬ই বৈশাখ
১৩৩৫

নাট্যজগৎ

—:০:—

আর্টের নানা শাখার উপরে অস্কার ওয়াইল্ডের কয়েকটি আলোচনাযোগ্য বচন এখানে উদ্ধার ক'রে দিলুম।

*

ক্রিয়ার উপরে আর্টের কোন প্রভাব নেই। আর্ট কাজের ইচ্ছাকে লুপ্ত করে। তার নিষ্ফলতা পরমসুন্দর।

*

যে-সব বইকে পৃথিবী অশ্লীল ব'লে ডাকে, তারা পৃথিবীর লজ্জাকে উন্মুক্ত ক'রে দেখায়।

*

ভালো অভিনয়ের জন্যে ডিগ্রী দেওয়া হবে না কেন? যারা প্লেটোকে বুঝতে অক্ষম ও আরিষ্টোট্‌লের ভুল অনুবাদ করে, তাদের কি ডিগ্রী দেওয়া হয় না? তবে কেন আর্টিষ্টের দাবি গ্রাহ্য হবে না?

*

আর্টের উপরে বুদ্ধদের মতামতের কোন মূল্য নেই।

*

আমরা প্রত্যেকেই জীবনের রহস্য জানবার জন্যে দিন যাপন করি। জীবনের রহস্য আছে আর্টের মধ্যে।

*

সাহিত্যরসবোধ প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে, শিক্ষার দ্বারা তা অর্জ্জন করা যায় না।

*

অনেক লোকই ভালো অভিনয় করতে পারে, কিন্তু ভালো ক'রে কথা কইতে পারে খুব কম লোকেই। এর দ্বারাই বোঝা যায়, অভিনয় করার চেয়ে কথা কওয়া ঢের বেশী শক্ত ব্যাপার। খালি তাই নয়, কথা কওয়ার আর্ট সূক্ষ্মতরও বটে।

*



"রজনী" চিত্রনাট্যে একটি দৃশ্য

সাধারণতঃ ইংরেজরা কোন আর্টেরই নমুনা নিয়ে মাথা ঘামায় না—ততক্ষণ পর্য্যন্ত, যতক্ষণ-না তারা জানতে পারে যে, উক্ত আর্টের নমুনা হচ্ছে অশ্লীল।

*

রঙ্গমঞ্চ হচ্ছে মনোমোহনের আশ্রয়-স্থান।

*

অশ্রাব্য গান শুনলে মানুষের কর্ত্তব্য হচ্ছে, কথাবার্ত্তার ভিতরে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া!

*

জনপ্রিয়তা হচ্ছে 'লরেলে'র মুকুট—পৃথিবী যা কু-আর্টের উপরে স্থাপন করে।

*

আর্ট হচ্ছে সেই বস্তু, মৃত্যু যার ক্ষতি করতে পারে না।

*

আর্টের সঙ্গে তখনি কুৎসিতের পরিচয় হয়েছে, মানুষের চিত্র বা আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি যেদিন প্রথম দেখানো হয়েছিল।

*

সংবাদপত্র অপাঠ্য এবং সাহিত্য পাঠ করা হয় না।

*

আর্টের কারনিক মধ্যস্থ যখন আত্মসমর্পণ করে, আর্টের সর্ব্বস্ব তখন যায়।

*

আর্টের জন্যে আর্টকে ভালোবাসো! তাহ'লে তুমি যা চাও তাই পাবে।

*

সেক্সপিয়ারের কাব্যাংশকে অন্তঃ ভাবে উদ্ধার করবার যে অধিকার, তা আছে শুধু ইংরেজ অভিনেতাদেরই।

*

আদর্শ নাট্যসমালোচনা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন গুণগ্রাহিতা।

*

জগৎ ছুট। একটির অস্তিত্ব আছে এবং তার কথা কখনো বলা হয় না; তার নাম বাস্তব জগৎ, তাকে দেখা যায়, তাই তার কথা বলবার দরকার নেই।

IMPERIAL

অন্তটি হচ্ছে আর্টের জগৎ; তার কথা আমরা বলতে বাধ্য, কারণ না বল্‌লে তার অস্তিত্ব থাকে না।

*

কোন আর্ট মত প্রকাশ করে না। মত প্রকাশ করে তারা, যারা আর্টিষ্ট নয়।

*

আর্ট দর্শকের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করবে—দর্শক আর্টের উপরে নয়।

*

কোন গ্রন্থকেই শ্লীল বা অশ্লীল বলা যায় না। গ্রন্থকে বলা চলে খালি সুলিখিত ও কুলিখিত।

*

স্বাধীন বাণিজ্যের মতন স্বাধীন সমালোচনা আজও অজ্ঞাত।

*

গদ্য-কাব্যপ্রণেতাদের মধ্যে কবিকে পাওয়া কঠিন।

*

আর্টের তরফ থেকে অসাধুরা মোহনীয়। তাদের ভিতরে রং আছে, বৈচিত্র্য আছে, অপূর্ব্বতা আছে। অসাধুরা কল্পনাকে জাগ্রৎ করে।

*

বিবরণ দেওয়া আর্টিষ্টের কাজ নয়। তিনি করবেন সৃষ্টি।

*

ক্রিয়ার সীমা নির্দ্দেশ করা উচিত। আর্টের সীমা নির্দ্দেশ করা উচিত নয়।

*

আমার কাজ যদি কতিপয়কে খুসি করে, তাহ'লেই আমি তুষ্ট। তা না করলেও আমি ব্যথা পাব না। আর যদি জনসাধারণের কথা ধর, আমার জনপ্রিয় হবার সাধ নেই। জনপ্রিয় হওয়া খুব সহজ।

*

রাণী-মহারাণীর কাছ থেকে আমন্ত্রণ-পত্র পাওয়ার চেয়ে, বালজাকের সৃষ্ট সমাজের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাওয়া ঢের বেশী উপভোগ্য।

*

নিজের স্বপ্নকে আকার দেওয়া, কল্পনাকে গঠন দেওয়া, ভাবকে প্রতিমার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা, কেবল প্রকাশকৌশলেই যা মনোমোহকর হয়ে উঠবে নিজের আত্মাকে এমন উপাদানের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত করা, পার্থিবতার মধ্যে সৌন্দর্য্যের অপার্থিব আদর্শকে উপলব্ধি করা, এ-সব হচ্ছে আর্টিষ্টের আনন্দ। এর চেয়ে উন্নত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও মানসিক আনন্দ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

*

দেখছি, সহরে রাধিকানন্দের অনেক 'বন্ধু' আছেন! তাঁরা মহা-উৎসাহে রটনা করেছেন:—"রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ে" নাট্যকারের উপস্থিতিতে "নিবেদিতা"র মহলা সুরু হয়নি,—এমন-কি "নিবেদিতা"র সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পর্য্যন্ত রাধিকানন্দের হস্তগত হয়নি, এবং রাধিকানন্দের দলও নাকি ভেঙে গিয়েছে, প্রভৃতি। এ-সব কথা তাঁরা নাকি খোদ "নিবেদিতা"-প্রণেতার মুখেই শ্রবণ করেছেন! যা অসত্য, বাঙালী সাংবাদিকরা যে অম্লানবদনে তা প্রকাশ করতে লজ্জিত হন না, এ বড় দুঃখের কথা। মিথ্যা যে দুদিনেই ধরা পড়ে! জনসাধারণের বিশ্বাসের উপরেই যাঁদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে, তাঁরা মিথ্যার আশ্রয় নেন কোন্ সাহসে, তাও আমরা জানিনা।

*

রাধিকানন্দ দরিদ্র আর্টিষ্ট। তিনি যখন দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন তখন তাঁকে ঠেলে ফেলে দেবার এই যে অতি-আগ্রহ, এটা কি খুব উচ্চশ্রেণীর মনের পরিচয় দেয়? যাক্, "বন্ধু"দের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, তাঁদের ঠেলায় আপাততঃ রাধিকানন্দের পা টল্‌ল না। কারণ রাধিকানন্দ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, "আগামী ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল, শুক্রবার ও মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটার সময়ে, নাট্যমন্দির-রঙ্গমঞ্চে তিনি সদলবলে নূতন সামাজিক নাটক "নিবেদিতা" নিয়ে জনসাধারণকে অভিবাদন করবেন। অতঃপর "বন্ধু"দের মুখ বন্ধ হ'ল এবং এও প্রমাণিত হ'ল যে, "নাচঘর" ঝুটা খবরের বেসাতি করে না। কিন্তু "বন্ধু"দের স্তব্ধতা নিশ্চয়ই বহুদিনস্থায়ী হবে না। কারণ রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের আগেই অকারণে যাঁরা ছোরায় শান্ দিতে সুরু করেছেন, আবির্ভাবের পরে অভিনয়ের উপরে তাঁদের আক্রমণ যে কতটা ভীষণ হয়ে উঠবে, জনসাধারণকে সে-বিষয়ে সচেতন ক'রে রাখা দরকার মনে করছি। এঁদের "নিরপেক্ষ" মতামত বিশ্বাস করবার আগে সকলে যেন একটু চিন্তা ক'রে দেখেন।

*

আর এক কথা। রাধিকানন্দকে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দেওয়া সম্বন্ধে শিশিরকুমার যে মত পরিবর্ত্তন করেছেন, এজন্যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁর মতন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন শক্তিধরকে আমরা রামা-শ্যামার দলে দেখতে চাই না। ভুল সকলেরই হয়। কিন্তু তিনিই হচ্ছেন মানুষ, সময় থাকতে ভুল শুধ্‌রে নিতে যিনি লজ্জিত হন না। শিশিরকুমার শিশিরোচিত কাজই করেছেন—সাধু, সাধু!

*

রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের মহলায় আমরা একাধিকবার আমন্ত্রিত হয়েছি। সম্প্রদায়ে এমন কয়েকজন শক্তিশালী নবীন অভিনেতাকে দেখেছি, যে-কোন সাধারণ রঙ্গালয়ে গেলে এতদিনে তাঁরা যশস্বী হ'তে পারতেন। তার উপরে তাঁদের সঙ্গে আছেন রাধিকানন্দ ও শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীর মতন শ্রেষ্ঠ নট ও নটী। সুতরাং অভিনয় যে স্মরণীয় হবে, এমন আশা করা অন্যায় নয়।

*

অভিনয়োপযোগী করবার জন্যে "নিবেদিতা"ও নাট্যকারের দ্বারা দ্বিতীয়বার সংশোধিত, পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। ঘটনার ঘটাকে অবহেলা ক'রে নাট্যকার যে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী নর-নারীর মনস্তত্ত্ব ও আন্তরিক ঘাত-প্রতিঘাতের দিকে নিজের সূক্ষ্মদৃষ্টি ব্যবহার করেছেন, এটা আমাদেরও লক্ষ্য এড়িয়ে যায় নি। এবং তাঁর লেখাটিও বেশ সরল, ঝর্‌ঝরে, বাহুল্যহীন ও রচনা-ভঙ্গিটি বেশ লঘু, মিষ্ট আর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা অসম্ভব, কারণ যার উপরে সমস্ত নির্ভর করছে, তাঁর নাটকের সেই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্জ্জিত শেষাংশ দেখবার সুযোগ এখনো আমাদের হয়নি। তবে আশা করি শক্তিধর লেখক শেষাংশেও নিজের মুখরক্ষা করতে পারবেন অনায়াসে। নাটকে কয়েকটি গান আছে—তার কথা ও সুর নবযুগের যোগ্য করবার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীর স্বাভাবিক সুকণ্ঠ আছে,—তিনি গান গাইতেও পারেন! "নিবেদিতা"র দুটি গান তিনি গাইবেন। আপাততঃ সহরের সব রঙ্গালয়েই পুরাতন নাটকের পরিচিত সমারোহ! সুতরাং জনসাধারণ যে এই নূতনত্বের সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ ক'রে "রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ে"র উৎসাহবর্দ্ধনে বিমুখ হবেন না, এটুকু আন্দাজ করা চলে নিশ্চয়ই।

*

গেলবারে "মৃণালিনী"র 'কপিরাইট' নিয়ে আমরা যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলুম, সে-সম্বন্ধে আমাদের আর কোন সন্দেহ নেই! বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী", "কপালকুণ্ডলা" ও "মৃণালিনী" এখন সত্য-সত্যই তাঁর আত্মীয়দের অধিকারের বাইরে গিয়েছে। অর্থাৎ এখন যে কোন ব্যক্তি বঙ্কিম-আত্মীয়দের বিনা-অনুমতিতেই ঐ তিনখানি উপন্যাস ছাপতে, নাটকাকারে

পরিবর্ত্তিত ও অভিনয় করতে পারেন—ওগুলি এখন জাতির নিজস্ব সম্পদ। এ-সম্বন্ধে কোন প্রাচীন ব্যারিষ্টার যে মতপ্রকাশ করেছেন, "ডাকঘরে" তা প্রকাশিত হ'ল।

•

নাট্যমন্দির-সম্প্রদায় নাকি শীঘ্রই পশ্চিম-ভ্রমণে বহির্গত হবেন—দীর্ঘকালের জন্যে? এ গুজব সত্য হ'লে নাট্যামোদীরা খুসি হবেন না। নাট্যমন্দিরে যে শিবরাত্রির সল্‌তে জ্বলে!

•

ষ্টার বঙ্কিম-আত্মীয়ের "মৃণালিনী" খুলেছেন, নাট্যমন্দিরও কেন যোগেশচন্দ্রের দ্বারা সজ্জিত "মৃণালিনী" খুলুন না? এ-সম্বন্ধে সন্ধান নিয়ে আমরা তো নাট্যমন্দিরের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে দিয়েছি! আমরা আবার একটি উপভোগ্য নাটকীয় যুদ্ধ দেখতে চাই!

•

এই সুনাটকের অভাবের যুগে "মিনার্ভা" বা "মনোমোহন" যদি "দুর্গেশ-নন্দিনী" ও "কপালকুণ্ডলা"কে যুগোপযোগী সাজসজ্জায় নূতন ধরণে সাজিয়ে, তাদের জীবনী-শক্তি বাড়িয়ে রঙ্গমঞ্চের উপরে দেখাতে পারেন, তাহ'লে তাঁদের লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট।

•

"নাচঘরে"র আকার আবার আমরা পূর্ব্ববৎ করতেই বাধ্য হলুম। তার প্রধান কারণ, এখানকার নাট্যজগৎ এত সংকীর্ণ এবং তাঁর ঘটনা ও বৈচিত্র্য এত কম যে, ফি হপ্তায় তিন ফর্ম্মার মতন প্রকাশযোগ্য উপাদান পাওয়া বড়ই কঠিন। নাট্যজগতেও উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে না এবং আবশ্যকমত নাট্যকলাভিজ্ঞ উল্লেখযোগ্য লেখক আর সুলিখিত রচনা পাওয়াও অসম্ভব। হয়তো সেই কারণেই কোন কোন সহযোগীকে যা তা গালাগালি দিয়ে কাগজের পেট ভরাতে হয়। আমরা কিন্তু "নাচঘরে"র উচ্চশ্রেণীর পাঠকগণকে কোনদিনই রাবিস উপহার দিতে পারব না, কারণ তাতে তাঁদের সম্মান ও "নাচঘরে"র গৌরব—দুইই ক্ষুণ্ণ হবে। অতএব আমরা ভারে নয়,—ধারে কাটতে চাই!

•

আমরা সেদিন 'এম্পায়ারে' 'বৃন্দাবনে'র অভিনয় দেখে এসেছি। পূর্ব্বে ক'দিন কি হয়েছিল আমরা স্বচক্ষে তা দেখি নি, তবে সেদিন দেখলাম্ প্রতি দৃশ্যে দৃশ্যপট বদলানো হয়েছিল। এ সব দৃশ্যপট আমাদের পরিচিত—মিনার্ভা থিয়েটারের ব'লে মনে হ'ল। প্রথম দৃশ্যপটটি সুন্দর ও বসন্তের রাণীর (শ্রীমতী সাধনা সেন) নৃত্যও আমাদের আনন্দ দিয়েছে। তবে নৃত্যের মধ্যে বিলাতী নৃত্যের ঢঙই বেশী। চন্দ্রাবলী ও দেবদাসীর (শ্রীমতী নিলীনা সেন) নৃত্য বেশ ভালো হয়েছে। যাঁরা নৃত্য-চর্চ্চা করেন না তাঁদের পক্ষে অমন উপভোগ্য নৃত্য প্রশংসাযোগ্য, সন্দেহ নেই। সব চেয়ে পীড়াদায়ক হয়েচে গানগুলি। একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন সুর ও কথার বাঁধুনীর অভাব থাকায় সেগুলি একেবারেই অচল।

•

আসছে রবিবারের বৈকালে সাহিত্য-পরিষদ-গৃহে স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অকাল-মৃত্যুর জন্যে বিখ্যাত সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে একটি শোকসভার অনুষ্ঠান হবে। সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

•

বাসন্তী পূজা উপলক্ষ্যে কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায় মহাশয়ের আলয়ে বিপুল অভিনয়-সমারোহ হয়েছিল। আসছে বারে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব।

•

গুজব, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী "মনোমোহনে" যোগ দেবেন।

গান

(শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়)

আমি তোমায় ভালোবাসি—সহজ কথা, সত্য কথা!
অধর আমার আকুল দেখে ঐ কপোলের কোমলতা,
ভালোবাসি, সত্য কথা।

•

তোমার আঁখির রূপসায়রে নয়ন আমার যায় যে ভেসে,
যায় যে ভেসে অবাক হয়ে না-জানা কোন্ পরীর দেশে,
যায় যে ভেসে দুখেও হেসে বাউল হয়ে যথা-তথা—
ভালোবাসি, সত্য কথা।

•

আমার প্রিয়া! আমার বধূ! আমার সখি! আমার আলি!
মন-কুসুমে সাজিয়ে দেব তোমার শ্যামল মরম-ডালি,—
প্রিয়া! বধূ! সখি! আলি!

•

জাগরণে সামনে জাগো, ঘুমিয়ে তোমায় হারাইনাকো,
সদাই প্রাণের মরুভূমে ফুলের মতই ফুটে থাকো!
অনন্ত কাল দেখতে তোমায় চাই যে আমি অমরতা—
ভালোবাসি, সত্য কথা।

ফোন নং—বি, বি, ২৬০৮

ফ্রেণ্ডস সোসাইটির

সকল রকম সুতী ও রেশমী কাপড়
ও জামা খরিদ করিবার পূর্ব্বে—
দর ও জিনিষ দেখিতে ভুলিবেন না.

(একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)
আশুতোষ বিল্ডিং
৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
গোলদীঘির পাশ্চম,

চিত্রনাট্যের রূপকথা

—:০:—

বাজে—বাজে—একেবারে বাজে! এ সপ্তাহে সব জায়গার ছবি 'থার্ড ক্লাস।' আগেই ব'লেছি মাঝে মাঝে চিত্রজগতে দুর্ভিক্ষ লাগে। ইংরেজী ছবির প্রতি ভক্তি আমার কোনো দিনই নেই। তবু ম্যাথিসন ল্যাঙের নাম দেখে পালে 'রাজার সড়ক' (The King's Highway) দেখ্‌তে গেছলুম।

*

গিয়ে ঠকে এসেছি। এর আখ্যানভাগ মামুলী, সুতরাং এতে অভিনেতা অভিনেত্রীর কৃতিত্ব দেখাবার তেমন অবসর নেই। তবু শ্রীমতী জোয়ান লক্‌টনের অভিনয় অন্ধকারে বিদ্যুতের মতো এক একবার চক্‌মক্ ক'রেছে। আর শ্রীমতীর সুশ্রী চেহারাও গুণের ভিতর।

*

'ডাইরেক্‌টার' আর 'প্রোডিউসার'-দের দোষে কত ফুল ফুটে অকালে ঝ'রে গেছে আর কতো কুঁড়ি যে ফুট্‌তে পায়নি তার সংখ্যা নেই। ভালো অভিনেতাকে খারাপ ছবিতে নামিয়ে তাঁরা অভিনেতাদের যশকে গলা টিপে মার্‌বার চেষ্টা করেন। পিক্‌চার হাউসের 'নর ও নারী' (Men & Women) শ্রীযুক্ত রিচার্ড ডিক্স ও শ্রীমতী ক্লেয়ার এ্যাডাম্‌সের নামে গর্ব্বিত। এঁরা দুজনেই চিত্রজগতের নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রী। কিন্তু অকিঞ্চিৎকর গল্প এঁদের নাম সত্ত্বেও ছবিটিকে উন্নত কোর্‌তে পারে নি।

*

প্যালেস অফ্ ভ্যারায়েটিজের ছবিরও সেই দুর্দ্দশা—তবু এতে একটু হাস্যরস আছে। শ্রীমতী মেরি ব্রায়ানের মত অভিনেত্রীকে এতে দু-তিনবার চকিতের মতো দেখানো হোয়েছে—সে ক-বারেই অভিনয়-চেষ্টা এঁর তেমন কিছু নেই। অথচ তাঁর নামে এই ছবিকে বিশেষ ভাবে বিজ্ঞাপিত করা হ'য়েছে। চিত্র-দর্শনকারীদের এমন প্রতারণা করবার দরকার কি?

*

প্যালেসের 'মানহাট্টান ককটেল'-এর একমাত্র গুণ হোচ্ছে শ্রীমতী ন্যান্‌সি ক্যারলের হাস্য-স্নিগ্ধ মুখ আর তাঁর সুগঠিত, সুঠাম, সুদৃশ্য পা। 'পা' ব'ল্‌তে আমি জঙ্ঘা থেকে পায়ের চেটো পর্য্যন্ত সমস্ত অংশ:কেই বু'ঝি।

*

বিলাতী ছবির দশা 'পার্লে' দেখে, আর রোমে 'রিং' দেখ্‌তে পাইনি। এতে শ্রীমতী লিলিয়ান হল্ ডেভিস ও শ্রীযুক্ত কার্ল-ব্রিসন যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের অংশ নিয়েছেন।

*

'উইংস্'-এর পরিশিষ্ট বের হবে ঠিক হোয়েছে। তার নাম হবে 'দশ বছর পরে' (Ten Years Later)। শ্রীযুক্ত গ্যারি কুপার এতে নায়কের ভূমিকা নেবেন বোলে শোনা যাচ্ছে। নায়িকার ভূমিকা কে নেবেন এখনও ঠিক্ হয়নি।

*

শ্রীযুক্ত ক্লাইড ক্রুক্ তাঁর স্ত্রী (মিল্‌ড্রেড এভ্‌লিন) ও ছেলেপুলেদের নিয়ে চার বছর বাদে ইংলণ্ডে ফিরে আস্‌ছেন। সেখানে তাঁর জন্যে অনেক টাকার চুক্তি নাকি অপেক্ষা কোর্‌ছে।

*

'ন দিনের বিস্ময়' (A Nine Day's Wonder) একখানি নোতুন ছবি। এতে শ্রীযুক্ত চেষ্টার কন্‌ক্লিন্, শ্রীমতী এ্যালিস্ হোয়াইট্ ও শ্রীযুক্ত বডিল রসিং অভিনয় কোরেছেন।

—গি—

গান

(স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)

অনেক নিলেম তোমার কাছে!
দেওয়া কিছুই হলোনা তো—
কিই বা দেবো? আমার সকল
তোমার কাছে বিকিয়ে আছে!
দু হাত ভরে নিয়েছি দান—
কানায়-কানায় পূর্ণ এ প্রাণ!
বেঁধেছ যে দেওয়ার ফাঁদে
আমায় তুমি আগে-পাছে!
যা দিতে চাই সবই তোমার!
তুমি-ছাড়া নাই তো আমার
এ জগতে আপন কিছু;—
দেওয়ার সাধ সে কিসে বাঁচে!
যা নিতে চাও, নাও গো তুমি,
মেলে দিলেম হৃদয়-ভূমি!
ধন্য কর দেবার আশা
প্রাণ যে তোমায় নিতে যাচে!

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—„ ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

অভিনয়ে আর্ট

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(রাণী শ্রী সুরুচিবালা চৌধুরাণী)

অভিনয় নাকি প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল জীবজন্তুদের অনুকরণ করা থেকে। ক্রমে তাদের মুখে ভাষা জুগিয়ে দেওয়া হ'ল, তাদের হাবভাব আরো পরিস্ফুট ক'রে তোলা হ'ল। সেই-থেকেই অভিনয়ের উদ্ভব। প্রথমে ভারতবর্ষে ভরতমুনি কর্ত্তৃক অভিনয়ের সৃষ্টি হয়। স্বর্গেও নাকি অভিনয় হ'ত, আমাদের পৌরাণিক বইগুলিতে অভিনয়ের উল্লেখ দেখা যায়। পাশ্চাত্য অভিনয়ের জন্মদাতা গ্রীস। প্রথমে দেবতা Dionysusএর উদ্দেশে নাচে গল্পের সৃষ্টি করা হ'ত, সেই থেকে অভিনয়ের উৎপত্তি, আর যুদ্ধের নাচ থেকে হয়েছে tragedyর জন্ম।

গ্রীসের প্রথম অভিনেতা ছিলেন Aeschylus। তিনিই দ্বিতীয় একজন অভিনেতাকে রঙ্গস্থলে এনে পরস্পর কথোপকথনের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তখন কোন ভাব বা ভঙ্গি কারো ছিলনা, তা তখন আবৃত্তি মাত্র ছিল। তবুও গানের চেয়ে কথাটিকেই তিনি দিয়েছিলেন সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ অংশ। তারপরে Sophocles, Euripides, Aristophanes সকলে অভিনয় ও নাটক সম্বন্ধে খুব উৎসাহিত হয়ে কার্য্যক্ষেত্রে নেমেছিলেন। গ্রীস থেকে রোমে অভিনয় সংক্রামিত হয়ে ওঠে, সেইখানে Comedyর অভিনয় খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

মধ্যযুগে অভিনয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল ধর্ম্মমন্দিরে। মন্দিরের পুরোহিত তার সমস্ত ধর্ম্মমূলক গ্রন্থাদি নাটকাকারে পরিবর্ত্তন ক'রে প্রথম অভিনেতারূপে অবতীর্ণ হন। ক্রমে জনসাধারণও এই নাটকে অংশ গ্রহণ করতো। তখন তারা অভিনয়ে বাস্তবতা প্রদর্শন করবার পক্ষপাতী ছিল, এমন কি অত্যাচারের দৃশ্যগুলি রীতিমত ভীতিজনক ব্যাপার হয়ে উঠতো। ক্রমে মন্দিরের পুরোহিতেরা ধর্ম্মমূলক নাটক অন্য স্থানে অভিনয় করায় আপত্তি উত্থাপন ক'রে নিজেদের ভিন্ন ক'রে নিয়েছিলেন। সে সময়ে অভিনয় ও অভিনেতাদের ভাবভঙ্গি সম্বন্ধে জনসাধারণ বিশেষ লক্ষ্য রাখতো। এই সময়ে Germany অভিনয়ে মনোযোগ দিয়েছিল যথেষ্ট। তারপরে ব্যবসাদার অভিনেতার সৃষ্টি হয়। প্রথমে তারা দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অভিনয় দেখিয়ে সুনাম অর্জ্জন করতো খুব। আমাদের দেশের যাত্রা, রামলীলা, কবির গান ইত্যাদিতে তার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এখনকার কণকতাই বোধহয় অভিনয়ের আদি জনক।

সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ আধুনিক অভিনয়ের যতকিছু উৎকর্ষ উন্নতির জন্য গ্রীসের কাছে ঋণী। ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে অনেক আর্ট যেমন উন্নত হয়েছে সেই রকম ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে আজ অভিনয়-জগৎও গ'ড়ে উঠেছে। প্রথম Aeschylusএর ধর্ম্মভাব-প্রাবল্য Eruripidesএর পর থেকেই কমে যেতে আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডে Elizabethএর সময়েও নাটকে ধর্ম্মভাব খুব প্রবল ছিল। প্রথম মধুর ভাবের (Romantic Drama) নাটক সৃষ্টি করেন Seneca, খৃষ্টের জন্মের কিছু পূর্ব্বে। Emotional অভিনয়ের সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম Polus হ'তে। তিনি অত্যন্ত গভীর ভাবের সহিত তাঁর পুত্রের চিতাভস্ম দর্শকদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। সেই থেকে সকলে ভাবপ্রবণ অভিনয়ের আদর করতে শিখেছে। গ্রীসে Battle of Salamisএর পর সুলেখকদের রচিত নাটকের অভিনয় দেখে জনসাধারণের প্রথম স্বদেশ-ভক্তির উৎস সহস্রমুখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। Aeschylus প্রথম অভিনয়োপযোগী সাজপোষাকের প্রবর্ত্তন করেন ও এক সময়ে এই অভিনয় ব্যাপারে দেশের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি আর্থিক সাহায্য করতেন দেশের ও দশের কাজ ভেবে।

France অভিনয় সম্বন্ধে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল এক সময়ে। তবে তখনও সেখানকার অভিনয় বেশ পরিণতি লাভ করতে পারেনি। Moliere প্রথম উচ্চারণ, চরিত্র-বিশ্লেষণ ও দৃশ্যপটাদির যথার্থতা সম্বন্ধে মনোযোগ দিয়েছিলেন। Moliereএর অভিনয়ের নব কল্পনা সমস্ত পাশ্চাত্য জাতিকে মুগ্ধ ক'রেছিল। তখনই সকলে অভিনয়কে Art ব'লে মেনে নিয়েছিল। তারপরে Baron অভিনয়ের উন্নতিসাধন করেছিলেন।

ইংরেজি অভিনয়ে প্রথমে Betterton, তারপরেই Garrick বাস্তবতার দিক দিয়ে চরম উন্নতি এনে দিয়েছিলেন। Garrickএর নব প্রবর্ত্তনে মধুর ভাব বা ঐতিহাসিক সত্যতার অভাব থাকলেও তা হয়েছিল একটা কিছু অভিনব, একটা কিছু মানুষকে আকর্ষণ করার সৌন্দর্য্য। অমর কবি Shakespeare-এর নাটকগুলি এই সময়ে সার্থকতা লাভ করেছিল। কিন্তু তবু Garrickএর পরেও অভিনেতাদের শিখবার বিষয় যথেষ্ট ছিল। তাদেরকে সৌন্দর্য্য-বোধ-শক্তি বেশ ভাল ক'রে আয়ত্ত করতে হয়েছিল, আর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়েছিল তাদের অভিনয়ে ঐতিহাসিক সত্যতার প্রয়োগ-নৈপুণ্যের দিকে। অভিনয়ে যত ভাবশীলতা থাকে, যত বাস্তবতা থাকে, তত অভিনয় সুন্দর ও সুদর্শন হয়।

রোমে Tragedy ও স্বদেশভক্তির প্রেরণাপূর্ণ নাটকের উদ্ভব হয়েছিল একটী যুদ্ধ জয়ের পর। Italyতে Tragedyর আদর হয়েছিল Galotteর সময় থেকে। Spain সে সময়ে Lope ও Coldron নামে দুইজন নাটকের স্রষ্টা পেয়ে পরম সম্পদ লাভ করেছিল। তারপরে ফরাসী Pierre Corneille ও Racine প্রভৃতি সে সম্পদে শোভা যুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁদের নাটকে ছিল চরিত্রের ক্রমবিকাশ, প্রেমের তন্ময়তা, রহস্যের গন্ধ ও জটিল ঘটনার অবতারণা।

প্রথম অবস্থায় অভিনয় হ'ত খোলা জায়গায়, আমাদের এখনকার যাত্রার মতন। Athensএ প্রথম এই অভিনয় আরম্ভ হয় ও Dionysus দেবতার পাদপীঠের সামনে আবরণহীন স্থানে প্রথম অভিনয়-কলা জন্মগ্রহণ করে। পরে কাঠের বেষ্টনী দিয়ে সে স্থান চিহ্নিত ক'রে রাখা হয় এবং সেটি আগুনে পুড়ে যাবার পর পাথরে তা চিরস্থায়ী করা হয়েছিল। তা হ'তেও রোম ঘোর আপত্তি তুলেছিল, কারণ তারা বলেছিল যে, অভিনয়ের সঙ্গে রোমীয় বাদ প্রবাদ ও সততার কোন যোগ নেই। কিন্তু সে আপত্তির খণ্ডন হয়েছিল কলারসবিদ্ Pompey the Greatএর সময়। তিনি অভিনয়ে রস খুঁজে পেয়ে তাকে চিরদিন ধ'রে রাখবার জন্য পাথরের রঙ্গমঞ্চ তৈরী করেছিলেন। তারপর থেকে অনেক স্থানে সকলে অভিনয়-চর্চ্চায় উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল ও এই রকম রঙ্গমঞ্চ গড়ে তুলবার প্রয়াস পেয়েছিল। আজও Pompen প্রভৃতি স্থানে তার অস্তিত্বের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। Englandএ প্রথম ধর্ম্মমূলক নাটকগুলিও

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী পকেট কেসবক্স মাত্র ৭টী ঔষধ মূল্য ৪ষ্টেম্প সহ ৩৲

বিনামূল্যে চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

খোলামাঠে অভিনীত হ'ত। ক্রমে তারাও এই শিল্পকে চিরস্থায়ী করবার জন্য কঠিনতার আশ্রয় নিয়েছিল।

সে যুগে Travelling company ছিল, তারা দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে দেশ-বিদেশে অভিনয় দেখিয়ে বেড়াতো। প্রথমে এর ততটা আদর না হ'লেও পরে সর্ব্বজনপ্রশংসিত হয়েছিল। এমন কি এক সময়ে Franceএর রাজসভায় এরা স্থান লাভের যোগ্য হয়েছিল। এখনো বহু Travelling company আছে। অনেক আধুনিক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বা অভিনেত্রী এই Travelling companyতেই প্রথম তাঁদের বিশ্বজয়ী কীর্ত্তির ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এখন পৃথিবীতে অভিনয়ের ও অভিনেতার মর্য্যাদা যথেষ্ট। তার জন্য নানারকমের শিল্প গড়ে উঠেছে বা সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু Englandএ এক সময়ে অভিনেতারা অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র ছিল। তাদের সমাজে কোন স্থান ছিল না ও তাদেরকে চোর, দস্যু ও ভিক্ষুক ব'লে অভিহিত করা হ'ত। কিন্তু Athensএ তাদের বলতো Artists of Dionysus ও সমাজে তাদের একটা স্থান ছিল, সম্মানও ছিল। সেকালে নারীর প্রবেশ অভিনয় জগতে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। তারা প্রথমে মাত্র বাদিকা ছিল, তারপরে শুধু মূক অভিনয়ে (Tableaux) অংশ গ্রহণ করতো। নারীর বাক্‌পটুতা বোধ হয় তাদের ভাল লাগতোনা তাই নারীকে তারা তখন নীরবতার ভিতরেই দেখতে ভালবাসতো। নারীর অংশে পুরুষরাই অবতরণ করতো। এখনো ভারতে যাত্রাগানে, পার্শী ও গুজরাটী নাটকে, শুনেছি চীন নাটকেও পুরুষরা নারীর ভূমিকা গ্রহণ ক'রে থাকে। Englandএ Elizabethএর সময় প্রথম উচ্চবংশীয় রমণীরা মূক অভিনয়ে যোগদান করেছিলেন। তখন কিন্তু বিদেশী Travelling company গুলি রমণীকে আদর ক'রে দলে গ্রহণ করেছিল। পরে Englandএ Killigrew ও Devenant প্রথম অভিনয়ে রমণীর স্থান ক'রে দেন। তারপরে Betterton এই প্রথাকে সর্ব্বত্র আদরণীয় ক'রে তুলেছিলেন নিজের স্ত্রীকে রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করিয়ে।

কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে অভিনেতারা পূর্ব্বে ঘৃণ্য হ'লেও ভারতবর্ষে বোধ হয় তা ছিল না, কারণ রামায়ণ ও মহাভারতে নাটক অভিনীত হ'ত ও তখন নারীও নাচগানে যোগ দিত এবং অভিনয়েও যোগ দিত। কালিদাসের সময়ও অভিনয়ের আদর ছিল, নইলে তাঁর অমর লেখনী হতে এতগুলি নাটকের সৃষ্টি হ'ত না। (কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক পড়লে তখনকার অভিনয়ের বেশ একটি প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় এবং জানা যায় যে, রাজা ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলারাও তখন অভিনয় করতে লজ্জিত হ'তেন না। ইতি নাচঘর-সম্পাদক।) অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে শ্রীচৈতন্যও নিজে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেছিলেন শোনা যায়। অভিনয় খুব বেশী প্রাচীন শিল্প নয়, নাচ-গানের মত পূর্ব্বে সমাজে তা আদরণীয় না হ'লেও আধুনিক যুগে এর বহুল প্রচার হয়েছে। অনেকে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য না হ'লেও শুধু অভিনয়-প্রিয়তার জন্য এর সেবা ক'রছেন। মহাভারতে ভদ্রমহিলারা অভিনয় করেছেন দেখা যায়। মাঝে সে প্রথা বন্ধ হ'লেও ভদ্রমহিলারা মাঝে মাঝে এখনও রঙ্গমঞ্চের শোভা বর্দ্ধন করছেন।

অভিনয় অভিনেতার চরিত্র ও মন উন্নত করে কিনা জানিনা। অভিনেতাকে এত রকমের চরিত্র নিয়ে খেলা করতে হয় যে অনেক সময় অভিনেতা নিজস্ব ব্যক্তিত্বটুকুও হয়তো হারিয়ে ফেলে। অভিনয়ে বাস্তবতা ভাল, কিন্তু বাস্তবে অভিনয় মোটেই আকাঙ্খনীয় নয়। সেইজন্য অভিনেতা যদি নিজের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য খুইয়ে বসে, যদি তার ভিতর নিজস্ব কিছু না থাকে, তাহলে তার এই কলার সেবা ক'রে মানসিক উৎকর্ষ লাভ হ'ল কৈ? এতে জীবনের সার্থকতা কি হয়? তাই মনে হয় যার মানসিক শক্তি খুব বেশী, সেইই অভিনেতা হবার উপযুক্ত, তাহলে অভিনয়-জগতে নিজের নাটকীয় জীবনেও তার উন্নতি হয়, আর বাস্তব জীবনে নিজের ব্যক্তিত্বটুকুও সে বজায় রাখতে পারে ব'লে মনে হয়।

ক্রমশঃ

রক্ত পরিষ্কার করে
সুরবলী কষায়।
খাইতে কোনও হাঙ্গামা নাই
সি,কে,সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বল বৃদ্ধি করে

ডাকঘর

—০—

'সাবালিকা' মৃণালিনী

গতসংখ্যা নাচঘরে আপনারা লিখিয়াছেন,—

"শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (বঙ্কিমবাবুর) 'মৃণালিনী'কে নূতন ভাবে নাটকের আকার দিয়েছেলেন, কিন্তু বঙ্কিমবাবুর···আত্মীয় তা অভিনয় করতে দেন নি। কিন্তু 'মৃণালিনী'র উপর এখন তাঁর সত্যই কোন অধিকার আছে কি? এই নিয়ে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহের উদয় হয়েছে। 'মৃণালিনী'র প্রথম প্রকাশের তারিখ আমরা ভুলে গিয়েছি, কোন পাঠক যদি দয়া ক'রে সেই তারিখটি আমাদের জানাতে পারেন, তাহ'লে বাধিত হই।"

নিম্নে, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ দিলাম। এই তারিখগুলি বঙ্কিম-ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বঙ্কিম-জীবনী" (২য় সংস্করণ) হইতে গৃহীত।

দুর্গেশনন্দিনী			ইং ১৮৬৫
কপালকুণ্ডলা			১৮৬৭
মৃণালিনী		১০ই নভেম্বর	১৮৬৯
বিষবৃক্ষ	(পুস্তকাকারে)	১লা জুন	১৮৭৩
যুগলাঙ্গুরীয়	(ঐ)		১৮৭৪
চন্দ্রশেখর	(ঐ)	১লা জুন	১৮৭৫
রাধারাণী	(ঐ)		১৮৭৫
রজনী	(ঐ)	২রা জুন	১৮৭৭
কৃষ্ণকান্তের উইল	(ঐ)	২৯শে আগষ্ট	১৮৭৮
আনন্দমঠ	(ঐ)	১৫ই ডিসেম্বর	১৮৮২
দেবীচৌধুরাণী	(ঐ)	২০শে মে	১৮৮৪
মুচিরাম গুড়	(ঐ)		১৮৮৪
সীতারাম	(ঐ)	৪ঠা মার্চ্চ	১৮৮৭
ইন্দিরা	(পরিবর্দ্ধিত)	৩০শে জুলাই	১৮৯৩
রাজসিংহ	(ঐ)	১০ই আগষ্ট	১৮৯৩

এখন কপিরাইটের কথা বলি। পূর্ব্বে আইন ছিল, প্রকাশের তারিখ হইতে ৪১ বৎসর পর্য্যন্ত, অথবা গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর ৭ বৎসর পর্য্যন্ত, হিসাবে যে সময়টা দীর্ঘতর হইবে, সেই পর্য্যন্ত কপিরাইট থাকিবে। ১৯১৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কপিরাইট সম্বন্ধে নূতন আইন জারি হয়। সেই আইন অনুসারে, গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কপিরাইট থাকিবে;—এবং ঐ ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ তারিখে, যে গ্রন্থের কপিরাইট-পরমায়ু শেষ হয় নাই,—পরমায়ু শেষ হইতে যদি একটা দিনও বাকি থাকে—তবে সে গ্রন্থ নূতন আইনের প্রভাবে, গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবন লাভ করিবে। কিন্তু ১৯১৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বে যে গ্রন্থ কপিরাইট হারাইয়াছে, তাহা নূতন আইনের অধীনে আসিবে না।

বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুর তারিখ—ইং ১৮৯৪ সালের ২৬শে চৈত্র (বোধ হয় ১০ই এপ্রিল বা উহারই কাছাকাছি)।

দেখা যাইতেছে, পুরাতন আইন অনুসারে—

দুর্গেশনন্দিনী	কপিরাইট হারাইয়াছে	ইং ১৯০৬ সালে
কপালকুণ্ডলা	" "	১৯০৮ সালে
মৃণালিনী	" "	১৯১০ সালে

বিষবৃক্ষ কপিরাইট হারাইত ১লা জুন ১৯১৪ সালে, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই নূতন আইন আমলে আসায়, ইহার পরমায়ু বাড়িয়া হইল ১০ই এপ্রিল ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত। বলা বাহুল্য, পরবর্ত্তী সকল পুস্তকেরই কপিরাইট ঐ ১০ই এপ্রিল ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত অটুট রহিবে।

উপরি-উক্ত কপিরাইট-হারা তিনখানি উপন্যাসের যে সকল সংস্করণ ১৮৭৩ সালে বা তৎপরে প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল সংস্করণের কপিরাইট নূতন আইন অনুসারে ১০ই এপ্রিল ১৯৪৪ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। ইতি

"আইন-ব্যবসায়ী।"

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত—

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

[ফোন—২৮৭১ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph ১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা

শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা! সদ্যে তৈরী দই ও রাবড়ি—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজ জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সূটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী, মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

ও স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্রের আয়োজন করিয়াছি। অন্য স্থান হইতে কিনিবার পূর্ব্বে এক বার দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি.বি]

শনিবার ৭ই বৈশাখ, রাত্রি ৭ টায়

১। জলধরবাবুর হাসিরাশি মাখা অপূর্ব্ব নক্সা

ত্রিমূর্ত্তি

২। সর্ব্বজন প্রশংসিত পঞ্চাঙ্ক নাটক

সত্যের সন্ধান

রবিবার ৮ই বৈশাখ ম্যাটিনী ৫ টায়

১। বাঙ্গলার একমাত্র সময়োপযোগী নাটক

জাতিচ্যুত

২। কিন্নরী

হাঁদুবাবু, কার্ত্তিকবাবু, হীরালালবাবু, সুরেনবাবু, প্রভাতবাবু, শরৎবাবু, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক), ভূমেন রায়, (এমেচার), শ্রীমতী আঙ্গুরবালা, শ্রীমতী শশিমুখী, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, শ্রীমতী নবতারা, শ্রীমতী আসমানতারা ও শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ) প্রভৃতির উভয় দিনই দেখা পাইবেন।

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ, কে, মিত্র, বি, এ, প্রোপ্রাইটর

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ৭ই বৈশাখ, রাত্রি ৭৷৷০ টায়

পরদিন রবিবার, ম্যাটিনী ৪৷৷ টায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক

দিগ্বিজয়ী

(মহাসমারোহে ৩৯ ও ৪০ অভিনয় রজনী)

নায়কের ভূমিকায় - শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

আলি আকবর—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

সালেবেগ—শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী

আমেদ খাঁ—শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী

রেজাকুলী—শ্রীজাতেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

মির্জ্জামেহেদী—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী (এমেচার)

সাদৎআলি—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

জ্যোতিষী—শ্রীপ্রদোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতনারী—শ্রীমতী কঙ্কাবতী

সিরাজী বেগম—শ্রীমতী প্রভা

সিতারা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোড়ো

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৩ই বৈশাখ
১৩৩৬

নাট্যজগৎ

—:০:—

এ হপ্তার প্রধান ঘটনা, শুক্রবার সন্ধ্যায় নাট্যমন্দিরে "রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ে"র রঙ্গান্তরণ।

•

"রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়" এর আগে আরো তিন চার বার প্রকাশ্য অভিনয় ক'রেছেন বটে, কিন্তু পুরাণো নাটকের। "নিবেদিতা" নূতন নাটক এবং তার অভিনয়ও হবে নাকি নিয়মিত ভাবে। সুতরাং "রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের"র এবারকার অভিনয়কেই সম্প্রদায়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিনয় বললে ভুল হবে না।

•

সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে থেকেও এর আগে আর কোন সম্প্রদায় বোধ হয় এ-রকম নিয়মিত অভিনয়ের অনুষ্ঠান করেন নি। এদিক দিয়েও ব্যাপারটায় নূতনত্বের অভাব নেই। এবং এই নূতন ব্যাপারের ভিতরে যদি একাধিক নূতন শক্তির সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয়সাধন হয় তাহ'লেও আমরা অবাক হব না।

•

মহলা দেখে নূতনদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা নিরাপদ নয়, তবে "নিবেদিতা"র প্রধান দুই ভূমিকায় প্রবীণ নট ও নটী শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ আর শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীর অভিনয় যে রীতিমত উৎরে যাবে সে কথা অনায়াসেই উল্লেখ করতে পারি। মহলাতেই তাঁদের অভিনয় দেখে আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে উঠেছি এবং জনসাধারণের সামনে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ অভিনয়েও আমাদের এ আশা বিফল হবার কোন সঙ্গত কারণ দেখি না।

•

রাধিকানন্দ নাটকের অন্যতম প্রধান ভূমিকার জন্যে শ্রীমতী তরলা নামে



রজনী চিত্রনাট্যে একটি দৃশ্য

একটি উল্লেখ্য অভিনেত্রী সংগ্রহ করেছেন। নবযুগের রঙ্গালয়ে এঁর নাম শোনা যায় না এবং তার কারণ আজ দশ-বারো বৎসর ইনি যবনিকার অন্তরালে বাস করছেন। তার আগে সুকণ্ঠ ও সুঅভিনয়ের জন্যে জনসাধারণের কাছে ইনি সুপরিচিত ছিলেন। "নিবেদিতা"র কয়েকটি গানে ও কোহিনূরের ভূমিকায় এঁর সঙ্গীতকুশলতা ও নাটনিপুণতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

•

টিকিটের দাম কমিয়ে দিয়ে রাধিকানন্দ খুব একটি ভালো কাজ করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, কলকাতার অন্যান্য রঙ্গালয়ও তাঁর এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করলে লাভবান হবেন। বর্ত্তমানে টিকিটের যা দাম, গরিব বাংলা দেশের পক্ষে তা দেওয়া আবুহোসেনী নবাবী বৈ আর কিছু নয়। এর জন্যেও রঙ্গালয়ের জনপ্রিয়তা বড় কম কমে নি। টিকিটের দাম কমানোর জন্যে রাধিকানন্দ যে জনসাধারণের অধিকতর সহানুভূতি লাভ করবেন, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

•

গত বাসন্তী পূজার তিন দিনেই কুমার শ্রীযুক্ত গোপীকারমণ রায়ের কলিকাতার বাসাবাড়ীতে "সারস্বত সম্মিলনে"র দ্বারা "প্রফুল্ল," "দেবলা দেবী" ও "দণ্ডকারণ্য" অভিনীত হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে অনেক সাহিত্যিক, নাট্যরসিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগমে অভিনয়-আসর জ'মে উঠেছিল। কুমার-মহাশয় যে দেবী-প্রতিমা আমাদের দেখিয়েছেন, তার আদর্শ ও সুষমা নূতন ও উপভোগ্য, এ-ধরণের প্রতিমা কলিকাতায় আগে দেখি নি। প্রতিমার রূপে আমাদের মন ভ'রে গিয়েছে।

•

IMPERIAL LIBRARY

প্রথম দিনে "প্রফুল্লে"র অভিনয়ে যোগেশ, রমেশ, ও জ্ঞানদার ভূমিকাভিনয়ে যথাক্রমে কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায়, শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী সম্মিলনকে সাহায্য ক'রে ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কুমার শ্রীযুক্ত গোপিকারমণ রায় সেদিন কঠিন রোগে এমনভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন যে, তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছিল বারংবার রোগশয্যা থেকে উঠে! যোগেশের ভূমিকাতে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায়ও কুমার-মহাশয় আবার তাঁর সূক্ষ্ম 'কন্সেপসান' বা ধারণা-শক্তির যে পরিচয় দিয়েছেন, দেহের তেমন অবস্থায় আর কেউ তা পারতেন কিনা সন্দেহ। প্রত্যেক দৃশ্যের শেষে তিনি যে শয্যায় শুয়ে রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছেন এবং অভিনয়-কালে অসহ কষ্ট ভোগ করতে করতে তিনি যে কেবল মনের জোরেই দাঁড়িয়েছিলেন, বাহির থেকে তাঁকে দেখে সে কথা বুঝবার কোন উপায়ই ছিল না। তাঁর অভিনয়-প্রীতি ও সহ্যশক্তির তারিফ করি। যোগেশের ভূমিকায় তাঁর স্বাভাবিক অভিনয় করবার চেষ্টা ভালো লাগল। জ্ঞানদার মৃত্যু-দৃশ্যে তিনি নূতনত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। "আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল" কথাটিও তিনি নূতন ভাবে বলেছিলেন—খানিক স্পষ্ট, খানিক অস্পষ্ট ভাবে—বলতে বলতে স্বর বন্ধ হয়ে আসছে—ভাবটা যেন অনেকটা এই রকমই। যোগেশের ভূমিকায় তিনি কোথাও তাঁর অগ্রবর্ত্তীগণকে নকল করেন নি।

*

নিম্নলিখিত ভূমিকার অভিনয় আমাদের খুব ভালো লেগেছে:—রমেশ (রাধিকানন্দ), কাঙালীচরণ (শ্রীললিতমোহন মিত্র), শিবনাথ (শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বসু), ভজহরি (শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস), জ্ঞানদা (শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী) ও জগমণি (শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী)। এই ভূমিকাগুলির অভিনয় হয়েছে চলনসৈ:—সুরেশ (শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়), পীতাম্বর (শ্রীপ্রফুল্লকুমার বিশ্বাস—কিন্তু তাঁর পার্ট ভালো মুখস্থ ছিল না), মদন ঘোষ (শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী—কিন্তু স্থানবিশেষে এঁর একটি বানানো কথা আর কতকগুলি অঙ্গভঙ্গি আপত্তিকর), ইনস্পেক্টার (শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ও প্রফুল্ল (শ্রীমতী উষারাণী)। পরের দুই দিনের অভিনয় আমরা দেখি নি।

*

গেল শনিবারে 'এম্পায়ারে' বিশ্বসম্মিলনীর বালিকাবৃন্দের দ্বারা অনুষ্ঠিত "বসন্ত" ও "সীতা"র কথা আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির মুখে শুনলুম:—"বসন্ত" উন্নতির অপেক্ষা রাখে। কিন্তু "সীতা"র অভিনয় যা হয়েছিল, ছোট ছোট মেয়েদের কাছে তার চেয়ে বেশী আশা করা যায় না। লক্ষ্মণ ও লবের ভূমিকায় যথাক্রমে কুমারী কনক রায় ও কুমারী ছবি দেবীর অভিনয় হয়েছিল চমৎকার। তারপর যথাক্রমে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন সীতা, দুর্ম্মুখ, রাম ও শম্বুকের ভূমিকায় কুমারী বিজলী সেন, কুমারী উমা দেবী, কুমারী মুখোপাধ্যায়-কন্যা ও শ্রীমতী সেন-জায়া। অন্যান্য ভূমিকারও অভিনয় চলনসৈ হয়েছে। গানগুলি মন্দ গাওয়া হয় নি। আমরা বিশ্ব-সম্মিলনীর উন্নতি কামনা করি।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী সত্যসত্যই 'মনোমোহনে' যোগ দিয়েছেন। নাট্যমন্দিরে এমন ভাঙন ধরল কেন?

*

গেল শুক্রবার নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের সাতাত্তর বৎসরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটি আনন্দ-সভার আয়োজন হয়েছিল। পৌরহিত্য করেছিলেন শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল। অমৃতলাল তাঁর শিউলি-সাদা চুল আর কাঁচা-সবুজ মন নিয়ে আরো অনেক—অনেক দিন আমাদের দেশকে ধন্য করুন, এই প্রার্থনা।

*

গেল রবিবারে সাহিত্য-পরিষদে স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি-সভায় অসংখ্য সাহিত্য-সেবক ও শিক্ষিত গুণগ্রাহীর সমাগম হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। সভায় নাট্যাচার্য্য অমৃতলালকে না দেখে দুঃখিত হলুম—তিনি যে মণিলালকে বড় ভালোবাসতেন!

*

আমরা সঙ্গীতনিপুণা শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তার একখানি চিত্তাকর্ষক পত্র পেয়েছি। পত্রখানি শীঘ্রই পত্রস্থ করব।

*

'মনোমোহনে'র বর্ত্তমান অভিনেতৃসমাগম অতুলনীয় বটে! কিন্তু অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট না হ'লেই মঙ্গল:

*

'মিনার্ভা' মাত্র একখানি প্রাচীরপত্রের দ্বারাই 'মনোমোহনে'র অসংখ্য প্রাচীরপত্রের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন! এ-যুগের সেরা অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরী এখন মিনার্ভার দলে! এই হপ্তাতেই সেখানে 'প্রতাপাদিত্যে'র পুনরভিনয় হবে। ভূমিকালিপি বোধ হয় এই রকম:—প্রতাপাদিত্য—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শঙ্কর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ। ভবানন্দ—শ্রীমন্মথনাথ পাল। রঙা—শ্রীভূমেন রায়। বিক্রমাদিত্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়। গোবিন্দ দাস—অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে। কল্যাণী—শ্রীমতী তারাসুন্দরী। বিজয়া—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা। কাত্যায়নী—শ্রীমতী উষা। লোভনীয় আয়োজন, সন্দেহ নেই। কিন্তু পরের হপ্তাতেই মিনার্ভা নাকি আবার কলকাতা ত্যাগ করবেন?

*

আগামী চব্বিশে আগষ্ট তারিখের সন্ধ্যাকালে, মিনার্ভা থিয়েটারে বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীযুক্ত বরদাবাবুর সম্মান-রজনী উপলক্ষ্যে বিশেষ অভিনয়ের অসাধারণ অনুষ্ঠান হবে। সেই দীর্ঘরাত্রব্যাপী অভিনয়ে মিনার্ভার আসরে যে তিলধারণের ঠাঁই থাকবে না, সেটা আমরা এখন থেকেই অনুমান করতে পারছি।

অমৃতলাল

—:০:—

(নাট্যাচার্য্যের গত জন্মোৎসবে গীত ও শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত)

অমৃতের ঝরণায় প্রাণ-মন ভ'রে যায়,
ফুটে ওঠে সাহারায় যে-গোলাপ ঝ'রে যায়!

*

আনে আলো, আনে ছায়া, কবি-কামনার মায়া,
অশরীরী পেয়ে কায়া কার নাম ধ'রে গায়!

*

সুজনের সুখে ঝরে,
পাতকীর দুখে ঝরে,
সমাজের বুকে ঝরে,
পিয়াসীর মুখে ঝরে!

*

শ্মশানে চিতার ধোঁয়া পেয়ে জীবনের ছোঁয়া
গাহে অমৃতের গান!—ধরণী যে ওরে চায়!

———

অভিনয়ে আর্ট

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(রাণী শ্রীসুরুচিবালা চৌধুরাণী)

অভিনয় আর্ট কিনা এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে দেখতে পাই। অভিনয় পূর্ব্বে এক সময়ে আর্ট শ্রেণীভুক্ত না হ'লেও যখন France ও Italyর অভিনেতারা বুঝতে পেরেছিল যে, সুন্দরের উপাসক না হ'লে অভিনেতা হওয়া যায় না, তখনি তা Art পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপরে অভিনেতারা সৌন্দর্য্যের সাধনা আরম্ভ ক'রে দিয়েছিল এবং অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পী সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করবার জন্য প্রাণপণ ক'রে ছিল। তারা চেয়েছিল এক জিনিসকেই নব নব রূপ দিতে, কি রকমে এবং কত রকমে তাকে সুন্দর ক'রে তুলতে, তারা চেয়েছে নিজেদেরকে সেই রূপরসে খাপ খাওয়াতে, নিজেদেরকে সেই রকমে তৈরী ক'রে নিয়ে তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে।

অভিনয় নাকি চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু অভিনয়কে উপলক্ষ্য ক'রে অনেক আর্ট জন্মলাভ করেছে, সেইজন্য অভিনয়ও সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী হয়ে গেছে। (অভিনয় নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী,—কিন্তু চিরস্থায়ী নন অভিনেতারা এবং চিরস্থায়ী নয় অভিনেতাদের ব্যক্তিগত আর্ট। অভিনয় বরাবর বেঁচে আছে, কিন্তু গ্যারিক ও তাঁর নিজস্ব আর্ট আজ আর বেঁচে নেই। ইতি নাচঘর-সম্পাদক।) ইংরাজিতে বলে Necessity is the mother of invention, সেই হিসাবে অভিনয় থেকে কত শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। নাটকের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছে বহু নাটক-রচয়িতাকে। যেমন অভিনয়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে লেখকেরও উদ্ভব হয়েছিল। Euripides, Aristophones তো ছিলেনই, আরো ছিলেন Philimon, Menander, Diphilus। তাঁদের লেখার অনেক অংশ দুর্ভাগ্য বশতঃ নষ্ট হয়ে গেলেও এখনো তাঁদের লেখার আভাস পাওয়া যায় রোমের Plautus, Tereuce প্রভৃতির লেখায় ও আজো তাঁদের গল্প-কাহিনী শুনতে পাওয়া যায় আধুনিক Comedy-লেখকের লেখার ভিতর।

গত বহুযুগ হ'তে শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতর কবি সুন্দর হ'তে সুন্দরতর Art সৃষ্টি করতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। নতুন উদ্ভাবনা, নতুন কল্পনা ক্রমে ক্রমে কত উচ্চস্তর লাভ করতে প্রয়াস পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। Italyতে Senecaর পরে Golotto, Goldoni, Englandএ Shakespeare, Spainএ Lope এবং Coldron, Franceএ Pierre Corneille, Racine, Moliere এবং Steele, Germanyতে Schiller, Goethe এবং তারপরেও নানাদেশে Victor Hugo, De Musset, Edward Rostand, Maeterlinck, Ibsen, Bernerd Shaw, John Galsworthy, Michael Drayton ইত্যাদি এবং বাঙ্গলায় মাইকেল, দীনবন্ধু, রাজকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমৃতলাল প্রভৃতি নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডারে মহামূল্য Artএর উপাদান দান ক'রে গেছেন। এর পরে কত নূতন Artএর আরো সৃষ্টি করবেন শিল্পীরা, তা কে জানে! দৃশ্যপটাদি আঁকতে গিয়ে কত বড় বড় Artist কত রকম কল্পনা করেছেন তারও সংখ্যা নেই।

অভিনয় চিরস্থায়ী এ কথা সত্য, তবে তা পরিবর্ত্তনশীল। হয়তো Sir Beerbhoom Tree বা গিরিশবাবুর অভিনয়-প্রণালী বদলে গেছে, হয়তো আরো কোন নূতন শিল্পী তাতে আরো নূতন ভাবের যোগসাধন করেছে, তা ব'লে অভিনয়ের স্থায়িত্ব রইলনা বলা চলে না। তার একটি অনাবিল ধারা বয়ে চলেছে অভিনয়ের সেই প্রথম জন্মদিন থেকে যা এর পরেও চলে যাবে হয়তো বা ভিন্নরূপ নিয়ে, কিন্তু তা যাবে ঠিক। সাহিত্যেও এইরূপ রুচি ও ভাবের পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার প্রচলন সাহিত্যে আর নেই, তার স্থান নিয়েছে নূতন ভাব, নূতন চিন্তার ধারা, কিন্তু তাব'লে সাহিত্যকে অস্থায়ী বলা হয় না। মানুষের শিক্ষার সঙ্গে ভাব পরিবর্ত্তিত হয়, সেই হিসাবে Art রাজ্যেও পরিবর্ত্তন আসে, কিন্তু তা স্থায়ী চিরকাল। ঠিক যেমন গানে, সুরে, নাচে, কবিতায়, চিত্রাঙ্কনে শত পরিবর্ত্তন হলেও তা চির-দিনের Art, তেমনি অভিনয়ের ভাব বদলে গেলেও তা নিঃসন্দেহে চিরস্থায়ী। অভিনেতার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তার অভিনয় শেষ হয়ে যায় বটে, কিন্তু তার নামের স্মৃতিমন্দির প্রতি আর্টিষ্টের মনে, কথায়, লেখায় চির-অটুট হয়ে থাকে। আজো Garrick, Sir Henry Irving, Mrs. Sarah Siddons, Sarah Bernhardt, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল ও অমরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অমর হয়ে আছেন। তাঁদেরই অভিনয়ের ভঙ্গি অভিনেতারা আয়ত্ত ক'রে নিয়ে তাদের পরবর্ত্তীদের তা শিখিয়ে দিচ্ছে। এই ভাবে তাদের বৈশিষ্ট স্থায়ী হয়ে চলেছে এবং তাদের অভিনয়-প্রণালীর ইতিহাস তাদের জীবনীতেও দেখতে পাওয়া যায়। (প্রত্যেক অভিনেতার কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব পরযুগেও সকলকার অজ্ঞাতসারে হয়তো বিদ্যমান থাকে, কিন্তু সেজন্যে অভিনেতাদের ব্যক্তিগত আর্টকে অমর বলা চলে না। অনেক নদীর অনেক নাম,—কিন্তু সাগরে গিয়ে পড়লে তাদের স্রোতের অস্তিত্ব থাকলেও, তাদের নামের অস্তিত্ব কোথায় থাকে? কবি বা চিত্রকরের ব্যক্তিগত আর্ট নিজেদের বিশিষ্টতা বজায় রেখে চিরদিনই অবিকৃত থাকে এবং এইজন্যেই অভিনেতাদের ব্যক্তিগত আর্ট অমরতা হিসাবে কবি ও চিত্রকরের আর্টের কাছে নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। ইতি নাচঘর-সম্পাদক) Athens বহু পূর্ব্বে অভিনয়কে আর্ট ব'লে মেনে নিয়েছিল তাই তখনকার প্রথম অভিনেতাদের Artists of Dionysus আখ্যা দিয়ে সম্মানিত করেছিল। অভিনয়কে আমার মতে Art বলা চলে ও চিরস্থায়ী বলাও চলে। কিন্তু অভিনয়ে দিন দিন আরো অনেক উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। এখনো অভিনয়ে রূপস্রষ্টা আমাদের দেশে তেমন নেই। পাশ্চাত্য দেশ এ বিষয়ে খুব অগ্রণী হ'য়ে চলেছে। অভিনয়ে চাই আরো বাস্তবতা, আরো নিবিড় ভাবের সঙ্গে expressionএর সংমিশ্রণ, তবেই অভিনয় আর্ট নামের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারবে। চাই শিল্পী, চাই রূপস্রষ্টা, নইলে আমাদের দেশের অভিনয় অবনতির দিকে ক্রমেই এগিয়ে যাবে। এবং তাকে তখন ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়বে।

—

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট মূল্য মাত্র ৭টী ঔষধ ১৲

বিনামূল্যে চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেকট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফাষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

"নাচঘরে"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র পাঠাবার ঠিকানা :—

২১, পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

বাঙ্গালা চলচ্চিত্র

—:*:—

শ্রীচলচ্চিত্রহিতকামী।

(প্রাপ্ত)

সম্প্রতি প্রচুর ঢক্কানিনাদের পর ভবানীপুর পূর্ণ থিয়েটারে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "পিয়ারী" উপন্যাস "মুভি প্রোডিউসার্স" কর্ত্তৃক চলচ্চিত্রের আকারে প্রদর্শিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উহা মাত্র একটি সপ্তাহের বেশী চলিল না,—প্রথম দুই একদিন ছাড়া সপ্তাহের বাকী কয়দিন যাহা চলিয়াছিল তাহাও না চলারই মধ্যে। ছবি দেখিয়া, দর্শকেরা ছি ছি করিয়াছে, হাস্য বিদ্রূপ করিয়াছে,—এবং টিকিটের মূল্যটা অনর্থক জলে গেল বলিয়া অনুতাপ করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়াছে। আমরা জানি, সৌরীন্দ্রবাবু একজন ভাল লেখক; তাঁহার "পিয়ারী" উপন্যাস খানিও ভাল উপন্যাস, তবে তাঁহাকে এ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল কাহার দোষে?

ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর মহা দুর্ভাগ্য এই যে, কোনও ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিতে হইলে সে ব্যবসায় সম্বন্ধে যে রীতিমত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তাহা আমাদের মাথাতেই আসে না। যিনি যে ব্যবসায় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আনাড়ি, তিনি সেই ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসেন। অন্যান্য ব্যবসায়ে কেহ নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিলে তাহাতে দেশের কোনও ক্ষতি নাই; কিন্তু এই চলচ্চিত্র প্রস্তুতের ব্যবসায় ত সে শ্রেণীর ব্যবসায় নহে। ইহা যদি যোগ্যহস্তে সাবধানে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয়, তবে এই অন্নসমস্যার দিনে কত গ্রন্থকার, কত অভিনেতা অভিনেত্রী, কত প্রযোজক প্রতিপালিত হইতে পারেন। সেই কারণে, এ সম্বন্ধে দুই চারটি কথা আমি নিবেদন করিতে চাই।

প্রথমতঃ, সিকি বা আধা কড়িতে একটা ভাঙ্গা ফুটা চলৎ-ক্যামেরা সংগ্রহ করিতে পারিলেই তিনি যে এই ব্যবসায় খুলিবার যোগ্যতা লাভ করিলেন, এমন যেন কেহ মনে না করেন। প্রচুর ও উপযুক্ত সরঞ্জামপূর্ণ ষ্টুডিও থাকা আবশ্যক। যিনি বহি নির্ব্বাচন করিবেন তাঁহার রীতিমত শিক্ষা ও কলারস-জ্ঞান থাকা আবশ্যক—সস্তায় কিস্তী পাইয়া রামা শ্যামার গল্প বা উপন্যাস সংগ্রহ করিলে সফলতার আশা কোথায়? সেই গল্প বা উপন্যাস অবলম্বনে যিনি সিনারিও প্রস্তুত করিবেন, তিনি একজন সুদক্ষ সাহিত্যিক হওয়া চাই। যিনি প্রযোজক, এ বিষয়ে তাঁহার রীতিমত মাথা থাকা চাই,—গল্প বা উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে পরিণত করিতে হইলে তাহাতে "ডালপালা" লাগাইতেই হয়—সেই ডালপালা লাগাইবার মত উদ্ভাবনী শক্তি এবং সমুন্নত রুচি তাঁহার থাকা চাই—ইহা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের কাজ নহে নহে নহে। প্রযোজকের নির্দ্দেশ অনুসারে যাঁহারা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদেরও অভিনয়-দক্ষতা থাকা আবশ্যক। (পিয়ারীতে যাঁহারা অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহাকেও কোনও দিন কোনও থিয়েটারে বা বায়োস্কোপে অভিনয় করিতে আমরা দেখি নাই।)

দ্বিতীয়তঃ, ছবি প্রস্তুত হইলে তৎক্ষণাৎ উহার নিষ্কামণ (release) নিরাপদ নহে। বড় বড় সাহিত্যিক ভাল ভাল সমাজদার লোক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতৃগণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, ছবিখানি দেখানো উচিত। দোষ ত্রুটি কি আছে না আছে,—আর কি করিলে ভাল হয়, সে সকল বিষয়ে বিনয়ের সহিত তাঁহাদের মতামত লইতে হইবে—এবং প্রয়োজনমত ছবিকে সংশোধন করিয়া পুনরায় উহা তাঁহাদের দেখাইতে হইবে। অবশেষে সকলে যখন বলিবেন যে হ্যাঁ এইবার ঠিক হইয়াছে—তখন নিষ্কামণ, তৎপূর্ব্বে নহে।

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালা কথাসাহিত্যিকগণের প্রতিও আমার একটা নিবেদন আছে। যে কোনও ভুঁইফোড় চলচ্চিত্র-প্রস্তুতকারক আসিয়া বহি চাহিলেই তাঁহারা যেন বহি দিয়া না বসেন। যেন জিজ্ঞাসা করেন, "বাপু, এ কার্য্য তোমরা কত দিন করিতেছ? তোমাদের কোন্ কোন্ ফিল্ম এ পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে? কোন্‌টা কয় সপ্তাহ চলিয়াছিল? তোমাদের ভাল রকম ষ্টুডিও আছে ত? না, বাড়ীর ছাদ ভরসা? সিনারীও তৈরী করিবেন কে? প্রযোজকের বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কতটা? অভিনেতা অভিনেত্রী কাঁহারা?"—এক কথায়, "তোমাদের ঢাল তরোয়াল আছে? না তোমরা নিধিরাম সর্দ্দার?—রীতিমত অনুসন্ধান না করিয়া বহি দিলে, শেষে সৌরীনবাবুর মতই পস্তাইতে হইবে। ইতি।

ফোন নং—ব, বি, ২৬০৮

ফেমাস সোসাইটির

সকল রকম সুতী ও রেশমী কাপড়

ও জামা খরিদ করিবার পূর্ব্বে—

দর ও জানষ দেখিতে ভুলিবেন না

(একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র)

আশুতোষ বিল্ডিং

ও

৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোলদীঘির পাশ্চম,



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

পিরাণদেলো ও তাঁর সমযুগবর্ত্তীগণ

—:০:—

(শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য)

ইতালী প্রথম প্রথা-নীতির জন্মভূমি এবং পুনরভ্যুদয়ের নীড় ছিল। ইতালীয়-দের রঙ্গালয়ের প্রতি ভালোবাসা সমস্ত মধ্যযুগ ধ'রে নানাপ্রকার বিভিন্নরূপের নাটক বাঁচিয়ে রেখেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর অনেক দিন পর্য্যন্ত ইতালী-রঙ্গালয় কিছুই দান ক'র্ত্তে পারেনি। কিন্তু ইউরোপের পুনর্জ্জাগরণের বাণী গাব্রিয়েল্ দান্থ্যন্সিওর প্রগাঢ়-রঙে-রঞ্জিত নাটকে প্রথম অভিব্যক্ত হ'য়েছিল। আর-ও উত্তরকালে বর্ত্তমান যুগে লুইগি পিরাণদেলো মনোজগতের এক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রে নাটকের গতি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে নাট্য-সাহিত্যে একটী ঐকান্তিক অনুরাগ জাগিয়ে তুলেছেন, সে-বিষয়ে আর কোনোরকম সন্দেহের প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে না। এ-কথাও নিশ্চিত যে—পিরাণদেলোর সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধ-তত্ত্ব-সূত্র দ্বারা (theory of relativity) প্রভাবান্বিত; এবং এই তত্ত্ব তিনি প্রকৃত নাট্যরূপ ও উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে বিশ্বমানবের সুমুখে প্রকাশ ক'রেছেন।

নাটকের ভাবরাজ্যে যে নবীন অভিযান সুরু হ'য়েছে—তা'র অগ্রদূত যে শুধু পিরাণদেলো—তা' নয়। ইতালীর জনসাধারণ পিরাণদেলোর প্রভাবে আচ্ছন্ন হ'বার পূর্ব্বে, সেই দেশে একদল নাট্যকার আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। তাঁরা আপনাদের নাটক "গ্রোটেস্ক্" (তীব্র কৌতুক ও ব্যঙ্গরসপ্রধান নাটক) ব'লে অভিহিত ক'রেছেন। এই নাট্যকারগণ বিপুল শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি; তাঁরা নব-ভাব-গঙ্গার আসন্নপ্রবাহ শঙ্খ বাজিয়ে ঘোষণা ক'রে গেছেন; এবং পিরাণদেলো ভগীরথের ন্যায় সেই প্রবাহের কল্পনাকে বাস্তব গতি দিতে পেরেছেন। আকাশে যেমন নক্ষত্রপুঞ্জ চন্দ্রের চন্দ্রত্ব এবং গৌরব-সুষমা বাড়িয়ে তোলে, সেই রকম পিরাণদেলোর পিছনে ঐ অল্পশক্তি নাট্যকারগণ থাকাতে পিরাণদেলোর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা লোকলোচনের সাম্‌নে আরও বিরাট হয়ে দেখা দিয়েছে।

পিরাণদেলোর পূর্ব্ববর্ত্তী কৌতুক-ব্যঙ্গরসাশ্রিত নাট্যরচয়িতাগণ একখানি সম্পূর্ণ নূতন নাটকের অভ্যুদয়ের জন্য পথ প্রস্তুত করাই আপনাদের কার্য্য ব'লে মেনে নিয়েছিলেন। সেই নূতন নাটক মারিনেটির ভবিষ্যৎবাদী শিষ্যদের মত-রীতি ও প্রবৃত্তির সহিত অতীতের স্মৃতি-মহিমার যোগ-স্থাপনা ক'রবে—এই ছিল তাঁদের সঙ্কল্প। আজকালকার ইউরোপীয় রঙ্গালয়ের যে সকল বৈশিষ্টের বা বিচিত্র লক্ষণের প্রাবল্য দেখা যায়, সে-সকলের মধ্যে যে-নাটক প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে যন্ত্র-বিষয়ক নতুন চিন্তা ও নব-মতাবলম্বীগণের সংঘর্ষ প্রকাশ করে, সেই শ্রেণীর নাটকের বহুল প্রচলন করাই এদের অন্যতম প্রকৃতি। এই নাটকের মূলে আছে সমস্যা—যন্ত্র বিশ্বমানবের উপরে প্রভুত্ব ক'র্‌বে, না—তা'র দাসত্ব স্বীকার ক'রে নেবে; মানবজাতির পক্ষে সংহারকের কার্য্য ক'র্‌বে, না—তা'কে সঞ্জীবিত ক'রে তুল্‌বে! গ্রোটেস্ক্-নাট্যকারগণ মানুষকে ক্রীড়নক বা বিশাল এঞ্জিন-চালিত জগতের চক্র ব'লে অভিহিত ক'রেছেন,—এবং মানুষকে এই রকম ক'রে দেখার প্রবৃত্তি তাঁদের ভিতর বলবতী ছিল, কারণ তাঁরা মানুষকে নানারূপ ব্যঙ্গ ও কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি দিতে কখনও পশ্চাদপদ হ'ন নি। সমালোচক হান্‌টলি কার্‌টার বলেছেন—তা'রা যেন চোখের সাম্‌নে দেখে—আজকালকার মানুষ দিনের পর দিন যন্ত্রের শক্তিতে অভিভূত হ'য়ে যাচ্ছে, এই মানুষ অণুতে অণুতে বিভক্ত হ'য়ে যন্ত্রের জঠরাগ্নির আহুতি স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, অনাগত মানব এর সর্ব্বগ্রাসী রাজ্যের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে, আর যান্ত্রিক আবিষ্কারের ক্রমবর্দ্ধিত উপাদানের মধ্যে ভবিষ্যতের মানুষ আপনার সত্তা হারিয়ে ফেল্‌তে ব'সেছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যদি সশিল্প মারিনেটির প্রতি আমাদের গভীর মনোযোগ দিতে সমর্থ হই—তাহ'লে, আমরা এই আন্দোলনের কেবলমাত্র বাহিরের লক্ষণ দেখ্‌তে পাবো। বাহিরের দৈহিক গতিবেগ আধুনিক-জীবনকে পরিচালিত কিম্বা তা'র রূপান্তর সাধন করে না, কিন্তু আদর্শ গতি-সাধনা অর্থাৎ সূক্ষ্ম-পরিদর্শন বা বিচার—আজ নব-জীবনের নব নব রূপ দেওয়ার ভার গ্রহণ ক'রছে। বাহির মহলের সঙ্গে এর কোনো কার্য্য নেই; এর লেনা-দেনা ভিতর-মহলে।

ভবিষ্যৎবাদিতা বিচারকের ন্যায় তত্ত্বদর্শী, আর্টিষ্টের মানব-জীবন এবং শিল্পের প্রতি এইরূপই তা'র আচরণ; তার আপনার তত্ত্ব সে অতীতের তত্ত্বের সমক্ষে স্পর্দ্ধাভরে তুলে ধ'র্‌তে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

আজ্‌কে সকলই বিশৃঙ্খল; মানুষ আপনার প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাসের পুণ্য বেদী চূর্ণবিচূর্ণ ক'রছে; এখন তা'র মন পরস্পরবিরোধী উত্তেজক মতের অনুকূল কিম্বা প্রতিকূল বাতাসের ঝাপটে অশান্তভাবে কেবল হেল্‌চে-দুল্‌চে। আজকের মানুষ তা'র পিতা কি পিতামহের ন্যায় ধীর প্রশান্তভাবে বিশ্বজগৎকে দেখতে ভুলেচে; পিতৃপিতামহের কাছে ছিল—মনো: দুইটী গতি-ধারা, সরল ও সুন্দর। নবীন-মনের ধারা আজ বাঁধ ভেঙেচে,—তার গতি বহুমুখী।

আধুনিক যুগের নবীন মন যেন অমীমাংসনীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ গোলক-ধাঁধাঁ; অনেক লেখক এই জটিল মনের সূত্র রচনা ক'র্ত্তে প্রচেষ্টা ক'রেছেন—কিন্তু তাঁদের যত্ন বিফল হ'য়েছে। এই দিক দিয়ে পিরাণদেলো অনেকখানি কৃতকার্য্য হ'তে পেরেছেন, এবং তাই ইতালীর সম-ব্রতী যে-কোনো লেখকের চেয়ে পিরাণদেলো প্রশংসার জয়মাল্য পা'বার অধিকারী। পিরাণদেলো এই জটিল-জালের প্রত্যেক সূত্রটী আবিষ্কার ও অনুসন্ধান ক'রে অনেকখানি সফলকাম হ'তে সমর্থ হ'য়েছেন ব'লেই আজ নবীন-জীবনের সমস্যা অভিপ্রাঞ্জল রূপে পরিব্যক্ত ক'র্ত্তে পেরেছেন। তাঁরই প্ররোচনায় গ্রোটেস্ক-রঙ্গালয়ের নব-ভাব-ধারণা ভবিষ্যৎবাদীগণের মত-কল্পনার আবেষ্টনীর গণ্ডী ছাড়িয়ে গেছে,—এবং এই নবীন চিন্তা ও নব-মত-বিধান আপন শক্তি দ্বারা শুধু যে সমগ্র ইউরোপে বিস্তার লাভ ক'রেছে—তা' নয়, সমস্ত রঙ্গালয়-জগতেও আজ তা'র প্রভাব পরিদৃশ্যমান। প্রত্যেক দেশে মধ্যশ্রেণীর সুন্দর-গঠিত অর্দ্ধেক কল্পনা ও অনেক বাস্তব-ভাবনা দ্বারা রচিত নাটকের (play) মৃত্যু আমরা দেখ্‌তে পাই। আর তা'রই সমাধির উপর দেখতে পাই—সূক্ষ্মবিচারী নূতন নাটকের অভ্যুত্থান,—যে-নাটক প্রকাশ ক'র্‌বে অর্ব্বাচীন ক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি।

আজকে জনসাধারণ পিরাণদেলোর মতানুসারী; তাঁদের মন আজ পিরাণদেলো-ময়; সেই জনসাধারণ চায়—আপনার আনন্দ ও প্রীতির জন্য সমস্ত নাটকের মধ্যে আবশ্যক-মত চাবুকের আঘাত থাকবে—যে আঘাত তা'দের অকর্ম্মণ্য পরিশ্রান্ত রুচিকে উত্তেজিত ক'রতে সমর্থ হ'বে। একই জিনিস নিয়ে চর্ব্বিত-চর্ব্বণের যুগ চ'লে গেছে—একই জিনিস উপভোগ ক'রে যে-রুচি নষ্ট হ'য়ে গেছে, সে-রুচি প্রকৃত রুচি নয়, তা'কে অরুচি বলা কোনো দিক দিয়েই ভুল হ'বে না। তাই আজ সম্পূর্ণ নবীন পরিবর্ত্তন জনসাধারণ আকিঞ্চন ক'র্‌চে—যে-পরিবর্ত্তন নতুন জীবনের নতুন আলোর সন্ধান দেবে; আর তারা অতীত প্রথা-রীতির জীর্ণ যুগের দান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না; মন সেই ফলানো-ফসল নিয়ে ভুল্‌তে ইচ্ছা করে না; জনসাধারণ চায়—নবীনের অভ্যুদয় সম্পূর্ণ নবীন মত নবীন রীতি নিয়ে আস্‌বে—নতুন ফসল ফলাবে;—তা'দের রুচি পুনরায় ফিরে আস্‌বে, তখনই নবীন জীবনের নতুন সাড়া পাওয়া যাবে।

পিরাণদেলো জনসাধারণের এই সকল অভিলাষ পূর্ণ ক'র্‌তে পেরেছেন,—তাই আজ তিনি যশস্বী, তাই তিনি নবীন যুগের নব-মতপ্রবর্ত্তক।

"গোল্ড মেডেল"
হারমোনিয়ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাইবেন



অর্ডার সহ দশ টাকা পাঠাইবেন

ষ্টাইল নং ৩—দাম ৪৫৲ টাকা
ষ্টাইল নং ৩এ—,, ৫০৲ টাকা
এত কম দামে এত সুন্দর হারমোনিয়ম এই প্রথম।
ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। ফোন নং—৩৯৫৮

চাদ-তারা মার্কা এলুমিনিয়মের বাসন

পূজাপার্ব্বণ, উপনয়ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যাপারাদিতে ও

নিত্যনৈমিত্তিক প্রত্যেক কার্য্যে সমান উপযোগী।



"চাঁদ তারা"
বিশুদ্ধ

এলুমিনিয়মে প্রস্তুত দেখিতে সুন্দর ব্যবহারে ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না, স্থায়ী ও হাল্কা। ভাঙ্গিবার বা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। উপযোগিতায় অতুলনীয়, অথচ মূল্য সুলভ।

তাই বাঙ্গালার গৃহে গৃহে চাঁদ-তারা এত সমাদর। মা লক্ষ্মীরা আজ চাঁদ-তারার শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

দি ভারত এলুমিনিয়ম ওয়ার্কসে প্রস্তুত

পি, নগিনদাস এণ্ড কোং,-৫৬।১, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭১ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫৭।৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা

শিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু সন্দেশ—আবার খাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সদ্যে তৈরী দই ও রাবড়ি—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজ জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিলে প্রতিদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

মেয়র বলেন "কলিকাতার অদ্বিতীয় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সূটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী, মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

ও স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্রের আয়োজন করিয়াছি। অন্য স্থান হইতে কিনিবার পূর্ব্বে এক বার দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

শ্রীচরণভরসা।

আনন্দ সংবাদ ! আনন্দ সংবাদ !!

বহুদিন পরে স্বর্গীয় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

প্রণীত ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

প্রতাপাদিত্য

কল্যাণী—শ্রীমতী তারাসুন্দরী

অতুলনীয় অভিনেতৃ সমাবেশে মাত্র

দুই রাত্রির জন্য এই আয়োজন !

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি]

শনিবার ১৪ই বৈশাখ, রাত্রি ৭ টায়

রবিবার ১৫ই বৈশাখ ম্যাটিনী ৫ টায়

স্বর্গীয় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

প্রতাপাদিত্য

(নবপর্য্যায়ে মহাসমারোহে ১ম ও ২য় অভিনয়)

হাঁদুবাবু, কার্ত্তিকবাবু, হীরালালবাবু, সুরেনবাবু, প্রভাতবাবু, শরৎবাবু, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক), ভূমেন রায়, (এমেচার), নরেন্দ্রবাবু, যুগলবাবু, সত্যেনবাবু, ধীরেনবাবু, জয়নারায়ণবাবু, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী আঙ্গুরবালা, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, শ্রীমতী শরৎসুন্দরী, শ্রীমতী উষাবতী (পটল), শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ), শ্রীমতী দুনিয়াবালা প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ, কে, মিত্র, বি, এ, প্রোপ্রাইটর

নমো নডনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ১৪ই বৈশাখ, রাত্রি ৭॥০ টায়

পরদিন রবিবার, ম্যাটিনী ৪॥ টায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক

দিগ্বিজয়ী

(মহাসমারোহে ৪১ ও ৪২ অভিনয় রজনী)

নায়কের ভূমিকায় শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

আলি আকবর—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

সালেবেগ—শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী

আমেদ খাঁ—শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী

রেজাকুলী—শ্রীজীতেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

মির্জ্জা মেহেদী—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী
(এমেচার)

সাদৎ আলি—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

জ্যোতিষী—শ্রীপ্রদোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতনারী—শ্রীমতী কঙ্কাবতী

সিরাজী বেগম—শ্রীমতী প্রভা

সিতারা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ৪৪, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কার্ত্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পোষ্টকার্ড

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৫ম বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২০শে বৈশাখ
১৩৩৬



"রজনী চিত্রনাট্যের" জনীর ভূমিকায় শ্রীমতী লীলা দেবী

IMPERIAL LIBRARY

নাট্য-জগৎ

—:০:—

রাধিকানন্দ-সম্প্রদায়ের নূতন নাটক "নিবেদিতা"র অভিনয় দেখলুম। "নিবেদিতা"র তৃতীয় অঙ্ক পর্য্যন্ত লেখকের মুখে শুনে আমরা যথেষ্ট সুখ্যাতি করেছিলুম, "নাচঘরে"র পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। কিন্তু এখন সমগ্র "নিবেদিতা"র সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেখছি, এই নাটকের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বলবার কথা আছে অনেক। পুস্তকাকারে নাটকখানি পেলে ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে তার সমালোচনা করব। আপাততঃ খালি এইটুকুই ব'লে রাখতে চাই যে, নাটকের প্রথমার্দ্ধে গুণ আছে যেমন বেশী, উত্তরার্দ্ধে দোষও আছে তেমনি। কিন্তু লেখকের লিপিকুশলতা অধিকাংশ স্থলেই উপভোগ্য—যদিও কেবল লিপিকুশলতাই কাউকে নাট্যকারে পরিণত করতে পারে না।

*

প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ে "নিবেদিতা"র সমাপ্তি হয়েছে সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী। আমরা এ-রকম খামখেয়াল ঘৃণা করি—কারণ তাতে লেখকের অব্যবস্থিত চিত্ত ও চিন্তাশীলতার অভাব সূচিত হয়। এর পর তৃতীয় অভিনয়েও লেখক যদি দেখেন, তাঁর নাটক জমল না, তাহ'লে তিনি কি আবার নূতন ভাবে নাটকের পরিশিষ্ট-ভাগ রচনা করবেন? আর জনসাধারণ কি ট্যাকের পয়সা ফেলে তাঁর এই নির্ব্বোধ পরীক্ষার ধাক্কা সামলাতে থাকবে রাত্রির পর রাত্রি ধ'রে?

*

গেল হপ্তাতেই মহলা দেখে আমরা আশা প্রকাশ করেছিলুম যে, অভিনয়ের দিক দিয়ে "নিবেদিতা"র উৎরে যাবার সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। আমাদের সে আশা সফল হয়েছে আশাতীতরূপে। অভিনয়ের ভূমিকালিপি এই:—রতিপতি—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রশান্ত—শ্রীসন্তোষকুমার দাস ও দ্বিতীয় রাত্রে শ্রীপশুপতি সামন্ত। বিজয়—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বিশ্বাস। হারাধন—শ্রীপশুপতি সামন্ত। নরেন—শ্রীবীরেশ্বর ঘোষ। হরিপ্রসন্ন—শ্রীবসন্তকুমার গাঙ্গুলী। প্রভুদৎ—শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী। জ্যোতিষী—শ্রীললিতকুমার মিত্র। নবীন দত্ত—শ্রীসন্তোষকুমার বিশ্বাস। হরিয়া—তুলসীচরণ ঘোষ। অক্ষয় ভট্ট ও রামলাল ঠাকুর—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহা। গোপাল—শ্রীনিতাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জনৈক লোক—শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত এম-এ। দ্বারবান—শ্রীঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক। নিবেদিতা—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী। রমা—শ্রীমতী কোহিনূরবালা। কোহিনূর—শ্রীমতী তরুবালা। সুষমা—শ্রীমতী প্রতিভা। পূর্ণিমা—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা।

*

রতিপতির ভূমিকায় রাধিকানন্দের অভিনয় হয়েছে এত সুন্দর ও এমন উচ্চশ্রেণীর যে, বর্ণনায় বুঝানো অসম্ভব। অ্যান্টিগোনাসের পরে এই রতিপতি ছাড়া আর কোন ভূমিকায় দর্শকগণকে তিনি এত বেশী অবাক করতে পারেন নি—এ ভূমিকার সৃষ্টি হয়েছে যেন তাঁর জন্যেই। এবারে আমাদের বক্তব্য বেশী, কিন্তু স্থান অল্প; তাই তাঁর অভিনয়ের বিশদ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হ'ল না। তবু একথা বলতে পারি যে, রতিপতির ভূমিকায় রাধিকানন্দের অভিনয় বাংলা রঙ্গালয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

*

এবং তেমনি চমৎকার হয়েছে শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীর "নিবেদিতা"। শ্রীমতী সুশীলা যে কত বড় অভিনেত্রী এবং তাঁর নাটনিপুণতা যে কতটা বিচিত্র, এই "নিবেদিতা"র ভূমিকায় তাঁকে না দেখলে তা বোঝা যাবে না। আমরা অকারণে উচ্ছ্বসিত ভাষায় কারুকে প্রশংসা করি না, কিন্তু সত্য বলছি, শ্রীমতী সুশীলা নানা ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের হৃদয়কে মোহিত ক'রে দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ ও শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীর অনুপম অভিনয়ই "নিবেদিতা"র প্রায় বারো আনা অংশ অধিকার ক'রে আছে; সুতরাং দর্শকরা ধারাবাহিক ভাবে আনন্দের আস্বাদ লাভ করতে পারবেন। সুশীলাসুন্দরী দুটি গানও গেয়েছেন। গানেও তাঁর শক্তির মিষ্ট পরিচয় পেয়ে শ্রোতারা তুষ্ট হবেন নিশ্চয়ই।

*

সম্প্রদায়ের অন্যান্য নবীন নট ও নটীর দলও এত ভালো অভিনয় করেছেন যে, আলাদা আলাদা ক'রে অধিকাংশেরই নাম করবার উপায় নেই। অভিনয়ের মূল 'হার্মনি'টুকু প্রত্যেকের এমন ভাবে বজায় রাখবার ক্ষমতা সাধারণ রঙ্গালয়ে আজকাল প্রায়ই দেখা যায় না। এথেকে রাধিকানন্দের শিক্ষা দানের এবং এই নূতন নট-নটীদের শিক্ষা গ্রহণ করবার শক্তির অপূর্ব্ব পরিচয় পেয়ে খুসি হলুম। সম্প্রদায়ের অভিনেতৃগণ ভবিষ্যতে পাদপ্রদীপের সুমুখ থেকে যদি অদৃশ্য না হন, তাহ'লে নিশ্চয়ই স্থায়ী যশ অর্জ্জন করবেন। প্রফুল্লবাবুর (বিজয়) ও ললিতবাবুর (জ্যোতিষী) মতন অভিনেতা যে-কোন প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়কে অলঙ্কৃত করতে পারেন। প্রথমোক্তের বিজয়ের ভূমিকাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। জ্যোতিষীর ভূমিকার অভিনয়ও ঘন ঘন হাস্যের তরঙ্গ তুলেছে। এবং এইসঙ্গেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হারাধন, হরিপ্রসন্ন, প্রভুদৎ, নরেন ও রমার ভূমিকা। এমন কি, নবীন দত্ত ও অক্ষয় ভট্ট প্রভৃতির মতন ছোট ছোট ভূমিকাও অভিনয়ের দিক দিয়ে সফল হয়ে উঠেছে। কোহিনূরের অভিনয় মন্দ হয় নি এবং প্রথম রাত্রের চেয়ে দ্বিতীয় রাত্রে তাঁর গানও ভালো হয়েছিল, কিন্তু তাঁর গান অধিকতর উন্নতির অপেক্ষা রাখে। অবশ্য কোহিনূরের গানের গলা মিষ্ট, উচ্চ ও রঙ্গালয়ের উপযোগী বটে। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর মুখে বেশ একটি সহজ হাসির রং ফুটে ওঠা উচিত। সুষমা ও পূর্ণিমা চলনসৈ। গানের সঙ্গের ভাবভঙ্গি ছন্দসুন্দর ও লীলামধুর হয় নি।

*

"নিবেদিতা"র দ্বিতীয় অভিনয়-রাত্রে প্রেক্ষাগৃহের বিপুল জনতা দেখে মনে হচ্ছে, বইখানি কিছুদিন চলবে। আসছে মঙ্গলবার "নিবেদিতা"র তৃতীয় অভিনয়। "নিবেদিতা" প্রত্যেক নাট্যরসিকেরই দেখা উচিত। আমরা অভয় দিচ্ছি, অভিনয় কাউকে হতাশ করবে না।

*

শনিবারে এম্পায়ারে "ভৈরবের বলি" দেখে এসেছি। "ভৈরবের বলি" হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত নাটক "রাজা ও রাণী"র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কিন্তু পরিবর্জ্জনের ফলে নাটক উন্নত হয় নি, বরং দরিদ্র ও দুর্ব্বোধ হয়ে পড়েছে। অভিনেতৃগণের ভিতরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বিক্রমদেব), শ্রীযুক্ত কুণাল চন্দ্র সেন (দেবদত্ত), শ্রীযুক্ত অজিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কুমার), শ্রীযুক্ত কনকেন্দ্র নাথ ঠাকুর (শঙ্কর), শ্রীযুক্ত প্রীতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এস, এন, হালদার, শ্রীযুক্ত ডি ঘোষ, শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী দেবী (সুমিত্রা), শ্রীমতী সেন-জায়া (নারায়ণী), কুমারী চৌধুরী, কুমারী চিত্রা দেবী প্রভৃতি অনেককেই দেখা গেল।

*

আমাদের সব-চেয়ে ভালো লাগল কুণালবাবুর "দেবদত্তে"র অভিনয়—গম্ভীর কণ্ঠস্বরে, ভাবে ও ভঙ্গিতে দেবদত্তের ভূমিকাটি হয়েছে পরম উপভোগ্য। আলিবাবার দস্যু সর্দ্দারের ভূমিকায় কুণালবাবুকে দেখে আমরা এতটা খুসি হ'তে পারি নি। এবারে তিনি আমাদের বিস্মিত করেছেন। তারপরেই নাম করতে পারি ছোট ছোট ভূমিকায় শ্রীযুক্ত এস, এন, হালদার ও শ্রীযুক্ত ডি

বোধের। এঁরাও অল্পের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ বিতরণ করেছেন। মন্ত্রীর ভূমিকাও মন্দ লাগল না এবং "কুমার সেনে"র ভূমিকায় আবৃত্তির অংশ চলনসৈ। "নারায়ণী" ভালো অভিনয় করেছেন, "ইলা"র সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। "সুমিত্রা"ও নিন্দাযোগ্য অভিনয় করেন নি। ইলার সখীদের গান ও ভাবভঙ্গি কাণ ও চোখের তৃপ্তিকর হয়েছে—বিশেষরূপে উল্লেখ্য, কুমারী চিত্রা দেবীর ভাবের অভিব্যক্তি।

*

সব-চেয়ে ভালো লাগল দৃশ্যপটের পরিকল্পনা—যার সর্ব্বত্রই প্রথমশ্রেণীর আর্টিষ্টের হাতের ছাপ আছে; কোথাও অনাবশ্যক বাহুল্য বা জাঁকজমক নেই, বর্ণের প্রলাপ নেই, অভিনয়কে বাধা দেবার উপাদান নেই—অথচ নয়ন-মনকে আকর্ষণ করে এবং সরলতার ভিতর দিয়ে মোহনীয় শ্রী ফুটিয়ে তোলে। সখীদের সাজপোষাকের রুচিপূর্ণ বর্ণবৈচিত্র্য আমাদের পুলকিত করেছে এবং যথাবিন্যস্ত হ'লে নানা রঙের বাহার যে কতখানি মধুর হ'তে পারে তারও প্রমাণ দিয়েছে। সাধারণ রঙ্গালয়ের জরি-মুক্তা-বসানো দামী দামী পোষাকের চেয়ে এদের উপযোগিতা ঢের বেশী।

*

এম্পায়ার থেকে একেবারে এসে উঠলুম মিনার্ভায়—"প্রতাপাদিত্যে"র পুনরভিনয় দেখবার জন্যে। এখানকার প্রধান আকর্ষণ ছিল, বহুকাল পরে কল্যাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী তারাসুন্দরীর রঙ্গাবতরণ। প্রায় বিশ কি একুশ বৎসর আগে কোহিনূর থিয়েটারে এই ভূমিকায় শ্রীমতী তারাসুন্দরীর অভিনয়ের ছবি আমাদের মানস-পটে এখনো জল-জল করছে। তাঁর এই প্রাচীন বয়সের অভিনয়ও তার চেয়ে বেশী উজ্জ্বল না হ'লেও ম্লান হয় নি। কেবল তাঁর কণ্ঠস্বরে একটুখানি শক্তির অভাব অনুভব করলুম। অবশ্য বয়সের ধর্ম্মের জন্যে তাঁকে দায়ী করা যায় না। বাংলা রঙ্গালয়ে আজও তাঁর তুলনা তিনিই এবং তাঁকে যখন এখনো আমরা ছাড়তে পারি না, তখন এটুকু ত্রুটি আমাদের না ধরাই উচিত।

*

পুরুষ-ভূমিকাগুলির মধ্যে সব-চেয়ে উপভোগ্য হয়েছে রঙা ও ভবানন্দের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত ভূমেন রায় ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল বা হাঁদুবাবুর অভিনয়। রঙার ভূমিকায় শ্রীমান ভূমেনের উপরে এখন আর কেউ বোধ হয় টেক্কা মারতে পারবেন না। তাঁর নাট্যমন্দিরের রঙাকে কিছুকাল আগেই আমরা মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করেছি, সুতরাং এবারে আর বিশেষ আলোচনার দরকার নেই। তবে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। মিনার্ভায় রঙার ভূমিকাভিনয়ে তিনি আর একটি নূতন দৃশ্য যোগ করেছেন। হাঁদুবাবুর ভবানন্দের ভূমিকাও অননুকরণীয় এবং নিজের ক্ষেত্রে হাঁদুবাবু যে আজও অতুলনীয়, তারই জলন্ত দৃষ্টান্ত দেন।

*

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "প্রতাপাদিত্য" অভিনয়-হিসাবে প্রায় নিখুঁৎ ও সুন্দর হয়েছে। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি যদি এখন থেকেই সাবধান না হন, তাহলে যশের সোপানে তিনি আর বেশী-উঁচুতে উঠতে পারবেন ব'লে মনে হচ্ছে না। দেখছি আজকাল একাধিক ভূমিকায় তাঁর ভাবভঙ্গি ও আবৃত্তি-কৌশল প্রায় একরকম হয়ে পড়ছে। এর পরিবর্ত্তন দরকার। আমরা তাঁর শুভানুধ্যায়ী ব'লেই সময় থাকতে এদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। প্রত্যেক ভূমিকায় সম্পূর্ণ নূতন ছবি আঁকবার চেষ্টা করা উচিত। শঙ্করের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহের অভিনয় হয়েছে সংযত, স্বাভাবিক ও উচ্চশ্রেণীর। এই ভূমিকাটি তাঁর যশের মালায় আর-একটি নূতন ফুল যোগ ক'রে দিলে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়ের "বিক্রমাদিত্য"ও আমাদের বেশ লেগেছে। কার্ত্তিকবাবুর "বসন্ত রায়" চলনসৈ। চণ্ডীচরণের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র পাত্র আবৃত্তি-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। "গোবিন্দদাস" রূপে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে যে গানগুলি গেয়েছেন সঙ্গীতবিজ্ঞান অনুসারে তা নির্দ্দোষ হয়েছে বটে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপরে তেমন মিষ্টি লাগল না। কেন এমন হ'ল? তবে কৃষ্ণবাবুর অভিনয়ের অংশ ভালোই হয়েছে। বিজয়ার ভূমিকায় শ্রীমতী আঙুরবালার গান মধুর লাগল ও তাঁর অভিনয়ও মন্দ নয়। শ্রীমতী উষার "কাত্যায়নী" ও শ্রীমতী নগেন্দ্রবালার জনৈক স্ত্রীলোকের ভূমিকাও উপভোগ্য।

*

যাঁরা পুরাতন নাটকের কাট-ছাঁট দেখতে ভালোবাসেন না, মিনার্ভার "প্রতাপাদিত্য" তাঁদের আনন্দ দেবে। মোটের উপর "প্রতাপাদিত্যে"র এই পুনরভিনয় এতটা উল্লেখযোগ্য হয়েছে যে, আপাততঃ কয়েক রাত্রের জন্যে তা অন্যান্য রঙ্গালয়ের নূতন নাটকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অনায়াসেই সফলতা অর্জ্জন করবে।

*

গেল রবিবারে মনোমোহনে "কর্ম্মবীর"ও দেখেছি। স্থানাভাবের জন্যে এ হপ্তায় তার সমালোচনা করা হ'ল না। তবে মোটামুটি ভাবে এটুকু জানিয়ে রাখতে চাই যে, নাটক ও তার অভিনয় দুইই আমাদের ভালো লেগেছে। বিস্তৃত পরিচয় আগামী বারে প্রকাশ্য।

*

আজকে নাট্যমন্দিরে আলমগীর ও বিবাহ-বিভ্রাটের অভিনয় হবে; এবং তার সঙ্গে থাকবে শ্রীমতী কঙ্কাবতীর অমৃত-কণ্ঠের সঙ্গীত। কলিকাতার নাট্যামোদীদের পক্ষে আজকের অভিনয়ের একটা বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে যে, এই প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে শিশিরকুমার হাস্য-রস-প্রধান ভূমিকায় অবতরণ করছেন। বিবাহ-বিভ্রাটে মিঃ সিংএর ভূমিকায় আজকে শিশিরকুমার কমিক ভূমিকায় নামচেন। বিলাসিনী কারফরমার ভূমিকায় নামচেন শ্রীমতী কঙ্কাবতী। শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর ঝির ভূমিকায় অভিনয় যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বহুদিন পরে আবার তাঁকে সেই ভূমিকায় দেখে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন।

রক্ত পরিষ্কার করে

সুরবালী কবিরাজ।

খাইতে কোনও হাঙ্গামা নাই

সি,কে,সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কল বৃদ্ধ করে

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক

গার্হস্থ্য ঔষধাবলী

পকেট মূল্য

মাত্র ৭টী ঔষধ

বিনা মূল্যে চিকিৎসা পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ফার্ষ্ট ফ্লোর, কলিকাতা।

মণিলাল

(সাহিত্য পরিষদের শোকসভায় গীত ও শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত)

মাথার মণি, বুকের মণি, মনোপুরীর মনোহারী!
শূন্য মনের মণি-কোটায় কী হাহাকার শূন্যতারি!

*

হায়, 'ভারতী'র কুঞ্জঘরে ঝরা-ফুলের পুঞ্জ ভরে,
মণিহারা মণিবেদী ভিজিয়ে ঝরে অশ্রুবারি।

*

রূপভুবনের হে রূপকুশল!
চিত্তে রূপের নৃত্য দেখে,
চন্দ্রাবলীর ছন্দ ধ'রে
লেখার রেখায় রাখ্‌লে এঁকে।

*

শিল্পবেদের গল্পগানে রইবে বেঁচে দেশের প্রাণে,
মণির স্বপন দেখবে সবাই হ'লেও তুমি গোপনচারী।

চিত্রনাটের রূপকথা

—:০:—

পার্লে 'যুগ্ম রক্ত গোলাপ' (Two Red Roses) দেখ্‌লুম। একমাত্র শ্রীমতী লিয়্যানি হাইডের সু-অভিনয়-গুণে এই ছবিখানি দ্রষ্টব্য হোলেও এতে মনের খোরাক অনেক আছে। সাধারণ দর্শকদের কাছে এ ছবিটি প্রিয় না হবারই কথা। কারণ নাট্যে বা অভিনয়ে যা ব্যক্ত হোয়েছে তার চেয়ে গভীরতর বিষয় ওরই আভাসে জাগে মরমের অন্তস্থলে। ওর ideaটির পিছনে যে ভাব আছে তা যাঁরা ধর্‌তে ও উপলব্ধি কোর্‌তে পার্‌বেন তাঁরা এই চিত্রনাট্যটিকে উপেক্ষা কোর্‌বেন না।

*

'ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে'র মত কাগজেও দু জায়গায় এই ছবিটির দুটি বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে শ্রীমতী লিয়ানি হাইডের নাম 'লিলিয়ানে' পরিবর্ত্তিত হোয়েছে। অনেকদিন আগে 'সরেল এণ্ড সান্' নামক চিত্রনাট্য সম্বন্ধে মন্তব্য ক'র্‌তে গিয়ে শ্রীযুক্ত নিল্‌স্ এ্যাস্‌থারের নাম 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' কোরেছিলেন 'নিল্‌স্ আর্থার।' 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে'র নাটক ও চলচ্ছবির সমালোচক মহাশয়ের পক্ষে এ ত্রুটি অমার্জ্জনীয়।

*

"ভালো হও, নারী' (Lady be good) গ্লোবে দেখানো হোলো। বেশ মজার ছবি, সু-অভিনীত। শ্রীমতী ডোরোথি ম্যাকেল ও শ্রীযুক্ত জ্যাক্ মাল্‌হল্ একসঙ্গে অনেক রঙ্গ-চিত্রনাট্যে নেমেছেন। তাঁরা কোনোটাতেই তাঁদের কলানৈপুণ্যের যশ ক্ষুণ্ণ করেন্‌নি। 'জোড়া বিছানা' (Twin Beds) নামে একখানি ছবি তৈরী হোচ্ছে। তাতেও এঁরা দুজনেই নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা নেবেন। এঁদের এই নিরবচ্ছিন্ন অভিনয়-সাহচর্য্য দেখে প্রজাপতির দুতরা চাঞ্চল্য প্রকাশ কোর্‌ছেন।

*

এবারকার সবচেয়ে ভালো ছবি, পিক্‌চার প্যালেসের 'তরুণী-তরুণী।'

*

ছবিটি আংশিক স-স্বর, কিন্তু এইরকম স-স্বর ছবি হোলে, বো: এই জাতীয় ছবির উপর ভক্তিশ্রদ্ধা লোপ পায় না। নায়িকা ও নায়কের অংশে এতে আছেন শ্রীমতী স্যালি ও'নীল ও শ্রীযুক্ত ম্যালকম্ ম্যাক্‌গ্রেগর এবং অন্য প্রধান ভূমিকায় আবির্ভূত হোয়েছেন শ্রীযুক্ত জঁা হার্সোল্ট। আগাগোড়া তিনজনেই সুন্দর অভিনয় কোরেছেন—বিশেষতঃ শ্রীমতী স্যালি ও'নীলের অভিনয় দেখার জন্য, এই ছবিটি রসিকদের দ্রষ্টব্য।

*

'বিয়ে-ঘোচা বাপ-মার ছেলেমেয়ে' (Children of Divorce) দেখানো হোয়েছে প্যালেস্ অফ্ ভ্যারায়েটিজে। চার জন বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম এতে আছে—ক্লারা বো, এস্‌থার র‍্যাল্‌ষ্টন্, গ্যারি কুপার ও নর্ম্যান ট্রেভর। প্রধানতঃ শ্রীমতী ক্লারা বো-ই এই ছিত্রনাট্যের অধিকাংশ জুড়ে আছেন। তাঁর অভিনয় আদ্যোপান্ত উপভোগ্য। চিত্রনাট্যখানির উপাখ্যান-ভাগের পরিচয়-লিপিগুলিতে ভাববার মতো অনেক সমস্যার কথা আছে।

*

'উচ্ছৃঙ্খল দল' (The Wild Party) নাম দিয়ে শ্রীমতী ক্লারা বো-কে নায়িকা কোরে একখানি নোতুন ছবি আছে। এতে শ্রীমতী বো-র সঙ্গে শ্রীমতী এ্যাড্রিয়েন ডোরে নাম্নী একজন মেয়ে অভিনয় কোর্‌বেন। ইনি এর আগে আর কখনো অভিনয় করেন নি। ইনি একটি প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান পেয়ে এই ছবির জন্য নির্ব্বাচিত হোয়েছেন। সে প্রতিযোগিতাটি ছিল আদর্শ দেহ-বিশিষ্টা নারী বাছাই কর্‌বার। বিচারকরা আদর্শ নারী-দেহের এই রকম মাপ দিয়েছিলেন :—

		ফুট	ইঞ্চি	
দৈর্ঘ্য	...	৫	৩½	
ওজন	...	...	... ৬	১ মণ ১৯ সের
গলা	...	...	১২·৬	
বুক (স্বাভাবিক)	...	...	৩৩·১	
ঐ (ফোলালে)	...	...	৩৫·২	
কোমর	...	...	২৬·২	
পাছা	...	...	৩৫·২	
রাং	...	...	২১·৬	
পায়ের ডিম	...	...	১৩	
পায়ের গাঁট	...	...	৭·৭	

—গি—



অডিকলোন ৯৯

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করে, মন প্রফুল্লিত রাখে, দূষিত জীবাণু নষ্ট করে, উৎসবে, বিলাসে, রোগে সমভাবে ব্যবহার্য্য।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ষ্ট্যানিস্‌লাভ্‌স্কি ও মস্কো আর্ট থিয়েটার

(শ্রীভারতকুমার বসু)

মস্কো আর্ট-থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা কন্‌স্‌ট্যান্‌টাইন্ ষ্ট্যানিস্‌লাভ্‌স্কির আসল নাম হচ্ছে Alexeieff, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মস্কো-নগরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এঁর বাবা ছিলেন একজন সঙ্গতিসম্পন্ন রুষ-বণিক। এবং এঁর মা ছিলেন ফরাসী মেয়ে। অভিনেত্রী-হিসাবে তাঁর নাম ছিল খুব। ষ্ট্যানিস্‌লাভ্‌স্কির মাতামহীও থিয়েটারের লোক ছিলেন। রঙ্গালয়ের প্রতি এই অনুরাগ শেষে ষ্ট্যানিস্‌লাভ্‌স্কিও পান। তিনি যখন স্কুলের ছাত্র ছিলেন, তখন থেকেই তাঁর ছুটীর সময়টা এবং হাত-খরচার টাকা থিয়েটারের জন্যেই নিঃশেষিত হ'তো। শেষে, অনেক বছর পরে তিনি কতকগুলি চতুর যুবক নিয়ে এক সখের দল গ'ড়ে অভিনয় ক'রতে লাগলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নাট্যকার—Danshenkoর সঙ্গে পরিচিত হন। এঁকে নিয়েই তিনি একটী স্বাধীন রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা ক'রতে সঙ্কল্প করেন। সেই রঙ্গালয়েরই নাম আজ "মস্কো আর্ট থিয়েটার"। এই থিয়েটারই এখন রুশিয়ার সমস্ত রঙ্গালয়ের আদর্শ-স্বরূপ। এখানকার নাটক ও অভিনয়ের মধ্যে বাস্তবতা ও সত্য ফোটাবারই চেষ্টা চ'লেছিল। এবং এখানকার অভিনেতাদের মধ্যে এমন একটী সুদৃঢ় শৃঙ্খলা স্থাপিত হ'য়েছিল, যাতে অভিনেতাদের ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব একেবারে গুরুতর ভাবেই বিলুপ্ত হ'য়েছিল, শুধু এই উদ্দেশ্যেই যে, প্রত্যেক অভিনেতাই সামান্য একটু বচন এমনভাবে ব'লবে, যাতে তার সঙ্গে সমস্ত অভিনেয় ব্যাপারটিরই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকবে!···এই সমস্ত অভিনয়ের মধ্যে বাস্তবতা এমনভাবে ফুটে উঠতো যে, দর্শকরা একেবারেই ভুলে যেতো, তারা রঙ্গালয়ে এসেছে, এবং ভাবতো যে, তারা যেন সত্যিকার ঘটনাই দেখছে!···

"নাচঘরে"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও
চিঠিপত্র পাঠাবার ঠিকানা :—
২১, পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন, কলিকাতা।

অনেক তুচ্ছ ব্যাপারের বিরুদ্ধে ষ্ট্যানিস্‌লাভ্‌স্কিকে কঠিন যুদ্ধ ক'রতে হ'য়েছে। এবং অনেক বছর ধ'রেই তিনি তাঁর এই সাহসিকতা নিজেরই পকেটের অর্থের দ্বারা বজায় রেখেছিলেন। এবং তা যে রাখতে পেরেছিলেন, তার প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থোপার্জ্জনের জন্য তাঁর আর্থিক অন্য উপায় ছিল। তাঁর থিয়েটার কেবল যে রুশিয়ারই আদর্শ হ'য়েছিলো, তা নয়। জার্ম্মাণী ও যুক্ত-প্রদেশেরও! ভাবের অভিব্যক্তি দেখানো ও কৃষ্ণ পর্দ্দার ব্যবহার—ইত্যাদি ব্যাপারের সবগুলি নিয়মই তিনি কার্য্যতঃ পালন ক'রেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টায় তিনি যা পেয়েছিলেন,—যশের শিখরে উঠেও তিনি তাতে কখনো সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি। কাজেই, যখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'লেন যে, তাঁর কাজের মধ্যে এখনো আকাঙ্ক্ষিত অনেক-কিছুই বাকি প'ড়ে আছে, তখন তিনি তাঁর কার্য্য-পদ্ধতির খোরাক জোগাবার জন্য ফিন্‌ল্যাণ্ডে কিছুদিন এসে বাস ক'রতে লাগলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত নিয়মানুযায়ী, সচেতনতার ভিতর দিয়ে অতি সচেতনতার ভিত্তির উপর স্থাপিত "creativeness" সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্যে তাঁর বিখ্যাত পদ্ধতিটি তৈরি করলেন। এক বৎসরের জন্য তিনি গর্ডন ক্রেগকে তাঁর প্রয়োজক-রূপে নিযুক্ত করেন। তার ফলে, তাঁর থিয়েটারে "হ্যাম্‌লেটে"র যে চমৎকার রূপ ফুটেছিল, তা অপূর্ব্ব! কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন যে, গর্ডন ক্রেগ ও অন্যান্যরা অভিনেতৃদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান। তখন তিনি বাস্তবতাকে পরিত্যাগ ক'রলেন এবং অভিনেতাদের অধিকতর স্বাধীনতা দিলেন। তারপর তিনি স্বাতন্ত্র্য ও মনস্তত্ত্বের দিকে বেশী মনোযোগী হ'লেন।

মস্কো আর্ট থিয়েটারে সকলের চেয়ে বেশী সাফল্য এসেছিল শেখভের বই অভিনয় ক'রে। বিশেষভাবে The Three Sisters এবং Uncle Vanya নামক দুইখানি নাটক অভিনীত হবার সময় অভিনয়ের মধ্যে যে-একতা এবং প্রগাঢ়ত্ব এসেছিল, ষ্ট্যানিস্‌লাভস্কির যুগের পূর্ব্বে আর কখনো তা আসেনি। অনেক বিদেশী নাটকও তখন অভিনীত হ'তো। সে সবের নাট্যকারদের মধ্যে সেক্সপীয়ার, ইবসেন, হাউপট্‌ম্যান এবং মেটার-লিঙ্কের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিগত মহাযুদ্ধের পর রুষ-রঙ্গালয়ের উন্নতি-সাধনের জন্য নূতন পরিকল্পনা নিয়ে পাদপ্রদীপের সামনে Tairoff এসে উপস্থিত হ'লেন। রুষ-রঙ্গালয়কে স্বাধীনতা দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর আওতায় ষ্ট্যানিস্‌লাভস্কি ও তাঁর থিয়েটার কতক পরিমাণে পিছিয়ে হ'টে গেল। কিন্তু ষ্ট্যানিসলাভস্কির শিক্ষার সেই সনাতনত্ব আজও রুশিয়ায় আগেকার মতই অম্লান হ'য়ে আছে। রঙ্গালয়ের একনিষ্ঠ ভক্ত হিসাবে ষ্ট্যানিস্‌লাভস্কির স্থান যে কত উর্দ্ধে, তা তাঁর লেখা "My Life in Art" নামক পুস্তক প'ড়লেই বুঝতে পারা যাবে।

ফোন নং—ব, বি, ২৬০৮
ফ্রেণ্ডস সোসাইটির
সকল রকম সুতী ও রেশমী কাপড়
ও জামা খরিদ করিবার পুর্ব্বে—
দর ও জিনিষ দেখতে ভুলিবেন না
(একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীফণীভূষণ মিত্র
আশুতোষ বিল্ডিং
ও
৫৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
গোলদীঘির পশ্চিম,

আলমগীর ও বঙ্গের দুইজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা

—:*:—

(শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়)

নাট্যকার এবং নাটকোক্ত চরিত্রের গৌরব তখনই বৃদ্ধি পায়, যখন বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ কলাবিদ তাকে নূতন নূতন মূর্ত্তিতে উজ্জীবিত কার তোলেন। একজন মানুষকে সবাই যেমন এক দৃষ্টি দিয়ে দেখে না, নাটকের চরিত্র-বিশেষকেও যে সবাই একই দৃষ্টি দিয়ে দেখবে—তারও কোনো মানে নেই। বস্তুতঃ; এই বিভিন্ন প্রকারের রূপসৃষ্টির মধ্যে যেমন চরিত্রের নূতন নূতন দিক্ উদ্ঘাটিত হয়, ঠিক তেমনি পরিচয় মেলে বিভিন্ন অভিনেতার ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি-ধারার। শাইলকের বিভিন্ন রূপ-কল্পনা শুধু শেক্স্পীয়ারের গৌরব বৃদ্ধি করেনি, সঙ্গে সঙ্গে, কীন থেকে ম্যাথিসন ল্যাঙেরও গৌরব বাড়িয়ে তুলেচে। চাণক্যের বিভিন্ন পরিকল্পনা একা দ্বিজেন্দ্রলালেরই গর্ব্বের কথা নয়, সুরেন্দ্রনাথ থেকে শিশিকুমার, নরেশচন্দ্র, অহীন্দ্রচৌধুরী, তিনকড়িচক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত সকলকার কিছু কিছু বৈশিষ্টের পরিচয়ও তার মধ্য দিয়ে আমরা পাই। এঁরা এত প্রকারে এর রূপ দিয়েচেন যে দ্বিজেন্দ্রলালের লেখার মূল্য তাতে অনেক-গুণ বেড়ে গেছে। বস্তুতঃ হেজলিটের মতন পাঠক ও আরডিং-ম্যাক্রেডি-টেরীর মতন অভিনেতা না জন্মালে সেক্সপীয়ারের অনেক মাধুর্য্যই যেমন আমাদের অনাস্বাদিত থেকে যেত, গেটে ও রবীন্দ্রনাথের মত রসপূজারী সমালোচক না এলে যেমন কালিদাসের শকুন্তলা ও মেঘদূতের অনেক সৌন্দর্য্য আমাদের উপলব্ধির বাইরে থেকে যেত, ঠিক তেমনি সূক্ষ্মদর্শী একাধিক নট না জন্মালে চাণক্য এতটা জনপ্রিয় হ'ত কিনা সন্দেহ! ঠিক এই কথাই আমার মনে হয়েচে, আলমগীরের ভূমিকায় বঙ্গের দুই শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষের অভিনয় দেখে। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ও অহীন্দ্রচৌধুরীর ব্যক্তিগত সৌহার্দ্দ্য বা বিরাগ কতদূর বা কেমন—তা জানবার প্রয়োজন সমালোচকের নেই; আর, এই একই ভূমিকায় অভিনয় ক'রে তাঁরা যে পরস্পরের সঙ্গে শুধু প্রতিযোগিতায় নেমেচেন, তাও মনে করবার কোনো কারণ নেই। এ জিনিষটাকে সম্পূর্ণ আর এক দিক থেকে দেখা যেতে পারে।

আমি এই অপরিসর স্থানের মধ্যে তুলনায় সমালোচনায় করব না, শুধু দুইজনের অনুসৃত দুইটি ধারার একটু নির্দ্দেশ দেব। শিশিরকুমার ও অহীন্দ্রচৌধুরীর আলমগীরের প্রথম পার্থক্য চোখে পড়ে, মেক্-আপ, বা প্রসাধনে। অহীন্দ্রচৌধুরীর আলমগীর শিশিরকুমারের আলমগীরের চেয়ে একটু বেশী বুড়ো; পোষাক-পরিচ্ছদেও একেবারে ফকীর বললেই চলে—কিন্তু শিশিরকুমারের আলমগীর ঠিক তা নয়। বাইরের এই বিভিন্নতার কথা ছেড়ে—ভিতরের দিকে অগ্রসর হওয়া যাক।

শিশিরকুমারের আলমগীরের মধ্যে একটি অস্থিরতা আছে—বাক্যে, চোখ-মুখে এবং ভঙ্গীমায়। অহীন্দ্রচৌধুরীর আলমগীর তার উল্টো,—একেবারে স্থির সমুদ্রের মত;—ভিতরের যা চাঞ্চল্য তা অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েচে কম। তাঁর আলমগীর শুধু একটি জায়গায় আত্মবিস্মৃত হয়েচে, উদিপুরীর সামনে নকলটাকে হত্যা করবার দৃশ্যে; এই আলমগীরের বাক্যে, ভঙ্গীমায় এমন একটি কঠিন সংযম আছে—যা শুধু একমাত্র উদিপুরীই ভেদ করতে পারবে, আর কেউ না। পক্ষান্তরে শিশিরকুমারের আলমগীর সকলকে হাসিতে, কথায় পরিতুষ্ট করেচে, অথচ নিজেকে তাদের কাছ থেকে দূর ক'রে রেখেছে—এক উদীপুরী ছাড়া। অহীন্দ্রচৌধুরীর প্রায়-স্থবির আলমগীরের মধ্যে একটি মহিমান্বিত মর্য্যাদা আছে,—সে যেন দূর পর্ব্বত-শিখরের উপর দাঁড়িয়ে নিজের উপত্যকার দিকে চেয়ে আছে; অপরপক্ষে শিশিরকুমারের আলমগীর সকলের মধ্যে নেমে এসেও—দর্শক হিসাবেই দাঁড়িয়ে আছে। আলমগীরের যে আন্তরিক চাঞ্চল্য শিশিরকুমার তা' তাঁর বচন ও ভঙ্গীমার মধ্য দিয়ে ফুটোতে চেয়েচেন, অহীন্দ্রবাবু ঠিক সেই জিনিষটাকেই চোখের দৃষ্টি এবং দুই-একটি ইঙ্গিতের দ্বারা নির্দ্দেশ করেচেন। অহীন্দ্রবাবুর আলমগীর অশেষ প্রকার মর্য্যাদাশালী, শিশিরকুমারের আলমগীর অশেষ প্রকার পরিহাসরসিক। এর কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, সে কথা নিয়ে আলোচনা করব না; কারণ যাঁর যেটা ভাল লাগে তিনি সেইটাকেই ভাল বলবেন। ভাল-লাগার মাপ-কাটি নেই। শুধু একটি কথা বলতে চাই, এই খাড়া উল্টো দিক দিয়ে যেতে যেতে, দুই আলমগীরই কিছু কিছু দোষ ক'রে ফেলেচে। অহীন্দ্রবাবু তাঁর আলমগীরকে যেমন অতিরিক্ত মহিমান্বিত ক'রে তুলেচেন, ঠিক সেই অনুপাতে তাকে মানুষ ক'রে তুলতে পারেননি; শিশিরকুমার তাঁর আলমগীরকে যেমন অসাধারণ রকমের মিশুক করেচেন, ঠিক সেই পরিমাণে তাকে 'বাদসাহ' ক'রে তুলতে পারেন নি। সে আলমগীরকে অনেক সময়—কেন, অধিকাংশ সময়ই তার উচিত মর্য্যাদা বোধের অনেক নীচে নামিয়ে এনেচেন, অনেক জায়গায় দর্শককে হাসাবার চেষ্টাও যে দেখা যায়নি, এমনও নয়; অহীন্দ্রবাবু আলমগীরকে বাদসাহী মর্য্যাদার মধ্যে এমনি কঠিনভাবে ঘিরে রেখেচেন,—যেখান থেকে সে বেচারা উদীপুরীর সঙ্গেও হেসে কথা বলতে ভুলে গেছে!

এই পার্থক্যের কথা ছেড়ে দিলেও, একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে, যিনি আলমগীর দেখবেন, তাঁকে বঙ্গরঙ্গালয়ের এই দুই শ্রেষ্ঠ নটের অভিনয়ই দেখতে হ'বে, নইলে আলমগীর দেখা তাঁর অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আলমগীরের যা মূল কথা বা প্রাণবস্তু—অর্থাৎ ধর্ম্মোন্মত্ততা ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার মনুষ্যত্বের বিরোধ,—তা দুইজনেই সমান দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেচেন। এই দুই আলমগীরের পরিকল্পনা দেখে আমি ঠিক করতে পারিনি,—কোন্‌টা বড়। কেউ যদি আমার প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে দেন, তাঁর জন্যে আমার ধন্যবাদ সঞ্চিত রইল।

(সম্পাদকীয় মন্তব্য:—শিশিরকুমার "আলমগীরে"র বাদসাহী মর্য্যাদা কোন্ কোন্ স্থানে খাটো করেছেন, লেখক তার কোন দৃষ্টান্ত দেন নি। শিশিরকুমারের মত অভিনেতার বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ আনবার সময়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া দরকার। দৃষ্টান্ত পেলে আমরা লেখকের কথা নিয়ে আলোচনা করতে পারি।)



বসন্তের অগ্রদূত-কোকিল



মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার কাছে আসে,

যখন ঘরের মাঝে তন্বী কিশোরীর কোমলকণ্ঠের
সুরে সুর মিলাইয়া বাজিতে থাকে

মল্লিক ফ্লুট হারমোনিয়ম

অর্দ্ধ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত —

বাছাই-করা মাল-মসলায় গড়া—কাজেই
সহজে নষ্ট হয় না,—অথচ মূল্য
অপেক্ষাকৃত সুলভ।

মল্লিক ব্রাদার্স

ফোন—২৮৭৭ কলিঃ] [টেলিগ্রাফ—Phonograph

১৮-২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

১৫০।৫৮ হ্যবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা

(মিয়ালদহের মোড় হইতে পশ্চিমে দুই মিনিটের রাস্তা)

সুস্বাদু স্বদেশ—আবার ধাব, জনাইয়ের মনোহরা। টাটকা ক্ষীরের সকল রকম মিষ্টান্ন, সরস রসগোল্লা। সদ্যে তৈরী দই ও রাবড়ি—যখনই আসিবেন প্রস্তুত পাইবেন। ফরমাজ জিনিষ ঠিক সময়ে ঘড়িকাঁটা ধরিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

একদিন আসিল প্রাতদিন আসিতে হইবে!

সুলভতার অতুলনীয়!

মেয়র বলেন কলিকাতার অধিতায় সিল্কব্যবসায়ী"

নূতন ধরণের সিল্কের সূটের ও সার্টের কাপড় এবং অভিনব ছাপান সাড়ী, মারাঠী সাড়ী

বেনারস মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর আসাম

হাওয়াস সিল্ক হাউস

বীরভূম মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ব্রহ্মদেশ

ও স্বদেশী সিল্কের অভিনব বৈচিত্রের আয়োজন করিয়াছি। অন্য স্থান হইতে কিনিবার পূর্ব্বে এক বার দেখিতে অনুরোধ করি।

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীমানী বাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট [ফোন নং ১৪৮৭ বি,বি]

শনিবার ২১শে বৈশাখ, রাত্রি ৭ টায়

জাতিচ্যুত

রবিবার ২২শে বৈশাখ ম্যাটিনী ৪॥ টায়

স্বর্গীয় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

প্রতাপাদিত্য

(নবপর্য্যায়ে মহ সমারোহে ৩য় অভিনয়)

হাঁদুবাবু, কার্ত্তিকবাবু, হীরালালবাবু, সুরেনবাবু, প্রভাতবাবু, শরৎবাবু, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক), ভূমেন রায়, (এমেচার), নরেন্দ্রবাবু, যুগলবাবু, সত্যেনবাবু, ধীরেনবাবু, জয়নারায়ণবাবু, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী আঙ্গুরবালা, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, শ্রীমতী শরৎসুন্দরী, শ্রীমতী উষাবতী (পটল), শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ), শ্রীমতী দুনিয়াবালা প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

ফ্রি ও কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ বন্ধ।

ইউ. কে, মিত্র, বি, এ, প্রোপ্রাইটর

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

ফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার

১৬৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শনিবার ২১শে বৈশাখ, রাত্রি ৭ টায়

১। সুবিখ্যাত নর্ত্তকী—মিস বেন্‌সন্

ইনি ভারতীয় নৃত্যকলায় অদ্বিতীয়।

এই শ্রেণীর নৃত্যাভিনয় দেখাইবার জন্য ইনি প্যারীনগরীতে আহুত হইয়াছেন এ বৎসর কলিকাতায় এই তাঁহার শেষ নৃত্যাভিনয়।

মিস বেন্‌সন্ কর্ত্তৃক ভারতীয় নৃত্য

য়ুরোপীয় নর্ত্তকী মিস বেট্টী লভ্

কর্ত্তৃক

(ক) প্রাচীন মিশরীয় নৃত্য

এই নৃত্যে তিনি অতি প্রাচীনকালের মিশরদেশীয় রূপসজ্জায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন।

(খ) ষ্টেজ ব্ল্যাক বটম

অতি আধুনিক নৃত্য

(গ) ব্যালেট ড্যান্সিং

৩। শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক

দিগ্বিজয়ী

(মহাসমারোহে ৪৩ অভিনয় রজনী)

নায়কের ভূমিকায়—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

(ভূমিকালিপি পূর্ব্ববৎ)

পরদিন রবিবার, ম্যাটিনী ৫ টায়

দিগ্বিজয়ী

(মহাসমারোহে ৪৪ অভিনয় রজনী)

(ভূমিকালিপি পূর্ব্ববৎ)

এখনইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

কলিকাতা ৪৪, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীনলিনীমোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
নাচঘর কার্য্যালয় :—১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।